www,BANGLAKITAB.com

মোসলেম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় কিতাব

প্রথম খণ্ড

অনুবাদক

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (রহ.)

বুখারী শরীফের অনুবাদক

www,BANGLAKITAB.com

এই খণ্ডে রহিয়াছে সর্বমোট ৫০৭ টি হাদীস।

- মোসলেম শরীফ ১৯০
- তিরমিযী শরীফ ৯০
- আবু দাউদ শরীফ ৮৯
- নাসায়ী শরীফ ৯৭
- ইবনে মাজা শরীফ ৯০
- মেশকাত শরীফ ৩১

www,BANGLAKITAB.com

হাদীসের ছয় কিতাব

প্রত্যেক পরিচ্ছেদে প্রথম মোসলেম শরীফের হাদীসসমূহ যাহা বুখারী শরীফে নাই– উহা বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার সংকেত 'মোসঃ'। তারপর তিরমিযী শরীফে মোসলেম শরীফ অপেক্ষা যেসব অতিরিক্ত হাদীস আছে– উহা বর্ণনা করা হইয়াছে; ইহার সংকেত 'তিঃ'। তারপর আবু দাউদ শরীফের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে, উহার সংকেত 'আঃ'। তারপর নাসায়ী শরীফের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণনা কারা হইয়াছে, উহার সংকেত 'নাঃ'। তারপর ইবনে মাজা শরীফের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে– ইহার সংকেত 'ইঃ'। তারপর মেশকাত শরীফে সিহাহ সিত্তাহ ভিন্ন আটখানা হাদীস গ্রন্থের অতিরিক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে– উহার সংকেত 'মেঃ'।

এইরূপে হাদীসের ছয়টি সুপ্রসিদ্ধ বিশেষ কিতাবের সমষ্টি হইল এই অপূর্ব হাদীস গ্রন্থখানা।

এই গ্রন্থখানা প্রচার করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস প্রচার কার্যের অশেষ সওয়াব হাসিল করুন। এই গ্রন্থে ধারাবাহিক ৭০০০ হাদীসের অনুবাদ প্রকাশের আশা।

– আজিজুল হক

www,BANGLAKITAB.com

বিষয় সূচি

www.BANGLAKITAB.com

www,BANGLAKITAB.com

www,BANGLAKITAB.com

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়সূচি

www.BANGLAKITAB.com

www.BANGLAKITAB.com

www.BANGLAKITAB.com

---

www,BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহ তাআলার লাখ-লাখ শোকর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম; আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেক-বখতী ও নেয়ামতের উপর।

১৯৫৪ সনের কথা– যাঁহার জুতার ধূলি নরাধমকে সৌভাগ্যের ছোঁয়া লাগাইয়াছে সেই মহান উস্তাদ মুরুব্বী ও মোর্শেদ মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহমতুল্লাহে আলাইহের বরকত নরাধমকে তাহার অজানা-অচেনা, তাহার শক্তি-সামর্থ ও জ্ঞান-বিদ্যার শেষ সীমারেখা হইতে বহু দূরস্থ এক বিশাল ময়দানের দ্বারে দাঁড় করিয়াছিল– এক আকস্মিক ধাক্কায় মুহূর্তের মধ্যে নরাধমের জন্য তাহা জুটিয়া গেল।

মোবারক রমযান মাস, নরাধম ঢাকা বেগম বাজার মসজিদে এতেকাফ রত, মোর্শেদ (রহ.) মসজিদের পার্শ্বস্থ হুজরায় অবস্থান করেন। নরাধমকে মোর্শেদ (রহ.) অনুমতি দিলেন– বুখারী শরীফ অনুবাদ আরম্ভ করার।

আকৃতিতে ছিল অনুমতি, বস্তুতঃ ছিল ফয়েজ-বরকতের এমন ফুৎকার, যাহা প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু অপেক্ষা দ্রুতবেগে নরাধমকে খড়-কুটার ন্যায় বহন করিয়া মুহূর্তে পৌঁছাইয়া দিল ঐ দূর-দূরস্থ ময়দান-দ্বারে।

www,BANGLAKITAB.com

মোর্শেদ (রহ.) নরাধমকে ঐ দ্বারে পৌছাইয়াই ক্ষ্যান্ত থাকিলেন না– পবিত্র মক্কা-মদীনায় দোয়া কবুলের প্রতিটি স্থানে, এমনকি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা পাকের সন্নিকটে বেহেশতের বাগানে বসিয়া তাহাজ্জুদ নামাযের বরকতপূর্ণ সময়ে নরাধমের নাম মাওলার দরবারে উল্লেখ পূর্বক দোয়া করিয়া করিয়া নরাধমের জন্য ঐ ময়দানের দ্বার খোলাইয়া দিলেন, হাতে ধরিয়া ভিতরে প্রবেশও করাইলেন।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে দ্বীনী কিতাব অনুবাদের মোজাদ্দেদ ছিলেন মোর্শেদ (রহ.)। তিনি তাঁহার মোর্শেদ হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর কিতাবের অনুবাদক ছিলেন। চরম সৌভাগ্য নরাধমের– সকল মোর্শেদের মোর্শেদ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অনুবাদকের খাতায় নাম লেখাইয়া দিলেন তিনি তাঁহারই পোষিত পালিত এই নরাধমের। মোর্শেদ (রহ.)-এর উসিলা-লব্ধ আল্লাহ তাআলার এই মহা দানের পবনই উড়াইয়া নিয়া চলিল খড়-কুটাতুল্য নরাধমকে। শিক্ষকের লেখার উপর হাত ঘুরাইয়া-কলম চালাইয়া শিশু রেখে এবং লেখা শিক্ষা করে। সেই অক্ষম অসমর্থ শিশুর ন্যায় মোর্শেদ রহমতুল্লাহে আলাইহের রূহানী ফয়েজ-বরকতের লেখার উপরই শুধু হাত ঘুরাইতে ও কলম চালাইতে থাকিলাম দীর্ঘ ১৬ বৎসর। মোর্শেদ রহমতুল্লাহে আলাইহের ফয়েজ-বরকতের উসিলায় আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে মহান কিতাব বুখারী শরীফের অনুবাদ শেষ হইল, বাংলার ঘরে ঘরে উহা সমাদৃত হইল। মোর্শেদ (রহ.) নিজ চোখে তাঁহার দোয়ার কবুলিয়াত দেখিয়া এবং

www,BANGLAKITAB.com
মনে-প্রাণে সীমাহীন আনন্দ লইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিলেন।

নরাধমের সৌভাগ্য- মোর্শেদ রহমতুল্লাহে আলাইহের ফয়েজ-বরকতের ধারা নরাধমের প্রতি প্রবাহমান থাকিল; যাহার উসিলায় আল্লাহ তাআলার রহমত তাহাকে অনুবাদ-ময়দানে আরও অগ্রসর করিল। মনে বাসনা জন্মিল- রসূলের বাণী অধিক পরিমাণে বাংলার মোসলমান ভাই-বোনদের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। সেমতে বুখারী শরীফের পর দ্বিতীয় ধাপে এক নতুন পরিকল্পনায় "হাদীসের ছয় কিতাব" যাহা মূলতঃ হাদীস শাস্ত্রের ১৩টি কিতাব একত্রে সংকলনের আকাঙ্ক্ষা যাহা দীর্ঘ দিন হইতে অন্তরে বদ্ধমূল ছিল- উহাই আজ বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইল। বুখারী শরীফ ভিন্ন সিহাহ-সিত্তার অবশিষ্ট অন্য পাঁচ কিতাব এবং মেশকাত শরীফের মাধ্যমে আট কিতাব। প্রত্যেক হাদীসের ক্রমিক নম্বরের সাথে মূল কিতাবের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ থাকিবে এইরূপে-

১. মোসলেম শরীফ (মোসঃ)।

২. তিরমিযী শরীফ (তিঃ)।

৩. আবু দাউদ শরীফ (আঃ)।

৪. নাসায়ী শরীফ (নাঃ)।

৫. ইবনে মাজা শরীফ (ইঃ)।

৬. মেশকাত শরীফ (মেঃ)।

প্রত্যেকটি হাদীসের মূল আরবী উদ্ধৃত হইবে এবং উহার সাথে হাদীসটির অনুবাদ থাকিবে। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা এবং বিশেষ বিশেষ তথ্যমালাও থাকিবে। হাদীসসমূহের উপর শিরোনামও স্থাপন

www,BANGLAKITAB.com

করা হইয়াছে– যাহার সংখ্যা অনেক এবং প্রত্যেকটি শিরোনামই বস্তুতঃ শরীয়তের এক একটি মাছআলাহ– যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়। এতদ্ভিন্ন অনেক অনেক হাদীসের প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাছআলাহ বিশেষ আকারে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই সবই নরাধমের হাতে শুধু আক্ষরিত ও রূপায়িত হইয়াছে নির্জীব কলমের ন্যায়– আল্লাহ তাআলার খাছ রহমতে এবং এই রহমত লাভ হইয়াছে মোর্শেদ মাওলানা শামছুল হক (রহ.)-এর ফয়েজ-বরকতের উসিলায়।

সকল পাঠকের প্রতি দাবি থাকিল, মোর্শেদ (রহ.) এবং আমার মাতা-পিতার রূহের প্রতি সওয়াব রেছানী ও দোয়া করার। আর নরাধমের জন্য দোয়া করার এবং মৃত্যুর সংবাদ জ্ঞাত হইলে সওয়াব-রেছানী ও দোয়া করারও অনুরোধ থাকিল।

আরজ গোজার

আজিজুল হক

www,BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাদীস ও সুন্নাহ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত বিষয়বস্তুই হাদীস। ঐ বর্ণনা অতিশয় নির্ভরশীল হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন ও অবশ্য ফরজ।

ইমাম মোসলেম (রহ.) বলিয়াছেন, হাদীস শাস্ত্রে শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং বর্ণনাকারীগণের নির্ভরশীলতা, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদীতার জ্ঞান যাঁহাদের আছে– (একমাত্র তাঁহারাই হাদীসের চর্চা করিবেন এবং) তাঁহাদের কর্তব্য ও ফরজ হইল, শুধুমাত্র ঐরূপ হাদীস গ্রহণ করা যাহা পূর্ণ বিশুদ্ধ, নির্মল, নির্দোষ হয় অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তিসূত্র তথা সনদ বা সাক্ষী-পরম্পরা পূর্ণরূপে নির্ভরশীল বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হওয়ার উপর দৃঢ় আস্থা রাখা যায়, পরম্পরা বর্ণনা -কারীগণের কাহারও মধ্যে দোষ-ত্রুটির লক্ষণ বা অবকাশ দেখা না যায়।

পরম্পরা বর্ণনাকারীগণের মধ্যে পূর্ণ আস্থার অযোগ্য কেহ থাকিলে সেই বর্ণনার হাদীস গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে– (ভিন্ন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে উহা গ্রহণযোগ্য নহে)।

ইমাম মোসলেম (রহ.) তাঁহার এই বক্তব্যের সমর্থনেন প্রথমে পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়াছেন–

১. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا ......

"হে মোমেনগণ! ফাসেক তথা পাপী আস্থাভাজন নয়– এমন ব্যক্তি কোন সংবাদ নিয়া আসিলে (সেই সংবাদ সরাসরি গ্রহণ করিও না); অবশ্যই উহা যাচাই-বাছাই করিও।"

২. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ.

"সাক্ষীগণ তোমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য, আস্থাভাজন হইতে হইবে।"

www,BANGLAKITAB.com

৩. وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

"(বিশেষ ক্ষেত্রে) দুইজন নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাস্য, নিষ্কলুষ ব্যক্তির সাক্ষী হইতে হইবে।"

ইমাম মোসলেম (রহ.) বলেন, এই সব আয়াতের সুস্পষ্ট মর্ম ইহাই যে, পাপী আস্থাভাজন নয়– এমন ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণীয় নহে এবং অনির্ভরশীল ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হইবে না।

সেমতে ফাসেক তথা পাপী, আস্থাভাজন নয় এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য যেভাবে আদালতে ও বিচারালয়ে গৃহীত হইবে না, তদ্রূপ উলামা ও ইমামগণ তাহার সংবাদ ও বর্ণনায় হাদীসও গ্রহণ করেন না।

পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহের উদ্ধৃতির পর ইমাম মোসলেম (রহ.) হাদীস-বর্ণনা গৃহীত হওয়ার জন্য যে অতি মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন ও ফরজ সেই মর্মে বিভিন্ন বিষয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা এবং হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন–

মিথ্যা হাদীস কাহার নিকট শুনিয়া উহার উদ্ধৃতি দেওয়াও নিষিদ্ধ

১. (মোসঃ) হাদীস। ছামুরা (রাযি.) ও মুগীরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُّرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

"যে ব্যক্তি আমার হাদীসরূপে কোন কথা বর্ণনা করিবে; অথচ তাহারও ধারণা যে, ইহাকে রসূলুল্লাহর হাদীস বলা মিথ্যা– সেই ব্যক্তিও একজন মিথ্যা হাদীস রচনাকারী গণ্য হইবে।"

ব্যাখ্যা ঃ মিথ্যা হাদীস রচনা করা যত বড় গোনাহ জানিয়া-শুনিয়া অন্যের রচিত মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করাও তত বড় গোনাহ। অর্থাৎ "যাহা শুনিয়াছে তাহার উদ্ধৃতি দিয়াছে মাত্র" –এই যুক্তি তাহাকে গোনাহ হইতে মুক্তি দিবে না। শুধু উদ্ধৃতি বা বর্ণনা দানের কারণেও মিথ্যা রচনা করার সমান গোনাহ তাহার হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

হাদীস বর্ণনায় ভয়-ভীতির সহিত সতর্কতা অবলম্বন করিবে

২. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বলিতেন–

إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"নিশ্চয় আমাকে বাধা দেয় বেশী হাদীস বর্ণনা করা হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ফরমান– যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার সম্পৃক্তে মিথ্যা বর্ণনা দিবে অবশ্যই তাহাকে দোযখে স্থান নিতে হইবে।"

● ইচ্ছার ক্ষেত্রে এত বড় ক্ষতিকর বস্তু যে, অনিচ্ছার ক্ষেত্রেও ভয়-ভীতির কারণ হয় তাহা স্বাভাবিক। এতদ্ভিন্ন অসতর্কতা, অবহেলা ও উদাসীনতার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত অপরাধও ইচ্ছাকৃত তুল্য গণ্য হয়।

৩. (মোসঃ) হাদীস। মুগীরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমার সম্পৃক্তে মিথ্যা বলা অন্য কাহারও সম্পৃক্তে মিথ্যা বলার সমতুল্য নিশ্চয় নহে। যে ব্যক্তি আমার সম্পৃক্তে মিথ্যা বর্ণনা দিবে অবশ্যই তাহার স্থান দোযখে হইবে।"

● এই মর্মে আলী (রাযি.) এবং আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতেও হাদীস বর্ণিত আছে, বুখারী শরীফে অনূদিত হইয়াছে।

প্রমাণ ছাড়া শুধু শুনার উপর হাদীস বর্ণনা করিবে না

৪. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

كَفَا بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"মানুষ মিথ্যাবাদী পরিগণিত হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে যাহা শোনে তাহাই বর্ণনা করে।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ অনেক মিথ্যা কথা মুখ-চর্চায় আসিয়া যায়; উহা সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের অনুসন্ধান করিলে উহা মিথ্যা হওয়া ধরা যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়া উহা বর্ণনা করিবে সে নিশ্চয় ঐ মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে পতিত হইবে এবং গোনাহের দিক দিয়া, বরং ন্যায়তও সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইবে। এই ক্ষেত্রে মোসলেম (রহ.) বিভিন্ন বড় বড় ইমামগণের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন। যথা–

● ইমাম মালেক (রহ.) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতিটি শুনা কথাই বর্ণনা করিবে সে (মিথ্যা এবং উহার গোনাহ হইতে) রক্ষা পাইবে না। প্রতিটি শুনা কথাই বর্ণনা করার বদ-অভ্যাস যাহার হইবে সে কখনও নেতৃত্বের যোগ্য হইবে না।

● সুফিয়ান ইবনে হুসাইন (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, (প্রসিদ্ধ জ্ঞানী) ইয়াস ইবনে মুয়াবিয়া (রহ.) একদা আমাকে বলিলেন, আপনার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস যে, আপনি যত্ন ও সাধনার সহিত পবিত্র কুরআনের বিদ্যা হাসিল করিয়াছেন। আপনি আমাকে কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করিয়া শুনান এবং উহার তফছীরও শুনান; আপনার বিদ্যা (সম্পর্কে আমার ধারণার বাস্তবতা) আমি জানিতে চাই। আমি তাঁহার কথা মতে কাজ করিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, আমার একটি পরামর্শ আপনি সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিবেন–

"কথা বলায় শ্রোতার কুধারণা এড়াইতে সচেষ্ট থাকিবেন। (শ্রোতার কুধারণা জন্মায়–) ঐরূপ কথা যে বলে সে অপমানিত হয় এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়।"

ব্যাখ্যা ঃ তফছীরকারগণ অনেক সময় তফছীরের নামে আজগুবী কেচ্ছা-কাহানী ও অলীক কথাবার্তা বর্ণনা করিয়া থাকে; ঐরূপ কথার প্রতি শ্রোতাদের ধারণা মোটেই ভাল হয় না। সুফিয়ান (রহ.) যেহেতু মুফাসসিরে কুরআন হইয়াছেন, তাই মহাজ্ঞানী ইয়াছ (রহ.) তাঁহাকে ঐ সম্পর্কে উপদেশ দান ও সতর্ক করিয়াছেন।

● বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন, তুমি যদি লোকদের নিকট তাহাদের জ্ঞানের উর্ধ্বের বিষয় বর্ণনা কর তবে উহা তাহাদের অনেকের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ আলী (রাযি.) বলিয়াছেন, লোকদের সম্মুখে এমন কথাই বর্ণনা কর, যাহা বুঝিতে তাহারা সক্ষম হয়। তুমি কি পছন্দ কর– আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের কথা মানুষ অবিশ্বাস করুক?

অর্থাৎ কুরআন-হাদীসেরই কোন বিষয় যদি এমন লোকদের নিকট ব্যক্ত করা হয়, যাহারা উহা বুঝিতে সক্ষম নয়; বিষয়টি তাহাদের জ্ঞান-বিবেকের উর্ধ্বের, তবে নিশ্চয় তাহারা বিষয়টিকে অবাস্তব ও মিথ্যা ধারণা করিবে অথচ উহা কুরআন-হাদীসেরই বিষয়। এইভাবে ঐ লোকগণ কুরআন-হাদীসের বক্তব্যকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী হইল, যাহা ভয়ানক গোনাহ। এই বিভ্রাট তোমার কারণে ঘটিল, তাই তুমিও সম-পরিমাণ গোনাহের ভাগী হইবে। অতএব কুরআন-হাদীস বর্ণনা করিতে শ্রোতার জ্ঞানের সামঞ্জস্যতা রক্ষায় যত্নবান থাকিবে।

সনদবিহীন হাদীস গ্রহণ করিবে না

৫. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِّنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ

"শেষ যমানায় মিথ্যাবাদী জালিয়াত লোকদের আবির্ভাব হইবে। তাহারা তোমাদের নিকট এমন সব কথা বর্ণনা করিবে যাহা তোমরাও শোন নাই, তোমাদের পূর্বপুরুষগণও শোনে নাই। (অর্থাৎ তাহাদের কথাবার্তা ও বর্ণনা-বিবরণ নিতান্তই অলীক হইবে।) তাহাদেরকে তোমাদের কাছেও আসিতে দিবে না, তোমরাও তাহাদের কাছে যাইবে না। লক্ষ্য রাখিবে– তাহারা যেন তোমাদের বিভ্রান্ত করিতে না পারে এবং মতিভ্রমে ফেলিতে না পারে।"

৬. (মোসঃ) হাদীস। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন–

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا اَدْرِىْ مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ

www,BANGLAKITAB.com

"শয়তান (কোন কোন সময়) মানুষের আকৃতি ধারণ পূর্বক লোকদের নিকট আসিয়া নানা রকম মিথ্যা কথা (এমনকি রসূলের নামে মিথ্যা হাদীসও) বর্ণনা করে; অতঃপর লোকেরা বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যায়। তারপর ঐসব লোকদের এক একজন বলিতে থাকে, এক ব্যক্তিকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি; লোকটির চেহারা চিনিতে পারি কিন্তু তাহার পরিচয় জানি না।"

ব্যাখ্যা ঃ শয়তান লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য কিভাবে গুজব ছড়াইয়া থাকে বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর তথ্য নবী ভিন্ন অন্য কেহ উদঘাটন করিতে পারে না, তাই ইহা অবধারিত যে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) নিশ্চয় এই সত্য ও তথ্য নবী (দ.) হইতেই শুনিয়াছেন।

শয়তান যে মানুষ আকৃতিতে আবির্ভূত হইয়া মানুষের মধ্যে গুজব, মিথ্যা ও ক্ষতিকর কথা ছড়ায় উহার প্রত্যক্ষ নমুনা কুরআন শরীফে বদর জিহাদের বর্ণনায় আছে– সূরা আনফাল, ৪৮ আয়াত।

৭. (মোসঃ) হাদীস। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِيْنَ مَسْجُوْنَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمٰنُ يُوْشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْاٰنًا

"হযরত সুলায়মান (আ.) সমুদ্রের (কোন এক জনশূন্য) দ্বীপের মধ্যে বহু সংখ্যক দুষ্ট জীন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে তাহারা তথা হইতে ছুটিয়া আসিবে এবং (লোকদের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টায় ইহাও করিবে যে,) মিথ্যা গর্হিত বিষয়াবলীর রচনাকে কুরআন নামে প্রচার করিতে থাকিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ শেষ যমানার যুগে বিভিন্ন দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। উহার মধ্যে বিশেষ একটি ইহাও হইবে যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য দুষ্ট জীনদের উল্লিখিত অপপ্রয়াস এবং অপচেষ্টাও চলিবে। তাহাদের প্ররোচনায় মানুষের মধ্যেও এক শ্রেণী ঐরূপ বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টিকারী তৈরি হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

সত্য-মিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন সর্বদাই থাকে; যখন জাল ও ভেজালের অধিক প্রাদুর্ভাব হয় তখন ঐ যাচাই-এর অধিক প্রয়োজন হয়। সেই সতর্ককরণ উদ্দেশ্যেই বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) আলোচ্য তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ তথ্য বিবেক ও কিয়াস দ্বারা আবিষ্কার করা যায় না, আর সাহাবীগণ অমূলক বা শুধু কিংবদন্তিকে এইরূপ গুরুত্বের সহিত বর্ণনা করিতে পারেন না, সুতরাং এই তথ্য আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) নিঃসন্দেহে নবী (দ.) হইতেই শুনিয়াছিলেন।

৮. (মোসঃ) হাদীস। (বিশিষ্ট তাবেয়ী) মোজাহেদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা বোশায়ের নামক এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সাহাবীর নিকট আসিল এবং বার বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়া নানা বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাহার বর্ণনার প্রতিও লক্ষ্য দিলেন না এবং তাহার প্রতিও তাকাইলেন না। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, হে ইবনে আব্বাস (রাযি.)! কি ব্যাপার– আপনাকে আমার কথার প্রতি লক্ষ্য করিতে দেখি না? আমি আপনার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতেছি, আপনি তাহা লক্ষ্য করিয়া শুনেন না!

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন–

إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْتَدَرَتْهُ اَبْصَارُنَا وَاَصْغَيْنَا اِلَيْهِ بِاٰذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُوْلَ لَمْ نَاْخُذْ مِنَ النَّاسِ اِلَّا مَا نَعْرِفُ

“ইতিপূর্বে আমরা এইরূপ ছিলাম যে, কোন ব্যক্তির মুখে শুধুমাত্র একবার এই উক্তি শুনিলে যে, ‘রসূলুল্লাহ (দ.) বলিয়াছেন’ আমাদের চোখ ঐ ব্যক্তির প্রতি তাকাইয়া থাকিত এবং আমাদের কর্ণ ঐ ব্যক্তির বর্ণনার প্রতি নিমগ্ন হইত। এখন যখন লোকেরা ভাল-মন্দ সব রকম কথাই (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে) বর্ণনা করা আরম্ভ করিয়াছে তখন আমরা লোকদের হইতে (রসূলুল্লাহর হাদীসরূপে) শুধু উহাই গ্রহণ করি, যাহার প্রমাণ (সনদ বা সাক্ষী-পরম্পরা) আমরা পাই।”

www,BANGLAKITAB.com

৯. (মোসঃ) হাদীস। (বিশিষ্ট তাবেয়ী) ইবনে আবী মোলায়কা (যিনি মক্কা শহরের কাজী বা জজ ছিলেন– তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)কে এই মর্মে আবেদনপত্র পাঠাইলেন যে, আমার (কার্যে সাহায্য লাভের) জন্য একখানা গ্রন্থলিপি আপনি লিখিয়া দিবেন এবং (যে বিষয় বুঝিতে আমি জটিলতার সম্মুখীন হইব ঐরূপ বিষয়) আমার নিকট প্রকাশ করা হইতে বাদ রাখিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাঁহার আবেদন ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া বলিলেন, যুবকটি নিতান্তই সত্যান্বেষী ও নিষ্ঠাবান; আমি তাহার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উত্তমগুলি সংগ্রহ করিব এবং যাহা প্রকাশ না করিতে বলিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিব না।

فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللّٰهِ مَا قَضٰى بِهٰذَا عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ

"সেমতে ইবনে আব্বাস (রাযি.) একখানা গ্রন্থ সম্মুখে রাখিলেন, যাহা আলী (রাযি.)-এর বিচার বা রায়ের সংকলনরূপে প্রচলিত ছিল। উক্ত গ্রন্থ হইতে তিনি বিভিন্ন বিষয় চয়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন কোন বিষয় অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, খোদার কসম! আলী (রাযি.) এইরূপ রায় কখনও দেন নাই; নতুবা তো তিনি (সঠিক পথ হইতে) বিচ্যুত সাব্যস্ত হইতেন।"

১০. (মোসঃ) হাদীস। তাবেয়ী তাউস (রহ.)-এর বর্ণনা

أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيْهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ ذِرَاعٍ

"(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) আনহুর নিকট একটি সুদীর্ঘ ফর্দ উপস্থিত করা হইল যাহার মধ্যে আলী (রাযি.)-এর নামে বিভিন্ন বিচার ও রায় সংকলিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রাযি.) উক্ত ফর্দের বেশীর ভাগ বিষয়ই মুছিয়া ফেলিলেন; শুধু এক হাত পরিমিত অংশ অবশিষ্ট রাখিলেন।

● আবু ইসহাস (রহ.) বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাযি.)-এর ভক্ত সাজিয়া মোনাফেক শ্রেণীর রাফেজী ফেরকার লোকগণ যখন আলী

www,BANGLAKITAB.com

(রাযি.)-এর পরে (তাঁহার প্রতি সম্পৃক্ত করিয়া বিভিন্ন মিথ্যা ও (অলীক বর্ণনাসমূহ গড়াইল তখন আলী (রাযি.)-এর একজন প্রকৃত ভক্ত ব্যক্তি বলিলেন, আল্লাহ তাআলা ঐ লোকদের ধ্বংস করুন; তাহারা (আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জ্ঞান-গর্ভময় কথা ও বর্ণনামালার সহিত নিজেদের গর্হিত অলীক কথা মিশ্রিত করিয়া) কত উর্ধ্বের জ্ঞানমালাকে বিনষ্ট করিয়াছে!

● মুগীরা (রহ.) নামক একজন অতিশয় প্রজ্ঞাশীল আলেম বলিয়াছেন, (আমাদের যুগে) আলী (রাযি.)-এর নামে একমাত্র বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের শার্গেদগণের বর্ণিত হাদীসই গৃহীত হইবে।

অর্থাৎ মোনাফেক শ্রেণীর রাফেজী ফের্কার লোকগণ সাধারণতঃ আলী (রাযি.)-এর নামের আড়ালে মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনা করিত, তাহাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য ছিল না।

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা নামক ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী এক মোনাফেক খলীফা উসমান (রাযি.)-এর আমলে মোসলেম সমাজে আসিয়াছিল। সে নতুন-পুরাতন মোনাফেকদেরে সংঘবদ্ধ করিয়া গুপ্ত ঘাতক দল গঠন করে– যেই দলকে মোসলেম ঐতিহাসিকগণ "রাফেজী ফের্কা" নামে আখ্যায়িত করেন। তাহারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে খলীফা উসমান (রাযি.)কে শহীদ করিয়া নিজেদের রক্ষাকবচরূপে এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আলী (রাযি.)-এর পক্ষ অবলম্বনের ভান করে। তাহারা মোসলমানদের মধ্যে শত শত অঘটন ঘটায়– যাহার হৃদয়বিদারক ঘটনাবলী বিস্তারিতরূপে বাংলা বুখারী শরীফ দশম খণ্ডের (রশিদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত) পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে। আলী (রাযি.) তাহাদের পক্ষাবলম্বনকে ঘৃণা করিতেন, মোটেই পছন্দ করিতেন না কিন্তু তাহারা তাঁহার নামের সাথে জড়াইয়া থাকিত। রাজনৈতিক কুকাণ্ডের সাথে তাহারা অনেক আজগুবী জাল হাদীসও গড়াইয়া আলী (রাযি.)-এর নামে ছড়াইত। পরবর্তী যুগে "শিয়া সম্প্রদায়" নামধারী ফের্কার মধ্যে ঐ গর্হিত বর্ণনাসমূহের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ও বয়ান-বর্ণনা থাকিয়া যায়। যেমন– ইমাম মোসলেম (রহ.) বিশেষ প্রসঙ্গে রাফেজী ফের্কার একটি বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন যে, আলী (রাযি.) এখনও মেঘমালার আড়ালে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততির মধ্য

www,BANGLAKITAB.com

হইতে কেহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে সেই সন্তানের সঙ্গে তাহারা তথা রাফেজী সম্প্রদায় তখনই সংগ্রামে যোগ দিবে যখন আলী (রাযি.) মেঘের আড়াল হইতে যোগদানের নির্দেশ দান করিবেন। কোন কোন শিয়া নিজেদের স্বার্থে এই তথ্য সাদরে গ্রহণ করে। কারণ, শিয়া সম্প্রদায়ের উপর একটা মারাত্মক গ্লানী রহিয়াছে যে, তোমরা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য তাঁহার শহীদ হওয়ার পর এত মাতম ও কান্নাকাটা কর, অথচ যখন তিনি কারবালার মরু প্রান্তরে নির্মমভাবে অত্যাচারিত হইতে ছিলেন তখন তোমরা তাঁহার সাহায্যে আস নাই কেন? কুফা নগরে তোমরা বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলে; তোমাদের চল্লিশ হাজার লোকের দস্তখত সহ চিঠি-পত্রের আহ্বানেই হুসাইন (রাযি.) সপরিবারে মক্কা হইতে কুফা পাণে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে কারবালায় ইয়াজীদ বাহিনীর দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ও আক্রান্ত হইয়া পড়েন। কয়েক দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে; সঙ্গী পুরুষগণ একে একে সকলেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এমনকি সর্বশেষে সায়্যেদুনা হুসাইন (রাযি.) যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রবাহ সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলিল, কিন্তু তোমাদের সম্প্রদায়ের কেহ এমনকি চল্লিশ হাজার আহ্বানকারীদের কেহও মরু-কারবালার প্রতি তাকাইল না।

এই কুৎসিত গ্লানীকে ঢাকিবার জন্য শিয়া সম্প্রদায়ের অনেকে এই আজগুবী ও অলীক কাহিনীকে আলী (রাযি.)-এর নামে মনোপুত পাইয়াছে যে, আলী (রাযি.) মেঘমালার আড়ালে অবস্থান রত আছেন; তাঁহার আদেশ পাওয়া ব্যতিরেকে আমরা তাঁহার কোন সন্তানের সহিত সংগ্রামে যোগদান করিতে পারি না।

ইমাম মোসলেম (রহ.) রাফেজী ফের্কার আরও চরম মিথ্যার বর্ণনা দান করিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের উক্ত আজগুবী ও অলীক গল্পকে পবিত্র কুরআন সূরা ইউসুফের নিম্নে বর্ণিত আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করিয়াছে।

فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي

শব্দার্থ– "কস্মিনকালেও আমি স্থান ত্যাগ করিব না যাবৎ না আমার পিতা আমাকে আদেশ করেন।"

www,BANGLAKITAB.com

প্রকৃত তফছীর– ইহা সূরা ইউসুফের ৪ রুকুর আয়াত। পূর্ব হইতে ঘটনার বিবরণ এই চলিতেছে যে, হযরত ইয়াকুব (আ.) পুত্র ইউসুফকে হারাইয়া শোকাতুর অবস্থায় বিমর্ষ হইয়া থাকিলেন। দুর্ভিক্ষের কারণে ইউসুফের বৈমাত্রেয় দশ ভ্রাতা খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিশরে গেল। তথাকার শাসন কর্তৃপক্ষ এইবার তাহাদেরে কিছু খাদ্য প্রদান করিল, কিন্তু দ্বিতীয় বারের জন্য শর্ত আরোপ করিয়া দিল– (খাদ্য-সামগ্রীর প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণে) তোমাদের বর্ণনা মতেই তোমাদের যে, এক ছোট ভ্রাতা গৃহে আছে; পুনরায় আসিতে তাহাকে সঙ্গে না আনিলে তোমরা আর খাদ্য পাইবে না।

ঐ ছোট ভ্রাতা ছিল ইউসুফের মাতৃগর্ভের ভাই 'বিনয়্যামীন'। হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁহার নয়নমণি ইউসুফকে হারাইয়া বিনয়্যামীন দ্বারা ভাঙ্গা মন জোড়া দিতেছিলেন। এমতাবস্থায় ইউসুফকে নিখোজকারী বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের সঙ্গে বিনয়্যামীনকে মিশরে যাইতে দেওয়ার প্রস্তাবে ইয়াকুব (আ.) কোন মতেই সম্মত হইতে ছিলেন না। কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ; মিশর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতেই হইবে, তাই অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন এই শর্তে যে, ইউসুফের ন্যায় বিনয়্যামীন হাতছাড়া হইলে বিনয়্যামীন ব্যতীত তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে না।

ভ্রাতাগণ উক্ত শর্তে বিনয়্যামীনকে লইয়া মিশরে পৌছিলেন। তথায় এমন কেলেঙ্কারী বাঁধিল যে, বিনয়্যামীন মিশরে বন্দী হইয়া থাকিল; তাহাকে লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের কোন সম্ভাবনাই থাকিল না। নিরাশ-বিমর্ষ অবস্থায় ভ্রাতাগণ দেশ পাণে যাত্রা করিলে উক্ত বৈমাত্রেয় দশ ভ্রাতার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকলকে পিতার নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া বলিলেন যে, আমরা বিনয়্যামীনকে সঙ্গে না লইয়া বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারি না। ঐ ক্ষেত্রেই উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়াছেন– (যেহেতু পিতার নিকট অঙ্গীকার রহিয়াছে, তাই বিনয়্যামীনকে ছাড়া) কস্মিনকালেও আমি স্থান (তথা বর্তমান অবস্থান স্থল মিশর) ত্যাগ করিব না (অর্থাৎ বাড়ি ফিরিয়া যাইব না) যাবৎ না পিতা নিজেই আমাকে অঙ্গীকার হইতে রেহায়ী দেন এবং আদেশ করেন (বাড়ি ফিরিয়া যাওয়ার)।

www,BANGLAKITAB.com

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই উক্তিরই উদ্ধৃতি রহিয়াছে হযরত ইউসুফের ঘটনা বর্ণিত সূরার উল্লিখিত আয়াতে। সেমতে "স্থান ত্যাগ করিব না" অর্থ মিশর ত্যাগ করিয়া বাড়ি ফিরিব না এবং "যাবৎ না আমার পিতা আমাকে আদেশ করেন"।

অর্থ যাবৎ না আমাদের পিতা ইয়াকুব (আ.) আমাদেরকে আমাদের অঙ্গীকার হইতে রেহায়ী দান পূর্বক আমাকে মিশর ত্যাগ করতঃ বাড়ি ফিরিবার আদেশ করেন। এই ছিল উক্ত আয়াতের মর্ম।

ইমাম মোসলেম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন– শিয়া সম্প্রদায়ের বহু কথিত বড় আলেম ও মোজতাহেদ 'জাবের জুফী' নামক ব্যক্তিও পূর্বোল্লিখিত রাফেজীদের গর্হিত আজগুবী ও অলীক কথাকেই উক্ত আয়াতের মর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সেমতে "স্থান ত্যাগ করিব না" অর্থ কাহারও সহিত সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইব না। আর "যাবৎ না আমার পিতা আমাকে আদেশ করেন" অর্থ যাবৎ না মেঘের আড়ালে অবস্থান রত আলী (রাযি.) আমাকে আদেশ করেন সংগ্রামে বাহির হওয়ার জন্য। পিতা বলিতে আলী (রাযি.) উদ্দেশ্য।

রাফেজী ফের্কার এই তফছীর; ইহা কতইনা অবাস্তব ও মিথ্যা! তাহাদের আজগুবী ও অলীক কথার কি সম্পর্ক থাকিতে পারে হযরত ইউসুফের ঘটনার বর্ণনা সূরা ইউসুফের সহিত? সর্বোপরি কথা– আলোচ্য আয়াতের আগ-পাছের বিবরণের সহিত তাহাদের অলীক কাহিনীটির কোন দূরের সম্পর্কও নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত অলীক কাহিনী রূপেই শিয়া সম্প্রদায় আলী (রাযি.) সম্পর্কে দাবী করিয়া থাকে যে, পবিত্র কুরআন এবং প্রচলিত হাদীস ভাণ্ডার ভিন্ন বিশেষ বিদ্যা ও এলম ভাণ্ডার তাঁহার নিকট ছিল– যাহা অন্য কোন সাহাবীর নিকটও ছিল না।

শিয়াদের এই দাবীর ভিত্তিতেই 'মারফতী' নামধারী এক ভণ্ড শ্রেণী বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ তাআলা নব্বই হাজার কালাম পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ত্রিশ হাজার শরীয়তের মধ্যে আছে– যাহা আলেমগণ পাইয়াছেন। আর ষাট হাজার আলী (রাযি.)-এর মাধ্যমে 'মারেফত' নামে বিদ্যমান আছে। ভণ্ডরা সেই মারেফতের নামে নামায-রোযা ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিব এবং হালাল-হারামের বাছ-বিচার তথা শরীয়ত হইতে মুক্ত হইয়া বেড়ায়।

www,BANGLAKITAB.com

ইমাম মোসলেম (রহ.) শিয়া সম্প্রদায়ের এই অমূলক মতবাদের একটি ঘটনা এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলকামা (রহ.) নামক একজন আলেম কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন- "আমি দুই বৎসরে কুরআন শরীফ শিক্ষা করিয়াছি।" এই সময় তাঁহার নিকট 'হারেছ' নামক এক শিয়া ব্যক্তি উপস্থিত ছিল; সে বলিল, কুরআন তো সহজ বস্তু ওহী অনেক কঠিন। আমি ওহী তিন বৎসরে শিখিয়াছি, কুরআন শরীফ দুই বৎসরে শিখিয়াছি।

মোর্রাতুল হামদানী নামক একজন আলেম উক্ত হারেছের মুখে একদা এইরূপ উক্তি শুনিয়া তাহাকে বলিল, আপনি আমার দরওয়াজায় একটু বসুন; এই বলিয়া মোররা ঘরের ভিতরে যাইয়া তরবারী নিয়া আসিতে লাগিলেন। হারেছ বিপদ অনুভব করিতে পারিল; তৎক্ষণাৎ সে পলায়ন করিল।

ব্যাখ্যা ঃ সকলের নিকট শিয়া পরিচিত হারেছ 'ওহী' বলিয়া তাহাদের অবাস্তব মতবাদই প্রকাশ করিতে ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বিশেষ ওহী মারফত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে আলী (রাযি.)-এর নিকট এক বিশেষ জ্ঞান-ভাণ্ডার আসিয়া ছিল- সেই জ্ঞান অন্য কাহারও নিকট ছিল না, অন্য কেহই তাহা পান নাই।

শিয়া সম্প্রদায়ের এই মতবাদকে সকলেই অমূলক সাব্যস্ত করিয়াছেন। এমনকি মোর্রা নামক বিশিষ্ট আলেম তো হারেছ নামক শিয়াকে এই কথার উপর তরবারীর ভয় দেখাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আলী (রাযি.)-এর জীবদ্দশায়ই এই অলীক দাবী প্রচারিত হয়। তিনি স্বয়ং উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া কঠোর ভাষায় তাঁহাকে উহার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। বাংলা বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৫৩ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আলী (রাযি.)কে এই বিষয়ে প্রশ্ন এবং আলী (রাযি.) কর্তৃক উহার খণ্ডন বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

এইরূপে পূর্বাপর সকল শিয়া সম্প্রদায় আলী (রাযি.)কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ওহী' অর্থাৎ নবী (দ.) কর্তৃক অসিয়ত কৃত ও নির্ধারিত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা বলিয়া থাকে। এই সূত্রেই শিয়া সম্প্রদায় আবু বকর (রাযি.), উমর (রাযি.) ও উসমান (রাযি.)-এর প্রতি ভয়ঙ্কর ক্ষীপ্ত। এমনকি তাহারা তাঁহাদের প্রতি বেয়াদবী করিয়া থাকে-

www,BANGLAKITAB.com

তাঁহাদিগকে 'গাছেব'-বল প্রয়োগে অন্যের হক ছিনতাই ও দখলকারী বলে। তাহরা বলিয়া থাকে– একমাত্র আলী (রাযি.)-ই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত খলীফা হওয়ার অধিকারী ছিলেন। কারণ, নবী (দ.) তাঁহার নামে এই পদের অসিয়ত তথা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। অন্য তিনজন ঐ পদকে বলপূর্বক ছিনাইয়া নিয়াছে এবং তাঁহাকে উহা হইতে বেদখল করিয়া নিজেরা উহা দখল করিয়াছে।

শিয়া সম্প্রদায় এই অবাস্তব দাবী সাহাবীগণের যুগ হইতেই করিয়াছে। বিশিষ্ট সাহাবীগণ সকলেই তাহাদের এই অমূলক দাবী খণ্ডন ও অস্বীকার করিতেন। মূল বুখারী শরীফ ৩৮২ ও ৬৪১ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীস বর্ণিত আছে–

আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট কতিপয় লোক এই আলোচনা করিল যে, আলী (রাযি.) 'ওছী'– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রাযি.) (তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা হওয়া) সম্পর্কে অসিয়ত তথা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে নির্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন। আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, এইরূপ কথা কে বলে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁহার শেষ সময়ে) আমি আমার বক্ষের সহিত হেলান দেওয়াইয়া রাখিয়া ছিলাম। হুযুর (থুথু বা কফ ফেলিবার জন্য) চিলমচি চাহিলেন; ইতিমধ্যেই তিনি ঢলিয়া পড়িলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন– এমনকি আমি তাঁহার মৃত্যু উপলব্ধিও করি নাই। সুতরাং কখন, কি প্রকারে তিনি আলী (রাযি.) সম্পর্কে অসিয়ত করিলেন?

আয়েশা (রাযি.) বুঝাইয়াছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দ.)-এর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত পূর্ণরূপে নিকটতম ছিলেন। ঐ সময় হযরত (দ.) কোন অসিয়ত করিলে তিনি তাহা অবশ্যই অবগত থাকিতেন।

এইরূপে শিয়া সম্প্রদায়ের কল্পিত অসিয়তের ভুয়া দাবীকে অনেক সাহাবীই খণ্ডন করিয়াছেন। এমনকি স্বয়ং আলী (রাযি.) এইরূপ দাবীর সংবাদ পাইলে তিনিও উহার খণ্ডন করিয়াছেন।

"সীরাতে হালবিয়া" নামক কিতাবে আছে– আলী (রাযি.) বলিয়াছেন, খেলাফত সম্পর্কে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন নির্দেশ

www,BANGLAKITAB.com

আমার প্রতি থাকিত, তবে সেই নির্দেশ উদ্ধারের জন্য (প্রয়োজন হইলে) আমি একা নিঃসম্বল হইলেও যুদ্ধ করিতাম। নবী (দ.) যখন তিরোধান করেন নাই; বরং কয়েক দিন তিনি নামাযের জন্য মসজিদে যাইতে সক্ষম হন নাই তখন মোয়াজ্জেন নামাযের সংবাদ নিয়া আসিলে নবী (দ.) আবু বকর (রাযি.)কে নামায পড়াইবার আদেশ করিলেন, অথচ তাঁহার নিকটেই আমার উপস্থিতি তিনি জ্ঞান ছিলেন। (তাঁহার এই ইঙ্গিতেই) তাঁহার তিরোধানের পর আমরা আমাদের দুনিয়ার কার্য পরিচালনার জন্য ঐ ব্যক্তিকেই গ্রহণ করিয়া নিলাম, যাঁহাকে তিনি আমাদের দ্বীনের কার্য (তথা নামাযের ইমামতি) পরিচালনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেমতে আমরা স্বতঃস্ফূর্তই আবু বকরকে খলীফারূপে সমর্থন দিয়াছি। (হাশিয়া, বুখারী ৩৮২ পৃষ্ঠা)

দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করিতে শিক্ষক যাচাই করিয়া গ্রহণ করিবে

● বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মোহাদ্দেছ ইবনে সিরীন (রহ.) বলিয়াছেন, দ্বীনের এলম বা বিদ্যা দ্বীনেরই একটি বিশেষ বস্তু' অতএব উহা হাসিল করিতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিরূপ লোক হইতে উহা গ্রহণ করা হইতেছে।

ব্যাখ্যা ঃ যেই ব্যক্তির নিজের মধ্যে দ্বীন নাই তাহার হইতে দ্বীনের জ্ঞান ও শিক্ষা গ্রহণ নিতান্তই অবান্তর হইবে। যাহার মধ্যে যেই জিনিস নাই সেই জিনিস তাহার নিকট হইতে কিরূপে আহরণ করা যাইতে পারে? দ্বীনের জ্ঞান ও শিক্ষা একমাত্র দ্বীনদার হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। এমনকি পঠনের মাধ্যমে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করিতেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে– যে ব্যক্তি দ্বীনদারীতে আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য নয় তাহার লেখা ও রচনা পড়িবে না। রচনার মধ্যে রচনাকারীর ছবি নিশ্চয় ফুটিয়া উঠে।

● মোহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহ.) আরও বলিয়াছেন, প্রথম যুগে হাদীসের সনদ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হইত না। অতঃপর যখন মানুষের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব ও বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হইল তখন হইতে মোসলমানগণ হাদীস বর্ণনাকারীকে বলা আরম্ভ করিলেন, যে সব রাবী বা সাক্ষীর মাধ্যমে এই হাদীস লাভ করিয়াছেন সেই সব লোকদের নাম ও পরিচয় বর্ণনা করুন। যাচাই করিয়া সুন্নতের অনুসারী লোকদের হাদীস গ্রহণ করা হইবে, আর বেদআতপন্থী লোকদের হাদীস গ্রহণ করা হইবে না।

www,BANGLAKITAB.com

● বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বলিয়াছেন, হাদীসের সহিত সনদ তথা সাক্ষী সিরিজের প্রয়োজনীয়তা ইসলামের বিশেষ বিধান। সনদের গুরুত্ব দেওয়া না হইলে যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হাদীসরূপে বলিয়া ফেলিবে।

● আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহ.) একদা জনসমাবেশের মধ্যে প্রকাশ্যে বলিলেন, আমর ইবনে সাবেত নামক ব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করিলে তাহা কেহ গ্রহণ করিবেন না। কারণ, সে পূর্ববর্তী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বুযুর্গানেন দ্বীনকে মন্দ বলিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীনের এলম ও জ্ঞান এবং তাকওয়া-পরহেজগারী, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগে যাঁহারা শীর্ষস্থান লাভে ধন্য হইয়াছিলেন, যথা– সাহাবীগণ, ইমামগণ, দ্বীন ইসলামের বিদ্যা-বিশারদ ও বিদ্যা চর্চায় জীবনোৎসর্গকারী আলেমগণ, সংযম-সাধনা ও অধ্যাত্মবাদের চূড়ামণি ওলী-আল্লাহগণ– তাঁহাদিগকে আরবী ভাষায় 'সালফে সালেহীন' বলা হয়। 'সালফ' অর্থ পূর্ববর্তী লোক, 'সালেহীন' অর্থ গুণ-গরিমা ও যোগ্যতার শিরোমণি। মোসলেম সমাজের এই সকল মনীষীবৃন্দ হইলেন মোসলেম জাতির মুরুব্বী– তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা শুধু নিজেরই দুর্ভাগ্যের কারণ নহে, বরং উহার দ্বারা আল্লাহর গযব নামিয়া আসে। এক হাদীসে চৌদ্দটি বিষয়ের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে নবী (দ.) হইতে এইরূপ ভয়ঙ্কর বর্ণনা উল্লেখ রহিয়াছে যে–

فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا

"উক্ত চৌদ্দটি বিষয় সমাজে দেখা দিলে তোমরা অপেক্ষা কর (এইসব সমাগত আযাবের) অগ্নিময় ঝড়ের, ভূমিকম্পে ধ্বসিয়া যাওয়ার, মানুষের আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়া হাইওয়ান-জানোয়ারের আকৃতি হইয়া যাওয়ার এবং পাথর বৃষ্টির।

সেই চৌদ্দটি বিষয়ের বর্ণনা দানে নবী কারীম (দ.) গান-বাদ্য, মদ্যপান ইত্যাদির সহিত ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন–

وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا

www,BANGLAKITAB.com

"এবং এই উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীগণের প্রতি দোষারোপ ও লান-তান করিবে।" (মেশকাত শরীফ, ৪৭০)

দার্শনিক কবি মাওলানা রুমী (রহ.) এই ভয়াবহ পরিণামের সতর্ককরণ রূপেই বলিয়াছেন–

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد - بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

"বেয়াদব ব্যক্তি শুধু একাই বেয়াদবীর কুফল ভোগ করে না, বরং উহার কুফলের অগ্নি সর্বত্র ছড়ায়।"

এই জন্যই বারশত বৎসর পূর্বে মহাজ্ঞানী হাদীস বিশারদ আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে ঐরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন যে, সালফে সালেহীনকে মন্দ বলে। কারণ, এই কার্যের দ্বারা মানুষ ফাসেক হইয়া যায়।

● স্মরণ রাখিতে হইবে– যে সব অপরাধ ও দোষের জন্য আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে জাতির মুরুব্বীগণকে সেই দোষে কলঙ্কিত করাও প্রকারান্তরে তাঁহাদের প্রতি অভিশাপ করা।

যথা– কোন লোক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দানে স্বজনপ্রীতি অবলম্বন করিলে তাহার সম্পর্কে হাদীসে আছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

مَنْ وُلِّىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

"আমার উম্মতের কোন বিষয়ে যে ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া হয় সে যদি তাহাদের উপর কাহাকেও শাসক বানায় আত্মীয়তা দৃষ্টে তবে তাহার উপর আল্লাহর লানত ও অভিশাপ এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি খলীফা উসমান (রাযি.)কে এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলে সে তাঁহার প্রতি অভিশাপকারী গণ্য হইবে। কারণ, প্রকারান্তরে সে তাঁহার জন্য বেহেশত হারাম এবং তাঁহার সমুদয় ইবাদত-বন্দেগী বরবাদ বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে।

www,BANGLAKITAB.com

তদ্রূপ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তথা খলীফা হইয়া বায়তুল মাল তথা সরকারী ধন-ভাণ্ডারের সম্পদে স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করিলে তাহার সম্পর্কেও হাদীস শরীফে আছে–

إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"এক শ্রেণীর লোক আল্লাহর তথা বায়তুল মালের ধন-সম্পদে অন্যায়ভাবে স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করিবে– কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য দোযখ নির্ধারিত রহিয়াছে।" (বুখারী শরীফ)

এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি খলীফা মোয়াবিয়া (রাযি.)কে ঐ দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলে প্রকারান্তরে তাঁহাকে জাহান্নামী বলিয়া অভিশপ্ত গণ্য করা হইবে। সুতরাং যেই সব ব্যক্তিবর্গের সাহাবী হওয়া অকাট্য তাঁহাদের সম্পর্কে ঐ শ্রেণীর দোষ আবিষ্কার করাই "পূর্ববর্তীগণের প্রতি অভিশাপ ও লান-তান করা" পরিগণিত হইবে এবং উহা আল্লাহর গযবের কারণ হইবে, যাহা মেশকাত শরীফ ৪৭০ পৃষ্ঠার হাদীসে উল্লেখ আছে।

খলীফা উসমান (রাযি.) ও মুয়াবিয়া (রাযি.) সম্পর্কে ঐসব দোষের কোন (রেফারেন্স) বরাত দেওয়া হইলে তাহার খণ্ডন এবং মিথ্যা হওয়া আলেমগণ প্রমাণ করিবেন, কিন্তু সাধারণ মোমেনের ঈমান হেফাজতের রক্ষা ব্যূহ ইহাই যে, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীকে জাহান্নামী হওয়ার অভিশাপে অভিশপ্ত এবং সেই দোষে দোষী বলিতে পারি না।

● বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর এক পুত্রকে লোকেরা কোন একটি মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিল; মছআলাটি তাঁহার জানা ছিল না। (তিনি তাঁহার অনবগতি প্রকাশ করিলে) ইয়াহয়্যা ইবনে সাঈদ নামক বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ তাঁহাকে বলিলেন, আমরা ইহাকে অতি বড় (বিস্ময়ের) বিষয় মনে করি যে, আপনি দুইজন শিরোমণি দিশারী ওমর ও ইবনে ওমরের পৌত্র ও পুত্র– আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে কোন মাছআলাহ জিজ্ঞাসা করা হয়; উহা সম্পর্কে আপনার অবগতি থাকে না! তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাআলার নিকট এবং যাহাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করিয়াছেন তাঁহার নিকট উহা অপেক্ষা বেশী বড় (অপরাধের) বিষয় ইহা যে, আমি কোন মাছআলাহ না জানা সত্ত্বেও বলি অথবা আস্থার অযোগ্য ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করি।

www,BANGLAKITAB.com

● ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহ.) বলিয়াছেন, এক শ্রেণীর ইবাদত গোজার লোকদেরকে দেখা যায়, হাদীসের ব্যাপারে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক অবাস্তব কথা বলেন।

ইমাম মোসলেম (রহ.) এই তথ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ইচ্ছাকৃত অবাস্তব ও মিথ্যা হাদীস বলেন না। (নতুবা তাঁহাদেরকে নেককার কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইচ্ছাকৃত মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী তো নরকী ও জাহান্নামী। অবশ্য সরলতা বশে তাঁহারা সনদের প্রতি লক্ষ্য কম করেন এবং হাদীস নামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন; ফলে) তাঁহাদের মুখে অবাস্তব হাদীস স্থান পাইয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত তথ্যের উদ্দেশ্য এই যে, হাদীস গ্রহণ করিতে সনদ অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু। অতএব কোন নেককার-পরহেজগার ভাল লোকের বর্ণনা হইলেও সনদ ব্যতিরেকে হাদীস গ্রহণ করিবে না। অবশ্য সুপরিচিত কোন হাদীস গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইলে তাহাও সনদের শামিল হইবে, কারণ ঐ গ্রন্থে সনদের উল্লেখ থাকে।

হাদীস বর্ণনায় দোষী ব্যক্তির দোষ প্রকাশে গীবত বা পরনিন্দার গোনাহ্ হইবে না

পূর্বোল্লিখিত তথ্যাবলী শেষপ্রান্তে ইমাম মোসলেম (রহ.) এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মোসলেম (রহ.) একজন বিশিষ্ট মোহাদ্দেসের বক্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন–

● আফ্ফান ইবনে মোসলেম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি (বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ) ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা (রহ.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তথায় উপস্থিত এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলাম–

ان هذا ليس بثبت

"ঐ ব্যক্তি তো নির্ভরযোগ্য নহে।"

তখন উপস্থিত হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তি আমাকে কটাক্ষ করিয়া বলিল–

اغتبته

www,BANGLAKITAB.com

"আপনি তো ঐ ব্যক্তির গীবত তথা তাহার অসাক্ষাতে তাহার দোষ প্রকাশ করিলেন।"

এই কটাক্ষের উত্তরে তথায় উপবিষ্ট মুরুব্বী বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ ইসমাঈল ইবনে উলাইয়া (রহ.) আমার পক্ষে বলিলেন–

ما اغتابه ولكنه حكم انه ليس بثبت

"সে তাহার গীবত করে নাই, হাঁ– সে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ককারী সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য নহে।"

অতঃপর ইমাম মোসলেম (রহ.) অত্র মাছআলার প্রমাণ ও সমর্থনে বিভিন্ন ইমাম ও মোহাদ্দেছের উক্তির উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন।

● ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট হাদীস বর্ণনাকারী পাঁচ ব্যক্তির নাম এক-এক করিয়া উল্লেখ পূর্বক জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকের নামে মন্তব্য করিলেন, 'নির্ভরশীল নহে' আবার সমষ্টিগতভাবেও বলিলেন, ইহারা হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নহে।

● প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে মোহাররার নামক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন, (তাহাকে দেখার ও জানার পূর্বে তাহার প্রতি এত আকর্ষণ ছিল) যে, আমাকে যদি বলা হইত– অবিলম্বে বেহেশতে চলিয়া যাইবেন, না– আবদুল্লাহ ইবনে মোহাররারের সাক্ষাতের পর বিলম্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবেন? তবে আমি তাহার সাক্ষাতের পর বিলম্বে বেহেশতে প্রবেশ করাকেই অবলম্বন করিতাম। কিন্তু যখন আমি তাহাকে দেখিত ও জানিতে পারিলাম তখন আমি তাহাকে ছাগলের লেদা (বিষ্ঠা) অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট সাব্যস্ত করিলাম।

পাঠক লক্ষ্য করুন! হাদীস বর্ণনায় যাহারা অনাস্থার পাত্র হয় তাহারা প্রকৃত আলেমগণের দৃষ্টিতে কিরূপ ঘৃণিত গণ্য হয়?

● বিশিষ্ট মোহাদ্দেছ উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর (রহ.) স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, ইয়াহয়্যা ইবনে আবু ওনায়ছা মিথ্যাবাদী।

এইসব উদ্ধৃতি উল্লেখের পর ইমাম মোসলেম (রহ.) বলেন, বিভিন্ন হাদীস বর্ণনাকারীর দোষ প্রকাশে ও নিন্দা করায় বিশিষ্ট আলেম ও মোহাদ্দেছগণের ভুরি ভুরি মন্তব্য ও বক্তব্য রহিয়াছে– যাহার উদ্ধৃতিতে আমার কিতাব দীর্ঘায়িত হইয়া যাইত।

www,BANGLAKITAB.com

এইসব মনীষীবৃন্দ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের নিন্দা করার এবং দোষ প্রকাশের গুরুভার বহন করিয়াছিলেন একমাত্র এই কারণে যে, ইহা একটি বৃহত্তম সওয়াবের কাজ। কারণ, হাদীস হইল দ্বীন ইসলামের একটি অন্যতম ভিত্তিমূল, (এমনকি মহান কালামে পাক কুরআন শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা ও কার্য-পদ্ধতির রূপরেখা হাদীস দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে)। হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এবং বেহেশত-দোযখের বিধানগত মাপকাঠিও হাদীস দ্বারা নির্ণীত ও নির্ধারিত হয়। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর বর্ণনায় যদি এমন ব্যক্তি সুযোগ পাইয়া যায় যে পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন না হয়, তবে আশঙ্কা থাকিবে– মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বস্তু হাদীস-শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়া যাওয়ার। (এমতাবস্থায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে।)

সুতরাং অভিজ্ঞ মনীষীবৃন্দ যদি ঐ শ্রেণীর লোকদের হাদীস চর্চায় বাধার সৃষ্টি না করেন, তবে তাহা অনভিজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি অভিজ্ঞদের খেয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল হইবে। অধিকন্তু বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য আস্থাভাজন বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যার হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে, দোষী ব্যক্তিদের বর্ণিত হাদীসের কোন প্রয়োজনই নাই। ইমাম মোসলেম (রহ.) অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন– যাহারা দোষী ব্যক্তিদের বর্ণিত হাদীস টানিয়া আনিয়া অধিক হাদীস সংগ্রহকারী হওয়ার সুনাম কুড়াইতে চাহিবে তাহারা আলেম খেতাবের পরিবর্তে জাহেল-অজ্ঞ নামেরই অধিক যোগ্য হইবে।

নবীজীর সুন্নত অনুসরণের ফযীলত ও তাকিদ

১১. (তিঃ) হাদীস। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল ইবনে হারেছ (রাযি.)কে বলিলেন, হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (দ.)! কি বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিব? রসূলুল্লাহ (দ.) ফরমাইলেন–

إِنَّهُ مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِّنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْئًا

www,BANGLAKITAB.com

"একথা ধ্রুব সত্য– যে ব্যক্তি আমার এমন কোন সুন্নতকে চালু করিবে যে সুন্নত আমার পরে পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার জন্য ঐ সুন্নতের উপর সকল আমলকারীগণের সম-পরিমাণ সওয়াব সাব্যস্ত হইয়া থাকিবে– তাহাদের সওয়াবে কোন অংশ হ্রাস করা ব্যতিরেকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন প্রকার ভ্রষ্টতার (নতুন পন্থা) বেদআত আবিষ্কার করিবে, যাহা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল পছন্দ করিবেন না– তাহার জন্য ঐ পন্থায় আমলকারীদের সম-পরিমাণ গোনাহ সাব্যস্ত হইয়া থাকিবে আমলকারীদের গোনাহে কোন অংশ হ্রাস করা ব্যতিরেকে।"

● সওয়াবের ও দ্বীনের কাজরূপে যাহা করা হইবে উহা সওয়াবের ও দ্বীনের কাজ হওয়া সম্পর্কে শরীয়তের প্রমাণ না থাকিলে উহাই 'বেদআত'। বেদআত কাজ বিবেকে এবং দেখায় ভাল পরিগণিত হইলেও শরীয়তের সীমা ভঙ্গের কারণে উহা ভ্রষ্টতার কাজ গণ্য হইবে এবং উহাতে গোনাহ হইবে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল উহাকে পছন্দ করিবেন না।

১২. (তিঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে বলিলেন–

مَا اَمَرْتُكُمْ بِهٖ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"আমি তোমাদিগকে যে সব আদেশ করিয়াছি তোমরা উহাকে আঁকড়িয়া ধরিও; আর যাহা নিষেধ করিয়াছি উহা হইতে বিরত থাকিও।"

১৪. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوْا

"যে বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করা হইতে আমি বিরত রহিয়াছি সেই বিরতির উপরই তোমরা আমাকে ছাড়িয়া রাখিও। (প্রশ্ন করিয়া গুরুভারের আশঙ্কামুখী হইও না।) তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক লোক এই কারণে ধ্বংস

www,BANGLAKITAB.com

হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের নবীকে (নানারূপ) প্রশ্ন করিয়াছে এবং (প্রশ্নের দ্বারা বোঝা বর্ধিত হওয়ায়) নবীগণের প্রথামতে কাজ করে নাই। সুতরাং আমি যাহা আদেশ করিব যথাসাধ্য সর্বশক্তি ব্যয়ে তাহা পালন করিয়া যাইও, আর যাহা নিষেধ করিব তাহা হইতে বিরত থাকিও।"

ব্যাখ্যা ঃ নবীর আদেশ-নিষেধ কখনও এইরূপ হয় না যে, উহার উপর আমল ও কাজ করা কোন প্রকার প্রশ্নোত্তরের জন্য আটকিয়া থাকে। অতএব কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া আদেশ-নিষেধ মতে কাজ ও আমল করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। প্রশ্নের অবতারণা করা শুধু বাহুল্যই নহে, অধিক চাপ এবং বোঝাও সৃষ্টি করে।

যথা- হযরত মূসা (আ.) কোনও এক ব্যাপারে তাঁহার জাতিকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে একটি গরু যবেহ করিতে বলিয়াছেন। এই আদেশের উপর আমল করার জন্য কোন প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না, যে কোন একটি গরু যবেহ করিলেই আদেশ পালন হইয়া যাইত। কারণ, কোন শর্ত উদ্দেশ্য থাকিলে নিশ্চয় তাহা বলা হইত। হযরত মূসার জাতি প্রশ্ন করিল, কি বয়সের গরু? বলা হইল, মধ্যম বয়সের। প্রশ্ন করিল, কি রঙ্গের? বলা হইল, অতি উজ্জ্বল হলুদ। প্রশ্ন করিল, আর কি গুণ হওয়া চাই? বলা হইল, এমন গরু হওয়া চাই যাহাকে এখনও কাজে খাটানো হয় নাই এবং উহার সর্বাঙ্গ এক রঙ্গের হওয়া চাই- ভিন্ন রঙ্গের চিহ্নও যেন উহাতে না থাকে। তাহারা প্রশ্ন করিয়া করিয়া এমন অবস্থায় পতিত হইল যে, ঐসব শর্তের গরু পাওয়া অসম্ভব প্রায় হইয়া গেল। অবশেষে অসাধারণ অপেক্ষা অসাধারণ মূল্যে ঐসব শর্তের একটি গরু অনেক কষ্টে লাভ করা হইল। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বুখারী শরীফ চতুর্থ খণ্ড হযরত মূসার বয়ান দ্রষ্টব্য।

তাহারা কোন প্রশ্ন না করিয়া যে কোন রকম একটি গরু যবেহ করিয়া দিলেই আদেশ পালন হইয়া যাইত এবং উদ্দেশ্য সফল হইয়া যাইত। কারণ, মূসা (আ.) বিনা শর্তেই গরু যবেহ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রশ্নের দরুণ তাহাদের উপর শর্ত আরোপিত হইতেছিল। নবী কারীম (দ.) এইরূপে প্রশ্নের অবতারণা করা হইতেই নিষেধ করিয়াছিলেন।

মোসলেম শরীফে ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত দুইটি হাদীসের সমন্বয়ে দেখা যায়- পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযেল হইল-

www,BANGLAKITAB.com

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...

অর্থাৎ বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌছিবার ব্যয় পরিমাণ অর্থ যাহার হইবে, তাহার উপর হজ্জ করা ফরয। তখন রসূলুল্লাহ (দ.) বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করা হইয়াছে, অতএব তোমাদের হজ্জ আদায় করা কর্তব্য। এতদশ্রবণে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, প্রতি বৎসরই হজ্জ করিতে হইবে কি ইয়া রসূলাল্লাহ? নবী (দ.) কোন উত্তর দিলেন না, এমনকি ঐ ব্যক্তি তিনবার এই প্রশ্ন করিল। অতঃপর নবী (দ.) বলিলেন, প্রশ্নের উত্তরে আমি হাঁ বলিয়া দিলে প্রতি বৎসর হজ্জ করা ফরজ হইয়া যাইত; অথচ (উহা এত কঠিন হইত যে, উহা পালনে) তোমরা সক্ষম হইতে না। এই কথা বলিয়াই নবী (দ.) মূল আলোচ্য হাদীসটি বলিয়াছেন।

হজ্জ ফরজ হওয়া সম্পর্কে নবীজীর আদেশ সুস্পষ্ট ছিল– যাহা জীবনে একবার হজ্জের দ্বারাই আদায় হয়; প্রতি বৎসর ফরজ হইলে তো তাহা নবী (দ.)-ই বলিতেন। এই ক্ষেত্রে অযথা প্রশ্ন করার দরুণ কঠিন বোঝা বর্ধিত হওয়ার উপক্রম হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ প্রশ্ন হইতে বিরত থাকার জন্যই নবী (দ.) মূল আলোচ্য হাদীসের সতর্কবাণী করিয়াছেন।

১৫. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি আমার অনুগত হইবে সে আল্লাহর অনুগত সাব্যস্ত হইবে। আর যে আমার অবাধ্য হইবে সে আল্লাহর অবাধ্য সাব্যস্ত হইবে।"

● আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শ্রবণ করিলে (তিলে তিলে উহার উপর আমল করিতেন–) উহা হইতে আগেও বাড়িতেন না, পেছনেও থাকিতেন না।

১৬. (ইঃ) হাদীস। আবু দারদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা দারিদ্র্যের আলোচনা করিতেছিলাম এবং উহার ভয়-ভীতি প্রকাশ করিতেছিলাম; এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন–

www,BANGLAKITAB.com

الْفَقْرَ تَخَافُوْنَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتّٰى لَايُزِيْغُ قَلْبَ اَحَدِكُمْ اِزَاغَةً اِلَّا هِيَهْ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ

"তোমরা দারিদ্রকে ভয় কর? আমার জানের মালিক যিনি তাঁহার কসম করিয়া বলি, দুনিয়া তোমাদের উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে প্রচুর পরিমাণে। (দুনিয়ার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই যে, উহা যত বেশী হাসিল হইবে লালসা তত বেশী বাড়িয়া যাইবে। সেমতে দুনিয়ার প্রাচুর্যের সাথে সাথে লালসাও অধিক হইবে,) এমনকি তোমাদের অন্তরকে একমাত্র দুনিয়ার লালসা ও স্পৃহাই ভীষণভাবে বাঁকা বা পথচ্যুত করিয়া দিবে।

কসম খোদার! আমি তোমাদিগকে এক উজ্জ্বল পথের উপর রাখিয়া গেলাম– যাহার রাত্র ও দিন সমান।"

● অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম– যাহার ভিত্তি কুরআন ও হাদীসের উপর। দ্বীন ইসলাম ঐরূপ উজ্জ্বল পথের ন্যায় যেই পথের নিজ উজ্জ্বলতার দরুণ উহার উপর রাত্রি বেলায়ও নির্বিঘ্নে চলা যায়, যেরূপে দিনের বেলায় সাধারণভাবেই নির্বিঘ্নে চলাচল করা হয়।

এইরূপ উজ্জ্বল পথের ন্যায় দ্বীন ইসলাম হইতে মানুষ কেন বিচ্যুত হইবে? একমাত্র দুনিয়ার মোহ, দুনিয়ার আকর্ষণ এবং দুনিয়ার লোভ-লালসাই মানুষকে অন্ধ বানাইয়া ঐ উজ্জ্বল পথরূপী দ্বীন ইসলাম হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে আছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– দুনিয়ার মায়া ও মোহই সমস্ত অপরাধের মূল।

১৭. (ইৎ) হাদীস। আবু এনাবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ اللّٰهُ يَغْرِسُ فِىْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِىْ طَاعَتِهٖ

"আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন ইসলামের বাগানে সদা এমন বৃক্ষ জন্মাইতে থাকিবেন তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করিতে থাকিবেন যাঁহাদেরকে স্বীয় আনুগত্যে নিয়োজিত রাখিবেন।"

www,BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের তাবেদার, অনুগত ও অনুসরণকারী সর্ব যুগেই বিদ্যমান থাকিবে– দুনিয়ার আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত। যখন ঐরূপ লোকের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকিবে না তখন আর দুনিয়াও থাকিবে না। আল্লাহ ও রসূলের তাবেদারীই দুনিয়ার আত্মা।

১৮. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি রেখা আঁকিলেন, অতঃপর উহার ডান পার্শ্বে একাধিক রেখা আঁকিলেন এবং বাম পার্শ্বেও একাধিক রেখা আঁকিলেন। তারপর মধ্য-রেখাটির উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, ইহা হইল আল্লাহর (তথা আল্লাহকে পাইববার– আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিবার) পথ। অতঃপর (এই দৃষ্টান্তের মূল বিষয়বস্তুর) আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ

"নিশ্চিত জানিও– এই দ্বীন ইসলামই আমার (তথা আমার পর্যন্ত পৌছিবার আমার প্রদত্ত) একমাত্র পথ– যাহা সরল সোজাও বটে; তোমরা ইহাকেই অবলম্বন কর; ইহা ভিন্ন যত পথ আছে কোনটাই অবলম্বন করিও না। অন্যথায় ঐসব পথ তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে।

(৮ পারা, ৬ রুকু)

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীন ইসলাম সর্ব ব্যাপারে মধ্যপন্থী, তাই মধ্যবর্তী রেখাটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন ইসলামের দৃষ্টান্ত বানাইয়াছেন। দ্বীন ইসলাম ছাড়াও যে আরও বহু মতবাদের পন্থা গজাইবে বিভিন্ন রেখা আঁকিয়া উহারও ইঙ্গিত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াছেন। ঐ বিভিন্ন পথ ও মতবাদগুলি মানবকে আল্লাহ হইতে দূরে সরাইয়া নিবে, তাহাও আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়া বুঝাইয়াছেন।

১৯. (মেঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

www,BANGLAKITAB.com

"তোমাদের কেহ মোমেন পরিগণিত হইবে না– যাবৎ না তাহার মনের গতি ও আকর্ষণ ঐ মতবাদ ও আদর্শের অধীনস্থ হইয়া যায় যে, মতবাদ ও আদর্শ নিয়া আমি এই ধরাধামে আসিয়াছি।"

২০. (মেঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ

"আমার উম্মতের মধ্যে (আদর্শগত) বিপর্যয় সৃষ্টিকালে যে ব্যক্তি আমার 'সুন্নত' তথা শিক্ষা ও আদর্শকে আঁকড়িয়া থাকিবে তাহার জন্য একশত শহীদের ছওয়াব নির্ধারিত রহিয়াছে।

২১. (মেঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ওমর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমরা ইহুদীদের নিকট হইতে (তাহাদের তাওরাত কিতাবের) বিভিন্ন আলোচনা শুনি, যাহা আমাদের ভাল লাগে। আমরা উহার কিছু লিখিয়া রাখি– সেই অনুমতি দেন কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

أَمُتَهَوِّكُوْنَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِيْ

"তোমরাও কি আত্মবিস্মৃতিগ্রস্ত হইয়াছ যেরূপ আত্মবিস্মৃতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে ইহুদ-নাসারাগণ? খোদার কসম! আমি তোমাদের নিকট অতি উজ্জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দ্বীন-ধর্ম নিয়া আসিয়াছি (যাহা নিতান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ– অন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নহে। তোমরা তাওরাত কিতাবের প্রতি আকর্ষণ দেখাও? উহার বাহক পয়গাম্বর) মুসা (আ.) যদি জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহার জন্যও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকিত না।"

● মেশকাতের অপর এক হাদীসে আছে, উমর (রাযি.) তাওরাত কিতাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাইতে ছিলেন এবং উহা তাঁহার সম্মুখে পড়িতে ছিলেন; যদ্দরুন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত ক্রুদ্ধ হইতেছিলেন যে, তাঁহার চেহারা মোবারকের রং

www,BANGLAKITAB.com

পরিবর্তিত হইতেছিল। অবশেষে উমর (রাযি.) ক্ষমা ও আল্লাহর আশ্রয় চাহিয়া হযরতের ক্রোধ প্রশমিত করেন।

এই শ্রেণীর হাদীস দৃষ্টে একটি মছআলাহ অতি সুষ্ঠ যে, বিধর্মীদের বই-পুস্তক হাতেও নেওয়া চাই না। যেই পাত্রে বিষাক্ত বস্তু বা লুকায়িত বিষও থাকে উহার ধারে-কাছে যাওয়াও কি সংগত হয়? এই যুগে খ্রিস্টান, কাদিয়ানী, কমিউনিস্ট ইত্যাদি বিধর্মীদের বই-পুস্তক পাঠে কত কত লোক ইসলামী মতবাদচ্যুত হইয়া যাইতেছে! সুতরাং বিধর্মী বা ভ্রষ্টদের মতবাদিক আলোচনা শুনাও চাই না এবং ঐরূপ আলোচনার লেখা পড়াও চাই না।

২২. (মেঃ) হাদীস। ইমাম মালেক (রহ.) এই হাদীসটির বর্ণনা দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ

"আমি তোমাদের নিকট দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি; যাবৎ তোমরা ঐ বস্তুদ্বয়কে আঁকড়িয়া থাকিবে কস্মিনকালেও পথভ্রষ্ট হইবে না– আল্লাহর কিতাব এবং তাঁহার রসূলের সুন্নত– হাদীস।"

হাদীসের গুরুত্ব এবং হাদীস উপেক্ষাকারীর বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী

২৩. (তিঃ) হাদীস। আবু রাফে (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ مَا وَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ

"খবরদার! এমন এক ব্যক্তিও যেন না পাই যে, তাহার নিকট আমার দেওয়া কোন আদেশ বা নিষেধ আসে, আর সে তাহার আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া থাকিয়া বলে, আল্লাহর কিতাবে যাহা আছে একমাত্র তাহাই মানিব।"

www,BANGLAKITAB.com

২৪. (আঃ) হাদীস। মেকদাম ইবনে মাদী কারেব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

"তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও– আল্লাহর কিতাব (কুরআন পাক) আমাকে দেওয়া হইয়াছে এবং (ইসলামের বিধানাবলী) উহার সঙ্গে আরও দেওয়া হইয়াছে, যাহা উহার সমপরিমাণই বটে।

তোমরা সতর্ক থাকিও– অচিরেই এমন লোকের আবির্ভাব হইবে যে পানাহারে তৃপ্ত, আরাম কেদারায় হেলান দিয়া বলিয়া থাকিবে, তোমরা কুরআনকে ধরিয়া থাক; কুরআনে যাহা হালাল বলা হইয়াছে শুধু উহাকেই হালাল গণ্য করিও, কুরআনে যাহা হারাম বলা হইয়াছে, উহাকেই হারাম গণ্য করিও।

(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ উক্তিকে বাতিল সাব্যস্ত করিয়া বুঝাইতে চাহেন যে, আমি আল্লাহর রসূল; আমি যাহাকে হারাম বলিব উহাও হারাম সাব্যস্ত হইবে, যদিও উহার উল্লেখ কুরআনে না থাকে। যথা–)

জানিয়া রাখ– তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নহে, দাঁতের সাহায্যে শিকার ধরে এরূপ হিংস্র জন্তু হালাল নহে, নাগরিকত্ব লাভকারী অনুগত অমুসলিমের (ধন-সম্পদ, এমনকি তাহার) হারানো মাল পাওয়া গেলে তাহাও হালাল নহে; অবশ্য যদি এরূপ বস্তু হয় যাহার প্রতি মালিকের আকর্ষণ থাকে না।

যে লোকদের গৃহে মেহমান আসিবে তাহাদের কর্তব্য হইবে মেহমানের মেহমানদারী করা। যদি তাহারা স্বেচ্ছায় মেহমানদারী না করে (এবং

www,BANGLAKITAB.com

মেহমান ব্যক্তি পানাহার-অভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে) তবে সেই মেহমানের জন্য জায়েয আছে বলপ্রয়োগ পূর্বক তাহাদের হইতে উহা উসূল করা।"

(২-২৭৬)

● কুরআনে উল্লেখ নাই এইরূপ হারাম এবং এইরূপ বিধানের দৃষ্টান্তই এখানে উল্লেখ করা হইল।

২৫. (আঃ) হাদীস। এরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দানে দাঁড়াইয়া বলিলেন–

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ أَلَا وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ. إِنَّهَا لِمِثْلُ الْقُرْاٰنِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطُوكُمُ الَّذِيْ عَلَيْهِمْ

"তোমাদের কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া কল্পনা করে-ধারণা করে যে, আল্লাহ কোন বস্তু হারাম করেন নাই একমাত্র উহা ব্যতীত যাহা এই কুরআনে (হারাম বলিয়া উল্লেখ) আছে।

জানিয়া রাখিও, কসম খোদার! আমি অনেক বস্তু সম্পর্কে আদেশ করিয়াছি, উপদেশ দান করিয়াছি, নিষেধ করিয়াছি। ঐ সবের সমষ্টি কুরআনের সম-পরিমাণ হইবে অথবা অধিক হইবে। (ঐ সবের অনুসরণও সকলের উপর কর্তব্য। ঐরূপ নিষেধাজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত–)

আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য জায়েয রাখেন নাই, (অনুগত অমুসলিম সংখ্যালঘু–) ইহুদ-নাসারাদের গৃহে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করা, তাহাদের মহিলাদের মারপিট করা বা তাহাদের বাগানের ফল খাওয়া। যাবৎ তাহারা তোমাদেরে প্রদান করিয়া যায় তাহাদের উপর নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় কর।"

২৬. (ইঃ) হাদীস। মেকদাম ইবনে মাদী কারেব (রাযি.)-এর বর্ণনা– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِيْ فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ اَلَا وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ

"অচিরেই এক শ্রেণীর লোক হইবে, স্বীয় আরাম-কেদারায় হেলান দেওয়া হইবে– তাহার নিকট (কোন বিষয় সম্পর্কে) আমার কোন হাদীস বর্ণনা করা হইবে। সে (হাদীস বর্ণনাকারীকে) বলিবে, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে মহান আল্লাহর কিতাব– কুরআনই যথেষ্ট। উহাতে যাহা হালাল বলিয়া পাইবে একমাত্র তাহাই হালাল গণ্য করিব, আর যাহা হারাম বলিয়া পাইব তাহাই হারাম গণ্য করিব।

(নবী [দ.] এরূপ উক্তি রদ করিয়া বলেন, হে লোক সকল!) হুঁশিয়ার! আল্লাহর রাসূল (দ.) যেই সব বস্তু (হাদীসে) হারাম বলিবেন, উহাও ঐরূপ হারামই যাহা আল্লাহ তাআলা (কুরআনে) হারাম বলিয়াছেন।" (হাদীসটি তিরমিযী শরীফেও আছে।)

● অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের শরীয়ত শুধু পবিত্র কুরআনেই সীমাবদ্ধ নহে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বা হাদীসও শরীয়তের বিধান নির্ধারণকারী সাব্যস্ত। হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রসূল ছিলেন; তাঁহার নিকট আল্লাহর তরফ হইতে অকাট্য ওহী আসিত। সুতরাং তাঁহার প্রবর্তিত বিধান আল্লাহ তাআলার তরফ হইতেই প্রদত্ত বা অনুমোদিত হইত। অতএব কুরআনের মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধান যেরূপ আল্লাহর তরফ হইতে, রসূলের মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধানও আল্লাহর তরফ হইতেই। কুরআন আল্লাহ কালাম হিসাবে কুরআনের প্রবর্তিত বিধানকে সরাসরি আল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, তদ্রূপ রসূল আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত হওয়া হিসাবে রসূলের প্রবর্তিত বিধানও আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্পৃক্ত হইবে। এই সূত্রেই রসূলুল্লাহ (দ.) আলোচ্য হাদীসে বলিয়াছেন, আল্লাহর রসূল কর্তৃক হারাম সাব্যস্ত করা বস্তুও আল্লাহর তথা কুরআনের হারাম করা তুল্য। সেমতে আল্লাহ তথা কুরআন এবং রসূল তথা সুন্নাহ বা হাদীস উভয়ই শরীয়তের বিধান নির্ধারণের অধিকারী (Authority)।

www,BANGLAKITAB.com

২৭. (ইঃ) হাদীস। একদা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বর্ণনা করিলেন– "আল্লাহর বান্দীদেরকে তথা মহিলাদেরকে মসজিদে যাইয়া নামায পড়িতে নিষেধ করিও না।" এই ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের এক পুত্র বলিলেন, আমরা তো মহিলাদেরে মসজিদে যাইতে নিশ্চয় নিষেধ করিব।

এই উক্তি শোনামাত্র পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ভীষণ রাগান্বিত হইলেন এবং তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, আমি তোমার নিকট হাদীস বর্ণনা করিলাম; আর তুমি (উহার বিরুদ্ধে) বল, নিশ্চয় আমরা নিষেধ করিব!

● এই হাদীসটি মুসলিম শরীফের অন্যত্র বর্ণনায় আছে– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁহার ঐ ছেলেকে এত মন্দ বলিলেন যে, তাঁহাকে ঐরূপ মন্দ বলিতে আর কখনও শোনা যায় নাই।

মেশকাত শরীফের রেওয়ায়েতে আছে– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন ঐ পুত্রের সঙ্গে কখনও কথা বলেন নাই। (৯৭ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ছেলেটি যাহা বলিয়াছিলেন– মছআলাহ হিসাবে তাহা ঠিকই ছিল। মহিলাদের জন্য মসজিদে নামাযের জামাতে শামিল হওয়ার অবকাশ, বরং আদেশ দান নবীজীর যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, তখন দ্বীন শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র ও সূত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এবং তাঁহার সর্বক্ষেত্রের প্রতিটি কথা ও কর্ম দ্বীন বা শরীয়ত ছিল; নর-নারী নির্বিশেষে সকলই উহা তাঁহার হইতে শিখিতে বাধ্য ছিল। এইজন্যই ঈদের নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নারীদের প্রতি আদেশ দান-ক্ষেত্রে হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঋতু অবস্থার মহিলারাও উপস্থিত হইবে। এক প্রশ্নকারীণী ঋতুবতীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ জোর দিয়া তাহাদের উপস্থিতির আদেশ পুনঃ ব্যক্ত করিলেন; অথচ ঋতুবতী মহিলা নামায পড়িতে পারে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া সম্পর্কে আয়েশা (রাযি.) কঠোরতার সহিত বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। খলীফা ওমর (রাযি.)ও মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মোটেই পছন্দ করিতেন না। এইভাবে সাহাবীদের যুগেই মহিলাদের মসজিদে যাওয়া

www,BANGLAKITAB.com

অপছন্দনীয় পরিগণিত হইয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বুখারীর ১ খণ্ড ২২২ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শরীয়তের দৃষ্টিতে সত্য-সঠিকই ছিল। কিন্তু হাদীসের বিরুদ্ধে নিজ উক্তিরূপে কথা বলায় সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁহার পুত্রের প্রতি সীমাহীন ক্রুদ্ধ ও কঠোর হইয়া ছিলেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, হাদীসের প্রতি সাহাবীগণের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ আরও একটি ঘটনা–

২৮. (ইঃ) হাদীস। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযি.)– যিনি মদীনাবাসী ঐ সাহাবীগণের একজন যাঁহারা 'আকাবা' মক্কা এলাকায় মিনার নির্জন গিরি প্রান্তে মিলিত হইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনায় আসিবার জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

তিনি (খলীফা ওমরের আমলে) মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর অধীনে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। তখন তিনি ঐ এলাকার (মুসলমান) লোকদেরে দেখিতে পাইলেন– তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ-কণা স্বর্ণ মুদ্রায় ক্রয় করে। (এই ক্ষেত্রে মুদ্রার ওজন অপেক্ষা পণ্যের ওজন নিশ্চয় বেশী হইত; অথচ স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ দ্বারা এবং রৌপ্যের বিনিময় রৌপ্য দ্বারা বেশ-কমের সহিত করা হইলে তাহা সুদের আওতাভুক্ত হয়। তাই) তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা তো সুদে লিপ্ত হইতেছ।

আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, স্বর্ণের দ্বারা স্বর্ণের বিনিময় করিলে সে ক্ষেত্রে উভয় দিকের ওজন অবশ্যই সমান হইতে হইবে– বেশ-কম হইতে পারিবে না, বাকী বা উধারও হইতে পারিবে না। মুয়াবিয়া (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, আমার ধারণা– এইরূপ বিনিময় সুদভুক্ত হইবে শুধু বাকী বা উধার হওয়ার ক্ষেত্রে। (অর্থাৎ উভয় পক্ষের লেন-দেন নগদরূপে হইলে সেক্ষেত্রে বেশ-কম হইলেও সুদভুক্ত হইবে না। কিন্তু উল্লিখিত হাদীসের অনুসারে বেশ-কম হইলে নগদের ক্ষেত্রেও সুদভুক্ত হইবে। তাই) ওবাদা (রাযি.) মুয়াবিয়া (রাযি.)কে বলিলেন, আমি আপনার নিকট হাদীস বর্ণনা করিলাম; আর আপনি উহার বিপরীত ব্যক্তিগত মত বলিলেন। আল্লাহ যদি আমাকে এই দেশ হইতে

www,BANGLAKITAB.com

বাহির হওয়ার সুযোগ দেন, তবে আমি আপনার অধীনস্থ এই দেশে কখনও বাস করিব না।

জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মদীনায় চলিয়া আসিলেন। খলীফা ওমর (রাযি.) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি (তো সিরিয়ায় থাকিতেন, তথা হইতে) মদীনায় কেন আসিয়া গেলেন? ওবাদা (রাযি.) তাঁহাকে ঘটনা জানাইলেন এবং মুয়াবিয়ার অধীনস্থ দেশে বাস না করা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তাঁহাকে জানাইলেন।

ওমর (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, আপনার বসবাসের দেশে ফিরিয়া যান; আপনি ও আপনার ন্যায় ব্যক্তিবর্গ যেই দেশে না থাকে আল্লাহ সেই দেশের পতন ঘটাইবেন।

আর মুয়াবিয়া (রাযি.)কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ওবাদার উপর আপনার কর্তৃত্ব থাকিবে না এবং তিনি মছআলাহ যাহা বলিয়াছেন লোকদেরে উহার উপরই চালাইবেন; প্রকৃত মছআলাহ তাহাই।

ব্যাখ্যা ঃ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্য, স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের বিনিময় রৌপ্যের সহিত যে কোন অবস্থায় বেশ-কম হইলে তাহা সুদভুক্ত গণ্য হইবে– মছআলাহ ইহাই। অবশ্য ইহাতে মতভেদ ছিল– বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)ও প্রথমে তাহাই বলিতেন, যাহা মুয়াবিয়া (রাযি.) বলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই মতামত একটি হাদীসেরই বাহ্যিক অর্থকে কেন্দ্র করিয়া ছিল; হাদীসখানা বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে।

ওবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) হাদীস বর্ণনা করিয়া মছআলাহ বলিয়াছিলেন, মুয়াবিয়া (রাযি.) উহার মোকাবিলায় নিজ উক্তি ও ব্যক্তিগত মতরূপে মছআলাহ বলিয়াছিলেন। হাদীসের সম্মুখে ব্যক্তিগত মতরূপে কথা বলা– এই নীতির বিরুদ্ধেই ওবাদা (রাযি.) এত ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ ও কঠোর হইয়াছিলেন। মুয়াবিয়া (রাযি.) সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, ওবাদা (রাযি.) সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। উল্লিখিত নীতিগত ক্ষুব্ধতার কারণে ওবাদা (রাযি.) বলিয়াছিলেন, তিনি মুয়াবিয়ার শাসনাধীন দেশে বসবাস করিবেন না। সেমতে ওবাদা (রাযি.) মদীনায় চলিয়া আসিলে খলীফা ওমর (রাযি.) তাঁহাকে তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার গণ

www,BANGLAKITAB.com

ও প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, সিরিয়ায় বাস করিয়াও তিনি সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়ার শাসনমুক্ত থাকিবেন। এইভাবে খলীফা ওমর (রাযি.) ওবাদা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গভীর হাদীস-প্রীতি ও হাদীসের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও মহব্বতের উচ্চ মূল্য দান করিলেন এবং তাঁহার এই পুণ্য নীতির জন্য তাঁহাকে "মোবারক"-বরকতপূর্ণ ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত করিয়া বলিলেন, আপনার ন্যায় পুণ্য ও বরকতপূর্ণ ব্যক্তি যেই দেশে না থাকে সেই দেশে বরকত থাকে না, ফলে উহার পতন আসে।

২৯. (ইঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন—

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ

"আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন হাদীস বর্ণনা করিলে (উহার অর্থ ও ব্যাখ্যায়) এমনটির ধারণা করিও যেইটি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অধিক সুন্দর, অধিক হেদায়েত, অধিক পরহেজগারী দেখায়।"

(অর্থাৎ নবীজীর হাদীসকে এইরূপ অর্থে নিও না যাহা তাঁহার পক্ষ হইতে সৎপথ প্রদর্শন ও পরহেজগারীকে আঘাত করে বা তাঁহার জন্য উহা অসুন্দর পরিগণিত হয়; যদিও অভিধান সূত্রে শাব্দিক অর্থে উহারও অবকাশ থাকে।)

আলী (রাযি.) হইতেও ঠিক এই কথাই বর্ণিত আছে।

৩০. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

مَا أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدِّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ

"আমি যেন এইরূপ জানিতে না পাই যে, তোমাদের কাহারও নিকট আমার হাদীস বর্ণিত হয়; আর সে আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া বলে, আমি তো কুরআন শরীফ পড়িব। (অর্থাৎ দেখিব, কুরআনে কি আছে?

www,BANGLAKITAB.com

হাদীস কি শুনিব? অথচ মানব-সভ্যতায়) যত উত্তম কথা বলা হইয়াছে তাহা আমি বলিয়াছি।"

ব্যাখ্যা ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"উত্তম চরিত্রসমূহের (উদঘাটন ও আবিষ্কারকে) পূর্ণতা দানের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।" সুতরাং নবীজীর শিক্ষা ও বাণীর মধ্যে মন্দের স্থান হইতে পারে না।

৩১. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) এক ব্যক্তিকে বলিলেন-

يَا ابْنَ أَخِيْ إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ

"আমি যখন তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন হাদীস শুনাই তখন তুমি উহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইবার অবতারণা করিও না।" (নতশিরে হাদীসকে মানিয়া নিও; উম্মতের প্রতি ইহা নবীর হক ও দাবী।)

হাদীস বর্ণনাকে অতি বড় দায়িত্বের বোঝা গণ্য করা চাই

৩২. (ইঃ) হাদীস। আমর ইবনে মায়মুন (রাযি.) [যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দূর দেশ হইতে আসিয়া সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ করিতে পারিয়াছিলেন না- তিনি) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর নিকট অবশ্যই আসিতাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কোন বিষয় বর্ণনা করা (অতিশয় ভয় ও গুরুদায়িত্বের কাজ তাই উহা) তাঁহার মুখে শুনিতামই না।

একদিন বিকাল বেলা তিনি (একটি বিবরণ বর্ণনায়) বলিলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন" তখন তিনি অবনত মস্তক হইয়া গেলেন। অতঃপর দেখিতে পাইলাম- তিনি দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, (শরীরে তাপ সৃষ্টি হওয়ায়) জামার বোতাম খুলিয়া ফেলিয়াছেন,

www,BANGLAKITAB.com

চক্ষুদ্বয় পানি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার গলার রগগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি (স্বীয় বর্ণনায় হযরতের নাম উল্লেখের দায়িত্ব লাঘবে) বলিতে লাগিলেন- হযরতের বয়ান আমার বর্ণনার বেশ-কমে হইতে পারে অথবা কাছাকাছি হইতে পারে অথবা উহার অনুরূপ হইতে পারে।

৩৩. (ইঃ) হাদীস। ইবনে সীরীন (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আনাস (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাদীস বর্ণনা করিলে তাঁহার শিহরণ সৃষ্টি হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে (দায়িত্ব লাঘবে) বলিতেন-

اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আমি যাহা বর্ণনা করিলাম উহা হুবহু অবিকল তাঁহার বাণী অথবা উহা তাঁহার বাণীর অনুরূপ।

খুলাফায়ে রাশেদীনের বিশেষভাবে এবং সকল সাহাবী সম্প্রদায়ের আদর্শের অনুসরণ করা

৩৪. (আঃ) হাদীস। ইরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهٖ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ عَلَيْنَا قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَاِنَّهٗ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ يَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"একদা (ফজর) নামাযান্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং হৃদয়গ্রাহী নসীহত ও উপদেশ

www,BANGLAKITAB.com

দান করিলেন। উহাতে সকলের চোখ অশ্রু বর্ষণ করিল এবং অন্তর শিহরিয়া উঠিল। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহা তো চির বিদায় গ্রহণকারীর শেষ উপদেশ বলিয়া মনে হয়– এই উপলক্ষে আমাদেরে আর কি উপদেশ দেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদেরে বিদায়ী উপদেশ দানে বলিতেছি– তোমরা সদা আল্লাহর ভয়-ভক্তি লইয়া থাকিও এবং (শাসন ব্যবস্থায় যিনি খলীফা নির্বাচিত হইবেন তাঁহার আদেশ-নিষেধ) মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া চলিও যদিও তিনি কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম হন।

তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা আমার পরে বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা বহু সংখ্যায় নানা রকম আদর্শের বিরোধ দেখিতে পাইবে। তখন তোমরা আমার সুন্নত তথা নীতি ও আদর্শকে এবং হেদায়েত, ন্যায়, সত্য ও সৎপথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত পরিগণিত আমার খলীফাগণের সুন্নত ও আদর্শকে আঁকড়াইয়া থাকাকে কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিও, উহার উপর সুদৃঢ় থাকিও, দাঁত দ্বারা কামড় দিয়া থাকার ন্যায় অনড়-অটল থাকিও।

(উহাকে এড়াইয়া) নতুন জন্ম নেওয়া নীতি, ব্যবস্থা ও মতবাদ পরিহার করিয়া চলিও। কারণ (আমার নীতি ও আদর্শ ক্ষেত্রে) নতুন জন্ম নেওয়া নীতি, ব্যবস্থা ও মতবাদই হইল 'বিদআত' নামীয় বস্তু এবং সব বিদআতই ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী।

৩৫. (মেঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন–

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أُولٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا أَفْضَلَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبَرَّهَا قُلُوْبًا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اِخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِيْنِهِ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى أَثَرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ

"কাহারও আদর্শের অনুসারী হইতে চাহিলে এমন লোকের অনুসারী হওয়া চাই যে লোক (সুন্দর আদর্শের উপর থাকিয়া) ইহজগত ত্যাগ করিয়া

www,BANGLAKITAB.com

চলিয়া গিয়াছেন। কারণ জীবিত ব্যক্তি সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা থাকে না যে, সম্মুখ জীবনে তাহার উপর কোন প্রকার (আদর্শগত) বিপর্যয় আসিবে না।

সুন্দর আদর্শের উপর যাঁহারা ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন– যাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলা নিরাপদ তাঁহারা হইলেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। তাঁহারা এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের অন্তর ছিল অতি সৎ, তাঁহাদের জ্ঞান ছিল অতি গভীর, শুধু বাহ্যিক পারিপাট্যের স্বভাব তাঁহাদের ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে বাছিয়া নিয়াছিলেন স্বীয় নবীর সাহচার্যের জন্য এবং তাঁহার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

হে জনমণ্ডলী! তোমরা ঐ সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিও এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিও, যথাসাধ্য তাঁহাদের চরিত্র এবং রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনের দৃঢ় অনুকরণ করিও। কারণ তাঁহারা ছিলেন নিখুঁত সৎ পথের পথিক।

ঈমান অধ্যায়

৩৬. (মোসঃ) হাদীস। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তাকদীর অস্বীকার করার কথা সর্বপ্রথম বসরা শহরে এক ব্যক্তি বলিয়াছে– তাহার নাম মা'বাদ জুহানী। ঐ সময় আমি এবং হুমায়েদ ইবনে আবদুর রহমান আমরা উভয়ে হজ্জ বা ওমরা করার জন্য মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা ভাবিলাম, উত্তম হইত যদি আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পাইতাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম তকদীর অস্বীকারকারীদের উক্তি সম্পর্কে।

সেমতে আমাদের ভাগ্যে জুটিলেন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর পুত্র (বিশিষ্ট সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)। তিনি (হরম শরীফের) মসজিদে প্রবেশ করিতেছিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে ঘিরিয়া লইলাম– একজন ডান দিকে অপরজন বাম দিকে। আমি ভাবিলাম, আমার সাথী কথা বলার দায়িত্ব আমার উপরই ন্যাস্ত করিবে। সেমতে আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)কে বলিলাম– আমাদের এলাকায় এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে; তাহারা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া থাকে এবং

www,BANGLAKITAB.com

জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত থাকে– তাহারা বলিয়া থাকে, তকদীর বলিতে কিছু নাই; পূর্ব নির্ধারণ ব্যতিরেকেই সবকিছু হইয়া থাকে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিলেন, ঐ শ্রেণীর লোকের সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া দিও, আমি তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহারও আমার হইতে বিচ্ছিন্ন। আর কসম ও শপথ করিয়া বলি– তাহাদের কেউ ওহুদ পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ দান-খয়রাত করিলেও আল্লাহ তাআলা তাহার সেই দান-খয়রাত কবুল করিবেন না, যাবৎ না সে তকদীরের প্রতি ঈমান ও অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করে।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিলেন, আমার নিকট আমার পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন–

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْئَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ

www,BANGLAKITAB.com

الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

"একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া ছিলাম; হঠাৎ একটি লোক আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। লোকটির পরিধেয় বস্ত্র ধবধবে সাদা ছিল, মাথার চুল চকচকে কালো ছিল– দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়া আসার কোন নিদর্শন তাহার মধ্যে দেখা যাইতে ছিল না; (মনে হইতে ছিল সে কোন নিকটস্থ লোক।) অথচ আমাদের কাহারও পরিচিতও সে ছিল না; (যাহাতে মনে হইতে ছিল, সে কোন দূর দেশের মানুষ।)

লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসিয়া স্বীয় হাটুদ্বয় তাঁহার হাটুদ্বয়ের সহিত মিলাইয়া উরুর উপর হাত রাখিয়া বসিল এবং বলিল, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইসলাম এই যে, তুমি (খাঁটিভাবে) ঘোষণা দিবে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল" এবং নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে, যাকাত দান করিবে, রমযানের রোযা রাখিবে, বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিবে– যদি উহার সামর্থ থাকে।

লোকটি বলিল, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমরা তাহার এই উক্তিতে বিস্মিত হইলাম; যে– নিজেই প্রশ্ন করে; (যাহাতে মনে হয় সে জানে না।) আবার সে নিজেই ঠিক বলিয়া মন্তব্য করে; (যাহাতে বুঝা যায় সে তাহার প্রশ্নের উত্তর পূর্ব হইতেই জ্ঞাত আছে।)

সে আরও বলিল, অতঃপর আমাকে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহর (গুণাবলী ও একত্বের) প্রতি অনড়-অটল বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি ও তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁহার রসূলগণের

www,BANGLAKITAB.com

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং ভাল-মন্দ পছন্দ-অপছন্দ সর্বক্ষেত্রে তকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ঐ ব্যক্তি বলিল, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। সে বলিল, তারপর আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। (অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভালোর চেয়ে ভাল তার চেয়ে আরও ভাল কিভাবে পরিগণিত হইতে পারে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর গোলামী তুমি এমনভাবে পালন করিয়া যাও যেন তুমি তোমার দৃষ্টির সম্মুখে আল্লাহকে দেখিতেছ। কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি আল্লাহকে না দেখিলেও (আল্লাহর গোলামী পালনে ত্রুটি আসিতে দেওয়া চাই না যেহেতু) তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

সে বলিল, তারপর আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না। (অর্থাৎ এ সম্পর্কে সকলেই অজ্ঞ।)

সে বলিল, তবে উহার আলামত বা নিদর্শন আমাকে জ্ঞাত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (মেয়েরা পর্যন্ত মায়েরও অবাধ্য হইবে যেন–) দাসী জন্ম দিবে স্বীয় মনিবকে। অর্থাৎ মেয়ের ব্যবহার জন্মদাত্রী মাতার সহিত এইরূপ হইবে যেরূপ ব্যবহার হয় দাসীর সঙ্গে মনিবের এবং তুমি দেখিবে– পায়ে জুতা নাই, পরনে কাপড় নাই, নিঃস্ব, ছাগলের রাখাল (এই শ্রেণীর নীচ লোকেরা কালক্রমে বেশী বেশী ধন-দৌলতের মালিক হইয়া সুন্দর সুন্দর ও বড় বড়) অট্টালিকা তৈরী করায় গর্ব ও প্রতিযোগিতা করিবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর লোকটি চলিয়া গেল। (ওমর [রাযি.] বলেন–) অতঃপর দীর্ঘ সময়ের পর একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওমর! তুমি জান কি ঐ প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিল? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই তাহা ভালভাবে জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ লোকটি ছিলেন জিবরাঈল (আ.); তিনি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন (প্রশ্ন করিয়া আমার মুখে) তোমাদেরে দ্বীনের ব্যাখ্যা শুনাইবার জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীনের সর্বময় ও বিস্তীর্ণ অনুশাসনসমূহ তিনটি স্তরে বিভক্ত। ১. দৈহিক বা আঙ্গিক আমল ও কর্ম পর্যায়ের, ২. আন্তরিক বিশ্বাস ও

www,BANGLAKITAB.com

মতবাদ পর্যায়ের, ৩. অনুশীলন ও সাধনার মাধ্যমে উন্নতি লাভ পর্যায়ের। এই তিনটি পর্যায় তথা দ্বীনের সমষ্টিকে সংক্ষেপে মানুষের হৃদয়পটে অঙ্কিত ও স্মরণে উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে জিবরাঈল (আ.) নবীজীর জীবনের শেষ লগ্নে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে মানুষ-বেশে লোকসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; উদ্দেশ্যের সুফল যেন সকলেই লাভ করিতে পারে। তিনি আত্মগোপনরূপে আসিলেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সময়ে টের করিতে পারেন নাই যে, তিনি জিবরাঈল ফেরেশতা। তিনি অপরিচিত মানুষবেশে আসিলেন– তাহাও অজ্ঞ সরল-সোজা সাজিয়া; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন নিঃসঙ্কোচে খোলা মনে একজন অজ্ঞ মানুষকে যেইভাবে বুঝাইতে হয় সেই ভাব-ভঙ্গিমায় প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেন। কারণ প্রশ্নগুলি হইবে এমন যাহার উত্তরে সুবিস্তীর্ণ দ্বীনের পর্যায়সমূহ ঝিনুকের ভিতরে সমুদ্রের ন্যায় সংক্ষেপে বর্ণিত হয়– যাহা প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। মানুষের শিক্ষাদানে সহায়তার জন্য জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মানুষ বেশে আসাই সমীচিন ছিল।

জিবরাঈল (আ.) নিজকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া একজন সরল সাধারণ গ্রাম্য শিক্ষা-দীক্ষাহীন আভিজাত্য বিবর্জিত মানুষ সাজিয়া ছিলেন; তাই নিজের হাটুদ্বয় নবীজীর হাটুদ্বয়ের সঙ্গে মিশাইয়া বসিয়া ছিলেন। এমনকি কোন কোন রেওয়ায়েত সূত্রে দেখা যায় স্বীয় হস্তদ্বয় নবীজীর উরুর উপর রাখিয়া ছিলেন; যেন নিতান্তই সরল-সোজা জ্ঞানশূন্য মানুষ। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, একটি অতি উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু কোন সরল-সোজা অজ্ঞ ও মোটা বুদ্ধির লোককে বুঝাইবার জন্য যেইরূপ বক্তব্য, ভাষা ও সরলতা অবলম্বন করিতে হয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন দ্বীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দানে সেই ভূমিকা ও সরলতা পূর্ণরূপে অবলম্বন করেন; যাহাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত ও গ্রাম্য– এমনকি সরল-সোজা অজ্ঞ এবং ভোঁতা বুদ্ধির মানুষও সহজে উহা বুঝিতে সক্ষম হয়।

মানুষবেশী জিবরাঈল (আ.) মজলিস হইতে চলিয়া যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে জ্ঞাত করায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞাত হইলেন যে, আগন্তুক ব্যক্তি জিবরাঈল ফেরেশতা ছিলেন। উপস্থিত লোকদিগকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মজলিসেই তাহা জ্ঞাত

www,BANGLAKITAB.com

করিয়াছিলেন, কিন্তু ওমর (রাযি.) মজলিস হইতে পূর্বাহ্ণে চলিয়া গিয়াছিলেন বিধায় তিনি সেই সংবাদ তখন শুনেন নাই। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে তাঁহাকে উহা শুনাইয়াছেন।

● আলোচ্য হাদীসে 'তকদীর" সম্পর্কে ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করাকে মূল ঈমানের অঙ্গরূপে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) "তকদীর" সম্পর্কে অকাট্য বিশ্বাস রাখা সম্পর্কে কঠোর বক্তব্য রাখিয়াছেন যে, উহা ব্যতিরেকে কাহারও কোন নেক আমল আল্লাহ তাআলা কবুল করিবেন না। সুতরাং উহা ব্যতিরেকে বেহেশত লাভ করাও অসম্ভব।

৩৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু আইউব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন,

إِنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهٖ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَ فِيْ أَصْحَابِهٖ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ وُفِّقَ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ دَعِ النَّاقَةَ - فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে পথচলা অবস্থায় ছিলেন; এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহার পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া বসিল। তারপর বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে ঐ শ্রেণীর আমল বলিয়া দিন যাহা আমাকে বেহেশতের নিকটবর্তী করিয়া দেয় এবং দোযখ হইতে আমাকে দূরে সরাইয়া দেয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য স্বীয় বাহন থামাইয়া দিলেন এবং সাহাবীগণের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, লোকটি তো চমৎকার

www,BANGLAKITAB.com

কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ? সে তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করিবে- তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক-সাথী বানাইবে না। উত্তমরূপে নামায আদায় করিবে। যাকাত প্রদান করিবে। রক্তের সম্পর্কধারীদের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিবে।

এতটুকু বলিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আমার উট ছাড়িয়া দাও। লোকটি যখন চলিয়া গেল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে সব আদেশ তাহাকে করা হইল উহা দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া থাকিলে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

৩৮. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

إِنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى هٰذَا

"এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এইরূপ আমল বাতলাইয়া দিন যাহা সম্পাদন করিলে আমি বেহেশতে যাইতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করিবে- তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক সাথী বানাইবে না। ফরজ নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে। ফরজ যাকাত প্রদান করিবে। রমযানের রোযা রাখিবে। ঐ ব্যক্তি বলিল, যাঁহার মুঠে আমার জান তাঁহার কসম করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি- এই আমলসমূহে কখনও আমি কোন প্রকার বেশ-কম করিব না। ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, যাহার অভিলাষ হয় বেহেশতী মানুষ দেখিবার সে এই ব্যক্তিকে দেখ।"

www,BANGLAKITAB.com

৩৯. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নোমান ইবনে কাওকাল (রাযি.) নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَةَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَاحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَلَمْ اَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْئًا اَادْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْئًا

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন তো– যদি আমি ফরজ নামাযসমূহ পূর্ণ আদায় করি এবং রমযানের রোযা পালন করি, আর হালাল-হারাম মানিয়া চলি– ইহার অতিরিক্ত (নফল) আর কিছু না করি, তবে আমি বেহেশতে যাইব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি বলিল, কসম খোদার! (মন-গড়ারূপে) আমি অতিরিক্ত আর কিছু করিব না।"

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত তিনটি হাদীসেই জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি পূর্ব হইতেই ঈমানদার ছিল– তাহার জিজ্ঞাসা শুধু আমল সম্পর্কে ছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ক্ষেত্রে ঈমানের বিষয় সমূহকে উল্লেখ করেন নাই, নতুবা বেহেশত লাভের মূল শর্ত হইল ঈমান। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য শেষ হাদীসে প্রশ্নকারী ব্যক্তি দরিদ্র ছিল, তাই যাকাতের উল্লেখ সে করে নাই। হজ্জ ফরজ হওয়ার ক্ষেত্র ও পাত্র বিরল এবং জীবনে মাত্র একবার, তাই উহারও উল্লেখ হয় নাই।

৪০. (মোসঃ) হাদীস। আবু মালেকের পিতা তারেক (রাযি.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهٗ وَدَمُهٗ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার ঘোষণা প্রদান করিবে এবং আল্লাহ ভিন্ন যাহা কিছুর পূজা করা হয় সব বর্জন করিবে তাহার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ হইবে। তাহার (আন্তরিকতার) হিসাব আল্লাহর নিকট হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ একজন কাফের মুসলমান হইয়া ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান হিসাবে জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিতে চাহিলে মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে মূল বিরোধী বস্তু তাওহীদ-একত্ববাদকে গ্রহণ এবং শিরক– দেব-দেবীবাদকে বর্জন করিতে হইবে; তাহাই এই হাদীসে উল্লেখ হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে দেব-দেবী বর্জন করার অর্থ কুফুরীকে বর্জন করা, তদ্রূপ এক আল্লাহকে স্বীকার করার অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা; সুতরাং ফেরেশতা, কিতাব, রসূল ও পরকাল স্বীকার করা উহারই অন্তর্গত।

৪১. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهٖ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ لَوْلَا اَنْ تُعَيِّرَنِىْ قُرَيْشٌ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا حَمَلَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ الْجَزَعُ لَاَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চাচা (আবু তালেব)কে (তাহার মৃত্যু সময়ে দেখিতে আসিলেন। আবু জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফকে তথায় উপস্থিত পাইলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে) বলিলেন, (হে চাচাজান!) আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ–আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই" বলিয়া ঘোষণা দিন; কিয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য ইহার সাক্ষী প্রদান করিব। আবু তালেব এই ঘোষণা দিতে অস্বীকার করিল এবং বলিল, কুরাইশ বংশের লোকেরা আমার প্রতি ধিক্কার দিয়া বলিবে, আবু তালেবকে এই স্বীকারোক্তিতে বাধ্য করিয়াছে ভয়-ভীতি– এই আশঙ্কা না থাকিলে উক্ত স্বীকারোক্তি ও ঘোষণার দ্বারা আমি নিশ্চয় তোমার চোখ জুড়াইতাম। (শেষ পর্যন্ত আবু তালেব ঈমান আনিল না; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্মাহত হইলেন;) সেই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা (কুরআন শরীফের) এই আয়াত নাযিল করিলেন–

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ

"আপনি যাহাকে ভালবাসিবেন হেদায়েত দিয়া দিবেন– সেই ক্ষমতা আপনার হাতে নাই। বস্তুতঃ (হেদায়েত দানের মালিক আল্লাহ তাআলা;)

www,BANGLAKITAB.com

আল্লাহ যাহাকে চাহিবেন হেদায়েত দিবেন। (এবং তিনি নিয়ম বিধান নির্ধারিত রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি হেদায়েত চাহিবে অর্থাৎ হেদায়েত লাভের জন্য স্বীয় স্বায়ত্বশাসিত শক্তিবিন্দু ব্যয় করিবে তাহাকে হেদায়েত দেওয়া তিনি চাহিবেন।)"

৪২. (মোসঃ) হাদীস। উসমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি মৃত্যু এই অবস্থায় হইবে যে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই– এই মতবাদে অকাট্ট ও পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ এই সীমাহীন মূল্যই ঈমানের। যে ব্যক্তির মৃত্যু ঈমানের সহিত না হয় তাহার যদি কোটি কোটি টাকার দান-খয়রাত বা সারা জীবনের তপ-জপ ইত্যাদি শত শত পুণ্যের কাজও থাকে তবুও সে কস্মিনকালেও বেহেশত লাভ করিতে পারিবে না– সে চির-জাহান্নামী হইবে। পক্ষান্তরে যাহার মৃত্যু ঈমানের সহিত হইবে সে যদি কোন নেক কাজ না করিয়া থাকে– সারা জীবন গোনাহে কাটিয়া থাকে তবুও সে কোন এক সময়ে বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং অতঃপর চির বেহেশতী হইবে। তাহার গোনাহ যদি ক্ষমা না হয় তবে সুপারিশের দ্বারা বা গোনাহের শাস্তি ভোগ করিয়া যত দীর্ঘকাল পরেই হউক না কেন সে বেহেশতে প্রবেশ করিবেই।

● "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ইসলামের পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের পরিচিত ও প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ইহার সহিত ফেরেশতা, কিতাব, রসূল এবং পরকালের বিশ্বাস অবশ্যই বিজড়িত থাকিবে। যেরূপ– পূর্ণ ও সুদীর্ঘ একটি সূরার পরিচয় রূপে বলা হয়– নামাযে 'আল-হামদু' পড়িতে হইবে; ইহার অর্থ শুধু এই একটি শব্দ নহে, বরং পূর্ণ সূরাই উদ্দেশ্য। তদ্রূপ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ইসলাম ও ঈমানের পরিচয়রূপে উল্লেখ হইয়াছে ইহার সহিত 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'ও সংযোজিত রহিয়াছে। (বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৪৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।) বরং ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং পরকালের বিশ্বাসও বিজড়িত আছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করিবে, আল্লাহর ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর রসূলগণকে এবং পরকালকে অস্বীকার করিবে সে বহু দূরের ভ্রষ্টতায় পতিত হইবে।"

এই সম্পর্কে বিস্তারিত প্রামাণিক আলোচনা বাংলা বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে রহিয়াছে।

৪৩. (মোসঃ) হাদীস। (আবদুর রহমান) সোনাবেহী (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি উবাদা ইবনে সামিত (রাযি.) সাহাবীর নিকট উপস্থিত হইলাম– তিনি তখন মৃত্যুবরণ অবস্থায় ছিলেন। আমার কাঁদা আসিয়া গেল; তিনি আমাকে বলিলেন, কাঁদ কেন? আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলি (কিয়ামত দিবসে তোমার ঈমান ও ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের) সাক্ষ্য দানের সুযোগ আমাকে দেওয়া হইলে আমি নিশ্চয় তোমার পক্ষে (সেই) সাক্ষ্য দিব। তোমার জন্য আমার সুপারিশ গৃহীত হওয়ার সুযোগ থাকিলে আমি নিশ্চয় তোমার জন্য সুপারিশ করিব। যে কোন সাহায্য করার সুযোগ পাইলে নিশ্চয় আমি তোমার সাহায্য করিব। অতঃপর বলিলেন, খোদার কসম! যে কোন হাদীসই আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি– যাহার মধ্যে তোমাদের মঙ্গলের বিষয় ছিল উহা আমি অবশ্যই বর্ণনা করিয়া দিয়াছি; শুধু একটি মাত্র হাদীস ব্যতীত। ঐ হাদীসটিও এখন আমি বর্ণনা করিয়া দিব; আমার প্রাণ এখন মৃত্যুর পরিবেষ্টনে আসিয়া গিয়াছে।

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ

"যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে এই মতবাদ গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করিবে যে, এক আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল– তাহার জন্য আল্লাহ দোযখ হারাম করিয়া দিবেন।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ উল্লিখিত ঘোষণার প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারে শরীয়তের সমুদয় অনুশাসনই এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। কারণ আল্লাহই একমাত্র মাবুদ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল– এই স্বীকৃতি ও ঘোষণা তাঁহাদের পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে– যাহা পূর্ণ শরীয়ত। অবশ্য যদি মৌলিক ঘোষণার সহিত পূর্ণ আমল না থাকে এবং অপরাধ ক্ষমা না হয় তবে শাস্তি ভোগের পর চিরকালের জন্য বেহেশত লাভ হইবে– দোযখ হারাম হইয়া থাকিবে।

৪৪. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারি পার্শ্বে বসিয়া ছিলাম; আমাদের সঙ্গে আবু বকর ও ওমর সহ কতিপয় লোক ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য হইতে উঠিয়া কোথাও গেলেন। অনেক বিলম্ব হইয়া গেল– তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন না। আমার আশঙ্কা করিলাম, আমাদের হইতে বিচ্ছিন্নাবস্থায় তাঁহার উপর কোন বিপদ আসিয়া থাকিতে পারে। এই আশঙ্কায় আমরা বিহ্বল হইয়া পড়িলাম এবং আমরা (তালাশে বাহির হওয়ার জন্য) দাঁড়াইয়া গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিহ্বল হইয়া বাহির হইলাম– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতে। আমি মদীনাবাসী বনু নাজ্জার গোত্রীয় লোকদের একটি বাগানের নিকটবর্তী আসিলাম। উহার চতুর্দিক ঘুরিলাম যে, উহার ভিতরে যাইবার জন্য (খোলা) দরওয়াজা পাই কি না। ঐরূপ দরওয়াজা পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম একটি পানির নাল– বাহিরের কূপ হইতে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। এতদৃষ্টে আমি আমার দেহকে কুঞ্চিত করিয়া ঐ নালা-পথে বাগানে প্রবেশ করিলাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু হুরায়রা না কি? আমি আরজ করিলাম, হাঁ– ইয়া রসূলাল্লাহ! জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? আরজ করিলাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন, তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিলেন এবং প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব করিলেন, আমরা আপনার উপর কোন বিপদের ভয় করিয়া বিহ্বল হইলাম। আমি সর্বপ্রথম বিহ্বল হইয়া এই বাগানের নিকট আসিলাম এবং শৃগালের ন্যায় দেহ কুঞ্চিত করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। অন্যান্য লোকগণও আমার পেছনে আসিতেছে।

www,BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পাদুকাদ্বয় প্রদান করিলেন এবং বলিলেন–

اِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيْتَ مِنْ وَّرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ

(আমার পক্ষের বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ) "আমার পাদুকাদ্বয় লইয়া বাহির হও। বাগানের বাহিরে এমন যাহার সঙ্গেই সাক্ষাত হয় যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ–আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই– এই মতবাদের ঘোষণাকারী হয়, অন্তরের সহিত ইয়াকীন করিয়া তাহাকেই বেহেশতের সুসংবাদ দান কর।"

আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন– বাগানের বাহিরে সর্বপ্রথম আমার সাক্ষাৎ হইল ওমর (রাযি.)-এর সঙ্গে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পাদুকাদ্বয় কি? আমি বলিলাম, ইহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকাদ্বয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই পাদুকাদ্বয় (তাঁহার বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ) প্রদান করিয়া পাঠাইয়াছেন– আমি যাহাকেই পাইব 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের সহিত ইয়াকীন করিয়া ঘোষণাকারী হয় তাহাকেই বেহেশতের সুসংবাদ দান করিব।

আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, এতদশ্রবণে ওমর (রাযি.) আমার বক্ষের উপর করাঘাত করিলেন; যাহাতে আমি নিতম্বের উপর পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন, হে আবু হুরায়রা! ফিরিয়া যাও। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম; কান্নায় আমার চোখ টলমল। ওমরও আমার সাথে সাথে আসিতে ছিলেন, এমনকি তিনি আসিয়া পেছনেই দাঁড়াইলেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে হে আবু হুরায়রা? আমি আরজ করিলাম, ওমরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে ঐ সংবাদ জানাইলাম যে সংবাদ প্রদানে আপনি আমাকে পাঠাইয়া ছিলেন। উহাতে ওমর আমার বক্ষে করাঘাত করিয়াছেন; আমি নিতম্বের উপর পড়িয়া গিয়াছি এবং আমাকে বলিয়াছেন, ফিরিয়া যাও।

www,BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর! আপনি এরূপ কেন করিয়াছেন? ওমর (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ– আপনি কি আবু হুরায়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া এই জন্য পাঠাইয়াছেন– যাহাকেই পাইবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের সহিত ইয়াকীন করিয়া ঘোষণাকারী তাহাকেই বেহেশতের সুসংবাদ দিবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। ওমর (রাযি.) আরজ করিলেন, (সর্ব সাধারণের মধ্যে) এইরূপ (ঘোষণা দানের ব্যবস্থা) করিবেন না; ইহাতে আমার ভয় হয়– সাধারণ মানুষ (ইহার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া) ইহার (শুধু বাহ্যিক অর্থের) উপর ভরসা স্থাপন পূর্বক বসিয়া থাকিবে; (আমল করিবে না)। সুতরাং (ভুল বুঝার আশঙ্কাময় ঘোষণা না শুনাইয়া) লোকদেরে আমল করিতে দিন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা! জনসাধারণকে আমল করিতে দাও।

ব্যাখ্যা : অন্তরে ইয়াকীনের সহিত "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ–আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই" মতবাদের ঘোষণা আল্লাহর সমুদয় আদেশ-নিষেধ পালনের অর্থকে বহন করে। এই উদ্দেশ্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "অন্তরে প্রকৃত ইয়াকীনের সহিত" শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন অথবা শাস্তি ভোগের পর কিংবা শাফায়াত নসীবে হইলে বেহেশতের সুসংবাদ দান উদ্দেশ্য ছিল– যাহা প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য অবধারিত। কিন্তু সাধারণ লোকগণ এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বেহেশতের সুসংবাদকে শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর উপর সাব্যস্ত করা পূর্বক আমলের ব্যাপারে শিথিল হইয়া যাইবে। ওমর (রাযি.) এই আশঙ্কাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

● নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় বিশেষ অবস্থাধীনে নীরবে আল্লাহর ধ্যানমগ্ন হওয়া ভালবাসিতেন; তখন আল্লাহর গুণাবলী এবং ঊর্ধ্ব জগতের ধ্যানেই তিনি বিচরণ করিতেন। আলোচ্য ঘটনায় সেই অবস্থার প্রভাবেই তখন নিম্ন জগতের সাধারণ লোকের অবস্থা লক্ষ্য করার অবকাশই তাঁহার ছিল না। পক্ষান্তরে ওমর (রাযি.) নিম্ন জগতের ধ্যান-ধারণায় ছিলেন, তাই তিনি সাধারণ লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্যের অবকাশ পাইয়া ছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে তাঁহার পরামর্শ বাস্তবমুখী ছিল।

www,BANGLAKITAB.com

ওমর (রাযি.)-এর আবদারে নবীজীর লক্ষ্য নিম্ন জগতের দিকে অবতরণ করিলে তিনিও ঐ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিলেন।

৪৫. (মোসঃ) হাদীস। আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছেন–

ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا

"ঈমানের স্বাদ অনুভব করিবে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা মানিয়া ক্ষ্যান্ত ও শান্ত হইয়াছে, ইসলামকে ধর্ম ও জীবনব্যবস্থারূপে গ্রহণ করয়া ক্ষ্যান্ত ও শান্ত রহিয়াছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল মানিয়া (তাঁহার শিক্ষায় ও আদর্শে) ক্ষ্যান্ত ও শান্ত হইয়াছে।"

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ তাআলাকে 'রব' তথা প্রভু-পরওয়ারদিগার মানিয়া ক্ষ্যান্ত হইয়াছে। অর্থাৎ অন্য কোন শক্তি, ব্যক্তি বা বস্তুকে সৃষ্টিকারক বলিয়া ধারণা করে নাই, রক্ষক ও পালক গণ্য করে নাই, আল্লাহ বা আল্লাহর প্রতিনিধি ব্যতীত কাউকে বিধানদাতার মর্যাদা দেয় নাই।

ধর্ম ও জীবনব্যবস্থারূপে ইসলামকে গ্রহণ করিয়াই ক্ষ্যান্ত রহিয়াছে; অন্য কোন মতবাদ বা রীতি-নীতির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে নাই।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূল তথা আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিরূপে বরণ করিয়াই ক্ষান্ত ও শান্ত রহিয়াছে। সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁহাকেই আদর্শ এবং অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় সাব্যস্ত করিয়া উহার উপরই অটল অনড় রহিয়াছে।

এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের আবেষ্টনে যে থাকিবে সে ঈমানের স্বাদ পাইবে। অর্থাৎ ঈমানের কার্যাবলী ও আমল তাহার জন্য আনন্দদায়ক হইবে, শান্তিদায়ক হইবে যুক্তিযুক্ত ও সহজ মনে হইবে, উহার প্রতি তাহার ভালবাসা, অনুরাগ ও আকর্ষণ থাকিবে।

৪৬. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

"ঈমানের সত্তর অপেক্ষা অধিক শাখা-প্রশাখা আছে। সর্বশ্রেষ্ঠটি হইল- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মতবাদের ঘোষণা এবং সবের ছোটটি হইল কষ্টদায়ক বস্তু পথ হইতে অপসারিত করা। আর হায়া বা লজ্জা-শরম ঈমানের বড় একটি শাখা।"

ব্যাখ্যা ঃ ঈমানের মূল হইল- আল্লাহ, রসূল, কুরআন, ফেরেশতা, পরকাল এবং আল্লাহ ও রসূলের দেওয়া জীবনব্যবস্থার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও মতবাদ স্থাপন পূর্বক উহা মানিয়া নেওয়া।

সতর্কবাণী ঃ আল্লাহ ও রসূলের দেওয়া জীবনব্যবস্থা মানিয়া চলায় ত্রুটি করা হইলে তাহা হইবে গোনাহ বা অপরাধ- যাহার দরুন কেউ ঈমানহীন হয় না। কিন্তু উহা মানিয়া চলার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য রাখা ঈমানের মূল ও ভিত্তিরূপে অপরিহার্য বস্তু; যাহার মনে ঐ আনুগত্য না থাকিবে সে ঈমানহীন পরিগণিত হইবে।

মূল ও ভিত্তির পরে হইল- শাখা-প্রশাখা; (কাণ্ড, ডাল-পালা, পাতা-লতা এবং ফুল-ফলও শাখা-প্রশাখারই অন্তর্গত)। শাখা-প্রশাখার মধ্যে সর্ববৃহৎটি হইল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকৃতি বা মৌখিক উচ্চারণ ও ঘোষণা। তদ্রূপ প্রয়োজন বা জিজ্ঞাসা ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিটি বিশ্বাসীয় বস্তুকে বিশ্বাস করার স্বীকৃতি প্রদান করা ঈমানের সর্ববৃহৎ শাখার অন্তর্ভুক্ত। সর্ববৃহৎ শাখা অর্থ উহা ব্যতিরেকে ঈমানের বাহ্যিক অস্তিত্বই হয় না- যেমন বৃক্ষের কাণ্ড। তারপর ফরজ-ওয়াজিব আমলগুলি সম্পাদন করা এবং হারাম ও মাকরূহে তাহরীমী বর্জন করিয়া চলা- এইসবও বড় শাখাই বটে- যেমন, বৃক্ষের বড় বড় ডাল-পালা। তারপর সুন্নত এবং মুস্তাহাবসমূহও শাখা-প্রশাখাই বটে, অবশ্য পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের স্তরে- যেমন, বৃক্ষের পাতা-লতা ও ফুল-ফল।

৪৭. (মোসঃ) হাদীস। আবুছ সাওয়ার (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বর্ণনা করিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

www,BANGLAKITAB.com

اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

"হায়া বা লজ্জা-শরমের ফল সর্বক্ষেত্রেই ভাল হয়।"

এই হাদীস শুনিয়া বোশায়ের ইবনে কাআব (রহ.) (নামক তাবেয়ী) বলিলেন, জ্ঞান-পুস্তকে লেখা আছে– কোন ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম গাম্ভীর্যের পরিচয় হয়, কোন ক্ষেত্রে শান্ত-শিষ্টতার পরিচয় হয়, কোন ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচয় হয়।

এতদশ্রবণে সাহাবী ইমরান (রাযি.) এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বয়ান করিলাম, আর তোমাকে দেখি– তুমি উহার বিরুদ্ধে কথা বল! ইমরান (রাযি.) হাদীসখানা পুনঃ বর্ণনা করিলে বোশায়ের (রহ.) পুনরায় তাঁহার কথা উল্লেখ করিলেন। (তিনি বস্তুতঃ হাদীসের সঙ্গে বিরোধিতার উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলিতেছিলেন না, বরং হাদীসের সঙ্গে ঐ কথার সামঞ্জস্যতা বুঝিতে চাহিয়াছিলেন।) এইবার ইমরান (রাযি.) তাঁহার প্রতি এত ভীষণ রাগ হইলেন যে, (তিনি যেন বোশায়েরকে খাঁটি মুসলমান মনে করিতেছিলেন না। কারণ, খাঁটি মুসলমান হাদীসের বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারে না। এমনকি তাঁহার সম্মুখে সাক্ষ্য স্বরূপ) আমাদের বলিতে হইতে ছিল, এই ব্যক্তি আমাদের মুসলমান সমাজেরই– তাহার (ইসলামের) মধ্যে কোন ত্রুটি নাই।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম ছিল এই যে, হায়া বা লজ্জা-শরম সবটুকুই ভাল– সর্বক্ষেত্রেই উহা প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে জ্ঞান-পুস্তকের কথার তাৎপর্য ছিল এই যে, বিশেষ ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম দুর্বলতার পরিচয় হয়, ঐ শ্রেণীর লজ্জা-শরম মন্দ পরিগণিত হইবে।

জ্ঞান-পুস্তকের কথাটা অপ্রকৃত এবং শুধু মুখ-চর্চার কথা। দুর্বলতার পরিচায়ক অবস্থা নিছক দুর্বলতাই বটে, উহাকে লজ্জা-শরম নাম রাখা শুধু মুখ-চর্চার ভাষা, প্রকৃত প্রস্তাবে মোটেই উহা হায়া বা লজ্জা-শরমের অন্তর্ভুক্ত নহে। যথা– নতুন বধু তাহার নামায পড়িতে লজ্জাবোধ হয়, নতুন দুলা তাহার অযু নাই উহা প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করে, সুট-কোট বা আচকান পায়জামা পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তিকে কোন নিরূপায় মজুর তাহার মাথায়

www,BANGLAKITAB.com

বোঝা উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিল– আভিজাত্যের পোশাক লইয়া তাহার বোঝায় হাত লাগাইতে লজ্জাবোধ হয়। এইসব শ্রেণীর লজ্জা বস্তুতঃ লজ্জা বা হায়া নহে, বরং নিছক দুর্বলতা ও হীনমন্যতা (Infriarity Complex)। ইহাকে লজ্জা বলা শুধু মুখ-চর্চার ভাষা। জ্ঞান-পুস্তকের কথাটার ভিত্তি মুখ-চর্চার ভাষার উপর। পক্ষান্তরে হাদীসে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

● অবাঞ্ছিত, অশালীন কার্যে অন্তরে বাধা অনুভব করা– ইহার নাম লজ্জা-শরম। পক্ষান্তরে শরীয়ত বা মানবতার কর্তব্য পালনে বাধা অনুভব করা– ইহা হইল বস্তুতঃ দুর্বলতা। এই শ্রেণীর কোন কাজকে লজ্জা-শরম বলা হইলে তাহা হইবে মুখ-চর্চার ভাষা, বস্তুতঃ তাহা লজ্জা-শরম নহে।

বোশায়ের (রহ.) তাবেয়ীর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না– তিনি হাদীসের সহিত জ্ঞান-পুস্তকের কথার সামঞ্জস্যতা বুঝিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই উদ্দেশ্য ছিল উহ্য ও উল্লেখহীন। বাহ্যতঃ তাঁহার উদ্ধৃতিটা হাদীসের বিপরীত ছিল বিধায় সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) তাঁহার প্রতি ঐরূপ চটিয়া ছিলেন। ইহা ছিল হাদীসের প্রতি সাহাবীগণের অগাধ শ্রদ্ধা-প্রীতি– যাহা তাঁহাদিগকে উম্মতের শিরোমণির আসনে সমাসীন করিয়াছে। এই বিষয়টির অধিক আলোচনা ২৭ ও ২৮ নং হাদীসে রহিয়াছে।

৪৮. (মোসঃ) হাদীস। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আরজ করিলাম–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْئَالُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ
قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

"ইয়া রসূলাল্লাহ! ইসলামের (হক বা কর্তব্যসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করিয়া চলিতে পারি– ইহার) জন্য এমন কথা বলিয়া দিন যে, আপনার (বক্তব্যের) পরে অন্য কাহারও নিকট ইসলাম সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসা করিতে না হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের পর উহার উপরই সুদৃঢ় থাকিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ "আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপন পূর্বক উহার উপর সুদৃঢ় থাকা" কথাটি ছোট্ট, কিন্তু ইহার পরিসর ও পরিধি সুপ্রশস্ত। সকল প্রকার ফরজ-

www,BANGLAKITAB.com

ওয়াজিব আদায় করা এবং হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয বাছিয়া চলা– ইত্যাদি ইসলামের সমুদয় হুকুম-আহকাম মানিয়া ও আমল করিয়া চলা– ইহার মধ্যে শামিল এবং সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে অগ্রগণ্য রাখা, প্রাণ বিসর্জন দিয়া হইলেও ইসলামের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, সর্বস্ব ত্যাগে ইসলামের গৌরব সমুন্নত রাখা– ইত্যাদিও উহার অন্তর্গত।

এই জন্যই উক্ত দৃঢ়তা যাহাকে استقامت فى الدين "এস্তেকামাত ফীদ্দীন" বলা হয় উহার অসাধারণ সুফল পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

"নিশ্চয় যাহারা এই মতবাদের ঘোষণা দিয়াছে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা– প্রভু-পরওয়াদেগার একমাত্র আল্লাহ; অতঃপর এই মতবাদের উপর সুদৃঢ় রহিয়াছে তাহাদের নিকট (মৃত্যু মুহূর্তে) উপস্থিত হইয়া থাকেন ফেরেশতাগণ এই অভয় বাণী লইয়া যে, আপনারা ভীত হইবেন না, চিন্তিত হইবেন না; আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন বেহেশত লাভের– যেই বেহেশতের অঙ্গীকার আপনাদের জন্য করা হইয়াছে। (ফেরেশতাগণ তাঁহাদেরে সান্ত্বনা দানে আরও বলেন,) আমরা আপনাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। আর আপনাদের জন্য বেহেশতের মধ্যে উপস্থিত থাকিবে যাহা কিছু আপনাদের মন বাসনা ও কামনা করিবে এবং তথায় প্রস্তুত থাকিবে যাহা কিছু আপনারা চাহিবেন। এইসব আতিথ্য স্বরূপ হইবে ক্ষমাশীল দয়ালু প্রভুর পক্ষ হইবে।" (২৪ পারা, ১৮ রুকু)

৪৯. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

www,BANGLAKITAB.com

"তোমাদের কেহ মোমেন পরিগণিত হইবে না যাবৎ না সে স্বীয় (মুসলমান) ভ্রাতার জন্য পছন্দ করিবে (ঐরূপ বস্তু বা ব্যবহার) যাহা সে পছন্দ করে নিজের জন্য।"

ব্যাখ্যা ঃ যাহা নিজের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা বৈধ ও জায়েয উহার মধ্য হইতে যেইরূপটি লাভ হওয়া নিজের জন্য পছন্দ করিবে প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার জন্য ঐ রূপটি লাভ হওয়াই কামনা করিবে। তদ্রূপ নিজের জন্য অন্যের পক্ষ হইতে যেরূপ ব্যবহার কামনা করিবে নিজে অপরের সঙ্গে ঐরূপ ব্যবহার করাই পছন্দ করিবে অর্থাৎ ঐরূপ ব্যবহার করায় সচেষ্ট থাকিবে। যথা– একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করা পছন্দ করিবে যেরূপ ব্যবহার সে নিজে শিক্ষার্থী হইলে শিক্ষকের পক্ষ হইতে পাওয়া পছন্দ করিত।

৫০. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"ঐ ব্যক্তি বেহেশতে যাইবে না যাহার প্রতিবেশী তাহার অন্যায়-অত্যাচারের ভয় হইতে শঙ্কামুক্ত থাকে না।"

৫১. (মোসঃ) হাদীস। তারেক ইবনে শেহাব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, ঈদের নামাযে খুতবা (নামাযের পরে পড়া শরীয়তের নিয়ম। উহার বিপরীত– জুমার নামাযের ন্যায় খুতবা) নামাযের পূর্বে পড়ার প্রথা (মদীনার শাসনকর্তা) মারওয়ান প্রথম অবলম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি মারওয়ানের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ঈদের নামায খুতবার পূর্বে পড়িতে হয়। মারওয়ান বলিল, ঐ নিয়ম এখন বিবর্জিত। এই সময় সাহাবী আবু সাঈদ (রাযি.) বাধা দানকারী ব্যক্তির প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন– এই ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব আদায় করিয়াছে। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ

www,BANGLAKITAB.com

"তোমাদের মধ্যে কেহ শরীয়ত বিরোধী কাজ (কাহারও দ্বারা) হইতে দেখিলে তাহার কর্তব্য হইবে শক্তির দ্বারা উহার প্রতিরোধ করা। যদি সেই ক্ষমতা না থাকে তবে মৌখিকরূপে উহাতে বাধা প্রদান করিবে। সেই সুযোগও না হইলে মনের মধ্যে উহার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ, বিরোধ ও সুযোগ প্রাপ্তে প্রতিরোধের দৃঢ় সংকল্প রাখিবে– এইটুকু ঈমানের সর্বনিম্ন দায়িত্ব।"

৫২. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ اُمَّةٍ قَبْلِىْ اِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

"আমার পূর্বে আল্লাহ তাআলা যত নবী বিভিন্ন উম্মতের প্রতি পাঠাইয়াছেন– (অধিকাংশের) প্রত্যেকের জন্যই তাঁহার (কর্মক্ষেত্র) উম্মত হইতে কিছু সংখ্যক বিশেষ সাহায্য-সমর্থনকারী হইয়াছেন, তাঁহারা এমন সাহাবী বা সঙ্গী-সাথী হইয়াছেন যাঁহারা তাঁহার নিয়ম-নীতির অনুকরণে চলেন এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করেন। তাঁহাদের পরে এমন শ্রেণীর আবির্ভাব হয় যাহারা (আদেশসমূহ–) যাহা পালন করে না তাহা পালনের দাবি করে এবং যাহা করিতে বলা হয় নাই তাহা (অর্থাৎ নিষেধসমূহ) করে। (আমার উম্মতের মধ্যেও এই অবস্থার উদ্ভব হইবে।)

সেই পরিস্থিতিতে যে সব লোক উল্লিখিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে হাতের তথা শক্তির দ্বারা সংগ্রাম করিবে তাহারা মোমেন পরিগণিত হইবে, যাহারা মুখের দ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে তাহারাও মোমেন পরিগণিত হইবে এবং যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা সংগ্রাম করিবে (অর্থাৎ অন্তরে তাহাদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণের সাথে সাথে সুযোগ প্রাপ্তে প্রকাশ্য সংগ্রাম করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখিবে) তাহারাও মোমেন পরিগণিত হইবে। এতটুকুর পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানেরও কোন স্তর নেই।

www,BANGLAKITAB.com

৫৩. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتّٰى تَحَابُّوا اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

"(প্রথম দফায়ই) বেহেশতে প্রবেশ করার (নীতিগত) সুযোগ তোমাদের হইবে না যাবৎ না তোমরা পুরোপুরি মোমেন সাব্যস্ত হও। আর পুরোপুরি মোমেন পরিগণিত হইবে না যাবৎ না তোমরা (–মোসলমান সম্প্রদায়) পরস্পর মিল-মহব্বতের সম্পর্ক বজায় রাখ।

আমি তোমাদিগকে এমন একটি কাজের খোঁজ দান করিব যাহা তোমরা করিলে তোমাদের মধ্যে মিল-মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হইবে। তোমরা ব্যাপকভাবে পরস্পর সালাম করার চর্চা রাখিও।

৫৪. (মোসঃ) হাদীস। তামীম দারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"নিষ্ঠাবান হওয়াই দ্বীন বা ধর্ম। (অর্থাৎ একনিষ্ঠতা দ্বীন ও ধর্মের মূল।) আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার জন্য নিষ্ঠাবান হওয়া? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রসূলের জন্য, মুসলিম জাতির শাসনকর্তাদের জন্য এবং মুসলমান জনসাধারণের জন্য।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর জন্য এবং রসূলের জন্য নিষ্ঠাবান হওয়ার অর্থ– আল্লাহর প্রতি এবং রসূলের প্রতি ঈমান যাহা দ্বীন ও ধর্মের মূল– উহাতে একনিষ্ঠতার প্রয়োজন। নতুবা উহা প্রকৃত ঈমান এবং দ্বীন ইসলাম পরিগণিত হইবে না, বরং উহা হইবে নেফাক বা মোনাফেকী– যাহার পরিণাম পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে,

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"মোনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন তলায় থাকিবে।"

www,BANGLAKITAB.com

শাসনকর্তাদের জন্য নিষ্ঠাবান হওয়ার অর্থ– শাসনকর্তার আনুগত্য গ্রহণের অঙ্গীকার করার পর ষড়যন্ত্রমূলক অবাধ্যতা ও বিরোধিতা অবলম্বন করা যাইবে না। অবশ্য সংশোধনের উদ্দেশ্যে দোষ-ত্রুটি ধরাইয়া দেওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার অবশ্যই করিবে।

জনসাধারণের জন্য নিষ্ঠাবান হওয়ার অর্থ– নিঃস্বার্থভাবে, বরং নিজের স্বার্থ উৎসর্গ করিয়াও জনসাধারণের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করিয়া যাইবে।

৫৫. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا اِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَاِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

"কোন ব্যক্তি নিজ (মুসলমান) ভ্রাতাকে কাফের বলিলে উহার (ক্রিয়ার) পাত্র উভয়ের একজন অবশ্যই হইবে। যাহাকে কাফের বলা হইয়াছে সে যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই কাফের হয় (তবে তো সে-ই উহার পাত্র হইল।) অন্যথায় যে ব্যক্তি কাফের বলিয়াছে তাহার প্রতি উহা ফিরিয়া আসিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ কোন মুসলমানকে কাফের বলা বেয়ারিং তথা বিনা টিকেটে প্রেরিত চিঠির ন্যায়– প্রাপক উহা গ্রহণ না করিলে প্রেরকের প্রতি ফিরিয়া আসিবে এবং তাহাকে অবশ্যই উহা গ্রহণ করিতে হইবে। তদ্রূপ যাহাকে কাফের বলা হইয়াছে সে উহার পাত্র না হইলে যে বলিয়াছে তাহার প্রতি উহা ফিরিয়া আসিবে এবং তাহার উপর পতিত হইবে। অর্থাৎতাহার এত বড় গোনাহ হইবে যাহা কাফের হওয়া তুল্য। অন্য এক হাদীসে আছে– কোন মুসলমানকে কাফের বলা তাঁহাকে হত্যা করার সমান গোনাহ।

বর্তমানে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে– তাহারা 'সুন্নী' খেতাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মত-বিরোধী বড় বড় আলেমগণকে এবং বিভিন্ন জামাতকে তাহারা কাফের বলিয়া থাকে। আলোচ্য হাদীস স্মরণ রাখিয়া ঐ শ্রেণীর লোক হইতে দূরে থাকা মুসলমান ভাইদের আশু কর্তব্য।

৫৬. (মোসঃ) হাদীস। আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন,

www,BANGLAKITAB.com

لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে স্বীয় পিতা ছাড়িয়া অন্য কাহারও সঙ্গে নিজের বংশ-সম্পর্ক দেখাইবে সে কাফের (তুল্য) পরিগণিত হইবে। যে ব্যক্তি এমন বস্তু বা গুণের দাবি নিজের জন্য করিবে যাহা তাহার মধ্যে নাই সে আমাদের (তথা মুসলমান) জামাতভুক্ত নহে এবং তাহার পরিণাম দোযখ হইবে। যে কেউ কোন (মুসলমান) ব্যক্তিকে কুফুরীর সহিত সম্পৃক্ত করিবে অর্থাৎ কাফের বলিবে অথবা 'আল্লাহর দুশমন' আখ্যায়িত করিবে– অথচ ঐ ব্যক্তি সেইরূপ নহে তাহার উপর ঐ কথা অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ অন্যের কোন বস্তু নিজের বলিয়া মিথ্যা দাবি করা, তদ্রূপ যেই গুণ অর্জন করে নাই সেইরূপ গুণের পদবি বা খেতাব অবলম্বন করা এত বড় গোনাহ যে, ঐরূপ ব্যক্তি যেন মুসলমান জামাত হইতে খারিজ হইয়া গেল এবং দোযখ তাহার জন্য নির্ধারিত হইয়া গেল।

এক শ্রেণীর লোক ফ্যাশনরূপে নিজেদের নামের উপর 'মৌলভী' খেতাব ব্যবহার করে, তদ্রূপ কাহারও কণ্ঠস্বর সুন্দর, মুখের জোর বেশী– এইরূপ ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের ইলম হাসিল না করিয়া বক্তা হয় এবং নিজের নামে 'মাওলানা' পদবী ব্যবহার করে– এই শ্রেণীর লোকগণ উল্লিখিত হাদীসের আওতাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। কারণ, 'মৌলভী', 'মাওলানা' এমন পদবী ও খেতাব যাহা বিশেষ গুণ অর্জনকারীর প্রতীক। ঐ গুণ যে অর্জন করে নাই সে এই পদবী ও খেতাব গ্রহণ করিলে তাহা মিথ্যা দাবি হইবে এবং আলোচ্য হাদীসের আওতাভুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় পতিত হইবে।

৫৭. (মোসঃ) হাদীস। সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযি.) এবং আবু বকর (রাযি.) উভয়ে নিজ কানে শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

www,BANGLAKITAB.com

"যে ব্যক্তি (কোন স্বার্থ বা বংশ-গেলব অর্জন উদ্দেশ্যে) এমন ব্যক্তিকে স্বীয় পিতা বলিয়া দাবি করিবে যে ব্যক্তি তাহার পিতা নহে; অথচ সে জানে যে, এই ব্যক্তি তাহার পিতা নহে; সেইরূপ দাবীদারের উপর বেহেশত হারাম হইয়া যাইবে।"

৫৮. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ اَلطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

"লোকদের মধ্যে সচরাচর দুইটি স্বভাব পাওয়া যায়– উভয়টিই অন্ধকার যুগের কুফুরী নীতি; (যাহা কবিরা গোনাহ।) ১. কাহারও বংশে কটাক্ষ করিয়া মন্দ বলা। ২. মৃতের উপর বিলাপ বা খেদোক্তি করিয়া ক্রন্দন করা।"

৫৯. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ اِلَّا اَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ يُنْزِلُ اللّٰهُ الْغَيْثَ فَيَقُوْلُوْنَ بِكَوْكَبِ كَذَا وَكَذَا

"উর্ধ্বদেশ হইতে আল্লাহ তাআলা মঙ্গল ও সৌভাগ্যের বস্তু অবতীর্ণ করিলেই এক শ্রেণীর লোক সে ক্ষেত্রে নিমকহারামী বা কুফুরী উক্তি করে। আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন; আর ঐ লোকেরা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের দরুণ (বৃষ্টি হইয়াছে)।"

৬০. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একদা বৃষ্টি হইল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

اَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوْا هٰذِهٖ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ حَتّٰى بَلَغَ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ

www,BANGLAKITAB.com

"(এই বৃষ্টিকে উপলক্ষ্য করিয়া) এক শ্রেণীর লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হইয়াছে, আর এক শ্রেণীর লোক অকৃতজ্ঞ হইয়াছে। কৃতজ্ঞগণ বলিয়াছে, এই বৃষ্টি আল্লাহ তাআলার রহমত। আর অকৃতজ্ঞরা বলিয়াছে, অমুক অমুক নক্ষত্র ক্রিয়া করিয়াছে।

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, 'ফালা উকসেমু বে-মাওয়াকেয়িন নজুম' আয়াত হইতে সুদীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে এই অংশটি উল্লিখিত শ্রেণীর অকৃতজ্ঞদের উক্তি সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছে–

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ

"তোমাদের প্রতি আমার দেওয়া দানের কৃতজ্ঞতায় তোমরা এই কর যে, (আমাকে দানকারী বলিয়া) স্বীকার কর না!"

৬১. (মোসঃ) হাদীস। বরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আনসার' তথা মদীনার অধিবাসী সাহাবীগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন–

لَا يُحِبُّهُمْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ اِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ

"ঈমানদার শ্রেণীর লোকই আনসারগণকে ভালবাসিবে, আর মোনাফেক শ্রেণী আনসারদের প্রতি বিদ্বেষী হইবে। আনসারগণকে যে ভালবাসিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ভালবাসিবেন, আনসারদের প্রতি যে বিদ্বেষী হইবে আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন।"

৬২. (মোসঃ) হাদীস। আবু সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يُبْغِضُ الْاَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"আনসারগণের প্রতি এমন ব্যক্তি বিদ্বেষী হইতে পারে না, যে আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে।"

৬৩. (মোসঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ اِنَّهٗ لَعَهِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَىَّ اَنْ لَا يُحِبَّنِىْ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِىْ اِلَّا مُنَافِقٌ

"যিনি বীজ ফাড়িয়া গাছ বাহির করেন এবং জীবের আত্মা সৃষ্টি করেন, সেই মহানের শপথ করিয়া বলিতেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই শুভ সংবাদ দান করিয়াছেন যে, আমাকে ভালবাসিবে একমাত্র মোমেন। অর্থাৎ আমার প্রতি ভালবাসা রাখা ঈমানের পরিচয় হইবে। আর আমার প্রতি বিদ্বেষ ও আক্রোশ রাখিবে একমাত্র মোনাফেক। অর্থাৎ আমার প্রতি বিদ্বেষ ও আক্রোশ রাখা মোনাফেকীর পরিচয় হইবে।"

সতর্কবাণী– বিদ্বেষ ও আক্রোশ আর বিরোধ ও মতভেদ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস– উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। বিদ্বেষ ও আক্রোশ যে কোন মুসলমানের প্রতি নাজায়েয; এমনকি বৈধ কারণে হইলেও। পক্ষান্তরে বিরোধ ও মতভেদ অবৈধ কারণের না হইলে নাজায়েয নহে।

দুনিয়ায় জীবন্তকালে আল্লাহর রসূলের ঘোষণায় বেহেশতী হওয়ার নিশ্চয়তা প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর দুইজন– তালহা (রাযি.), যুবায়ের (রাযি.) ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.) এবং তাঁহাদের পক্ষীয় হাজার হাজার সাহাবীর বিরোধ ছিল আলী (রাযি.)-এর সঙ্গে– খলীফা উসমান (রাযি.)কে হত্যাকারী বিদ্রোহীদের ব্যবস্থাপনায় খলীফা নির্বাচন প্রশ্নে। এমনকি এই বিরোধ চরমে পৌঁছিয়া যুদ্ধ-লড়াইয়ের দিকে গড়াইয়াছিল এবং প্রকৃত মোনাফেকদের ষড়যন্ত্রে ভয়াবহ যুদ্ধ বাঁধিয়াও ছিল (বাংলা বুখারী শরীফ দশম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একজন সাহাবীরও বিদ্বেষ-আক্রোশ ছিল না আলী (রাযি.)-এর প্রতি।

বিদ্বেষ-আক্রোশ হইল মনোগত বস্তু, আর বিরোধ হইল মতবাদিক বস্তু। উভয়টির সীমারেখা ভিন্ন ভিন্ন, তবে বিরোধের সীমার সংলগ্নেই আছে বিদ্বেষ-আক্রোশের সীমা। আমাদের শ্রেণীর লোকের সংযম-ক্ষমতা দুর্বল হওয়ায় সাধারণতঃ বিরোধের ক্ষেত্রে নিছক বিরোধের সীমায় আবদ্ধ ও ক্ষান্ত থাকা হয় না– বিরোধের সীমার সাথেই মিশ্রিত বিদ্বেষ-আক্রোশের প্রতি গড়াইয়া পড়া হয়, এমনকি আমরা উভয়টিকে অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য মনে

www,BANGLAKITAB.com

করি, কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। কঠিন হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বিরোধের সাথে বিদ্বেষ মিশ্রিত না করা সম্ভব।

এখানেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরশ-দৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের নমুনা লক্ষ করা যায়। হযরতের পরশ-দৃষ্টির বদৌলতে সাহাবীগণের সংযম-ক্ষমতা অতি জোরালো ও তীক্ষ্ণ ছিল। চুলচেরা ভাগ করিয়া বৈধের সীমায় ক্ষান্ত ও আবদ্ধ থাকা– অবৈধের প্রতি চুল পরিমাণও গড়াই না পড়া তাঁহাদের পক্ষে সহজ হইত। তাই লড়াই-যুদ্ধের বিরোধ ক্ষেত্রেও নিছক বৈধ বিরোধের সীমায় ক্ষান্ত ও আবদ্ধ থাকা– অবৈধ বিদ্বেষ-আক্রোশের প্রতি চুল পরিমাণও গড়াইয়া না পড়া সাহাবীগণের পক্ষে সহজ হইত; যাহাকে আমরা অসম্ভব মনে করি।

সাহাবীগণের বিরোধে বিদ্বেষ ছিল না– তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ লক্ষ্য করুন! বিশিষ্ট সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাযি.) আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষে ছিলেন। আয়েশা (রাযি.) আলী (রাযি.)-এর বিপক্ষে নিজের সমর্থন জোটাইবার জন্য বসরায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় আলী (রাযি.)ও নিজের সমর্থক জোটাইবার জন্য আম্মার (রাযি.)কে বসরায় পাঠাইলেন। আম্মার (রাযি.) তথায় মসজিদে আলী (রাযি.)-এর সমর্থক জোটাইতে বক্তৃতায় আয়েশা (রাযি.) সম্পর্কে বলিতেন– নিশ্চয় আয়েশা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী দুনিয়াতেও ছিলেন বেহেশতেও তাঁহার স্ত্রী থাকিবেন; তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা (অর্থাৎ আয়েশা [রাযি.] দ্বারা– আলী [রাযি.]কে খলীফা মানিয়া নেওয়ার প্রশ্নে) যে, তোমরা সঠিক পথে থাক, না ভুলের পথে যাও।

পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার গোষ্ঠী খারেজী দল যাহারা দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়া আলী (রাযি.)-এর পক্ষে ছিল। তাহারা আলী (রাযি.)-এর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল যখন আলী (রাযি.) মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার ব্যবস্থায় সম্মতি দান করিলেন। এই খারেজীরা বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়া আলী (রাযি.) ও তাঁহার পক্ষের সকল মুসলমানকে কাফের ঘোষণা করিয়া লড়াইয়ে লিপ্ত হয়; বিদ্বেষের নমুনা ছিল এইরূপ। অতঃপর তাহাদেরই ঘাতকের হাতে আলী (রাযি.) শহীদ হন।

www,BANGLAKITAB.com

● উসমান (রাযি.)-এর শহীদ হওয়ার পর খলীফা হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি সাহাবাগণের নিকট আলী (রাযি.) ছিলেন। কিন্তু উসমান (রাযি.)কে শহীদকারী বিদ্রোহীদের ব্যবস্থাপনার নির্বাচনে তাঁহাকে খলীফা মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল (বিস্তারিত বাংলা বুখারী শরীফ দশম খণ্ডের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই মতভেদে এক পক্ষ সাহাবী-তাবেয়ীগণের বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল– আলী (রাযি.)-এর সঙ্গে, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদের কাহারও বিদ্বেষ-আক্রোশ সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং ঐ বিরোধী সাহাবী-তাবেয়ীগণের উপর এই হাদীস মোটেই প্রযোজ্য নহে। হাঁ– খারেজী দলের বিরোধ নিছক বিরোধ ছিল না, বরং আলী (রাযি.)-এর প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ ও আক্রোশ ছিল। তাহারা সর্বসম্মতরূপে মুনাফেক– ইসলাম বহির্ভূত এবং তাহারাই আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য এবং ক্ষেত্র ও পাত্র।

৬৪. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَى أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

"আদম সন্তান যখন কুরআন শরীফের সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা আদায় করে তখন শয়তান কাঁদিতে কাঁদিতে দূরে চলিয়া যায় এবং বলিতে থাকে– বদনসীব আমি! আদম-তনয় সেজদার আদেশস্থলে সেজদা করিল; তাঁহাকে বেহেশত দান করা হইবে। আমাকে সেজদার আদেশ করা হইয়াছিল; আমি অস্বীকার করিয়াছিলাম; আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত।"

৬৫. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلٰوةِ

"নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও– কোন ব্যক্তির শেরেক ও কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছিবার মাধ্যম হইল নামায না পড়া।"

www,BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ যাহারা নামায পড়ে না তাহারা অতি সহজেই শেরেক ও কুফুরী গোনাহে পতিত হয়। শেরেক ও কুফুরী হইতে বাধা দানকারী বস্তু হইল নামায।

৬৬. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন−

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَّنَعْلُهٗ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে সে (ক্ষমা বা সাজা ভোগন ব্যতিরেকে) বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

এক ব্যক্তি বলিল, কেহ সুন্দর কাপড় ভালবাসে, সুন্দর জুতা পরা ভালবাসে। (ইহা কি অহঙ্কারের পরিচয় গণ্য হইবে?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সুন্দর গুণাবলীর আকর; তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। (অর্থাৎ নিজের জন্য সুন্দরকে ভালবাসা− ইহা অহঙ্কারের পরিচয় নহে,) অহঙ্কারের পরিচয় হইল ন্যায়কে উপেক্ষা করা এবং লোকদেরকে হেয় মনে করা।"

৬৭. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন−

لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ وَّلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ

"যে কোন ব্যক্তির অন্তরে সরিষার এক দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে সে (কাফেরদের ন্যায় চিরকালের জন্য) দোযখে প্রবেশ করিবে না। আর যে কোন ব্যক্তির অন্তরে সরিষার এক দানা পরিমাণও অহঙ্কার থাকিবে সে (ক্ষমা বা আযাব ভোগ ব্যতিরেকে) বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

৬৮. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন−

www,BANGLAKITAB.com

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

"যাহার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণও অহঙ্কার থাকিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

৬৯. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

(ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

"(দুইটি বস্তুর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী!) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াময় বস্তুদ্বয় কি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সর্বপ্রকার শেরেক বিহীন মতবাদের উপর যাহার মৃত্যু হইবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে কোন প্রকার শেরেকে লিপ্ত অবস্থায় যাহার মৃত্যু হইবে সে দোযখে যাইবে।"

ব্যাখ্যা ঃ কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির বা ঘৃণা সৃষ্টির বক্তব্য ক্ষেত্রে শুধু মৌলিক ক্রিয়া ও ফলাফল উল্লেখের উপরই ক্ষান্ত করা হয়; সেই ক্ষেত্রে বিস্তারিত শর্তাবলীর উল্লেখ করা হয় না, কিন্তু উহা প্রযোজ্য থাকে নিশ্চয়ই। যেমন কোন ব্যক্তি ঔষধ বিক্রির বক্তব্য প্রচার ক্ষেত্রে তাহার ঔষধের গুণাগুণ এবং ফলাফলই প্রকাশ করিতে থাকে; সেই গুণ ও ফল লাভের জন্য যে যে অনুপানের প্রয়োজন এবং যে সব পরহেজ বা বিধি-নিষেধ পালন আবশ্যক তাহা এই বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় না; উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় সেবন-বিধি বর্ণনায়।

তদ্রূপ শেরেক বর্জনের প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্যে উহার উপকারিতা বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে শুধু উহার গুণাগুণ ও ফলই উল্লেখ করিয়াছেন; ঐ গুণ ও ফল লাভের শর্তাবলী পবিত্র কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে এবং অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে– ঐ ফল তথা বেহেশত লাভের জন্য উহার সঙ্গে দুই প্রকার অনুপান বা শর্ত পালন আবশ্যক। এক প্রকার শর্ত যাহা ব্যতিরেকে বেহেশত কোন কালে কোন

www,BANGLAKITAB.com

মতেই লাভ হইবে না। যথা– রসূলের প্রতি ঈমান, কুরআনের প্রতি ঈমান, ফেরেশতার প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান অবশ্যই থাকিতে হইবে। আর এক প্রকার শর্ত যাহা ব্যতিরেকে শেষকালে চিরস্থায়ীরূপে বেহেশত লাভ হইলেও ক্ষমা প্রাপ্তি বা শাস্তি ভোগ ছাড়া সরাসরি বেহেশত লাভ হইবে না। গোনাহ পরিমাণ আযাব ভোগের পরে বা সুপরিশ গৃহীত হইলে পরে বেহেশতে পৌছিতে পারিবে। যথা– নামায-রোযা ইত্যাদি ফরয-ওয়াজিব আদায় করা এবং হারাম ও নাজায়েযকে পরিহার করিয়া চলা।

সুতরাং শেরেক বর্জনের ক্রিয়া, ফল ও উপকার বেহেশত লাভ নিশ্চয়ই বটে, কিন্তু ঐ ফল লাভ হওয়ার জন্য উহার সহিত অনুপান ও পরহেজরূপে উল্লিখিত শর্তদ্বয় অবশ্যই থাকিতে হইবে; অন্যথায় ফল লাভ হইবে না।

বিশেষতঃ অন্ধকার যুগের মধ্যে যখন ইসলামের আলো আবির্ভূত হয় তখনও পূর্বের ন্যায় পৌত্তলিকরা দেব-দেবীকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে, নাসারা-খ্রিস্টানরা ঈসা (আ.)কে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে এবং ইহুদীরা ওযায়ের (আ.)কে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে। শেরেক বর্জনকারী শ্রেণী একমাত্র মুসলমান জামাত। সেমতে শেরেক বর্জনকারী বলিয়া একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমানই উদ্দেশ্য।

৭০. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির খাদ্যবস্তুর স্তুপের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন (যাহা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত ছিল)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার ভিতরে হাত প্রবেশ করিলে তাঁহার আঙ্গুলসমূহে উহা ভিজা বলিয়া অনুভব হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে খাদ্য বিক্রেতা! ইহা কি? সে বলিল, উহা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ছিল– ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তিনি বলিলেন, ভিজা অংশকে (ভিতরে না লুকাইয়া) উপরে রাখিলে না কেন; যেন লোকেরা দেখিতে পারিত? (স্মরণ রাখিও–)

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"যে ব্যক্তি ধোকা দিবে সে আমার সম্পর্কধারী (তথা মুসলমান) দলভুক্ত পরিগণিত হইবে না।"

www,BANGLAKITAB.com

৭১. (মোসঃ) হাদীস। হুযায়ফা (রাযি.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানিতে পারিলেন– সে একজনের বিরুদ্ধে অপর জনের নিকট কথা লাগেনি তথা চুকলি করিয়া থাকে। হুযায়ফা (রাযি.) বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"যে ব্যক্তি চুকলি করে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।"

৭২. (মোসঃ) হাদীস। আবু যুর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ

"তিন শ্রেণীর মানুষ– আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তাহাদের (প্রতি দয়া ও রহমত) সম্পর্কে কোন কথাই বলিবেন না, তাহাদের (দয়া ও রহমত দানের) প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেন না এবং (ক্ষমার দ্বারা) তাহাদেরে পরিচ্ছন্নও করিবেন না। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব প্রস্তুত রহিয়াছে।

১. যে ব্যক্তি কোন জিনিস দান করিয়া (দানকৃতের প্রতি) খোঁটা দেয় এবং বলিয়া বেড়ায়। ২. যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দ্বারা স্বীয় পণ্য বেশী বিক্রয়ের চেষ্টা করে। ৩. যে পুরুষ স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিঁটের নিচ পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখে।

মহা প্রলয়ের বিভীষিকা হইতে ঈমানওয়ালাদের নিস্তার লাভ

৭৩. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ

www,BANGLAKITAB.com

"(মহাপ্রলয়ের অনুষ্ঠান পূর্বে) অবশ্যই মহান আল্লাহ ইয়েমেন দেশ হইতে এক প্রকার মৃদু বাতাস প্রবাহিত করিবেন– (মোমেনের গায়ে উহার স্পর্শ) রেশমী কাপড় অপেক্ষা মুলায়েম হইবে। যে কাহারও অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমানও থাকিবে ঐ বাতাস তাহারই জীবনবসান ঘটাইবে।"

৭৪. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا

"দ্রুত তোমরা সর্বপ্রকার (সম্ভাব্য) নেক আমল করিয়া যাও ঐসব ফেতনা– বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাবের পূর্বে যাহা অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ধাপে ধাপে ঘনীভূত হইয়া আসিবে। (যাহার প্রতিক্রিয়ায়) ভোর বেলার মোমেন সন্ধ্যা বেলায় কাফের হইয়া যাইবে এবং সন্ধ্যা বেলার মোমেন সকাল বেলায় কাফের হইয়া যাইবে; ইহারা তাহাদের ঈমান-ইসলামকে দুনিয়ার চীজ-বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করিয়া ফেলিবে। (দুনিয়া হাসিলের জন্য দ্বীন ছাড়িয়া ঈমানহারা হইয়া যাইবে।)"

উদ্দেশ্য ঃ ফেতনা-ফাসাদের প্রাদুর্ভাব অত্যাসন্ন হইয়া আসিতেছে; উহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই যথাসম্ভব নেক আমল করায় যত্নবান হওয়া কর্তব্য। কারণ, উহা নেক আমল করায় বাধার সৃষ্টি করিবে। তখন ইচ্ছা হইলেও নেক কাজ করিয়া যাওয়া বা সম্ভব হইবে না।

উপমার মাধ্যমে এই সতর্কও করা হইয়াছে যে, ফেতনা– বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলায় পতিত অবস্থায়ও সম্ভাব্য নেক আমল করায় দ্রুতগতি অবলম্বন করিবে। শান্তির সময় বা শান্ত পরিবেশ লাভের আশায় নেক আমল করিতে কালবিলম্ব করিবে না! কারণ, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার স্বভাব তিমিরাচ্ছন্ন রজনীর ন্যায়– যাহার স্বভাব এই যে, রজনীর আগমন তথা সন্ধ্যা হইলে পর অন্ধকার বাড়িয়াই চলে এবং রজনীর অন্ধকার বাড়িতে-বাহিরে, মাঠে ঘাটে সর্বত্রই ছড়াইয়া থাকে; উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের স্থান পাওয়া যায় না। তদ্রূপ বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার যুগ যখন আসিয়া পড়িবে তখন সম্মুখে উহা দিন

www,BANGLAKITAB.com

দিন বাড়িতেই থাকিবে এবং উহা সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া দ্রুত নেক আমল করিয়া যাইবে- অধিক সুযোগের আশায় অপেক্ষমান থাকিবে না।

৭৫. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে শুমাছা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আমর ইবনুল আস (রাযি.) সাহাবীর নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন মৃত্যু তাঁহাকে হাঁকাইয়া নিতে ছিল। তিনি দীর্ঘ সময় হইতে কাঁদিতে ছিলেন এবং তিনি স্বীয় চেহারা (লোকদের হইতে) দেয়ালের দিকে ফিরাইয়া রাখিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহার ছেলে তাঁহাকে বলিতেছিলেন, আব্বা! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেন নাই? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এই সুসংবাদ দেন নাই? (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদ উল্লেখ করিতেছিলেন।)

অতঃপর তিনি চেহারা দেয়ালের দিক হইতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন, (নাজাত বা মুক্তির জন্য) সর্বোত্তম বস্তু যাহা প্রস্তুত রাখিয়াছি তাহা হইল- "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" মনে-প্রাণে গ্রহণের ঘোষণা।

আমার জীবনের তিন রকম ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। (প্রথম ভাগে) আমি নিজকে দেখিয়াছি- আমার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক বিদ্বেষের পাত্র আর কেহ ছিল না। আর সাধ্য হইলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুন করা অপেক্ষা অন্য কাহাকেও খুন করা অধিক মনোপুত ছিল না। ঐ অবস্থার উপরই যদি আমার মৃত্যু হইত তবে তো অবশ্যই আমি জাহান্নামী হইতাম। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিলেন তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলাম এবং আবেদন জানাইলাম- আপনার দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিন; আমি ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হাত বাড়াইলেন, তখন আমি আমার হাত টানিয়া আনিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইল? আমি আরজ করিলাম, (ইসলাম গ্রহণে) আমি একটি শর্ত আরোপ করিতে চাই। তিনি বলিলেন, শর্ত

www,BANGLAKITAB.com

করিবে! কি শর্ত? আমি আরজ করিলাম, শর্ত এই করিতে চাই যে, আমার অতীতের সমস্ত গোনাহ যেন মাফ হইয়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমর! তোমার জানা উচিত যে–

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

"ইসলাম গ্রহণ অতীতের সমস্ত গোনাহ মুছিয়া দেয়। (আল্লাহর পথে) হিজরতও অতীতের গোনাহ মুছিয়া ফেলে এবং হজ্জও অতীতের গোনাহ মুছিয়া ফেলে। (এই সময় হইতেই আমার জীবনের দ্বিতীয় ভাগ–)"

আমার নিকট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক ভালবাসার আর কেহই ছিল না এবং আমার দৃষ্টিতে (দুনিয়ার বুকে) তাঁহার অপেক্ষা অধিক বড়ও আর কেহ ছিল না। তাঁহার বড়ত্বের প্রভাব আমার উপর এত অধিক ছিল যে, আমি চোখ ভরিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম হইতাম না। এই জন্যই আমি তাঁহার আকৃতির সৌষ্ঠব বর্ণনা করিতে চাহিলে সক্ষম হইব না। কারণ, আমি তো চোখ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতেই পারি নাই। শুধু এই অবস্থার উপর আমার মৃত্যু হইলে আমি নিশ্চিতরূপে আশা পোষণ করিতে পারিতাম যে, আমি বেহেশতী হইব।

এই অবস্থা হাসিলের পরে আমি অনেক রকম দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। (খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামলে আমর ইবনুল আস [রাযি.] মিশরের গভর্নর ছিলেন, মুয়াবিয়া [রাযি.]-এর আমলে তিনি তাঁহার উপদেষ্টা ছিলেন– ইত্যাদি) জানি না– জীবনের এই (তৃতীয়) ভাগের ব্যাপারে আমার কি অবস্থা হইবে? (অতঃপর তিনি কতিপয় অছিয়ত করিলেন–)

فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي

www,BANGLAKITAB.com

"আমার যখন মৃত্যু হইয়া যাইবে তখন খেদোক্তির সহিত ক্রন্দনকারিণী যেন আমার সংশ্রবে না আসে এবং আগুনও যেন আমার সংশ্রবে না থাকে। আমাকে যখন দাফন করিবে তখন (মুসলমান মৃতের সম্মান প্রদর্শনের রীতিতে) আমার উপর মাটি মোলায়েমভাবে ফেলিবে। অতঃপর আমার কবরের চারি পার্শ্বে তোমার এই পরিমাণ সময় দাঁড়াইয়া থাকিবে যে, একটি উট যবাহ করিয়া উহার গোশত বণ্টন করা যায়। তোমাদের (নৈকট্যের) দ্বারা আমি যেন (তখন) স্বস্তি লাভ করিতে পারি এবং আমার পরওয়ারদেগারের প্রেরিত ফেরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে কি বলিব তাহা লক্ষ্য রাখিতে পারি।"

৭৬. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, মোশরেক শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক যাহারা বহু খুন করিয়াছিল। অনেক যিনা বা ব্যভিচার করিয়াছিল– তাহারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি যে ধর্মের কথা বলেন এবং আহ্বান জানান উহা নিতান্তই সুন্দর এবং উত্তম। যদি আপনি আমাদেরে বলিতে পারেন যে, উহা আমাদের কৃত পাপসমূহ মোচনকারী হইবে (তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব)।

এই বিষয় সম্পর্কেই সুদীর্ঘ এই আয়াত নাযিল হইল–

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ ... এবং এই আয়াতও নাযিল হইল–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا ...

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম আয়াতটি ১৯ পারা সূরা ফুরকানের শেষ রুকুতে রহিয়াছে। উক্ত রুকুর সর্বমোট ১৫টি আয়াতের ১৪টি আয়াতেই একটি বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। বিষয়টি হইল– আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ যাঁহাদের জন্য রহিয়াছে, বেহেশতের মনোরম ভবন অতি সুন্দর ইমারতাদি ও অতি উত্তম বাসস্থান তাঁহাদের ১২টি পরিচয় বা গুণ বর্ণিত হইয়াছে ১০টি আয়াতে। রুকুর প্রথম হইতে ৬ নম্বর আয়াতই হইল আলোচ্য আয়াতটি। এই আয়াতে ঐ বেহেশত লাভকারীদের তিনটি গুণের উল্লেখ আছে– ১. যাহারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদ সাব্যস্ত করিবে না। ২. অন্যায় খুন করিবে না। ৩. যিনা বা ব্যভিচার করিবে না। এই শেষ দুই নম্বরের বস্তুদ্বয়ই

www,BANGLAKITAB.com

ঐ লোকদের জিজ্ঞাস্য ছিল যে, আমরা তো অতীত জীবনে বহু খুন এবং অনেক যিনা করিয়াছি; সেই পাপ মোচন না হইলে আমাদের তো বেহেশত লাভ হইবে না। ইসলাম গ্রহণ দ্বারা সেই পাপ মোচন হইবে কি?

ঐ লোকদের আতঙ্ক দূরীভূত করার জন্য পরবর্তী দুইটি আয়াতে একটি এছতেছনা বা ব্যতিক্রমের উল্লেখ হইয়াছে– উহাই ঐ লোকদের জিজ্ঞাসার উত্তর।

অন্যায় খুনকারী ব্যক্তি ও ব্যভিচারী ব্যক্তি বেহেশত পাইবে না– ইহার সঙ্গেই বলা হইয়াছে–

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থাৎ অন্যায় খুনকারী এবং যিনাকারী বেহেশত পাইবে না, "কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম-পূর্ব জীবনে অন্যায় খুন করিয়াছে এবং যিনা করিয়াছে অতঃপর ঈমান-ইসলাম গ্রহণ পূর্বক ঐ পাপ হইতে তওবা করিয়াছে এবং পরবর্তী জীবনে নেক আমল করিয়াছে তাহার ইসলাম-পূর্ব কৃত পাপকে আল্লাহ তাআলা শুধু ক্ষমাই করিবেন না, বরং তাহার আমলনামার মধ্যে ঐসব পাপের লেখা মুছিয়া ফেলিয়া তদস্থলে (তওবার) সওয়াব লিখিয়া দিবেন। এইভাবে তাহার ঐ পাপসমূহ নেকীরূপে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। আল্লাহ তাআলা নিতান্তই ক্ষমাশীল দয়ালু।"

দ্বিতীয় আয়াতটি ২৪ পারা ৩ রুকুর আরম্ভ হইতে; আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ঘোষণায় অবতীর্ণ হইয়াছে– যাহাতে আলোচ্য হাদীসের জিজ্ঞাসাকারীদের উত্তরও রহিয়াছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন–

"আপনি আমার ভাষায় আমার ঘোষণা শুনাইয়ত্র দিন– হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নাফরমানী করিয়া নিজের ক্ষতি করিয়াছ! তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন; তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল-দয়ালু। তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগার পানে ধাবিত হও এবং তাঁহার জন্য ইসলাম তথা পূর্ণ আনুগত্য গ্রহণ করিয়া নাও আযাব আসিবার পূর্বে– যাহা আসিয়া গেলে

www,BANGLAKITAB.com

তোমরা কাহারও সাহায্য পাইবে না। আর তোমরা অনুসরণ কর ঐ উত্তম বিধানের যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে– ইহার পূর্বে যে, তোমাদের উপর অজ্ঞাতে হঠাৎ আযাব আসিয়া পড়ে...।

৭৭. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهٖ

"মুমিনগণের মধ্যে অতি উচ্চ স্তরের মুমিন সে– যাহার চরিত্র অধিক উত্তম এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনের সঙ্গে অধিক মোলায়েম।"

৭৮. (তিঃ) হাদীস। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। একদা ভোর বেলা আমরা পথ চলাকালে আমি নবীজীর নিকটবর্তী ছিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল বাতাইয়া দিন যাহা আমাকে বেহেশতে পৌঁছাইবে এবং দোযখ হইতে দূরে রাখিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

لَقَدْ سَأَلْتَنِىْ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهٗ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِى الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ تَلَا تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ كُلِّهٖ وَعَمُوْدِهٖ وَذِرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ وَاِنَّا

www,BANGLAKITAB.com

لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

"তুমি আমাকে অতিশয় কঠিন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ; অবশ্য আল্লাহ যাহার পক্ষে উহাকে সহজ করিয়া দেন তাহার জন্য নিশ্চয় সহজ হইয়া যায়।

তুমি এক আল্লাহর বন্দেগী করিবে; তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না, নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে, যাকাত দান করিবে, রমযানের রোযা রাখিবে, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করিবে।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কল্যাণ ও মঙ্গলের (আরও) দ্বারসমূহ তোমাকে জ্ঞাত করিব না কি? (১. নফল রোযা;) রোযা হইল (কুপ্রবৃত্তি ও উহার পরিণাম দোযখ হইতে রক্ষা পাইবার) ঢাল। (২. দান-খয়রাত;) দান-খয়রাত গোনাহকে নির্বাপিত করিয়া দেয়, যেরূপে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। (৩. তাহাজ্জুদ তথা) গভীর রাত্রে কোন ব্যক্তির নামায পড়া। (ইহার ফযীলত নিজে উল্লেখ না করিয়া) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন– তাতাজাফা জুনুবুহুম... ইয়া'মালুন পর্যন্ত।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দ্বীন বা ধর্মের মাথা, খুঁটি এবং উচ্চ শিখর তোমাকে অবগত করিব না কি? আমি আরজ করিলাম, নিশ্চয় রসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, দ্বীনের মাথা বা শির হইল– ইসলাম তথা কালিমার ঘোষণা। দ্বীনের খুঁটি হইল নামায। দ্বীনের উচ্চ শিখর হইল– জিহাদ (যাহার দ্বারা দ্বীনের প্রাবল্য স্থাপিত হইবে)।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দ্বীন ও উহার আমলসমূহকে সুরক্ষিত রাখে– সেই জিনিস তোমাকে অবগত করিব না কি? আমি আরজ করিলাম, নিশ্চয় ইয়া রসূলাল্লাহ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জিহ্বা হাতে ধরিয়া বলিলেন, ইহাকে তোমার ক্ষতি সাধন হইতে বিরত রাখ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা কি মুখের কথার দরুনও (আল্লাহর নিকট) অভিযুক্ত হইবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুয়াজ! তোমার মা তোমার বিয়োগে

www,BANGLAKITAB.com

শোকান্বিত হওয়ার তথা সর্বনাশের কথা বলিয়াছ তুমি। মানুষকে (বেশীর ভাগ) তাহাদের মুখের অসংযত কথাই তো অধঃমুখে দোযখে ফেলিবে।

ব্যাখ্যা ঃ বেহেশত লাভ ও দোযখ হইতে মুক্তির জন্য ঈমান এবং ফরয আমলসমূহের প্রয়োজন; তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ (রাযি.) সাহাবীর মূল প্রশ্নের উত্তরে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর প্রশ্নের অতিরিক্ত জ্ঞান দানের জন্য আখেরাতে অধিক কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের বস্তু নফল ইবাদতসমূহ হইতে রোযা, দান-খয়রাত এবং তাহাজ্জুদ নামাযের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টির বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গল নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, রোযা দুনিয়াতে কুপ্রবৃত্তি হইতে রক্ষার ঢাল, আর আখেরাতে দোযখ হইতে রক্ষার ঢাল এবং দান-খয়রাত গোনাহ বিদূরিত করে। তৃতীয় তথা তাহাজ্জুদ নামাযের কল্যাণ ও মঙ্গল তথা ফযীলত বুঝাইবার জন্য একখানা সুদীর্ঘ আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছেন। আয়াতখানা ২১ পারা সূরা সিজদার দ্বিতীয় রুকুর। আল্লাহ তাআলা বিশিষ্ট মুমিন বান্দাদের পরিচিতি বর্ণনায় বলিয়াছেন−

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ... فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاۤءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"তাহাদের (দেহের) পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে দূরে থাকে; (তথা নিশি রাতে শয্যা ত্যাগ পূর্বক তাহারা ইবাদতে রত হয়।) ভয়ে কাতর হইয়া এবং আশায় বুখ বাঁধিয়া তাহারা পরওয়ারদেগারকে ডাকিয়া থাকে, আর আমার দেওয়া ধন হইতে দান করিয়া থাকে। ইহজগতের আড়ালে তাহাদের জন্য এমন সব চোখ জুড়ানোর নেয়ামত সামগ্রী প্রস্তুত রাখা হইয়াছে যাহার কল্পনাও কেহ করিতে পারে না।"

● দ্বীন এবং নেক আমল রক্ষণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ সংযত রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন। কারণ, অসতর্কতার মুহূর্তে মুখে এমন কথা সহজেই বাহির হইয়া যায় যাহার দরুণ ঈমান বিনষ্ট হয়, ফলে দ্বীনও থাকে না এবং সারা জীবনের আমল নিস্ফল হইয়া যায়। তদ্রূপ অসংযত মুখে গীবত-শেকায়েত, পরনিন্দা ইত্যাদি অহরহ

www,BANGLAKITAB.com

হইতে থাকে যাহার খেসারত দানে কিয়ামতের দিন সারা জীবনের নেক আমল ব্যয় হইয়া যাইতে পারে, অধিকন্তু নিজের সমস্ত নেক আমল নিঃশেষ হইয়া অপরের গোনাহের বোঝায় জাহান্নামে যাইতে হইতে পারে– এইসব তথ্য হাদীসেরই বয়ান।

৭৯. (তিঃ) হাদীস। আবু সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ

"তোমরা যদি কোন মানুষকে দেখ সে মসজিদে যাতায়াত ও উহার তত্ত্বাবধান করে, তবে তোমরা তাহার মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য দিও। কারণ, আল্লাহ তাআলা (১০ পারা, সূরা তওবা, ১৮ নং আয়াতে) বলিয়াছেন, মসজিদকে একমাত্র ঐ ব্যক্তিই আবাদ করে যে ঈমান রাখে আল্লাহর প্রতি, পরকাল দিবসের প্রতি এবং নামায উত্তমরূপে আদায় করে ও যাকাত দান করে।"

৮০. (তিঃ) হাদীস। বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

"আমাদের পক্ষ হইতে মুনাফেকদের (নিরাপত্তার) জন্য প্রতিশ্রুতি বলবৎ থাকিবার সীমা হইল নামায। যে (মুনাফেক) নামায ছাড়িয়া দিবে সে কুফুরী প্রকাশ করিয়া দিল। (অতএব তাহার জন্য নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি থাকিবে না।)"

৮১. (তিঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهٖ كَالظُّلَّةِ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ ذٰلِكَ الْعَمَلِ عَادَ اِلَيْهِ الْاِيْمَانُ

www,BANGLAKITAB.com

"কোন (মুমিন) বান্দা যখন যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তাহার ঈমান (-এর নূর তাহার অভ্যন্তর হইতে) বাহির হইয়া পড়ে এবং তাহার মাথার উপর ছাতার ন্যায় (বিচ্ছিন্ন রূপে) থাকে। সে ঐ কুকর্ম ত্যাগ করিলে উহা তাহার ভিতরে প্রত্যাবর্তন করে।"

● ঈমান মানুষের জন্য কিরূপ চরম-পরম বন্ধু। মহা পাপের সময়ও সে তাহাকে আল্লাহ্ তাআলার গযব হইতে বাঁচাইয়া তওবার সুযোগ করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় রত থাকে। ঈমানের নূর ঐ পাপী হইতে বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় না। বরং তাহার মাথার উপর ছাতার ন্যায় আড়াল হইয়া থাকে; যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হইয়া তওবার সুযোগ হইতে সে বঞ্চিত হইয়া না যায়।

৮২. (তিঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ

"যে ব্যক্তি শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির যোগ্য কোন গোনাহ (যথা মদ্যপান বা যিনা-ব্যভিচার) করিয়াছে, অতঃপর ইহকালীন শরীয়তের শাস্তি দুনিয়াতেই তাহার উপর প্রযুক্ত হইয়াছে; সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার ন্যায়পরায়ণতা ইহার উর্ধ্বে যে, তিনি সেই বান্দাকে দ্বিতীয়বার পরকালে আযাব দেন। আর যেই ব্যক্তি ঐরূপ গোনাহ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাহার অপরাধ লুকাইয়া রাখিয়াছেন এবং (সে তওবা করায়) আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উদারতা ইহার উর্ধ্বে যে, তাহাকে ক্ষমাকৃত অপরাধে পুনঃ অভিযুক্ত করেন।"

ব্যাখ্যা ঃ মানব রচিত আইনের শাস্তির প্রতি এবং শাস্তি দানকারীর প্রতি সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অসন্তুষ্টি, ঘৃণা ও ক্ষোভ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। আল্লাহ্র বিধান তথা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি যথা– বিবাহিত যিনাকারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড মদ্য পানের শাস্তি ৮০ বেত্রদণ্ড ইত্যাদির প্রতি ঐরূপ ঘৃণা

www,BANGLAKITAB.com

ও ক্ষোভ এড়াইবার জন্য একটি বিশেষ তথ্যের প্রতি আলোচ্য হাদীসে আকৃষ্ট করা হইয়াছে।

মানবীয় আইনের শাস্তি শুধু শাস্তিই বটে, অতএব উহার প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা ও ক্ষোভ এড়াইবার জন্য বুঝ-প্রবোধের কোন বস্তু নাই। পক্ষান্তরে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির ক্ষেত্রে ঐরূপ বস্তু রহিয়াছে যে, এই শাস্তি নিছক শাস্তিই নহে, বরং ইহা পরকালের জন্য বিশেষ উপকারীও বটে– যে, এই সব মহা পাপের নারকীয় শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তী শাস্তি বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই দৃষ্টিতেই শরীয়তী শাস্তির তলে প্রাণ বিসর্জন দিতে সাগ্রহে আগাইয়া আসার অনেক বাস্তব ইতিহাস হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। মায়েজে আসলামী (রাযি.) এবং এমরাআতে গামেদিয়া– মহিলার হৃদয় বিদারক লোমহর্ষক অসাধারণ ঘটনা বাংলা বুখারী শরীফের দশম খণ্ডের ২৫৫৯ নং হাদীসে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

আইন ও বিধানের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল করা আইন প্রয়োগে তো সহায়ক হয়ই, এতদ্ভিন্ন শরীয়ত নির্ধারিত যে কোন শাস্তির বিধানের প্রতি মামুলী রকমের ঘৃণা এবং ক্ষোভও ঈমান বিনষ্টকারী পরিগণিত। সেমতে আলোচ্য হাদীসের বিষয়বস্তু অতি উপকারী বটে।

৮৩. (তিঃ) হাদীস। আমর ইবনে আউফ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين في الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي

“নিশ্চয় দ্বীন-ইসলাম সংকুচিত হইয়া আসিবে হেজায এলাকার প্রতি যেভাবে সাপ তাহার গর্তের প্রতি সঙ্কুচিত হইয়া তথা ফিরিয়া আসে এবং দ্বীন ইসলাম হেজায এলাকায় আশ্রয় নিবে যেভাবে পাহাড়ী বন্য-ছাগল পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়। নিশ্চয় দ্বীন ইসলাম আরম্ভ হইয়াছিল এমন অবস্থায় যেন উহা প্রবাসী এবং পুনরায় উহা প্রবাসীর ন্যায়ই হইয়া পড়িবে।

www,BANGLAKITAB.com

সুসংবাদ তাহাদের জন্য যাহারা সেই প্রবাসীরূপী ইসলামকে ধারণ করিয়া থাকিবে– যাহারা আমার পরে বিভিন্ন লোকদের দ্বারা বিকৃত আমার সুন্নাতের সংস্কারে সচেষ্ট হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ সাপ নিজ গর্ত হইতে বাহির হইয়া দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু শেষ সময়ে সর্বত্র হইতে সে নিজ গর্তের প্রতিই ফিরিয়া আসে। তদ্রূপ আরব দেশের পশ্চিমাংশ– মক্কা-মদীনার এলাকা 'হেজায' হইতে দ্বীন ইসলাম বাহির হইয়া বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছিয়াছে; কিয়ামতের নিকটবর্তী দুনিয়ার শেষ সময়ে দ্বীন ইসলাম সর্বত্র হইতে সংকুচিত হইয়া– সরিয়া গিয়া ঐ হেজাযেই ফিরিয়া যাইবে– অন্য কোথাও ইসলাম থাকিবে না।

● পার্বত্য-মেষ যেভাবে শিকারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেয়, তদ্রূপই দ্বীন ইসলাম লোকদের দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে ঘায়েল হইয়া অবশেষে হেজাযে আশ্রয় নিবে অর্থাৎ সঠিক ইসলাম একমাত্র তথায়ই থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থাদ্বয় একমাত্র কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী হইবে– যখন বিশ্বের সর্বত্র হইতে ইসলাম উচ্ছেদিত হইবে এবং আরবরা ঘাত-প্রতিঘাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আপন দ্বীন ইসলামে স্থিতিশীল হইতে বাধ্য হইবে। অবশেষে হেজায হইতেও ইসলাম উচ্ছেদিত হইলে তখনই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে।

● সাপের অবস্থা এবং পার্বত্য-মেষের অবস্থার সহিত উপমা দেওয়ার সঙ্গে ইসলামের 'গরীব' তথা প্রবাসীরূপী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নিতান্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম যখন সর্বত্র প্রবাসীরূপী হইয়া পড়িবে অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ অপরিচিত বস্তু হইয়া পড়িবে, উহার সাহায্য-সমর্থনকারীর অভাব দেখা দিবে; অধিকন্তু লোকেরা যেভাবে সাপ দেখিলে উহাকে মারিবার জন্য তাড়া করে এবং শিকারী যেভাবে বন্য-মেষকে ঘায়েল করার জন্য ধাওয়া করে ইসলামের সঙ্গেও সেইরূপ ব্যবহারই করা হইবে তখন সর্বত্র হইতে ইসলাম অপসারিত হইয়া কিছু কালের জন্য একমাত্র হেজাযেই ইসলাম অবশিষ্ট থাকিবে। অতঃপর হেজাযেরও অন্যান্য অংশ হইতে ইসলাম অপসারিত হইয়া শুধু মদীনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। তারপর মদীনায়ও ইসলাম থাকিবে না, কারণ তখন মদীনা আল্লাহর কুদরতে জনশূন্য হইয়া যাইবে। ফলে ভূপৃষ্ঠ হইতে ইসলাম এমনভাবে মুছিয়া যাইবে

www,BANGLAKITAB.com

যে, 'আল্লাহ' নাম উচ্চারণকারী কোন মানুষ থাকিবে না– তখনই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় আসিয়া যাইবে। সম্মুখে এই তথ্যের হাদীস মুসলিম শরীফ হইতে অনূদিত হইবে।

৮৪. (তিঃ) হাদীস। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِىْ اَنْ يَّفِىَ بِهٖ فَلَمْ يَفِ بِهٖ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

"কোন ব্যক্তি কোন অঙ্গীকার করিয়াছে– তাহার ইচ্ছাও ছিল উহা পূর্ণ করার কিন্তু (কোন কারণ বশতঃ) উহা পূর্ণ করিতে পারে নাই তাহাতে তাহার গোনাহ হইবে না।"

ব্যাখ্যা ঃ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ঈমানের বিপরীত মুনাফেকীর নিদর্শন– এই মর্মে বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করার সঙ্গে উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ ইমাম তিরমিযী (রহ.) আলোচ্য হাদীসখানা উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন– যে ব্যক্তি পূর্ণ করার নিয়ত ও ইচ্ছায় নয়, বরং উহার বিপরীত নিয়তে শুধু ভাওতা ও ধোঁকা দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করে এবং ভঙ্গ করে– ইহা মুনাফেকীর পরিচয়।

৮৫. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِّنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلاًّ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الْحَافِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لاَ يَارَبِّ فَيَقُوْلُ اَ لَكَ عُذْرٌ فَيَقُوْلُ لاَ يَارَبِّ (ثُمَّ يَقُوْلُ اَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ حَسَنَةٌ فَيُهَابُ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لاَ) فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَيَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ اَحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ مَا هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلاَّتِ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ فِىْ كَفَّةٍ تَطَائَشَتِ السِّجِلاَّتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ وَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللّٰهِ شَىْءٌ

www,BANGLAKITAB.com

"কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মত হইতে (এক শ্রেণীর এক-) একটি লোককে ভিন্ন করিয়া সকল লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। অতঃপর তাহার দৃষ্টি সমক্ষে ৯৯টি দপ্তর বা আমলনামা খোলা হইবে- প্রতিটি দপ্তরই দৃষ্টির দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত (এবং সবগুলি দপ্তরই গোনাহের হিসাবে পরিপূর্ণ)। তারপর আল্লাহ তাআলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সব দপ্তরে লিখিত কোন পাপ তুমি অস্বীকার কর কি? আমার নিয়োজিত হিসাব রক্ষক লেখকগণ তোমার প্রতি কোন অন্যায় করিয়াছ কি? সে বলিবে, না পরওয়ারদেগার! (এইরূপ কিছু নাই।) পরওয়ারদেগার জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সব (পাপ) সম্পর্কে তোমার কোন ওজর-আপত্তি আছে কি? সে বলিবে, না হে পরওয়ারদেগার! (তখন পরওয়ারদেগার জিজ্ঞাসা করিবেন, এই সব দপ্তর ভর্তি অসংখ্য পাপের বিপক্ষে তোমার নেকী আছে কি? ঐ ব্যক্তি ভীত হইয়া বলিবে, না।) তখন পরওয়ারদেগার বলিবেন, কেন থাকিবে না? নিশ্চয় আমার নিকট তোমার (বিভিন্ন) নেকী রহিয়াছে। আর ইহা তো অবধারিত যে, আজ তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হইবে না। এই বলিয়া এক খণ্ডলিপি বাহির করা হইবে- যাহার মধ্যে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ" লিখিত থাকিবে। আল্লাহ তাআলা তাহাকে বলিবেন, তোমার নেকী-বদী ওজন করা হইবে তথায় উপস্থিত থাক। ঐ ব্যক্তি বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! এই সব দপ্তরসমূহের সহিত ওজনে এক খণ্ড লিপি কী হইবে? আল্লাহ তাআলা বলিবেন, তোমার প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অতঃপর এক পাল্লায় ঐ দপ্তরসমূহ রাখা হইবে এবং অপর পাল্লায় ঐ লিপি-খণ্ড রাখা হইবে। ফলে দপ্তরসমূহের পাল্লা উপরে উঠিয়া যাইবে এবং লিপি-খণ্ডের পাল্লা ভারি হইবে। আল্লাহর নামের (প্রকৃত ওজন এত অধিক যে,) উহার সঙ্গে পরিমাপে কোন জিনিস ভারি হইতে পারে না।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীসে আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত লোকটি মুমিন-মুসলমান হইবে তদুপরি ফরজ-ওয়াজিব নেক আমল তাহার হইবে। ইবনে মাজাহ শরীফের বর্ণনায় "حَسَنَاتٌ" বহুবচন শব্দের দ্বারা ঐসব বিভিন্ন নেকীকেই বলা হইয়াছে। সেমতে তাহার নেকীর লিপি-খণ্ডে সর্বোচ্চ শিখরে লিখিত

www,BANGLAKITAB.com

থাকিবে তাহার ঈমানের স্বীকারোক্তি কালিমা শাহাদাত এবং ইহার সঙ্গে থাকিবে ফরয-ওয়াজিব আমল। কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি অল্প যাহা লিখিতে এক খণ্ড লিপি যথেষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার গোনাহের সংখ্যা এত অধিক যে, উহা লিখিতে সুদীর্ঘ ৯৯টি দপ্তর হইয়াছে। তাই ঐ ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু ঈমানের স্বীকারোক্তি কালিমা শাহাদাতের মধ্যে স্বচ্ছ আন্তরিকতা ইত্যাদির ন্যায় কোন বিশেষ গুণ ছিল এবং আল্লাহর নামে ঈমানের স্বীকৃতি দানে তাহার অন্তরে আল্লাহর মহান নামের বিশেষ মর্যাদা গ্রোথিত ছিল। সেই বৈশিষ্ট্যের দরুণ আল্লাহ তাআলা তাহার কালিমা শাহাদাতের মূল্য অনেক বেশী দান করিবেন। ঐ কালিমা-শাহাদাতের বদৌলতে সে আল্লাহর এত রহমত লাভে ধন্য হইতে পারিবে যে, তাহার অল্প আমলের লিপিখানা ভারি হইয়া যাইবে বড় বড় ৯৯ দপ্তরের উপর। অর্থাৎ তাহার ঈমানের বিশেষ গুণের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাহার সব গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

৮৬. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اُمَّتِىْ مَا اَتٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتٰى اُمَّهٗ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِىْ اُمَّتِىْ مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ

"(দ্বীন ধর্ম হইতে বিচ্যুত হওয়ার ধীরে ধীরে) আমার উম্মতের অবস্থা ঠিক তদ্রূপই হইবে যেরূপ হইয়া ছিল বনী ইসরাঈলীদের (তথা ইহুদ-নাসারাদের। এই সামঞ্জস্য অতি মাত্রায় হইবে–) যেমন এক জোড়া জুতার একটি অপরটির সমান ও সামঞ্জস্যে তৈরী হইয়া থাকে। এমনকি নিজের মায়ের সঙ্গে প্রকাশ্যে কু-কাজ করাকে (নীতি বা ফ্যাশনরূপে) তাহাদের মধ্যে কেহ অবলম্বন করিয়া থাকিলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন লোক হইবে যে উহা (অবলম্বন) করিবে।

www,BANGLAKITAB.com

(কর্মজীবনে জঘন্য ও অন্ধ অনুকরণ-প্রবণতার এই ভয়াবহ অবস্থার ন্যায় ধর্ম বিশ্বাসের বিকৃতি সাধনেও এই উম্মত ইহুদ-নাসারাদের পেছনে থাকিবে না।) নিশ্চয় বনী ইসরাঈলীরা ধর্মের মধ্যে (উহাকে বিকৃত করিয়া) ৭২ ফের্কা বা দলে বিভক্ত হইয়া ছিল। আমার উম্মত হওয়ার দাবীদাররা ৭৩ ফের্কা বা দলে বিভক্ত হইবে। সব দলই দোযখে যাইবে; শুধু একটি দল ব্যতীত। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ দলটি কোন দল ইয়া রসূলাল্লাহ? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যেই মতবাদের উপর আছি (– উহার উপর প্রতিষ্ঠিত দল হইল সেই দল)।

ব্যাখ্যা ঃ দ্বীন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টিকারীগণই এই হাদীসের উদ্দেশ্য। যথা– দ্বীন ইসলামে পবিত্র কুরআনের ন্যায় সুন্নাহ তথা হাদীসও অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয়– ইহা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়; এ সম্পর্কে বিভেদ। নামায-রোযা ইত্যাদি ফরয তরককারী দোযখের শাস্তির যোগ্য– ইসলামের এই মৌলিক বিষয়ে বিভেদ। কোন ফরজের নির্ধারিত পরিমাণে পরিবর্তনের অধিকার নবীর পরে কাহারও জন্য থাকে না– এই মৌলিক বিষয়ে বিভেদ। আল্লাহ এবং রসূল কর্তৃক নির্ধারিত বিধান যুক্তি-তর্ক ও সমালোচনার উর্ধ্বে– এই মৌলিক বিষয়ে বিভেদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি জ্ঞান লাভের সুযোগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাহাবীগণের আদর্শও অনুসরণীয় বলিয়া আলোচ্য হাদীসের ন্যায় অনেক হাদীসেই উল্লেখ ও ইঙ্গিত রহিয়াছে বিধায় সমাজের মধ্যে সাহাবীগণের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা আশু কর্তব্য। তাই পূর্বাপর ইমামগণ মতৈক্যের সহিত সিদ্ধান্ত রাখিয়া গিয়াছেন যে, আমাদের জন্য সাহাবীর সমালোচনা ও দোষচর্চা বৈধ নহে (বাংলা বুখারী শরীফ ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। পূর্ববর্তী ইমামগণের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহাও ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে– ইহাতে বিভেদ। এতদ্ভিন্ন ইসলামের দাবী করা পূর্বক ইসলামের আকীদা বা বিশ্বাসগত বিষয়াবলীতে বিভেদ। এইরূপ বিভেদ সৃষ্টিকারী দলসমূহই আলোচ্য হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

স্মরণ রাখিবেন– ইসলামের মৌলিক বিষয়ে নহে, বিশ্বাসগত বিষয়েও নহে, বরং ইসলামের কোন কোন অনুশাসনের শাখা-প্রশাখা শ্রেণীর মামুলী

www,BANGLAKITAB.com

অংশের শুধু ধরণ ও রকম সম্পর্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য হইতে কোন একটিকে অগ্রগণ্য করায় মতবিরোধ আলোচ্য হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোটেই নহে। যথা– উচ্চস্বরে কিরাত পড়ার নামাযে আলহামদু সূরার শেষে "আমীন" পড়া উত্তম। এই "আমীন" উচ্চস্বরে বলা ভাল, না নিঃশব্দে বলা ভাল? হানাফী মাযহাবে নিঃশব্দে বলা ভাল এবং অন্য মাযহাবে সশব্দে বলা ভাল। তদ্রূপ নামায আরম্ভের তাকবীরকালে হস্ত উত্তোলন করা হয়; রুকুতে যাওয়ার তাকবীরকালেও হস্ত উত্তোলন ভাল কি ভাল নয়? হানাফী মাযহাবে ভাল নয়, অন্য মাযহাবে ভাল। এইরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর যিকির করা– ইহা উচ্চস্বরে করা উত্তম, না নিচস্বরে করা উত্তম? কোন তরীকায় উচ্চস্বরে করা উত্তম, কোন তরীকায় নিচস্বরে করা উত্তম। এই মামুলী শ্রেণীর মতবিরোধই হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি চার মাযহাব এবং কাদেরী-চিশতী ইত্যাদি চার তরীকার বিভিন্নতা। ইহা আলোচ্য হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতাভুক্ত মোটেই নহে। এই বিভিন্নতা যদি উহার আওতাভুক্ত হয় তবে খান-পাঠান, শেখ-চৌধুরীর বিভিন্নতাও উহার আওতাভুক্ত হইবে। এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী-ইউনানী ইত্যাদি শাস্ত্রের বিরোধ, বরং ভাত ভাল না রুটি ভাল, মাছ ভাল না গোশত ভাল, ইলিশ মাছ ভাল না রুই মাছ ভাল এবং একই বস্তুর নাম– ডাটা, ডাঙ্গা, মাইরা ইত্যাদি সব রকম বিভিন্নতা ও মতবিরোধই উহার আওতাভুক্ত হইতে হইবে।

৭৩ দলের যে দল বেহেশতী সেই দলকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিহ্নিত করিয়াছেন এই বলিয়া যে, তাহারা আমার এবং আমার সাহাবীদের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, অপর ৭২ দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণের মতবাদ ছাড়িয়া অন্যান্য মতবাদ অবলম্বনকারী হইবে। তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত উম্মত হইবে না– শুধু নামধারী উম্মত হইবে; সেই সূত্রে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরে উম্মতের আওতায় রাখিয়া কথা বলিয়াছেন।

লক্ষ্য করুন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও বিভিন্ন ইমামগণ এবং শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) তাঁহারা কি

www,BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের মতবাদ বহির্ভূত মতবাদী ছিলেন? হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী মাযহাব এবং কাদেরিয়া, চিশতিয়া তরীকাকে এই হাদীসের ৭২ ফের্কার অন্তর্ভুক্ত করা কতই না জঘন্য।

৮৭. (ইঃ) হাদীস। জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيْمَانَ قَبْلَ اَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ فَازْدَدْنَا بِهٖ اِيْمَانًا

"আমরা (কতিপয় লোক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হইয়াছি শক্তি-সামর্থবান যুবক বয়সে। (সর্বপ্রথমে, এমনকি) কুরআন শিক্ষার আগে আমরা ঈমানের শিক্ষা লাভ করিয়াছি; তারপর কুরআন শিখিয়াছি; কুরআন দ্বারা আমাদের ঈমানের উন্নতি হইয়াছে।"

ব্যাখ্যা ঃ ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ঈমান বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করার প্রয়োজন রহিয়াছে। আজকাল আমাদের ইস্‌লামী শিক্ষাও আরম্ভ হয় কুরআন শরীফ হইতে এবং নামায হইতে। কালিমা শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু শুধু কালিমা দ্বারা ঈমানের শিক্ষা হয় না। প্রাথমিক শিক্ষায় ঈমানের সুদীর্ঘ শিক্ষার উপযোগী জ্ঞান না হইলেও ঈমানের মোটামুটি শিক্ষা কালিমা অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। যেমন– 'বেহেশতী জেওর' কিতাবে 'আকায়েদ' নামে অনেক বিষয় বর্ণিত রহিয়াছে; ঈমানের এই শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ছেলে-মেয়েদেরকে প্রথম হইতে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৮৮. (ইঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْإِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ

"(ঈমানের কালিমাসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলির) জ্ঞান ও উপলব্ধি অন্তরে বদ্ধমূল করা এবং (উহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকৃতি) মুখে ঘোষণা করা এবং (সেই স্বীকৃতির বাস্তবায়নে ইসলামের) দৈহিক আমলসমূহ সম্পাদন করা (এই তিনের সমষ্টি) হইল (পূর্ণাঙ্গ) ঈমান।"

www,BANGLAKITAB.com

৮৯. (ইঃ) হাদীস। আনাস(রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْاِخْلَاصِ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَعِبَادَتِهٖ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ مَاتَ وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ

"যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ (তথা মৃত্যুবরণ) করিবে এই অবস্থায় যে, সে নির্ভেজালরূপে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ছিল, শরীকহীনরূপে আল্লাহর বন্দেগী করিত, নামায উত্তমরূপে আদায় করিত, যাকাত দান করিত– তাহার মৃত্যু এই অবস্থায় হইবে যে, আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন।"

আনাস (রাযি.) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া বলেন, উল্লিখিত বক্তব্য ও বিষয়বস্তুই আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বা ধর্ম যাহা রসূলগণ তাঁহাদের পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে (মানব জাতির নিকট) পৌঁছাইয়াছেন– নানা রকম মতবাদের কথাবার্তা সৃষ্টির পূর্বে এবং বিভিন্ন প্রকারের মনগড়া পন্থা জন্ম নেওয়ার পূর্বে।

আনাস (রাযি.) আরও বলেন, (উহাই যে, আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও ধর্ম–) ইহার প্রমাণ আল্লাহর কিতাব কুরআনে (নবীজীর জীবনের শেষ দিকে) অবতারিত (সূরা তওবার) আয়াত–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ

"যাহারা (কুফুরী-শিরকীতে লিপ্ত রহিয়াছে) তাহারা যদি দেব-দেবীর পূজা বর্জন পূর্বক (এক আল্লাহর দিকে) ফিরিয়া আসে এবং নামায আদায় করে, যাকাত দান করে তবে (তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে) তাহাদেরে রেহায়ী দান কর।"

অন্য এক আয়াতে আছে–

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ

"তাহারা যদি ফিরিয়া আসে এবং নামায আদায় করে, যাকাত দান করে তবে তাহারা তোমাদের ভাই পরিগণিত হইবে।"

ব্যাখ্যা ঃ এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার মধ্যেই রসূল, আসমানী কিতাব, ফেরেশতা এবং আখেরাত ইত্যাদি সব কিছুর বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত।

www,BANGLAKITAB.com

কারণ, আল্লাহ তাআলাই ঐ সবের সংবাদও দিয়াছেন এবং বিশ্বাস করিতে আদেশও করিয়াছেন। সেই সংবাদ ও আদেশ যেই কুরআনের মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে উহা আল্লাহর বাণী হওয়ার দাবী চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে প্রমাণিত এবং সেই চ্যালেঞ্জ সর্বদার জন্য বিদ্যমান।

রোযা ও হজ্জের উল্লেখ নাই, কিন্তু উহাও উদ্দেশ্য। কারণ, নামায বলিতে দৈহিক ফরজ শ্রেণী এবং যাকাত বলিতে ধনের ফরজ শ্রেণী উদ্দেশ্য।

৯০. (মেঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশীর ভাগ ভাষণে এই কথা বলিতেন–

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"যাহার মধ্যে আমানতদারী নেই তাহার মধ্যে (পূর্ণাঙ্গ) ঈমান নাই। আর যাহারা মধ্যে অঙ্গীকার রক্ষার স্বভাব নাই তাহার মধ্যে দ্বীন-ইসলাম নাই।" (বায়হাকী)

৯১. (মেঃ) হাদীস। মুয়াজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন–

مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

"সকল বেহেশতেরই মূল চাবি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু– কালিমার স্বীকৃতি ঘোষণা।" (আহমদ)

ব্যাখ্যাঃ এস্থানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পূর্ণ কালিমা তায়্যিবা– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর শিরোনামরূপে উল্লেখ হইয়াছে। যেরূপ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর শিরোনাম শুধু 'বিসমিল্লাহ' এবং পূর্ণ সূরা ফাতেহার শিরোনাম 'আলহামদু লিল্লাহ' সংক্ষেপে অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখ হইয়া থাকে।

আর বিশিষ্ট তাবেয়ী ওয়াহব ইবনে মুনাব্বেহ (রহ.)-এর উক্তি বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, এই কালিমা বেহেশতের চাবি নিশ্চয় বটে, কিন্তু তালা খুলিবার জন্য দাঁতবিশিষ্ট চাবির প্রয়োজন এবং নামায-রোযা (ইত্যাদি শরীয়তের আদেশ-নিষেধসমূহ) ঐ চাবির দাঁত স্বরূপ। সুতরাং দাঁত-বিশিষ্ট

www,BANGLAKITAB.com

চাবি হইলেই বেহেশতের তালা খোলা যাইবে, নতুবা নহে। (অবশ্য যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা খুলিয়া দেন, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।)

৯২. (মেঃ) হাদীস। উসমান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হইলে পর সাহাবীগণ হইতে কিছু সংখ্যক লোক ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমনকি তাঁহাদের কতকের মনে খটকা উদয় হওয়ার উপক্রম হইল। (যে, নবীজীর পরে এই দ্বীন টিকিয়া থাকিবে কি?) উসমান (রাযি.) বলেন, আমিও ঐ চিন্তিত ব্যক্তিদের একজন ছিলাম। আমি চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসিয়াছিলাম তখন আমার নিকট দিয়া উমর (রাযি.) গমন করিলেন এবং আমাকে সালামও করিলেন, কিন্তু উহার প্রতি আমার লক্ষ্য হইল না। উমর (রাযি.) আবু বকর (রাযি.)-এর নিকট যাইয়া (এই বিষয়ে) অভিযোগ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে আমার নিকট আসিলেন এবং উভয়ে আমাকে সালাম করিলেন। তারপর আবু বকর (রাযি.) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজ ভ্রাতা উমরের সালামের উত্তর না দেওয়ার কারণ কি ছিল? আমি বলিলাম, আমি ঐরূপ করি নাই। উমর (রাযি.) বলিলেন, কসম আল্লাহর! আপনি উহা করিয়াছেন। আমি বলিলাম, কসম আল্লাহর! আমি টেরও পাই নাই, আপনি আমার নিকট দিয়া গমন করিয়াছেন এবং সালাম করিয়াছেন। আবু বকর (রাযি.) বলিলেন, উসমান সত্য বলিয়াছেন। আর আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, নিশ্চয় কোন জটিল বিষয় আপনাকে মগ্ন রাখিয়াছিল উহা টের পাওয়া হইতে। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই বিষয়টি কি?

আমি বলিলাম, আল্লাহ তাআলা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উঠাইয়া নিয়া গেলেন, অথচ আমরা নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি নাই যে, দ্বীন ইসলামের মধ্যে মুক্তির মূল বস্তুটি কি? (অর্থাৎ এখন যে, চিন্তা হইতেছে– নবীজীর পরে দ্বীন ইসলাম টিকাইয়া রাখা যাইবে কি না; যদি ঐ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিয়া রাখা হইত তবে এই অবস্থায় অন্ততঃ মুক্তির মূল বস্তুটিকে টিকাইয়া রাখার চেষ্টা করা সম্ভব ও সহজ হইত।)

আবু বকর (রাযি.) বলিলেন, আমি নবীজীর নিকট সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিয়াছি। (উসমান [রাযি.] বলেন,) তৎক্ষণাৎ আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ– আপনিই এইরূপ প্রয়োজন হয় কার্য সমাধানে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

www,BANGLAKITAB.com

আবু বকর (রাযি.) বর্ণনা করিলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! দ্বীন ইসলামের মধ্যে নাজাত বা মুক্তির মূল বস্তু কি? তদুত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِىْ عَرَضْتُ عَلٰى عَمِّىْ فَرَدَّهَا فَهِىَ لَهٗ نَجَاةٌ

"যে ব্যক্তি আমার তরফের ঐ কালিমাকে গ্রহণ করিয়া নিবে যে কালিমা আমি আমার চাচার সম্মুখে পেশ করিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন সেই কালিমাই ঐ (গ্রহণকারী) ব্যক্তির জন্য নাজাত ও মুক্তির বস্তু হইবে।" (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চাচা আবু তালেবের সম্মুখে কালিমা পেশ করার যে ঘটনার ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা বুখারী শরীফে ৫৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। আবু তালেবের মৃত্যু সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন–

اَىْ عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ

"আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পড়ুন– ইহা লইয়া আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য আবেদন-নিবেদন পেশ করিব।"

কিন্তু তথায় আবু জেহেল বসিয়া ছিল তাহার পীড়াপীড়িতে আবু তালেব শেষ কথা ইহাই বলিল যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরই থাকিবে।

এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.)কে বলিয়াছেন, সকলের জন্যই ঐ কালিমা নাজাত ও মুক্তির চাবিকাঠি।

৯৩. (মেঃ) হাদীস। মেকদাদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيْلٍ اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّٰهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِّنْ اَهْلِهَا اَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

www,BANGLAKITAB.com

"ভূপৃষ্ঠে কোন ইটের ঘর এবং লোমের (বুনানো কাপড়ের) ঘর (তথা তাবু অর্থাৎ শহর বা গ্রামের কোন গৃহ) বাকি থাকিবে না যাহাতে আল্লাহ তাআলা ইসলামের কালিমা প্রবেশ না করাইবেন। যাহারা স্বীয় মান-সম্মান বাঁচাইতে চাহিবে তাহাদের মান-সম্মানের সহিত। আর যাহারা অপমানিত হইতে চাহিবে তাহাদের অপমানের সহিত। (অর্থাৎ) হয় আল্লাহ তাআলা তাহাদেরে সম্মানিত করিবেন (তথা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের উদ্যোগী হইলে আল্লাহ) তাহাদেরে ইসলামের দলভুক্ত করিয়া দিবেন অথবা তাহাদেরে অপমানিত করিবেন; (স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে উদ্যোগী না হইলে ইসলাম গ্রহণে তাহাদেরে বাধ্য করা যাইবে না, কিন্তু ইসলাম তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ অপমানজনিত যিম্মী হইয়া আইনানুগতরূপে) তাহারা ইসলামের কালিমার অধীনস্থ হইতে বাধ্য হইবে।

মেকদাদ (রাযি.) বলেন, এতদশ্রবণে আমি বলিয়া উঠিলাম– সেমতে (কুরআনের বাণী বাস্তবায়িত হইয়া যাইবে যে,) সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন (ইসলামই প্রবল) হইয়া যাইবে। (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআনে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ

"কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবে যাবৎ না ঈমান-ইসলামে বাধা দানের অবকাশ রহিত হইয়া যায় এবং সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন (ইসলামই প্রবল) হইয়া যায়।"

আলোচ্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়াছেন উহাতে উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়িত হওয়ার সুসংবাদ রহিয়াছে, তাই উহা শ্রবণে মেকদাদ (রাযি.) আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন।

৯৪. (মেঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল– ঈমান (ভিতরে বিদ্যমান আছে) তাহার আলামত বা নিদর্শন কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

www,BANGLAKITAB.com

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ

"যদি সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দেয় এবং অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দেয়, তবে তুমি ঈমানদার সাব্যস্ত। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, গোনাহ (তথা অসৎ কাজের পরিচয়) কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন বস্তু তোমার মনে খটকা ও সংশয় সৃষ্টি করিল। (তাহাই গোনাহ হওয়ার পরিচয়–) উহাতে ছাড়িয়া দিবে।" (আহমদ)

● হৃদয়পটে ঈমানের আলোতে উজ্জ্বল থাকিলে বাস্তবিকই গোনাহের বস্তু উহাতে সংশয় সৃষ্টি করিবে। পক্ষান্তরে গোনাহের কালিমায় হৃদয়পট ময়লা হইয়া গেলে উহার সেই গুণ লোভে পাইয়া যায়।

৯৫. (মেঃ) হাদীস। আমর ইবনে আবাছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هٰذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ قُلْتُ أَيُّ الصَّلٰوةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ قُلْتُ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ قُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

"একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, ইসলামের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কে আছে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজাদ শ্রেণীর এবং গোলাম শ্রেণীর উভয় শ্রেণীর লোকই আমার সঙ্গে আছে। (আজাদ শ্রেণী হইতে আবু বকর [রাযি.] এবং আলী [রাযি.], আর গোলাম শ্রেণী হইতে

www,BANGLAKITAB.com

বেলাল [রাযি.] এবং যায়েদ [রাযি.]– তাঁহারা প্রথম হইতেই ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন।) জিজ্ঞাসা করিলাম– ইসলাম (যে স্বভাব চায় তাহা) কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কথা মোলায়েম বলা এবং খাদ্য দানে আগ্রহী হওয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম– ঈমান (যে স্বভাব চায় তাহা) কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা বা দানশীলতা। জিজ্ঞাসা করিলাম– কিরূপ মুসলমান উত্তম? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার হাত এবং মুখ হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। জিজ্ঞাসা করিলাম– কোন ঈমান (তথা ঈমানের কোন গুণ) সর্বোত্তম? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সুচরিত্র। জিজ্ঞাসা করিলাম– কি রকম নামায উত্তম? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দীর্ঘ কিরাতের নামায। জিজ্ঞাসা করিলাম– কোন হিজরত উত্তম? ("হিজরত" অর্থ তো ত্যাগ করা।) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার পরওয়ারদেগার যাহা পছন্দ করেন না তাহা ত্যাগ কর। জিজ্ঞাসা করিলাম– কিরূপ জিহাদ উত্তম? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ ব্যক্তির জিহাদ যাহার ঘোড়াও নিহত হইয়াছে, তাহার নিজেরও প্রাণ গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম– (ইবাদত করার জন্য) কোন সময় উত্তম? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রাত্রের শেষ অংশ। (আহমদ)

● ঈমান ও ইসলামের কোন গুণ কোন স্বভাব উত্তম– এই প্রশ্ন বিভিন্ন লোকে করিয়াছে এবং নবীজীর উত্তরে বিভিন্নতা আছে। বস্তুতঃ ঈমান ও ইসলামের সব গুণ সব স্বভাবই উত্তম; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষেত্র, পাত্র এবং প্রয়োজন উপযোগী উত্তর প্রদান করিতেন।

৯৬. (মেঃ) হাদীস। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَيُصَلِّى الْخَمْسَ وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهٗ قُلْتُ اَفَلَا اُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক না করিয়া এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়া ও রমযানের রোযা রাখিয়া আল্লাহ্ তাআলার নিকট পৌঁছিয়াছে তথা মারা গিয়াছে তাহাকে ক্ষমা করা হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

(মুয়াজ [রাযি.] বলেন,) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! লোকদেরকে এই সুসংবাদ পৌছাইব না কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদেরে আমল করার সুযোগ দাও।" (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ যাকাত এবং হজ্জ সাধারণ লোকদের উপর ফরজ হয় না, তাই উহার উল্লেখ হয় নাই। একজন সাধারণ লোকের জন্য বেহেশতে যাওয়া কত সহজ তাহা বলাই উদ্দেশ্য। হারাম-হালাল বিচার করিয়া চলার সঙ্গে ঈমানের সহিত ফরজ কয়টি আদায় করিলে বেহেশত লাভ হয়। কিন্তু বেহেশতে বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে; সুন্নাত, নফল ও মুস্তাহাব আমল দ্বারা সেই ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ হইবে। শুধু ফরজের দ্বারা বেহেশত লাভ হইবে এই সংবাদে নেক আমলের ময়দানে লোকদের শিথিলতা আসিয়া যাইবে, তাই আলোচ্য হাদীসের বিষয়টির প্রচারে বাধা দেওয়া হইয়াছে।

৯৭. (মেঃ) হাদীস। মুয়াজ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানের সর্বোত্তম কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَنْ تُحِبَّ لِلّٰهِ وَتُبْغِضَ لِلّٰهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِىْ ذِكْرِ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ

"(যাহা ভালবাসিবে) আল্লাহর জন্য ভালবাসিবে, (যাহার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখিবে) আল্লাহর জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখিবে এবং যবানকে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত রাখিবে। মুয়াজ (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও কি? ইয়া রসূলাল্লাহ! হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর তুমি নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর অন্য লোকদের জন্যও ঐরূপটিই পছন্দ করিও এবং যাহা নিজের জন্য নাপছন্দ কর ঐরূপ বস্তু অন্য লোকদের জন্যও নাপছন্দ করিও।" (আহমদ)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহর জন্য অর্থ আল্লাহর আদেশ পালনার্থে অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে ভালবাসা রাখিও; যেই ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশও নাই, সন্তুষ্টিও নাই ঐরূপ ক্ষেত্রে ভালবাসা রাখিও না– ইহাই ঈমানের দাবী।

www,BANGLAKITAB.com

তদ্রূপ যে ক্ষেত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষ রাখা আল্লাহর আদেশ বা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ কেব... ...ই ক্ষেত্রেই ঘৃণা-বিদ্বেষ রাখিবে, নতুবা নহে।

"ওয়াছওয়াছাহ" তথা অন্তরে কু-খেয়াল, কু-ধ্যান উদয় হওয়া সম্পর্কে

৯৮. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই আয়াত অবতীর্ণ হইল–

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"সমস্ত আসমান এবং যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই সৃষ্টি এবং করতলগত। (এই সর্বোচ্চ অধিকারের অধিকারী আল্লাহর ঘোষণা–) তোমাদের অন্তরে যে কোন ধ্যান-খেয়াল আসিবে– উহা প্রকাশ কর বা লুকাইয়া রাখ; আল্লাহ উহার হিসাব লইবেন। যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"

এই আয়াতের মর্মে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। (কারণ, অনিচ্ছাকৃত এবং নিজের কোন ক্রিয়া সম্পাদন ব্যতিরেকেই শুধু বুদবুদের ন্যায় নানা প্রকার ধ্যান-খেয়াল কল্পনা অনেক সময় অন্তরে ভাসিয়া উঠে– যাহা জঘন্যও হয়। আয়াতের শাব্দিক ব্যাপকতা অনুসারে ঐ সবেরও হিসাব হইবে।)

সেমতে সাহাবীগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! নামায-রোযা, জিহাদ, দান-খয়রাত ইত্যাদি যে সব আমলের আদেশ আমাদেরে দেওয়া হইয়াছে, উহা আমাদের সামর্থ্যের ভিতরেই আছে। কিন্তু এই যে আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে উহার মর্ম ও উদ্দেশ্য পালন করা আমাদের শক্তির বাহিরে। (কারণ, সর্বপ্রকার ধ্যান-খেয়ালের হিসাব লওয়া হইবে– এই সতর্কবাণীর উদ্দেশ্যই এই যে, খারাপ ধ্যান-খেয়াল পরিহার

করিয়া চলিতে হইবে। অথচ অনেক সময় উহা বুদবুদ আকারে ভাসিয়া উঠে; উহা প্রতিরোধ করাও সামর্থ্যের বাহিরে হয়।)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের পূর্বে (তাওরাত ও ইঞ্জিল) কিতাবদ্বয় প্রাপ্ত (ইহুদী ও নাসারা) জাতিদ্বয় যেরূপ (আল্লাহর আদেশ শ্রবণান্তে) বলিয়াছিল–

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

"আমরা শুনিলাম, কিন্তু আমল করিতে পারিব না।" তোমরাও কি সেইরূপ বলিতে চাও? বরং তোমরা বল–

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

"হে পরওয়ারদেগার! (আপনার কালাম) আমরা শুনিলাম এবং উহা অনুসরণের জন্য মনে-প্রাণে প্রস্তুত হইয়া গেলাম; (ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য) আপনার ক্ষমা ভিক্ষা চাই; আপনার নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবেই। (সুতরাং আপনার কালামের অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর নাই)।"

সেমতে সাহাবীগণ (নবীজীর আদেশ মনে-মুখে পালন পূর্বক) বলিতে লাগিলেন–

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

তাঁহারা যখন মনে-প্রাণে ঐ বাক্যসমূহ পাঠ করিলেন, এমনকি নিবেদিত যবানে উহা উচ্চারণ করিলেন তখনই আল্লাহ তাআলা (নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ– যাহার প্রথম ভাগে প্রশংসা স্বরূপ নবীজী ও সাহাবীগণের উক্তির হুবহু উদ্ধৃতি রহিয়াছে) অবতীর্ণ করিলেন–

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ – وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

"রসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে (উহা অসাধ্য বোধ হওয়া সত্ত্বেও) উহার প্রতি পূর্ণ ঈমান গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন রসূল নিজেও এবং

www,BANGLAKITAB.com

মুমিনগণও। (যেরূপে) প্রত্যেকেই (ঈমানের অন্যান্য বিষয়সমূহের প্রতি) ঈমান গ্রহণ করিয়া থাকে– আল্লাহর প্রতি, তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁহার রসূলগণের প্রতি (এইভাবে যে,) সমস্ত রসূলগণের (সত্যতার) মধ্যে আমরা কোন প্রকার তারতম্য করি না এবং নবীজী ও সাহাবীগণ সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন, আমরা শুনিলাম এবং অনুসরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলাম; আপনার ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আপনার নিকট আমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবেই।"

(প্রথমোক্ত মূল আলোচ্য ঘোষণাটি শাব্দিক ব্যাপকতা দৃষ্টে অসাধ্য বোধ হওয়া সত্ত্বেও) যখন সকলে উহা গ্রহণ ও অনুসরণের স্বীকারোক্তি করিল তখনই আল্লাহ তাআলা ঐ ঘোষণার ব্যাপকতা রহিত হওয়া প্রকাশ করিয়া পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করিলেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"আল্লাহ বাধ্য করেন না কাউকে তাহার সাধ্য ও সামর্থ্যের উর্ধ্বে (এবং এমন কাজে বাধ্য করেন না যাহা সাধ্য-সামর্থ্যের উর্ধ্বে হয়)। প্রত্যেকেই নিজ ভাল কাজের উপকার পাইবে এবং খারাপ কাজের ক্ষতি ভোগ করিবে।" (ইহারই সঙ্গে ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা চাওয়ার দোয়াও শিক্ষা দিয়া দিলেন, এমনকি দোয়ার প্রতিটি বাক্য কবুল করার সংবাদও জ্ঞাত করিয়া দিলেন–)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

"প্রভু হে! আমরা যদি ভুলে ও ভ্রান্তিতে পতিত হইত, তবে আপনি আমাদেরে অভিযুক্ত করিবেন না।" (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে) আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, আচ্ছা।

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا

"প্রভু হে! পূর্ববর্তী উম্মতদের (ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার কারণে তাহাদের) উপর (বিধানগত এবং সৃষ্টিগত, যথা– রোগ-শোক, দুর্যোগ-দুর্ভোগ ইত্যাদির) যেরূপ কঠোর আইন ও হুকুম বলবৎ করিয়াছেন আমাদের উপর সেইরূপ করিবেন না।" আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, আচ্ছা।

www,BANGLAKITAB.com

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

"প্রভু হে! আমাদের উপর (বিধানগত ও সৃষ্টিগত) এমন কোন আইন বা হুকুম বলবৎ করিবেন না যাহা আমাদের সাধ্যের বাহিরে হয়।" আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, আচ্ছা।

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

"আর আমাদেরে ক্ষমা করিয়া দিবেন, মাফ করিয়া দিবেন এবং আমাদের প্রতি সদা দয়ার দৃষ্টি রাখিবেন; আপনিই আমাদের মালিক; অতএব আপনি আমাদেরে কাফেরদের মোকাবিলায় সাহায্য করিবেন।" আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, আচ্ছা।

৯৯. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল–

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

"তোমাদের অন্তরে যে কোন ধ্যান-খেয়াল আসিবে উহা প্রকাশ কর বা লুকাইয়া রাখ– আল্লাহ তাআলা উহার হিসাব লইবেন।" তখন মুসলমানদের অন্তরে এমন কঠিন চাপ সৃষ্টি হইল যাহা অন্য কোন কারণে কোন সময় হয় নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে পরামর্শ দিলেন যে, তোমরা (এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কেও) ইহাই বল, (হে পরওয়ারদেগার!) আমরা আপনার বাণী শ্রবণ করিলাম, উহা অনুসরণের জন্য প্রস্তুত থাকিলাম এবং উহা নতশিরে মানিয়া নিলাম। এই পরামর্শের সপক্ষেই আল্লাহ তাআলাও মুসলমানদের দেলে পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্য আনিয়া দিলেন। সেমতে (মুসলমানগণ পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের স্বীকারোক্তি করার) সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করিয়া দিলেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ....

(এবং তৎসঙ্গে ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা চাওয়ার দোয়াও শিক্ষা দেওয়া হয়)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

www,BANGLAKITAB.com

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সাহাবীগণ এই দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে) আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, তোমাদের আরজি আমি গ্রহণ করিয়া নিলাম।

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ...

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি গ্রহণ করিয়া নিলাম।

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ...

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, গ্রহণ করিয়া নিলাম।

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا...

আল্লাহ তাআলা বলিলেন, গ্রহণ করিয়া নিলাম।

(এই চারিটি দোয়ার পূর্ণ বাক্য ও অনুবাদ উপরের হাদীসে রহিয়াছে।)

ব্যাখ্যা ঃ সূরা বাকারার সর্বশেষ আয়াতে আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে শিক্ষা দেওয়া সাতটি দোয়া আছে। সাহাবীগণ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে কায়মনোবাক্যে ঐ দোয়া পাঠ করিলে প্রত্যেকটি দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, আরজি গ্রহণ করিয়া নিলাম। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুসংবাদ জ্ঞাত করিয়াছেন।

সাহাবীগণের পরেও কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ ঐ দোয়াসমূহ কায়মনোবাক্যে পাঠ করিলে আল্লাহ তাআলা সকলের জন্যই ঐ দোয়া কবুল ও গ্রহণ করিবেন। ঐ দোয়াসমূহের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বে পবিত্র মেরাজ উপলক্ষে মেরাজের সওগাতরূপে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি জিনিস দিয়েছিলেন। উল্লেখিত আয়াতের মর্ম– দোয়াসমূহ কবুল হওয়ার প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ ঐ তিন জিনিসের অন্যতম একটি। ইহা মুসলিম শরীফেরই এক হাদীসে বর্ণিত আছে– মেশকাত শরীফ ৫২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

● সাহাবীগণ আতঙ্কগ্রস্ত ও চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন এই শুনিয়া যে, অন্তরের সর্বপ্রকার ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনার হিসাব কিয়ামতের দিন

www,BANGLAKITAB.com

লওয়া হইবে। পরবর্তী আয়াতে একটি বিধানগত নীতি বলিয়া দেওয়া হইল যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে তাহার সাধ্য ও সামর্থ্যের উর্ধ্বের কোন কাজে বাধ্য করেন না।

এই নীতি অনুযায়ী ইহা সুস্পষ্ট যে, যে সব ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনা বুদবুদের ন্যায় আপনা আপনি অন্তর-পটে ভাসিয়া উঠে– যাহাকে নিজ ইচ্ছায় অন্তরে জন্মও দেওয়া হয় নাই এবং ইচ্ছাকৃত উহার প্রতি লক্ষ্য ও সময়ও ব্যয় করা হয় নাই– ঐরূপ ধ্যান-খেয়ালের জন্মরোধ যেহেতু সাধ্য ও সামর্থ্যের আওতায় নহে সুতরাং উহার কোন হিসাব হইবে না। অতএব ঐ শ্রেণীর ধ্যান-খেয়াল যত খারাপই হউক না কেন যেহেতু উহাকে নিজে জন্মও দেয় নাই এবং উহার প্রতি লক্ষ্য জমাইয়া অন্তরে উহাকে স্থানও দেয় নাই, বরং বুদবুদের ন্যায় নিজে নিজে জন্মিয়াছে এবং শেষও হইয়া গিয়াছে– উহা হিসাবের বাহিরে, উহার কারণে কোন গোনাহ হইবে না; যেহেতু উহার জন্ম রোধ করা মানুষের সাধ্য ও সামর্থ্যের বাহিরে।

ঐরূপ খারাপ ধ্যান-খেয়াল জন্মের প্রতি মনে ক্ষোভ সৃষ্ট হওয়া প্রকৃত ঈমানের আলামত বা পরিচয় বলিয়া হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে (১০৪ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)।

১০০. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا سَيِّئَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوْهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا عَشْرًا

"(নেকী-বদী লেখক ফেরেশতাগণকে) সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ তাআলা বলিয়া দিয়াছেন, আমার বান্দা কোন গোনাহের কাজের শুধু কল্পনা করিলেই তাহার নামে উহা লিখিয়া নিও না (যাবৎ না সে উহা কার্যে পরিণত করে)। যদি সে উহাকে কার্যে পরিণত করে তবে ঐ গোনাহ তাহার নামে লিখিবে– একটি গোনাহই লিখিবে। আর বান্দা যখন কোন নেক কাজের কল্পনা করে অথচ উহা কার্যে পরিণত করে নাই তবুও উহা লিখিয়া নিবে–

www,BANGLAKITAB.com

একটি নেকী লিখিবে। যদি সে ঐ নেক কাজকে কার্যে পরিণত করে তবে উহাকে লিখিবে দশটি নেকীরূপে।"

১০১. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِذَا هَمَّ عَبْدِىْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهٗ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً

"সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়া রাখিয়াছেন– আমার বান্দা কোন নেক কাজ করার যদি কল্পনা করে; অথচ এখনও উহা কার্যে পরিণত করে নাই তবুও আমি তাহার জন্য ঐ নেক কাজকে তাহার নামে একটি নেকীরূপে লিখিয়া নেই। আর যদি সে ঐ নেক কাজ করিয়া নেয় তবে আমি উহাকে দশ হইতে সাত শত গুণ নেকীরূপে লিখি। পক্ষান্তরে কোন কু-কাজের কল্পনা করিয়া উহা বাস্তবায়িত না করিলে আমি তাহার বিরুদ্ধে ঐ গোনাহ লিখি না। আর উহা বাস্তবায়িত করিলে উহার একটি গোনাহই লিখি।"

১০২. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِىْ بِاَنْ يَّعْمَلَ حَسَنَةً فَاَنَا اَكْتُبُهَا لَهٗ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ فَاِذَا عَمِلَهَا فَاَنَا اَكْتُبُهَا بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَاِذَا تَحَدَّثَ بِاَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً فَاَنَا اَغْفِرُهَا لَهٗ مَالَمْ يَعْمَلْهَا فَاِذَا عَمِلَهَا فَاَنَا اَكْتُبُهَا لَهٗ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيْدُ اَنْ يَّعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ اَبْصَرُ بِهٖ فَقَالَ ارْقُبُوْهُ فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ بِمِثْلِهَا وَاِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهٗ حَسَنَةً اِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ

www,BANGLAKITAB.com

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ

"আল্লাহ তাআলা (ওহী মারফত) বলিয়া দিয়াছেন, আমার বান্দা যখন মনে মনে কল্পনা করে কোন একটি নেক কাজ করার তখন আমি উহা কার্যে পরিণত করার পূর্বেই তাহার জন্য একটি নেকীরূপে লিখিয়া নেই। যখন সে উহাকে কার্যে পরিণত করে তখন উহাকে আমি লিখি দশ গুণ সওয়াবের সহিত। আর বান্দা যখন মনে মনে কল্পনা করে কোন একটি কু-কাজের তখন উহা কার্যে পরিণত করার পূর্ব পর্যন্ত আমি তাহাকে ক্ষমা করি; যখন উহা কার্যে পরিণত করে তখন উহা তাহার নামে লিখি সমপরিমাণ গোনাহের সহিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন– (গোনাহের শুধু কল্পনা ক্ষেত্রে নেকী-বদী লেখক) ফেরেশতাগণ বলেন, পরওয়ারদেগার! আপনার অমুক বান্দা কু-কাজের কল্পনা করিয়াছে; পরওয়ারদেগার নিজেই বান্দাকে সর্বাধিক বেশী জানেন; (তবুও ফেরেশতা স্বীয় কর্তব্য পালনে ঐরূপ বলিয়া থাকেন।) পরওয়ারদেগার ফেরেশতাগণকে বলেন, ঐ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখ। যদি সে গোনাহের কাজটি করিয়াই ফেলে তবে তাহার নামে সমপরিমাণ গোনাহ লিখিয়া নিও। আর যদি সে (কোন বাধার সম্মুখীন না হইয়াও) গোনাহের কাজটি করিতে বিরত থাকে তবে তাহার জন্য সওয়াব লিখিয়া নিও। কারণ (ঐরূপ ক্ষেত্রে) সে একমাত্র আমার ভয়েই ঐ কাজ হইতে বিরত থাকে।"

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ সুন্দররূপে অর্থাৎ খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করিলে (ইসলামের বরকতে আল্লাহ তাআলার এই বিশেষ রহমত সে ভোগ করিয়া থাকে যে,) সে যে কোন একটি নেক কাজ করিলে দশ গুণ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত তাহার সওয়াব লেখা হইয়া থাকে। আর গোনাহের কাজ করিলে সমপরিমাণ গোনাহ লেখা হইয়া থাকে। আল্লাহর দরবারে পৌঁছা পর্যন্ত (তথা মৃত্যু পর্যন্ত) সে এই সুযোগ ভোগ করিয়া থাকে।"

www,BANGLAKITAB.com

১০৩. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সর্বশক্তিমান প্রভু-পরওয়ারদেগারের বরাত দানে তথা তাঁহার নামে বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً أَوْ مَحَاهَا اللّٰهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّٰهِ إِلَّا هَالِكٌ

"আল্লাহ্ তাআলা সওয়াবসমূহ এবং গোনাহসমূহ (ফেরেশতার মাধ্যমে) লিখিয়া রাখেন। এই তথ্য বলার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা সম্পর্কে এক বিশেষ বর্ণনা দিলেন যে– যে ব্যক্তি কোন একটি নেক কাজ করার পরিকল্পনা করে, অথচ এখনও উহা কার্যে পরিণত করে নাই, তবুও আল্লাহ্ তাআলা নিজের নিকট (ঐ ব্যক্তির জন্য) সেই নেক কাজটিকে একটি পূর্ণ নেকীরূপে লিখিয়া রাখেন। আর নেক কাজটির পরিকল্পনা করার পর যদি উহাকে কার্যেও পরিণত করে তবে আল্লাহ্ তাআলা ঐ নেক কাজটিকে (বিভিন্ন তারতম্যের প্রেক্ষিতে) দশ গুণ হইতে সাতশত এবং আরও অনেক বেশী গুণের নেকীরূপে লিখিয়া রাখেন। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন একটি গোনাহের কাজের পরিকল্পনা করে, কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করা হইতে (আল্লাহর ভয়ে) বিরত থাকে তবে আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া রাখেন। আর গোনাহের কাজের ইচ্ছা করার পর যদি উহাকে কার্যেও পরিণত করে তবে আল্লাহ্ তাআলা উহাকে একটি গোনাহরূপে লিখেন অথবা (ক্ষেত্র বিশেষে) ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ্ তাআলার এইরূপ প্রশস্ত রহমতের সম্মুখে একমাত্র ঐ ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হইতে পারে যে, নিজে নিজেই ধ্বংসের যোগ্য হয়।"

www,BANGLAKITAB.com

১০৪. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

جَاءَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوْهُ اِنَّا نَجِدُ فِيْ اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা (করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ) করিলেন যে, আমরা আমাদের মনে এমন বিষয়ের কল্পনা ও ধ্যান-খেয়াল পাইয়া থাকি যে বিষয় মুখে উচ্চারণ করাও আমরা প্রত্যেকে অতিশয় গুরুতর (অপরাধ ও ঈমানহীনতা) গণ্য করে। (এইরূপ কল্পনা ও ধ্যান-খেয়াল মনে সৃষ্টি হওয়ায় আমরা কিরূপ সাব্যস্ত হইব?)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, ঐরূপ কল্পনা তোমাদের মনে আসে এবং উহাকে গুরুতর গণ্য কর? তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা সুস্পষ্ট ঈমান।"

অর্থাৎ কু-খেয়াল কু-ধ্যান ও খারাপ কল্পনা, যথা– সব সৃষ্টি আল্লাহ হইতে, আল্লাহ কোথা হইতে? অথবা সকলের পূর্বে আল্লাহ, আল্লাহর পূর্বে কি? কিংবা এইরূপ প্রশ্নের কল্পনা যে, শুধু একজন খোদা এত বড় বিশাল বিশ্বকে কিভাবে পরিচালনা করিতে পারেন? তদ্রূপ মানুষের চলা-ফেরা, উঠা-বসা, খাওয়া-শোয়া, বসবাস করা ইত্যাদির তুলনায় আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ঐ সবের নানারূপ কল্পনা। (নাউজুবিল্লাহে মিন জালেকা– আমরা এইসব রকম কল্পনা হইতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাই।)

তদ্রূপ কোন বেগানা নারী সম্পর্কে মনে মনে এমন এমন কার্যকলাপের ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনা করা যাহা নিতান্ত হারাম এবং উহার কথা মুখে আনাও গোনাহ। কিংবা কোন নারীর অন্তরে বেগানা পুরুষ সম্পর্কে ঐরূপ ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনা– ইত্যাদি ইত্যাদি।

www,BANGLAKITAB.com

এই শ্রেণীর ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনা মনে আসিলে উহাকে গুরুতর ভাবা- ইহা নিশ্চয়ই ঈমানের সুস্পষ্ট পরিচয়। অন্তরে ঈমান না থাকিলে উহাকে গুরুতর ভাবিবে কেন? কলির যুগের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বারট্রেণ্ড রাসেল নিজেই লিখিয়াছেন যে, শুধু একটি প্রশ্ন তাহাকে আস্তিক হইতে দিল না- সে নাস্তিক থাকিল। তাহার কল্পনা ও ধ্যান-খেয়ালে প্রশ্ন জাগিল এই যে, সব সৃষ্টি আল্লাহ্ হইতে, আল্লাহ্ কাহার বা কোথা হইতে? রাসেলের অন্তরে ঈমান ছিল না বলিয়া এই প্রশ্ন তাহার মনে এত বড় প্রতিক্রিয়া ও গভীর রেখাপাত করিল যে, সে নাস্তিক হইতে বাধ্য হইল। পক্ষান্তরে একজন মোমেনের অন্তরে এই প্রশ্নের কল্পনা আসিলে সে উহার প্রতিক্রিয়ায় নাস্তিক হইবে দূরের কথা সে তো এই জঘন্য কল্পনার দরুন মহান আল্লাহ্র ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত ও কম্পমান হইয়া পড়ে- আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমানের কারণেই তাহার এই অবস্থা হয়।

শুধু একজন আল্লাহ্ বিশাল বিশ্ব কিরূপে চালাইতে পারিবেন- এই প্রশ্নের কল্পনা মোশরেকদের মধ্যে এত বড় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল যে, তাহারা শত শত মাবুদ মানিতে বাধ্য হইল। পক্ষান্তরে মোমেনের অন্তরে এই প্রশ্নের কল্পনা তাহাকে একত্ববাদ হইতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত করিবে দূরের কথা সে তো তাহার অন্তরে এইরূপ জঘন্য কল্পনা সৃষ্টি হইয়াছে সেই ভয়ে ভীত হইয়া শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। আল্লাহর মহা গুণাবলীর প্রতি সুদৃঢ় ঈমানের কারণেই তাহার এই অবস্থা। এইভাবে হারাম কাজের কল্পনায় বে-ঈমানের অন্তরে কোন ভয়-ভীতি কেন আসিবে? সে তো ঐরূপ কত হারামকে কার্যে পরিণত করিয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ কল্পনা একজন মোমেনকে কম্পমান করিয়া তোলে, ঐরূপ কল্পনা হইতে মনকে পাক-পবিত্র রাখার জন্য সে শত বার, হাজার বার "লা-হাওলা....." পড়িয়া থাকে। একমাত্র ঈমানের কারণেই তাহার এই অবস্থা।

এমনকি উল্লিখিত শ্রেণীর প্রশ্ন যেহেতু আল্লাহ্ বা তাঁহার একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অন্তরায়; যেমন অন্তরায় হইয়াছে রাসেল বৈজ্ঞানিকের জন্য, যেমন অন্তরায় হইয়াছে মোশরেকদের জন্য; সুতরাং যাহারা আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহাদের অন্তরে এই সব প্রশ্নের কল্পনা আমদানী করিতে শয়তান মোটেই তৎপর নয়। কাহাকেও আল্লাহর

www,BANGLAKITAB.com

খোঁজ করিতে দেখিলে এক-দুই বার তাহার অন্তরে এই কল্পনা জাগাইয়া দিয়া শয়তান সাফল্য লাভ পূর্বক তাহার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মোমেনের অন্তরে ঈমান রত্ন রহিয়াছে; উহাকে বিনষ্ট করার জন্য শয়তান ঐ সব প্রশ্নের কল্পনার অস্ত্র লইয়া বার বার মোমেনের উপর প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে; "একবার না পারিলে দেখ শত বার"– এই কৌশলের অনুশীলন করিতে থাকে। যেরূপে কোন গৃহে ধন-সম্পদ, রত্নমালা থাকিলে চোর-ডাকাত বার বার সেই গৃহের উপর আক্রমণ চালায়। তদ্রূপ যাহার অন্তরে ঈমান রহিয়াছে শয়তান ঐ সব কল্পনার অস্ত্র লইয়া বার বার তাহার অন্তরের উপর আক্রমণ চালায়। এই হিসাবে ঐরূপ কল্পনাকে গুরুতর গণ্যকারীগণের অন্তরে ঐরূপ কল্পনা আসা তাঁহাদের অন্তরে ঈমান রত্ন বিদ্যমান থাকার আলামত ও নিদর্শন। এই মর্মেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ শ্রেণীর সাহাবীগণকে সান্ত্বনা দানার্থে এই দর্শন সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, তোমরা এই কল্পনাকে গুরুতর গণ্যকারী সম্প্রদায়– তোমাদের অন্তরে এই কল্পনা আসা ইহা আলামত ও নির্দশন এই সত্যের যে, তোমাদের অন্তরে ঈমান-রত্ন রহিয়াছে, যাহাকে লুটিবার জন্য শয়তান আক্রমণ চালাইয়া থাকে। যাবৎ তোমরা ঐরূপ কল্পনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবা মনে করিবা ডাকাত শয়তান বিফল হইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব কল্পনাকে ঈমানের আলামত আখ্যায়িত করিয়া সাহাবীগণকে সান্ত্বনাও দিয়াছেন সতর্কও করিয়াছেন যে, উহা আসিলে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হইল উহাকে উপেক্ষা করার।

হাদীসটির ব্যাখ্যাকারগণের কাহারও মতে ঐ শ্রেণীর কল্পনাকে গুরুতর গণ্য করা ঈমানের আলামত। কাহারও মতে গুরুতর গণ্যকারী শ্রেণীর লোকদের অন্তরে ঐরূপ কল্পনা আসাই ঈমানের আলামত। উভয় মতই ঠিক তবে দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম দর্শন ভিত্তিক এবং পরবর্তী হাদীসের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট।

১০৫. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَسْوَسَةِ قَالَ تِلْكَ مَحْضُ الْإِيْمَانِ

www,BANGLAKITAB.com

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খারাপ কল্পনা- কু-ধ্যান, কু-খেয়াল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, (মোসলমান- যাহারা উহাকে গুরুতর ভাবিয়া থাকে তাহাদের পক্ষে) উহা পরিচ্ছন্ন ঈমান (বিদ্যমান থাকার আলামত বা নিদর্শন)।"

১০৬. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন-

لَا يَزَالُوْنَ يَسْئَلُوْنَكَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ

"হে আবু হুরায়রা! লোকগণ তোমাকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে। এমনকি কিছু লোক এই প্রশ্নও করিবে- এই আল্লাহ (সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন;) আল্লাহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?"

আবু হুরায়রা (রাযি.) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মসজিদে ছিলাম, হঠাৎ আমার নিকট গ্রাম এলাকার কতিপয় লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হুরায়রা! এই আল্লাহ (সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন,) আল্লাহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এই প্রশ্ন শুনিতেই (ইহার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে) আবু হুরায়রা (রাযি.) এক মুষ্ঠি কাঁকর হাতে লইয়া তাহাদের প্রতি ছুড়িয়া মারিলেন। অতঃপর সঙ্গীগণকে বলিলেন, চল চল; আমার পরম বন্ধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (যে, আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করা হইবে-) তাহা বাস্তবায়িত হইয়া গেল।

● উল্লিখিত প্রশ্ন নিজ মনে উদিত হইলে অথবা অন্যের মুখে শুনিলে বিভিন্ন হাদীস মতে চারটি কর্তব্য বর্তায়। ১. সঙ্গে সঙ্গে বলা চাই- اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ "আমি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি। ২. এইরূপ প্রশ্ন হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা চাই। ৩. এই প্রশ্নে মোটেই কোন বিষয়ে অগ্রসর না হওয়া চাই। ৪. ১০৮ নং হাদীসে বর্ণিত আমল করিবে।

১০৭. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

www,BANGLAKITAB.com

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ تَعَالٰى

"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় আপনার উম্মত (হওয়ার দাবীদার কোন কোন মানুষ) নানা রকম প্রশ্নের অবতারণা করিবে, এমনকি এই প্রশ্নও উত্থাপন করিবে যে, আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?"

১০৮. (আঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاِذَا قَالُوْا ذٰلِكَ فَقُوْلُوْا اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهٖ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ

"লোকদের মধ্যে নানা রকম প্রশ্নের আলোচনা হইতে থাকিবে, এমনকি এইরূপ আলোচনাও করা হইবে যে, সমস্ত সৃষ্টকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব আল্লাহ্কে সৃষ্টি করিল কে?

লোকেরা এইরূপ আলোচনা করিলে (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা (সূরা ইখলাসের আয়াতসমূহ ও উহার মর্ম বলিয়া দিবে,) আল্লাহ্ এক– অদ্বিতীয়, আল্লাহ্র কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি (সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন–) জন্ম দেন নাই, তিনি কাহারও হইতে জন্ম নেন নাই, তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না।

অতঃপর বাম দিকে তিনবার থুথু-ঝরা ফেলিবে এবং শয়তান হইতে (আল্লাহ্ তাআলার) আশ্রয় চাহিবে।" (২–২৯৩ পৃষ্ঠা)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে 'আল্লাহ্কে সৃষ্টি করিয়াছেন কে?' এই শ্রেণীর প্রশ্নের উদদয় বা আলোচনার সম্মুখে তিনটি কর্তব্যের আদেশ রহিয়াছে। পরবর্তী হাদীসে আরও একটির বর্ণনা আছে।

www,BANGLAKITAB.com

১. সূরা ইখলাসের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত ও উহার মর্মের প্রতি লক্ষ্য করা। প্রথমতঃ সূরা ইখলাসের বরকতে শয়তানের প্রতিক্রিয়া দূর হইবে। দ্বিতীয়তঃ সূরা ইখলাসের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যেসব বিশেষ গুণাবলীর উল্লেখ হইয়াছে ঐসব গুণাবলী উক্ত প্রশ্নের দ্বার রুদ্ধ করে। কারণ, আল্লাহ অদ্বিতীয়; অতএব একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ সৃষ্টিকর্তা নাই যে আল্লাহর সৃষ্টিকারী হইবে। তারপর– যে বস্তু নাস্তি হইতে আস্থি হইয়াছে অর্থাৎ ছিল না, পরে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে একমাত্র ঐ বস্তুই সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহ তো অনাদি-অনন্ত; নাস্তির কোন স্তরই তাঁহার ছিল না, সুতরাং সেই ক্ষেত্রে সৃষ্টিকারের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর ও ভুল। সূরা ইখলাসে তাহাই বলা হইয়াছে, 'আল্লাহুছ সামাদ'–আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তারপর বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টি জগতে প্রজনন-নিয়মের যে ধারা রহিয়াছে মহান আল্লাহ উভয় দিকে উহা হইতে পাক-পবিত্র, সুতরাং মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে সৃষ্টিকারের প্রশ্নের ন্যায় জন্মদাতার প্রশ্নও জঘন্য। তারপর উক্ত প্রশ্নের মূল হইল তুলনা– যে, সকল সৃষ্টের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা– সেই তুলনায় আল্লাহর সৃষ্টিকার কে? মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এই তুলনাই ভুল ও অবান্তর; মহা মহিম আল্লাহ অতুলন।

২. বাম দিকে তিনবার থুথু-ঝরা ফেলিবে। এই শ্রেণীর অবান্তর প্রশ্নোদয়ের মূল হইল শয়তানের কারসাজি, আর ডান দিকে ফেরেশতাগণের দখল বেশী হওয়ায় শয়তান সাধারণতঃ বাম দিক দিয়াই আসে। তাই শয়তানের প্রতি ধিক্কার ও ঘৃণা প্রকাশ উদ্দেশ্যে বাম দিকে থুথু-ঝরা ফেলিবে।

৩. শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। উক্ত জঘন্য প্রশ্নের মূলে থাকে শয়তান; শয়তানের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশের ব্যবস্থা অবলম্বনের পর শয়তান হইতে বাঁচিবার সর্বাধিক শক্তিশালী আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহা হইল, মহান আল্লাহর আশ্রয় বিতাড়িত শয়তান হইতে। এইরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাও পবিত্র কুরআনে বান্দাদেরকে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণের আদেশ করিয়াছেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

www,BANGLAKITAB.com

"শয়তানের তরফ হইতে যদি কোন অশুভ প্রতিক্রিয়া তোমার উপর আসে তবে তৎক্ষণাৎ তুমি আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয় কামনা কর; তিনি সবকিছু শুনেন এবং জানেন।" (২৪ পারা, ১৯ রুকু)

এই আশ্রয় কামনার পন্থা হইল, শয়তানের কু-মন্ত্রণাকে পরিহার ও উপেক্ষা করায় সচেষ্ট হইয়া প্রচলিত দোয়া ও উহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য করতঃ মনে-মুখে পাঠ করিবে-

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আমি আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি বিতাড়িত, শয়তান হইতে।"

৪. মহান আল্লাহ্র গুণাবলীর ধ্যানে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিবে। বিশেষতঃ ঐ গুণসমূহে যাহার উল্লেখ রহিয়াছে ২৭ পারা সূরা হাদীদের ৩নং আয়াতে। সম্মুখের হাদীসে ইহার বর্ণনা আছে।

১০৯. (আঃ) হাদীস। (তাবেয়ী) আবু যমীল (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন-

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِيْ صَدْرِيْ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللّٰهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِيْ أَشَيْءٌ مِّنَ الشَّكِّ قَالَ فَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَى أَحَدٌ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَؤُنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ... فَقَالَ لِيْ إِذَا وَجَدْتَ فِيْ نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি মনের মধ্যে একটি বস্তু অনুভব করি- উহার পরিণাম কি হইবে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিক বস্তু অনুভব করি? আমি বলিলাম, কসম খোদার! আমি উহা মুখে উচ্চারণ করিব না। (উহা এমন কল্পনা ও খেয়াল যাহা মুখে উচ্চারণ করা মহা পাপ।)

ইবনে আব্বাস (রাযি.) মৃদু হাসিয়া বলিলেন, উহা কি (আল্লাহ সম্পর্কে কোন সংশয়? যে, তাঁহার পূর্বে কি বা তাঁহার অস্তিত্ব কোথা হইতে?)

www,BANGLAKITAB.com

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, (আল্লাহ সম্পর্কে, রসূল সম্পর্কে এবং কুরআন বা কুরআনে বর্ণিত অনেক অনেক তথ্য সম্পর্কে) এই শ্রেণীর অমূলক বুদবুদ আকারের কল্পনা হইতে কেহই মুক্ত নহে। এমনকি আল্লাহ তাআলা (সকল মুসলমানকে উদ্দেশ্য করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন পূর্বক পবিত্র কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারে এই আয়াত) অবতীর্ণ করিয়াছেন–

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ

"আপনার প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি উহা সম্পর্কে (ধরিয়া লউন) যদি আপনারও কোন সংশয় সৃষ্টি হয় তবে আপনার পূর্ববর্তী কিতাব যাহারা পড়ে তাহাদের নিকট (তাহাদের কিতাবের পঠন) জিজ্ঞাসা করুন (১০ পারা, ১৫ রুকু)।" অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কিতাব তৌরাত-ইঞ্জিল পাঠ করিয়া শুনাইলেই দেখিতে পাইবেন, উহার মধ্যে আপনার কিতাব কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে– যাহা বস্তুতঃ আপনার সত্যতার সাক্ষ্য এবং দ্বীন-ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) আবু যমীল (রহ.)কে বলিলেন, তোমার মনে মহান আল্লাহ সম্পর্কে অমূলক কোন কল্পনা বা খেয়াল অনুভব করিলে তৎক্ষণাৎ এই আয়াত পাঠ করিও–

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত। (গুণাবলীর মাধ্যমে) তিনি প্রকাশ্য, (বস্তুতঃ) তিনি অপ্রকাশ্য তথা দেখা ও বুঝার ঊর্ধ্বে। তিনি সবকিছু জানেন।" ২৭ পারা, সূরা হাদীদ, ৩ আয়াত।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম আয়াতটি দ্বারা ইবনে আব্বাস (রাযি.) আবু যমীল (রহ.)কে সান্ত্বনা দিয়াছেন যে, ইসলামের আকীদা ও অপরিহার্য মতবাদের বিপরীত কোন কল্পনার বুদবুদ বা খেয়াল মনে উদিত হইলে তাহাতে আতঙ্কিত হইবে না। এইরূপ খেয়াল ও কল্পনা অনেকেরই আসে। ইহারই প্রমাণে তিনি দেখাইয়াছেন– হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www,BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের এবং ইসলামের সত্যতার বড় প্রমাণ হইল কুরআনে পাক। কুরআনে পাকের সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ইসলামের অপরিহার্য আকীদা। আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, অনেকেরই মনে এই সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হইতে পারে। ঐ শ্রেণীর লোকদেরে সংশয় মুক্ত করার জন্য– একজনকে সম্বোধন করিয়া অন্যদেরকে বুঝাইবার নীতিতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়াছেন, যদি আপনারও সংশয় সৃষ্টি হয় তবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের ব্যবস্থা ছাড়াও সরল সহজ ব্যবস্থা– পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব তৌরাত-ইঞ্জিলের সাক্ষ্যের জন্য ঐ কিতাবধারীদের দ্বারা উহার পড়া শুনুন। তাহারা নিজেরা বিভিন্ন স্বার্থে বা জিদের বশে আপনার ও কুরআনের বিরোধী হইলেও তাহাদের কিতাবের মধ্যে উহার সত্যতার সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইসলামের প্রথম যুগ পর্যন্ত তৌরাত-ইঞ্জিল কিতাবদ্বয় কুরআনের ও নবীজীর সত্যতার সাক্ষ্যে পরিপূর্ণ ছিল। যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও আছে। যথা– কুরআন সম্পর্কে আছে–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

"যাহাদের আমি (তাওরাত-ইঞ্জিল) কিতাব দিয়াছি তাহারা নিশ্চয় সুস্পষ্টরূপে জানে যে, কুরআন আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে সত্য দ্বীনের বাহকরূপে অবতারিত।" (৮/১)

সাফল্য লাভের যোগ্য ইহুদ-নাসারা শ্রেণীর খাঁটি লোকদের বর্ণনায় আছে–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ... فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"যাহারা ঐ রসূল ঐ নবী-উম্মীর অনুসরণ করিবে যাঁহাকে তাহারা নিজেদের নিকটস্থ তাওরাত-ইঞ্জিলে লিখিত পাইতেছে... যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে, তাঁহার পূর্ণ সমর্থন করিবে, তাঁহার সহায়তা করিবে এবং

www,BANGLAKITAB.com

যেই নূর বা আলো (তথা কুরআন) তাঁহার সঙ্গে অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহাকে মানিয়া চলিবে তাহারাই হইবে সফলকাম।" (৯ পারা, ৯ রুকু)

কুরআন ও নবীজীর সত্যতার প্রমাণ তাওরাত-ইঞ্জিলে ভুরি ভুরি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তাওরাত-ইঞ্জিলের বিদ্যান ইহুদ-নাসারাগণ নবীজীকে সত্য নবীরূপে এমন সুস্পষ্টভাবে চিনিত যেমন প্রত্যেকে নিজ সন্তানকে চিনিয়া থাকে। এই সত্যের উল্লেখও পবিত্র কুরআনে অনেক আছে। যথা–

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"যাহাদেরে আমি আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সত্য নবীরূপে) এইরূপ চিনিয়া থাকে যেরূপ চিনিয়া থাকে তাহারা নিজ পুত্রদেরকে। কিন্তু তাহাদের এক শ্রেণী সত্যকে গোপন করে জানিয়া বুঝিয়া।" (২ পারা, ১ রুকু)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمُ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"যাহাদেরকে আমি কিতাব দিয়াছি, তাহারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিয়া থাকে যেরূপ তাহারা চিনিয়া থাকে নিজ পুত্রগণকে। যাহারা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিপতিত করে একমাত্র তাহারাই (তাঁহার প্রতি) ঈমান রাখে না।" (৭ পারা, ৭ রুকু)

● আলোচ্য হাদীসে প্রশ্নকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহ সম্পর্কে সংশয়ের কল্পনাভোগী ছিল। এই অবাস্তব কল্পনা হইতে মুক্তির জন্য ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাহাকে আল্লাহ তাআলার কতিপয় বিশেষ গুণ সম্বলিত সূরা হাদীদের আয়াতটি লক্ষ্য করার পরামর্শ দিলেন। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার একটি সিফাত বা গুণ উল্লেখ হইয়াছে– "তিনি অনাদি"। অতএব তাঁহার পূর্বে কি ছিল? কোথা হইতে তাঁহার অস্তিত্ব? এই শ্রেণীর প্রশ্ন নিতান্ত অবান্তর। আদিহীন, উৎপত্তিহীন, অন্তহীন, কালহীন, দিকহীন, আকারহীন, আকৃতিহীন– ইত্যাদি মহান আল্লাহ তাআলার সিফাত বা গুণ– এইসব সত্য মানব-জ্ঞানের আয়ত্তে আসিবে না বলিয়াই এই আয়াতে আল্লাহর একটি

www,BANGLAKITAB.com

বিশেষ গুণ উল্লেখ হইয়াছে- "বাতেন"-গুপ্ত অর্থাৎ দর্শন তো দূরের কথা বুঝেরও উর্ধ্বে। ইহা মহান আল্লাহর মহত্ত্বেরই বিকাশ। জাস্টিস কবি আকবার এলাহাবাদী সুন্দর কথা বলিয়াছেন-

ذهن میں جو گھر گیا لا انتہا کیونکر ہوا

جو سمجھہ میں آگیا پھر وہ خدا کیونکر ہوا

"মানবীয় বিবেকের ঘেরাও ও সীমার ভিতরে যাহার সামাই হইল সে অসীম কিরূপে থাকে? মানুষের জ্ঞান-বোধের আয়ত্ত্বে যে আসিয়া গেল সে খোদা কিরূপে হয়;"

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তো অসীম; তিনি জ্ঞান-বিবেকের ঘেরাও ও সীমার বেষ্টনে আসিবেন না। মহান আল্লাহ তো উর্ধ্বের উর্ধ্বে আমাদের জ্ঞান-বোধ তাঁহার পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। এই হিসাবে তিনি আমাদের বিন্দুবৎ জ্ঞান-বোধের আড়ালে তথা গুপ্ত, কিন্তু স্বীয় গুণাবলীর বিকাশে দিবালোক অপেক্ষা অধিক প্রকাশ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ মহান আল্লাহ সম্পর্কে এইরূপ প্রশ্ন যে, তাঁহাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে বা তাঁহার পূর্বে কে ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি- এই শ্রেণীর প্রশ্ন যে ব্যক্তি গ্রহণ করিয়া নিবে সে কাফের বেঈমান হইয়া যাইবে। আর গ্রহণ করা ব্যতিরেকেও ঐ শ্রেণীর কোন প্রশ্ন অন্তরে নিজে জন্ম দেওয়া কুফুরী গোনাহ, অন্তরে এইরূপ প্রশ্ন সৃষ্টি হইলে উহার প্রতি মনোনিবেশ করা কুফুরী গোনাহ, এই শ্রেণীর প্রশ্নের সুরাহা তালাশে জিজ্ঞাসাবাদও কুফুরী গোনাহ। আর যদি ঐরূপ কোন প্রশ্ন অন্তরে নিজে জন্ম না দেয়, বরং বুদবুদের ন্যায় জন্মিয়া উঠে এবং উহাকে অন্তরে মোটেই স্থান দেওয়া হয়, উহার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র মনোনিবেশ না করিয়া উহাকে উপেক্ষা করা হয় তবে গোনাহ হইবে না। অবশ্য সেই ক্ষেত্রে ১০৬ নং হাদীসের সঙ্গে অতিরিক্ত বিবরণে যেই সব কর্তব্য বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আদায় করিবে।

এই বুদবুদ আকারে জন্মিয়া উঠা খেয়াল ও কল্পনায় যে গোনাহ হয় না- তাহারই ইঙ্গিত আছে সম্মুখের হাদীসে।

১১০. (আঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে-

www,BANGLAKITAB.com

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِيْ نَفْسِهِ يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ لَأَنْ يَكُوْنَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ অন্তরে এমন বস্তুর (কল্পনার) সম্মুখীন হয় যে, উহাকে মুখে উচ্চারণ করা অপেক্ষা আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া যাওয়াকে সে অধিক শ্রেয়ঃ গণ্য করে। এতদশ্রবণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আনন্দ প্রকাশার্থে) দুইবার তকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলার জন্য অসংখ্য প্রশংসা যিনি (এইরূপ ক্ষেত্রে) শয়তানের কূটকৌশল শুধু কল্পনা সৃষ্টির উপর ক্ষান্ত করিয়াছেন, (অধিক কিছু করার সুযোগ তাহাকে দেন নাই)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যেই শ্রেণীর বিষয় কার্যে পরিণত করা, এমনকি মুখে উচ্চারণ করাও বড় গোনাহ বা ঈমান বিনষ্ট করা– উহার ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনা সম্পর্কেই উল্লিখিত হাদীসসমূহে আলোচনা হইল। অবশ্য কোন কোন হাদীসে ইহার বিপরীত তথা কোন নেক ও ভাল কাজ করার কল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা আছে।

ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনার ৫টি স্তর আছে–

১. যে কল্পনা অন্তরে নিজে সৃষ্টিও করে নাই, উহাকে অন্তরে স্থানও দান করে নাই। উহা হঠাৎ বুদবুদের ন্যায় অন্তরে সৃষ্টি হইয়া চলিয়া গিয়াছে– ইহাকে 'হাজেছ' বলা হয় এবং সাধারণভাবে 'অছঅছা' নাম ইহার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা সকল নবীর উম্মতের জন্যই মাফ মার্জনীয় ছিল।

২. যে কল্পননা নিজে সৃষ্টি না করিলেও নিজ অন্তরে উহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে– উহাকে অন্তরে ধরিয়া রাখা হইয়াছে, উহার প্রতিলক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে; সময়ে উহার প্রতি ঘৃণাও আসিয়াছে আবার সময়ে ঘৃণা উঠিয়াও গিয়াছে– ইহাকে 'খাতের' বলা হয়।

৩. যে কল্পনাকে অন্তরে নিজে সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেয় নাই; উহা শেষ হইয়া গিয়াছে– ইহাকে 'হাদীছুন নফছ' বলা হয়।

www,BANGLAKITAB.com

৪. কল্পনা সৃষ্টি করিয়া বা সৃষ্ট কল্পনাকে অন্তরে স্থান দিয়া উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, উহা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, কিন্তু কল্পনাটিকে অন্তরে বদ্ধমূল করে নাই, উহার উপর দৃঢ়তা জন্মায় নাই– ইহাকে 'হাম্ম' বলা হয়। এই তিনটি স্তরকেই 'হাদীছুন নফছ' নামও দেওয়া হয়। এই তিনটি স্তর গোনাহ ও অসৎ বিষয় হইলে এই উম্মতের জন্য ইহার গোনাহ লেখা হইবে না। ইহার মার্জনা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমত। নেক ও ভাল বিষয়ে এই স্তরগুলি হইলে অনেকের মতে ইহার সওয়াব লেখা হইবে– ইহাও এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ রহমত।

৫. যে খেয়াল ও কল্পনা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, যাহার সম্পর্কে অন্তরে দৃঢ়তা সৃষ্টি হইয়াছে– ইহাকে 'আযম' বলা হয়। ইহা দুই প্রকার–

ক. ঐরূপ খেয়াল ও কল্পনা কোন ইসলাম বিরোধী বিষয়ে বা আকীদা ও মতবাদ সম্পর্কে হইলে তাহা মোটেই মার্জনীয় নহে, বরং কোন কুফুরী বিষয়ে হইলে উক্ত দৃঢ় খেয়াল ও কল্পনার দরুন ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে। যথা– আল্লাহ্ সম্পর্কে বা আল্লাহর একত্ব ইত্যাদি গুণাবলী সম্পর্কে বিরূপ মতবাদের কল্পনা ও খেয়াল দৃঢ় হইলে ঐ ব্যক্তি কাফের হইয়া যাইবে, যদিও মুখে উহা প্রকাশ করে নাই। আর যদি ঐ দৃঢ় খেয়াল কোন মনোগত গোনাহ্ সম্পর্কে হয়; যথা শরীয়ত বিরোধী কাজকে ভালবাসা, শরীয়তসম্মত কাজকে মন্দ ভাবা। তবে ইহাতে অবশ্যই গোনাহ্ হইবে– ইহা তওবা ব্যতিরেকে মাফ হইবে না।

খ. এরূপ দৃঢ় খেয়াল ও কল্পনা কোন হারাম বা গোনাহের কাজ সম্পর্কে হইলে; যথা– কোন মহিলার সহিত ব্যভিচার করা, কাহারও মাল আত্মসাৎ করা ইত্যাদি। যদি কেহ্ এই শ্রেণীর কার্যের বদ্ধমূল পরিকল্পনা এবং দৃঢ় খেয়াল ও ইচ্ছা করে– সেই ক্ষেত্রে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে এরূপ বদ্ধমূল পরিকল্পনা ও দৃঢ় ইচ্ছা করার দরুনই তাহার নামে ঐ কাজের গোনাহ্ লিখিত হইয়া যাইবে– যদিও কোন বাধার কারণে শেষ পর্যন্ত সে ঐ কাজ নাও করিয়া থাকে। কাহারও মতে কার্য না করা পর্যন্ত ঐ পরিকল্পিত কার্যের গোনাহ্ তো হইবে না, কিন্তু পাপের কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করার গোনাহ্ হইবে। কাহারও মতে গোনাহের কাজ বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত কোন গোনাহ্ হইবে না। পূর্ববর্তী তিন স্তরের ন্যায় এই স্তরও মোহাম্মদী উম্মতের

www,BANGLAKITAB.com

জন্য মাফ ও মার্জনীয়। অবশ্য বদ্ধমূল পরিকল্পনা ও দৃঢ় ইচ্ছা করার পর কোন বাধার কারণে নয় বা সুযোগ নষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং আল্লাহর ভয়ে যদি ঐ কার্যকে বাস্তবায়িত করা হইতে বিরত থাকে তবে সর্বসম্মত রূপেই ঐ ক্ষেত্রে গোনাহ হইবে না, বরং তাহার জন্য একটি সওয়াব লিখিয়া নেওয়া হইবে।

পক্ষান্তরে কোন নেক কাজ করার ঐরূপ বদ্ধমূল পরিকল্পনা ও দৃঢ় ইচ্ছা করিলে সর্বসম্মত রূপেই তাহার জন্য ঐ কাজের সওয়াব লেখা হইবে এবং উহা কার্যে পরিণত করিলে দশ হইতে সাতশত বা আরও অধিক গুণ সওয়াব লেখা হইবে। (ফাতহুল মুলহিম ১/২৭৮)

● এই পর্যন্ত আলোচনা হইল ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনার গোনাহ ও সওয়াব সম্পর্কে। আর একটি মছআলাহ আছে– নামাযের মধ্যে ধ্যান-খেয়াল কল্পনা সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে। এ সম্পর্কে সকলেই একমত যে, ইহা নামাযের বিশেষ বস্তু 'খুশুখুযু' তথা একাগ্রতার পরিপন্থী হওয়ায় ইহা দ্বারা নামাযের সওয়াবের ক্ষতি হইয়া থাকে, যদিও কোন কু-কর্মের ধ্যান-খেয়াল না হয়। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৬৪৩ নং হাদীসের শিরোনাম রহিয়াছে।

১১১. (মেঃ) হাদীস। (মদীনা নিবাসী বিশিষ্ট তাবেয়ী) কাসেম ইবনে মোহাম্মদ (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّىْ أَهِمُّ فِىْ صَلٰوتِىْ فَيَكْثُرُ ذٰلِكَ عَلَىَّ فَقَالَ لَهُ امْضِ فِىْ صَلٰوتِكَ فَإِنَّهُ لَنْ يَّذْهَبَ عَنْكَ حَتّٰى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُوْلُ مَا أَتْمَمْتُ صَلٰوتِىْ

"এক ব্যক্তি মছআলা জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে বলিল, নামাযের মধ্যে আমার সন্দেহ আসে– অনেক বেশী সন্দেহ আসে। কাসেম (রহ.) তাহাকে বলিলেন, তুমি (সন্দেহের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া) নামায পড়িতে থাকিবে; (সন্দেহের পেছনে পড়িয়া নামায পড়ায় বাধাগ্রস্ত হইও না।) কেননা (সন্দেহ সৃষ্টিকারী) শয়তান তোমার হইতে দূর হইবে না যাবৎনা তুমি নামাযকে পূর্ণ কর (মনে মনে) এই বলিয়া যে, আমি অসম্পূর্ণ নামাযই পড়িলাম।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে নামায হইতে বিরত রাখা সহজসাধ্য নহে, তাই শয়তান তাহার নামায ছাড়াইবার জন্য এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। প্রথমতঃ তাহাকে পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে অতিরিক্ত ও অমূলক সন্দেহে পতিত করার চেষ্টা করে। যথা– কাপড়ে, শরীরে কোন নাপাকী লাগার ও পেশাবের ফোটা আসার বা ছিটা লাগার অমূলক সন্দেহে ফেলিতে থাকে। তারপর অযু পূর্ণ না হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করিতে থাকিয়া তাহার অযুকে দীর্ঘতর করে, এমনকি উহাতে লিপ্ত করিয়া তাহাকে জামাত ছাড়াইতে কৃতকার্য হয়। অযুর পানি সম্পর্কে নানারূপ নিষ্প্রয়োজন সন্দেহে পতিত করিয়া অযুকে তাহার জন্য কঠিন হইতে কঠিন করিয়া দেয়। এইভাবে নানারূপে অযুর মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার কাজে যে শয়তান-দল নিয়োজিত রহিয়াছে হাদীস শরীফে উহার নাম বা খেতাব ব্যক্ত হইয়াছে, 'ওয়ালাহান' (মেশকাত শরীফ ৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই শয়তান-দল অযুর মধ্যে বিরক্তি ও কাঠিন্য সৃষ্টি করিয়া মানুষকে নামায হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ধাপে শয়তান নামাযের মধ্যেও নানারূপ খটকা, অমূলক সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করিয়া থাকে, যেন নামাযী ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া নামায ছাড়িয়া দেয়। নামাযের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির কাজে যেই শয়তান-দল নিয়োজিত রহিয়াছে তাহার নাম বা খেতাব হাদীসে ব্যক্ত হইয়াছে– 'খিনযাব' (মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য)।

এই শ্রেণীর সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তি পাইবার পন্থা হইল, উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। অযুর মধ্যে উহা হইলে এই কথার উপর মনকে সুদৃঢ় করিয়া নিবে যে, যে অযু আমি করিয়াছি উহা দ্বারাই আমি নামায পড়িব, সন্দেহের দরুন অযু অসম্পন্ন না থাকে, যদি থাকে তবে ঐরূপ অসম্পন্ন অযু দ্বারাই আমি নামায পড়িব– উহাতেই আমার নামায হইয়া যাইবে। তদ্রূপ নামাযের মধ্যে উহা হইলে মনকে ইহার উপর সুদৃঢ় করিয়া নিবে যে, অপ্রমাণিত সংশয়-সন্দেহের দরুন নামায অসম্পন্ন থাকে না, যদি থাকে তবে আমি ঐরূপ অসম্পন্ন নামাযের উপরই ক্ষান্ত থাকিব। অবশ্য রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হইলে নিম্নে বর্ণিত বিধান মতে কাজ করিবে–

www,BANGLAKITAB.com

যদি ঐ সংশয় কদাচিৎ হয় তবে উক্ত নামায ভঙ্গ করতঃ নতুনভাবে আরম্ভ করিয়া নামায শেষ করিবে। আর যদি ঐরূপ সংশয়ের ঘটনা বেশী হয় (এমনকি, বৎসরে দুইবার হইলেও) তবে যেই দিকের ধারণা প্রবল হইবে উহাকে অবলম্বন করিবে এবং অপর দিককে উপেক্ষা করিয়া দিবে। আর যদি উভয় দিকের ধারণা সমান হয় তবে কমের দিককেই অবলম্বন করিবে, নামাযের বৈঠক সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তথ্য আছে কোন আলেমের নিকট হইতে জানিয়া লইবে। এইসব ভাবনা-চিন্তায় যদি কোন ফরজ বা ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব ঘটে তবে সেজদা সাহু দিতে হইবে। অবশ্য রাকাত-সংখ্যার সন্দেহ যদি নামায শেষ করিবার পরে বা সালাম ফিরিবার নিকটবর্তী সময়ে উদয় হয় তবে উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবে না (শামী ১-৭০৫)।

মিথ্যা কসম দ্বারা অন্যের সত্ত্ব নষ্ট করার ভয়াবহ পরিণাম

১১২. (মোসঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ قَضِيْبٌ مِّنْ اَرَاكٍ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের স্বত্বাধীন বস্তুকে মিথ্যা কসম দ্বারা হাসিল করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য দোযখ অবধারিত করিয়া দিবেন এবং বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি উহা অতি সামান্য বস্তু হয়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাবলা গাছের একটি ডালা হইলেও।"

ব্যাখ্যা ঃ যে সব অমুসলিমরা দেশের অনুগত নাগরিক বা যাহাদেরসঙ্গে সহ-অবস্থান প্রবর্তিত রহিয়াছে তাহাদের ধন-সম্পদও মুসলমানের ধন-সম্পদ তুল্য।

১১৩. (মোসঃ) হাদীস। ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– 'হাজরা মাওত' এলাকার এক ব্যক্তি এবং 'কিন্দা' এলাকার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইল। প্রথম

www,BANGLAKITAB.com

ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার এমন একটি জমি জবর-দখল করিয়া নিয়াছে যাহা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, উহা আমার জমি; আমার ভোগ-দখলে রহিয়াছে, আমি উহা চাষ করি; তাহার কোন স্বত্ব উহাতে নাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাক্ষী আছে কি? সে বলিল, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তবে তুমি বিবাদী হইতে কসম লইতে পার।

সে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! বিবাদী ব্যক্তি তো খারাপ প্রকৃতির লোক; সে (সত্য-মিথ্যা) যে কোন বিষয়ের উপর কসম খাইতে কোন পরওয়া করিবে না এবং কোন কিছু হইতেই সে সংযত থাকিবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার হইতে কসম লওয়া ভিন্ন তোমার আর কোন অধিকার তাহার উপর নাই।

অবশেষে (বিবাদীর কসম খাওয়াই সাব্যস্ত হইল) সে কসমের জন্য অগ্রসর হইল। যখন সে কসম খাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকলে জানিয়া রাখ– বাদীর স্বত্বাধিকারের মালের উপর যদি এই ব্যক্তি কসম খাইয়া থাকে– অন্যায়রূপে উহা ভোগ করার জন্য তবে নিশ্চয় সে যখন আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হইবে তখন আল্লাহ তাআলা তাহার হইতে (রহমতের) দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিবেন।

অপর বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিলেন–

مَنِ اقْتَطَعَ اَرْضًا ظَالِمًا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন সম্পত্তি হাসিল করিবে সে যখন আল্লাহর দরবারে হাজির হইবে তখন আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি রাগান্বিত থাকিবেন।"

১১৪. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইল।

www,BANGLAKITAB.com

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ قَالَ فَاَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِى النَّارِ

"ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! বলুন তো যদি কোন লোক আমার মাল নিয়া যাওয়ার জন্য আসে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার মাল তাহাকে নিতে দিও না; (তাহাকে সাধ্যানুযায়ী বাধা দাও)। ঐ ব্যক্তি বলিল, বলুন তো যদি সে আমার উপর আক্রমণ চালায়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও (সাধ্যানুযায়ী) তাহার উপর আক্রমণ চালাও। ঐ ব্যক্তি বলিল, বলুন তো যদি আমি তাহার আক্রমণে নিহত হই? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তুমি শহীদ হইবে। সে বলিল, বলুন তো যদি আমি তাহাকে হত্যা করি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে সে দোযখে যাইবে।"

শাসনকর্তার দায়িত্বে অবহেলার পরিণতি

১১৫. (মোসঃ) হাদীস। মাকেল ইবনে ইয়াছার (রাযি.) রোগাক্রান্ত হইলে শাসনকর্তা ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাঁহাকে দেখিতে আসিল। (ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ভীষণ অত্যাচারী ও ভয়ঙ্কর কঠোর প্রকৃতির শাসনকর্তা ছিল। ইমাম হুসাইন [রাযি.]কে কারবালায় শহীদ করার অভিযানে ইয়াজীদের পক্ষ হইতে সে-ই সামরিক গভর্নর ও অভিযানের পরিচালক ছিল। তাহার অত্যাচারী ও কঠোর হওয়া বুঝাইবার জন্য প্রথমে) মাকেল (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, তোমাকে আমি একটি হাদীস বর্ণনা করিয়া শুনাইব। যদি আমি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত না হইতাম; (অর্থাৎ এই হাদীস দ্বারা তুমি উপদেশ গ্রহণ করিবে সেই আশা মোটেই নাই; সুতরাং অযথা তোমার অত্যাচারে পতিত হওয়ার আশঙ্কামুক্ত যদি না হইতাম) তবে তোমাকে এই হাদীস শুনাইতাম না। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَا مِنْ اَمِيْرٍ يَلِىْ اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَلَا يَنْصَحُ اِلَّا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ مَعَهُمْ

www,BANGLAKITAB.com

"যে কোন শাসক মুসলমানদের শাসন কার্যের ভার গ্রহণ করে, অতঃপর তাহাদের সুখ-শান্তির জন্য সচেষ্ট না হয় এবং তাহাদের কল্যাণ কামনা না করে সে কখনও মুসলমানদের সঙ্গে শামিল হইয়া বেহেশতে যাইতে পারিবে না।"

মুসলমানদের মধ্যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি

১১৬. (মোসঃ) হাদীস। হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা (খলীফা) ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাদেরে জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ফেতনা-ফাসাদের আলোচনা তোমাদের মধ্য হইতে কে শুনিয়াছে? একদল লোক বলিল, আমরা শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, তোমরা হয় তো পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদের সহিত ব্যবহারে ও তাহাদের সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনে ফেতনা-ফাসাদ তথা ত্রুটি-বিচ্যুতি (আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য) মনে করিয়াছ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তাহারা ইহাও বলিল, ঐসব ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদির দ্বারা হইয়া যায়।

ওমর (রাযি.) বলিলেন, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হইল এই যে, তোমাদের মধ্যে কে শুনিয়াছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলোচনা করিতে ঐ ফেতনা-ফাসাদের (বিশৃঙ্খলার) যাহা সমুদ্রের তরঙ্গ-লহরের ন্যায় একের পর এক সমাজে বিস্তার লাভ করিবে।

হুযায়ফা (রাযি.) বলেন, ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই কথার উপর সকলেই চুপ হইয়া গেল। তখন আমি বলিলাম, আমি (ঐ শ্রেণীর ফেতনা-ফাসাদের আলোচনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি)। ওমর (রাযি.) বলিলেন, (তোমার ন্যায় সুসন্তান জন্ম দেওয়ায়) তোমার পিতা আল্লাহর রহমত স্বরূপ।

অতঃপর হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ
عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَىُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ
نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَاَىُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَصِيْرَ

www,BANGLAKITAB.com

قَلْبَيْنِ عَلٰى اَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَايَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (অমঙ্গলের ও বিপর্যয়ের যুগের অবস্থা বর্ণনায়) বলিতে শুনিয়াছি, মানুষের মন ও হৃদয়পটের উপর নানা রকম ফেতনার তথা ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলার প্রভাব একটার পর একটা আসিতে থাকিবে– যেরূপে চাটাই বুননের সময় একটার পর একটা শলাকা বুননের মধ্যে দেওয়া হয়। যেই হৃদয় সেই ফেতনা তথা ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইবে সেই হৃদয়ে (এক-একটা ফেতনার প্রভাব গ্রহণে এক) একটা কাল দাগ পড়িয়া যাইবে। (এবং সেই দাগের আধিক্যে সম্পূর্ণ হৃদয়পট কাল হইয়া যাইবে; উহাতে ঈমান-ইসলামের নূর মোটেই অবশিষ্ট থাকিবে না)। আর যেই হৃদয় ফেতনার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না– ফেতনাকে হটাইয়া দিবে ও উপেক্ষা করিবে সেই হৃদয়ে (ঈমান-ইসলামের নূর বহাল থাকায় উহার প্রতিটি অংশে) উজ্জ্বলতার ছাপ বিরাজমান থাকিবে। ফলে (ঈমান-ইসলামের দাবীদারদের) হৃদয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এক শ্রেণী হইবে শ্বেত বর্ণের মর্মর পাথরের ন্যায়; আসমান-যমীন থাকা তথা দুনিয়ার শেষ আয়ু পর্যন্ত কোন ফেতনা তথা কোন প্রকার ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা উহার (উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া) ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। (যেরূপে মর্মর পাথরের গায়ে মসৃণতার দরুন কোন প্রকার ময়লা লাগে না; উহার শ্বেত বর্ণও বিনষ্ট হয় না।) অপর শ্রেণী হইবে কাল– মাটি বা ছাই ভস্মরূপী; উহা হইবে উপুড় করা বাটি বা গ্লাসের ন্যায় (–যে, উহাতে সুবুদ্ধি সুজ্ঞানের ফোঁটা মাত্রও থাকিবে না)। ফলে ঐ হৃদয় প্রকৃত ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ উপলব্ধি করিবে না, যেসব ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলার প্রতি উহার আকর্ষণ জন্মিয়াছে একমাত্র সেই সবকেই ভাল গণ্য করিবে এবং উহার প্রতিই ছুটিয়া চলিবে।

● বর্তমান যুগে উচ্ছৃঙ্খল সমাজ– বিশেষতঃ তরুণদের অবস্থা এই হাদীসের আলোতে অনুধাবন করা হইলে দেখা যাইবে, নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা অতি দ্রুত পরিদৃষ্ট হইতেছে। বয়স্কদের অনেকেও উহাতে বাধা সৃষ্টি

www,BANGLAKITAB.com

না করিয়া ঐরূপ স্রোতেই ভাসিয়া যাইতেছে। জ্ঞানীগণের সতর্ক হইতে হইবে- যে কোন দফা, যে কোন দাবী, যে কোন মতবাদ, যে কোন নতুন প্ল্যান-পদ্ধতির প্রতি ঝোঁকের প্রবণতায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে তাঁহারাও অশুভ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবেন। এই শ্রেণীর ঝোঁক হৃদয়পটে ঈমান-ইসলামের আলোকে কাল আবরণ দ্বারা বিলীন করিয়া দেয়, ফলে সুজ্ঞান সুবুদ্ধিহারা হইয়া যাইতে হয়।

১১৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

"ইসলাম আরম্ভ হইয়াছিল প্রবাসী ব্যক্তির ন্যায় (অপরিচিত, নিঃসহায় ও নিঃসঙ্গরূপে)। অচিরেই পুনরায় উহা প্রথম অবস্থার ন্যায় প্রবাসীরূপী হইয়া পড়িবে। যাহারা সেই প্রবাসীরূপী ইসলামকে আঁকড়িয়া থাকিবে তাহাদের জন্য (আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ হইতে) মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের সুসংবাদ।

১১৮. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِيْ جُحْرِهَا

"নিশ্চয় ইসলাম আরম্ভ হইয়াছিল প্রবাসীরূপে, পুনরায় উহা প্রবাসীরূপী হইয়া পড়িবে- যেরূপে উহা আরম্ভ হইয়াছিল। আর ইসলাম (এক সময়ে আশ্রয় গ্রহণে) ফিরিয়া আসিবে উভয় (হরম শরীফের) মসজিদের (তথা মসজিদদ্বয়ের শহর মক্কা-মদীনার) এলাকায় যেভাবে সাপ উহার গর্তে ফিরিয়া আসে।"

● মক্কা-মদীনায় ইসলামের আশ্রয় গ্রহণের যে কথা বলা হইয়াছে ইহা পর্যায়ক্রমে দজ্জালের আবির্ভাব কালে হইবে। দজ্জালের ভয়াবহ ও অসাধারণ ফেতনার প্রাদুর্ভাবে মুসলমানগণ স্বীয় ইসলাম লইয়া মক্কা-মদীনায় আশ্রয় লইবে। মক্কা-মদীনায় দজ্জাল প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে।

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় 'গরীব' শব্দের অর্থ বিদেশী বা প্রবাসী। মানুষ বিদেশে অপরিচিত হয়, অসহায় এবং সঙ্গীহীন হয়। ইসলাম তাহার আবির্ভাবকালে জগৎবাসীদের নিকট নিতান্তই অপরিচিত, অসহায়, সাহায্য-সমর্থনকারী বিহীন ছিল। ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়া ইসলাম বিশ্ব বিজয়ী হয়, সারা বিশ্বে ইসলাম গৌরবময়রূপে পরিচিত হয়, উহার সাহায্য-সমর্থনকারীর সংখ্যা অসংখ্যে পরিণত হয়, ইসলামের জয়-জয়কারে সারা বিশ্ব গুঞ্জিত হয়। নবীজীর আমলেই এই অবস্থার সূচনা হয়; সেই অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরে সতর্ককরণ উদ্দেশ্যে অতীতের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ইসলাম পুনরায় জগৎবাসীদের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ উহার শিক্ষা ও আদর্শ দুনিয়ার লোকদের নিকট অপরিচিত বস্তুর ন্যায় হইয়া পড়িবে। ফলে উহার সাহায্য-সমর্থনকারীর সংখ্যা শূন্যের কোঠার নিকটবর্তী আসিয়া যাইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেবকদেরে উৎসাহ দানকল্পে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি যখন দেশজোড়া ঐরূপ বৈরী ভাব সৃষ্টি হইয়া পড়িবে তখন যাহারা ঐ বিকৃত জনমতকে উপেক্ষা করিয়া ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে আঁকড়িয়া থাকিবে তাহাদের জন্য আল্লাহ ও রসূলের পক্ষ হইতে সর্বময় মঙ্গলের সুসংবাদ থাকিবে। যেমন পূর্বে এক হাদীসে এইরূপ ব্যক্তির জন্য একশত-শহীদের সওয়াব বর্ণিত হইয়াছে।

● অবশ্য আলোচ্য হাদীসের সুসংবাদ যাহাদের জন্য তাহাদের সম্পর্কে একটি বিশেষ শর্তও অপর এক হাদীসে উল্লেখ হইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "আমার পরে লোকদের দ্বারা বিকৃত আমার সুন্নতের সংস্কারে যাহারা সচেষ্ট থাকিবে।"

এই ১১৭ ও ১১৮ নং হাদীসদ্বয়ের বিষয়বস্তু সম্বলিত তিরমিযী শরীফের একখানা হাদীস ৮৩ নম্বরে অনূদিত হইয়াছে। তথায় এই শর্তের উল্লেখ রহিয়াছে।

১১৯. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

"কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হইবে না– যাবৎ না এই অবস্থা হইয়া যায় যে, ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ, আল্লাহ নাম উচ্চারণকারী কেহ নাই।"

নাজাত তথা পরকালের মুক্তি নবীজীর প্রতি ঈমানে সীমাবদ্ধ

১২০. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ

"যেই মহাশক্তিমানের হস্তে (আমি) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জান তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি– আমার প্রেরিত হওয়ার যুগ হইতে জগতের প্রলয় পর্যন্ত– এই সুদীর্ঘ আমলের মানবগোষ্ঠী হইতে যে কোন ব্যক্তি (এমনকি পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মত হওয়ার দাবীদার হইলেও যথা–) ইহুদী বা নাসরানী আমার সংবাদ শুনিবে অতঃপর যেই দ্বীন বা ধর্ম প্রদান করিয়া আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান গ্রহণ না করিয়া মরিবে, নিশ্চয় সে জাহান্নামী হইবে।"

ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ সম্পর্কে

হযরত ঈসা (আ.) যখন ইহজগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল না। (ত্রিশ বৎসর বয়সে) তাঁহাকে জীবিত আসমানে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। তখন হইতে তিনি আসমানেই জীবিত অবস্থায় আছেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে (বিভিন্ন আলামত বা বিশেষ বিশেষ নিদর্শন প্রকাশকালে) তিনি আসমান হইতে ইহজগতে অবতরণ করিবেন এবং বিশেষ সময়-কালের জীবন কাটাইয়া মৃত্যুবরণ করিবেন।

ইহা ইসলামের একটি বিশেষ আকীদা-বিশ্বাস ও জরুরী মতবাদ। এই আকীদার প্রতিটি অংশই সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

www,BANGLAKITAB.com

আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার তথ্যটি তো পবিত্র কুরআনে স্পষ্টরূপে বর্ণিত (৩ পারা, ২ রুকু দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত আকীদা ও বিশ্বাসের পরিপন্থী বা বিপরীত মতবাদ পোষণ করা ঈমান বিনষ্টকারী ও ইসলামী মতবাদের পরিপন্থী।

১২১. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

"আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি– নিশ্চয় মরয়ম পুত্র (ঈসা আলাইহিস সালাম) অবতরণ করিবেন ন্যায়পরায়ণ শাসন পরিচালকরূপে। সেমতে তিনি ক্রুশ বিনাসের অভিযান চালাইবেন, শুকর নিধনের অভিযান চালাইবেন। (আমাদেরই শরীয়তের মছআলাহ এই যে, অমুসলিমকে জিযিয়া-করের বিনিময়ে নিরাপত্তা ও নাগরিকত্ব প্রদান করা হযরত ঈসার অবতরণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ; অতঃপর ইসলাম গ্রহণ ভিন্ন নিরাপত্তা লাভ হইবে না। সেমতে) তিনি জিযিয়া-কর গ্রহণ রহিত করিয়া দিবেন। (তাঁহার আগমনে লোকদের অন্তরে কিয়ামতের ভীতি ও নিকটবর্তীতা বদ্ধমূল হইয়া যাইবে; তাই ধন-দৌলতের মায়া-মোহ মোটেই থাকিবে না। ফলে) পূর্ণ বয়স্কা মাদী উটগুলিকেও রক্ষিতাবিহীন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে; (মালিকের পক্ষ হইতে) উহা রক্ষণাবেক্ষণে তৎপরতা মোটেই অবলম্বিত হইবে না এবং পরস্পর শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা দূর হইয়া যাইবে। (কারণ, ধন-সম্পদের মায়া-মোহের দরুণই ইহা সৃষ্টি হয়– কিয়ামতের ভীতির দরুণ তখন উহা মোটেই থাকিবে না,) অধিকন্তু ধন-দৌলতের প্রতি ডাকা হইলেও তাহা কেহ গ্রহণ করিবে না।"

● হযরত ঈসা (আ.) তাঁহার আবির্ভাব সময়ে তিনি নবীরূপে আসিয়াছিলেন এবং তিনি নিশ্চয় একজন নবী। কিন্তু ভবিষ্যতকালে তাঁহার

www,BANGLAKITAB.com

অবতরণ সময়ে তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসন পরিচালকরূপে অবতরণ করিবেন। ঐ সময়ে ধরাপৃষ্ঠে নবুয়ত প্রচলিত থাকিবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। যেরূপ এক রাষ্ট্রে অপর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আগমন হইয়া থাকে। তিনি নিজ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তখনও নিশ্চয় থাকেন, কিন্তু অপর রাষ্ট্রের তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন না; বরং অতিথি হইয়া থাকেন। তদ্রূপ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের আমলে ধরাপৃষ্ঠে হযরত ঈসার অবতরণকালে তিনি নিজ আমলে প্রাপ্ত নবুয়তের নবী নিশ্চয় থাকিবেন– উহা তাঁহার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না, কিন্তু তিনি এই উম্মতের নবী পরিগণিত হইবেন না, ন্যায়পরায়ণ শাসক হইবেন।

● ক্রুশ বিনাশ ও শুকর নিধন দ্বারা ঈসা (আ.) বর্তমান খ্রিস্টানদের গর্হিত মতবাদ ও নীতির ভ্রষ্টতা প্রকাশ করিবেন। ক্রুশ-প্রতীককে যে ইতিহাসের স্মারক বানাইয়া বর্তমান খ্রিস্টান জগৎ উহাকে ধর্মীয় প্রতীকের রূপ দান করিয়াছে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ মিথ্যা ও গর্হিত– উহার মধ্যে বাস্তবতার লেশমাত্র নাই। আর বর্তমান খ্রিস্টান জগৎ যে শুকরকে হযরত ঈসার শরীয়ত মতে হালাল ও বৈধ গণ্য করিয়া থাকে তাহাও মিথ্যা; শুকর তাঁহার শরীয়তেও হারামই ছিল।

১২২. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ قَالَ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ ... فَاَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"কী (সুন্দর) অবস্থা হইবে তোমাদের! যখন মরয়ম-পুত্র তোমাদের মধ্যে অবতরণ করিবেন এবং তোমাদের অন্তর্ভুক্তরূপে তোমাদের শাসন পরিচালনা করিবেন।"

(এই হাদীসের বর্ণনাকারী মোহাদ্দেস) ইবনে আবুজেব (اَمَّكُمْ مِنْكُمْ -এই বাক্যের অর্থ স্পষ্ট ভাষায়) বলিয়াছেন যে, তোমাদের মহান প্রভুর

www,BANGLAKITAB.com

কিতাব (কুরআন) এবং তোমাদের নবীর হাদীস অনুযায়ী তোমাদের শাসন পরিচালনা করিবেন।

● চরম ফেতনা ও বিপর্যয়ের সময় ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচেষ্টায় ও ফয়েজ-বরকতে তৎকালীন জগদ্বাসীর ঈমান-ইসলামের অবস্থা নিতান্ত উন্নত ও উত্তম হইবে। ফলে আল্লাহ্ তাআলার তরফ হইতে তাহাদের প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল হইবে, তাহারা ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের সহিত সুখ-শান্তিময় জীবন লাভ করিবে– যাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক অনেক হাদীসে রহিয়াছে। সেই অবস্থাকেই আলোচ্য হাদীসে সুন্দর অবস্থা বলা হইয়াছে।

১২৩. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি–

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُوْلُ لَا اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْاُمَّةَ

"হক্ক বা সত্য তথা দ্বীন ইসলামের জন্য প্রাবল্যের সহিত সংগ্রামকারী কোনও একটি দল আমার উম্মতের মধ্যে সদা বিদ্যমান থাকিবে কিয়ামত পর্যন্ত। (এই অবস্থার মধ্যেই কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) মরয়ম-পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করিবেন। (তাঁহার অবতরণ মুহূর্তে নামাযের জামাত দণ্ডায়মান হইবে, তাই) মুসলমানদের উপস্থিত আমীর বা প্রধান (ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম তাঁহাকে) অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, আসুন– (ইমাম হইয়া) আমাদের নামায পড়াইয়া দিন। ঈসা (আ.) বলিলেন, না– আপনাদেরই একজন অপরদের প্রধান (যথা– জামাতের ইমাম) হইবেন; এই বিধান আল্লাহর তরফ হইতে এই উম্মতের জন্য একটি বিশেষ সম্মানের ব্যবস্থা।"

১২৪. (আঃ) হাদীস। নাওয়াছ ইবনে ছাময়ান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দজ্জালের আলোচনায় বলিলেন–

www,BANGLAKITAB.com

إِنْ يَّخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَّخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ خَلِيفَتِي عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ قُلْنَا وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ تَكْفِينَا فِيهِ صَلٰوةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ

"তোমাদের মধ্যে আমি বর্তমান থাকা অবস্থায় যদি দজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে তাহার প্রতিকার আমিই করিব– তোমাদের কিছু করার প্রয়োজন হইবে না। আর আমার অবর্তমানে যদি তাহার আবির্ভাব হয় তবে তোমাদের প্রত্যেককে নিজের পক্ষ হইতে প্রতিকার করিতে হইবে এবং (আমি দোয়া করি) আল্লাহ যেন প্রত্যেক মুসলমানকে আমার স্থলে তাঁহার বিশেষ সাহায্য দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

তোমাদের যে কেহ দজ্জালের সাক্ষাৎ পাইবে সে যেন তাহাকে দেখামাত্র (পবিত্র কুরআন) সূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া নেয়; উহা তাহার ফেতনা হইতে তোমাদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচ।

আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দজ্জালের সময় কালের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, চল্লিশ দিন; তবে প্রথম একদিন এক বৎসর তুল্য, আর একদিন এক মাস তুল্য, আর একদিন এক সপ্তাহ তুল্য এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের স্বাভাবিক দিনের তুল্যই হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! যেই দিনটি এক বৎসর তুল্য হইতে উহাতে এক দিবা-রাত্রির নামাযই কি যথেষ্ট হইবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না– উহার নামাযের জন্য স্বাভাবিক দিনের (নামাযের ব্যবধানের) পরিমাণ করিতে হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতঃপর মরয়ম-পুত্র ঈসা (আ.) অবতরণ করিবেন; দামেশক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত (মসজিদের) শ্বেতবর্ণের মিনারায় তাঁহার অবতরণ হইবে। তিনি দজ্জালকে (সিরিয়াস্থিত) "বাবে লুদ্দ" (নামক বস্তি বা পূর্বত)-এর নিকটে নিজ আওতায় পাইবেন এবং তাহাকে হত্যা করিবেন। (২/২৩৭)

● দজ্জালের আবির্ভাব নবীজীর যমানার অনেক পরে কিয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে হইবে– এই বিষয় আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে অবগত হওয়ার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উক্তি করিয়াছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তিরমিযী শরীফেও হযরত ঈসার অবতরণের হাদীস আছে– উহা মোসলেম শরীফে বর্ণিত প্রথম হাদীসটির সংক্ষিপ্ত অনুরূপ। ইবনে মাজা শরীফেও আছে– উহা দজ্জালের বিস্তারিত বিবরণের হাদীসের এক অংশ, সুতরাং দজ্জালের বিবরণেই ইনশাআল্লাহ তাআলা উহার অনুবাদ হইবে।

১২৫. (মেঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِلَى الْاَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهٗ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَّاَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِىْ فِىْ قَبْرِىْ فَاَقُوْمُ اَنَا وَعِيْسَى فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ

"মরয়ম-পুত্র ঈসা ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করিবেন, অতঃপর বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তানও হইবে। ধরাপৃষ্ঠে তাঁহার অবস্থান ৪৫ বৎসর হইবে, তারপর তাঁহার মৃত্যু হইবে এবং আমার সংলগ্নে তিনি সমাহিত হইবেন; সেমতে একই কবরস্থান হইতে আমি এবং ঈসা পুনরুত্থিত হইব– আমাদের দুই পার্শ্বে আবু বকর ও ওমর হইবেন।" (ইবনুল জওযী, কিতাবুল অফা)

যেই সময়ে কাহারও নতুন ঈমান মকবুল এবং উপকারী হইবে না

১২৬. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ

"(কিয়ামত আসন্নের) তিনটি আলামত বা নিদর্শন আছে, যাহার প্রকাশ হইলে পর কোন এমন ব্যক্তির ঈমান তাহার জন্য উপকারী হইবে না যে ইহার পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে নাই (বরং ঐ আলামত প্রকাশের পর ঈমান অবলম্বন করিয়াছে)। অথবা ঈমান অবস্থায় পূর্বে ভাল কাজ করে নাই, (তথা ফরজ-ওয়াজিব আদায় করে নাই, হারাম বর্জন করে নাই, ঐ আলামত প্রকাশের পর নিজ অবস্থার সংশোধন তথা তওবা করিয়াছে এবং ফরজ-ওয়াজিব আদায় ও হারাম বর্জন করিয়াছে– এই তওবা এবং এই ভাল কাজও তাহার পক্ষে মকবুল ও উপকারী হইবে না। ঐ আলামত বা নিদর্শন তিনটি হইল–)

১. অস্তের দিক হইতে সূর্যের উদয় হওয়া।

২. দজ্জালের আবির্ভাব।

৩. ভূগর্ভ হইতে একটি (পশু আকৃতি) জীবের আত্মপ্রকাশ (– যাহা মানুষের ন্যায় কথা বলিবে।"

● উল্লিখিত আলামতগুলির বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা বক্ষমান কিতাবের শেষ খণ্ডে "কিয়ামতের আলামত" বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ তাআলা বর্ণিত হইবে।

● দজ্জালের আবির্ভাবের পর অস্তের দিকে সূর্যের উদয় ও ভূগর্ভ-জীবের প্রকাশ উভয় আলামত একই দিনে প্রকাশ পাইবে।

কাহারও মতে নতুন ঈমান ও তওবা গৃহীত না হওয়া শুধু ঐ এক দিনের জন্য হইতে পারে। যাহারা ঐ আলামত প্রকাশের পর বয়োঃপ্রাপ্ত হইয়া ঈমান ও ইসলামের আদিষ্ট হইয়াছে, এমনকি দীর্ঘদিনের ব্যবধানে যাহারা উক্ত আলামতের ঘটনাকে ভুলিয়া গিয়াছে; অতএব উহার ভীতি ও আতঙ্কে নহে, বরং স্বাভাবিকভাবে মনের পরিবর্তনে ঈমান গ্রহণ করিয়াছে বা তওবা করিয়াছে এই উভয় শ্রেণীর লোকদের ঈমান ও তওবা গৃহীত হইবে।

(বয়ানুল কুরআন ৮ পারা, ৭ রুকু)

www,BANGLAKITAB.com

বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বহু প্রমাণাদি দৃষ্টে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, ঐ দিন হইতে নতুন ঈমান ও তওবা গ্রহণ বন্ধ হইয়া সদা উহা বন্ধই থাকিবে; পরবর্তী কোন দিনই আর নতুন ঈমান ও তওবা গৃহীত হইবে না– এমতাবস্থায় কিয়ামত আসিয়া যাইবে।

(ফাতহুল মুলহিম ১/৩০৪)

সর্বপ্রথম ওহী অবতরণ সম্পর্কে

১২৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু সালামা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি (সাহাবী) জাবের (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কুরআন শরীফের কোন অংশ প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (ইয়া আইউহাল মুদ্দাচ্ছির.... ২৯ পারা)। আমি তাঁহাকে বলিলাম, বরং اقرأ (ইক্বরা)। জাবের (রাযি.) বলিলেন, আমি তোমাদেরকে তাহাই বলিলাম যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন–

جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِىْ نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِىْ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ اَمَامِىْ وَخَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ فَلَمْ اَرَاَحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَاَحَدًا ثُمَّ نُوْدِيْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِى الْهَوَاءِ يَعْنِىْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخَذَتْنِىْ مِنْهُ رَجْفَةٌ شَدِيْدَةٌ فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِىْ فَدَثَّرُوْنِىْ فَصَبُّوْا عَلَىَّ مَاءً فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"আমি হেরা গুহায় এক মাস ইবাদত রত থাকিলাম। সেই ব্রত পালন সমাপ্তে আমি হেরা পর্বত হইতে অবতরণ করিলাম এবং উহার পাদদেশের নিম্ন ভূমিতে চলিতে লাগিলাম। তখন কে যেন আমাকে ডাকিল! আমি সম্মুখে, পেছনে, ডানে ও বামে তাকাইলাম; কাহাকেও দেখিলাম না। পুনরায়

www,BANGLAKITAB.com

আমাকে ডাকা হইল এবং আমি তাকাইলাম; কাহাকেও দেখিলাম না। আবার আমাকে ডাকা হইল; আমি উপরের দিকে (তাকাইতে) মাথা উঠাইলাম। হঠাৎ দেখিলাম– (পূর্বাগত) তিনি অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম শূন্যে একটি আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইহাতে আমার মধ্যে ভীষণ কম্পন সৃষ্টি হইল; আমি (গৃহে) খাদীজার নিকট আসিয়া বলিলাম, আমাকে চাদর মুড়ি দিয়া দাও। গৃহবাসী লোকেরা আমাকে চাদর মুড়ি দিয়া দিল এবং (আমার অভিপ্রায় মতে) আমার উপর পানি ঢালার ব্যবস্থাও করিল। সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করিলেন–

يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

"হে চাদর মুড়ি দেওয়া! উঠ এবং (বিশ্ববাসীকে আল্লাহর আযাব হইতে) সতর্ক কর, তোমার প্রভুর মহত্ব প্রচার কর এবং (ভিতর-বাহির, এমনকি) স্বীয় বস্ত্রও পাক-সাফ রাখ...।"

ব্যাখ্যা ঃ নবীজীর বয়স চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার দীর্ঘদিন পূর্ব হইতেই তিনি একাধারে কতেক দিন হেরা গুহায় অবস্থান করিয়া ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহতে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ঐ অবস্থায় হেরা গুহার ভিতরেই সর্বপ্রথম জিবরাঈল (আ.) অহী লইয়া তাঁহার নিকটে আসেন। সেই সর্বপ্রথম অহী সূরা ইকরা-এর প্রথম পাঁচটি আয়াতই ছিল। এরপর অন্ততঃ ছয় মাস কাল জিবরাঈলের আগমন এবং অহী বন্ধ ছিল। ঐ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় বিচলিত হইয়া ছোটাছুটি করিতেন; সেই অবস্থায়ও তিনি দীর্ঘ এক মাস অবস্থানের নিয়তে হেরা গুহায় গিয়াছিলেন। এক মাস পূর্ণ করিয়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বত হইতে অবতরণ পূর্বক নিম্ন ভূমিতে পথ চলাকালে আলোচ্য হাদীসের ঘটনা ঘটিয়া ছিল এবং তথা হইতে বাড়ি পৌছিয়া চাদর মুড়িয়া দিয়া শোয়া অবস্থায় সূরা মুদ্দাচ্ছির অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেমতে অহী সাময়িক বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয় ধাপে সর্বপ্রথম অহী সূরা মুদ্দাচ্ছিরই ছিল, অবশ্য নবুয়ত প্রাপ্তিলগ্নে যে, প্রথম অহী নাযিল হইয়াছিল উহা সূরা ইকরাই ছিল। উহার সুবিস্তীর্ণ ঘটনা বুখারী শরীফে অনূদিত হইয়াছে– বাংলা বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ৩নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

www,BANGLAKITAB.com

● আলোচ্য ঘটনায় জিবরাঈল (আ.)কে দেখিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হইয়াছিল। এমনকি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ শিহরণে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় হযরতের উক্তি উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)কে পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া স্বয়ং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই উল্লেখ করিয়াছেন। তবুও এত বড় ভীতি ও আতঙ্ক তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল– ইহার কারণ হযরতেরই বর্ণনায় বুঝা যায়, যাহার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসে আছে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের দিকে মাথা উঠাইতেই জিবরাঈল (আ.)কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিতে পাইলেন, যাহা আর কখনও দেখিয়াছিলেন না। ছয়শত ডানা বিশিষ্ট তাঁহার দেহ এত বড় বিরাট আকারের ছিল যে, তাঁহার দেহটায় আকাশের কিনারা ভর্তি ছিল। সেই বিরাট দেহ ছয়শত ডানা লইয়া একটি চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় শূন্যে ঝুলন্ত ছিল। আচম্বিতে এই অস্বাভাবিক বড় দেহ, অস্বাভাবিক আকৃতিময়, অস্বাভাবিক অবস্থায় দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠার সাথে সাথে আঁতকা হযরতের দেহে-প্রাণে মুহূর্তের জন্য শিহরণ ও কম্পন সৃষ্টি হইয়াছিল– যাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

www,BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ ও বক্ষবিদারণ সম্পর্কে

১২৮. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন–

أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ

"আমার নিকট বোরাক উপস্থিত করা হইল। বোরাক একটি শ্বেত বর্ণের পশু, গাধা অপেক্ষা বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট। সে এত দ্রুতগামী যে, এক লম্ফে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে সক্ষম।

قَالَ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বোরাকের উপর আরোহণ করিলাম এবং বাইতুল মোকাদ্দাসে পৌঁছিলাম। অতঃপর আমি বোরাককে ঐ কড়ার সহিত বাঁধিলাম যে কড়ার সহিত পূর্ববর্তী নবীগণ বাইতুল মুকাদ্দাসে আসিয়া বাহন বাঁধিয়া থাকিতেন। তারপর আমি মসজিদে প্রবেশ করিলাম এবং তথায় দুই রাকাত নামায পড়িলাম, অতঃপর বাহির হইয়া আসিলাম।

فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ

তখন জিবরাঈল (আ.) আমার নিকটে আসিলেন মদের একটি পাত্র এবং দুধের একটি পাত্র লইয়া। আমি শুধু দুধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম। জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, আপনি সৃষ্টিগত স্বভাব সম্মত বস্তু অবলম্বন

www,BANGLAKITAB.com

করিয়াছেন; (যাহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত স্বভাবের ধর্ম ইসলামের অনুরাগী অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে।)

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ

তারপর জিবরাঈল (আ.) আমাকে লইয়া আকাশ পাণে উর্ধ্বগামী হইলেন; তথায় পৌছিয়া জিবরাঈল (আ.) দরওয়াজা খোলার আহ্বান জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, কে আপনি? তিনি বলিলেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে আছেন?

قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَالِي بِخَيْرٍ

জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, (আমার সঙ্গে আছেন) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হইল, তাঁহার নিকটই তো (আপনাকে) পাঠানো হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই (আমাকে) পাঠানো হইয়াছিল। তখন আমাদের জন্য দরওয়াজা খোলা হইল; আমি প্রবেশ করিয়া আদম (আ.)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিলেন।

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ

তারপর আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আকাশ পাণে আরোহণ করিলেন। জিবরাঈল (আ.) দরওয়াজা খোলার জন্য বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল,

www,BANGLAKITAB.com

وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ

আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার নিকটই তো (আপনাকে) প্রেরণ করা হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই প্রেরণ করা হইয়াছিল। তখন আমাদের জন্য দরওয়াজা খোলা হইল এবং মরয়ম-পুত্র ঈসা ও যাকারিয়া পুত্র ইয়াহয়্যা (আ.)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম– তাঁহারা উভয়ে একে অপরের খালার ঔরষ জাত। (হযরত ঈসার মাতার মা এবং হযরত ইয়াহইয়ার মা দুই সহোদরা ছিলেন।) তাঁহারা উভয়ে আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিলেন।

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ قَالَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ

তারপর আমাকে লইয়া তৃতীয় আকাশের দিকে আরোহণ করিলেন। জিবরাঈল (আ.) দরওয়াজা খোলার জন্য বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হইল, তাঁহার নিকটই তো পাঠানো

www,BANGLAKITAB.com

হইয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই পাঠানো হইয়াছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দরওয়াজা খোলা হইল; তথায় আমি ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ পাইলাম। তাকাইয়া দেখিলাম, সৌন্দর্য গুণের পূর্ণ অর্ধেকই একা তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন।

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

তারপর তিনি আমাকে লইয়া চতুর্থ আকাশে আরোহণ করিলেন এবং জিবরাঈল (আ.) দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হইল, তাঁহার নিকটই তো পাঠানো হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই পাঠানো হইয়াছিল। আমাদের জন্য দরওয়াজা খোলা হইল, তথায় আমি ইদরীস (আ.)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য মঙ্গলের দোয়া করিলেন। তাঁহার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি তাঁহাকে উর্ধ্বের আসনে সমাসীন করিয়াছি।

www,BANGLAKITAB.com

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهٰرُونَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِيْ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ

তারপর আমাকে লইয়া পঞ্চম আকাশে আরোহণ করিলেন। জিবরাঈল (আ.) দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন; জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই তো পাঠানো হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই পাঠানো হইয়াছিল। অতঃপর আমাদের জন্য দরওয়াজা খোলা হইল। তথায় আমি হারুন (আ.)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য দোয়া করিলেন।

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِيْ بِخَيْرٍ

তারপর আমাকে লইয়া ষষ্ঠ আকাশে আরোহণ করিলেন। জিবরাঈল (আ.) দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? বলিলেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হইল, তাঁহার নিকটই তো পাঠানো হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই পাঠানো হইয়াছিল। তৎপর আমাদের জন্য দরওয়াজা খোলা হইল; তথায় মূসা (আ.)-এর সঙ্গে আমার

www,BANGLAKITAB.com

সাক্ষাত হইল। তিনি স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য মঙ্গলের দোয়া করিলেন।

তারপর আমাকে লইয়া সপ্তম আকাশের দিকে আরোহণ করিলেন। জিবরাঈল (আ.) দরওয়াজা খোলার জন্য বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন? বলিলেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলা হইল, তাঁহার নিকটই তো পাঠানো হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, তাঁহার নিকটই পাঠানো হইয়াছিল। তৎপর আমাদের জন্য দরওয়াজা খোলা হইল; তথায় ইবরাহীম (আ.)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বায়তুল মামুরের সঙ্গে পৃষ্ঠ হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। ঐ বায়তুল মামুরে প্রতি দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা (ইবাদতের জন্য) আসিয়া থাকেন– একবারের পর দ্বিতীয় বার তাঁহারা আসিবার স্থান পান না। (প্রতিদিন নতুন নতুন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসিয়া থাকেন। এই দৃষ্টিতে ফেরেশতার সংখ্যা বিশেষ লক্ষ্যণীয়।)

ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ
السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ
مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ
مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ
إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا
فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى
الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ
كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لاَ
يَعُودُونَ إِلَيْهِ

www,BANGLAKITAB.com

ثُمَّ ذَهَبَ بِىْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا وَرَقُهَا كَاٰذَانِ الْفِيَلَةِ وَاِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ

তারপর তিনি আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছাইলেন। দেখি কী—(উহা একটি কুল-বৃক্ষ) উহার পাতা হাতির কানের আকার এবং উহার ফল (বড়) মটকার ন্যায়।

قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ مَا غَشِىَ تَغَيَّرَتْ فَمَا اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন উহাকে ঘিরিয়া ফেলিল আল্লাহর (সৃষ্ট) বস্তু নিচয় হইতে বিশেষ ঘেরাওকারী বস্তু তখন উহার (রং-রূপের) এমন পরিবর্তন আসিল যে, আল্লাহর কোন সৃষ্টি উহার রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দানে সক্ষম হইবে না।

فَاَوْحٰى اِلَىَّ مَا اَوْحٰى فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

তখন (আল্লাহ তাআলা) আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করিলেন যে সব বিষয়ের অহী তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। তখনই আমার (উম্মতের) উপর প্রতি দিবা-রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায তিনি ফরজ করিলেন।

فَنَزَلْتُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَاِنِّىْ قَدْ بَلَوْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَخَبَرْتُهُمْ

অতঃপর (ফিরার পথে) মূসা (আ.)-এর নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পরওয়ারদেগার আপনার উম্মতের উপর কি ফরজ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। মূসা (আ.) বলিলেন, আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরিয়া যাইয়া উহা কম করিবার আবেদন করুন। কারণ, আপনার উম্মত

www,BANGLAKITAB.com

পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায প্রতিদিন আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলীদের হইতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং তাহাদেরে পরীক্ষা করিয়াছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেমতে আমি পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরিয়া গেলাম এবং বলিলাম, হে পরওয়ার-দেগার! আমার উম্মতের উপর (নামাযের পরিমাণ) কম করিয়া দিন। পরওয়ারদেগার আমার (উম্মতের) জন্য পাঁচ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। আমি পুনরায় মূসার নিকট পৌছিলাম এবং বলিলাম, পাঁচ ওয়াক্ত কম করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মত ইহাতেও সক্ষম হইবে না। আপনি পরওয়ার-দেগারের নিকট পুনরায় ফিরিয়া যান এবং কম করার আবেদন করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার পরওয়ারদেগার এবং মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে বার বার আসা-যাওয়া করিলাম, এমনকি (প্রতিবার পাঁচ পাঁচ কমাইয়া শেষ বার) বলিলেন, দিবা-রাত্রিতে শুধু পাঁচ ওয়াক্তই থাকিল; উহার প্রতিটি নামায দশ নামায গণ্য হইবে- এইভাবে উহা পঞ্চাশ নামাযই (পরিগণিত) থাকিল। পরওয়ারদেগার আরও বলিলেন-)

قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّيْ فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِيْ فَحَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّيْ خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيْقُوْنَ ذٰلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّيْ وَبَيْنَ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرٌ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ صَلٰوةً

www,BANGLAKITAB.com

وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتَبْ شَيْئًا فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً

আরও (আপনার উম্মতের জন্য সুযোগ–) যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিয়াছে, এখনও উহা কার্যে পরিণত করে নাই আমি তাহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া দিব। আর উহা কার্যে পরিণত করিলে তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিব। পক্ষান্তরে কোন গোনাহের কাজের যদি মামুলী ইচ্ছা করে, কিন্তু কার্যে পরিণত করে নাই, তবে কিছুই লেখা হইবে না; আর উহা কার্যে পরিণত করিলে একটি গোনাহ লিখিব।

قَالَ فَنَزَلْتُ حَتّٰى انْتَهَيْتُ اِلٰى مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমি (উর্ধ্বের উর্ধ্ব হইতে) অবতরণ করিলাম এবং মূসা (আ.)-এর সন্নিকটে পৌঁছিয়া তাঁহাকে (ঐসব বিষয়) অবগত করিলাম।

اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

তিনি আবার বলিলেন, পরওয়ার দেগারের নিকট ফিরিয়া যান এবং কম করার আবেদন জানান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি (হযরত) মূসাকে বলিলাম, পরওয়ারদেগারের নিকট বার বার গিয়াছি; এখন আবার তাঁহার নিকট যাইতে আমার লজ্জা বোধ হয়।

● নেক বা বদ কাজের ইচ্ছা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ "ওয়াছওয়াসা" সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

www,BANGLAKITAB.com

১২৯. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ غَسَلَهُ فِىْ طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ اَعَادَهُ فِىْ مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ اِلٰى اُمِّهِ يَعْنِىْ ظِئْرَهُ فَقَالُوْا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوْهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ قَالَ اَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ اَرٰى اَثَرَ ذٰلِكَ الْمِخْيَطِ فِىْ صَدْرِهِ

"(শৈশবে দুধ-মাতার প্রতিপালনে থাকাকালে একদা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিবরাঈল (আ.) আসিলেন। তিনি তখন ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করিতেছিলেন। জিবরাঈল (আ.) তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার (বক্ষ চিরিয়া হৃদপিণ্ড বাহির করিলেন। অতঃপর) হৃদপিণ্ড চিরিয়া উহা হইতে জমাট রক্ত-দলা বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, ইহা আপনার দেহস্থ ঐ অংশ যাহা (মানবদেহে) শয়তানের (ক্রিয়াস্থল)। উহা ফেলিয়া দিয়া হৃদপিণ্ডকে স্বর্ণের পাত্রে রাখিয়া যমযম কূপ হইতে গৃহীত পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তারপর হৃদপিণ্ডকে জোড়াইয়া দিলেন, তারপর উহাকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন (এবং বিদীর্ণ বক্ষকে সেলাই করিয়া জোড়া দিয়া দিলেন)।

তথায় উপস্থিত ছেলে-পেলেরা দৌড়িয়া তাঁহার দুধ-মাতার নিকট আসিল এবং সংবাদ দিল যে, মুহাম্মদকে খুন করিয়া ফেলা হইয়াছে। উপস্থিত সকলে তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল; তিনি তখন (শুধুমাত্র) বিষণ্ন দেখাইতে ছিলেন।

(এই হাদীস বর্ণনাকারী নবীজীর দশ বৎসরের খাদেম) আনাস (রাযি.) বলিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষে সেই (সেলাই-এর) সুঁচের নিদর্শন দেখিয়া থাকিতাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হাদীস বিদ্যার বিধি-বিধানের বিশেষ শাস্ত্র 'উসূলে হাদীস' শাস্ত্রের সর্বসম্মত বিধানমতে ইহা অবধারিত যে, সাহাবী আনাস (রাযি.) অবশ্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াই

www,BANGLAKITAB.com

উল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং কোন সাহাবীর এই শ্রেণীর বর্ণনা হাদীস বিশারদ ও হাদীসের বিধি-বিধান শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট সর্বসম্মতরূপে গৃহীত।

এই ঘটনা নবীজীর নিজ স্মরণ হইতে বর্ণনা করা সম্পূর্ণ স্বভাব সম্মত। কারণ, ঘটনার সময় নবীজীর বয়স অবশ্যই চার বা পাঁচ বৎসর ছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) বুখারী শরীফের 'ইলম অধ্যায়ে' প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, চার বা পাঁচ বৎসর বয়সের বালক কোন হাদীস বর্ণনা করিলে তাহা গৃহীত হইবে। ইমাম বুখারী (রহ.) এই শ্রেণীর একখানা হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন– যেই হাদীসকে সাহাবীগণের যুগ হইতেই সর্বসম্মতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। নবীজীর গুণাগুণ ও অবস্থা তো বহু উর্ধ্বের।

শয়তানের অংশ

ইবলিসের সহকর্মী দুষ্ট জীন শ্রেণীকে শয়তান বলা হয়। এমনকি মানুষের মধ্য হইতে যাহারা মন্দের প্ররোচনা দেয় সেই মানুষকেও 'শয়তান' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আছে–

شَيَاطِيْنُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

"জীন হইতে শয়তান-শ্রেণী এবং মানুষ হইতে শয়তান-শ্রেণী।"

আরও আছে–

اَلْخَنَّاسُ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

"অন্তরে মন্দের প্রেরণা যোগানকারী 'খন্নাছ'–জীন জাতি হইতে এবং মানুষ জাতি হইতে; সেই খন্নাছের অনিষ্ট হইতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি।" সারকথা শয়তান বলিতে মন্দের প্রেরণা যোগানকারী জীন বা মানুষ উদ্দেশ্য।

ফ বেহেশত লাভের নিয়মিত অছিলা ভাল কর্ম এবং দোযখে যাওয়ার কারণ খারাপ কর্ম– এই দুই-এর দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন এবং ব্যবস্থা রাখিয়াছেন– পরীক্ষাক্ষেত্র দুনিয়াতে ফেরেশতা, নবী ও নায়েবে নবীগণের তৎপরতা থাকিবে ভাল

www,BANGLAKITAB.com

কাজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য এবং মানুষ ও জীন শ্রেণী শয়তানদের তৎপরতা থাকিবে খারাপ কর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানুষেরও দেহ সৃষ্টির উপাদানে ভাল কর্মের ও খারাপ কর্মের উভয়ের প্রতি আকর্ষণ জন্মিবার দুইটি উৎস-বস্তুও থাকিতে হইবে। খারাপ কর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মিবার উৎস-বস্তুকেই "শয়তানের অংশ" বলা হইয়াছে।

মানুষ ইসলামের শিক্ষায় সাধনা ও আমলের দ্বারা খারাপ কর্মের আকর্ষণকে এড়াইয়া চলিতে পারিলেই সে পরীক্ষায় পাশ করিল; সে বেহেশত পাইবে। এই উৎস-বস্তুটির প্রতিক্রিয়াকে মানুষ কঠোর সাধনার দ্বারা জয় করে; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবীয় দেহ মোবারকে ঐ উৎস-বস্তুটি সৃষ্টি পর্যায়ে ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বাল্যাবস্থায়ই আল্লাহ তাআলা তাঁহার হইতে ঐ উৎস-বস্তুটি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন– এই তথ্যেরই উল্লেখ অত্র হাদীসে রহিয়াছে। ইসলামের শত্রুরা, আর কেহ কেহ ইসলামের বোকা বন্ধু হইয়া এই তথ্যটিকে হাদীসের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির বেসাতি বানায়, তাই এই তথ্যটির বিস্তারিত ও প্রামাণিক বিবরণ দেওয়া হইতেছে–

● আল্লাহ তাআলা যে বস্তুকে যে বিষয়ের ক্ষমতা দিয়াছেন উহার মধ্যে সেই ক্ষমতার উৎসও রাখিয়াছেন নিশ্চয়। যথা– চক্ষুকে দর্শনের ক্ষমতা দিয়াছেন; উহার মধ্যে দর্শনের উৎসও নিশ্চয় রাখিয়াছেন। তদ্রূপ কর্ণকে শ্রবণের ক্ষমতা দিয়াছেন; উহার মধ্যে শ্রবণের উৎসও নিশ্চয় রাখিয়াছেন। তদ্রূপই ব্যাঘ্রকে লম্ফ দিয়া শিকার ধরার ক্ষমতা দিয়াছেন; সেই ক্ষমতার উৎসও উহার মধ্যে রাখিয়াছেন। ছাগলকে সেই ক্ষমতা দেন নাই, অতএব উহার মধ্যে সেই ক্ষমতার উৎসও রাখেন নাই। এইভাবেই–

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে সৃষ্টি করিয়াছেন– উহাকে আল্লাহর নাফরমানী তথা গোনাহ করার ক্ষমতা দেন নাই। কারণ, ফেরেশতাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করার ইচ্ছা করা হয় নাই, পরীক্ষার পরিণাম বেহেশত-দোযখও তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় নাই। আল্লাহ তাআলা স্বীয় সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার আদেশ বাস্তবায়নের কর্তব্য পালন উদ্দেশ্যেই শুধু ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ফেরেশতার মধ্যে আল্লাহ তাআলা শুধু তাঁহার আদেশ পালন-ক্ষমতার উৎসই রাখিয়াছেন। ফেরেশতার

www,BANGLAKITAB.com

মধ্যে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী তথা গোনাহ করার ক্ষমতাও রাখেন নাই, উহার উৎসও রাখেন নাই। পবিত্র কুরআনে ফেরেশতাগণের এই স্বভাবই বর্ণিত হইয়াছে–

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"তাঁহারা আল্লাহর আদেশ পালনে আল্লাহর নাফরমানী করেন না এবং তাঁহার আদেশ যথাযথ বাস্তবায়িত করেন।"

পক্ষান্তরে মানবের জন্য বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষার সম্মুখীনরূপে আল্লাহ তাআলা মানবকে দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। পরীক্ষার স্থান দুনিয়াতে আসিয়া পরীক্ষায় মন্দ তথা আল্লাহর নাফরমানী করিলে পরিণাম হইবে দোযখ। আর পরীক্ষায় ভাল তথা আল্লাহর ফরমাবরদারী করিলে প্রতিদান লাভ হইবে বেহেশত। সুতরাং মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ের ক্ষমতাই রাখা হইয়াছে; নতুবা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। মানব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে তাহাই বলা হইয়াছে–

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

"আমি মানবকে (ভাল-মন্দ) উভয় পথই দেখাইয়া দিয়াছি।"

অতএব তাহার মধ্যে দুই রকম পথে চলার দুই রকম ক্ষমতাও নিশ্চয় আছে এবং দুই রকম ক্ষমতার দুইটি উৎসও নিশ্চয় থাকিবে। কারণ ভাল ও মন্দ পথদ্বয় পরস্পর বিপরীত। সুতরাং ক্ষমতাদ্বয়ও বিপরীতমুখী হইবে এবং প্রত্যেকটির উৎসও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। সেই ভাল ও মন্দ বুঝিবার জন্য সৃষ্টিকর্তা মানবকে জ্ঞান দিয়াছেন, উহা বুঝাইবার জন্য নবী পাঠাইয়াছেন, শরীয়ত পাঠাইয়াছেন। এমনকি ভাল ও মন্দ উভয়টিরই আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দুইজন আকৃষ্টকারীও থাকে। যেমন মুসলিম শরীফেরই এক হাদীসে আছে–

مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

"তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই নিয়োজিত রহিয়াছে জীন জাতীয় (তথা শয়তান) এক সাথী এবং ফেরেশতা জাতীয় এক সাথী।" (মেশকাত শরীফ ১৮)

www,BANGLAKITAB.com

উক্ত সাথীদ্বয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে আছে—

إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً أَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيْعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيْبٌ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيْعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْحَقِّ

"আদম সন্তানের উপর শয়তানেরও ক্রিয়া চলে এবং ফেরেশতারও ক্রিয়া চলে। শয়তানের ক্রিয়ার তাছীর হয় মন্দ কাজের প্রতি আকর্ষণ ও সত্যকে এনকার করা, আর ফেরেশতার ক্রিয়ার তাছীর হয় ভাল কাজের প্রতি আকর্ষণ ও সত্যকে গ্রহণ করা।" (মেশকাত শরীফ ১৯)

মানব-অন্তরে যে, সৃষ্টিগতভাবে ভাল কর্মের শক্তি-উৎস রহিয়াছে উহা হইল— ফেরেশতার ক্রিয়াস্থল, আর মন্দ কর্মের যে, শক্তি-উৎস রহিয়াছে তাহা হইল— শয়তানের ক্রিয়াস্থল।

এই মন্দ কর্মের শক্তি-উৎস যাহা শয়তানের ক্রিয়াস্থল উহাই হৃদপিণ্ডের ভিতর জমা রক্ত আকৃতিরূপের থাকে— যাহা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে সৃষ্টিগতভাবেই বিদ্যমান থাকে।

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের তথ্য অনুসারে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, মানবদেহের বৈশিষ্ট্যই হইল যে, উহার হৃদপিণ্ডে শয়তানের ক্রিয়াস্থলরূপে একটি উৎস-মূল থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক লক্ষ-কোটি নূরের আকর ছিল; পবিত্র কুরআনে তাঁহাকে 'নূর' বলা হইয়াছে। অবশ্য উহাতে মানবীয় দেহের উপাদানও ছিল। উহাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা উদ্রেকের উৎস ছিল, উহাতে আহার-নিদ্রার প্রয়োজনের উৎস ছিল, উহাতে রোগ-শোক সৃষ্টির উৎস ছিল। মানুষের এবং মানব দেহের সৃষ্টিগত উপাদানগুলি নবীজীর দেহ সৃষ্টির মধ্যেও ছিল। এমনকি মানবদেহে অবাঞ্ছিত লোম থাকে যাহা ফেলিতে হয়, তদ্রূপ পেটে মলমূত্র জন্মিবার ব্যবস্থা থাকে— এই সব নবীজীর দেহ মোবারকেও ছিল যাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার আদিষ্ট তিনিও ছিলেন, তাঁহার দেহ মোবারককে ঐসব মানবীয় বস্তু-মুক্ত সৃষ্টি করা হয় নাই। অথচ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেন; যেভাবে

www,BANGLAKITAB.com

ফেরেশতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-রহস্য ইহাই যে, তিনি নবীজীর দেহকে সেইরূপ করেন নাই।

এমনকি উপরোল্লিখিত প্রথম হাদীসটিতে যে, প্রত্যেক মানুষের জীন জাতীয় শয়তান সাথী ও ফেরেশতা সাথীর উল্লেখ আছে– সেই হাদীসেই সাহাবীগণ কর্তৃক একটি প্রশ্ন এবং উহার উত্তর উল্লেখ আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মানুষের দুই দুই সাথী সম্পর্কে বর্ণনা দান করিলে সাহাবীগণ প্রশ্ন করিলেন–

وَاِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّاىَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَاْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ

"ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনারও কি জীন জাতীয় সাথী আছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমারও ঐ সাথী আছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে তাহার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, ফলে সে আমার পূর্ণ অনুগত হইয়া গিয়াছে। সেমতে সে আমাকে ভাল কর্মের পরামর্শ ব্যতীত মন্দ কর্মের প্ররোচনা দেয় না।"

লক্ষ্য করুন, মানবীয় বৈশিষ্ট্য যে, প্রত্যেক মানুষের সাথীরূপে শয়তান শ্রেণীর মন্দের প্ররোচক জীন জাতীয় একজন সাথী থাকে। মানুষ হিসাবে হুযুরে পাকের বেলায়ও উহা ছিল, কিন্তু আল্লাহ যেহেতু তাঁহাকে "মাছুম–বেগোনাহ" রাখিবেন, তাই বিশেষ সাহায্যের দ্বারা তাঁহার ঐ খারাপ সাথীকে পূর্ণ অনুগত ও ভাল কাজে আকৃষ্টকারী বানাইয়া দিয়াছেন। এই তথ্য উল্লিখিত মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত তথ্য।

ঠিক তদ্রূপই মানবের বৈশিষ্ট্য যে, তাহার অন্তর বা হৃদয়ে মন্দ কাজের শক্তি-উৎস থাকে যাহা ঐ দুষ্ট জীনের ক্রিয়াস্থল হয়; নবীজীর দেহ সৃষ্টিকালে এই বৈশিষ্ট্যও তাঁহার দেহে ছিল, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে মাছুম-বেগোনাহ বানাইবেন, তাই গোনাহের বয়সের অনেক পূর্বে বাল্যকালেই সেই দুষ্ট জীনের ক্রিয়াস্থল মন্দ কাজের উৎস– জমা রক্তরূপী অংশকে বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবীজীর অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই সত্য ও তথ্যকেই মূল আলোচ্য হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে।

www,BANGLAKITAB.com

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই অংশ রসূলের দেহে রাখা হইল কেন? তবে বলা হইবে যে, মলমূত্র এবং অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদিও তো রসূলের দেহে রাখা হইয়াছিল– ইহার রহস্য, ভেদ ও হেকমত সৃষ্টিকর্তাই জানেন। জীন জাতীয় শয়তান সাথীই বা কেন দেওয়া হইয়াছিল? না দেওয়া হইলে তো তাহাকে অনুগত বানাইবার প্রয়োজনই হইত না। এই শ্রেণীর প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর।

● "শক্কে ছদর" বা বক্ষ বিদারণ ঘটনা দুইবার সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম বার ৪/৫ বৎসসর বয়সে হযরতের দুধ-মাতার গৃহে থাকাকালে– ইহারই বর্ণনা রহিয়াছে আলোচ্য হাদীসে, যাহা আনাস (রাযি.) সাহাবী হইতে সরাসরি বর্ণিত। আর একবার হইয়াছিল মেরাজ ভ্রমণ আরম্ভে যাহা নবীজীর প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে হইয়াছে এবং উহা কাবা শরীফের সন্নিকটে হইয়াছিল। ঐ ঘটনা ইমাম মুসলিম (রহ.) সাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্বয়ং বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করেন নাই, বরং সাহাবী আবু যর (রাযি.) এবং সাহাবী মালেক ইবনে ছা'ছাআহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন।

উভয় ঘটনার বিরাট ব্যবধান এই যে, নবীজীর বাল্যকালের ঘটনা যাহা আনাস (রাযি.) নবীজী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত ঘটনায় হৃদপিণ্ডের ভিতর হইতে জমা রক্ত বাহির করিয়া ফেলার কথা উল্লেখ হইয়াছে। মেরাজ উপলক্ষ্যের ঘটনা বর্ণনার হাদীসে কোন বর্ণনাকারীই ঐ তথ্য বর্ণনা করেন নাই, বরং মেরাজ উপলক্ষের ঘটনায় সকল বর্ণনাকারীর বর্ণনা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এই উল্লেখ আছে–

بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ ... فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلٰى مَرَاقِ الْبَطْنِ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا

"(আমাকে শয়ন গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনা হইল–) আমি কাবা গৃহের সন্নিকটে উপনীত হইয়াছি– এই সময় স্বর্ণের তৈরী একটি পাত্র আনা হইল যাহা পরিপূর্ণ ছিল পরিপক্ক জ্ঞান ও ঈমান (বর্ধক বস্তু) দ্বারা। অতঃপর

www,BANGLAKITAB.com

আমার বক্ষের উপরিভাগ হইতে তলপেট পর্যন্ত চিরিয়া ফেলা হইল এবং যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইল। তারপর (ঐ পাত্রের বস্তু ঢালিয়া দিয়া) পরিপক্ক জ্ঞান ও ঈমান (বর্ধক বস্তু) দ্বারা (আমার অভ্যন্তর) ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।"

বাল্যকালের ঘটনায় যাহা উল্লেখ হইয়াছে এবং মেরাজ উপলক্ষের ঘটনায় যাহা উল্লেখ হইয়াছে উভয়টিই নিতান্ত সময়োচিত ছিল।

যেহেতু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মাছুম–বেগোনাহ" হইবেন, তাই গোনাহের বয়সের অনেক পূর্বে ৪/৫ বৎসরের বাল্য বয়সে গোনাহের আকর্ষণ জন্মিবার উৎস-মূলকে অন্তর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ, মাছুম বা বেগোনাহ ব্যক্তির জন্য উহা অবাঞ্ছিত অংশ। নবীজীর দেহ মোবারকের অন্যান্য অবাঞ্ছিত বস্তু যথা– লোম, চুল, নখ, দূষিত রক্ত ইত্যাদি যাহা তাঁহার দেহে ছিল এবং জন্মিত; তিনি তাহা ফেলিয়া দিতেন। তদ্রূপ ঐ অবাঞ্ছিত অংশটিও মানব দেহের উপাদানরূপে সৃষ্টিগতভাবে তাঁহার দেহে ছিল, কিন্তু নবীজীর মাছুম হওয়ার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে উহা তাঁহার দেহে অবাঞ্ছিত, তাই আল্লাহ তাআলা তাঁহার বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে উহাকে ফেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আর মেরাজ ভ্রমণ হইবে উর্ধ্বের উর্ধ্ব তার চেয়েও বর্ণনাতীত উর্ধ্ব জগতের ভ্রমণ এবং পরিদর্শন করানো হইবে অসীম কুদরতের বড় হইতে বড় তদপেক্ষা অধিক বড় বড় বস্তুনিচয়। তাই ঐ উপলক্ষে দুইটি বস্তুর বিশেষ প্রয়োজন হইবে– বল-শক্তি এবং জ্ঞান ও বিচক্ষণতা। সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই মেরাজ উপলক্ষে তাঁহার বক্ষ বিদারণ দ্বারা তাঁহার অভ্যন্তরকে কানায় কানায় ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে বল-শক্তির সর্বোত্তম উৎস ঈমানী শক্তি বর্ধক বস্তু এবং পরিপক্ক জ্ঞান বর্ধক বস্তু দ্বারা।

মেরাজ ভ্রমণ মুহূর্তে বক্ষ বিদারণ দ্বারা নবীজীর দেহ মোবারকে যে অসাধারণ বল-শক্তি এবং পরিপক্ক জ্ঞান ও বিচক্ষণতা সঞ্চারিত করা হইয়াছিল উহার বদৌলতেই মেরাজের ন্যায় অসাধারণ ভ্রমণ ও পরিদর্শনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজীরবিহীন কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। যাহার প্রশংসা পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অসাধারণ ভাষায় করিয়াছেন।

www,BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তাআলার যেই 'তাজাল্লী' বা নূর বিচ্ছুরণের বিন্দুর বিন্দু পরিমাণ মাত্র পলকের জন্য পতিত হইয়া তুর পবর্তকে ধুলাবৎ করিয়া দিয়াছিল এবং সেই পর্বতের প্রতি তাকাইবা মাত্র হযরত মূসা (আ.) বেহুঁশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন (পবিত্র কুরআন, ৯ পারা, ৭ রুকু দ্রষ্টব্য)– সেই তাজাল্লী সীমাহীনরূপে সদা সেই আরশ-কুরসির উপর বিরাজমান– সেই আরশ-কুরসি সহ আরও অসংখ্য কুদরতের নিদর্শন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভ্রমণে পরিদর্শন করিয়াছিলেন– যাহার বর্ণনা পবিত্র কুরআন এই ভাষায় দিয়াছে–

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"খোদার কসম! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পরওয়ারদেগারের অনেক বড় বড় কুদরতী বস্তু পরিদর্শন করিয়াছিলেন।"

সেই পরিদর্শনকালে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসাধারণ ধীর-স্থিরতা এবং বোধ-চেতনায় দৃঢ়তার পরিচয় দানে সক্ষম হইয়াছিলেন উহার বর্ণনা পবিত্র কুরআনের ভাষায় এই–

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

'তিনি যাহা কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন– তাঁহার অন্তর তথা তাঁহার জ্ঞান-বিবেক (উহাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি ও অনুধাবন করায়) ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পতিত হয় নাই।"

আরও আছে–

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى

"পরিদর্শনকালে তাঁহার দৃষ্টি বিন্দুমাত্রও লক্ষভ্রষ্ট হয় নাই এবং অসংযত হয় নাই।"

জিবরাঈল (আ.) ফেরেশতা যেই উর্ধ্বে আরোহণে সক্ষম ছিলেন, মহান আল্লাহর বিদ্যুৎ শক্তির অধিকারী বোরাক যেই সীমা পার হইতে সক্ষম হয় নাই উহার উর্ধ্বের উর্ধ্বে– আরও অধিক উর্ধ্বে পৌঁছিয়া নবীজীর ঐ প্রশংসনীয় ভূমিকার মূলে খোদা প্রদত্ত ঐ বল-শক্তিই ছিল যাহা আল্লাহ

www,BANGLAKITAB.com

তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজ ভ্রমণ লগ্নে ভিন্নরূপে বক্ষ-বিদারণের মাধ্যমে প্রদান করিয়াছিলেন।[১]

অবশ্য মেরাজ তথা পাক-পবিত্র মহান দরবারে উপস্থিতির ভূমিকায় যেরূপ পাক পবিত্রাত্মার প্রয়োজন ছিল তাহাও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসিল হইয়াছিল বাল্যকালের এই বক্ষ বিদারণের মাধ্যমেই। সেই ভূমিকার ইঙ্গিত দানেই ইমাম মুসলিম (রহ.) মেরাজের বয়ান উপলক্ষ্যে বাল্যকালের ঘটনা বর্ণিত আলোচ্য হাদীসখানা উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩০. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لقد رأيتني فى الحجر وقريش تسألني عن مسراى فسألتني عن اشياء من بيت المقدس لم اثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لى انظر اليه ما يسألوني عن شئ الا انبأتهم به وقد رأيتني فى جماعة من الانبياء فاذا موسى عليه السلام قائم يصلى فاذا رجل ضرب جعد كانه من رجال شنوءة واذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلى اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفى واذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلى اشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه صلى الله عليه وسلم فحانت الصلوة فامتهم فلما فرغت من الصلوة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت اليه فبدأنى بالسلام

---

১. দুঃখের বিষয় মরহুম আকরম খাঁ এই সব সত্য ও তথ্যের খোঁজ না পাইয়া অহেতুক মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কে নানা রকম প্রলাপ করিয়াছেন। দুই বারের দুই ঘটনার মধ্যে গড়মিল দেখাইয়া গড়মিল হওয়ার অজুহাতে হাদীসটি এনকার করার প্রয়াস পাইয়াছেন। মোজেযা অস্বীকার করার প্রবণতায় তিনি হাদীসটির প্রতি, বরং মূল বক্ষ বিদারণ বিষয়টি লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাসের ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন।

www,BANGLAKITAB.com

"আমি নিজকে (অত্যন্ত বিচল অবস্থায় কাবা ঘরের উত্তর পার্শ্বস্থ বিশেষ চিহ্নিত) হেজর বা হাতীম নামক স্থানে দেখিয়াছি– (বিরুদ্ধ দল) কুরাইশগণ আমার মেরাজ ভ্রমণ সম্পর্কে (পরীক্ষা স্বরূপ) আমাকে প্রশ্ন করিতে ছিল, বাইতুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে– যে সবের কোন লক্ষ্য আমি রাখিয়াছিলাম না। তাহাদের এইসব প্রশ্নের দরুন আমি এতই চিন্তিত ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ঐরূপ চিন্তিত ও বিব্রত আমি আর কোন সময় হয় নাই।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। আমি উহাকে দেখিতেছিলাম এবং তাহারা যে কোন বস্তু সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল আমি উহাই তাহাদেরে ঠিক ঠিক বলিয়া দিতেছিলাম।

(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের বিবরণ দানে ইহাও বলিয়াছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে পৌছিয়া) আমি আমাকে নবীগণের সমাবেশে দেখিতে পাইলাম। সেখানে দেখিলাম, মূসা আলাইহিস সালাম দাঁড়াইয়া আছেন– নামায পড়িতেছেন। তিনি মধ্যম আকারের দেহ বিশিষ্ট ছিলেন, মাথার চুল কোঁচকানো; শানুয়া গোত্রীয় লোকদের ন্যায়। মরয়ম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামকেও দেখিলাম; তিনিও দাঁড়াইয়া আছেন– নামায পড়িতেছেন। তাঁহার নিকটতম আকৃতির লোক ছকীফ গোত্রের ওরওয়া ইবনে মাসউদ। ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও দেখিলাম; তিনিও দাঁড়াইয়া আছেন– নামায পড়িতেছেন। তাঁহার নিকটতম আকৃতির লোক তোমাদের এক সাথী; সাথী বলিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজকেই উদ্দেশ্য করিতেছিলেন।

অতঃপর (জামাতে) নামায অনুষ্ঠানের সময় আসিল; তখন আমি উপস্থিত নবীগণের ইমাম হইলাম। নামায শেষ করার পর কোন একজন আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ যে মালেক (নামীয় ফেরেশতা) যিনি দোযখের প্রধান পরিচালক– তাঁহাকে সালাম করুন। সেমতে আমি তাঁহার দিকে তাকাইতেই তিনিই আমাকে আগে সালাম করিলেন।

www,BANGLAKITAB.com

১৩১. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে—

لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى قَالَ فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوٰتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ مِنْ أُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজ ভ্রমণ করানো কালে তাঁহাকে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট পৌছানো হইল। ("সিদরাতুল মুনতাহা" অর্থ শেষ সীমায় অবস্থিত কুল-বৃক্ষ–) ষষ্ঠ আকাশে উহা (তথা উহার মূল বা গোড়া) অবস্থিত। ধরাপৃষ্ঠ হইতে উর্ধ্বে আরোহণকারী বস্তুসমূহ তথায় পৌছে, অতঃপর তথা হইতে উহা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উর্ধ্ব জগত হইতে যাহা নিম্নে প্রেরণ করা হয় তাহাও ঐ বৃক্ষটি পর্যন্ত পৌছে, তারপর তথা হইতে উহা গ্রহণ করা হয়। (ঐ বৃক্ষটি সম্পর্কেই মেরাজ উপলক্ষে উহার অবস্থা বর্ণনায় কুরআন পাকে আল্লাহ তাআলা) বলিয়াছেন– "স্মরণীয় মুহূর্ত যখন কুল বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করিয়া নিল এক বিশেষ আচ্ছাদনকারী বস্তু।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ বস্তু ছিল (অসংখ্য) স্বর্ণ পতঙ্গ বা সোনার ফড়িং।

আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ বৃক্ষ-স্থানেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তিনটি বস্তু দান করা হইয়াছে–

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায দান করা হইয়াছে।

২. সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ (যেই আবেদন শিক্ষা দানে অবতীর্ণ সেই আবেদনসমূহ এই উম্মতের জন্য আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার নিশ্চয়তা) দান করা হইয়াছে।

www,BANGLAKITAB.com

৩. হযরতের উম্মতের যাহারা আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক বা অংশীদার করিবে না তাহাদের জন্য ধ্বংসকারী কবীরা গোনাহও (তাওবার দ্বারা) মাফ হইবে (বলিয়া নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই হাদীসটিও ১২৯ নং হাদীসের ন্যায়; হাদীস বিদ্যার বিধি-বিধান শাস্ত্রের সর্বসম্মত বিধান অনুযায়ী এই হাদীসের সমুদয় বিষয়বস্তু সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াই সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন— এই সত্য শাস্ত্রীয় ধারা মতে সর্বস্বীকৃত।

www,BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছিলেন কি?

মেরাজ ভ্রমণে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন কি-না সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। এই মতভেদটা যেহেতু সাহাবীগণের মধ্যেই সৃষ্টি হইয়াছে, তাই আমাদের জন্য চূড়ান্ত ফায়সালা করা অসম্ভব। এইজন্যই পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে অনেকে এই বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইতে ক্ষান্ত ও বিরত থাকাকালে শ্রেয় গণ্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন এই বিষয়টির উপর কোন আমল নির্ভরশীল নয় এবং ইহা ইসলামের প্রয়োজনীয় আকীদা বা মতবাদেরও গণ্ডিভুক্ত নয়, তাই ক্ষান্ত ও বিরত থাকার পন্থাই নিরাপদ।

বিষয়টি এইরূপ নয় যে, হাদীসে ইহার কোন উল্লেখ ও আলোচনা মোটেই নাই এবং কুরআনে উহার আলোচনার সাব্যস্ত উপযোগী কোন অবকাশ নাই। যদি এইরূপ হইত তবে সাহাবীগণের মধ্যে বা ইমামগণের মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনাই আসিত না। কিন্তু হাদীসে এই বিষয়ের আলোচনা আছে এবং পবিত্র কুরআন সূরা নজমের বিশেষ আয়াতকে এই বিষয়ের উপর সাব্যস্ত করার অবকাশ আছে। অবশ্য যে হাদীস আছে উহার অর্থ ও ব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন মতের অবকাশ রহিয়াছে। তদ্রূপ সূরা নজমের বিশেষ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায়ও ভিন্ন ভিন্ন মতের অবকাশ আছে। তাই মূল বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবীগণের এবং পরবর্তী ইমামগণের মতভেদ হইয়াছে।

সূরা নজমের ১৩ আয়াত হইতে ১৮ আয়াত পর্যন্ত ছয়টি আয়াত হইল আলোচ্য বিষয়টির বিতর্কের স্থল। প্রথমে উক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদিক তথ্য পেশ করা যাউক–

عِنْدَهَا (১৫) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى (১৪) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى (১৩)

مَا زَاغَ الْبَصَرُ (১৭) اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى (১৬) جَنَّةُ الْمَاْوٰى

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى (১৮) وَمَا طَغٰى

www,BANGLAKITAB.com

(১৩) নিশ্চয় দেখিয়াছেন তিনি (অর্থাৎ নবীজী) তাঁহাকে আরও একবার– (১৪) (যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে (পৌছিয়া) ছিলেন। (১৫) উহার (অর্থাৎ সিদরাতুল মুনতাহার) নিকটই অবস্থিত চিরস্থায়ী শান্তির স্থান বেহেশত। (১৬) (তাঁহার দেখার সময়টা ছিল–) যখন সিদরাতুল মুনতাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া নিয়াছিল পরিবেষ্টনকারী অসাধারণ বস্তু। (১৭) (এইসব পরিদর্শনকালে) তাঁহার (অর্থাৎ নবীজীর) দৃষ্টি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই এবং অসংযতও হয় নাই। (১৮) নিশ্চয় তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পরওয়ারদেগারের (কুদরতের) বড় বড় অনেক নিদর্শন।

পবিত্র কুরআনের এই বর্ণনার প্রথম তথা ১৩নং আয়াতটিই হইল আলোচ্য বিষয়ের মূল উৎস। আয়াতটির মধ্যে "را –রাআ" ক্রিয়াপদ, অর্থ– "দেখিয়াছেন"। ইহার মধ্যে (আরবী ব্যাকরণ মতে) একটি সর্বনাম উহ্য কর্তাপদ রহিয়াছে, যাহার অর্থ– "তিনি" অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইহার সঙ্গে যুক্ত " ه – হু" সর্বনাম কর্মপদ রহিয়াছে; যাহার অর্থ– "তাঁহাকে"। এই কর্মপদ সর্বনামটির উদ্দেশ্য-বস্তু কি? ইহাই মতবিরোধের মূল।

আয়েশা (রাযি.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, ইহার উদ্দেশ্য-বস্তু জিবরাঈল (আ.)। সেমতে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– নিশ্চয় দেখিয়াছেন তিনি তথা নবীজী তাঁহাকে অর্থাৎ জিবরাঈল ফেরেশতাকে (তাঁহার নিজস্ব আকৃতি ছয়শত ডানা বিশিষ্টরূপে) আরও একবার– সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে পৌছিয়া।

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল ফেরেশতাকে শত শতবার নিশ্চয় দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহা দেখিয়াছেন মানব আকৃতিতে। আর জিবরাঈল ফেরেশতাকে তাঁহার নিজস্ব আকৃতিতে দেখিয়াছেন– এক বা দুইবার ধরাপৃষ্ঠে। একবারের ঘটনা ইতিপূর্বে মুসলিম শরীফ হইতে ১২৭ নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। উহা ভিন্ন আরও একবার দেখিয়াছেন মেরাজ ভ্রমণে সাত আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে পৌছিয়া। জিবরাঈল (আ.)কে এই দ্বিতীয়বার দেখার বর্ণনাই উল্লিখিত আয়াতে হইয়াছে। আর প্রথমবার ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া দেখার ঘটনা তো ১২৭ নং হাদীসে বর্ণিত আছে।

www,BANGLAKITAB.com

পক্ষান্তরে আনাস (রাযি.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, " ; – হু" কর্মপদের উদ্দেশ্য-বস্তু আল্লাহ তাআলা। সেমতে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– নিশ্চয় দেখিয়াছেন তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে আরও একবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে পৌছিয়া।

আনাস (রাযি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ ভ্রমণেই আল্লাহ তাআলাকে দুইবার দেখিয়াছিলেন। প্রথমবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে পৌছিয়া– যাহার ইঙ্গিত ১৩ নং আয়াতে। দ্বিতীয়বার আরও উর্ধ্বের উর্ধ্বে পৌছিয়া– যাহার বর্ণনা ৮ ও ৯ আয়াতের ঘটনায় রহিয়াছে।

এই হইল মূল আলোচ্য বিষয়ে মতভেদের উৎস। অধিকাংশ ইমামগণ আয়েশা (রাযি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর মতামতকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করিয়াছেন। আর অনেকে আনাস (রাযি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর মতামতকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩ আয়াতের কর্মপদ সর্বনামটির উদ্দেশ্য-বস্তু স্থির করায় যে মতবিরোধ হইয়াছে এই মতবিরোধ ১৩ আয়াতের পূর্ববর্তী ৮ ও ৯ আয়াতের তাফসীরে মতবিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ৮ ও ৯ আয়াতদ্বয়ে তিনটি ক্রিয়াপদে তিনটি কর্তাপদরূপে তিনটি উহ্য সর্বনাম আছে। সেই তিনটি সর্বনামের উদ্দেশ্য-বস্তু নির্ধারণে উক্ত সাহাবীগণের ঐ মতবিরোধই রহিয়াছে।

৮ ও ৯ নং আয়াত এবং উহাদের তরজমা এই–

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى (৯) ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى (৮)

(৮) "তারপর বা তদুপরি তিনি নিকটবর্তী হইয়াছেন। পুনঃ আরও অধিক নিকটবর্তী হইয়াছেন। (৯) ফলে হইয়া গেলেন তিনি (মাত্র) দুই ধনু তথা প্রায় দুই হাত পরিমাণ (ব্যবধানে)[১] বরং আরও অধিক নিকটে।"

১. আরব দেশে প্রচলিত ছিল– দুই ব্যক্তি বন্ধুত্বের নৈকট্যে আবদ্ধ হওয়া কালে উভয়ে মুখোমুখি দাঁড়াইত এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ধনু এইভাবে হাতে তুলিত যেন ধনুর গুণ বা রজ্জু সম্মুখ পানে– একজনেরটা অপরজনের দিকে থাকে। এইরূপে ধনু হাতে লইয়া একে অপরের নিকটবর্তী হইতে থাকিত এবং উভয়ে এত নিকটবর্তী হইত যে, উভয় ধনুকের গুণ একটি অপরটিকে স্পর্শ করিত। তখন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে প্রায় দুই হাত পরিমাণ মাত্র ব্যবধান থাকিত। (মাআরেফুল কুরআন দ্রষ্টব্য)

www,BANGLAKITAB.com

এই প্রচলিত তথ্যই "কাবা কাওছাইনে" শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ। অতঃপর এই শব্দদ্বয় আরবী ভাষায় "অতি নিকটবর্তী" অর্থের ইঙ্গিত বহনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই আয়াতদ্বয়ে তিনটি ক্রিয়াপদ রহিয়াছে– ১. 'দানা" অর্থ নিকটবর্তী হইয়াছেন। ২. "তাদাল্লা" অর্থ অধিক নিকটবর্তী হইয়াছেন। ৩. "কানা" অর্থ হইয়া গেলেন।

উক্ত প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদে (আরবী ভাষার নিয়ম মতে) এক একটি সর্বনাম কর্তাপদরূপে উহ্য আছে। সেই সর্বনামত্রয়ের উদ্দেশ্য-বস্তু কি? সেই সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে।

এক পক্ষ বলেন, এই তিনটি উহ্য সর্বনামের উদ্দেশ্য-বস্তু তথা উক্ত তিনটি ক্রিয়াপদের কর্তাপদ হইলেন জিবরাঈল (আ.) এবং এই আয়াতদ্বয় পূর্ববর্তী (সূরা নজমের) ৩নং আয়াত হইতে বর্ণিত বিষয়বস্তুটিরই অংশ বিশেষ; যাহার বিবরণ এই পক্ষের মতানুসারে সূরা নজমের আয়াতসমূহের নম্বরের সহিত এই–

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ প্রবৃত্তি-বশে (কুরআন বা শরীয়ত বিধানের) কোন উক্তি করেন না। ৪. তাঁহার (ঐসব) উক্তি একমাত্র ওহী প্রাপ্তেই হইয়া থাকে। ৫. (ওহীর মাধ্যমে) শিক্ষা দান করেন তাঁহাকে, যিনি শক্তিশালী, ৬. বল ও ক্ষমতাধারী– (তথা জিবরাঈল [আ.])। একবার) তিনি (তথা সেই জিবরাঈল) নিজ আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন– ৭. আকাশের উর্ধ্ব প্রান্তে থাকিয়া। ৮. তারপর (যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার তথা জিবরাঈলের অসাধারণ বৃহৎকায় দেহ দেখিয়া ভীতির দরুন ভূপাতিত হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহার ভীতি দূর করিয়া সান্ত্বনা প্রদানের জন্য মানব আকৃতিতে) তিনি তথা জিবরাঈল (নবীজীর) নিকটবর্তী, অধিক নিকটবর্তী হইয়াছেন– ৯. এমনকি তিনি (তথা জিবরাঈল তখন নবীজী হইতে মাত্র) দুই ধনু ব্যবধানে ছিলেন।

এই তফছীর মতে ১৩ নং আয়াতের এবং ৮ ও ৯ নং আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে দেখার কোন প্রসঙ্গই নাই; এই আয়াতত্রয়ে জিবরাঈল ফেরেশতার প্রসঙ্গই উল্লেখ হইয়াছে।

www,BANGLAKITAB.com

পক্ষান্তরে অপর পক্ষ বলেন, ঐ তিনটি উহ্য সর্বনামের উদ্দেশ্য-বস্তু তথা উক্ত তিনটি ক্রিয়াপদের কর্তাপদ জিবরাঈল (আ.) নহেন, বরং আল্লাহ তাআলা অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, ৮ ও ৯ নং আয়াতে যে নৈকট্যের বর্ণনা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তাআলা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। ইহা মেরাজের ঘটনায়ই সংঘটিত হইয়াছিল এবং এই নৈকট্যের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছিলেন। সেমতে ১৩ নং আয়াতের তফছীরে যাঁহারা বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে আরও একবার দেখিয়াছেন" এই আয়াতে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট একবার দেখা ছাড়া আরও একবার দেখার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট– উভয় বার দেখাই মেরাজ উপলক্ষে হইয়াছে। প্রথমবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে পৌঁছিয়া এবং দ্বিতীয়বার আরও উর্ধ্বের উর্ধ্বে পৌঁছিয়া যাহা ৮ ও ৯ নং আয়াতদ্বয়ের মর্ম।

এই পক্ষের উক্তি অনুযায়ী ৮ ও ৯ নং আয়াতের তফছীর এই হইবে– ৮. তদুপরি তিনি তথা নবীজী (আল্লাহ তাআলার) নিকটবর্তী হইয়াছেন, পুনঃ অধিক নিকটবর্তী হইয়াছেন– ৯. এমনকি তিনি (তথা নবীজী আল্লাহ তাআলা হইতে যেন মাত্র) দুই ধনু ব্যবধানে ছিলেন। অর্থাৎ উর্ধ্বের উর্ধ্বে পৌঁছিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার অতি নৈকট্যে পৌঁছিয়াছিলেন; তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছেনও বটে।

তফছীর রুহুল মাআনী ২৭–৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে– সুফী তথা তাছাওউফ বিশারদগণের অধিকাংশই ৮ ও ৯ আয়াতের উক্ত তফছীর মতে মহামহিম আল্লাহ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে নৈকট্যের কথাই বলেন। অবশ্য সেই নৈকট্য যে আকারে হইতে পারে তাহাই উদ্দেশ্য।

وَكَذَا يَقُولُونَ بِالرُّؤْيَةِ كَذَٰلِكَ

"এইভাবেই তাঁহারা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আল্লাহ তাআলাকে) দেখার কথাও বলেন ঐ আকারেই।

৮ ও ৯ আয়াতের উক্ত তফছীর বুখারী শরীফ ১১২০ পৃষ্ঠার এক হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখও রহিয়াছে। সেই হাদীসে মেরাজের প্রতিচ্ছবির বিবরণ দানে সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণের বিবরণান্তে বলা হইয়াছে–

www,BANGLAKITAB.com

ثُمَّ عَلَابِهِ فَوْقَ ذٰلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ اِلَّا اللّٰهُ ... ثُمَّ دَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فِيْمَا يُوْحَى اللّٰهُ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً

"(সপ্ত আকাশ ভ্রমণের পরে) আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহারও উপর উর্ধ্বে নিয়া গেলেন– এত উর্ধ্বে যে, তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন... এবং মহামহিম সর্বশক্তিমান (আল্লাহ) নবীজীকে নৈকট্য দান করিলেন, পুনঃ অধিক নৈকট্য দান করিলেন; এমনকি নবীজী হইতে মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান পরিমাণে হইয়া গেলেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায দিনে-রাত্রে ফরজ হওয়ার অহী করিলেন।"

● মেরাজ উপলক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়া ছিলেন এই তথ্যে আরও একটি মতভেদ আছে। এক বর্ণনা মতে সাধারণ বহির্চোখের বিশেষ দৃষ্টিশক্তি দ্বারা দেখিয়াছেন। অপর বর্ণনা মতে অন্তরে বিশেষরূপে সৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি দ্বারা দেখিয়াছেন। অবশ্য এই দ্বিতীয় বর্ণনার উদ্দেশ্য শুধু "অনুভূতি" নহে, বরং চোখের দৃষ্টিশক্তির ন্যায় অন্তরে বিশেষরূপে সৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি দ্বারা দেখা উদ্দেশ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ৮ ও ৯ আয়াতের ভাষাগত গাম্ভীর্যের ও ভাবগত গুরুত্বের সহিত জিবরাঈলের প্রসঙ্গ মোটেই খাপ খায় না। কারণ জিবরাঈলের নৈকট্য যত অধিকই হউক নবীজীর পক্ষে উহা কোনই গুরুত্ব রাখে না; সেই বিষয়কে এত উচ্চ ভঙ্গিতে গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করা তাৎপর্যবিহীন হইয়া দাঁড়ায়। তাই জিবরাঈলের বিষয়টি এই বর্ণনায় গড়মিল বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য প্রসঙ্গই এই ভাষা ও ভাবের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়। (ফাতহুল বারী)

বিশেষতঃ ৮ ও ৯ আয়াতের সঙ্গেই রহিয়াছে ১০ নং আয়াত–

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

"অতঃপর তিনি অহী করিয়াছেন তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করার ইচ্ছা তিনি করিয়াছেন।"

www,BANGLAKITAB.com

উল্লিখিত 'তিনি' সর্বনামের উদ্দেশ্য-বস্তু যে আল্লাহ তাআলা তাহা নিতান্তই স্পষ্ট। 'তাঁহার বান্দার প্রতি' উক্তি তো ঐ সত্যকে অকাট্যরূপে নির্ধারিত করিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন 'আওহা–ওহী করা' ক্রিয়াপদের কর্তা আল্লাহ তাআলা হওয়াই নিশ্চিত। সেমতে ১০ আয়াতের ক্রিয়াপদের কর্তা হইলেন আল্লাহ। আর এই আয়াতে 'ফা–অতঃপর' বলিয়া ইহাকে পূর্ববর্তী ৮ ও ৯ আয়াতের মর্মের উপরই স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং ১০ আয়াতের মর্ম যেরূপ আল্লাহ সম্পর্কে– জিবরাঈল সম্পর্কে নয়; তদ্রূপ ৮ ও ৯ আয়াতের মর্মও আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেই– জিবরাঈল সম্পর্কে নয় এবং ১৩ আয়াতেও আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্পর্কেই, জিবরাঈল (আ.)কে দেখা সম্পর্কে নহে। ইহাই এই আয়াতসমূহের ভাষা ও বিন্যাসের দাবী।

১৩২. (মোসঃ) হাদীস। শায়বান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিশিষ্ট তাবেয়ী যেরর ইবনে হোবায়েশ (রহ.)কে–

"فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى"

(আয়াতের তফছীর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম– (যে, উক্ত আয়াতে কাহার নৈকট্য উদ্দেশ্য?) তিনি বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) আমাকে বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)কে দেখিয়াছেন– তাঁহার ছয়শত ডানা ছিল।

১৩৩. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা দেখিয়াছেন– তাঁহার অন্তরে তথা জ্ঞান-বিবেক উহার অনুধাবনে ভ্রান্তিতে পতিত হয় নাই– যাহা দেখিয়াছেন উহার অনুধাবন সঠিকরূপেই করিয়াছেন।" এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)কে দেখিয়াছেন– তাঁহার ছয়শত ডানা ছিল।

১৩৪. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রভু-

www,BANGLAKITAB.com

পরওয়ারদেগারের (কুদরতের) বড় বড় নিদর্শন দেখিয়াছিলেন– এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলকে তাঁহার নিজস্ব আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন; তাঁহার ছয়শত ডানা ছিল।

১৫৩. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে আরও একবার দেখিয়াছেন– আয়াতের তফছীরে বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখিয়াছিলেন।

১৩৬. (মোসঃ) হাদীস। আতা (রহ.) ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে স্বীয় অন্তর (মধ্যে সৃষ্ট চক্ষু বা দর্শনশক্তি) দ্বারা দেখিয়াছিলেন।

১৩৭. (মোসঃ) হাদীস। আবুল আলিয়া (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى – নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে আরও একবার দেখিয়াছেন– এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে স্বীয় অন্তর (মধ্যে সৃষ্ট চক্ষু বা দর্শনশক্তি) দ্বারা দুইবার দেখিয়াছেন।

১৩৮. (মোসঃ) হাদীস। মছরুক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট হেলান দিয়া বসিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছিলেন? তিনি বলিয়া উঠিলেন– সুবহানাল্লাহ! তোমার প্রশ্নে আমার (শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে–) শরীরের সমস্ত লোম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তিনটি বিষয় আছে– উহার কোন একটির উক্তি যে করিবে সে আল্লাহ তাআলার উপর অতি বড় অবাস্তব কথা আরোপকারী হইবে। আমি বলিলাম, উহা কি কি? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি বলিবে– মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছেন সে আল্লাহ তাআলার উপর বড় অবাস্তব কথা আরোপকারী হইবে।

মছরুক (রহ.) বলেন, এত সময় আমি হেলান দেওয়া ছিলাম; এখন আমি সোজা হইয়া বসিলাম এবং বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে একটু

www,BANGLAKITAB.com

সুযোগ দিন– আমাকে তাড়াহুড়ায় ফেলিবেন না। আল্লাহ্ তাআলা (পবিত্র কুরআনে) বলিয়াছেন নয় কি? وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ "নিশ্চয় তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন আকাশের সুস্পষ্ট কিনারায়" এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى "নিশ্চয় তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন আরও একবার।"

আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, এই উম্মতের সর্বপ্রথম ব্যক্তি আমি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, (যাঁহাকে আমি আকাশের কিনারায় দেখিয়াছি–) তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ.)। জিবরাঈল (আ.) যেই আকৃতিতে সৃষ্ট ছিলেন সেই আকৃতিতে আমি তাঁহাকে একাধিকবারই দেখিয়াছি। একবার তাঁহাকে দেখিয়াছি– (যেন) আকাশ হইতে তিনি অবতরণ করিতেছেন; তাঁহার বৃহৎ আকৃতি আসমান-যমীনের মধ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

অতঃপর (ইহজীবনে আল্লাহ তাআলাকে দেখা অসম্ভব হওয়ার প্রমাণ দানে) আয়েশা (রাযি.) বলিলেন– তুমি শোন না (পবিত্র কুরআনে) মহামহিম আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন?

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

"(ইহজীবনের) দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে (দর্শনায়ত্বে) পাইতে পারে না, কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টিকে (এবং উহার ক্রিয়াকে দর্শনে) পাইয়া থাকেন; তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।" (৭ পারা, শেষ রুকু)

আরও শোন না আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন?

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا

"কোন মানুষের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কালাম তথা বাণী একমাত্র এই (তিন) আকারে হয়– ১. ওহীর মাধ্যমে, ২. বা (দৃষ্টির) আড়াল হইতে, ৩. অথবা রসূল পাঠাইয়া।"

(অর্থাৎ মেরাজের ঘটনায় বিশেষ নৈকট্য সময়ে আল্লাহ তাআলা নবীজীর সহিত ওহী-মাধ্যমে কালাম করিয়াছেন। যাহা সূরা নজম ১০ নং আয়াতের মর্ম, অতএব তখন দীদার-দর্শন লাভ এই আয়াতের পরিপন্থী।)

www,BANGLAKITAB.com

অতঃপর (আয়েশা [রাযি.] তাঁহার আলোচ্য তিন বিষয়ের দ্বিতীয়টির বর্ণনা দানে) বলিলেন– আর যে ব্যক্তি বলিবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কুরআনের কোন বস্তু গোপন করিয়াছেন সেও আল্লাহ তাআলার বড় অবাস্তব কথা আরোপকারী। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ

"হে রসূল! আপনার প্রভুর তরফ হইতে আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা (বিশ্ববাসীকে) পৌঁছাইয়া দিন; যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি আল্লাহর রসূল হওয়ার দায়িত্ব পালনকারী সাব্যস্ত হইবেন না।" (অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিকট স্বীয় দায়িত্ব পালনকারীরূপে স্বীকৃত।)

অতঃপর (আয়েশা [রাযি.] তাঁহার তৃতীয় বিষয়ের বর্ণনা দানে) বলিলেন– আর যে ব্যক্তি বলিবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীকল্য যাহা কিছু সংঘটিত হইবে উহার (অর্থাৎ অগ্রিম বা গায়েবের) খবর ও সংবাদ জানেন সেও আল্লাহ তাআলার প্রতি বড় অবাস্তব কথা আরোপকারী। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন–

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

"আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান-যমীনের কেহই গায়েব জানে না– (আল্লাহ তাআলা না জানাইলে) জানিতে পারে না।"

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন বলা হইলে আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণা অবাস্তব সাব্যস্ত হয়।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ● আল্লাহর দীদার-দর্শন লাভের আলোচনায় প্রথম যে আয়াতটির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে–

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ

এই আয়াতের মর্ম সর্বসম্মতিক্রমে উহাই যাহা আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন যে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)কে তাঁহার নিজস্ব আকৃতিতে আকাশের সুস্পষ্ট কিনারায় দেখিয়াছেন।

www,BANGLAKITAB.com

● আল্লাহর দিদার-দর্শনের বিপক্ষে আয়েশা (রাযি.) প্রথম যে আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়াছেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ

"কোন দৃষ্টি আল্লাহ তাআলাকে (দর্শন-আয়ত্বে) পাইতে পারে না।" ইহার দুইটি উত্তর দেওয়া হয়।

প্রথম উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে ইহজগতের সাধারণ দৃষ্টি উদ্দেশ্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহজগতে থাকিয়া দেখেন নাই, বরং মেরাজ ভ্রমণে উর্ধ্ব জগতে যাইয়া আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার চোখে ঐ জগতের বিশেষ শক্তি প্রদান করা হইয়াছিল। ফলে তিনি তথায় আল্লাহ তাআলাকে দেখিতে সক্ষম হইয়াছেন– যেরূপে বেহেশতবাসীগণ ঐ জগতের চোখে আল্লাহ তাআলাকে দেখিতে সক্ষম হইবেন। দ্বিতীয় উত্তর পরবর্তী (তিরমিযী শরীফের) হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হইবে।

● ভবিষ্যতের কোন বিষয় নির্ধারিত, প্রকৃত ও সঠিকরূপে এবং গায়েবের খবর সরাসরিভাবে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ জ্ঞাত নহে। এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও ঐরূপ অবগতি ছিল না। ইহাই ইসলামের আকীদা ও মতবাদ। পবিত্র কুরআনে এই মতবাদের স্বপক্ষে ও প্রমাণে আরও বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। যথা–

قُلْ لَّا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ

"আপনি জানাইয়া দিন, আল্লাহর খাজানাসমূহ আমার হাতে– এই দাবী আমি করি না এবং আমি গায়েব জানি না এবং আমি এই দাবীও করি না যে, আমি ফেরেশতা।" (৭ পারা, ১২ রুকু)

لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ

"আপনি লোকদেরকে বলিয়া দিন, যদি আমি গায়েবের খবর জানিতাম তবে আমি (নিজের জন্য) ভাল অবস্থা বেশী সংগ্রহ করিতে পারিতাম এবং খারাপ অবস্থা আমাকে স্পর্শও করিতে পারিত না।" (৯ পারা, ১৪ রুকু)

www,BANGLAKITAB.com

ওহুদের জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁত ভাঙ্গিল, মাথা ভাঙ্গিল, আরও প্রায় ৮০টি যখম দেহ মোবারকে লাগিয়াছিল। প্রাণ-প্রিয় চাচা হামযা (রাযি.) শহীদ হওয়ার হৃদয় ছেদনকারী শোকের আঘাত পাইলেন। হুনায়েন জিহাদে এবং আরও কত কত ক্ষেত্রে যাতনা বেদনার সম্মুখীন হইলেন। গায়েব ও অগ্রিম খবরাখবর সরাসরি জানা থাকিলে অবশ্যই তিনি ঐসব বিপদ এড়াইয়া চলার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। এই সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত সত্যই উল্লিখিত আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে।

অবশ্য আল্লাহ তাআলা রসূলগণকে গায়েব তথা অদৃশ্য ও ভবিষ্যতের অনেক সংবাদ ওহী মারফত জানাইয়া দিতেন– যেভাবে আখেরাত যাহা অদৃশ্য ও ভবিষ্যত উহার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত করিয়াছেন এবং রসূলগণ তাহা স্বীয় উম্মতকে জ্ঞাত করিয়াছেন। সেই সম্পর্কেই বলা হইয়াছে–

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবের সংবাদ (যাহা আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে জ্ঞাত হইয়া থাকেন উহা উম্মতকে জ্ঞাত করা) সম্পর্কে মোটেও কৃপণ নহেন বা সন্দেহের পাত্র নহেন।"

১৩৯. (মোসঃ) হাদীস। মছরূক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)কে (তাঁহার মতবাদের বিপক্ষে) বলিলাম, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীদার-দর্শন লাভ না করিয়া থাকিলে) আল্লাহ তাআলার এই কালামের মর্ম কি হইবে?

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ...

ইহার অর্থ তো "তিনি তাঁহার অতি নিকটতম হইয়াছিলেন।"

আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, ইহার উদ্দেশ্য জিবরাঈল (আ.)। তিনি নবীজীর নিকট আসিতেন পুরুষ লোকের আকৃতিতে; আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনায় তিনি নবীজীর দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছিলেন তাঁহার ঐ আকৃতিতে যাহা তাঁহার নিজস্ব আকৃতি এবং আকাশের কিনারা ভর্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

www,BANGLAKITAB.com

১৪০. (মোসঃ) হাদীস। আবু যুর (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কি আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন–

"نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ"

তিনি (তথা আল্লাহ) তো নূর আমি উহা কিরূপে দেখিব? (অথবা ইহার অর্থ–) তিনি নুর বিশিষ্ট এখনও যেন আমি উহা দেখিতেছি। (অর্থাৎ আমি এত দৃঢ়ভাবে দেখিয়াছি যে, এখনও আমার চোখে ভাসে।)

১৪১. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু যর (রাযি.)কে বলিলাম, আমি যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করিতাম তবে তাঁহার নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম।

তিনি বলিলেন, কি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে? আমি বলিলাম, জিজ্ঞাসা করিতাম– আপনি কি আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছেন? আবু যর (রাযি.) বলিলেন, আমি হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি উত্তরে বলিয়াছেন–

"رَأَيْتُ نُورًا"

আমি নুর দেখিয়াছি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছি– তিনি নূর। যেমন কুরআনে আছে–

اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহ আসমান-যমীনের নূর অথবা উহার উদ্দেশ্য এই যে, আমি বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলাকে দেখি নাই; হাঁ– নূর দেখিয়াছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ তাআলার দীদার-দর্শন লাভ সম্পর্কে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে উল্লিখিত হাদীস দুইটি বর্ণিত এবং এই সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরেই স্বয়ং নবীজীর এই উক্তিদ্বয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরত যে, এই উক্তিদ্বয়ের অর্থ দুই রকমই হইতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত বিষয়টি অমিমাংসিতই থাকিয়া গেল, তাই ইহা সম্পর্কে সাহাবীগণের মতভেদ ছিল এবং আমাদের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

www,BANGLAKITAB.com

১৪২. (তিঃ) হাদীস। শা'বী (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, কা'বে আহবারের[১] সহিত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর সাক্ষাত হইল আরাফার ময়দানে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) তাঁহাকে একটি বিষয়ে (যথাসম্ভব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা সম্পর্কে) প্রশ্ন করিলেন। (বিষয়টি অতিশয় জটিল, তাই উক্ত প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় শিহরিয়া উঠিয়া) কাআব (রহ.) এত উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন যে, পবর্তমালায় প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হইল। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, আমরা বনু হাশেম বংশীয়; (জ্ঞান-অভিজ্ঞানের সহিত আমাদের নিকটতম সম্পর্ক আছে, অতএব যত জটিল বিষয়ই হউক আমরা উহার আলোচনার যোগ্য পাত্র।) তখন কাআব (রহ.) বলিলেন, ইহা একটি সুদৃঢ় সত্য যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার দীদার-দর্শন এবং কালাম বা সরাসরি বাণী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মূসা (আ.)-এর মধ্যে বণ্টন করিয়াছেন। অর্থাৎ মূসা (আ.) আল্লাহর সঙ্গে দুইবার কথা বলিয়াছেন এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলাকে দুইবার দেখিয়াছেন।

১৪৩. (তিঃ) হাদীস। একরেমা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন–

رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ

"মোহাম্মদ (রহ.) তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছেন।"

একরেমা (রহ.) বলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, (পবিত্র কুরআনে) আল্লাহ তাআলা কি বলিতেছেন না–

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

"দৃষ্টিসমূহ আল্লাহ তাআলাকে পাইতে পারে না?"

---

১. কাবে-আহবার (রহ.) অতি বড় অভিজ্ঞ আলেম ও বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েই তাওরাত-ইঞ্জিল কিতাবের বিশেষজ্ঞ– ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্যতম আলেম ছিলেন। খলীফা উমরের আমলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সময়কাল পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না বিধায় সাহাবী হইতে পারেন নাই। অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ আলেম হওয়ার কারণে সাহাবীগণও তাঁহার সঙ্গে মত বিনিময় করিতেন।

www,BANGLAKITAB.com

তদুত্তরে ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন–

وَيْحَكَ ذَاكَ اِذَا تَجَلّٰى بِنُوْرِهِ الَّذِيْ هُوَ نُوْرُهُ وَقَدْ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ

(এতটুকু না বুঝিলে) তুমি হতভাগা; উক্ত আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মহামহিম আল্লাহ তাঁহার পরিপূর্ণ নূরে বিরাজিত হওয়া ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারকে একাধিকবার দেখিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বক্তব্যের তুলনা বা দৃষ্টান্ত নয়– কারণ, মহান আল্লাহ তাআলার কোন ব্যাপারের তুলনা বা দৃষ্টান্ত অসম্ভব; তিনি তো অতুলন। অবশ্য মানবীয় জ্ঞানকে উল্লিখিত বক্তব্যটির শুধু নিকটবর্তী করা উদ্দেশ্য বলা যায় যে, "কোন চোখ সূর্যের প্রতি তাকাইতে পারে না"– এই সত্য পূর্ণ দ্বিপ্রহরকালে সূর্য তেজোময় কিরণমালায় বিরাজিত হওয়া ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু ক্ষীণ কিরণে বিরাজমান সময়ের জন্য নহে।

১৪৪. (তিঃ) হাদীস। আবু সালামা (রহ.) ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– সূরা নজমের ১৩, ১৪ এবং ১০, ৮ ও ৯ আয়াতসমূহ উল্লেখ করিয়া ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিয়াছেন–

قَدْ رَاٰهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় আল্লাহকে দেখিয়াছেন।"

আল্লাহর নূরের বয়ান

১৪৫. (মোসঃ) হাদীস। আবু মুছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় বর্ণনার জন্য আমাদের মধ্যে ভাষণ দানে দাঁড়াইয়া বলিলেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

www,BANGLAKITAB.com

"আল্লাহ তাআলা নিদ্রা যান না; নিদ্রার প্রয়োজনও তাঁহার নাই। (রিযিক-দৌলত ইত্যাদির) ঘাটতি ও বাড়তি তাঁহারই ক্ষমতায়। রাত্রের ক্রিয়া-কর্ম (হিসাব রক্ষার জন্য) তাঁহার নিকট পৌছানো হয় দিনের ক্রিয়া-কর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বেই এবং (পরবর্তী) রাত্রের ক্রিয়া-কর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বেই দিনের ক্রিয়া-কর্ম তাঁহার নিকট পৌছানো হয়। (আল্লাহ তাআলাকে দেখার ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টির পক্ষে) তাঁহার আড়াল হইল নূর। যদি আল্লাহ তাআলা এই আড়াল অপসারিত করিয়া দিতেন তবে তাঁহার সত্ত্বার মহত্ত্বের প্রভাব ভস্ম করিয়া দিত সমস্ত সৃষ্টি জগতকে– যাহার উপর তাঁহার দৃষ্টি সরাসরি পতিত হইত।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত তথ্যকে সাধারণ জ্ঞানের নিকটবর্তী করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত– সূর্যের কিরণমালা মেঘের আড়াল হইতে শুধু আলো আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, সে অবস্থায় শূন্যে শিশিরের অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু মেঘের আড়াল অপসারিত হইলে সূর্যের কিরণমালা সরাসরি ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং তাহাতে দেশজোড়া শিশিরের পাহাড় মুহূর্তে ভস্মিভূত হইয়া যায়। মহান আল্লাহ তাআলার নূরের আড়াল অপসারিত হইলে তাঁহার সীমাহীন দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর সরাসরি পতিত হইত এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র সৃষ্টি জগত শিশির অপেক্ষা অধিক দ্রুত ভস্মিভূত হইয়া যাইত।

মহামহিম আল্লাহ তাআলার মহত্ত্বের কিঞ্চিৎ ধ্যান-ধারণা মানুষকে দেওয়ার জন্য উল্লিখিত সত্য বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেহেশতে আল্লাহর দীদার-দর্শন লাভের বয়ান

১৪৬. (মোসঃ) হাদীস। ছোহায়েব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم ثم تلا هذه الاية للذين احسنوا الحسنى وزيادة

www,BANGLAKITAB.com

"বেহেশতের রায়প্রাপ্ত লোকগণণ বেহেশতে প্রবেশের পর একদা মহামহিম সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ (তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিবেন, অতিরিক্ত আরও কিছু লাভের বাসনা তোমাদের আছে কি? তাঁহারা বলিবেন, (অফুরন্ত শান্তি ও সুখ-ভোগের আনন্দ দ্বারা) আপনি তো আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন, (অফুরন্ত নেয়ামত ভাণ্ডার-) বেহেশত আমাদেরে আপনি দান করিয়াছেন এবং আমাদেরে দোযখ হইতে মুক্তি দিয়াছেন (-এমতাবস্থায় অতিরিক্ত বাসনা আর কি থাকিবে)!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন (মানবীয় চোখ যেই দুর্বলতার কারণে আল্লাহকে দেখায় অক্ষম ছিল সেই দুর্বলতার) পর্দা অপসারিত হইয়া যাইবে। ফলে তাঁহারা যে, স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পাইবেন- উহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ ও ভালবাসার কোন বস্তু তাঁহাদের জন্য হইবে না। অতঃপর (এই বর্ণনার প্রমাণ স্বরূপ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করিলেন (যাহার অর্থ-) যাহারা নেক কাজ করিবে তাহারা অপরিসীম সুফল লাভ তো করিবেই- উহার অতিরিক্তও লাভ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ ১১ পারা, ৮ রুকুর উল্লিখিত আয়াতে নেককারগণের প্রতিদানে যে অতিরিক্ত বস্তুর কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল- আল্লাহ তাআলার দীদার-দর্শন যাহার বর্ণনা আলোচ্য হাদীসে দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তাআলার দীদার-দর্শন এত বড় নেয়ামত যে, ইবাদত-বন্দেগী ও নেকীর কোন শ্রেণী বা পরিমাণের বিনিময়ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা উহা সম্পর্কে নাই, তাই উহাকে "যিয়াদত" বা অতিরিক্ত বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষের আমলের সম্ভাব্য প্রতিদানের অতিরিক্ত বস্তু।

১৪৭. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

www,BANGLAKITAB.com

"নিঃসন্দেহে– বেহেশতবাসীগণের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তির অবস্থা এই হইবে যে, সে তাঁহার বাগ-বাগিচা, তাঁহার বহু সংখ্যক স্ত্রী, তাঁহার অসংখ্য চাকর-বাকর এবং তাঁহার খাট-পালঙ্গ সমূহ এক হাজার বৎসরের পথ এলাকায় বিস্তৃত দেখিতে পাইবে। আর বেহেশতবাসীগণ হইতে মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যাঁহারা হইবেন তাঁহারা মহান আল্লাহকে প্রতি সকাল-বিকাল দেখিতে পারিবেন।

অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্বীয় বর্ণনার সমর্থনে ২৯ পারা, সূরা কিয়ামার) এই আয়াত পাঠ করিলেন– (–যাহার অর্থ এই–) ঐ দিন অনেকের চেহারা উৎফুল্ল হইবে, প্রভু-পরওয়ারদেগারের দীদার-দর্শন লাভকারী হইবে।"

১৪৮. (আঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা লোকগণ জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের মহান প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পারিব কি? তদুত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসাকারীগণকে বুঝাইবার জন্য প্রশ্ন করিলেন–

هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِىْ سَحَابَةٍ
قَالُوْا لَا قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِىْ سَحَابَةٍ
قَالُوْا لَا قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاتُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهٖ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ
فِىْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا

"দুপুর বেলায় মেঘবিহীন আকাশে সূর্য দেখিতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? সকলেই বলিল, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণিমার রাত্রে মেঘবিহীন আকাশে চাঁদ দেখিতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? সকলেই বলিল, না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাঁহার মুঠে আমার জান তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি– ঐ চন্দ্র-সূর্য দেখায় তোমাদের যেরূপ অসুবিধা হয় না ঠিক তদ্রূপই (বেহেশতে যাওয়ার পর) আল্লাহ তাআলাকে দেখিতেও অসুবিধা হইবে না।"

www,BANGLAKITAB.com

১৪৯. (আঃ) হাদীস। আবু রযীন (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكُلُّنَا يَرٰى رَبَّهٗ مُخْلِيًا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ قَالَ يَا اَبَا رَزِيْنٍ اَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرٰى الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مُخْلِيًا بِهٖ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اَجَلُّ وَاَعْظَمُ

"একদা আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান হইতে– কাহারও ভিড় করা ব্যতিরেকে স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিবে কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সৃষ্টি জগতে ঐরূপে দেখার দৃষ্টান্ত কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু রযীন!

পূর্ণিমার রাত্রে তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থান হইতে একা একা চাঁদকে দেখিয়া থাকে না-কি? (আবু রযীন [রাযি.] বলেন–) আমি বলিলাম, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চন্দ্র তো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জগতের একটি সৃষ্টি; আল্লাহ তো অতি মহান অতি বড়।" (তাঁহার ক্ষমতাও বড়; তিনি ঐ রূপের ব্যবস্থা করিবেন।)

১৫০. (ইঃ) হাদীস। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, দোয়া করি– আল্লাহ তাআলা বেহেশতের বাজারে তোমাকে ও আমাকে একত্রিত করেন। সাঈদ (রহ.) জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতে বাজার হইবে কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্মুখে বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلُوْهَا نَزَلُوْا فِيْهَا بِفَضْلِ اَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِيْ مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُوْرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ

বেহেশতের রায়প্রাপ্তগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করিবেন তখন তাঁহারা নিজ নিজ আমল অনুপাতে তাঁহাদের বাসস্থানে অবতরণ করিবেন। অতঃপর ইহকালীন সময়ের পরিমাণ মতে জুমার দিনে

www,BANGLAKITAB.com

وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّا لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَيَجْلِسُ اَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَا يَرَوْنَ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِاَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا

বেহেশতবাসীগণকে মহামহিম আল্লাহর সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করা হইবে। তাঁহার আরশ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচরে বিকশিত হইবে এবং আল্লাহ তাঁহাদেরে দর্শন ও দীদার দান করিবেন– তখন তাঁহারা বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগানে সমবেত থাকিবেন। সেমতে তাঁহাদের জন্য (তথায়) নুরের আসন, ইয়াকুত পাথরের আসন, মণি-প্রস্তরের আসন, স্বর্ণের আসন এবং রৌপ্যের সাজাইয়া রাখা হইবে। তাঁহাদের মধ্যে সর্বনিম্ন-সকলের নীচে যাঁহারা তাঁহারা কস্তুরীর এবং কর্পুরের সাজানো স্তুপের উপর উপবেশন করিবেন। এই লোকগণ কখনও ভাবিবেন না যে, চেয়ারে উপবিষ্টগণ তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম আসনে রহিয়াছেন।

قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا قَالَ نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قُلْنَا لَا قَالَ كَذٰلِكَ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَبْقَى فِي ذٰلِكَ الْمَجْلِسِ اَحَدٌ اِلَّا حَاضَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ

আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ– তোমরা সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতে সন্দেহে পতিত হও কি? আমরা বলিলাম, না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐরূপেই তোমাদের

www,BANGLAKITAB.com

মহামহিম প্রভুকে দেখার মধ্যে সন্দেহে পতিত হইবে না।

وَجَلَّ مُحَاضَرَةً حَتّٰى اَنَّهُ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ اَلَا تَذْكُرُ يَا فُلَانُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاتِهِ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَفَلَمْ تَغْفِرْلِىْ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَبِسَعَةِ مَغْفِرَتِىْ بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هٰذِهٖ

আর ঐ (বেহেশতের বাগানে) সমাবেশের মধ্যে একজনও বাকি থাকিবে না– প্রত্যেকের সঙ্গেই মহামহিম আল্লাহ উপস্থিত কথাবার্তা বলিবেন। এমনকি তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করিবেন, হে অমুক! তোমরা স্মরণ আছে কি, তুমি অমুক দিন অমুক কাজ করিয়াছিলে? দুনিয়ার জীবনে কৃত তাহার কোন নাফরমানী স্মরণ করাইবেন। ঐ ব্যক্তি বলিবে, প্রভু হে! আপনি উহা মাফ করিয়াছেন ;নয় কি? আল্লাহ বলিবেন, নিশ্চয়– আমার সুপ্রশস্ত ক্ষমার বদৌলতেই তুমি বর্তমান মর্যাদায় পৌছিতে সক্ষম হইয়াছ।

فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ فَاَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيْبًا لَمْ يَجِدُوْا مِثْلَ رِيْحِهٖ شَيْئًا قَطُّ

(ঐ সমাবেশে) বেহেশত-বাসীগণ ঐ অবস্থায় থাকাকালীন হঠাৎ একটি মেঘখণ্ড তাঁহাদের মাথার উপর তাঁহাদেরে পরিবেষ্টিত করিয়া নিবে এবং তাঁহাদের উপর সুবাস বর্ষণ করিতে থাকিবে– যাহার ন্যায় সুগন্ধি তাঁহারা কখনও পান নাই।

ثُمَّ يَقُوْلُ قُوْمُوْا اِلٰى مَا اَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ فَخُذُوْا مَا

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহাদিগকে বলিবেন, চল তোমাদের জন্য প্রস্তুত চরম মান-মর্যাদা লাভের

www,BANGLAKITAB.com

اشْتَهَيْتُمْ فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ مَالَمْ تَنْظُرِ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعِ الْأذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى الْقُلُوبِ قَالَ فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَى

প্রতি এবং যাহা পছন্দ করিবা তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবা। এই কথা বলার পর আমরা একটি বাজারে আসিব– যাহা ফেরেশতাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইবে। ঐ বাজারে এমন এমন চিজ-বস্তু হইবে যাহার নমুনা কোন চোখ দেখে নাই, কোন কান শোনে নাই এবং যাহার কল্পনাও কোন অন্তরে আসে নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (ঐ বাজার হইতে) আমাদের (তথা বেহেশতবাসীদের) জন্য বহন করিয়া নিয়া আসা হইবে যাহাই আমরা পছন্দ করিব। তথায় কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় হইবে না।

وَفِي ذٰلِكَ السُّوقِ يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّى يَتَمَثَّلَ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ

ঐ বাজারে সব বেহেশতীগণ পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। তখন অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইবে তাঁহার অপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তির সহিত। অবশ্য বেহেশতীগণের মধ্যে প্রকৃত নিকৃষ্ট কেহই হইবেন না (শুধু আনুপাতিক উঁচু-নীচু হইবেন)। প্রথম ব্যক্তির পোশাক-পরিচ্ছদ এত উচ্চমানের হইবে যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের কথাবার্তা শেষ

www,BANGLAKITAB.com

فِيْهَا قَالَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ اِلٰى مَنَازِلِنَا فَتَلْقَانَا اَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَاَهْلًا وَلَقَدْ جِئْتَ وَاِنَّ بِكَ مِنَ الْجَمَالِ وَالطِّيْبِ اَفْضَلُ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَقُوْلُ اِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ عَزَّ وَجَلَّ يَحِقُّنَا اَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا

হইবার পূর্বেই নিম্নস্তরের ব্যক্তির গায়ে এমন পোশাক আসিয়া যাইবে। যাহা (তাঁহার নিকট) উচ্চ ব্যক্তির পোশাক অপেক্ষা অধিক সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই ব্যবস্থা এই জন্য করা হইবে যে, বেহেশতের মধ্যে কাহারও চিন্তিত ও মনোক্ষুণ্ন হওয়ার অবকাশ থাকিবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তারপর আমরা (বেহেশতবাসীগণ) নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাইব; আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের সাক্ষাতে আসিয়া স্বাগত ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক বলিবে, (ইতিপূর্বে) আমাদের নিকট হইতে যাওয়া কালে আপনাদের যে সৌন্দর্য ও সুগন্ধি ছিল এখন তো তদপেক্ষা বেশী সৌন্দর্য ও সুগন্ধি আপনাদের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। আমরা বলিব, অদ্য আমরা আমাদের মহামহিম প্রভু-পরওয়ারদেগারের সাক্ষাতে বসিয়াছিলাম। তাই আমরা যে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছি উহাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল। (৩৩২ পৃষ্ঠা)

১৫১. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

www,BANGLAKITAB.com

بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِى نَعِيْمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ وَلَا يَلْتَفِتُوْنَ إِلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ

"বেহেশতবাসীগণ তাঁহাদের প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহ ভোগ করিতে থাকাবস্থায় একদা হঠাৎ তাঁহাদের সম্মুখে আলো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন তাঁহারা তাঁহাদের দৃষ্টি উপর দিকে উঠাইবেন এবং অকস্মাৎ দেখিবেন, প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাদেরে দীদার-দর্শন দান করিয়াছেন– (যাহা তাঁহাদের হাসিল হইল) তাঁহাদের উপর দিক হইতে। তখন আল্লাহ তাআলা বলিবেন, আস-সালামু আলাইকুম হে বেহেশতবাসীগণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইহাই তাৎপর্য এই আয়াতের–

سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

"দয়াল প্রভুর তরফ হইতে বাচনিক সালাম (লাভ হইবে বেহেশত-বাসীদের।" সূরা ইয়াসীন)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেমতে আল্লাহ তাআলা বেহেশতবাসীদের প্রতি দেখিয়া থাকিবেন এবং তাঁহারাও তাঁহার প্রতি দেখিয়া থাকিবেন। বেহেশতবাসীগণ যাবৎ তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাবৎ তাঁহারা অন্য কোন নেয়ামত সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁহার দীদার-দর্শনের সেই সুবর্ণ সুযোগ তাঁহাদের হইতে ক্ষান্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার নূর এবং বরকত ও মঙ্গল তাঁহাদের উপর তাঁহাদের বাসস্থানে বিদ্যমান থাকিয়া যাইবে।

● ইমাম মালেক (রহ.)কে আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল–

"إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ"

www,BANGLAKITAB.com

অনেক লোক (পরকালে) স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারকে দেখিতে পাইবে।

ইমাম মালেক (রহ.)কে বলা হইল, এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ তাআলার দীদার-দর্শন অস্বীকার করিয়া এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়া থাকে– প্রভু পরওয়ারদেগারের দেওয়া প্রতিদান দেখিবে।

ইমাম মালেক (রহ.) বলিলেন, তাহারা মিথ্যাবাদী (তাহারা যে, আল্লাহ তাআলার দীদার-দর্শন অস্বীকার করে–) তাহারা আল্লাহ তাআলার এই বাণীকে না দেখিয়া কোথায় থাকে?

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

"নিশ্চয় কাফেরগণ পরকালে তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের দীদার-দর্শন হইতে বঞ্চিত হইবে।"

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, নেককার লোকগণ পরকালে সচক্ষে আল্লাহ তাআলাকে দেখিতে পাইবেন। তিনি আরও বলেন, মুমিনগণ পরকালে তাঁহাদের পরওয়ারদেগারকে দেখিবেন– ইহা যদি সাব্যস্ত না হইত তবে আল্লাহ তাআলা (উল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতে) কাফেরদের প্রতি এই বলিয়া তিরস্কার করিতেন না যে, কাফেররা পরকালে স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের দর্শন হইতে বঞ্চিত হইবে। (মেশকাত শরীফ ৫০২ পৃষ্ঠা)

আখেরাতে শাফায়াতের বিবরণ

১৫২. (মোসঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ انْظُرُوْا مَنْ وَّجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوْهُ فَيَخْرُجُوْنَ حُمَمًا قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُلْقَوْنَ فِيْ نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ فِيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً

"বেহেশত প্রাপ্তগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে– আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়ায় যাহাকে বেহেশত দানের ইচ্ছা করিবেন একমাত্র সে-ই বেহেশতে

www,BANGLAKITAB.com

প্রবেশ করিবে। আর দোযখ প্রাপ্তরা দোযখে প্রবেশ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন, লক্ষ্য করিয়া দেখ– যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান পাও, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন। ঐ শ্রেণীর লোকদিগকে এই অবস্থায় বাহির করা হইবে যে, তাহারা আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া কয়লা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদেরে জীবন সঞ্চারণকারী নদীর মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইবে; তথা হইতে তাহারা অতি দ্রুত (সুন্দর সোনালী রং লইয়া) বাহির হইবে– যেভাবে পলিমাটিতে ঘাসের বিচি হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া থাকে। দেখ না! সোনালী রঙ্গে রঙ্গিন অঙ্কুর কিভাবে ঘাসের কাল বীজের বিতর হইতে বাঁকিয়া বাহির হয়?

১৫৩. (মোসঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلٰكِنْ نَاسٌ مِّنْكُمْ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوْبِهِمْ فَأَمَاتَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِمَاتَةً حَتّٰى إِذَا كَانُوْا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيْءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلٰى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيْلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ

"যাহারা দোযখের প্রকৃত অধিবাসী (অর্থাৎ যাহারা কাফের ঈমানহীন) তাহারা তো দোযখের মধ্যে মরিবেও না এবং (সুখের জীবনে) জীবিতও থাকিবে না। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক তোমাদের (মোসলেম) সম্প্রদায় হইতে তাহাদের গোনাহের কারণে দোযখ তাহাদেরেও পাইয়া বসিবে। আল্লাহ্ তাআলা তাহাদেরে (দোযখের মধ্যে) এক প্রকার মৃত্যু (রূপী অবস্থা) দিয়া রাখিবেন। এমনকি যখন তাহারা জ্বলিয়া কয়লা হইয়া যাইবে তখন (তাহাদের জন্য) সুপারিশ করার অনুমতি (নবীগণ, ফেরেশতাগণ এবং নেককার মোমেনগণকে) প্রদান করা হইবে। তাহাদেরে ভিন্ন ভিন্ন দলে (দোযখ হইতে) বাহির করিয়া আনা হইবে এবং বেহেশতের নদীসমূহে

www,BANGLAKITAB.com

ছড়াইয়া ফেলা হইবে, বেহেশতীগণকে বলা হইবে আপনারা তাহাদের উপর (বেহেশতের সঞ্জীবনী শক্তিময় পানি ইত্যাদি) বহাইয়া দিন। ফলে তাহারা সুন্দর রূপ ও আকৃতিতে পরিবর্তিত হইয়া উঠিবে– পলিমাটিতে ঘাসের বিচির ন্যায়।

(এই তুলনা ও দৃষ্টান্ত শ্রবণে) এই ব্যক্তি বলিল, (মনে হয়,) যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পল্লীতেও বসবাস করিয়াছেন। (তাই তিনি ঘাসের বিচি ও পলিমাটির অভিজ্ঞতা রাখেন।)

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআনের অন্ততঃ শতাধিক আয়াতের ঘোষণা যে, দোযখ বা জাহান্নাম বস্তুতঃ কাফেরদের জন্য তৈরী। অবশ্য গোনাহগার মোমেন যাহাদের গোনাহ মাফ করা না হইবে তাহারাও দোযখে যাইবে। কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য হইবে। বড় পার্থক্য এই যে, কাফেরদের জন্য দোযখের আযাব চিরস্থায়ী হইবে– তাহারা চিরকাল দোযখেই থাকিবে, দোযখও তাহাদের জন্য চিরকাল থাকিবে। পক্ষান্তরে মোমেন ব্যক্তি যত অধিক এবং যত বড় গোনাহগারই হউক তাহার ঈমান থাকিলে সে কোন না কোন সময় দোযখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশত লাভ করিবে এবং অতঃপর চিরকাল বেহেশতে থাকিবে।

কাফের ও গোনাহগার মোমেনের আযাব ও শাস্তির দ্বিতীয় পার্থক্য ইহাও হইবে যে, কাফেরের আযাব ভোগ কঠোরতর করার জন্য আযাবের সময় তাহার চেতনা ও বোধশক্তি পূর্ণমাত্রায় সতেজ ও সজীব রাখা হইবে। পক্ষান্তরে গোনাহগার মোমেনের আযাব ভোগ সময়ে তাহার চেতনা ও বোধশক্তি কিছু শিথিল করিয়া দেওয়া হইবে। আলোচ্য হাদীসে এই দ্বিতীয় পার্থক্যের তথ্যই বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মোমেনের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া এবং ঈমান রত্নের বিশেষ মূল্য। প্রথম পার্থক্য যাহা বহু সংখ্যক পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত– উহা তো আরও অধিক দয়া এবং ঈমানের অতি বড় মূল্য। তবে ঈমান রত্ন সঠিক-শুদ্ধ থাকায় বহুমুখী সতর্কতার প্রয়োজন। ঈমান বিনষ্ট হইলে নামধারী মুসলমান ও কাফের সমপর্যায়ের হইবে।

১৫৪. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

اٰخِرُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ
يَمْشِىْ مَرَّةً وَّيَكْبُوْ مَرَّةً وَّتَسْفَعُهُ
النَّارُ مَرَّةً فَاِذَا مَا جَاوَزَهَا اِلْتَفَتَ
اِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِىْ نَجَّانِىْ
مِنْكِ لَقَدْ اَعْطَانِىَ اللّٰهُ شَيْئًا مَا
اَعْطَاهُ اَحَدًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ

(আমি জানি অবস্থা ঐ ব্যক্তির) যে ব্যক্তি সর্বশেষে (দোযখ হইতে বাহির হইয়া) বেহেশতে প্রবেশ করিবে। সে (দোযখ হইতে নিতম্ব ঘষটাইয়া বাহির হইতে থাকিবে–) একবার সম্মুখে অগ্রসর হইবে, একবার উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইবে এবং এক একবার অগ্নিশিখা তাহাকে লেপটাইয়া ধরিবে। এই ভাব করিয়া যখন সে দোযখ অতিক্রান্ত করায় সক্ষম হইবে তখন দোযখের প্রতি তাকাইয়া সে বলিবে, অতি মঙ্গলময় ঐ খোদা যিনি আমাকে তোর হইতে মুক্তি দিলেন– আল্লাহ আমাকে এমন নেয়ামত দিলেন যাহা পূর্বাপর কাহাকেও দেন নাই।

فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ
اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ
فَلِاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ مِنْ
مَائِهَا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا
ابْنَ اٰدَمَ لَعَلِّىْ اِنْ اَعْطَيْتُكَهَا
سَاَلْتَنِىْ غَيْرَهَا فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ
وَيُعَاهِدُهُ اَنْ لَّا يَسْئَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ
تَعَالٰى يَعْذِرُهُ لِاَنَّهُ يَرٰى مَا لَا

অতঃপর দূর হইতে তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে একটি বৃক্ষ (যাহার নিকট পানির ঝর্ণাও আছে।) সে বলিবে, প্রভু হে! আমাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করিয়া দিন; আমি উহার ছায়া ভোগ করিব এবং উহার পানি পান করিব। মহামহিম আল্লাহ বলিবেন, হে আদম-তনয়! আমি তোমাকে উহা দান করিলে হয়ত তুমি আবার অন্য কিছু চাহিবা! সে বলিবে, না– হে প্রভু! এবং সে আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করিবে যে, আর কিছু চাহিব না। তাহার প্রভু

www,BANGLAKITAB.com

صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا

(তাহার পীড়াপীড়িতে) তাহাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন। কারণ, সে এমন বস্তু দেখিতেছে যাহা না পাইয়া তাহার ধৈর্য আসে না। সেমতে আল্লাহ তাহাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করিয়া দিবেন; সে উহার ছায়া লাভ করিবে এবং উহার পানি পান করিবে।

ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْئَلُنِي غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْئَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا

অতঃপর তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিবে অন্য একটি বৃক্ষ যাহা প্রথমটি অপেক্ষা অধিক সুন্দর। সে বলিবে, হে প্রভু! আমাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করিয়া দিন; আমি উহার পানি পান করিব এবং উহার ছায়া লাভ করিব। আমি আর অন্য কিছু আপনার নিকট চাহিব না। আল্লাহ তাআলা বলিবেন, হে আদম তনয়! তুমি অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তুমি প্রথমটি ভিন্ন আর কিছু চাহিবে না– এই বলিয়া আল্লাহ তাআলা বলিবেন, এই দ্বিতীয়টির নিকটবর্তী তোমাকে করিয়া দিলে হয়ত তুমি আবার অন্যটা চাহিবে। সে অঙ্গীকার করিবে যে, উহা ভিন্ন আর কিছু চাহিব না। মহান প্রভু তাহাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন– যেহেতু সে এমন বস্তু দেখিতে পাইতেছে যাহা হইতে সে ধৈর্য ধরিতে পারে না। তাহাকে উহার নিকটবর্তী করিয়া দিবেন; সে উহার ছায়া লাভ করিবে এবং উহার পানি পান করিবে।

www,BANGLAKITAB.com

ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ
الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنَ الْاُوْلَيَيْنِ
فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اَدْنِنِىْ مِنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ لِاَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَاَشْرَبَ
مِنْ مَّائِهَا لَا اَسْئَلُكَ غَيْرَهَا

তারপর তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিবে আর একটি বৃক্ষ- বেহেশতের দ্বারে অবস্থিত এবং পূর্বের বৃক্ষদ্বয় অপেক্ষা অধিক সুন্দর। তখন ঐ ব্যক্তি বলিবে, প্রভু হে! আমাকে ঐ বৃক্ষটির নিকটবর্তী করিয়া দিন; যেন আমি উহার ছায়া লাভ করিতে পারি এবং উহার পানি পান করিতে পারি। আমি আপনার নিকট আর অন্য কিছু চাহিব না।

فَيَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَلَمْ تُعَاهِدْنِىْ
اَنْ لَّا تَسْئَلَنِىْ غَيْرَهَا قَالَ بَلٰى يَا
رَبِّ هٰذِهٖ لَا اَسْئَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهٗ
تَعَالٰى يَعْذِرُهٗ لِاَنَّهٗ يَرٰى مَالَا صَبْرَ
لَهٗ عَلَيْهِ فَيُدْنِيْهِ مِنْهَا فَاِذَا اَدْنَاهُ
مِنْهَا فَيَسْمَعُ اَصْوَاتَ اَهْلِ الْجَنَّةِ
فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَدْخِلْنِيْهَا فَيَقُوْلُ يَا
ابْنَ اٰدَمَ مَا يَصْرِيْنِىْ مِنْكَ
اَيُرْضِيْكَ اَنْ اُعْطِيَكَ الدُّنْيَا
وَمِثْلَهَا مَعَهَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ
اَتَسْتَهْزِئُ مِنِّىْ وَاَنْتَ رَبُّ
الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহ তাআলা বলিবেন, হে আদম তনয়! তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে না যে, অন্য আর কিছু চাহিবে না! সে বলিবে, হ্যাঁ- করিয়াছিলাম। প্রভু হে! ইহাই আমার শেষ চাওয়া; অন্য আর কিছু আপনার নিনকট চাহিব না। মহান প্রভু তাহাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন, যেহেতু সে এমন বস্তু দেখিতেছে যাহা হইতে সে ধৈর্য ধারণে অক্ষম, তাই আল্লাহ তাআলা এইবারও তাহাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করিয়া দিবেন। যখন আল্লাহ তাআলা তাহাকে ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী করিয়া দিবেন এবং সে বেহেশতবাসীগণের আলাপচারি শুনিতে থাকিবে তখন সে বলিবে, প্রভু হে! আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দিন। আল্লাহ তাআলা বলিবেন, হে আদম

www,BANGLAKITAB.com

তনয়! তোমার হইতে কিভাবে আমার অব্যাহতি লাভ হইবে? সমগ্র জগতের দ্বিগুণ তোমাকে আমি দিলে তুমি সন্তুষ্ট হইবে কি? সে বলিবে, প্রভু হে! আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করেন কি? আপনি তো সারা জাহানের প্রভু!

(এই হাদীস বর্ণনাকারী) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) এই সময় হাসিয়া উঠিলেন। অতঃপর শ্রোতাগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে না- কেন আমি হাসিলাম? তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কেন আপনি হাসিলেন? তিনি বলিলেন, এইভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া ছিলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাসেন কেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করেন? আপনি তো সারা জাহানের প্রভু!" ঐ ব্যক্তির এই উক্তির সময় আল্লাহ তাআলা হাসিবেন এবং বলিবেন, আমি তোমার সঙ্গে কৌতুক করি না; আমি তো যাহা চাই তাহাই করিতে সক্ষম। (বাস্তবেই তাহাকে সমগ্র জগতের দ্বিগুণ সম্পদ-নেয়ামত দান করা হইবে।)

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَلاَ تَسْئَلُوْنِىْ مِمَّ اَضْحَكُ قَالُوْا مِمَّ تَضْحَكُ فَقَالَ هٰكَذَا ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حِيْنَ قَالَ اَتَسْتَهْزِئُ مِنِّىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لاَ اَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلٰكِنِّىْ عَلٰى مَا اَشَاءُ قَدِيْرٌ

www,BANGLAKITAB.com

১৫৫. (মোসঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ اللّٰهُ تَعَالَى وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثَّلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٍّ فَقَالَ اَىْ رَبِّ قَدِّمْنِىْ إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ (وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهِ) وَيُذَكِّرُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْاَمَانِىُّ قَالَ اللّٰهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَتَقُوْلَانِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَاكَ لَنَا وَاَحْيَانَا لَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ مَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِثْلَ مَا اُعْطِيْتُ

"বেহেশতবাসীগণের সর্বনিম্ন শ্রেণী (এক এক) ব্যক্তি এইরূপ হইবে যে, আল্লাহ তাআলা (তাঁহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া প্রথমতঃ তাহার মুখ দোযখের দিকে এবং পিঠ বেহেশতের দিকে রাখিবেন। অতঃপর তাহার আবেদন-নিবেদনে) তাহার চেহারা দোযখ হইতে ফিরাইয়া বেহেশতের দিকে করিয়া দিবেন এবং ছায়াবিশিষ্ট একটি বৃক্ষের দৃশ্য তাহার নজরে প্রকাশ করা হইবে। সে বলিবে, প্রভু হে! আমাকে ঐ বৃক্ষটির দিকে অগ্রসর করিয়া দিন। (উপরোল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদীসে যেরূপ পর পর তিনটি বৃক্ষের বর্ণনা ছিল বক্ষমান আবু সাঈদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদীসেও ঐরূপ বর্ণিত আছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তির বেহেশতে প্রবেশলগ্নে এতটুকু অতিরিক্ত বিবরণ এই হাদীসে রহিয়াছে–)।

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করাইয়া দিবেন যে, আমার নিকট ইহা চাও, ইহা চাও। চাহিতে চাহিতে যখন (দুনিয়ার সব উল্লেখ পূর্বক) তাহার সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া শেষ হইয়া যাইবেব তখন আল্লাহ তাআলা তাহাকে বলিবেন, তোমার জন্য এই সব তো আছেই এবং আরও ইহার দশগুণ।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাহার বেহেশতের মহলে প্রবেশ করিলে বড় বড় আঁখি-বিশিষ্টা হুর জাতীয় দুইজন সহধর্মিনী তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে

www,BANGLAKITAB.com

এবং বলিবে, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আপনাকে আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমাদেরে আপনার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি (অগণিত নেয়ামত রাশি লাভ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে) বলিবে, আমাকে যেরূপ দান করা হইয়াছে অন্য কাউকে ঐরূপ দান করা হয় নাই।

১৫৬. (মোসঃ) হাদীস। মুগীরা ইবনে শোবা (রাযি.) মিম্বারে আরোহন পূর্বক লোকদিগকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা শুনাইতে ছিলেন—

سَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ تَعَالَى مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

"একদা মূসা (আ.) তাঁহার মহান প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতীগণের সর্বনিম্ন শ্রেণীর অবস্থা কি হইবে? তিনি বলিলেন, সে এমন ব্যক্তি হইবে যে (বেহেশতের জন্য) আসিবে সকল বেহেশতীর বেহেশতে প্রবেশ করিয়া যাওয়ার পর। তাহাকে বলা হইবে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর। সে বলিবে, প্রভু হে! আমি কিরূপে বেহেশতে প্রবেশ করিব সকলে তো তাহাদের স্থানে আসিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সব প্রাপ্য দখলে নিয়া নিয়াছে? তাহাকে বলা হইবে, তুমি কি সন্তুষ্ট হইবে যে, তোমাকে দুনিয়ার

www,BANGLAKITAB.com

কোন রাজার রাজত্বের পরিমাণ দেওয়া হয়? সে বলিবে, প্রভু হে! আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইব। তখন প্রভু বলিবেন, তোমার জন্য রাজত্বের পরিমাণ তো আছেই– উহার সঙ্গে আরও উহার সম-পরিমাণ, আরও সম-পরিমাণ, আরও সম-পরিমাণ, আরও সম-পরিমাণ, আরও সম-পরিমাণ। এই পঞ্চম বারের পর ঐ ব্যক্তি বলিবে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলিবেন, উল্লিখিত সমষ্টি তো তোমার জন্য থাকিবেই, উহার সঙ্গে উহার আরও দশগুণ তোমার জন্য থাকিবে। তদুপরি যাহা তোমার মন চাহিবে এবং যাহাতে তোমার নয়ন জুড়াইবে– সবই তোমার জন্য থাকিবে। ঐ ব্যক্তি বলিবে, প্রভু হে! আমি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি।

মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতবাসীদের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কি অবস্থা হইবে? আল্লাহ তাআলা বলিলেন, তাঁহারা তো হইবেন আমার আদর-সোহাগের পাত্র। তাঁহাদের মান-মর্যাদার (নেয়ামতরাশী) আমি নিজ হস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি– যাহা কোন চোখ দেখে নাই, কোন কর্ণ শোনে নাই, কোন মানুষের কল্পনায়ও আসে নাই। এই সত্যের প্রমাণ মহামহিম আল্লাহর কুরআনেও রহিয়াছে– "নেক লোকদের জন্য যে সব নয়ন জুড়ানো নেয়ামত সামগ্রী জাগতিক দৃষ্টির অগোচরে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে তাহা কোন মানুষের জ্ঞান বা অনুভূতিতেও আসে নাই।"

(২১ পারা, ১৫ রুকু)

১৫৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنِّىْ لَاَعْلَمُ اٰخِرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُوْلاً اَلْجَنَّةَ وَاٰخِرَ اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجاً رَجُلٌ يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اَعْرِضُوْا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوْبِهٖ وَارْفَعُوْا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوْبِهٖ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوْبِهٖ اَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهٗ فَاِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُوْلُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ اَشْيَاءَ لَا

www,BANGLAKITAB.com

أَرَاهَا هٰهُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ

"যে (শ্রেণীর) ব্যক্তি বেহেশতীদের মধ্যে সর্বশেষ বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং সর্বশেষে দোযখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে আমি তাহাকে (অর্থাৎ তাহার একটি বিশেষ অবস্থা আমি) জানি। ঐ (শ্রেণীর) ব্যক্তিকে পরকালের দিনে (দোযখ হইতে বাহির করিয়া) নিয়া আসা হইবে। অতঃপর (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে ফেরেশতাগণকে) বলা হইবে, তাহার সম্মুখে তাহার ছোট ছোট গোনাহগুলির হিসাব পেশ কর, বড় বড় গোনাহগুলির হিসাব ভিন্ন করিয়া রাখ। সেমতে তাহার ছোট ছোট গোনাহগুলির হিসাব দেখাইয়া বলা হইবে, তুমি অমুক অমুক দিন এই এই (গোনাহের) কাজ করিয়াছ এবং অমুক অমুকক দিন তুমি এই এই (গোনাহের) কাজ করিয়াছ। সে বলিবে– হ্যাঁ; অস্বীকার করার কোন উপায় তাহার থাকিবে না। সে ভয় করিতে থাকিবে– তাহার বড় বড় গোনাহগুলির হিসাবও উপস্থিত করা হয় না কি!

অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, প্রতিটি গোনাহের বিনিময়ে তোমাকে এক একটি নেকী দেওয়া হইল। তখন ঐ ব্যক্তি বলিয়া উঠিবে, প্রভু হে! আমি তো আরও বিভিন্ন রকম (গোনাহের) কাজ করিয়াছিলাম; উহার উল্লেখ তো এস্থানে দেখি না!

আবু যর (রাযি.) বলেন, এই বিবরণ দানকালে আমি দেখিয়াছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক হাসিয়াছেন যে, তাঁহার মুখের চোখা দাঁত দেখা গিয়াছে।"

১৫৮. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.)কে (কিয়ামত দিবসে পুলসিরাতের উপর দিয়া) দোযখ অতিক্রম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করা বিবরণ) বর্ণনা করিলেন– আমরা (মোহাম্মদী উম্মত) কিয়ামত দিবসে (হাশর মাঠে) উপস্থিত হইব অন্য লোকদের অপেক্ষা বেশী সংখ্যায়। অতঃপর বিভিন্ন দল মানুষকে তাহাদের দেব-দেবী এবং পূজনীয় সহ ডাকা হইবে (এবং বলা হইবে, তোমরা নিজ নিজ পূজনীয়দের অনুসরণে চলিতে থাক। ঐ পূজনীয়দের

www,BANGLAKITAB.com

সকলকেই দোযখে পতিত করা হইবে; ফলে ঐ পূজকগণও দোযখে পতিত হইবে-) একের পর এক।

অতঃপর আমাদের (মোমেন-মোনাফেক এক আল্লাহর ইবাদতের দাবীদারদের) নিকটে পরওয়ারদেগারের আগমন হইবে (অদৃশ্যরূপে)। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কাহার অপেক্ষায় আছ? সকলে বলিবে, আমরা আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের অপেক্ষা করিতেছি। তিনি বলিবেন, আমিই তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার। লোকগণ বলিবে, আমরা (এই স্থান ত্যাগ করিব আপনাকে) দেখিবার পরে। সেমতে তাহাদের সম্মুখে তিনি বিকশিত হইবেন- আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় এবং (আমাদের) সকলকে তিনি নিজ আদেশে পরিচালিত করিবেন; সকলে তাঁহার আদেশের অনুসরণে অগ্রসর হইবে। এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীদার মোমেন ও মোনাফেক সবেরই প্রত্যেককে আলো দান করা হইবে। (সেই আলোর সাহায্যে প্রত্যেকে পুলসিরাতের দিকে) তাঁহার আদেশ মতে অগ্রসর হইবে। জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই পুলসিরাতে (উভয় পার্শ্বে) বক্র মাথা বিশিষ্ট সিক এবং (বড় বড়) কাঁটা থাকিবে। ঐসব সিক ও কাঁটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন (গোনাহগার) লোককে ধরিতে থাকিবে (এবং দোযখে ফেলিবে)। লোকদের পুলসিরাতে উঠিবার পরে মোনাফেকদের আলো নিভাইয়া দেওয়া হইবে। (তাহারা তথা হইতেই দোযখে পতিত হইবে)।

পক্ষান্তরে (ঐ আলোর সাহায্যে উত্তম) মোমেনগণ (পুলসিরাত) অতিক্রম করিয়া (দোযখ হইতে) মুক্তি লাভ করিবে। প্রথম যে দলটি দোযখ পার হইয়া আসিবে তাঁহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় হইবে। তাঁহারা সত্তর হাজার হইবেন- যাঁহাদের কোন হিসাব লওয়া হইবে না। তাঁহাদের সংলগ্ন দলটি আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় হইবেন। পরবর্তী দলের ব্যবধান এই অনুপাতেই হইবে।

তারপর (দোযখে পতিত গোনাহগার মোসলমানের জন্য) সুপারিশের সুযোগ আসিবে এবং সুপারিশকারীগণের সুপারিশ গৃহীত হইবে। এমনকি যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-কলেমা পড়িয়াছিল এবং তাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ পূর্ণ ঈমান ছিল সেও দোযখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। এই শ্রেণীর লোকদেরকে বেহেশতের বারান্দায় রাখা হইবে; বেহেশতীগণ

www,BANGLAKITAB.com

তাহাদের উপর পানি ছিটাইয়া দিবেন, ফলে তাহারা পলি-মাটিতে উদ্ভিদের ন্যায় (সুন্দর রঙ্গে) পরিবর্তিত হইয়া উঠিবে, আগুনে পোড়ার চিহ্ন মুছিয়া যাইবে। তারপর (তাহাদের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা) জিজ্ঞাসা করা হইবে (এবং উহা পূরণ করা হইবে)। এমনকি তাহাদিগকে সমগ্র জগৎ ও উহার দশগুণ পরিমাণ (নেয়ামত সামগ্রী) দান করা হইবে।

১৫৯. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অনেক লোককে (বিভিন্ন স্তরের শাফায়াত বা সুপারিশের দরুন দোযখ হইতে বাহির করিবেন।"

১৬০. (মোসঃ) হাদীস। ইয়াযীদ আল ফকীর (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, খারেজী ফেরকার একটি মর্তবাদ (যে, কবীরা গোনাহ অনুষ্ঠানকারীগণ চিরকালই জাহান্নামে থাকিবে, শাফায়াত বা সুপারিশ দ্বারা তাহারা দোযখ হইতে বাহির হইতে পারিবে না– এই মতবাদ) আমার মনে খুবই আকর্ষণীয় ছিল; (এই মতবাদের আরও লোক একত্রিত হইল)। সেমতে আমরা অনেক লোকের একটি দল এই উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম যে, আমরা হজ্জ সমাপণ করিব, তারপরে লোকদের মধ্যে (ঐ মতবাদ প্রচারে) অভিযান চালাইব। (যাত্রাপথে) আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম এবং দেখিতে পাইলাম, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) (মসজিদের) একটি থামের নিকটে বসিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বর্ণনা করিতেছেন এবং তিনি দোযখীদের আলোচনায় বক্তব্য রাখিলেন। (তাঁহার বক্তব্য এই ছিল যে, মোসলমান পাপীগণ দোযখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে।) আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী! আপনারা (দোযখ হইতে নিষ্কৃতি লাভের) এই কথা কী বর্ণনা করেন? অথচ আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন– (৪ পারা, ১১ রুকু)

إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ

"হে প্রভু-পরওয়ারদেগার! আপনি যাহাকে দোযখে ঢুকাইবেন তাহাকে তো লাঞ্ছনায় পতিত করিবেন।" আরও বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا

"দোযখীগণ দোযখ হইতে বাহির হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যত বারই করিবে তাহাদের দোযখে থাকিতে বাধ্য করা হইবে।" (২১ পারা, ১৫ রুকু)

(এই শ্রেণীর আয়াত দৃষ্টে দোযখীদের বেহেশত লাভের সম্মান পাওয়া এবং দোযখ হইতে বাহির হওয়া দুরূহ মনে হয়।) আপনারা যাহা বলেন তাহা কিরূপ মতবাদ? জাবের (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কুরআন পড় কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ মর্যাদা– যেই মর্যাদায় আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সমাসীন করিবেন (যাহাকে কুরআনের ভাষায় "মকামে মাহমুদ" বলা হইয়াছে–) উহা সম্পর্কে তুমি শুনিয়াছ কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। জাবের (রাযি.) (মোসলমান পাপীদের দোযখ হইতে বাহির হওয়া প্রসঙ্গে) বলিলেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই "মকামে মাহমুদ" (মর্যাদা)-এর দ্বারাই (তাঁহার মাধ্যমে) আল্লাহ তাআলা দোযখ হইতে বাহির করিবেন যাহারা বাহির হইবে। (মকামে মাহমুদ মর্যাদার বিশেষ সম্মানই বড় এবং ছোট ছোট শাফায়াতের অনুমতি ও তাহা গৃহীত হওয়া। নবীজীর শাফায়াতেই পাপী মোমেন দোযখ হইতে বাহির হইবে।)

এই বিবরণ বর্ণনাকারী ইয়াযীদ (রহ.) বলেন, অতঃপর জাবের (রাযি.) "পুলসিরাত" প্রতিষ্ঠিত করার এবং লোকদের উহা অতিক্রম করার বিষয় (সম্বলিত হাদীস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে) বর্ণনা করিলেন। ঐ বর্ণনা সবটুকু আমার স্মরণে না থাকিলেও এই কথা স্মরণ আছে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ قَوْمًا يَّخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ اَنْ يَّكُوْنُوْا فِيْهَا فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمْ عِيْدَانُ السَّمَاسِمِ فَيَدْخُلُوْنَ نَهْرًا مِّنْ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ فَيَخْرُجُوْنَ كَاَنَّهُمْ قَرَاطِيْسُ

"এক শ্রেণীর মানুষ দোযখে প্রবেশ করার পর তাহাদেরে উহা হইতে বাহির করিয়া নিয়া আসা হইবে। তাহাদেরে দোযখ হইতে এমন অবস্থায় বাহির করা হইবে যে, (আগুনে পুড়িয়া তাহারা রৌদ্রে) শুকানো সরিষা গাছের

www,BANGLAKITAB.com

ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদেরে বেহেশতের একটি নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে; ঐ নদী হইতে উঠিয়া আসিলে (তাহাদের বিশ্রী কাল রং দূরীভূত হইয়া) তাহারা কাগজরূপী (ধবধবা পরিষ্কার) হইয়া যাইবে। (আগুনে পোড়ার চিহ্নও তাহাদের গায়ে থাকিবে না।)

ইয়াযীদ আল-ফকীর (রহ.) বলিলেন, আমরা হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সকল সাহাবীগণ পরস্পর একে অপরকে বলিলাম, (খারেজী ফের্কার মতবাদ মানিলে) তোমাদের পরিণাম খারাপ হইবে। তোমরা কি ধারণা করিতে পার যে, এই বৃদ্ধ মুরব্বী (জাবের রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবী) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন? আমরা সব সঙ্গীগণই (খারেজীদের মতবাদ হইতে) ফিরিয়া গেলাম। আমাদের কেহই (মোসলমান জামাত হইতে) বিচ্ছিন্ন থাকিল না– শুধু এক ব্যক্তি ব্যতীত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত আয়াতের মর্ম– "দোযখীদেরে দোযখ হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেওয়া হইবে না– দোযখে থাকিতে বাধ্য করা হইবে" ২১ পারা, ১৫ রুকু দ্রষ্টব্য। আরও একটি আয়াত–

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ

"সুপারিশকারীগণের সুপারিশ তাহাদের জন্য ফলদায়ক হইবে না।" (২৯ পারা, ১৬ রুকু) এই শ্রেণীর আয়াতসমূহ একমাত্র কাফেরদের সম্পর্কে; মোসলমান পাপী দোযখীদের সম্পর্কে নহে।

● "মকামে মাহমুদ" একটি বিশেষ মর্যাদার পদ; কিয়ামত দিবসে বিভিন্ন রকম সুপারিশের অনুমতি উক্ত পদ-মর্যাদার সুযোগাধীন থাকিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ শাফায়াত যাহা অন্য কোন নবী করিবেন না এবং সাধারণ শাফায়াত– উভয় রকম শাফায়াতই করিবেন।

১৬১. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ اَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُوْنَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى (ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِمْ اِلَى النَّارِ) فَيَلْتَفِتُ اَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ اِذْ اَخْرَجْتَنِىْ مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِىْ فِيْهَا فَيُنْجِيْهِ اللّٰهُ مِنْهَا

www,BANGLAKITAB.com

"দোযখ হইতে চার ব্যক্তিকে বাহির করিয়া আনা হইবে এবং তাহাদেরে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হইবে। (অতঃপর আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহাদেরে দোযখে নিয়া যাওয়ার আদেশ করা হইবে।) তখন তাহাদের একজন (আল্লাহ তাআলার দিকে) তাকাইবে এবং বলিবে, প্রভু হে! (আমি তো আশা করিতেছিলাম,) আপনি যখন আমাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন তখন পুনরায় আমাকে আর উহার মধ্যে নিবেন না। এই কথার উপর আল্লাহ তাআলা তাহাকে মুক্তি দিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী কারী (রহ.) মেরকাতে লিখিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসে চারজন হইতে শুধু একজনের মুক্তির উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহার অনুসরণে তাহাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার দরবারে তাহার ন্যায় আবেদন জানাইবে এবং প্রত্যেকেই মুক্তি লাভ করিবে।

১৬২. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) এবং হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

يَجْمَعُ اللّٰهُ تَعَالَى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ اَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا خَطِيْئَةُ اَبِيْكُمْ اٰدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِذْهَبُوْا اِلٰى اِبْنِيْ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ

আল্লাহ তাআলা সমস্ত লোকদিগকে (হাশর ময়দানে) একত্রিত করিবেন। সেমতে মোমেনগণও উপস্থিত হইবে এবং বেহেশত তাহাদের নিকটবর্তী থাকিবে। তখন মোমেগণ আদম আলাইহিস সালামের নিকট আসিবে এবং বলিবে, হে আমাদের আদি পিতা! আমাদের জন্য বেহেশতের দরওয়াজা খোলাইবার ব্যবস্থা করুন। তিনি বলিবেন, তোমাদের পিতা আদমের অপরাধই তো তোমাদেরে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছে। বেহেশতের দরওয়াজা খোলাইবার লোক আমি হইতে পারি না। তোমরা

www,BANGLAKITAB.com

আমার পুত্র ইবরাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও।

قَالَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلًا مِّنْ وَّرَاءِ وَرَاءِ اِعْمِدُوْا اِلٰى مُوْسَى الَّذِيْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيْمًا

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লোকগণ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট গেলে পর তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের যোগ্য নহি; আমি তো আল্লাহ তাআলার খলীল (দোস্ত) ছিলাম দূরে থাকিয়া। তোমরা মূসার নিকট যাও যাঁহার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলিয়াছেন।

فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُوْلُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسٰى كَلِمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرُوْحِهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْمُ وَيُؤْذَنُ لَهُ

তাহারা মূসা আলাইহিস সালামের নিকট আসিবে; তিনি বলিবেন, আমি এই কাজের যোগ্য নহি। তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের নিকটে যাও; তিনি আল্লাহর কুদরতী আদেশে সৃষ্ট এবং আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি প্রেরিত আত্মা। ঈসা আলাইহিস সালামও বলিবেন, আমি ঐ কাজের যোগ্য নহি। অতঃপর লোকগণ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিবে। তিনি (বেহেশতের দরওয়াজা খোলাইবার ব্যবস্থা করণ উদ্দেশ্যে আবেদনের জন্য) দাঁড়াইবেন এবং তাঁহাকে (ঐ বিষয়ে আবেদনের) অনুমতি দেওয়া হইবে। (তাঁহার আবেদনে হিসাবে হইবে এবং পুলসিরাত পার হইয়া বেহেশতে যাওয়ার জন্য মোমেনদেরে বলা হইবে।)

www,BANGLAKITAB.com

وَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُوْمَانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَىُّ شَىْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ

আর আমানত এবং রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তা (আল্লাহ প্রদত্ত আকৃতি ধারণ পূর্বক) পুলসিরাতের ডানে-বাঁয়ে উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইবে; (যাহারা উহাদের হক নষ্ট করিয়াছে তাহাদেরে বেহেশতে যাইতে বাধা দানের জন্য)। অতঃপর মোমেনদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া যাইবে।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَمْ تَرَوْا اِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرْفَةِ عَيْنٍ

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমি বলিলাম– আমার পিতা-মাতা আপনার চরণে উৎসর্গ– বিদ্যুৎগতি কিরূপ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা দেখ না– আকাশের বিজলী কিভাবে চোখের পলকে (এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে) যায় ও আসে?

ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِىْ بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ

পরবর্তী দল বাতাসের ন্যায়, উহার পরে উড়ন্ত পাখীর ন্যায় এবং দৌড়ান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় (পুলসিরাত অতিক্রম করিবে)। লোকদেরকে তাহাদের আমল চালাইয়া নিবে।

وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتّٰى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى يَجِىْءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ اِلَّا زَحْفًا

আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিবেন, হে পরওয়ারদেগার! (উম্মতকে) নিরাপদ রাখুন, নিরাপদ রাখুন। (নিজ নিজ আমলের শক্তি অনুসারে বিভিন্ন গতিতে মানুষ পুলসিরাত অতিক্রম করিবে–) অবশেষে লোকদের আমল

www,BANGLAKITAB.com

(পুলসিরাত সহজ সাধ্যে) অতিক্রম করাইতে অক্ষম হইয়া পড়িবে। এমনকি এক (শ্রেণীর) লোক এমন আসিবে যে, নিতম্বে ভরা করা ছাড়া চলিতে সক্ষম হইবে না।

وَفِیْ حَافَتَیِ الصِّرَاطِ كَلَالِیْبُ مُعَلَّقَةٌ مَامُوْرَةٌ تَاخُذُ مَنْ اُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوْشٌ فِی النَّارِ وَالَّذِیْ نَفْسُ اَبِیْ هُرَیْرَةَ بِیَدِهٖ اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِیْنَ خَرِیْفًا

আর পুলসিরাতের উভয় পার্শ্বে লটকানো থাকিবে বক্র মাথাবিশিষ্ট লৌহ-সিক– (আল্লাহর) আদেশে পরিচালিত। যাহাকে ধরিবার জন্য আদিষ্ট হইবে তাহাকেই ধরিবে। কেহ কেহ (উহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া) জখমী হইবে, কিন্তু মুক্তি পাইবে। আর কেহ কেহ হাত-পা জড়ানো দোযখে পতিত হইবে। হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাযি.) কসম করিয়া বলেন, জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বৎসরের পথ।

১৬৩. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّا اَكْثَرُ الْاَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ

"কিয়ামতের দিন দেখা যাইবে, আমার অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক এবং আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরওয়াজা (খোলাইবার জন্য) খটখটাইব।"

১৬৪. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ وَاِنَّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ اُمَّتِهٖ اِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ

"(পাপী মোমেনদেরকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া তাহাদেরে) বেহেশত (দান) সম্পর্কে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী আমি হইব। কোন নবীকে

www,BANGLAKITAB.com

ঐ পরিমাণ লোক সমর্থন করে নাই যে পরিমাণ লোক আমাকে সমর্থন করিয়াছে। নবীগণের মধ্যে এমন নবীও অতীত হইয়াছেন যাঁহার প্রতি তৎকালীন লোকদের হইতে শুধু এক ব্যক্তিই সমর্থন দান করিয়াছিল।"

১৬৫. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

آتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ لَا اَفْتَحُ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ

"কিয়ামত দিবসে আমি বেহেশতের দরওয়াজায় আসিব এবং দরওয়াজা খুলিতে বলিব। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি কে? আমি বলিব, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রহরী বলিবে, আপনার সম্পর্কেই আমি আদিষ্ট যে, আপনার পূর্বে যেন কাহারও জন্য বেহেশতের দরওয়াজা আমি না খুলি।"

১৬৬. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهٗ وَاِنِّىْ اخْتَبَاْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِاُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا

"অকাট্যরূপে গৃহীত হইবে– এই সুযোগ প্রত্যেক নবীকে একটি দোয়ার জন্য দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক নবী তাঁহার প্রাপ্য সেই (সুযোগ উদ্দেশ্য করিয়া) দোয়া ইহজগতেই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি সেই (সুযোগের) দোয়া সুরক্ষিত রাখিয়াছি কিয়ামত দিবসে উম্মতের জন্য শাফায়াত করার উদ্দেশ্যে। সেমতে আমার শাফায়াত ইনশাআল্লাহ পৌছিবে আমার উম্মতের প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে যাহার মৃত্যু এই অবস্থায় হইয়াছে যে, সে কোন বস্তুকে আল্লাহর সহিত শরীক করে নাই।"

অর্থাৎ শিরক মতবাদ পোষণ বা কার্য যে করিবে এবং উহা হইতে তওবা ব্যতিরেকে মরিয়া যাইবে সে নবীর শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

www,BANGLAKITAB.com

কারণ, তাহার মাগফেরাত হওয়ার সম্ভাবনাই নাই; সুতরাং তাহার জন্য শাফায়াতের কোন অর্থ হয় না।

১৬৭. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"(অকাট্যরূপে গৃহীত হইবে– এই বৈশিষ্ট্যের সহিত আল্লাহর তরফ হইতে) প্রত্যেক নবীর জন্য একটি দোয়ার অধিকার রহিয়াছে। প্রত্যেক নবী সেই (অধিকারের) দোয়া তাঁহার উম্মতের জন্য (দুনিয়াতেই) ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই (অধিকারের) দোয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি– কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত বা মাগফেরাতের দোয়া করার উদ্দেশ্যে।"

১৬৮. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَابِهَا فِي أُمَّتِهِ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"প্রত্যেক নবীর জন্য (অকাট্যরূপে গৃহীত হওয়ার) একটি দোয়ার অধিকার (দেওয়া) আছে। প্রত্যেক নবী সেই (অধিকারের) দোয়া তাঁহার উম্মতের ব্যাপারে (দুনিয়াতেই) করিয়া গিয়াছেন। আমি আমার সেই দোয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি– কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত করার উদ্দেশ্যে।"

১৬৯. (তিঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

"আমার উম্মতের যাহারা কবীরা গোনাহের অপরাধী তাহারাও আমার শাফায়াত লাভ করিবে।"

www,BANGLAKITAB.com

● কবীরা গোনাহ সম্পর্কে সাধারণ বিধান এই যে, তওবা ব্যতিরেকে উহা মাফ হয় না। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত এতই শক্তিশালী যে, উহার দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছায় কবীরা গোনাহও মাফ হইতে পারিবে।

১৭০. (তিঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন– আমার উম্মতের কবীরা গোনাহের অপরাধীগণ আমার শাফায়াত লাভ করিবে।

এই হাদীস বর্ণনা করিয়া জাবের (রাযি.) তাঁহার শাগরিদ আলী (রাযি.)-এর পুত্র মোহাম্মদ (রহ.)কে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হাদীসের মর্ম সম্পর্কে বলিলেন, হে মোহাম্মদ! যাহাদের কোন কবীরা গোনাহ না থাকিবে গোনাহ মাফ করাইবার বিশেষ শ্রেণীর শাফায়াতের প্রয়োজন তাহাদের নাও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ কতিপয় নেক কাজ বিশেষভাবে এবং সাধারণতঃ সব নেক কাজই সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার উসিলা হইয়া থাকে; অনেক অনেক হাদীসে এই সত্যের উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"নিশ্চয় নেক কাজসমূহ (সগীরা) গোনাহসমূহকে বিদূরিত করিয়া থাকে।"

সুতরাং যাহাদের শুধু সগীরা গোনাহই থাকিবে গোনাহ মাফ করাইবার শ্রেণীর শাফায়াতের প্রয়োজন তাহাদের নাও হইতে পারে। এই শ্রেণীর শাফায়াতের প্রয়োজন কবীরা গোনাহওয়ালাদেরই বিশেষভাবে প্রয়োজন হইবে– আলোচ্য হাদীসের এই উদ্দেশ্যের প্রতিই জাবের (রাযি.) ইঙ্গিত দিয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন উপকারের জন্য নবীজীর শাফায়াতের প্রতি সকলেই– এমনকি অন্যান্য সকল নবীগণের উম্মতও প্রত্যাশী হইবে।

১৭১. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি (বায়তুল মুকাদ্দাসের শহর–) ঈলিয়া নগরীতে একদল লোকের সঙ্গে ছিলাম। তাহাদের হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

www,BANGLAKITAB.com

يُدْخِلُ الْجَنَّةَ شَفَاعَةُ رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِىْ اَكْثَرَ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سِوَاكَ قَالَ سِوَاىَ

"আমার উম্মতের (বিশেষ বা যে কোন যোগ্য) এক ব্যক্তির সুপারিশ বনী তামীম গোত্রের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাইতে কার্যকর হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রসূলাল্লাহ! সেই সুপারিশকারী ব্যক্তি আপনি ভিন্ন অন্য জন হইবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ভিন্ন অন্য জন হইবে।"

আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রহ.) বলেন, হাদীস বর্ণনাকারী ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কে? লোকেরা বলিল, তিনি (সাহাবী আবদুল্লাহ–) ইবনে আবিল জদআন (রাযি.)।

১৭২. (তিঃ) হাদীস। আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتّٰى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন ব্যক্তি হইবে যে, বহু বহু দল লোকের জন্য সুপারিশ করিবে। এমন এমন ব্যক্তি হইবে যে, এক এক গোত্রের জন্য সুপারিশ করিবে। এমন এমন ব্যক্তি হইবে যে, এক এক দল লোকের জন্য সুপারিশ করিবে। এমন এমন ব্যক্তি হইবে যে, এক একজন লোকের জন্য সুপারিশ করিবে। এমনকি (এই সকল সুপারিশের সমষ্টিতে দেখা যাইবে–) আমার উম্মত (অধিকাংশই) বেহেশতে যাইতে সক্ষম হইবে।"

১৭৩. (তিঃ) হাদীস। আউফ ইবনে মালেক (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছেহ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَتَانِىْ اٰتٍ مِّنْ عِنْدِ رَبِّىْ فَخَيَّرَنِىْ بَيْنَ اَنْ يُّدْخِلَ نِصْفَ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِىَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا

www,BANGLAKITAB.com

"আমার পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে আমার নিকট বিশেষ দূত আসিল। (সেই দূত মারফত) পরওয়ারদেগার আমাকে এই দুইটির একটি গ্রহণের সুযোগ দান করিলেন– ১. আমার উম্মতের অর্ধ ভাগকে বেহেশত দান অথবা ২. আমার উম্মতের জন্য শাফায়াত তথা সুপারিশের সুযোগ। আমি শাফায়াতের সুযোগকেই গ্রহণ করিয়াছি। যাহারা আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করে না– এই অবস্থায় মরিবে তাহারা শাফায়াত লাভের অধিকারী হইবে।

১৭৪. (ইঃ) হাদীস। আবু সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِيْنَ هُمْ أَهْلُهَا فَلَا يَمُوْتُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلٰكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ نَارٌ بِذُنُوْبِهِمْ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتّٰى إِذَا كَانُوْا فَحْمًا أُذِنَ لَهُمْ فِى الشَّفَاعَةِ فَجِىْءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ فَبُثُّوْا عَلٰى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَقِيْلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيْضُوْا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُوْنَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُوْنُ فِىْ حَمِيْلِ

"যাহারা প্রকৃতই দোযখের যোগ্য যথা– ঈমানহীন লোক বা বড় বড় গোনাহের অপরাধী তাহাদের তো অবশ্য দোযখের মধ্যে (কোন প্রকারেরই) মৃত্যু হইবে না। আবার (তাহাদের দুঃখ-যাতনা দৃষ্টে) তাহাদেরে জীবন্তও বলা যাইবে না। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ (যাহারা পাকাপোক্তা মোমেন, কিন্তু সাধারণ) গোনাহসমূহের দরুণ তাহাদের দোযখ ভোগ করিতে হইয়াছে– দোযখে তাহাদের উপর এক বিশেষ ধরণের মৃত্যু (তথা অচৈতন্য) সৃষ্টি হইবে। যখন তাহারা আগুনে পুড়িয়া কয়লা হইয়া যাইবে তখন তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হইবে এবং তাহাদেরে দলে দলে বাহির করিয়া আনিয়া বেহেশতে প্রবাহিত নদীসমূহে ছড়াইয়া দেওয়া হইবে। আর বেহেশতবাসীগণকে অনুরোধ করা হইবে, তোমরা তাহাদের উপর (বেহেশতের বিশেষ পানি বা অন্য কোন নেয়ামত সামগ্রী) বহাইয়া দাও। ফলে তাহারা সুন্দর সোনালী রঙ্গে রূপান্তরিত হইয়া উঠিবে– যেরূপে ঘাসের দানা পলি মাটিতে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ দোযখবাসীদের প্রকৃত অবস্থা পবিত্র কুরআনে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে–

وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ

"দোযখবাসীর উপর (এক পলকে) মৃত্যু (আনয়নকারী কঠোর আযাব) চতুর্দিক হইতে আসিতে থাকিবে, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইবে না (১৩ পারা, ১৫ রুকু)।

এই অবস্থা ঈমানহীন পাপীদের তো হইবেই, বিভিন্ন বড় বড় গোনাহের অপরাধীদেরও এইরূপ অবস্থা হইবে। যথা–

হাদীস– কিয়ামতের জগতে এক শ্রেণীর লোককে দোযখে ফেলা হইবে; যাহাতে তাহার পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িবে। অতঃপর সে দোযখের মধ্যেই তাহার ঐ নাড়ি-ভুঁড়িগুলোকে পিষ্ট ও পদদলিত করায় উহার উপর ঘুরিতে থাকিবে যেরূপে গাধা আটা পেষার চাকা চালনায় ঘুরিয়া থাকে। দোযখের লোকেরা তাহার নিকট জমা হইবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, হে মিঞা! তোমার কী হইল! তুমি না আমাদের ভাল কাজের আদেশ করিতে এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করিতে? সে উত্তর করিবে, আমি তোমাদেরে ভাল কাজের আদেশ করিতাম; নিজে উহা করিতাম না এবং মন্দ কাজে বাধা দিতাম; আমি নিজে উহা করিতাম। (মেশকাত ৪৩৬)

হাদীস– কিয়ামতের জগতে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন আযাব হইবে ঐ শ্রেণীর লোকের যে কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে বা নবীর হাতে খুন হইয়াছে অথবা মাতা বা পিতাকে হত্যা করিয়াছে, আর যাহারা ছবি তৈরী করে এবং যে আলেম স্বীয় ইলম দ্বারা উপকৃত না হয় (মেশকাত ৩৮৫)।

এই শ্রেণীর অনেক হাদীস আছে, যাহাতে বিভিন্ন গোনাহের শাস্তি ভোগের বিবরণ রহিয়াছে।

যে সব লোক পাকা-পোক্তা ঈমানদার, কিন্তু সাধারণ গোনাহের দরুন তাহাদের দোযখে যাইতে হইয়াছে– ঈমানের বদৌলতে তাহাদের কষ্ট ভোগ লাঘবের জন্য দোযখের মধ্যে তাহাদেরে আংশিক অচেতন করিয়া রাখা হইবে। যেরূপে ঈমানের বদৌলতে ঐ শ্রেণীর গোনাহগারের অনেকের গোনাহ সম্পূর্ণরূপে মাফ হওয়ায় তাহারা মোটেই দোযখে যাইবে না; সরাসরি বেহেশতে পৌছিবে।

www,BANGLAKITAB.com

১৭৫. (ইঃ) হাদীস। আবু মুছা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ اَنْ يَّدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِى الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفَى تَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ لَاوَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ الْخَطَّائِيْنَ الْمُتَلَوِّثِيْنَ

"শাফায়াতের অধিকার লাভ অথবা উর্ধ্ব ভাগ উম্মতকে বেহেশত দান এই দুইটির কোন একটি গ্রহণের সুযোগ আমাকে প্রদান করা হইয়াছিল; আমি শাফায়াতের অধিকার গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, ইহা অধিক প্রশস্ত এবং অধিক সংখ্যকের জন্য যথেষ্ট হইবে (–ইহাতে সীমাবদ্ধতা নাই)।

তোমরা ধারণা কর শাফায়াত শুধু পরহেজগারগণের জন্য হইবে; তাহা নয়। অবশ্যই শাফায়াত বিভিন্ন প্রকার গোনাহগার অপরাধী দোষী ব্যক্তিদের জন্য হইবে।

১৭৬. (ইঃ) হাদীস। উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلٰثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

"কিয়ামত দিবসে তিন শ্রেণী শাফায়াত করিবেন। নবীগণ, আলেমগণ, শহীদগণ।"

১৭৭. (ইঃ) হাদীস। উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ كُنْتُ اَمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ

"কিয়ামত দিবস অনুষ্ঠিত হইলে আমি সমস্ত নবীগণের প্রধান থাকিব, তাঁহাদের মুখপাত্র হইব এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ শাফায়াতকারী হইব; (এই তথ্য সমূহের বর্ণনা শুধু সত্যের প্রকাশ–) গর্ব করা উদ্দেশ্য নহে।"

www,BANGLAKITAB.com

উম্মতের জন্য নবীজীর উদ্বেগ ও কান্না

১৭৮. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার (কুরআনের) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন–

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"প্রভু হে! এই দেব-দেবীগুলি বহু লোকের ভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছে; অতএব লোকদের মধ্যে যাহারা আমার অনুসরণকারী একমাত্র তাহারাই আমার দল; (আমি তাহাদের ক্ষমা কামনা করি।) আর যাহারা আমার বিরোধিতাকারী (তাহাদেরে আপনি ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিতে পারেন) আপনি তো ক্ষমাশীল দয়ালু।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও তেলাওয়াত করিলেন, যাহা ঈসা (আ.) (কিয়ামত দিবসে) বলিবেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ - وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"যদি আপনি তাহাদেরকেক আযাব দেন তবে (সেই অধিকার আপনার নিশ্চয় আছে;) তাহারা আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাহাদেরে ক্ষমা করিয়া দেন তবে (তাহাও করিতে পারেন;) আপনি তো সর্বশক্তিমান হেকমতওয়ালা।"

(উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে উভয় নবীর নিজ নিজ উম্মতের প্রতি আবেগময় উক্তির আলোচনা রহিয়াছে। তাই উক্ত আয়াতদ্বয় তেলাওয়াতে স্বীয় উম্মতের প্রতি নবীজী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আবেগের বান ডাকিল–)

فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ وَبَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَاسْئَلْهُ مَا يُبْكِيْكَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَاَلَهُ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ

www,BANGLAKITAB.com

اَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا جِبْرِيْلُ اذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْءُكَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!! (তাহাদেরকে ক্ষমা কর, দয়া কর। এই বলিয়া) তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, হে জিবরাঈল! তুমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও; প্রভু-পরওয়ারদেগার সবকিছুই সর্বাধিক জ্ঞাত থাকেন– (তবুও তিনি জিবরাঈলকে বলিলেন, যাও) এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কাঁদেন কেন? সেমতে জিবরাঈল (আ.) তাঁহার নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ.)কে তাঁহার বক্তব্য জানাইলেন। আল্লাহ তাআলা সব কিছুই সর্বাধিক জ্ঞাত থাকেন; (তবুও জিবরাঈল হইতে সংবাদ শুনিয়া) তিনি বলিলেন, হে জিবরাঈল! তুমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পুনরায় যাও এবং তাঁহাকে বল, আমি অবশ্যই তাঁহাকে তাঁহার উম্মত সম্পর্কে সন্তুষ্ট করিব অসন্তুষ্ট করিব না।"

ঈমান না থাকিলে কোন সম্পর্কের দরুন মুক্তি লাভ হইবে না

১৭৯. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে,

اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ اَبِىْ قَالَ فِى النَّارِ قَالَ فَلَمَّا قَفّٰى دَعَاهُ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ وَاَبَاكَ فِى النَّارِ

"এক (সাহাবী) ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা (আখেরাতে) কোথায় থাকিবে? হুযুর বলিলেন, দোযখে থাকিবে। ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাইতে লাগিলে হুযুর তাহাকে ডাকিলেন এবং (তাহার মনোবেদনা লাঘবকরণে) বলিলেন, (তোমার পিতার ন্যায়) আমার পিতাও দোযখে যাইবে।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ যে কোন উচ্চ সম্পর্ক ঈমান ব্যতিরেকে আখেরাতে মুক্তির অবলম্বন হইতে পারিবে না। নবীজী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কও তাঁহার মাতা-পিতার আখেরাতে মুক্তির উসিলা হইতে পারিত না- যদি আল্লাহ তাআলা নবীজীর খাতিরে তাঁহার মাতা-পিতার ঈমানের বিশেষ ব্যবস্থা না করিতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের উভয়কে জীবিত করিয়া ঈমানের সুযোগ দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা আলোচ্য হাদীসের উক্তির পরে ঘটিয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ "ফাতহুল মোলহেম" দ্রষ্টব্য।

১৮০. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে- যখন এই আয়াত নাযিল হইল-

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"স্বীয় নিকটতম বংশীয় লোকদেরকে সতর্ক করুন।" তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া হাঁক দিলেন-

يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا صَفِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلُوْنِيْ مِنْ مَّالِيْ مَاشِئْتُمْ

"হে মোহাম্মদ তনয়া ফাতেমা! হে আবদুল মুত্তালিব তনয়া সফিয়া! হে আবদুল মুত্তালিব-পরিবার! আল্লাহ (তাআলার আযাব) হইতে তোমাদেরে বাঁচাইবার কোন ক্ষমতা আমি রাখি না। আমার ধন-সম্পদ হইতে যাহা ইচ্ছা আমার নিকট চাহিতে পার।"

১৮১. (মোসঃ) হাদীস। কবিছাতুবনুল মোখারেক (রাযি.) এবং যোহায়র (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে- তাঁহারা প্রত্যেকেই বর্ণনা করিয়াছেন, যখন-

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

আয়াত অবতীর্ণ হইল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের পাথর বহিয়া চলিলেন এবং সর্বোচ্চ পাথরটির উপর আরোহন করিলেন। তারপর জোর গলায় আহ্বান করিলেন-

www,BANGLAKITAB.com

يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ إِنِّىْ نَذِيْرٌ إِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَاى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ اَهْلَهُ فَخَشِىَ اَنْ يَّسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهْ

"হে আবদে মানাফ গোত্র! আমি (তোমাদের জন্য) সতর্ককারী; আমার এবং তোমাদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির অবস্থা রূপ যে শত্রু দেখিয়া নিজ পরিবারকে রক্ষা করায় তৎপর হইয়াছে, অতঃপর আশঙ্কা করিয়াছে যে, শত্রু তাহার পরিবারের উপর আসিয়া পড়িবে তাহার পৌঁছিবার পূর্বেই, তাই সে চিৎকার করিয়াছে– হে (আমার পরিজন! সতর্ক হও) প্রভাত (হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রু আসিয়া পড়িবে)।

অর্থাৎ আমিও আমার পরিবার ও জাতিকে আখেরাতের আগত আযাব হইতে রক্ষা করার জন্য চিৎকার করিয়া সতর্ক করিতেছি যে, তোমরা ঈমান গ্রহণপূর্বক ঐ আযাব হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন কর। অন্যথায় তোমরা অবশ্যই সেই আযাবে আক্রান্ত হইবে।

নবীজীর শাফায়াতেও কাফেরের মুক্তি হইবে না আযাবের লাঘব হইতে পারিবে

১৮২. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَهْوَنُ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا اَبُوْ طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِىْ مِنْهُمَا دِمَاغُهُ

"দোযখীদের মধ্যে সর্বাধিক লঘু আযাব হইবে আবু তালেবের! তাহার পায়ে (দোযখের আগুনের তৈরী) দুইটি জুতা হইবে, ঐ জুতাদ্বয়ের দরুন তাহার মাথার মগজ টগবগ করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা আছে যে, আব্বাস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন– আবু তালেব আপনার রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করিয়া

www,BANGLAKITAB.com

থাকিতেন; আপনি (আখেরাতে) তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিবেন কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হ্যাঁ। তাঁহার শুধু পাদ্বয় দোযখের আগুনে থাকিবে। আমি (শাফায়াত করিব– তাহা) না হইলে তিনি দোযখের সর্বশেষ ধাপ বা তবকার তলায় থাকিতেন।

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার চাচা আবু তালেব সম্পর্কে আলোচনা আসিলে তিনি বলিলেন–

لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُجْعَلُ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِىْ مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهِ

"আশা করি আমার শাফায়াত চাচা আবু তালেবকে এতটুকু উপকার করিবে যে, তাহাকে অল্প আগুনে রাখা হইবে– দোযখের আগুন তাহার পায়ের গিটদ্বয় পর্যন্ত থাকিবে, উহাতে তাহার মগজের মিহি আবরণ উতরাইতে থাকিবে।"

কাফের ব্যক্তির কোন ভাল আমল তাহার (মুক্তির) জন্য উপকারী হইবে না

১৮৩. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইবনে জুদআন নামক ব্যক্তি অন্ধকার যুগে ছিল। সে আত্মীয়গণের সহিত আত্মীয়তার হক আদায় করিত এবং দরিদ্রদেরকে আহার দান করিত; এই সব ভাল কাজ তাহার (আখেরাতে মুক্তির) জন্য উপকারী হইবে কি?

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفَعُهُ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ সব ভাল কাজ তাহার (মুক্তির) জন্য উপকারী হইবে না। কারণ, সে কোন দিন বলে নাই– পরওয়ারদেগার! (পাপ-পুণ্যের) ফলাফলের দিন আমার গোনাহ্ মাফ করিয়া দিও।"

www,BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ ইয়াওমুল আখের তথা কিয়ামত দিবস এবং উহার কার্যাবলীর প্রতি তাহার আকীদা ও বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং সে কাফের ছিল। কাফেরের জন্য আখেরাতের মুক্তি নাই; কোন আমল তাহার মুক্তির সাহায্য করিবে না।

বিনা হিসাবে জান্নাত লাভকারীগণ

১৮৪. (মোসঃ) হাদীস। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَايَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কাহারা ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা ঐ লোকগণ– যাহারা (মন্ত্র-তন্ত্রের) ঝাড়-ফুঁক গ্রহণ করে না, কোন কিছুকে অশুভ-অমঙ্গল বলিয়া বিশ্বাস করে না, দপ্ত লৌহ দ্বারা দাগিবার চিকিৎসা গ্রহণ করে না; পরন্তু তাহারা (সর্বক্ষেত্রে) স্বীয় পরওয়ারদেগারের উপর ভরসা স্থাপন করে।"

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত সৌভাগ্যটি লাভের ভিত্তি মূল হাদীসেই উল্লেখ রহিয়াছে– সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপন। ইহা আল্লাহর সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সেইরূপ দৃঢ় সম্পর্ক যাহার হাসিল হইবে তাহার হিসাব লওয়া হইলেও বেহেশত লাভের পথ তাহার জন্য সুগমই থাকিবে। সুতরাং বিনা হিসাবে তাঁহাকে বেহেশত দেওয়া হইলে উহা তাঁহার অবস্থার সামঞ্জস্যই হইবে; হিসাব না হওয়াটা তাঁহার প্রতি শুধু সম্মান প্রদর্শন হইবে।

এই প্রসঙ্গে হাদীসটির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতও প্রদান করা হইয়াছে যে, আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপনের পরিপন্থী হইল অবাঞ্ছিত উপায়- উপকরণ অবলম্বন করা। অর্থাৎ যে শ্রেণীর উপায়-উপকরণ ইসলামের বিধানে নিষিদ্ধ, যথা– অনৈসলামিক মন্ত্র-তন্ত্রের ঝাড়-ফুঁক এবং অশুভ-অলক্ষী ধারণা করিয়া বাধা গণ্য করা অথবা ইসলামের দৃষ্টিতে অশোভনীয় উপায়-উপকরণ যথা–

www,BANGLAKITAB.com

সম্পূর্ণরূপে বাধ্য না হইয়া তপ্ত লৌহের দাগ দেওয়ার চিকিৎসা– এইসব শ্রেণীর কোন উসিলা অবলম্বন করা আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপনের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে জায়েয উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শরীয়তের আদিষ্ট বা বৈধ কোন উপায়-উপকরণ বা উসিলা গ্রহণ ও অবলম্বন করা অথবা হাদীস- কুরআনের দোয়া-কালামযুক্ত ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ গ্রহণ করা, জীবিকা নির্বাহে হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপনের পরিপন্থী নহে। এমনকি উহা তকদীরের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসেরও বিরোধী নহে– এই সম্পর্কে অনেক হাদীসে সুস্পষ্ট আলোচনা রহিয়াছে।

বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভের যে মূল ভিত্তি উল্লেখ করা হইয়াছে– সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা স্থাপন, উহার জন্য আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্কের প্রয়োজন তাহা নিতান্ত দুর্লভ বটে। উহার দুষ্প্রাপ্যতা দৃষ্টে সত্তর হাজারের সংখ্যা কম নহে। এতদ্ভিন্ন নিম্নে বর্ণিত তিরমিযী শরীফের হাদীসখানা দ্বারা সংখ্যার অধিক প্রশস্ততা প্রমাণিত হয়।

১৮৫. (তিঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

وَعَدَنِى رَبِّى اَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِى سَبْعِيْنَ اَلْفًا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلٰثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّى

"আমার পরওয়ারদেগার আশ্বাস দিয়াছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন– যাহাদের হিসাব হইবে না, আযাবও হইবে না। তাহাদের প্রত্যেক এক হাজারের সহিত (ঐরূপ) সত্তর হাজার লোক থাকিবে এবং (অতিরিক্ত) আরও তিন আঁজল আমার পরওয়ারদেগারের আঁজলের।" অর্থাৎ আরও তিন দফা আল্লাহ নিজ বিশেষ রহমতে প্রবেশ করাইবেন।

এই উম্মত বেহেশতবাসীগণের দুই-তৃতীয়াংশ হইবে

১৮৬. (তিঃ) হাদীস। বোরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

اَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَمِأَةُ صَفٍّ ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ

"বেহেশতবাসীগণ একশত বিশ কাতার হইবে। তন্মধ্যে আশি কাতার হইবে এই (অর্থাৎ নবীজীর) উম্মত। অপর সব নবীগণের সমষ্টি উম্মত হইতে হইবে চল্লিশ কাতার।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী ও মোসলেম শরীফের হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মত বেহেশতবাসীদের অর্ধভাগ হইবে বলিয়া আশা ব্যক্ত করিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা ঐরূপই করিয়াছিলেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় হাবীবকে অধিক সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁহার আশার অধিক তাঁহার উম্মতকে বেহেশতবাসীদের দুই তৃতীয়াংশ করিবেন।

www.BANGLAKITAB.com

অযুর মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা

১৮৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু মালেক (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا

"পাক-পবিত্রতা ঈমানের অর্ধ অংশ। 'আলহামদু লিল্লাহ' (বাক্যের সওয়াব এত অধিক যে, উহা নেকের) পাল্লাকে ভরতি করিয়া দিবে। আর 'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ' বাক্যদ্বয় তো আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী (বিশাল শূন্যকে) ভর্তি করিয়া দেয়। নামায (দুনিয়াতে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য এবং কবর ও পুলসিরাতের জন্য) আলো। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত (দাতার ঈমানের) প্রমাণ হইবে। ধৈর্য ধারণ (অন্তরের জন্য এবং কবর ও পুলসিরাতে) জ্যোতি। আর কুরআন তোমার (মুক্তির) পক্ষে (যদি উহার উপর আমল করিয়া থাক) অথবা বিপক্ষে (যদি আমল না করিয়া থাক) দলীল হইবে। প্রত্যেক মানুষ ভোর হইতেই স্বীয় জীবনকে (বিভিন্ন কাজ-কর্মে) ব্যয় করিতে থাকে। উহা দ্বারা কেহ (নেক কাজ করিয়া) জানের মুক্তি আনয়ন করে। কেহ (বদ কাজ করিয়া) জানের ধ্বংস সাধন করে।"

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম বাক্যটির দুই অর্থ হইতে পারে– ১. পাক-পবিত্রতা ইসলামের এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, উহা ঈমানের অর্ধ অংশ স্বরূপ। ২. পাক-পবিত্রতায় এত অধিক সওয়াব যে, উহা ঈমানের সওয়াবের অর্ধাংশ পরিমাণ।

www,BANGLAKITAB.com

১৮৮. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) একদা অসুস্থ (আবদুল্লাহ) ইবনে আমেরকে দেখিতে গেলেন। ইবনে আমের আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)কে দোয়া করার অনুরোধ করিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُوْلٍ

"নামায (আল্লাহর নিকট) গৃহীত হয় না পাক-পবিত্রতা ব্যতীত এবং দান-খয়রাত গৃহীত হয় না (যাহা করা হয় হারাম মাল যথা–) খেয়ানতের মাল হইতে।

(আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রাযি.] এই হাদীস বর্ণনা করিয়া ইবনে আমেরকে বলিলেন, (তুমি তো বসরার শাসনকর্তা ছিলে।

অর্থাৎ তোমার জন্য দোয়া কবুল হইবে কি? শাসনকর্তাগণ তো সাধারণতঃ সরকারী ধন-ভাণ্ডার– বাইতুল মালে খেয়ানত তথা অনধিকার ব্যয় করিয়া থাকে। খেয়ানতের মাল হইতে দান-খয়রাত কবুল হয় না, তদ্রূপ খেয়ানতকারীর পক্ষে দোয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

১৮৯. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতেত বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّا

"তোমাদের কেহ অযুহীন হইলে তাহার নামায গ্রহণ করা হইবে না যাবৎ না সে অযু করে।"

১৯০. (মোসঃ) হাদীস। উসমান (রাযি.) একদা অযুর পানি আনাইলেন এবং বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُّسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلٰوةٌ مَّكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ تُؤْتِ كَبِيْرَةً وَّذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ

www,BANGLAKITAB.com

"যে কোন মোসলমান ব্যক্তি ফরয নামাযের ওয়াক্ত হইলেই সে উত্তমরূপে ঐ নামাযের অযু করে, ঐ নামাযে আল্লাহনুরক্তি উত্তমরূপে পালন করে এবং উহার রুকু (ইত্যাদি আরকান-আহকাম) উত্তমরূপে আদায় করে– সেই নামায ঐ ব্যক্তির পূর্বেকার সমস্ত গোনাহের জন্য কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায় যাবৎ কবীরা গোনাহ না করা হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত সর্বদাই হইতে থাকে।"

ব্যাখ্যা ঃ বিভিন্ন ইবাদতের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, কিন্তু তাহা শুধু সগীরা গোনাহ। কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য নিয়মিত তওবা করা আবশ্যক। সুতরাং উল্লিখিত নামাযের দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ হইবে যদি ঐ ব্যক্তির কোন কবীরা গোনাহ না থাকে। অন্যথায় তাহার কবীরা গোনাহ তওবা সাপেক্ষে থাকিয়া যাইবে এবং সগীরা গোনাহ নামাযের দ্বারা মাফ হইয়া যাইবে।

অনেকের মতে কবীরা গোনাহ থাকিলে ইবাদতের দ্বারা সগীরা গোনাহও মাফ হইবে না– যাবৎ না তওবা করিয়া কবীরা গোনাহ মাফ করাইয়া নেয়।

১৯১. (মোসঃ) হাদীস। উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্রীতদাস হোমরান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি উসমান (রাযি.)-এর নিকট অযুর পানি নিয়া উপস্থিত হইলে তিনি অযু করিলেন এবং বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি আমার অযুর ন্যায় অযু করিয়াছেন, তারপর বলিয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَكَانَتْ صَلٰوتُهٗ وَمَشْيُهٗ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً

"যে ব্যক্তি এইরূপ অযু করিবে তাহার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে এবং তাহার নামায ও মসজিদ পর্যন্ত যাওয়া তাহার জন্য অতিরিক্ত (সওয়াবরূপে) থাকিয়া যাইবে। (পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য উহা ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না।)

১৯২. (মোসঃ) হাদীস। উসমান (রাযি.) একদা বর্ণনা করিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَالصَّلٰوتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুযায়ী অযু পূর্ণ করিবে তাহার ফরয নামাযসমূহ (সওয়াবের অতিরিক্ত) উহার মধ্যবর্তী গোনাহগুলির বিলুপ্তিও সাধন করিবে।"

অর্থাৎ নামাযের দ্বারা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য অযুর পূর্ণতা শর্ত।

১৯৩. (মোসঃ) হাদীস। উসমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ

"যে ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে অযু করে এবং অযু উত্তমরূপে করে, তারপর ফরয নামায আদায় করার জন্য (মসজিদে) যায় এবং ঐ নামায জামাতের সহিত আদায় করে তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যায়।"

১৯৪. (মোসঃ) হাদীস। উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার উপর উট চরাইবার দায়িত্ব ছিল; (যদ্দরুন নবীজীর মজলিসে উপস্থিত হওয়ায় বিলম্ব ঘটে)। বিকালে উট লইয়া প্রত্যাবর্তনান্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইলাম– তিনি দাঁড়াইয়া লোকদের মধ্যে বক্তব্য রাখিতেছেন। তাঁহার বক্তব্যের এই অংশ আমি শুনিতে পাইলাম–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ وَوَجْهِهٖ اِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে কোন মোসলমান অযু করিবে এবং উত্তমরূপে অযু করিবে; অতঃপর ভালভাবে প্রস্তুতির সহিত দুই রাকাত নামায পড়িবে– স্বীয় মনোযোগ ও অন্তরকে সেই নামাযে নিয়োজিত রাখিয়া তাহার জন্য নিশ্চিতরূপে বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে।"

(উকবা [রাযি.] বলেন–) আমি বলিলাম, এই সুসংবাদ কতইনা উত্তম! এই সময় আমার সম্মুখের এক ব্যক্তি বলিল, ইহার পূর্বের সংবাদটি আরও

www,BANGLAKITAB.com

অধিক উত্তম। লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম– তিনি উমর (রাযি.)। তিনি বলিলেন, মনে হয় তুমি এখন মাত্র আসিয়াছ। (ইতিপূর্বে) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ

"মোসলমানদের মধ্য হইতে যে কোন ব্যক্তি অযু করিবে এবং পূর্ণাঙ্গ অযু করিবে, অতঃপর (এই দোয়া) পড়িবে– "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু (আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মোতাতাহহিরীনা।)" তাহার জন্য (আট) বেহেশতের আটটি দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হইবে; যে কোন দরওয়াজায় তাহার ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে– দোয়াটি পড়িবার সময় আকাশের দিকে তাকাইবে।

● দোয়াটির যে অংশ বন্ধনীর মধ্যে আছে উহা তিরমিযী শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে।

১৯৫. (তিঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

"পাক-পবিত্রতা হইল নামাযের চাবি" অর্থাৎ উহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হইতেই পারে না।

"তকবীর বলা হইল নামাযের হারামকারী" অর্থাৎ তকবীর দ্বারা নামায আরম্ভ করার সাথে সাথে কথাবার্তা, চলাফেরা, কেবলা ত্যাগ করা ইত্যাদি হারাম হইয়া যায়।

"সালাম ফেরা হইল নামাযের হালালকারী।" অর্থাৎ উপরোল্লিখিত কার্যাবলী পূর্ণ হালাল হইবে একমাত্র সালাম ফেরার পরে।

www,BANGLAKITAB.com

১৯৬. (ইঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন–

اِسْتَقِيْمُوْا وَنِعِمَّا اِنِ اسْتَقَمْتُمْ وَخَيْرُ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ

"দ্বীনের উপর সঠিকভাবে দৃঢ় থাকিও এবং যদি সঠিক সুদৃঢ় থাকিতে পার তবে তাহা তোমাদের জন্য নিতান্তই প্রশংসনীয় হইবে। আর তোমাদের সর্বোত্তম আমল হইল নামায এবং অযুর জন্য যত্নবান হইবে না কেহ খাঁটি মোমেন ব্যতীত।

১৯৭. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ

"তোমাদের কেহ যখন অযু করে এবং উত্তমরূপে অযু করে, তারপর মসজিদের দিকে আসে– একমাত্র নামাযই তাহাকে (গৃহ হইতে) বাহির করিয়াছে তখন মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তাহার প্রতিটি পদক্ষেপের দ্বারা মহামহিম আল্লাহ তাহাকে মর্যাদার এক এক ধাপ উন্নতি করেন এবং এক একটি গোনাহ কর্তন করিয়া দেন।

১৯৮. (ইঃ) হাদীস। খলীফা উসমানের খাদেম হোমরান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা উসমান (রাযি.)কে দেখিলাম, তিনি সর্বসমক্ষে বসিবার স্থানে বসিয়াছেন। তিনি পানি চাহিয়া অযু করিলেন, তাঁরপর বলিলেন–

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَقْعِدِىْ هٰذَا تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْتَرُّوْا

www,BANGLAKITAB.com

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, ঠিক আমার এই স্থানে বসিয়াছেন এবং আমার এই অযুর ন্যায় অযু করিয়াছেন, তারপর বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি আমার এই অযুর ন্যায় অযু করিবে তাহার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন, 'ওয়ালা তাগতাররূ'–অবশ্য তোমরা ধোঁকা খাইও না।"

ব্যাখ্যা ঃ নবীজীর সর্বশেষ বাক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, অযু ইত্যাদি বিভিন্ন আমল দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যাওয়ার সুসংবাদে তোমরা ধোঁকায় পড়িও না। সগীরা গোনাহ মাফ হয় বটে, কিন্তু কবীরা গোনাহ তো ইহাতে মাফ হয় না, এতদ্ভিন্ন সগীরা গোনাহের ব্যাপারে উদাসীনতার দরুন সগীরা গোননাহ কবীরা গোনাহে পরিণত হইয়া যায়।

১৯৯. (মেঃ) হাদীস। সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلَّا مُؤْمِنٌ

"(দ্বীন ইসলামের হুকুম-আহকামের উপর) সঠিকভাবে এবং পূর্ণ সুষ্ঠুতা বজায় রাখিয়া চলিও; সর্বক্ষেত্রে ইহা তোমাদের সাধ্যে কুরাইবে না বটে! (কিন্তু বিশেষ বিশেষ আমলে সঠিক-সুষ্ঠুতা বজায় রাখিতে অবশ্যই যত্নবান হইবে; যথা– নামায, অযু)। জানিয়া রাখিও, তোমাদের জন্য নির্ধারিত আমলসমূহের মধ্যে নামায হইল সর্বোত্তম। আর (নামাযের প্রধান শর্ত হইল অযু; সেই) অযুর জন্য পূর্ণ যত্নবান হইবে না কেহ খাঁটি মোমেন ব্যতীত।"

২০০. (মেঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ

"বেহেশতের চাবি হইল নামায, আর নামাযের চাবি হইল পাক-পবিত্রতা।"

www,BANGLAKITAB.com

অযু আরম্ভে বিসমিল্লাহ পড়া

২০১. (তিঃ) হাদীস। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

"ঐ ব্যক্তির অযু (পূর্ণাঙ্গ) হইবে না যে ব্যক্তি অযুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করিবে।"

২০২. (আঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهٗ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

"নামায হইবে না ঐ ব্যক্তির যাহার অযু না থাকিবে। আর (পূর্ণাঙ্গ) অযু হইবে না ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি অযুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করিবে।"

২০৩. (নাঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী পানি তালাশ করিলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ فَوَضَعَ يَدَهٗ فِى الْمَاءِ وَيَقُوْلُ تَوَضَّؤُا بِسْمِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهٖ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ قُلْتُ لِاَنَسٍ كَمْ تَرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِّنْ سَبْعِيْنَ

"তোমাদের কাহারও নিকট কিছু পানি আছে কি? (কিছু পানি উপস্থিত করা হইল–) ঐ পানির মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত রাখিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া অযু কর।"

আমি দেখিতেছিলাম, নবীজীর আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়া পানি বাহির হইতেছে। এমনকি উপস্থিত সকলে শেষ পর্যন্ত অযু করিলেন। আনাস (রাযি.) বলিলেন, উপস্থিত লোকদের সংখ্যা প্রায় সত্তর ছিল।

২০৪. (ইঃ) হাদীস। সাহল ইবনে সাদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

لا صلوة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلوة لمن لا يصلى على النبى ولا صلوة لمن لم يحب الانصار

"ঐ ব্যক্তির নামায হয় না যাহার অযু না হয়, ঐ ব্যক্তির অযু হয় না যে অযুতে আল্লাহর নাম না লয়। আর ঐ ব্যক্তির নামায (কবুল) হয় না যে নবীর প্রতি দরূদ না পড়ে এবং ঐ ব্যক্তিরও নামায (কবুল) হয় না যে আনসার তথা মদীনাবাসী সাহাবীগণকে (বিশেষরূপে) ভাল না বাসে।"

২০৫. (মেঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) ইবনে মাসউদ (রাযি.) এবং ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

من توضأ وذكر اسم الله فانه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر الا موضع الوضوء

"যে ব্যক্তি অযু করিবে এবং (অযুর মধ্যে) আল্লাহর নাম লইবে সেই অযু তাহার পূর্ণ দেহকে (গোনাহ হইতে) পাক-পবিত্র করিয়া দিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অযু করিবে এবং আল্লাহর নাম না লইবে সেই অযু শুধু তাহার অযুর স্থান বা অঙ্গকে পাক-পবিত্র করিবে।" (দারা কুতনী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিসমিল্লাহ ছাড়াও অযু হইয়া যায়, অবশ্য সেই অযুর মর্যাদা ও প্রতিক্রিয়া খাটো হয় পূর্ণ হয় না। ফেকার মাসআলা ইহাই এবং পূর্ববর্তী হাদীসসমূহের তাৎপর্য ইহাই।

অযুর মধ্যে কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া

২০৬. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন–

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلثا ويده اليمنى ثلثا والاخرى ثلثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى انقاهما

www,BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু (এইরূপে) করিয়াছেন– কুল্লি করিয়াছেন, নাক (পানি প্রবেশান্তে) ঝাড়িয়াছেন, তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করিয়াছেন– তিন তিনবার। ডান হাত তিনবার ধৌত করিয়াছেন, বাম হাতও তিনবার ধৌত করিয়াছেন। আর মাথা মাছেহ করিয়াছেন– হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা নয়, (বরং উহার জন্য ভিন্নরূপে হস্তদ্বয় ভিজাইয়া।) এবং উভয় পা ধৌত করিয়াছেন– ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া।"

২০৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ

"কুলুখের ঢেলা ব্যবহারে তিনটি ব্যবহার করিবে এবং অযু করিলে অবশ্যই নাকে পানি প্রবেশ করাইবে অতঃপর নাক ঝাড়িবে।

২০৮. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيَاشِمِهِ

"কোন ব্যক্তি যখন ঘুম হইতে উঠিবে (এবং অযু করিবে) তখন সে অবশ্যই (নাকে পানি প্রবেশ করাইয়া) নাক ঝাড়িবে তিনবার! কারণ, (তাহার) শয়তান তাহার নাসিকার অভ্যন্তরীণ উপরি ভাগে রাত্রি যাপন করিয়া থাকে।"

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন হয় তখন তাহার ক্রিয়া-কর্ম বন্ধ থাকে বিধায় তাহার জন্য নির্ধারিত শয়তানও ঐ সময় অবসর যাপন করে। সে তাহার অবসর যাপনের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করে উহা মানব দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার সংযোগ স্থল উহা এবং উহা মানব মস্তিষ্কের অগ্রভাগ। বিভিন্ন শক্তির সংযোগ স্থলে দখল জমাইয়া মানুষের মন-মগজকে প্রভাবান্বিত করা সহজ হয়, তাই শয়তান ঐ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্বীয় তাছীর ও প্রতিক্রিয়া স্থাপনে সদা সচেষ্ট থাকে।

www,BANGLAKITAB.com

আধ্যাত্মবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরু পারদর্শী এবং শয়তানের সর্বপ্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতার মোকাবিলায় প্রেরিত আল্লাহর রসূল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইতে শয়তানের তাছীর ও প্রতিক্রিয়া মুছিবার আধ্যাত্মবাদীয় বৈজ্ঞানিক উপায় শিক্ষাদানে আলোচ্য হাদীসের তথ্য উম্মতের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

অযুর নিয়তে ব্যবহৃত পানির এতই বরকত যে, উহা নাকে প্রবেশ করাইলে উহার প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্ক পর্যন্ত শয়তানের চিহ্ন হইতে পাক-সাফ হইয়া যাইবে।

২০৯. (তিঃ) হাদীস। সালামা ইবনে কায়স (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَاِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ

"অযু করা কালে (নাকে পানি প্রবেশ করাইয়া) নাক ঝাড়িও। আর ঢিলা-কুলুখ বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করিও।"

২১০. (আঃ) হাদীস। তালহা ইবনে মোছাররেফ স্বীয় দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন–

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَّجْهِهٖ وَلِحْيَتِهٖ عَلٰى صَدْرِهٖ فَرَأَيْتُهٗ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ

"(একদা) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম; তিনি অযু করিতে ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ও দাড়ি হইতে পানির ফোঁটা বক্ষের উপর ঝরিতে ছিল। (ঐ সময়) আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি– তিনি কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এক হাতের কোষে পানি লইয়া উহার অর্ধ ভাগ দ্বারা কুল্লি করা এবং অবশিষ্ট অর্ধ ভাগ নাকে দেওয়া– এইভাবে উভয় কাজ মিলাইয়া করার ব্যবস্থা কোন কোন হাদীসে উল্লেখ আছে। উহা জায়েয বটে এবং পানির স্বল্পতা ক্ষেত্রে ঐরূপ করাতে দোষ নাই। কিন্তু আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ব্যবস্থাই সাধারণ নিয়ম ও সুন্নত।

www,BANGLAKITAB.com

২১১. (আঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا

"নাকের গভীরে পানি পৌঁছাইয়া নাক ঝাড়িবে দুইবার বা তিনবার।"

২১২. (আঃ) হাদীস। লকীত ইবনে ছাবেরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার গোত্রের প্রতিনিধি দলভুক্ত হইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। আমরা তাঁহাকে গৃহে উপস্থিত পাইলাম না; উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.) গৃহে ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য গোশত আটা মিশ্রিত নাশতা তৈরী করিতে বলিলেন; উহা তৈরী করা হইল এবং বড় থালা ভর্তি খেজুরও আমাদের জন্য দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জন্য কিছু খাবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি? আমরা বলিলাম– হ্যাঁ।

আমরা হুযুরের সঙ্গে বসিয়াছিলাম– এমতাবস্থায় তাঁহার রাখাল মেষ পালকে আস্তানায় নিয়া যাইতে ছিল; উহাদের মধ্যে একটি মেষ শাবক আওয়াজ করিল হুযুর রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী বাচ্চা হইয়াছে? সে বলিল, একটি মাদী বাচ্চা হইয়াছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহার পরিবর্তে একটি মেষ জবাই কর। অতঃপর আমাদেরকে বলিলেন, তোমরা ভাবিও না (এবং লজ্জিত হইও না) যে, তোমাদের কারণে মেষ জবাই করা হইল। আমাদের একশত মেষ আছে; এই সংখ্যার বেশী হওয়া আমাদের ইচ্ছা নয়; অতএব যখনই রাখাল বাচ্চা জন্মিবার খবর দেয় তখনই আমরা বাচ্চার পরিবর্তে মেষ জবাই করিয়া থাকি।

এই সময় আমি একটি কথা বলিলাম– ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার এক স্ত্রী আছে তাহার মুখ অসংযত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে তালাক দিতে পার। আমি বলিলাম, সে আমার দীর্ঘ দিনের সাথী এবং তাহার পক্ষে আমার সন্তানাদিও আছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তাহাকে সদুপদেশ দান কর; তাহার জ্ঞান থাকিলে উহা গ্রহণ করিয়া লইবে। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে বাঁদীর ন্যায়

www,BANGLAKITAB.com

প্রহার করিও না। (তালাক দেওয়ার কথা শুধু প্রহার করা হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যেই ছিল।) অতঃপর আমি আরজ করিলাম, অযু সম্পর্কে আমাকে শিক্ষা দান করুন! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا

"পরিপূর্ণতার সহিত অযু করিও, আঙ্গুলসমূহের মধ্যবর্তীও খেলাল করিও, নাকে পানি দিতে গভীরতায় পৌছিও– কিন্তু রোযাদার হইলে (ঐরূপ করিবে না)।

২১৩. (নাঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّهُ دَعَا بِوُضُوْءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى فَفَعَلَ هٰذَا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ نَبِىِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"তিনি অযুর পানি আনাইলেন এবং (অযু করিতে) কুল্লি করিলেন, নাকে পানি দিয়া বাম হাতে নাক ঝাড়িলেন– এইরূপ তিনবার করিলেন। (এইভাবে পূর্ণ অযু করার) পরে বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযু এইরূপই ছিল।

হাত পায়ের আঙ্গুল ও দাড়ি খেলাল করা

২১৪. (তিঃ) হাদীস। হাসসান ইবনে হেলাল (রহ.) বলেন, আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.)কে দেখিলাম, তিনি অযু করিলেন এবং (অযুর মধ্যে) দাড়ি খেলাল করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি দাড়ি খেলাল করেন? তিনি বলিলেন, আমাকে কোন কিছুই ইহা হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না।

لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি দাড়ি খেলাল করিতেছেন।"

২১৫. (তিঃ) হাদীস। উসমান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অযুর মধ্যে) দাড়ি খেলাল করিয়া থাকিতেন।"

২১৬. (তিঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

"অযু করা কালে অবশ্যই উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহে এবং উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহে খেলাল করিও।"

২১৮. (আঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার সময় এক হাতের আঁজলে পানি লইয়া উহা থুতনীর নিচে পৌছাইতেন এবং উহা দ্বারা দাড়ি খেলাল করিতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আমাকে এইরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন।"

২১৮. (ইঃ) হাদীস। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি (অযুর মধ্যে) দাড়ি খেলাল করিতেন।"

২১৯. (ইঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার সময় দাড়ি দুইবার খেলাল করিতেন এবং (দাড়ি খেলাল করিতে) আঙ্গুলসমূহ ছড়াইয়া লইতেন।"

www,BANGLAKITAB.com

২২০. (ইঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِاَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করিতে গণ্ডদ্বয়কে সামান্য মর্দন করিতেন, তারপর আঙ্গুলসমূহ দাড়ির নিম্নদেশ দিয়া ভিতরে ঢুকাইতেন।"

২২১. (ইঃ) হাদীস। আবু আইউব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, যখন তিনি অযু করিতেন– তখন দাড়ি খেলাল করিতেন।

২২২. (ইঃ) হাদীস। মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ

"আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করিয়াছেন, তখন উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ হাতের ছোট আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করিয়াছেন।"

২২৩. (ইঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ

"তোমরা প্রত্যেকে নামাযের জন্য দাঁড়াইতে পূর্ণরূপে অযু করিয়া নিবে এবং উভয় হাতের ও উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্য ভাগে বিশেষভাবে পানি পৌছাইবে।"

২২৪. (ইঃ) হাদীস। আবু রাফে (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه

www,BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূ করার সময় তাঁহার হাতের আংটিকে নাড়াচাড়া দিতেন।"

ব্যাখ্যা ঃ রাজ-রাজাগণের নিকট লিপি পাঠাইলে উহাতে লেখকের ব্যক্তিগত সিলমোহর থাকার প্রয়োজন ছিল। সেই আবশ্যকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংটি আকারে রৌপ্যের একটি সিলমোহর তৈরি করিয়া ছিলেন– উহা প্রচলিত আংটি ছিল না। উহাতে নিচ হইতে উপরের দিকে অর্থাৎ সর্বনিম্নে 'মোহাম্মদ' উহার উপর 'রসূল' উহার উপর 'আল্লাহ'– এইভাবে 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' খচিত ছিল। উহা নবীজীর ডান হাতের ছোট আঙ্গুলে থাকিত।

মাথা, কান ও গর্দান মাসেহ করা

২২৫. (তিঃ) হাদীস। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হস্ত দ্বারা মাথা মাছেহ করিয়াছেন। হস্তদ্বয় দ্বারা মাথার অগ্রভাগও মাছেহ করিয়াছেন এবং পশ্চাদ ভাগও মাছেহ করিয়াছেন। আরম্ভ করিয়াছেন অগ্রভাগ হইতে, অতঃপর হস্তদ্বয় নিয়া গিয়াছেন পশ্চাদের দিকে। তারপর হস্তদ্বয় ফিরাইয়া আনিয়াছেন ঐ স্থান পর্যন্ত যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তারপর পাদ্বয় ধুইয়াছেন।"

২২৬. (তিঃ) হাদীস। রুবাইয়্যে বিনতে মুআওয়াজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِاُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথা মাছেহ করিয়াছেন দুইবারে– আরম্ভ করিয়াছেন পেছনের দিকে নেওয়ায়, তারপর সম্মুখ দিকে

www,BANGLAKITAB.com

আনায় এবং উভয় কাজও মাছেহ করিয়াছেন– বাহিরের দিকও, ভিতরের দিকও।"

২২৭. (তিঃ) হাদীস। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ

"তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করিতে দেখিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মাছেহ করিয়াছেন– হাতের অবশিষ্ট পানি ছাড়া (ভিন্ন) পানি দ্বারা (হাত ভিজাইয়া)।"

২২৮. (তিঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মাথা এবং উভয় কানের বাহির দিক ও ভিতর দিক মাছেহ করিয়াছেন।"

২২৯. (তিঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا وَيَدَيْهِ ثَلٰثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপে অযু করিয়াছেন, চেহারা তিনবার ধুইয়াছেন, উভয় হাত তিনবার ধুইয়াছেন, মাথা মাছেহ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কর্ণদ্বয় মাথার অংশ বিশেষই। (অর্থাৎ মাথার সঙ্গেই কর্ণদ্বয়ও মাছেহ করিতে হইবে।)

২৩০. (আঃ) হাদীস। ইবনে আবী মোলায়কা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি উসমান (রাযি.)কে দেখিয়াছি– তাঁহাকে অযুর নিয়ম জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পানি চাহিলেন। পানির লোটা দেওয়া হইল; তিনি উহাকে ডান হাতের উপর কাত করিয়া পানি গ্রহণ করতঃ উভয় হাত ধৌত করিলেন। অতঃপর ডান হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া (পানি বাহির করতঃ) তিনবার কুল্লি করিলেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করিলেন, তিনি চেহারা ধৌত করিলেন, অতঃপর তিনবার ডান হাত ধুইলেন, তিনবার বাম

www,BANGLAKITAB.com

হাত ধুইলেন। তারপর (লোটার মধ্যে) হাত প্রবেশ করাইয়া পানি গ্রহণ পূর্বক মাথা মাছেহ করিলেন, উভয় কানেরও ভিতর-বাহির মাছেহ করিলেন- শুধু একবার। তারপর পদদ্বয় ধৌত করিলেন, অতঃপর বলিলেন, অযুর নিয়ম জিজ্ঞাসাকারীগণ কোথায়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এইরূপে অযু করিতে দেখিয়াছি।

২৩১. (আঃ) হাদীস। মিকদাম ইবনে মা'দী কারব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى مِنْهُ بَدَأَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِى صِمَاخِ أُذُنَيْهِ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করিতে দেখিয়াছি। মাথা মাছেহ করার সময় তিনি উভয় হাতকে মাথার অগ্রভাগে রাখিয়া পেছনের দিকে গর্দান পর্যন্ত টানিয়া নিয়াছেন, তারপর আবার হস্তদ্বয়কে ফিরাইয়া আনিয়াছেন ঐ স্থান পর্যন্ত যথা হইতে মাছেহ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি উভয় কর্ণের বাহির-ভিতরও মাছেহ করিয়াছেন এবং উভয় কর্ণের ছিদ্রের ভিতরও আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়াছেন।

২৩২. (আঃ) হাদীস। রুবাইয়্যে বিনতে মুআওবেজ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে-

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْأَتِهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সন্নিকটেই অযু করিয়াছেন। তিনি পূর্ণ মাথা মাছেহ করিয়াছেন- মাথার প্রত্যেক দিকে চুলের ভাঁজ অনুসরণে; চুলকে উহার বিন্যাস হইতে নাড়া দেন নাই।

২৩৩. (আঃ) হাদীস। রুবাইয়্যে বিনতে মুআওবেজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

www,BANGLAKITAB.com

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (وَفِىْ رِوَايَتِهَا الْاُخْرٰى) فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ جُحْرَىْ اُذُنَيْهِ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করিতে দেখিয়াছি। তিনি মাথা মাছেহ করিয়াছেন– মাথার সম্মুখ ভাগ, পেছন ভাগ এবং উভয় পার্শ– কান পট্টিদ্বয় ও উভয় কর্ণ একবার। আর উভয় কানের ছিদ্রেও আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়াছেন।"

২৩৪. (আঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর বর্ণনা দানে বলিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুখ ধোয়াকালে) চোখের উভয় কোণ মর্দন করিতেন।"

২৩৫. (নাঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرَفَ غُرْفَةً فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِاِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ غَرَفَ غُرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করিলেন। তিনি এক এক কোষ পানি লইয়া কুল্লি করিলেন ও নাকে দিলেন। তারপর অঞ্জলি ভরিয়া মুখ ধুইলেন, অঞ্জলি ভরিয়া ডান হাত ধুইলেন, অঞ্জলি ভরিয়া বাম হাত ধুইলেন। তারপর মাথা মাসেহ করিলেন এবং উভয় কান মাছেহ করিলেন– কানের ভিতর দিক তর্জনী আঙ্গুলদ্বয়, আর বাহির দিক বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় দ্বারা। তারপর অঞ্জলি ভরিয়া ডান পা, তারপর অঞ্জলি ভরিয়া বাম পা ধুইলেন।

www,BANGLAKITAB.com

পা ধোয়ায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা

২৩৬. (মোসঃ) হাদীস। সালেম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশিষ্ট সাহাবী সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর মৃত্যুর দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্নী আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট হাজির হইলাম। ঐ সময় (তাঁহার ভ্রাতা) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাযি.) তাঁহার নিকট আসিলেন এবং অযু করিলেন। আয়েশা (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, হে আবদুর রহমান! অযুর মধ্যে অঙ্গসমূহ সযত্নে পূর্ণরূপে ধৌত করিও; আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

ويل للاعقاب من النار

"পায়ের গোড়ালীর (অতি সামান্যও শুষ্ক থাকার) জন্য দোযখের ভীষন আযাব হইবে।"

২৩৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে (অযুর মধ্যে) তাহার গোড়ালী (উত্তমরূপে) ধৌত করে নাই তখন তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন–

وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"দোযখের ভীষণ আযাব হইবে গোড়ালী (শুষ্ক থাকার) জন্য।"

২৩৮. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি এক দল লোককে দেখিলেন, তাহারা অযুর পাত্র হইতে পানি লইয়া অযু করিতেছেন। তিনি তাহাদেরে সতর্ক করিয়া বলিলেন, অযুর অঙ্গসমূহ সযত্নে পূর্ণরূপে ধৌত করিও। আমি (নবীজী–) আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ

"গোড়ালির উপর যে মোটা রগটি রহিয়াছে (উহা অযুর মধ্যে শুষ্ক থাকিলে) উহার জন্য দোযখের ভীষণ আযাব হইবে।"

২৩৯. (মোসঃ) হাদীস। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

إِنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى

"এক ব্যক্তি অযু করিল– তাহার পায়ে মাত্র নখের পরিমাণ জায়গা শুষ্ক থাকিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন– পুনরায় তুমি উত্তমরূপে অযু কর সেমতে ঐ ব্যক্তি পুনরায় অযু করিয়া আসিল এবং নামায পড়িল।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব অযু ভঙ্গ না হইয়া থাকিলে পরে শুধু শুষ্ক স্থানটুকু ধৌত করিয়া নিলেই চলিবে।

আলোচ্য ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু পুনরায় করিতে বলিয়াছেন, আগামীর জন্য বিশেষরূপে সতর্ককরণ উদ্দেশ্য।

২৪০. (তিঃ) হাদীস। মুস্তাওরেদ ইবনে শাদ্দাদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি অযু করার সময় হাতের ছোট আঙ্গুলটি দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহকে মর্দন করিতেন।"

● ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এইরূপ হাদীসও বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন–

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ

"গোড়ালী ও পায়ের তলা (শুষ্ক থাকার) জন্য দোযখের ভীষণ আযাব হইবে।"

২৪১. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

"গোড়ালীর উপর মোটা রগটির (শুষ্ক থাকার) জন্য দোযখের ভীষণ আযাব হইবে।"

www,BANGLAKITAB.com

২৪২. (ইঃ) হাদীস। শুরাহবিল ইবনে হাসানা (রাযি.) আমর ইবনুল আস (রাযি.)– তাঁহারা সকলেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

اَتِمُّوا الْوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"তোমরা পূর্ণরূপে অযু করিও; গোড়ালীসমূহের (শুষ্ক থাকার) জন্য দোযখের ভীষণ আযাব হইবে।"

অযুর অঙ্গ ধোয়ার সংখ্যা

২৪৩. (আঃ) হাদীস। আমর ইবনে শুয়ায়বের দাদা (আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রাযি.] সাহাবী) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! অযুর নিয়ম কি? প্রশ্নের উত্তরে–

فَدَعَا بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِاِبْهَامَيْهِ عَلٰى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا اَوْ نَقَصَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রে আনাইলেন এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন, মুখমণ্ডলও তিনবার ধুইলেন, উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন, তারপর মাথা মাসেহ করিলেন– তখন তর্জনী আঙ্গুলদ্বয় কানের ব্যবহারে নিলেন। বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় দ্বারা কানের বাহির দিক মাসেহ করিলেন এবং তর্জনীদ্বয় দ্বারা কানের ভিতর দিক মাসেহ করিলেন, তারপর উভয় পা তিন তিনবার ধুইলেন এবং বলিলেন– "অযু এইরূপ হওয়া চাই; যে ব্যক্তি ইহার অতিরিক্ত করিবে অথবা কম করিবে সে মন্দ করিল এবং অন্যায় করিল।"

২৪৪. (ইঃ) হাদীস। উমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাবুক যুদ্ধে দেখিয়াছি– তিনি (অঙ্গসমূহ) এক একবার (ধৌত করিয়া) অযু করিয়াছেন।"

● আজকালও ভ্রমণ বা সফর অবস্থায় বিশেষতঃ হজ্জের সফরে অনেক ক্ষেত্রে অতি অল্প পরিমাণ– যথা, শুধু এক গ্লাস পানি থাকে; উহা দ্বারা এক একবারের অযু সম্পন্ন হইতে পারে। এমনকি অযুর শুধু ফরযসমূহ– মুখমণ্ডল, উভয় হাত, উভয় পা এক একবার ধোয়া অতি অল্প পানিতেই হইয়া যায় এবং মাথা মাসেহ তো হাতের আদ্রতা দ্বারাই হইতে পারে। অতএব শুধু এতটুকু পরিমাণ পানি থাকার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম জায়েয হইবে না।

২৪৫. (ইঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً

"আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অঙ্গ ধোয়ায় বা উহার ভিতর পানি পৌঁছাইতে) তিন তিনবারের অযু করিয়াছেন, কিন্তু মাথা মাসেহ একবার করিয়াছেন।"

● মাথা মাসেহ-এর সংশ্লিষ্টে অপর যে কয়টি কাজ আছে উহাও শুধু এক একবারই করিবে। যথা– কানের ভিতর দিক ও পিঠের দিক মাসেহ করা, কানের ছিদ্রে আঙ্গুলের মাথা প্রবেশ করা এবং গর্দান মাসেহ করা সবই এক একবার করিবে।

২৪৬. (ইঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَلٰوةً اِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ هٰذَا وُضُوْءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوْءِ وَتَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَقَالَ هٰذَا اَسْبَغُ الْوُضُوْءِ وَهٰذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ خَلِيْلِ اللّٰهِ اِبْرَاهِيْمَ ...

www,BANGLAKITAB.com

"একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একবারের অযু করিলেন এবং বলিলেন, ইহা এক পর্যায়ের অযু যে, ইহা ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কাহারও নামায মোটেই গ্রহণ করেন না। তারপর দুই দুইবারের অযু করিলেন এবং বলিলেন, ইহা উত্তম অযুর মধ্যে এক পর্যায়ের অযু। তারপরে তিন তিনবারের অযু করিলেন এবং বলিলেন, ইহা সর্বাধিক পূর্ণ অযু, ইহাই আমার (স্বাভাবিক) অযু এবং হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর অযু। যে ব্যক্তি এইরূপ অযু সমাপ্তে–

اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

পড়িবে তাহার জন্য আট বেহেশতের আট দরওয়াজা খোলা থাকিবে; যে দরওয়াজায় তাহার ইচ্ছা হয় ঐ দরওয়াজায়ই সে প্রবেশ করিবে।

২৪৭. (ইঃ) হাদীস। উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هٰذَا وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ اَعْطَاهُ اللّٰهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْاَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا فَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْمُرْسَلِيْنَ

"একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনাইয়া এক একবারের অযু করিলেন এবং বলিলেন, ইহা অযুর অপরিহার্য কাজ। তারপর দুই দুইবারের অযু করিলেন এবং বলিলেন, এইরূপ অযু যে করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করিবেন। তারপর তিন তিনবারের অযু করিলেন এবং বলিলেন, ইহাই আমার (স্বাভাবিক) অযু এবং আমার পূর্ববর্তী সকল রসূলগণের অযু।

অযুর পানির সহিত গোনাহ ঝরিয়া যায়

২৪৮. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

اذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء، فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب

"আল্লাহর পূর্ণ অনুগত– মুসলিম বান্দা যখন অযু করে এবং তাহার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তাহার দুই চোখে দেখার গোনাহসমূহ মুখমণ্ডল হইতে পানির সহিত বহিয়া পড়িয়া যায়। যখন হস্তদ্বয় ধৌত করে তখন উভয় হাতের দ্বারা অনুষ্ঠিত গোনাহসমূহ হস্তদ্বয় হইতে পানির সহিত বহিয়া পড়িয়া যায়। যখন পদদ্বয় ধৌত করে তখন পায়ের চলন দ্বারা কৃত গোনাহসমূহ পানির সহিত বহিয়া পড়িয়া যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি সমস্ত গোনাহ মুক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়।

২৪৯. (মোসঃ) হাদীস। উসমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

من توضأ فاحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره

"যে ব্যক্তি অযু করে এবং উত্তমরূপে অযু সম্পাদন করে তাহার শরীর হইতে গোনাহ বাহির হইয়া পড়িয়া যায়, এমনকি তাহার নখের তলদেশ হইতেও।"

২৫০. (নাঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ছোনাবেহী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه فاذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه

www,BANGLAKITAB.com

فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهٗ اِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلٰوتُهٗ نَافِلَةً لَّهٗ

"আল্লাহনুরাগী–মোমেন বান্দা (যাহার কবীরা গোনাহ্ থাকে না; তওবা দ্বারা ক্ষমা করাইয়া নেয়– সে) অযু করার সময় কুল্লি করিলে তাহার মুখ হইতে (সগীরা) গোনাহসমূহ বাহির হইয়া যায়। (নাকে পানি দিয়া) নাক ঝাড়িলে গোনাহসমূহ নাক হইতে বাহির হইয়া যায়। চেহারা ধুইলে চেহারা হইতে তথা উহার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ চোখের ভিতর হইতে গোনাহসমূহ বাহির হইয়া যায়, এমনকি চোখদ্বয়ের পাতার নিচ হইতেও বাহির হইয়া যায়। হস্তদ্বয় ধৌত করিলে উভয় হাতের গোনাহসমূহ বাহির হইয়া যায়, এমনকি নখগুলির নিচ হইতেও বাহির হইয়া যায়। মাথা মাছেহ্ করিলে মাথা হইতে গোনাহসমূহ বাহির হইয়া যায়, এমনকি উভয় কান হইতেও বাহির হইয়া যায়। পাদ্বয় ধৌত করিলে উভয় পা হইতে গোনাহসমূহ বাহির হইয়া যায়, এমনকি পাদ্বয়ের নখগুলির নিচ হইতেও বাহির হইয়া যায়। তারপর ঐ বান্দার মসজিদের দিকে গমন এবং তাহার নামায তাহার জন্য অতিরিক্ত (তথা শুধু সওয়াব) পরিগণিত হয়।"

ব্যাখ্যা ঃ গোনাহসমূহের বিশেষ প্রতিক্রিয়া বা আছর আছে। সেই আছর প্রধানতঃ অন্তরের উপর হইয়া থাকে– যাহার বর্ণনা হাদীসে বিদ্যমান আছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বান্দা যখন কোন গোনাহ্ করে তখন তাহার হৃদয়পটে একটা কাল দাগ পড়ে; যদি সে তওবা করে– ঐ গোনাহ্ হইতে ফিরিয়া যায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে (ঐ কাল দাগ মুছিয়া যাইয়া) অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। আর যদি (তওবা না করিয়া ঐ গোনাহ্ বা অন্য গোনাহ্) পরপর করে তবে (গোনাহের) কাল দাগে অন্তর ছাইয়া যায়। এই অবস্থাকেই কুরআনের ভাষায় 'রান্' বলা হইয়াছে। (৩০ পারা সূরা মুতাফফিফীনে আছে–) "কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকছিবুন"–কাফেররা বলে, কুরআন কিংবদন্তী বস্তু– ইহা মোটেই সত্য নহে, বরং তাহাদের কৃতকর্ম-গোনাহসমূহ তাহাদের হৃদয়ের উপর জঙ্গ বা মরিচা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। (সেই বিকৃত হৃদয়ের বিকৃত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাহারা কুরআনকে কিংবদন্তী বলিয়া থাকে।)

www,BANGLAKITAB.com

বলাবাহুল্য, যে গোনাহ যে অঙ্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় সেই গোনাহের আছর ও প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে সেই অঙ্গের উপরও পড়িয়া থাকে। প্রধানতঃ ঐ আছর ও ক্রিয়ার ফলে ঐ অঙ্গ পুনঃ পুনঃ গোনাহের প্রতিই আকৃষ্ট ও প্রবল হয়, নেক কাজের দিকে ধাবমান হয় না। এই অবস্থা গোনাহের একটি মারাত্মক কুফল; এই অবস্থার অবসান না ঘটিলে ধীরে ধীরে মানুষ গোনাহতে ডুবিয়া যায়। এই অবস্থার অবসান তওবা এবং নেক কাজের দ্বারা হইয়া থাকে। এই অবস্থার অবসানে অযু একটি অতিশয় ক্রিয়াশীল বস্তু– তাহাই এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সঙ্গে ঐ অঙ্গের গোনাহ বাহির হইয়া যায়। অর্থাৎ ঐ অঙ্গের সম্পাদিত গোনাহ মাফ হইয়া যায় এবং গোনাহের যে অশুভ ক্রিয়া ও আছর আছে উহাকেও ধুইয়া ফেলে– বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এমনকি আঙ্গুলের নখের নিচে চোখের পাতার তলদেশে, মাথার মস্তিষ্কে যথায় পানি পৌছে না তথা হইতেও অযু ঐ অশুভ আছর বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হয়।

অযুর পানিতে গোনাহের অশুভ আছর বিধৌত হওয়ার সত্যকে প্রত্যক্ষকারী মানুষের সাক্ষ্যও বিদ্যমান আছে। আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী (রহ.) তাঁহার 'মীযান' নামক কিতাবে লিখিয়াছেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অযুর পানির সহিত গোনাহ বিধৌত হওয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। এইজন্যই তখন তিনি অযুর ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলিতেন। মানুষের দোষ নজরে আসার অরুচিকর অবস্থা হইতে রেহায়ী পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করিয়া তিনি তাঁহার ঐ বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটাইয়াছেন। (ফাতহুল মুলহিম)

অযুর পানিতে অঙ্গসমূহের গোনাহ বিধৌত হওয়ার ফযীলতই শুধু নহে, বরং উহার দ্বারা অঙ্গসমূহে নূর বা আলোও সৃষ্টি হয়। সেই নূর ইহজগতে পরিদৃষ্ট না হইলেও উহার সুফল ইহজগতেই লাভ হয় যে, অঙ্গসমূহ নেক কাজের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবমান হয়। একজনের কান গানের সুর শোনায় আকৃষ্ট, আর একজনের কান কুরআনের তেলাওয়াত শোনায় বা ওয়াজ শোনায় আকৃষ্ট, একজনের চোখ সিনেমা দেখিতে আকৃষ্ট বা কুপথ দেখিতে আকৃষ্ট, আর একজনের চোখ আলেম-উলামা দেখিতে আকৃষ্ট বা সুপথ দেখিতে আকৃষ্ট, একজনের মস্তিষ্কে সদা কুচিন্তা, কু-খেয়াল খারাপ কল্পনা

www,BANGLAKITAB.com

আসিতে থাকে, অপরজনের মস্তিষ্কে সুচিন্তা, সু-খেয়াল, ভাল কল্পনা আসিতে থাকে। অঙ্গসমূহের এইরূপ শত শত বিপরীতমুখী অবস্থা সদা সর্বত্র দেখা যায়– বস্তুতঃ ইহা অঙ্গসমূহে অশুভ আছর অথবা নূর থাকারই ফলাফল।

অঙ্গসমূহে নূরের এই সুক্রিয়া সুফল ইহজগতেই দেখা যায় এবং আখেরাতে অযুর পানিতে সৃষ্ট এবং নুর হাতে-পায়ে ও চেহারায় বাস্তবেই চমকিত হইবে– যদ্দারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মতের পরিচয় পাইবেন এবং শাফায়াতের অন্তর্ভক্ত করিবেন। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখের পরিচ্ছেদে একাধিক হাদীস দ্বারা বর্ণিত হইবে।

অযুর ক্রিয়ায় অঙ্গসমূহে নূর সৃষ্টি হয়

২৫১. (মোসঃ) হাদীস। নোয়ায়েম ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু হুরায়রা (রাযি.)কে দেখিয়াছি, তিনি অযু করিতেছেন। তিনি মুখমণ্ডলকে ধুইলেন– ধোয়ার ক্রিয়া নিতান্ত পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলেন। তারপর ডান হাত ধুইলেন, এমনকি কনুইর উপরে বাহুর অংশবিশেষেও পানি পৌঁছাইলেন। তারপর বাম হাত ধুইলেন, এমনকি কনুইর উপরে বাহুর অংশবিশেষেও পানি পৌঁছাইলেন। তারপর মাথা মাছেহ করিলেন, তারপর ডান পা ধুইলেন, এমনকি পায়ের গোছার অংশবিশেষেও পানি পৌঁছাইলেন। তারপর বাম পা ধুইলেন, এমনকি গোছার অংশবিশেষেও পানি পৌঁছাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপে অযু করিতে দেখিয়াছি।

তিনি আরও বলিলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ

"তোমরা কিয়ামত দিবসে চেহারা ও হাত-পা উজ্জ্বলরূপী হইবে অযুর পূর্ণতার বদৌলতে। অতএব যে সক্ষম হও চেহারার ও হাত-পায়ের উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করিয়া নেও।"

২৫২. (মোসঃ) হাদীস। একদা আবু হুরায়রা (রাযি.) অযু করিলেন– মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং হস্তদ্বয় ধুইলেন, এমনকি কাঁধদ্বয়ের নিকটবর্তী পানি

www,BANGLAKITAB.com

পৌঁছিল। তারপর পদদ্বয় ধৌত করিতে পায়ের গোছার উপর পর্যন্ত ধৌত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيمَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ

"নিশ্চিত সত্য যে, আমার উম্মত কিয়ামত দিবসে অযুর প্রতিক্রিয়ায় হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বলরূপী হইয়া আসিবে। অতএব যে স্বীয় উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করার প্রয়াস পায় সে যেন তাহা করে।"

২৫৩. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَاَنَا اَذُوْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ اِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ اِبِلِهِ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ تَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّيْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُوْنَ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ هٰؤُلَاءِ مِنْ اَصْحَابِيْ فَيُجِيْبُنِيْ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ وَهَلْ تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ

"আমার উম্মত হাউজে কাওছারে আমার নিকট উপস্থিত হইবে। (অন্য উম্মতের লোকগণও আসিয়া ভিড় করিলে সেই) লোকদেরে আমি হটাইয়া (তাহাদের নবীর হাউজের দিকে পাঠাইয়া) দিব– যেভাবে মানুষ অন্য লোকের উটকে নিজের উট হইতে হটাইয়া দিয়া থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর নবী! (তখন এত ভিড়ের মধ্যে আপনার উম্মত–) আমাদেরে আপনি চিনিতে পারিবেন কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ; তোমাদের একটি পরিচয় হইবে যাহা তোমরা ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে হইবে না। তোমরা তথায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে এই অবস্থায় যে, অযুর প্রতিক্রিয়ায় তোমাদের হাত-পা ও চেহারা উজ্জ্বল হইবে।

আর এক শ্রেণীর লোককে (হাওজে কাওছারের প্রতি) আমার নিকট আসা হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে– তাহারা আমার নিকট পৌঁছিতে

www,BANGLAKITAB.com

সক্ষম হইবে না। তখন আমি বলিব, (বাহ্যিক আকৃতিতে মনে হয়) ইহারা (হয়ত) আমার উম্মত! তখন একজন ফেরেশতা বলিবেন, আপনি তো জানেন না তাহারা আপনার পরে (আপনার আদর্শের খেলাফ) কি সব রীতি-নীতি গড়াইয়া ছিল।"

২৫৪. (মোসঃ) হাদীস। হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ
عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ

"নিশ্চিত সত্য যে, আমার হাওজে কাওছার (সিরিয়াস্থ) 'আয়লা' এলাকা হইতে (ইয়েমেনস্থ) 'আদন' পর্যন্ত অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। ঐ মহানের কসম যাঁহার মুঠে আমার জান– (আমার উম্মত ছাড়া অন্য) লোকদেরে আমার হাউজ (এলাকায় ভিড় করা) হইতে হটাইয়া দিব যেভাবে মানুষ নিজের হাউজ হইতে অপরের উট হটাইয়া দেয়। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরে চিনিবেন কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ; তোমরা আমার নিকট পানি পানের জন্য আসিবে এই অবস্থায় যে, অযুর আছর বা প্রতিক্রিয়ায় তোমাদের চেহারা ও হাত-পা উজ্জ্বল নূরানী হইবে। তোমাদের ভিন্ন অন্য কাহারও এইরূপ হইবে না।"

২৫৫. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে আসিলেন এবং বলিলেন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ
وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ
لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ

www,BANGLAKITAB.com

غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء وانا فرطهم على الحوض الا ليذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم الا هلم فيقال انهم بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا

"(প্রথমতঃ মৃতদের প্রতি সালাম করিলেন–) 'আস-সালামু আলাইকুম দারা কাওমিন মোমেনীন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহ্ বেকুম লাহেকুন' (অর্থাৎ হে মোমেন সমাজেরই এক ভিন্ন বস্তিওয়ালাগণ! তোমাদের প্রতি সালাম, আমরাও ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সহিত যোগদানকারী হইব। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,) আমার অভিলাষ হয় আমার ভ্রাতাদিগকে দেখার। সঙ্গী সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভ্রাতা নহি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তো (আরও উর্ধ্বের–) আমার সাহাবী। আমার ভ্রাতা বলিতে তাহারা উদ্দেশ্য যাহারা এখনও ইহজগতে আসে নাই অর্থাৎ আমার পরবর্তী মোসলমানগণ।

(পরবর্তী মোসলমানদের প্রতি নবীজীর অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া) সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের যাহারা এখনও (আপনার দৃষ্টিগোচরে) আসে নাই তাহাদেরে আপনি (কিয়ামতের দিন) কিরূপে চিনিবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বল তো! কোন ব্যক্তির এমন ঘোড়া যেগুলির ললাট ও হাত-পা সাদা– সে তাহার ঐ ঘোড়াগুলিকে সম্পূর্ণ কাল ঘোড়ার দলের মধ্যে চিনিতে পারিবে না কি? সাহাবীগণ উত্তর করিলেন, নিশ্চিয় চিনিতে পারিবে ইয়া রসূলাল্লাহ!

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতগণও (কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে) এমন অবস্থায় যে, তাহাদের চেহারা ও হাত-পা উজ্জ্বল হইবে অযুর কারণে; আর আমি তাহাদের পূর্বেই তাহাদের ব্যবস্থাপকরূপে হাওজে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকিব।

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন,) তোমরা সতর্ক থাকিও! কিছু সংখ্যক লোককে আমার ঐ হাওজ হইতে তফাত করিয়া

www,BANGLAKITAB.com

দেওয়া হইবে যেভাবে কাহারও হাওজ হইতে মালিক হারা উটকে তফাত করিয়া দেওয়া হয়। তখন আমি সজোরে ডাকিয়া বলিব, তোমরা এই দিকে আস! তখন বলা হইবে, আপনার পরে তাহারা (আপনার দ্বীন ও আদর্শকে) পরিবর্তিত ও বিকৃত করিয়াছে। তখন আমি বলিব, তাহাদেরে দূরে নিয়া যাও দূরে নিয়া যাও।

২৫৬. (মোসঃ) হাদীস। আবু হাযেম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর পেছনে ছিলাম; তিনি অযু করিতেছিলেন। তিনি হাত ধৌত করাকে এত দীর্ঘ করিতেছিলেন যে, বগল পর্যন্ত পৌছাইতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি প্রকারের অযু? আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, তোমার ন্যায় (সাধারণ জ্ঞানের) লোক এখানে আছে জানিলে আমি এই প্রকারের অযু করিতাম না। আমার পরম বন্ধুকে বলিতে শুনিয়াছি–

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ

"অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– (কিয়ামতের দিন অথবা বেহেশতে) মোমেনের অলঙ্কার (অর্থাৎ তাহার হাত-পা ও মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা অথবা বেহেশতের মধ্যে সাজসজ্জার বিশেষ বস্তুনিচয়) ঐ পর্যন্ত পৌছিবে যে পর্যন্ত অযুর পানি পৌছিয়া থাকিত।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অযুর এক ফরয মুখমণ্ডল ধৌত করা– উহার সীমা হইল, কপালের উপর সীমা হইতে থুতনীর শেষ সীমা পর্যন্ত এবং উভয় কানের মধ্যবর্তী। আর এক ফরজ হস্তদ্বয় ধোয়া– উহার সীমা হইল, কনুইর উপর সীমা পর্যন্ত। আর এক ফরজ পদদ্বয় ধৌত করা– উহার সীমা হইল গোড়ালীর উপরস্থ গিঁঠদ্বয়ের উপর সীমা পর্যন্ত।

উল্লিখিত সীমা পরিপূরণ করায় দ্বিধামুক্ত হওয়ার জন্য সতর্কতা স্বরূপ অতিরিক্ত অংশবিশেষ ধৌত করা, যথা– মুখমণ্ডল ধোয়ায় কপালের সীমা ছাড়াইয়া মাথার সীমারেখার ভিতর পানি যাওয়া, হস্তদ্বয় ধোয়ায় কনুইর সীমারেখা ছাড়াইয়া বাহুর সীমায় পানি পৌছা এবং পা ধোয়ার সময় গিঁঠদ্বয়ের সীমারেখা ছাড়াইয়া গোছার সীমার ভিতরে পানি পৌছা– ইহা স্বাভাবিকরূপে অপরিহার্যও বটে এবং সুন্নতও বটে। ২৫১ নং হাদীসে ইহা স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে– আবু হুরায়রা (রাযি.) নিজে ঐরূপ আমল করিয়া

www,BANGLAKITAB.com

বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ইহা ছিল, অতএব ইহা হুযুরের সুন্নত হওয়া সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই।

ফরজের সীমা উল্লিখিত পরিমাণকে অতিক্রম করিয়া আরও অধিক পরিবর্ধন, যথা– হস্তদ্বয় ধৌত করায় কাঁধ ও বগল পর্যন্ত পৌছিয়া যাওয়া এবং পা ধোয়ায় পূর্ণ গোছা শামিল করিয়া নেওয়া ইহাকে সাধারণভাবে নবীজীর সুন্নতরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ, যে সমস্ত সাহাবীগণ নবীজীর অযুর রূপরেখা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তারপর তাহা উম্মতের নিকট পৌছাইয়াছেন তাঁহারা কেহই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্ততঃ একবারও ঐরূপ করিতে দেখিয়াছেন– বলেন নাই।

এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উক্তিও দ্বিধাহীনরূপে প্রমাণিত নাই। ২৫১ নং এবং ২৫২ নং হাদীসের শেষ বাক্যটি এই বিষয়ে সুস্পষ্ট বটে, কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেসগণের মতে ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি নহে, বরং হযরতের মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করিয়া আবু হুরায়রা (রাযি.) ইহা বলিয়াছেন– এই বাক্যটি তাঁহারই উক্তি।

● অবশ্য এইরূপ দীর্ঘাকারে সীমা অতিক্রমের সহিত অযু করাকে বিদআত বলা হইবে না, যেহেতু ইহা নবীজীর উক্তির আওতাভুক্ত হইতে পারে এবং শুধু একজন হইলেও সাহাবী আবু হুরায়রা (রাযি.) এই আওতাভুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমল করিয়াছেন– যাহা ২৫২ ও ২৫৬ নং হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসদ্বয়ে লক্ষ্য করিবেন, উহাতে আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর নিজস্ব আমলই বর্ণিত আছে। সুতরাং ২৫২ ও ২৫৬ নং হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত আমল– কাঁধ পর্যন্ত হাত ধোয়া এবং গোছার উপরি ভাগ পর্যন্ত পা ধোয়া নবীজীর সুন্নতরূপে স্বীকৃত হয় নাই।

২৫১ নং হাদীসে বর্ণিত আমল– কনুইর সামান্য উপর পর্যন্ত হাত ধোয়া এবং পায়ের গিঁঠের সামান্য উপর পর্যন্ত পা ধোয়া, ইহাও উক্ত হাদীসে আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর আমল থেকেই বর্ণিত আছে। কিন্তু আবু হুরায়রা (রাযি.) উক্ত হাদীসেস নিজের আমলের সহিত ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এইরূপে অযু করিতে দেখিয়াছি। এই কথার কারণেই উক্ত হাদীসে বর্ণিত আমল সর্বসম্মতিক্রমে

www,BANGLAKITAB.com

নবীজীর সুন্নতরূপে গৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ২৫২ ও ২৫৬ নং হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত আমল সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাযি.) নবীজীর শুধু (দুই হাদীসে) দুইটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন যেই উক্তিদ্বয়ের আওতাভুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আবু হুরায়রা (রাযি.) ঐ আমল করিয়াছেন। আবু হুরায়রা (রাযি.) এই হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত আমল সম্পর্কে এই কথা বলেন নাই যে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ অযু করিতে দেখিয়াছি। এমনকি স্বয়ং আবু হুরায়রা (রাযি.) ইহা পছন্দ করিতেন না যে, কেহ তাঁহার এই আমলকে নবীজীর সুন্নত গণ্য করার সুযোগ পায়। এইজন্যই তিনি ঐ আমলকে সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচরে করিতেন না– ২৫৬ নং হাদীসে এই সত্য স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে।

মনে হয়– আবু হুরায়রা (রাযি.) নবীজীর উক্তির ব্যাপকতা দৃষ্টে অতিরিক্ত নূর লাভের আশার উচ্ছ্বাসে ঐ আমল করিতেন। এখনও যদি কেহ সেই উচ্ছ্বাসের আবেগে ঐরূপ আমল করে তবে বিফল যাইবে না।

২৫৭. (মেঃ) হাদীস। আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيمة وانا اول من يؤذن له ان يرفع راسه فانظر الى ما بين يدى فاعرف امتى من بين الامم ومن خلفى مثل ذلك وعن يمينى مثل ذلك وعن شمالى مثل ذلك فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف امتك من بين الامم فيما بين نوح الى امتك قال هم غر محجلون من اثر الوضوء ليس احد كذلك غيرهم واعرفهم انهم يؤتون كتبهم بايمانهم واعرفهم تسعى بين ايديهم ذريتهم

“কিয়ামত দিবসে (শাফায়াত বা সুপারিশের জন্য আল্লাহর দরবারে) সেজদা করিতে সর্বপ্রথম আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম (সেজদা হইতে উঠিয়া শাফায়াত করার জন্য) মাথা উঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। সেমতে আমি (মাথা উঠাইয়া) সম্মুখের দিকে দেখিব

www,BANGLAKITAB.com

এবং সকল উম্মতের মধ্য হইতে আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব। আমার পেছন দিকেও এইরূপ করিব, ডান দিকেও এইরূপ করিব, বাম দিকেও এইরূপ করিব।"

এই সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! (পূর্ববর্তী কম নবী! যথা–) নূহ (আ.) হইতে আপনার উম্মত পর্যন্ত (কত নবী অতীত হইয়াছেন! সকল নবীর) উম্মতগণের মধ্য হইতে আপনার উম্মতকে আপনি কিরূপে চিনিতে পারিবেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতগণ অযুর প্রতিক্রিয়ায় উজ্জ্বল চেহারা এবং উজ্জ্বল হাত-পা রূপী হইবে। তাহাদের ভিন্ন অন্য কেহই সেইরূপ হইবে না। আরও এক পন্থায় চিনিব– (নেককারদেরে যে, ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে সেই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম) আমার উম্মতের লোকদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে এবং আমার উম্মতের (নেককারগণের) সন্তান-সন্ততি তাহাদের (সঙ্গেই থাকিবে–) তাহাদের সম্মুখেই ছুটাছুটি করিবে। (আহমদ)

অযু সমাপ্তে কাপড়ে পানির ছিঁটা দেওয়া

২৫৮. (তিঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

جَاءَنِىْ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ

"জিবরাঈল (আ.) আসিয়া আমাকে (বিশেষ কথা) এই বলিলেন যে, আপনি অযু করার সময় (গুপ্ত অঙ্গ বরাবর পরিধেয় বস্ত্রে) পানির ছিঁটা দিবেন।"

ব্যাখ্যা ঃ ওয়াসওয়াছা বা অহেতুক সন্দেহ একটি মারাত্মক ব্যাধি। ইবাদত হইতে বাধাগ্রস্ত করার জন্য শয়তান ইহা মানুষের মনে সৃষ্টি করিয়া থাকে। অযু এবং নামাযে শয়তান এই অস্ত্র ব্যবহারে অধিক তৎপর হয়। শুধু অযুর মধ্যে এই তৎপরতা চালাইবার জন্য একদল শয়তান আছে– সেই দলের নাম 'অলাহান'। নামাযের মধ্যে এই তৎপরতা চালাইবার জন্য ভিন্ন দল আছে– সেই দলের নাম 'খেনযেব'। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু এবং নামাযে ওয়াসওয়াছা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়াছেন– সম্মুখে বিভিন্ন হাদীসে তাহা বর্ণিত হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

অযুর পূর্বে সাধারণতঃ মানুষ প্রস্রাব করে; শয়তান প্রস্রাব সম্পর্কে ওয়াসওয়াছা সৃষ্টি করার অধিক সুযোগ পাইয়া থাকে। যথা– অযু করিয়া নামায আরম্ভ করিবে হঠাৎ কাপড়ে ভিজা ও আর্দ্রতা অনুভব হইল। এখন সে অযু এবং কাপড়ের নাপাকী ও শরীরের নাপাকী ইত্যাদি সম্পর্কে ভীষণ সংশয়ে পড়িয়া গেল। এই সংশয়ে পতিত হইয়া জামাত তো ছুটিবেই; নামাযের ওয়াক্ত, বরং মূল নামাযও ছুটিয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর সংশয় যদি ব্যাধিতে পরিণত হইয়া যায় তবে তো আর জামাত ভাগ্যে জুটিবেই না, বরং নামাযের ওয়াক্ত এবং মূল নামায হইতেই বঞ্চিত হইতে হইবে। ওয়াসওয়াছা সৃষ্টি করার এই পথ শয়তানের জন্য নিতান্তই সুফলদায়ক এবং ইহার পরিণতি অতি ভয়াবহ। তাই শয়তান ইহার জন্য অত্যাধিক তৎপর থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের এই ওয়াসওয়াছা সৃষ্টির সুযোগকে বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য অতি সহজ সুলভ পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন। অযু সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে কাপড়ের ঐ অংশে যে অংশে আর্দ্রতার সন্দেহে লিপ্ত করিয়া শয়তান ওয়াসওয়াছা সৃষ্টি করার পথ প্রশস্ত করিবে অর্থাৎ গুপ্ত অঙ্গ বরাবর পরিধেয় বস্ত্রে সামান্য পানির ছিঁটা দিয়া দিবে। নিজ হাতে পানির ছিঁটা দিয়া দেওয়ার পর আর্দ্রতা অনুভবের দরুন প্রস্রাবের ছিঁটা-ফোটার প্রতি ধাবিত হওয়ার কোন হেতু থাকিবে না। আলোচ্য হাদীসের মর্ম ইহাই।

প্রস্রাব সম্পর্কে পূর্ণ সতর্কতা অবশ্য বজায় রাখিবে, সেই দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করার পর মনে এই সংশয় ও সন্দেহের স্থান দিবেই না যে, যদি প্রস্রাবের ফোটা বাহির হইয়া থাকে। যদি প্রস্রাবের ছিঁটা পড়িয়া থাকে! সতর্কতার দায়িত্ব পালনের পর ঐরূপ সংশয় সন্দেহের দরুন কোন ক্ষতি হয় না, বরং ঐরূপ সংশয়-সন্দেহের প্রশ্নই অবৈধ-অবান্তর।

২৫৯. (আঃ) হাদীস। হাকাম ইবনে সুফিয়ান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব করার পরে অযু করিয়াছেন এবং (অযু সমাপ্তে) পানির ছিঁটা দিয়াছেন।

২৬০. (ইঃ) হাদীস। যায়েদ ইবনে হারেছা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

عَلَّمَنِىْ جِبْرَئِيْلُ الْوُضُوْءَ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِىْ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

"জিবরাঈল (আ.) আমাকে অযু শিক্ষা দিয়াছেন এবং আদেশ করিয়াছেন, আমি যেন কাপড়ের নিচে পানির ছিটা দেই। কারণ, অযু করার পর প্রস্রাব বাহির (হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি) হইতে পারে।"

২৬১. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا تَوَضَّاْتَ فَانْتَضِحْ

"তোমরা কেহ যখন অযু করিবে তখন পানির ছিটা দিবে।"

২৬২. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করিলেন– তখন স্বীয় গুপ্ত অঙ্গে পানির ছিটা দিলেন।

অযুর অবশিষ্ট পানি পান করা, অযু সমাপ্তে রুমাল ব্যবহার করা

২৬৩. (তিঃ) হাদীস। আবু হাইয়্যাহ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَغَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلٰثًا وَمَسَحَ بِرَاْسِهٖ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهٖ فَشَرِبَهٗ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমি আলী (রাযি.)কে অযু করিতে দেখিয়াছি। তিনি পরিষ্কার করিয়া উভয় হস্ত ধৌত করিয়াছেন, তারপর তিনবার কুল্লি করিয়াছেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়াছেন। মুখমণ্ডল তিনবার ধুইয়াছেন এবং উভয় বাহু তিন

www,BANGLAKITAB.com

তিনবার ধুইয়াছেন। মাথা মাছেহ একবার করিয়াছেন। অতঃপর পদদ্বয় গিঠ পর্যন্ত ধুইয়াছেন। তারপর (অযুর পাত্রে) অবশিষ্ট পানি দাঁড়াইয়া হাতে নিয়া পান করিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল– হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর রূপরেখা তোমাদিগকে দেখানো।"

১৬৪. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানা বস্ত্রখণ্ড ছিল– যাহা দ্বারা তিনি অযুর পরে অঙ্গসমূহ মুছিয়া থাকিতেন।"

২৬৫. (তিঃ) হাদীস। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, অযু সমাপ্তে তিনি তাঁহার বস্ত্রের কিনারা দ্বারা মুখ মুছিয়াছেন।"

২৬৬. (ইঃ) হাদীস। সালমান ফাসী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করিলেন, তারপর নিজ পায়ের পশমী জুব্বার কিনারা উল্টাইয়া মুখ মুছিলেন।"

তিক্ত এবং কষ্টের অবস্থায়ও অযু পূর্ণরূপে করা

২৬৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ

قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ

www,BANGLAKITAB.com

الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ

"তোমাদিগকে এমন বস্তুর খোঁজ দিব না কি যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা গোনাহসমূহ (ক্ষমা করিয়া) মুছিয়া দিয়া থাকেন এবং অনেক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবীগণ বলিলেন, হ্যাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

১. তিক্ততা ও কষ্টের বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অযূ পূর্ণরূপে করা।

২. মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা অর্থাৎ দূরে হওয়া সত্ত্বেও অথবা পুনঃ পুনঃ মসজিদে আসা।

৩. এক নামাযের পর অপর নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা। এই কাজগুলি পাহারা দেওয়া পরিগণিত– এই কাজগুলি পাহারা দেওয়া পরিগণিত!!

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় অথবা শত্রু এলাকায়– সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প-ক্ষেত্রে পাহারাদারী করাকে 'রেবাত' বলা হয়। ইহা নিতান্ত ভয় সঙ্কুল কাজ– জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়েই এই কাজ করা হয়। এই কাজের সওয়াব ও ফযীলত অনেক বেশী। হাদীস শরীফে আছে– মাত্র এক দিনের রেবাত সমগ্র জগত ও উহার সম্পদ-সামগ্রী অপেক্ষা অধিক উত্তম। অর্থাৎ সমগ্র জগতের রাজ্য ও উহার সম্পদ-সামগ্রী আল্লাহর পথে দান-খয়রাত করিলে যে পরিমাণ সওয়াব হয় মাত্র এক দিনের রেবাত-কার্যে তদপেক্ষা অধিক সওয়াব।

পবিত্র কুরআনেও এই কাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হইয়াছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাক, শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাক এবং ইসলামী দেশের সীমান্ত বা সেনা-শিবির রক্ষায় পাহারাদারী কর, আর সদা আল্লাহকে ভয় করিয়া চল; ইহাতে সাফল্যের আশা আছে।"

আলোচ্য হাদীসে বলা হইয়াছে– উল্লিখিত কার্যসমূহও 'রেবাত' পরিগণিত। ইহার দ্বারা স্বীয় অন্তর্জগতের সীমান্ত রক্ষা হয় পরম শত্রু

www,BANGLAKITAB.com

শয়তান হইতে। অলসতা, শীত বা যাতনা ইত্যাদি তিক্ততা ও কষ্ট সত্ত্বেও অযু পূর্ণভাবে করা, মসজিদ দূরে হওয়া সত্ত্বেও অথবা পুনঃ পুনঃ মসজিদে উপস্থিত হওয়ার অধিক পথ চলনের কষ্ট স্বীকার করা এবং সর্বদা এক নামাযের পর অপর নামাযের প্রতীক্ষা বিদ্যমান রাখা– এই সবের দ্বারা স্বীয় অন্তর শয়তানের আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত থাকে। আল্লাহর প্রতি সদা ও সর্বাবস্থায় অনুরাগী অন্তরের উপর শয়তানের দখল আসিতে পারে না। তাই উল্লিখিত কার্যাবলীকে পাহারাদারী ও সীমান্ত রক্ষা গণ্য করা হইবে– উক্ত কার্যাবলীর সওয়াব উহার সমতুল্যই হইবে।

২৬৮. (ইঃ) হাদীস। আবু সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به فى الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة

"আমি তোমাদেরে বলিয়া দিব না কি যে, আল্লাহ তাআলা কিসের দ্বারা গোনাহসমূহ বিলুপ্ত করিয়া দেন এবং নেকী বৃদ্ধি করেন? সাহাবীগণ বলিলেন, হ্যাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন– তিক্ততা ও কষ্টের বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অযু পূর্ণভাবে করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপন এবং এক নামাযের পর অপর নামাযের প্রতীক্ষা।"

২৬৯. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

كفارات الخطايا اسباغ الوضوء على المكاره واعمال الاقدام الى المساجد

"গোনাহসমূহের বিলুপ্তি সাধনকারী বস্তুনিচয় হইল– তিক্ততা ও কষ্টের বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অযু পূর্ণভাবে করা এবং মসজিদের দিকে পদক্ষেপন ব্যয় করা।"

www,BANGLAKITAB.com

মিসওয়াক করা, দাড়ি রাখা ইত্যাদি দশটি সুন্নতের বয়ান

২৭০. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ

"মোমেনদিগকে অতিরিক্ত কষ্টে ফেলিয়া দিব– এই আশঙ্কা আমার না হইলে আমি তাহাদের উপর ফরজ করিয়া দিতাম মিসওয়াক করা প্রত্যেক নামাযের সময়।"

২৭১. (মোসঃ) হাদীস। শোরায়হ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম–

بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَاُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهٗ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহে আসিয়া সর্বপ্রথম কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াক করিতেন।"

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ পরিচ্ছন্ন রাখায় অত্যধিক তৎপর থাকিতেন। বাহিরে লোকদের সঙ্গে বেশী সময় কথাবার্তায় লিপ্ত থাকিয়া হয়ত মুখে সামান্য বিকৃতি অনুভব করিতেন। তাই গৃহে আসিয়া মিসওয়াক করিয়া মুখ পরিচ্ছন্ন করিতেন।

২৭২. (মোসঃ) হাদীস। আবু মুসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهٖ

"একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তখন তাঁহার মিসওয়াকের মাথা তাঁহার জিহ্বার উপর ছিল। (তিনি আ'...লা'... করিতেছিলেন। নাসায়ী শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জিহ্বার উপরও মিসওয়াক পরিচালিত করিয়া থাকিতেন।

www,BANGLAKITAB.com

২৭৩. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ

"পূর্বাপর নবীগণের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত দশটি কাজ এই– মোচ কাটিয়া ফেলা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকের ভিতরে পানি দিয়া পরিষ্কার করা, নখ কাটিয়া ফেলা, আঙ্গুলের গিরাসমূহের উপর যে চামড়া কোঁকড়ানো থাকে (তদ্রূপ শরীরের যে সব স্থানে ময়লা জমিতে পারে) উহা ধুইয়া (পরিষ্কার) রাখা, বগলের লোম উপড়িয়া ফেলা, গুপ্তস্থানের লোম কামাইয়া ফেলা, মলমূত্র ত্যাগে (ধৌত করায়) পানি খরচ করা। বর্ণনাকারী দশমটি ভুলিয়া গিয়াছেন; তবে তাঁহার ধারণা, উহা– কুল্লি (দ্বারা মুখ পরিষ্কার) করা, (আর কাহারও মতে উহা– খাতনা করা)।"

২৭৪. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরফ হইতে)

وُقِّتَ لَنَا فِىْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لَّاتَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

"আমাদের জন্য মোচ কাটার, নখ কাটায়, বগলের লোম উপড়ানের এবং গুপ্ত লোম কামানের সময়-সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা যেন এই সব কাজ চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত অসম্পন্ন না রাখি।"

২৭৫. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوا اللُّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ

"মোচ কাটিয়া ফেল, দাড়ি লম্বা রাখ– (এইভাবে অগ্নিপূজক) মাজুসীদের নীতির বিপরীত চল।"

www,BANGLAKITAB.com

২৭৬. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللُّحٰى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, মোচকে যথাসাধ্য ছোট ও বিলীন করিতে এবং দাড়িকে লম্বা রাখিতে।"

মাসআলাহ ঃ দাড়ি লম্বায় পূর্ণ মুষ্টির অতিরিক্ত যাহা থাকে উহার মধ্যে ছাঁট-কাট করা যায় এবং উহার সাথে বিন্যাস সাধনে উভয় পার্শ্বের অমিল লোমের মাথা ছাঁটা যায়।

২৭৭. (তিঃ) হাদীস। আমর ইবনে শোয়ায়বের দাদা হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ দাড়ির বিন্যাস সাধনে) লম্বার দিক এবং পার্শ্ব হইতে অতি সামান্য ছাঁটার প্রয়োজন সমাধা করিতেন।"

২৭৮. (তিঃ) হাদীস। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِىْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَلَأَخَّرْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ

"আমার উম্মতকে অতিরিক্ত কষ্টে ফেলিয়া দিব– এই আশঙ্কা না হইলে আমি প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মিসওয়াক করা তাহাদের উপর ফরজ করিয়া দিতাম এবং ইশার নামায রাত্রের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছাইয়া দিতাম।"

(বর্ণনাকার সাহাবী–) যায়েদ (রাযি.) নামাযের জন্য মসজিদে মিসওয়াক কানের ফাঁকে গুঁজিয়া নিয়া আসিতেন– যে স্থানে লেখকগণ লেখনী গুঁজিয়া থাকে। তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াইতে মিসওয়াক করিয়া নিতেন এবং মিসওয়াক পুনরায় ঐ স্থানে গুঁজিয়া রাখিতেন।

২৭৯. (আঃ) হাদীস। আবু মুসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ

"একদা আমরা যানবাহনের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন দেখিয়াছি, তিনি জিহ্বার উপরও মিসওয়াক পরিচালনা করিতেছেন।"

২৮০. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করিয়া মিসওয়াক আমার হাতে দিতেন– উহাকে ধুইবার জন্য। আমি (ধুইবার পূর্বে) উহা দ্বারা মিসওয়াক করিতাম; (হযরতের মুখের লালার বরকত লাভের জন্য।) অতঃপর উহাকে ধুইয়া তাঁহার নিকট দিয়া দিতাম।"

২৮১. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْضَعُ لَهُ وَضُوْءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাহাজ্জুদ নামাযের) জন্য অযুর পানি এবং মিসওয়াক (পূর্ব হইতেই) রাখিয়া দেওয়া হইত। রাত্রে জাগ্রত হওয়ার পর মলত্যাগ হইতে আসিয়া মিসওয়াক করিতেন।"

২৮২. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে বা দিনে নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হইয়া অযুর পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করিতেন।"

২৮৩. (নাঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ

"মিসওয়াক ব্যবহারে মুখ পরিষ্কার হয়, পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হন।"

২৮৪. (নাঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

قَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ

"মিসওয়াক ব্যবহার করার ব্যাপারে আমি তোমাদের উপর অনেক চাপ রাখিলাম।"

২৮৫. (নাঃ) হাদীস। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ لَمْ يَاْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি স্বীয় মোচ না কাটিবে সে আমাদের (তথা মোসলমানদের) দলভুক্ত নয়।"

২৮৬. (ইঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

تَسَوَّكُوْا فَاِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ مَا جَاءَنِى جِبْرَئِيْلُ اِلاَّ اَوْصَانِى بِالسِّوَاكِ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَىَّ وَعَلٰى اُمَّتِىْ وَلَوْ لَا اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَفَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَاكُ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مَقَادِمَ فَمِىْ

"তোমরা মিসওয়াক করিও; কারণ মিসওয়াক মুখ পরিষ্কারক এবং পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্টকারক। জিবরাঈল (আ.) যতবার আমার নিকট আসিয়াছেন আমাকে মিসওয়াক করার উপদেশ দিয়াছেন; এমনকি আমি আশঙ্কা করিয়াছি যে, মিসওয়াক করা আমার উপর এবং আমার উম্মতের উপর ফরজ হইয়া যায় না-কি! আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলিয়া দিবে– এই আশঙ্কা না হইলে আমি মিসওয়াক করাকে তাহাদের উপর ফরজ করিয়া দিতাম। আমি এত অধিক মিসওয়াক করি যে, আমার ভয় হয়– আমার মুখের সম্মুখ দাঁতগুলি ক্ষয় করিয়া ফেলিব।"

www,BANGLAKITAB.com

২৮৭. (ইঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) বলিয়াছেন–

إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ فَطَيِّبُوْهَا بِالسِّوَاكِ

"তোমাদের মুখ কুরআনের পথ, অতএব মুখকে মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবা।"

২৮৮. (ইঃ) হাদীস। আম্মার ইবনে ইয়াছার (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَالْاِنْتِضَاحُ وَالْاِخْتِتَانُ

"সনাতন স্বভাব পরিগণিত কাজগুলি হইল– কুল্লি (করিয়া মুখ পরিষ্কার) করা, নাকের ভিতরে পানি দিয়া নাক পরিষ্কার করা, মিসওয়াক করা, নখসমূহ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো, গুপ্ত লোম খেউরি করা, (ময়লা জমিবার স্থানসমূহ, যথা–) আঙ্গুলের গিঁরাসমূহ ভালরূপে ধোয়া, (মলমূত্র ত্যাগে) পানি দ্বারা ধোয়া এবং খতনা করা।"

২৮৯. (মেঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلٰوةِ الَّتِىْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا

"যেই নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয় সেই নামায সত্তর গুণ বেশী ফযীলত ও মর্যাদা রাখে ঐ নামাযের তুলনায় যেই নামাযের জন্য মিসওয়াক করা হয় নাই।" (বায়হাকী)

মলমূত্র ত্যাগ সম্পর্কে

২৯০. (মোসঃ) হাদীস। সালমান ফারসী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ فَقَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ

www,BANGLAKITAB.com

نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ عَظْمٍ

"কেহ (মোশরেকদের পক্ষ হইতে দোষারোপ করিয়া) সালমান (রাযি.)কে বলিল– তোমাদের নবী সব কিছুই তোমাদিগকে শিক্ষা দেন, এমনকি মলত্যাগও শিক্ষা দেন! সালমান (রাযি.) বলিলেন, ঠিকই বলিয়াছ। (কিন্তু লক্ষ্য কর– এই ক্ষেত্রেও তাঁহার শিক্ষা কত সুন্দর!) তিনি আমাদেরে নিষেধ করেন– মলমূত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী না হইতে, ডান হাতে এস্তেঞ্জা বা শৌচকার্য করিতে, এস্তেঞ্জায় তিন খণ্ড পাথরের কম ঢেলা ব্যবহার করিতে এবং হাড় অথবা শুষ্ক গোবর দ্বারা ঢেলার কাজ করিতে।"

২৯১. (মোসঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ اَوْ بِبَعْرٍ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, হাড় অথবা উটের গোবর দ্বারা এস্তেঞ্জা করা হইতে।"

২৯২. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى حَاجَتِهٖ فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا

"তোমাদের কেহ পেশাব-পায়খানা করিতে বসিলে– খবরদার! হুশিয়ার! কেবলামুখী হইবে না এবং ঐ অবস্থায় কেবলার দিকে পিঠ দিয়াও বসিবে না।"

২৯৩. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ

"মানুষের ভীষণ অভিশাপের কারণ হয় এমন দুইটি কাজ হইতে তোমরা অবশ্যই বিরত থাকিও। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ!

www,BANGLAKITAB.com

ঐরূপ অভিশাপের কাজ দুইটি কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি লোকদের চলাচলের পথে পায়খানা করে (তাহার প্রতি ভীষণ অভিশাপ বর্ষিত হয়) এবং যে ব্যক্তি লোকদের ছায়া গ্রহণ-স্থানে পায়খানা করে (তাহার প্রতিও ভীষণ অভিশাপ বর্ণিত হয়)।"

২৯৪. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيْضَاةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ إِسْتَنْجَى بِالْمَاءِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দেওয়াল-ঘেরা বাগানে প্রবেশ করিলেন। (খাদেমগণ বুঝিতে পারিল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগ করিবেন, তাই) আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এক বালক পানির পাত্র লইয়া তাঁহার সাথে সাথে গেল এবং একটি কুল-বৃক্ষের নিকটে উহা রাখিয়া আসিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগ হইতে অবসর হইয়া পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা-শৌচ করা পূর্বক তথা হইতে পুনরায় আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।"

২৯৫. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِىْ إِدَاوَةً مِّنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ গৃহ ভিন্ন অন্যত্র) মল ত্যাগের জন্য (নির্জনে) গমনকালে আমি এবং আমার বয়সের এক বালক– আমরা পানির পাত্র ও একটি লৌহ-ফলা বিশিষ্ট লাঠি লইয়া সঙ্গে যাইতাম (এবং উহা তাঁহার বসিবার স্থানে রাখিয়া আসিতাম)। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি দ্বারা শৌচ করিতেন।"

● ঝাড়-ঝোপে সাপ-বিচ্ছুর আশঙ্কায় এবং মল ত্যাগান্তে অযু করিয়া ময়দানে তাহিয়্যাতুল অযু নামায পড়ায় সুতরা বানাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ লাঠিখানা নেওয়া হইত।

www,BANGLAKITAB.com

২৯৬. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَاٰتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيَغْتَسِلُ بِهٖ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগের জন্য বাহিরের দিকে যাইতেন; তখন আমি তাঁহার জন্য পানির ব্যবস্থা করিয়া দিতাম; তিনি উহা দ্বারা শৌচ করিতেন।"

২৯৭. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– কোন যে ব্যক্তি যদি বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া পেশাব করিতেন তবে তাহার কথা তোমরা বিশ্বাস করিও না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া পেশাব করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন।

২৯৮. (তিঃ) হাদীস। ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَاٰنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا ...

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়াইয়া পেশাব করিতে দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিলেন, হে ওমর! দাঁড়াইয়া পেশাব করিও না। সেই হইতে আমি আর দাঁড়াইয়া পেশাব করি নাই।"

২৯৯. (তিঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা করিলে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার বা মাটির নিকটবর্তী হইয়া যাওয়ার পূর্বে কাপড় উঠাইতেন না।"

৩০০. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلَا الْعِظَامِ فَاِنَّهٗ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

www,BANGLAKITAB.com

"গোবর খণ্ড বা কোন প্রকার হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করিও না। কারণ, উহা তোমাদের ভাই জিন সম্প্রদায়ের খাদ্য-সম্বল।"

● ব্যাখ্যাকারগণের মতে হাড় স্বয়ং জিনদের খাদ্য, আর গোবর উহাদের পশুদের খাদ্য।

৩০১. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) মহিলাদেরকে বলিতেন–

مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ فَإِنِّى أَسْتَحْيِيْهِمْ فَإِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

"তোমরা নিজ নিজ স্বামীগণকে (মলমূত্র ত্যাগে) পানি দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইতে বলিও। আমি তাহাদেরে (এই মছআলা) বলিতে লজ্জাবোধ করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা করিতেন।"

৩০২. (তিঃ) হাদীস। মুগীরা ইবনে মোবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَاَتَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ فَاَبْعَدَ فِى الْمَذْهَبِ

"একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ভ্রমণরত ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগের জন্য গেলেন– অনেক দূরে গেলেন।"

৩০৩. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِىْ مُسْتَحَمِّهٖ وَقَالَ إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলখানায় পেশাব করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, বেশীর ভাগ ওয়াসওয়াসা (অর্থাৎ অযু-গোসলে সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাধি) ইহার দ্বারাও সৃষ্টি হয়।"

৩০৪. (আঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ إِنْطَلَقَ حَتّٰى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ

www,BANGLAKITAB.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে) মলত্যাগের প্রয়োজনে এতদূর চলিয়া যাইতেন যে, কাহারও দৃষ্টির আওতায় থাকিতেন না।"

৩০৫. (আঃ) হাদীস। আবু মূসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পথ চলিতে ছিলাম। তাঁহার পেশাবের প্রয়োজন হইল; তিনি একটি দেওয়াল সন্নিকটে আসিলেন এবং উহার গোড়ায় নরম মাটিতে পেশাব করিলেন। তারপর বলিলেন–

إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ

"তোমাদের কেহ পেশাব করার ইচ্ছা করিলে তাহার কর্তব্য হইবে পেশাব করার উপযোগী স্থান তালাশ করিয়া লওয়া।"

ব্যাখ্যা ঃ প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য সদা পাক-পবিত্রতা লক্ষ্য করায় যত্নবান থাকা। অনেক ক্ষেত্রে শক্ত মাটিতে বা সম্মুখস্থ উঁচু জায়গার প্রতি পেশাব করিলে অনায়াসেই পেশাবের ছিঁটা কাপড়ে বা শরীরে লাগে। আর সতর রক্ষা করা তো ফরজ, তাই পেশাবের জন্য উপযোগী স্থান তালাশ করিয়া লওয়া বিশেষ কর্তব্য।

৩০৬. (আঃ) হাদীস। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পায়খানা তথা মলমূত্র ত্যাগের স্থানসমূহ হইতেছে (শয়তান এবং জিন-ভূতের) উপস্থিতির স্থান। অতএব তোমাদের কেহ পায়খানায় আসিলে এই দোয়া পড়িবে– 'আউজুবিল্লাহে মিনাল খুবছে ওয়াল খাবায়েছে'–আমি আল্লাহ তাআলার আশ্রয় নিতেছি সকল প্রকার দুষ্ট অনিষ্টকারী জীব হইতে এবং সর্বপ্রকার খারাপ কার্যকলাপ হইতে।"

৩০৭. (আঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

"আমি তোমাদের জন্য নিছক পিতাতুল্য– (ছোট বড় সব বিষয়ই) আমি তোমাদেরে শিক্ষা দান করি। তোমাদের কেহ মলমূত্র ত্যাগ করায় কেবলা দিক মুখও করিবে না, পিঠও করিবে না। ডান হাতে শৌচ করিবে না। আর তিনি আমাদেরে (মলত্যাগের পর) তিনটি পাথর খণ্ড ব্যবহারের আদেশ করিতেন এবং গোবর-খণ্ড ও হাড় পুরাতন হইলেও ঐ কাজে ব্যবহারে নিষেধ করিতেন।"

৩০৮. (আঃ) হাদীস। আবু সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذٰلِكَ

"দুই ব্যক্তি সতর খুলিয়া পায়খানা করিতেছে– এমতাবস্থায় তাহারা কথাবার্তা বলিবে– এইরূপ কখনও করিবে না। ইহাতে মহামহিম আল্লাহ অত্যধিক অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইয়া থাকেন।"

৩০৯. (আঃ) হাদীস। ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতেছিল– তিনি পেশাব করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম করিল; তিনি সালামের উত্তর দিলেন না।

৩১০. (আঃ) হাদীস। মোহাজের ইবনে কুনফুজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ

www,BANGLAKITAB.com

"তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন– তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করিতেছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁহার সালামের উত্তর দিলেন না। (পেশাব করার পর) অযু করিয়া তাঁহার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলার নাম অতি মহান; অযুবিহীন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করা আমি অপছন্দ করিয়াছি।"

ব্যাখ্যা ঃ 'সালাম' শব্দ শান্তি অর্থে ব্যবহৃত হয় অভিবাদন ক্ষেত্রে, কিন্তু এই 'সালাম' শব্দই আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নামও বটে– শান্তিদাতা অর্থে; আলোচ্য হাদীসে সেই দিকেই ইঙ্গিত রহিয়াছে।

● অযুবিহীন অবস্থায় এমনকি শরীর নাপাক থাকা অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করা যায়– বুখারী শরীফের হাদীসে উহার আলোচনা রহিয়াছে। মহিলাদের ঋতু অবস্থায় দীর্ঘ দিন শরীর নাপাক থাকে, তাহাদের তো অবশ্যই ঐ অবস্থায় আল্লাহর যিকির করা চাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা অযু অবস্থায় থাকিতেন, কদাচ সাময়িক অযুবিহীন হইলে পুনঃ অযু করার পরে আল্লাহর নাম লইতেন– আলোচ্য হাদীসের মর্ম এতটুকুই। বুখারী শরীফে আয়েশা (রাযি.)-এর হাদীসে রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদাচিত অযুবিহীনও আল্লাহর নাম লইতেন। উদ্দেশ্য এই হইত যে, লোকেরা যেন ইহাকে নাজায়েয মনে না করে এবং আল্লাহর নাম লওয়ার জন্য যে, অযু হওয়া উত্তম– সেই উত্তমের জন্য যেন আল্লাহর যিকির হইতে বিরত থাকা না হয়।

৩১১. (আঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– তিনি পায়খানায় যাইবার সময় তাঁহার হাতের আংটি রাখিয়া যাইতেন।"

ব্যাখ্যা ঃ নবীজীর আংটির উপর 'মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ' খচিত ছিল তাই তিনি উহাকে পায়খানায় লইয়া যাইতেন না। অনেকের লোটা-বদনায় নিজের নাম লেখা থাকে এবং সেই নামে আল্লাহ বা রসূলের নাম বিজড়িত থাকে–

www,BANGLAKITAB.com

ঐরূপ লোটা-বদনাও পায়খানায় নেওয়া নিষিদ্ধ। তদ্রূপ অপবিত্র স্থানে বা সম্মানহানীর স্থানে যে বস্তু ব্যবহৃত হইবে উহাতে আল্লাহ বা রসূলের নাম অথবা ঐ নাম বিজড়িত নাম বা বাক্য লেখা অথবা ছাপ দেওয়া কিংবা উহার নকশা করা নিষিদ্ধ।

৩১২. (আঃ) হাদীস। আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এবং আমর ইবনুল আস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম। তিনি একটি ঢাল হাতে লইয়া বাহিরের দিকে গেলেন। তারপর উহার দ্বারা আড়াল করিয়া (বসিলেন এবং) পেশাব করিলেন। আমরা বলিলাম, (অর্থাৎ আমাদের সাথে উপস্থিত এক ব্যক্তি) বলিল, দেখ! তিনি মেয়েলোকদের ন্যায় পেশাব করিতেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উক্তি শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন–

اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَا لَقِىَ صَاحِبُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا اَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِىْ قَبْرِه

"তোমাদের জানা নাই কি– বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কি বিপদ হইয়াছে? ঐ সম্প্রদায় তাহাদের শরীয়ত মতে কাপড়ে পেশাব লাগিলে (পবিত্রতা হাসিলের জন্য কাপড়ের) ঐ অংশকে কাটিয়া ফেলিত। সেই ব্যক্তি লোকদেরে (শরীয়তের এই হুকুম অনুসরণে) নিষেধ করিল; পরিণামে তাহার উপর কবরের আযাব আরোপিত হইয়াছে।"

ব্যাখ্যা ঃ ঐ উক্তিকারক উপস্থিত লোকদের হইতে কোন মোনাফেক হইতে পারে; সেই বেয়াদব কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ উক্তি করিয়াছে অথবা কোন সাধারণ সদ্য ইসলামে দীক্ষিত মোসলমানও হইতে পারে। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষায় অজ্ঞতার দরুন তৎকালীন প্রচলিত অসভ্যতার রীতি-নীতি অনুসারে চমকিত হইয়া সে ঐ উক্তি করিয়াছিল। বর্বরতার যুগে বসিয়া এবং আড়ালে প্রস্রাব করা মেয়েদের হীনমন্যতা প্রসূত স্বভাব গণ্য করা হইত এবং পুরুষের জন্য উহাকে তাহার শৌর্য-বীর্যের বিপরীত অশোভনীয় মনে করা হইত। সেই ধ্যান-ধারণা বশে চমকিতরূপে সে ঐ উক্তি করিয়াছিল– কটাক্ষ করা উদ্দেশ্যে নয়।

● নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইসলামের আদর্শ ও হুকুমের বিপরীত প্ররোচনা আযাবের কারণ হয়।

www,BANGLAKITAB.com

দেখ! বনী ইসরাঈলের একটি লোক এই পেশাব সম্পর্কেই তৎকালীন ইসলাম ও শরীয়তের একটি হুকুমের বিপরীত প্ররোচনা চালানোর অপরাধে হাশর ময়দানের হিসাব-নিকাশের পূর্বেই– কবর জগতে আযাবে পতিত হইয়াছে। তদ্রূপ তোমরাও ইসলামের আদর্শ ও হুকুম– বসিয়া এবং আড়ালে পেশাব করার বিরুদ্ধে উক্তি করিলে আযাবে লিপ্ত হইবে।

৩১৩. (আঃ) হাদীস। উমাইয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِّنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِه يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাটিয়ার নিচে একটি কাঠের পাত্র থাকিত। রাত্রিবেলায় তিনি (প্রয়োজনে) উহাতে পেশাব করিতেন।"

● সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক সতর্কতা অবলম্বনে যত্নবান থাকিতেন। মদীনা এলাকায় ইহুদী জাতের আধিক্য ছিল এবং তাহারা হযরতের জানের দুশমন ছিল। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক রাত্রে ঘর হইতে বাহির হইতেন না। প্রয়োজনে ঐ পাত্রে পেশাব করিতেন।

৩১৪. (আঃ) হাদীস। মুয়াজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلٰثَةَ اَلْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ

"অভিশাপের কারণ হইবে এইরূপ তিনটি কাজ অবশ্যই পরিহার করবে। পানির ঘাটে পায়খানা করা, চলাচলের পথে পায়খানা করা, ছায়া গ্রহণ-স্থানে পায়খানা করা।"

৩১৫. (আঃ) হাদীস। হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশিষ্ট একজন সাহাবীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইল; তিনি বলিলেন–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّمْتَشِطَ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِىْ مُغْتَسَلِه

www,BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন পুরুষকে প্রতিদিন চুল আঁচড়াইতে। আর গোসলখানায় কাহারও (পুরুষ বা মহিলা উভয়কে পেশাব করিতেও নিষেধ করিয়াছেন)।"

ব্যাখ্যা ঃ পুরুষের প্রতিদিন মাথা আঁচড়ানোর প্রয়োজন নাই, অতএব উহা বাহুল্য কাজ– সময়ের অপচয় এবং অতিরিক্ত পরিপাট্যের মোহ, যাহা নিতান্ত নিন্দনীয়।

৩১৬. (আঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ছারজাছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْجُحْرِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, গর্তে বা ছিদ্রে পেশাব করা হইতে।"

● অনেক ক্ষেত্রে ছিদ্রে বা গর্তে সাপ-বিচ্ছু থাকে, অতএব বিপদের আশঙ্কা আছে।

৩১৭. (আঃ) হাদীস। আবু কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا

"পেশাব করাকালে কেহ ডান হাত দ্বারা স্বীয় গুপ্তাঙ্গ ধরিবে না এবং পায়খানা করিয়া ডান হাত দ্বারা স্বীয় ধোয়া-মোছা করিবে না এবং পানি পান করিলে এক শ্বাসে পান করিবে না।"

৩১৮. (আঃ) হাদীস। নবী-পত্নী হাফসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهٗ لِطَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ وَثِيَابِهٖ وَيَجْعَلُ شِمَالَهٗ لِمَا سِوٰى ذٰلِكَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত পান-আহারের জন্য ছিল, জামা গায়ে দেওয়া আরম্ভের জন্যও ডান হাত ছিল। বাম হাতকে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করিতেন।"

www,BANGLAKITAB.com

৩১৯. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهٖ وَطَعَامِهٖ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত তাঁহার অযুর জন্য এবং পানাহারের জন্য থাকিত। আর বাম হাত থাকিত এস্তেঞ্জা বা শৌচের জন্য এবং যে সব কাজ ঘৃণার আছে উহার জন্য।"

৩২০. (আঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهٖ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اِلَّا اَنْ يَجْمَعَ كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

"যে ব্যক্তি সুরমা লাগায় সে যেন বে-জোড় বার লাগায়; যে ইহা করিল ভাল করিল, আর যে করিল না তাহার কোন দোষ হইবে না। যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করে সে যেন বে-জোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে; যে ইহা করিল ভাল করিল, যে করিল না তাহার কোন দোষ হইবে না। যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর খেলাল দ্বারা (দাঁতের ফাঁক হইতে) কিছুর বাহির করিল সে যেন উহা ফেলিয়া দেয়, আর যাহা জিহ্বার নড়াচড়ার মধ্যে আসে উহা গিলিয়া ফেলিবে। যে ইহা করিল ভাল করিল, যে না করিল তাহার দোষ হইবে না। যে ব্যক্তি মলত্যাগ করিতে আসিবে (একেবারে জনশূন্য ময়দান হইলেও) আড়ালের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। যদি কোন ব্যবস্থা না পায়– একমাত্র বালু স্তূপ করা ব্যতীত, তবে তাহাই করিবে এবং বালু স্তূপকে পেছনে রাখিবে। কারণ, শয়তান সম্প্রদায় আদম তনয়ের গুহ্য ও নিতম্ব তথা লজ্জাস্থানসমূহ

www,BANGLAKITAB.com

লইয়া কৌতুক ও রং-তামাশা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা করিল ভাল করিল, আর যে না করিল তাহার দোষ হইবে না।"

ব্যাখ্যা ঃ উলঙ্গ গুহ্য ও নিতম্ব মল ত্যাগকালে এক অতি বিশ্রী আকৃতি ধারণ করে। মানুষের পরম শত্রু শয়তান সম্প্রদায় উহা উন্মুক্ত দেখিতে পাইলে পরস্পর বিদ্রূপ অবশ্যই করিবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনশূন্য ময়দানেও অন্ততঃ পাছার দিকে আড়াল করার পরামর্শ দিয়াছেন– বাহ্যিক ব্যবস্থার দ্বারাও। এতদ্ভিন্ন ৩২৮ নং হাদীসে আর একটি ঐশ্বরিক কুদরতি আড়ালের বর্ণনাও আসিবে।

৩২১. (আঃ) হাদীস। রুয়াইফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন–

يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِىْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اِنَّهٗ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهٗ اَوْ تَقَلَّدَ وَتْرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِئٌ

"হে রুয়াইফা! আমার পরেও তুমি জীবিত থাকিবা বলিয়া আশা; অতএব তুমি লোকদেরে জানাইয়া দিও– যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা লাগাইবে অথবা পশুর গলায় তাঁত বাঁধিবে অথবা পশুর গোবর দ্বারা বা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করিবে ঐ শ্রেণীর লোকের সহিত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কহীন।

ব্যাখ্যা ঃ দাড়িতে গিরা লাগানো অন্ধকার যুগের রীতি ছিল, বর্তমানেও অমুসলিমদের নীতি; মুসলমানদের ইহা পরিহার করা চাই। পশুর গলায় তাঁত বাঁধা ইহাও বালা-মুসিবত কাটিবার উদ্দেশ্যে অন্ধকার যুগের নিয়ম ছিল– যাহা গর্হিত আকীদা বা বিশ্বাস।

৩২২. (আঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَا مُحَمَّدُ اِنْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَّسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا فَنَهَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www,BANGLAKITAB.com

"জিনদের এক প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল। তাহারা আবেদন জানাইল, হে মোহাম্মদ (সা.)! আপনার উম্মতকে নিষেধ করিয়া দিন– হাড়, গোবর বা কয়লা দ্বারা এস্তেঞ্জা করা হইতে। কারণ, মহামহিম আল্লাহ ঐ সবের মধ্যে আমাদের আহারের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। সেমতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া দিয়াছেন।"

৩২৩. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلٰثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ

"তোমাদের প্রত্যেকে পায়খানায় যাইবার সময় তিনটি পাথর খণ্ড সঙ্গে নিয়া যাইবে; উহা দ্বারা মলদ্বার পরিষ্কার করিবে। সাধারণতঃ তিনটিই যথেষ্ট হয়।"

৩২৪. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করিতে গেলেন। উমর (রাযি.) তাঁহার পিছনে পানির পাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আসিয়া) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা পানি; আপনি ইহা দ্বারা অযু করিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً

"আমাকে (আল্লাহর তরফ হইতে) আদেশ করা হয় নাই যে, যতবার পেশাব করিব ততবারই অযু করিব। আমি এইরূপ করিলে ইহা (দ্বীন ইসলামের) একটি আবশ্যকীয় নিয়ম পরিগণিত হইবে।"

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা অযু অবস্থায় থাকিতেন এবং উম্মতকেও ইহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য কদাচিৎ অযু ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই অযু করিতেন না; এই আশঙ্কায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীয়তের প্রবর্তক; তিনি সর্বদা অযু ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন অযু করায় তৎপর থাকিলে উহা ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পরিগণিত হইবে। তাই তিনি কুত্রাপি সঙ্গে সঙ্গে অযু করায় বিরত

www,BANGLAKITAB.com

থাকিয়াছেন। সাধারণ উম্মতের ক্ষেত্রে ঐ আশঙ্কা নাই, অতএব তাহারা সর্বদাই নতুন অযু করায় তৎপর থাকিবে।

মলমূত্র ত্যাগান্তে পানি ব্যবহার করা

৩২৫. (আঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ اَهْلِ قُبَاءٍ "فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا" قَالَ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ

"'কুবা' নামক মহল্লাবাসীদের প্রশংসায় এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে (যাহার অর্থ এই–) তথায় এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা উত্তমরূপে পাক-পবিত্রতা হাসিল করাকে ভাল বাসিয়া থাকে। আর উত্তমরূপে পাক-পবিত্রতা হাসিলকারীদিগকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসিয়া থাকেন।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কুবাবাসীরা (শুধু ঢিলা দ্বারা নয়–) পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা বা শৌচ করিত, তাই তাহাদের সম্পর্কে এই (প্রশংসার) আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

৩২৬. (আঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّاَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাহিরে) মলত্যাগে যাইতে লাগিলে আমি তাঁহার জন্য পাত্রে পানি নিয়া আসিতাম। তিনি উহা দ্বারা এস্তেঞ্জা করিতেন, তারপর স্বীয় হাত মাটিতে ঘষিয়া ধুইতেন। অতঃপর আমি পুনরায় পাত্রে পানি আনিতাম; তিনি উহা দ্বারা অযু করিতেন।"

৩২৭. (নাঃ) হাদীস। জরীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَرِيْرُ هَاتِ طَهُوْرًا فَاَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجٰى بِالْمَاءِ وَقَالَ بِيَدِهٖ فَدَلَكَ بِهَا الْاَرْضَ

www,BANGLAKITAB.com

(কোন এক ভ্রমণে) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলাম। তিনি মলত্যাগ (হইতে ঢিলা ব্যবহার) করিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে জরীর! পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হাসিলের জন্য পানি নিয়া আস। আমি তাঁহাকে পানি আনিয়া দিলাম; তিনি ঐ পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা-শৌচ করিলেন এবং তাঁহার হাত মাটিতে মর্দন করিলেন। (তারপর অযু করিলেন।)

৩২৮. (ইঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ اِلَّا مَسَّ مَاءً

"আমি যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পায়খানা হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছি– দেখিয়াছি, তিনি পানি ব্যবহার করিয়াছেন।"

৩২৯. (ইঃ) হাদীস। আবু আইউব (রাযি.), জাবের (রাযি.) এবং আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল–

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

"ঐ মসজিদ এলাকার লোকগণ উত্তমরূপে পাক-পবিত্রতা হাসিল করাকে ভালবাসে; আল্লাহ ঐরূপ পাক-পবিত্রতা হাসিলকারীগণকে ভালবাসেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে (কুবা নিবাসী) আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রশংসা করিয়াছেন পাক-পবিত্রতা সম্পর্কে। পাক-পবিত্রতায় তোমাদের বিশেষ ভূমিকা কি? তাঁহারা বলিলেন, আমরা নামাযের জন্য অযু করি এবং জানাবত তথা বড় অপবিত্রতার জন্য গোসল করি। আর (ঐরূপ দায়িত্ব পালনরূপেই) আমরা পানি দ্বারা শৌচ করিয়া থাকি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের প্রশংসা লাভের মূল এইটিই; ইহাকে তোমরা আঁকড়িয়া থাকিও।"

৩৩০. (ইঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেই জানিতে পারিয়াছি–)

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলদ্বার তিনবার ধৌত করিতেন।"

www,BANGLAKITAB.com

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন, আমরা উহার উপর আমল করিয়া উহাকে রোগের প্রতিষেধকও পাইয়াছি এবং বিশেষ পবিত্রতার উপায়রূপেও পাইয়াছি।

ব্যাখ্যা ঃ অপবিত্র পাত্র যে প্রণালীতে তিনবার ধৌত করা হয়– যে, মর্দন করিয়া পানি বহাইয়া দেওয়া হয়, পুনরায় মর্দন করিয়া পানি বহাইয়া দেওয়া হয়, আবার মর্দন করিয়া পানি বহাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপেই মল ত্যাগের পর ঢিলা ব্যবহার করিয়া মলদ্বারকে তিনবার ধৌত করা চাই। ইহাতে পবিত্রতাও পূর্ণরূপে লাভ হইবে, আর ইহা অর্শ্ব ইত্যাদি রোগের প্রতিষেধকও বটে। এ সম্পর্কে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নিজেদের ভাল অভিজ্ঞতারও উল্লেখ করিয়াছেন।

মলমূত্র ত্যাগে যাওয়া কালের দোয়া

৩৩১. (ইঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ اَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ

"মানুষ যখন পায়খানায় (তথা মলমূত্র ত্যাগ করিতে) যায় তখন তাহার (উলঙ্গ) লজ্জাস্থান এবং জিনদের দৃষ্টির মধ্যে আড়াল সৃষ্টি হয় 'বিসমিল্লাহ' বলিলে।"

ব্যাখ্যা ঃ ৩০৬ নং হাদীসে বর্ণিত আছে যে, পায়খানা তথা মলমূত্র ত্যাগের স্থানসমূহ হইতেছে শয়তান ও ভূত-প্রেত ইত্যাদি দুষ্ট জিনদের উপস্থিতির স্থান। আর ৩২০ নং হাদীসে আছে, শয়তান সম্প্রদায় মানুষের উলঙ্গ গুহ্য, নিতম্ব ইত্যাদি গুপ্তস্থানসমূহ লইয়া কৌতুক ও রং-তামাশা করিয়া থাকে। শয়তানদের ঐসব খেল-তামাশা এবং অনিষ্ট হইতে রক্ষা ব্যূহ ও ঐশ্বরিক আড়াল সৃষ্টি হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া দোয়ার বদৌলতে। স্থূলদৃষ্টির পূজকেরা এই শক্তি ও এই তথ্যকে অস্বীকার করে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ও বাস্তব সত্য। জিন-ভূতের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক্রিয়া করিতে পারে কি? উহার বিরুদ্ধে একমাত্র

www,BANGLAKITAB.com

দোয়া-কালামের ক্রিয়াই কার্যকরী হওয়া সর্বদা পরিলক্ষিত হইতেছে। মলমূত্র ত্যাগে যাইবার দোয়া ৩০৬ নং হাদীসেও বর্ণিত আছে। ঐ হাদীস এবং আলোচ্য হাদীস– উভয়টির সমষ্টি দোয়া এই হইবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আনাস (রাযি.) হইতে দোয়াটির আকৃতি অনুযায়ী আলোচ্য হাদীসের সমন্বয়ে এইরূপও পড়া যায়– অর্থ একই।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

৩৩২. (ইঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"তোমাদের কাহারও অক্ষম হওয়া চাই না পায়খানায় যাইবার সময় এই দোয়া পড়ায়"–

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনার রিজছিন নাজিছিল খবীছিল মুখবিছিশ শয়তানির রাজীম।

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ধিকৃত শয়তান হইতে যাহার কার্যকলাপ অতি জঘন্য, নিজেও সে অতি জঘন্য, অপবিত্র এবং অন্যকে অপবিত্রকারী।"

মলমূত্র ত্যাগের পরে দোয়া

৩৩৩. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হইতে বাহির হইতেন তখন ইহা পড়িতেন– غفرانك –গোফরানাকা"।

৩৩৪. (ইঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

www,BANGLAKITAB.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা হইতে বাহির হইয়া এই বলিতেন–

"আল-হামদু লিল্লাহিল্লাজী আজহাবা আন্নিল আজা ওয়া আফানী।"

ঐ আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা ও শোকর যিনি আমার হইতে কষ্টদায়ক বস্তু বিদূরিত করিলেন এবং আমাকে শান্তি দান ও আপদমুক্ত করিলেন।

ব্যাখ্যাঃ উপরের হাদীসে غُفْرَانَكَ –"গোফরানাকা" বলার কথা আছে। ঐ শব্দটি আলোচ্য দোয়ার আরম্ভে বর্ধিত করিবে। "গোফরানাকা" অর্থ ক্ষমা চাই। এই ক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার তাৎপর্য এই হইতে পারে যে, নির্বিঘ্নে পায়খানা-প্রসাবমুক্ত হওয়া যত বড় নেয়ামত সেই পরিমাণের শোকরগুজারী সারা জীবনে এবং সর্বশক্তি দিয়াও শেষ হওয়ার নয়। অতএব সাধ্যানুযায়ী শোকর করার আরম্ভেই স্বীয় অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল।

মলমূত্র ত্যাগ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

৩৩৫. (ইঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَوْمٌ يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا بِفُرُوْجِهِمُ الْقِبْلَةَ فَقَالَ اَرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوْهَا اسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِى الْقِبْلَةَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক শ্রেণীর লোকের আলোচনা হইল যাহারা (মলমূত্র ত্যাগকালে কেবলামুখী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার আওতায় সাধারণভাবেও) লজ্জা-অঙ্গের অভিমুখ কেবলার দিকে করা মন্দ গণ্য করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমারও ধারণা তাহারা এইরূপ করে; (তাহাদের এই বাড়াবাড়ির প্রতিবাদে) আমার বৈঠক-আধারকে কেবলামুখী করিয়া দাও।"

ব্যাখ্যা ঃ মলমূত্র ত্যাগকালে উলঙ্গ লজ্জাস্থান কেবলামুখী করা সুস্পষ্ট হাদীস মতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কেবলা দিকের সম্মানার্থে উহার দিকে পা মেলিয়া না দেওয়াও বাঞ্ছনীয়। কোন লোক আরও অতিরিক্ত ঝামেলা অবলম্বন করিত যে, সাধারণ রকমের বসায় বস্ত্রে-কাপড়ে আবৃত থাকাবস্থায়

www,BANGLAKITAB.com

লজ্জা-অঙ্গের অভিমুখ কেবলা পাণে হওয়াকেও দোষনীয় মনে করিত। ইহা নিতান্তই বাড়াবাড়ি এবং ইহা দ্বারা মানুষ অত্যন্ত সংকীর্ণতায় পতিত হইবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাড়াবাড়ি খণ্ডনের জন্য স্বীয় বৈঠক-আধারকে অর্থাৎ যেই গদি বা তক্তের উপর লোকদের সম্মুখে তিনি বসিতেন উহাকে কেবলামুখীকরিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন।

৩৩৬. (ইঃ) হাদীস। ইয়াযদানে ইয়ামানী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ

"তোমাদের কেহ পেশাব করিলে স্বীয় লজ্জা-অঙ্গকে তিনবার নিংড়াইয়া– চাপ দিয়া সম্ভাব্য পেশাব-ফোটা বাহির করিয়া নিবে।"

৩৩৭. (ইঃ) হাদীস। ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّصَلّٰى عَلٰى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ اَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا اَوْ يُبَالَ فِيْهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথের মধ্যে নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন; (লোকদের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটিবে) এবং তথায় পায়খানা করিতে বা পেশাব করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।"

৩৩৮. (ইঃ) হাদীস। আবদুর রহমান ইবনে আবু কোদার (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَاَبْعَدَ

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করিতে গিয়াছিলাম। একদা তিনি মলত্যাগের জন্য গেলেন, অনেক দূরে চলিয়া গেলেন।"

৩৩৯. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَاْتِى الْبَرَازَ حَتّٰى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرٰى

www,BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মল ত্যাগে যাইতেন লোকদের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যাইতেন– তাঁহাকে দেখা যাইত না।"

৩৪০. (ইঃ) হাদীস। ইয়ালা ইবনে মোররা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সফরে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি মল ত্যাগের ইচ্ছা করিলেন; (আড়ালের কোন ব্যবস্থা না থাকায়) তিনি আমাকে বলিলেন–

اِئْتِ تِلْكَ الْاِشَاءَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا اَنْ تَجْتَمِعَا فَاسْتَتَرَ بِهِمَا فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِىْ اِئْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا اِلٰى مَكَانِهَا فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا

"ঐ যে ছোট ছোট দুইটি খেজুর গাছ (দূরে দূরে) রহিয়াছে উহাদের নিকট যাও এবং উভয়কে বল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদিগকে একত্রিত হইবার আদেশ করিয়াছেন। (উহারা একত্রিত হইল;) উহাদের আড়ালে যাইয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল ত্যাগ করিলেন। তারপর আবার আমাকে বলিলেন, বৃক্ষদ্বয়ের নিকট যাও এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইতে বল। আমি যাইয়া উহাদেরকে বলিলে তাহারা চলিয়া গেল।"

৩৪১. (ইঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ اَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهٖ هَدَفٌ اَوْ حَائِشُ نَخْلٍ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল ত্যাগের জন্য টিলার মধ্যবর্তী বা দেওয়াল বিশিষ্ট বাগানের ভিতরস্থ আড়ালকে বেশী পছন্দ করিতেন।"

৩৪২. (ইঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

عَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ حَتّٰى اِنِّىْ اٰوِىْ لَهٗ مِنْ فَكِّ وَرِكَيْهِ حِيْنَ بَالَ

www,BANGLAKITAB.com

"একদা (ভ্রমণ অবস্থায়) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা ছাড়িয়া পাহাড়িয়া আড়ালে যাইয়া পেশাব করিতে বসিলেন। পেশাব করাকালে তিনি (পেশাবের ছিটা হইতে বাঁচিবার জন্য) স্বীয় উরুদ্বয়কে এত অধিক ছড়াইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার (কষ্ট হয় ভাবিয়া তাঁহার) জন্য আমার মন কাঁদিতে ছিল।"

৩৪৩. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতে ছিল– তিনি পেশাব করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি সালামের উত্তর (সঙ্গে সঙ্গে) দিলেন না; পেশাব করা হইতে অবসর হইয়া তায়াম্মুম করিলেন, তারপর সালামের উত্তর দিলেন।"

ব্যাখ্যা ঃ ৩১০ নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে অযু ব্যতিরেকে সালামের উত্তর দেওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপছন্দ করিতেন। আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে অযু করিয়া ঐ ব্যক্তির লাগ পাওয়ার আশা ছিল না, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুম করিয়া ঐ ব্যক্তির সালামের উত্তর দান করিয়াছিলেন।

৩৪৪. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া যাইতে ছিল; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম করিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন–

إِذَا رَأَيْتَنِىْ عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ

"আমাকে এই অবস্থায় দেখিলে সালাম করিও না। যদি তাহা কর তবে আমি তোমার সালামের উত্তর দিব না।"

মোজার উপর মাসেহ করা

শীতপ্রধান দেশে– যথা আরবে চামড়ার মোজা ব্যবহার করা হইত। ঐরূপ চামড়ার মোজার উপর অযুর সময় মোজা খুলিয়া পা ধোয়ার পরিবর্তে

www,BANGLAKITAB.com

মোজার উপর মাসেহ্ করা যথেষ্ট হয়। সুতি বা পশমী মোজার উপর মাসেহ করিলে জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি উহা এইরূপ মোটা হয় যে, উপরে পানি লাগিলে ভিতর ভিজে না এবং কোনপ্রকার চাপ ব্যতিরেকে পায়ের গোছার সহিত দাঁড়ানো থাকে; ঐ অবস্থায় তিন-চার মাইল হাটিলেও মোজার ব্যতিক্রম আসে না, এতদ্ভিন্ন ইমাম আবু হানীফার মতে যদি নিম্নভাগে সাধারণ জুতার পরিমাণ চামড়া উহার সহিত লাগানো থাকে— এইরূপ সুতি বা পশমী মোজার উপর মাসেহ করা যায়।

মাসআলা– সাধারণ সুতি, পশমী বা লায়লনের মোজার উপর মাসেহ করিলে অযু হইবে না; সেই অযুতে নামায হইবে না।

৩৪৫. (মোসঃ) হাদীস। মুগীরা ইবনে শোবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (তাবুক যুদ্ধের সফরে ভ্রমণ অবস্থায়) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ রাত্রে মল ত্যাগের জন্য) পেছনে থাকিয়া গেলেন; আমিও (খেদমতের জন্য) তাঁহার সাথে পেছনে থাকিলাম। মল ত্যাগ হইতে অবসর হইয়া তিনি আমাকে পানির কথা বলিলেন; আমি একটি পানির পাত্র উপস্থিত করিলাম। তিনি (অযু করায়) কব্জি পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত (ইত্যাদি) করিয়া মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর জুব্বার আস্তিন গুটাইয়া হস্তদ্বয় খুলিতে চাহিলেন, কিন্তু জুব্বার আস্তিন ছিল অতি সংকীর্ণ, তাই জুব্বার ভিতর দিক হইতে হস্তদ্বয় বাহির করিয়া নিলেন; জুব্বাটি শুধু কাঁধের উপর রাখিলেন এবং হস্তদ্বয় ধুইলেন। আর মাথার অগ্রভাগে মাসেহ করিলেন তখন পাগড়ি মাথায়ই ছিল। আর চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করিলেন, তারপর বাহনে আরোহন করিলেন, আমিও আরোহন করিলাম এবং কাফেলার সহিত মিলিত হইলাম। তাহারা ফজর নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) ইমাম ছিলেন; তাহাদের এক রাকাত নামায পড়া হইয়া গিয়াছিল। আবদুর রহমান (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন অনুভব করিয়া পেছনে হটিতে চাহিলেন; হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বহাল থাকিতে ইশারা করিলেন। ইমাম সালাম ফিরাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া গেলেন, আমিও দাঁড়াইলাম এবং যেই রাকাত ছুটিয়া গিয়াছিল উহা আমরা পড়িয়া নিলাম। (উপস্থিত মুসলমানগণ খুবই বিচলিত হইলেন এবং [আতঙ্ক প্রকাশে] বেশী বেশী সুবহানাল্লাহ– তসবীহ পড়িতে লাগিলেন। যেহেতু তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু

www,BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে নামায আরম্ভ করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ঠিকই করিয়াছ এবং ভাল করিয়াছ। আবু দাউদ শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ মাথা মাসেহ করার জন্য পাগড়ি নামাইয়া নিতে হয় না; পাগড়ি মাথায় রাখিয়াই শুধু ফাঁক করতঃ ভিজা হাত ভিতরে প্রবেশ করিয়া মাথার অগ্রভাগ- চতুর্থাংশ মাসেহ করিয়া নিলেই হইবে। ৩৫১ নং আবু দাউদ শরীফের হাদীসে ইহার সুস্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। অবশ্য পূর্ণ মাথা মাসেহ করার অধিক সওয়াব হাসিল করিতে চাহিলে পাগড়ি নামাইয়া উহা সম্পন্ন করিতে হইবে। হাঁ- যদি মাথার চতুর্থাংশ মাসেহ মূল মাথার উপর করিয়া অবশিষ্ট অংশের মাসেহ পাগড়ির উপর করিয়া নেয় তাহাতেও পূর্ণ মাথা মাসেহ করার সওয়াব হাসিল হইবে- আশা করা যায়।

৩৪৬. (মোসঃ) হাদীস। বেলাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

"ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর এবং পাগড়ির (অবস্থান সহ মাথার) উপর মাসেহ করিয়াছেন।"

৩৪৭. (মোসঃ) হাদীস। শোরায়হ ইবনে হানী (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে (মাসআলাহ) জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট যাও; তাঁহাকে ইহা জিজ্ঞাসা কর; তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফর করিতেন। সেমতে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন-

جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করার সুযোগ মুসাফিরের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন, তিন দিন তিন রাত। আর মুকীমের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন, এক দিন এক রাত।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ একমাত্র পা ধোয়া অযু অবস্থায় মোজা পরিধান করিয়া থাকিলে সেই অযু ভঙ্গে পুনঃ অযু করাকালে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয হইবে এবং ঐ প্রথম অযু ভঙ্গের সময় হইতে আরম্ভ ধরিয়া তিন দিন তিন রাত বা এক দিন এক রাত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মাসেহ চলিতে থাকিবে। উক্ত সময় পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাসেহ শেষ হইয়া যাইবে; এমনকি তখন অযু থাকিলেও মোজা খুলিয়া পা ধুইতে হইবেই, অন্যথায় সেই পূর্বের থাকা অযু পূর্ণ অযু পরিগণিত হইবে না। এইবার পা ধুইয়া মোজা পরিলে এই অযু ভঙ্গের সময় হইতে আবার তিন বা একের গণনা আরম্ভ হইবে এবং হইতে থাকিবে।

৩৪৮. (তিঃ) হাদীস। খোযায়মা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلٰثٌ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, মুসাফিরের জন্য তিন রাত তিন দিন এবং মুসাফির নয় এমন ব্যক্তির জন্য এক দিন এক রাত্র।"

৩৪৯. (তিঃ) হাদীস। মুগীরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا

"আমি দেখিয়াছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করিয়াছেন। পায়ের উপরের তথা পিঠের অংশে মাসেহ করিয়াছেন।"

৩৫০. (তিঃ) হাদীস। আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাযি.) বলেন–

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ اَخِيْ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَقَالَ مَسَّ الشَّعْرَ

"আমি জাবের (রা.)কে মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! ইহা 'সুন্নাহ' –দলীলে প্রমাণিত। আমি তাঁহাকে পাগড়ির উপর মাসেহ করা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলাম; তিনি বলিলেন, (মূল মাথার) চুলকে অবশ্যই (মাসেহ দ্বারা) স্পর্শ করিতে হইবে।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের হেতু এই ছিল যে, পবিত্র কুরআনে অযুর বিবরণ সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ উহাতে মোজার উপর মাসেহ করার কোন উল্লেখই নাই, বরং তথায় পা ধোয়ার কথা বলা হইয়াছে।

জাবের (রাযি.) যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। ইসলামের হুকুম-আহকাম, আইন-কানুন তথা শরীয়ত শুধু কুরআনের উপর সীমাবদ্ধ নয়। 'কুরআন' এবং 'সুন্নাহ' উভয় দলীলে উহা প্রমাণিত হইতে পারিবে। উভয়টিই শরীয়তের উৎস; অতএব 'সুন্নাহ' দ্বারা যাহা প্রমাণিত উহাকেও নির্দ্বিধায় শরীয়তরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। জাবের (রাযি.) তাহাই বলিয়াছেন যে, মোজার উপর মাসেহ করা 'সুন্নাহ' দ্বারা প্রমাণিত রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলিয়াছেন– ওমর (রাযি.), আলী (রাযি.), হুযায়ফা (রাযি.), মুগীরা (রাযি.), বেলাল (রাযি.), সাআদ (রাযি.), আবু আইউব (রাযি.), সালমান (রাযি.), বুরায়দা (রাযি.), আমর ইবনে উমাইয়া (রাযি.), আনাস (রাযি.), সাহল ইবনে সাআদ (রাযি.), ইয়ালা ইবনে মুররা (রাযি.), উবাদা ইবনে সামেত (রাযি.), উসামা ইবনে শরীক (রাযি.), আবু উমামা (রাযি.), উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.) এবং জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) প্রমূখ সাহাবীগণ হইতে মোজার উপর মাসেহ করার হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

৩৫১. (আঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি অযু করিতে ছিলেন; তাঁহার মাথায় পাগড়ি ছিল। তিনি পাগড়ির নিচে হাত প্রবেশ করাইয়া মাথার সম্মুখ ভাগ মাসেহ করিলেন– পাগড়ি খোলেন নাই।"

৩৫২. (আঃ) হাদীস। বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدٰى إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

www,BANGLAKITAB.com

"আবিসিনিয়ার বাদশাহ কারুকার্যবিহীন কালো রঙ্গের এক জোড়া চামড়ার মোজা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অযু অবস্থায়) ঐ মোজা পরিধান করিয়াছেন, তারপর নতুন অযু করাকালে উহার উপর মাসেহ করিয়াছেন।"

৩৫৩. (আঃ) হাদীস। মুগীরা ইবনে শোবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করিলেন; (ইহার উপর অযু সমাপ্ত করিয়া দেওয়ায়) আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তো (পা ধোয়া) ভুলিয়া গিয়াছেন। (এই সাহাবী ইতিপূর্বে মোজার উপর মাসেহ করা দেখেন নাই এবং জানেনও না)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তুমি ভুল করিয়াছ। মোজার উপর মাসেহ করিতে আমাকে আমার পরওয়ারদেগার আদেশ করিয়াছেন।"

ব্যাখ্যা ঃ অহীর পাত্র আল্লাহর নবীর কোন কার্য নতুন দেখা গেলেও উহাকে ভুল বলা অথবা ভুলের আখ্যায় প্রশ্ন করা ভুল। কারণ, নবীর নতুন কার্যেও ভুলের সম্ভাবনা অপেক্ষা অহীর সম্ভাবনা অধিক এবং অগ্রগণ্য। এই সম্ভাবনার প্রাধান্য লক্ষ্যে নবীর নতুন কার্যকেও ভুল বলা তো দূরের কথা ভুলের আখ্যায় প্রশ্ন করাও ভুল।

মুগীরা (রাযি.) নতুনভাবে মোজার উপর মাসেহ করিতে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবীর কার্য নতুন দেখা গেলেও ভুল হওয়ার সম্ভাবনায় ভুল বলা, এমনকি ভুলের আখ্যায় প্রশ্ন করাও নিতান্ত ভুল। নবীর কোন কাজ নতুন করিতে দেখিলে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে হইলেও সেই দৃষ্টিতেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। মুগীরা (রাযি.)-এর এই কথা বলা যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন অথবা 'ভুলিয়া গিয়াছেন' বাক্যে জিজ্ঞাসা করাও উল্লিখিত দৃষ্টিতে ভুল ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সেই সতর্ক করণেই বলিয়াছেন, "তুমি ভুল করিয়াছ"।

www,BANGLAKITAB.com

৩৫৪. (আঃ) হাদীস। ইয়াহইয়া ইবনে আইউব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلٰثَةً قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ

"তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– ইয়া রসূলাল্লাহ! মোজার উপর মাসেহ করিব কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক দিন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই দিনও করিতে পার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তিন দিনও পারিব কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ এবং আরও যত দিন ইচ্ছা কর।"

ব্যাখ্যা ঃ মুসাফির হইলে তিন দিন, আর মুসাফির না হইলে শুধু একক দিন মাসেহ করার সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে। এই সময় পূর্ণ হইলে মোজা খুলিয়া পা ধৌত করতঃ পুনঃ মোজা পরিয়া উহার উপর মাসেহ করিতে পারে। আবার ঐ পরিমাণ সময় পূর্ণ হইলে পুনঃ মোজা খুলিয়া পা ধৌত করতঃ মোজা পরিয়া উহার উপর মাসেহ করিতে পারে। এই নিয়ম পালনের সহিত যত দিন ইচ্ছা মাসেহ করিয়া যাইতে পারে। আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য ইহাই।

৩৫৫. (আঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) বলিয়াছেন–

كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتّٰى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ

"(মোজার উপর মাসেহ করিতে) আমি পায়ের তলায় মাসেহ করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিতাম। কিন্তু আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার পিঠের উপর মাসেহ করিতেন।"

শরীয়তের হুকুম যদি আমাদের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হইত তবে পায়ের উপরের দিক অপেক্ষা তলার দিকে মাসেহ করাই শ্রেয় পরিগণিত হইত।

www,BANGLAKITAB.com

৩৫৬. (নাঃ) হাদীস। উসামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বেলাল (রাযি.) 'আসওয়াফ' এলাকায় প্রবেশ করিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগে চলিয়া গেলেন। তারপর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমি বেলাল (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় যাইয়া কি করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগে গিয়াছিলেন; তারপর অযু করিয়াছেন– মুখমণ্ডল ধুইয়াছেন, উভয় হাত ধুইয়াছেন, মাথা মাসেহ করিয়াছেন এবং মোজার উপর মাসেহ করিয়াছেন, আর নামায পড়িয়াছেন।

৩৫৭. (নাঃ) হাদীস। সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِيْنَ أَنْ نَمْسَحَ عَلٰى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে আদেশ করিতেন– মুসাফির হইলে আমরা যেন তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খুলি; উহার উপর মাসেহ করি– পায়খানা, পেশাব ও নিদ্রার (তথা অযু ভঙ্গের) কারণে (পুনঃ অযু করায়)। হাঁ– গোসল ফরজ হইলে মোজা খুলিতে হইবে।"

৩৫৮. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ هٰكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلٰى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিলেন। ঐ ব্যক্তি অযু করিতে ছিল; সে চামড়ার মোজার উপর পানি বহাইয়া ধৌত করিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হস্তে

www,BANGLAKITAB.com

তাহাকে বাধা দান পূর্বক বলিলেন, তোমাকে (চামড়ার মোজার উপর) শুধু মাসেহ করার আদেশ করা হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে মাসেহ করার নিয়ম দেখাইয়া বলিলেন, এইরূপে– আঙ্গুল সমূহের মাথা রেখা টানার ন্যায় টানিয়া গোছার গোড়া পর্যন্ত নিয়া আসিলেন।

৩৫৯. (ইঃ) হাদীস। আবু বকরা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً

"মুসাফির অযু করিয়া মোজা পরিলে ঐ অযু ভঙ্গ হওয়ার সময় হইতে তিন দিন তিন রাত মাসেহ করিবে। মুসাফির না হইলে তাহার জন্য এক দিন এক রাত।"

৩৬০. (ইঃ) হাদীস। আবু মোসলেম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি সালমান (রাযি.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে অযুর জন্য চামড়ার মোজা খুলিতেছে। সালমান (রাযি.) তাহাকে বলিলেন–

اِمْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَخِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

"তোমার মোজার উপর মাসেহ কর। পাগড়ি রাখিয়াও মাসেহ করিতে পার– মূল মাথার অগ্রভাগের মাসেহ করিবে। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি মোজা ও পাগড়ির সহিত মাসেহ করিতেন।"

৩৬১. (ইঃ) হাদীস। আবু মূসা আশআরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিচের অংশে জুতার পরিমাণে) চামড়া লাগানো মোজার উপর মাসেহ করিয়াছেন।"

www,BANGLAKITAB.com

এক অযুতে একাধিক নামায পড়া

৩৬২. (মোসঃ) হাদীস। বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ

"মক্কা বিজয়ের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় নামায এক অযুতে পড়িলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করিলেন। ওমর (রাযি.) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আজ এমন কাজ করিয়াছেন যাহা আপনি করিয়া থাকেন না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ কাজটি আমি ইচ্ছা পূর্বকই করিয়াছি হে ওমর!"

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন অযু দ্বারা নামায পড়ায়ই অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু ঐ দিন তিনি এক অযু দ্বারা একাধিক নামায পড়ায় ওমর (রাযি.) ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এক অযুতে একাধিক নামায পড়া জায়েয– ইহা দেখাইবার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা পূর্বক ঐ দিন উহা করিয়াছিলেন।

৩৬৩. (ইঃ) হাদীস। ফজল ইবনে মোবাশশের (রহ.) বলেন, আমি জাবের (রাযি.)কে দেখিলাম, তিনি কয়েক ওয়াক্ত নামায এক অযু দ্বারা পড়িলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিরূপ কার্য? তিনি বলিলেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هٰذَا فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ করিতেও দেখিয়াছি। অতএব আমিও (সময় সময়) ঐরূপ করি যেরূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সময় সময়) করিতে দেখিয়াছি।"

৩৬৪. (ইঃ) হাদীস। আবু গোতায়ফ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মসজিদে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর মজলিসে তাঁহার কথাবার্তা

www,BANGLAKITAB.com

শুনিতে ছিলাম। জোহর নামাযের ওয়াক্ত হইলে তিনি দাঁড়াইলেন এবং অযু করিয়া নামায সমাপণে পুনঃ তাঁহার মজলিসে ফিরিয়া আসিলেন। আসর নামাযের ওয়াক্ত হইলেও দাঁড়াইলেন এবং অযু করিয়া নামায সমাপণে স্বীয় মজলিসে ফিরিয়া আসিলেন। মাগরিব নামাযের ওয়াক্তেও দাঁড়াইলেন এবং অযু করিয়া নামায সমাপনান্তে তাঁহার মজলিসেস আসিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন– প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করা– ফরজ না সুন্নাত? তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কি আমার প্রতি এবং আমার এই কার্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, (এইরূপ করা) ফরজ নয়; যদি আমি ফজর নামাযের অযু করিতাম তবে অযু ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত আমি সব নামায ঐ অযু দ্বারাই পড়িতে পরিতাম, কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

"যে ব্যক্তি পবিত্রতা তথা অযু থাকা অবস্থায়ও অযু করিবে সে দশটি নেক কাজের সওয়াব (তথা এক শতটি) নেকী লাভ করিবে।"

সেমতে আমি অধিক নেকী হাসিল করায় তৎপর হইয়াছি।

অযুর মধ্যে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ আনিবে না

৩৬৫. (তিঃ) হাদীস। উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ

"অযুর জন্য নির্ধারিত এক (শ্রেণীর) শয়তান রহিয়াছে, যাহার নাম 'অলাহান' (তাহার কাজ হইল সন্দেহ সৃষ্টি করা; পানি সম্পর্কে সে বেশী সুযোগ পায়,) অতএব পানি সংক্রান্তে সন্দেহকে সযত্নে এড়াইয়া চলিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ 'অলাহান' নামের অর্থই স্থিতিহীনতায় ও সন্দেহে পতিতকারী। এই শয়তান শুধু অযুর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করায় নিয়োজিত; এই কাজটি অতিশয় সুদূরপ্রসারী। অযুতে সন্দেহের ধারা সৃষ্টি করিতে পারিলে নামাযের জামাত হইতে বঞ্চিত করা তো নিতান্ত সহজ হইয়া পড়িবেই, অধিকন্তু

www,BANGLAKITAB.com

নামায কাযা করাইয়া দেওয়াও সম্ভব হইয়া পড়িবে। এইজন্য অযুর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির কাজে বিশেষভাবে শয়তানের এক শ্রেণী নিয়োজিত রহিয়াছে।

অযুর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা সহজ হয় পানি সম্পর্কে– যে, পানি পাক কি-না? পূর্ণাঙ্গে পানি পৌছিল কি না? এই শ্রেণীর সন্দেহকে সযত্নে এড়াইয়া চলার পরামর্শ বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে।

অযুর মধ্যে সীমা অতিক্রম করিবে না

৩৬৬. (আঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাযি.) একদা তাঁহার ছেলেকে এইরূপে দোয়া করিতে শুনিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلْتُهَا

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই, যখন বেহেশতে প্রবেশ করিব তখন শ্বেত-শুভ্র মহল যাহা বেহেশতের ডান পার্শ্বে অবস্থিত– উহা যেন পাই।"

এইরূপ দোয়া শ্রবণে তিনি ছেলেকে বলিলেন, হে বৎস! আল্লাহ তাআলার নিকট বেহেশত পাইবার দোয়া কর এবং দোযখ হইতে পানাহ চাও। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ

"এই উম্মতের মধ্যে নিশ্চয় এক শ্রেণীর লোক এইরূপ হইবে যাহারা অযুর মধ্যে এবং দোয়ার মধ্যে সীমা অতিক্রম করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ বেহেশতের মধ্যে সর্বোচ্চে একটি মহল তৈরী আছে, যাহা একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত; ঐ মহলটি অন্য কাহারও জন্য হইতে পারিবে না বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে, (মেশকাত শরীফ ৫১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নবীজীর জন্য তৈরী বেহেশতের মহলটি শুভ্র মেঘমালার ন্যায় দেখায় বলিয়া বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে। সেমতে আলোচ্য হাদীসে ছেলের দোয়া– বেহেশতের শ্বেত-শুভ্র মহলের তাহা যেন নবীজীর জন্য তৈরী মহলটিই; অথচ ঐ মহল নবীজী ভিন্ন কেহ পাইতে পারিবে না। সুতরাং উহা চাহিয়া দোয়া করা বাস্তবিকই সীমা বহির্ভূত দোয়া।

www,BANGLAKITAB.com

এতদ্ভিন্ন যিনি বড় তাঁহার নিকট কোন আবেদন পেশ করিতে অতিরিক্ত সীমাবদ্ধতার উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই বেয়াদবী গণ্য করা হয়। যেমন কোন উচ্চপদস্থ লোকের নিকট চাকুরীর দরখাস্তে যদি উল্লেখ করা হয়– আমাকে এই শ্রেণীর চাকুরী অমুক জেলায় এইরূপ শহরে এইরূপ স্থানে দিবেন। তবে নিশ্চয় তাহা আবেদনের সীমা বহির্ভূত কার্য পরিগণিত হইয়া বেয়াদবী গণ্য হইবে। আবেদনের নিয়ম ইহাই যে, আমাকে একটি চাকুরী দিতে মর্জি হয়।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাযি.) তাঁহার ছেলেকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট বেহেশত পাওয়ার আবেদন কর। বেহেশতের অমুক জায়গায় এইরূপ মহল চাই– ইহা দোয়ার সীমালংঘন পরিগণিত। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার মধ্যে সীমালংঘনকে অপছন্দনীয় কাজ বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছেন।

তদ্রূপ অযুর মধ্যে সীমালংঘনেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ইঙ্গিত দিয়াছেন। অযুর মধ্যে সীমালংঘন– যথা অঙ্গসমূহ তিনবারের অধিক ধোয়া বা পানি বেশী পরিমাণে খরচ করা।

৩৬৭. (নাঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ
الْوُضُوْءِ فَأَرَاهُ ثَلٰثًا ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ
أَسَاءَ وَتَعَدّٰى وَظَلَمَ

"এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া অযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযুর কার্যাবলী তিন তিনবার সম্পাদন পূর্বক অযুর নিয়ম তাহাকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, ইহাই হইল অযুর নিয়ম। যে ব্যক্তি ইহার (অর্থাৎ তিন তিন বারের) বেশী করিল সে মন্দ করিল, সীমালংঘন করিল, অন্যায় করিল।"

৩৬৮. (ইঃ) হাদীস। আমর ইবনে শোয়ায়বের দাদা– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا
هٰذَا السَّرَفُ قَالَ أَفِي الْوُضُوْءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ

www,BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাআদ (রাযি.)-এর নিকট দিয়া গমন করিলেন; তিনি অযু করিতে ছিলেন (এবং অতিরিক্ত পানি খরচ করিতেছিলেন)। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই অপব্যয় কেন? তিনি বলিলেন, অযুর মধ্যেও কি অপব্যয় হয়? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ– যদিও তুমি প্রবাহমান নদীর কিনারায় থাক।"

ব্যাখ্যা ঃ সাআদ (রাযি.) সাহাবীর ধারণা ছিল, অযু একটি নেক কাজ; উহাতে অতিরিক্ত খরচ অপব্যয় গণ্য হইবে কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নির্ধারিত নিয়ম স্থলে নিয়মের অতিরিক্ত করিলে তাহা অপব্যয় গণ্য হইবে। এমনকি ব্যয়ের ভাণ্ডারে ঘাটতি না হইলেও নিয়মের অতিরিক্ত হওয়ায় উহাকে অপব্যয় গণ্য করা হইবে। যথা– নদীর কিনারায় বসিয়া যদি কেহ অযুর এক একটি কাজ তিন তিনবারের অধিক করে তবে সে অপব্যয়কারী সাব্যস্ত হইবে বলিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্তি করিলেন। তিনবারের অতিরিক্ত ধোয়ায় নদীর পানি ব্যয় হইল না বটে, কিন্তু এই কাজটি তো অপব্যয়কারীর কাজ; যেমন পাত্রের পানি দ্বারা ঐরূপ করিলে নিশ্চয় অপব্যয় হইত। অতএব নির্ধারিত নিয়মের অতিরিক্ত হওয়ায় সর্বক্ষেত্রেই, এমনকি পানি ব্যয় না হওয়ার ক্ষেত্রেও ঐ অনিয়মকে অপব্যয়ের খাতে গণ্য করা হইবে। এতদ্ভিন্ন নদীর ধারে হওয়ায় পানির অপব্যয় না হইলেও ঐরূপ অতিরিক্ত কাজে সময়ের অপব্যয় নিশ্চয় আছে।

কুকুর বিড়ালের মুখ দেওয়া খাদ্য ও পাত্র সম্পর্কে

৩৬৯. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ

"তোমাদের কাহারও পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেই পাত্রের পানীয় বহাইয়া দিবে এবং পাত্রটিকে সাতবার ধুইবে।"

❖ পাত্রে তরল বস্তু যথা পানি, দুধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই হুকুম। আর যদি পাত্রে কোন জমাট বস্তু থাকে এবং কুকুর উহাতে মুখ দেয়, তবে যে অংশ পর্যন্ত কুকুরের মুখের লালা লাগার বা সম্প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা হয়

www,BANGLAKITAB.com

ঐসব অংশ অবশ্য ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ঐ লালা যদি পাত্র পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে, তবে পাত্রকেও ধুইতে হইবে।

৩৭০. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

"তোমাদের কাহারও কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে উহাকে সাতবার ধুইতে হইবে– ঐ সাত বারের প্রথম বার মাটি মর্দন করিবে।"

৩৭১. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইসলামের প্রথম যুগে) সর্বপ্রকার কুকুর মারিয়া ফেলার আদেশ করিয়াছিলেন। তারপর বলিয়াছেন, লোক সমাজের কি প্রয়োজন আছে কুকুর নিধনের? তারপর শিকারের জন্য ও মেষপাল (ইত্যাদি মাল-সম্পদের) পাহারা দেওয়ার প্রয়োজনে কুকুর পোষার অবকাশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কুকুর যদি তোমাদের পাত্রে মুখ দেয়, তবে উহাতে সাতবার ধুইবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা মর্দন করিয়া ধুইবে।"

ব্যাখ্যা ঃ বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়া কুকুর অতিশয় ক্ষতিকর জীব। বাহ্যিক ক্ষতি এই যে, উহার মুখের লালা নাপাক, আর উহার স্বভাবই এই যে, মেলামেশা অবস্থায় উহার লালা হইতে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় না। এতদ্ভিন্ন উহার লালায় এক ভয়ঙ্কর বিষ আছে, যাহাতে মারাত্মক ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। কুকুরের কামড়ে সেই ব্যাধি সাধারণভাবেই প্রকাশ পাইয়া যায়, কিন্তু সেই ব্যাধির বিষ উহার লালায় সৃষ্টিগতভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

www,BANGLAKITAB.com

আধ্যাত্মিক ক্ষতি তো অপরিসীম; মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত ও বরকত মঙ্গল ও কল্যাণ পৌঁছিবার মাধ্যম ও বাহক রহিয়াছেন ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাআলার সেই নূরানী মাখলুক ফেরেশতা জাতি সৃষ্টিগতভাবে অত্যাধিক ঘৃণা ও ক্ষোভ পোষণ করেন কুকুরের প্রতি, যাহার বর্ণনায় কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে– কুকুর সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে উহার অনুবাদ আসিবে।

কুকুরের প্রতি সৌখিনতা অন্ধকার যুগেও ছিল; উহা উচ্ছেদকল্পে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকার কুকুর নিধনের আদেশ করিয়াছিলেন। তারপর শুধু কাল কুকুর হত্যার আদেশ ছিল। ঐ অশুভ সৌখিনতা দূরীভূত হইলে পর হত্যার আদেশ তো বলবৎ রাখেন নাই, কিন্তু কুকুর পোষাকে নিষিদ্ধ রাখিয়াছেন। এমনকি কুকুর পোষিলে প্রতি দিন নিজের কৃত নেক আমলের সওয়াব হইতে এক বিরাট অংশ বরবাদ, বিনষ্ট ও কম হইয়া যায় বলিয়া বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের একাধিক হাদীসে উল্লেখ আছে।

অবশ্য প্রয়োজন ক্ষেত্রে, যথা– পশুপাল বা শস্য-ফসল ইত্যাদির পাহারা দানের জন্য বা শিকারের জন্য কুকুর পোষার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু যে স্থানে কুকুর থাকিবে তথায় আল্লাহ তাআলার রহমতের ফেরেশতা আসিবেন না।

অন্যান্য নাজাসাতে গলীজা বা বড় নাপাকের ন্যায় কুকুরের মুখও বড় নাপাক। কিন্তু কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে ঐ পাত্র পাক করার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। তিনবার ধুইতে হয় ফরজরূপে এবং মুস্তাহাবরূপে সাতবার ও অষ্টমবার মাটি মর্দন করিয়া ধুইতে হয়। এই স্বাতন্ত্র্য পূর্বোল্লিখিত দুইটি ক্ষতি হইতে পূর্ণ সতর্কতার ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই ক্ষেত্রে মাটির ব্যবহার অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক উপায়। কুকুরের লালায় যে ভয়ঙ্কর বিষ রহিয়াছে উহার সর্বোৎকৃষ্ট উত্তম প্রতিষেধক 'নিশাদল' মাটির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

৩৭২. (তিঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولٰهُنَّ أَوْ قَالَ أُخْرٰهُنَّ بِالتُّرَابِ وَإِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً

www,BANGLAKITAB.com

"পাত্রে কুকুর মুখ দিলে ঐ পাত্রকে সাতবার ধুইবে। প্রথমবার অথবা বলিয়াছেন, শেষবার মাটি মর্দন করিয়া ধুইবে। আর পাত্রে বিড়াল মুখ দিলে ঐ পাত্রকে একবার ধুইবে।"

৩৭৩. (আঃ) হাদীস। সালেহ ইবনে দীনারের মাতা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহার গৃহকর্ত্রী 'হারীছা' (ক্ষীর জাতীয় খাদ্য) দিয়া আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাকে নামায রত পাইলেন; তিনি ইশারা করিয়া উহা রাখিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে বিড়াল আসিয়া উহার কিছু অংশ খাইল।

আয়েশা (রাযি.) নামায সমাপ্তে ঐ খাদ্য খাইলেন– ঐ স্থান হইতেই খাইলেন যে স্থান হইতে বিড়াল খাইয়াছিল। তিনি বর্ণনা করিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ

"বিড়াল নাপাক নহে, অথচ সর্বদা তোমাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করায় লিপ্ত থাকে।"

আয়েশা (রাযি.) আরও বর্ণনা করিলেন, আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের মুখ দেওয়া পানি দ্বারা অযু করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ বিড়াল কুকুরের ন্যায় বড় নাপাক নয়, তদুপরি স্বাভাবিক ও সাধারণভাবেই উহা গৃহভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে থাকে, অতএব উহা সম্পর্কে কঠোরতা জনসাধারণের পক্ষে মস্তবড় ক্লেশের কারণ হইবে। সেমতে উহার মুখ দেওয়া পানি দ্বারা অযু করা জায়েয এবং খাদ্যে মুখ দিলে মামুলিভাবে ঐ স্থান হইতে সামান্য কিছু ফেলিয়া দিয়া সেই খাদ্য খাওয়া যায়; যেরূপ আয়েশা (রাযি.) করিয়াছিলেন। আর তরল বস্তু হইলেও শুধু মাকরূহ হয়, পাত্রও শুধু একবার ধুইতে হয়।

৩৭৪. (ইঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذٰلِكَ

www,BANGLAKITAB.com

"আমি এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্র হইতে পানি লইয়া অযু করিয়াছি– ইতিপূর্বেই উক্ত পাত্র হইতে বিড়াল ঐ পানি পান করিয়াছিল।"

৩৭৫. (ইঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ٱلْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

"নামাযের সম্মুখ দিয়া বিড়ালের যাতায়াতে নামাযের ক্ষতি হয় না। বিড়াল গৃহভ্যন্তরে অবস্থানকারী বস্তু।"

ব্যাখ্যা ঃ নামাযের সম্মুখ দিয়া কুকুরের যাতায়াতে নামাযের ক্ষতি হয় বলিয়া একাধিক হাদীসে উল্লেখ আছে, যদ্দরুণ ঐ সম্ভাবনাকে এড়াইয়া চলায় যত্নবান হইতে হয়। বিড়ালের বেলায় উহার প্রয়োজন নাই, নতুবা মানুষ সংকীর্ণতা ও ক্লেশের সম্মুখীন হইবে; যেহেতু বিড়াল গৃহভ্যন্তরে অবস্থান করে। এতদ্ভিন্ন রহমতের ফেরেশতা কুকুরকে অতি ঘৃণা করেন, বিড়াল ঐরূপ নহে।

দুগ্ধপোষ্য বালক-বালিকার পেশাব সম্পর্কে

বালক-বালিকা যখন দুগ্ধ পোষ্যের বয়স অতিক্রম করিয়া খাদ্য গ্রহণ বয়সে পৌঁছে তখন উভয়ের পেশাব হইতে পাক-পবিত্রতার হুকুম সাধারণ নাপাকের ন্যায়ই হয়। আর দুগ্ধপোষ্য বয়সে বালিকার পেশাব ঐরূপই সাধারণ নাপাকের ন্যায় পরিগণিত। উহা কাপড়ে লাগিলে কাপড়কে কাচিয়া বা মর্দন করিয়া ধুইতে হইবে। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য বয়সের বালকের পেশাব হইতে কাপড় পাক করার জন্য কাচন ও মর্দনের প্রয়োজন হইবে না, পেশাব লাগার স্থানে অথবা পূর্ণ কাপড়টির উপর পানি বহাইয়া দিলেই হইবে, কিংবা পানিতে চুবাইয়া নিলেই হইবে, কাচিয়া বা মর্দন করিয়া বা বার বার মোচড়াইয়া ধুইবার প্রয়োজন হইবে না।

৩৭৬. (মোসঃ) হাদীস। কায়েস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ إِبْنُهَا ذَاكَ بَالَ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www,BANGLAKITAB.com

وَسَلَّم فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلٰى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلاً

"তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়া আসিলেন তাহার এক শিশু ছেলেকে– সে এখনও (দুগ্ধপোষ্য; অন্য) আহার খায় না। ঐ শিশু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পেশাব করিয়া দিল। (কাপড়ের যেই স্থানে পেশাব লাগিয়াছিল,) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি আনাইয়া কাপড়ের শুধু ঐ স্থানে বহাইয়া দিলেন– কাপড়টি কাচিয়া ধুইলেন না।"

৩৭৭. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَاُتِىَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ ثَوْبَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শিশুদেরকে নিয়া আসা হইত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে বরকতের দোয়া দিতেন এবং খোরমা চিবাইয়া উহা মুখের ভিতরে দিয়া দিতেন। একদা এক শিশু ছেলেকে উপস্থিত করা হইল– সে হুযুরের কাপড়ে পেশাব করিয়া দিল, (পেশাব কাপড়ের এক স্থানেই ছিল)। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি আনাইয়া তাহা কাপড়ের পেশাব স্থানে বহাইয়া দিলেন– সম্পূর্ণ কাপড়টা (ধৌত করিয়া পেশাবকে পূর্ণ চেষ্টার সহিত) ধৌত করিলেন না।

৩৭৮. (আঃ) হাদীস। লুবাবা বিনতুল হারেস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (শিশু) হুসাইন (রাযি.) একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পেশাব করিয়া দিল। আমি বলিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (সা.)! অন্য একটি কাপড় পরিয়া আপনার পরিধেয় কাপড়টি আমাকে (ধোয়ার জন্য) দিয়া দিন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ

www,BANGLAKITAB.com

"শুধুমাত্র বালিকার পেশাব বিশেষ যত্নের সহিত ধুইতে হয়। পক্ষান্তরে বালক শিশুর পেশাবের দরুন মামুলি ধোয়াই যথেষ্ট হয়, (যাহার জন্য কাপড় বদলাইয়া পূর্ণ ধোয়ার প্রয়োজন হয় না)।"

৩৭৯. (ইঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

قَالَ فِيْ بَوْلِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

"দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব সম্পর্কে বলিয়াছেন, বালকের পেশাব মামুলি-রূপে ধুইলেই চলিবে, বালিকার পেশাব পূর্ণরূপে সযত্নে ধুইতে হইবে।"

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে যে, বালকের পেশাব মামুলিভাবে ধুইবে এবং বালিকার পেশাব পূর্ণরূপে ধুইবে অথচ উভয় পেশাব তো একই রকম? তিনি বলিলেন, বালকের পেশাব পানি ও মাটির (স্বভাবের), আর বালিকার পেশাব মাংস ও রক্তের (স্বভাবের)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা দানে বলিলেন, আল্লাহ্ তাআলা (মাটি ও পানি দ্বারা) আদমকেক সৃষ্টি করার পর তাঁহার (রক্ত-মাংস জাতীয়) একটি পাঁজরের হাড় হইতে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেমতে বালকের পেশাব পানি ও মাটির এবং বালিকার পেশাব রক্ত-মাংসের।

ব্যাখ্যা ঃ মানব জাতির আদি পিতা ছিলেন আদম (আ.) আর আদি মাতা ছিলেন হাওয়া (আ.)। সৃষ্টিগতভাবেই বালকের মধ্যে পিতার স্বভাব অগ্রগামী থাকে; সেমতে হযরত আদমের সৃষ্টি পদার্থ পানি ও মাটির স্বভাব বালকের পেশাবে অগ্রগামী। আর বালিকার মধ্যে মাতার স্বভাব অগ্রগামী থাকে; সেমতে হযরত হাওয়ার সৃষ্টি পদার্থ রক্ত-মাংস জাতীয় হাড়ের স্বভাব বালিকার পেশাবে অগ্রগামী। আর নিঃসন্দেহে পানি-মাটির তুলনায় রক্ত-মাংস গাঢ় বস্তু; সেমতে বালিকার পেশাব বালকের পেশাব অপেক্ষা গাঢ়, তাই উহা কাপড়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত হইয়া লাগে এবং উহা দূর করার জন্য ভালভাবে ধোয়ার প্রয়োজন হয়।

শিশুর উপর যাবৎ শুধু মাতা-পিতার স্বভাবের প্রাবল্য থাকে তাবৎই এই পার্থক্য এবং ইহা থাকে কেবল মায়ের দুগ্ধে পোষণ কাল পর্যন্ত। পক্ষান্তরে

www,BANGLAKITAB.com

যখন বহিস্থ খাদ্য-খানার সময় আসে তখন উহার প্রতিক্রিয়ার প্রাবল্য আসিয়া যায় এবং উহা যেহেতু উভয়েরই এক এবং এই খাদ্যের দরুণ পেশাব গাঢ় হয়, তাই উভয়ের পেশাব একই রকম হইয়া যায়। তখন উভয়ের পেশাবই পূর্ণরূপে ধোওয়ার প্রয়োজন হয়।

মনি ও মজি ধুইয়া ফেলিতে হইবে

"মনি" অর্থ শুক্র বা বীর্য- যাহা নির্গত হইলে গোসল ফরজ হয়। আর কাম-উত্তেজনায় লিঙ্গ হইতে নানা জাতীয় পদার্থ নির্গত হয়- উহাকে "মজি" বলা হয়। উহা নাপাক; উহা অবশ্যই ধুইয়া ফেলিতে হয়, কিন্তু উহা নির্গত হওয়ায় গোসল ফরজ হইবে না, অযু ভঙ্গ হইবে।

৩৮০. (মোসঃ) হাদীস। আমর ইবনে মায়মুন (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাপড়ে মনি লাগিলে শুধু উহা ধুইয়া ফেলিলে চলিবে, না পূর্ণ কাপড়টা ধুইতে হইবে? তিনি বলিলেন, আয়েশা (রাযি.) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِىَّ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ فِىْ ذٰلِكَ الثَّوْبِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى اَثَرِ الْغُسْلِ فِيْهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কাপড় হইতে) মনি ধুইয়া ফেলিতেন, অতঃপর সেই কাপড় পরিয়াই নামাযে যাইতেন- তখন ধৌত করার (ভিজা) চিহ্ন সেই কাপড়ে আমি বিদ্যমান দেখিতাম। অর্থাৎ ধোয়া স্থান শুকানোর পূর্বেই ঐ কাপড়ে নামায পড়িতেন।"

৩৮১. (তিঃ) হাদীস। সাহল ইবনে হুনায়ফ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, অধিক মজি বাহির হওয়ার ক্লেশে আমি লিপ্ত ছিলাম; উহার দরুণ আমি অনেকবার গোসল করিতাম। এ সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন-

اِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ مِنْهُ قَالَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَاْخُذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَتَنْضَحَ بِهٖ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهٗ اَصَابَ مِنْهُ

www,BANGLAKITAB.com

"মজি বাহির হইলে শুধু অযুই যথেষ্ট। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি উহা কাপড়ে লাগে তবে কি করিতে হইবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জন্য ইহা যথেষ্ট যে, এক আঁজল পানি লইয়া কাপড়ের ঐ স্থানকে ধুইয়া ফেল যে স্থানে মজি লাগিয়াছে দেখ।"

❖ সাহাবী সাহল (রাযি.) মাসআলাহ্ জানিতেন না বিধায় মজির দরুণও গোসল করিতেন, তাই তাঁহার গোসলের মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, যাহাদের মধ্যে কামভাবের প্রাবল্য হয় তাহাদের মজি নির্গত হওয়া অধিক হইবে।

মজি নাপাক; উহা কাপড়ে লাগিলে পানি দ্বারা উহা দূর করিতে হইবে। অবশ্য যে স্থানে মজি লাগিবে শুধু ঐ স্থান ধুইলেই চলিবে; পূর্ণ কাপড় ধুইতে হইবে না।

৩৮২. (আঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে কারণে গোসল ফরজ হয় তাহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। বিশেষত পুরুষাঙ্গ হইতে (কাম-উত্তেজনার ক্ষেত্রে) যে লালা জাতীয় পদার্থের পরে অপর পদার্থ বীর্য নির্গত হয় সেই লালা পদার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন–

ذٰلِكَ الْمَذْىُّ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَتَغْسِلُ مِنْ ذٰلِكَ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْئَكَ لِلصَّلٰوةِ

"ঐ লালা জাতীয় পদার্থ হইল মজি। পুরুষ মাত্রেরই মজি নির্গত হয়। মজি বাহির হইলে পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধুইয়া ফেলিবে এবং নামাযের সাধারণ অযুর ন্যায় অযু করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ যেই পদার্থের পরে অপর পদার্থ বাহির হয় উহাই মজি। কারণ, মজির পরে মনি বা শুক্র বাহির হয়। মনি বা শুক্রের পর আর কিছু বাহির হয় না, উত্তেজনা শেষ হইয়া যায়।

মাসআলা ঃ স্ত্রী সংগমকালে যেই বস্ত্র পরিধানে থাকে উহাকে যদি নিতান্ত সতর্কতার সহিত নাপাকী লাগা হইতে রক্ষা করা হইয়া থাকে– সংগমের সময়ে অথবা পূর্বে বা পরে কোন প্রকার নাপাকীর ছোঁয়া উহাতে না

www,BANGLAKITAB.com

লাগিয়া থাকে, তবে সেই কাপড়কে না ধুইয়া উহাতে নামায পড়া জায়েয হইবে।

৩৮৩. (নাঃ) হাদীস। মুয়াবিয়া (রাযি.) নবী পত্নী উম্মে হাবীবা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন–

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى الثوب الذى كان يجامع فيه قالت نعم اذا لم ير فيه اذى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাপড়ে নামায পড়িতেন কি যে কাপড়ে স্ত্রী সহবাস করিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ– যদি কাপড়ে কোন নাপাকী লাগিয়াছে বলিয়া সন্দেহ না হয়।"

মহিলাদের হায়েজ বা ঋতু সম্পর্কে

৩৮৪. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولينى الخمرة من المسجد فقلت انى حائض فقال ان حيضتك ليست فى يدك

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মসজিদ হইতে আমাকে চাটাই আনিয়া দাও। আমি বলিলাম, আমি তো হায়েজ অবস্থায় আছি; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার হায়েজ তো তোমার হস্তে নাই।"

৩৮৫. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت انى حائض فقال ان حيضتك ليست فى يدك فناولته

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! আমার কাপড়টা আমাকে দাও তো। আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, আমি তো হায়েজ অবস্থায় আছি। রসূলুল্লাহ

www,BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার হায়েজ তোমার হাতে নাই; সেমতে (তিনি তাঁহার হাত মসজিদে প্রবেশ করিয়া) তাঁহাকে কাপড় পৌঁছাইলেন।"

ব্যাখ্যা ঃ হায়েজ হাতে নাই –এই ভিত্তিতে ঋতুবর্তীর জন্য কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয হইবে না। মসজিদের ক্ষেত্রে ঋতুবর্তীর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ; দেহ বাহিরে রাখিয়া শুধু কোন অঙ্গ প্রবেশ করাইলে স্বয়ং প্রবেশ করা সাব্যস্ত হয় না। হুযুরের উদ্দেশ্য ইহাই যে, হায়েজের দরুন মসজিদে হাত প্রবেশ করানো নিষিদ্ধ নহে, তোমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফের ক্ষেত্রে ঋতুবর্তীর স্পর্শই নিষিদ্ধ এবং তাহার যে কোন অঙ্গের স্পর্শেই তাহার স্পর্শ সাব্যস্ত হয়। সুতরাং হাতের স্পর্শও নিষিদ্ধ হইবে।

৩৮৬. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

"হায়েজ অবস্থায় আমি পানি পান করিয়া পানির পাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম; তিনি স্বীয় মুখ আমার মুখ রাখার স্থানে রাখিয়া পান করিতেন। হায়েজ অবস্থায় আমি গোশত খণ্ড হইতে কামড় দিয়া খাইতাম এবং অবশিষ্ট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম, তিনি আমার মুখের জায়গায় মুখ দিয়া উহা খাইতেন।"

৩৮৭. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদীদের রীতি ছিল, হায়েজ অবস্থায় মহিলাদের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিত না এবং তাহার সহিত এক গৃহে মেলামেশাও করিত না। সাহাবীগণ এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন; সেই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করিলেন।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

www,BANGLAKITAB.com

"লোকেরা আপনার নিকট হায়েজ সম্পর্কে (ইসলামের বিধান) জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, উহা ঘৃণাজনিত নাপাক; অতএব হায়েজের সময়ে নারীদের (সহবাস ও সঙ্গম) হইতে বিরত থাক। পাক-পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত সঙ্গম করিও না।"

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বলিয়া দিলেন–

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ

"(হায়েজ সময়ে মহিলাদের সহিত) সব রকম আচার-ব্যবহারই করিতে পার– সঙ্গম ব্যতিরেকে।"

ইহুদীদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কটাক্ষ করিয়া) বলিল, এই ব্যক্তি কোন কাজেই আমাদের বিরোধিতা না করিয়া ছাড়িতে চায় না। (ইহুদীদের এই ক্ষোভ দৃষ্টে তাহাদেরে অধিক ক্ষুব্ধ করা উদ্দেশ্য) উসাইদ ইবনে হুজায়র (রাযি.) এবং আব্বাদ ইবনে বিশর (রাযি.) তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহুদীরা এইরূপ বলিয়াছে, অতএব আমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীদের সহিত সঙ্গম করিব না কি? (উহা ইহুদীদের চরম বিরোধিতার কারণেণ তাহাদের অধিক ক্ষোভ ও ব্যথার কারণ হইবে।) তাঁহাদের এই উক্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। এমনকি আমরা বুঝিতে পারিলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের দুইজনের প্রতি রাগ হইয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা বাহির হইয়া গেলেন; ইতিমধ্যেই তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুধের হাদিয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীদ্বয়ের পেছনে লোক পাঠাইলেন, (তাঁহাদেরে ডাকিয়া আনা হইল) এবং তাঁহাদেরে ঐ দুধ পান করাইলেন। ইহাতে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের প্রতি রাগ থাকেন নাই।

❖ সাহাবীদ্বয়ের উক্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ হইয়াছিলেন এই কারণে যে, মুসলমানের মূল কর্তব্য হইল, আল্লাহ তাআলার বিধান তথা শরীয়তের অনুসরণ করা। ইহাতে কেহ ক্ষুব্ধ হইলে

www,BANGLAKITAB.com

তাহার সহিত আপোষ নাই, কিন্তু কাহাকেও ক্ষুব্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলার বিধানের সীমা অতিক্রম করা নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করার শামিল হইবে।

৩৮৮. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ

"ঋতুবতী (তদ্রূপ নেফাসগ্রস্তা) এবং জানাবত তথা বড় নাপাকীওয়ালা ব্যক্তি কুরআন শরীফের অংশ বিশেষও তেলাওয়াত করিতে পারিবে না।"

৩৮৯. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلْهَا

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঋতুবতীর সহিত একত্রে পানাহার করা সম্পর্কে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার সঙ্গে পানাহার করিতে পার।"

৩৯০. (তিঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِ امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ

"যে ব্যক্তি ঋতুবতীর সহিত সঙ্গম করিবে বা স্ত্রীর মলদ্বারে মৈথুন করিবে অথবা গণক ঠাকুরের নিকট যাইবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতারিত ধর্মের কাফের সাব্যস্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ শরীয়তের বিধানের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া ঐসব কর্ম অবৈধ হওয়ার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্বক যে ব্যক্তি ঐ কাজ করিবে সে বস্তুতঃই কাফের হইয়া যাইবে। আর যদি ঐ সব কাজকে অবৈধ গোনাহ জানা ও গণ্য করা সত্ত্বেও শুধু নফসের ও প্রবৃত্তির ফেরে পড়িয়া করে সেও মস্তবড় কবীরা গোনাহগার হইবে।

www,BANGLAKITAB.com

৩৯১. (তিঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে হায়েজ অবস্থায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাহার কর্তব্য– অর্ধ দীনার খয়রাত করা।

৩৯২. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ

"হায়েজের রক্তের রং লাল থাকাবস্থায় সহবাস করিলে এক দীনার খয়রাত করিতে হইবে। আর উহার রং জরদ হওয়া অবস্থায় সহবাস করিলে অর্ধ দীনার খয়রাত করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ রং লাল থাকে প্রথম অবস্থায়; তখন সহবাস অধিক অপরাধ। কারণ, নিকটবর্তী সময়েই সে সহবাসে তৃপ্ত ছিল; তবুও বিরত থাকিল না, অতএব শাস্তি কঠোর করা হইয়াছে এক দীনার। হায়েজের শেষ দিকে রক্তের বর্ণ জরদ হয়; তখন দীর্ঘদিন হইতে সহবাস না করিতে পারায় অধিক চাপ সৃষ্টি হয়, তাই অপরাধ কিছু লঘু; সুতরাং শাস্তি সামান্য লাঘব করা হইয়াছে, অর্ধ দীনার। "দীনার" স্বর্ণ মুদ্রা যাহার ওজন সাড়ে চারি মাশা, ১২ মাশায় এক তোলা হয়। স্বর্ণের মূল্য অনুপাতে এই পরিমাণের মূল্য খয়রাত করিবে।

৩৯৩. (তিঃ) হাদীস। উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَكُنَّا نُطْلِىْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে নেফাস তথা সন্তান প্রসবের স্রাবগ্রস্তা মহিলারা (সাধারণত) চল্লিশ দিন (নামায-রোযা হইতে) বসিয়া (তথা বিরত) থাকিত। আর (এই দীর্ঘ দিন স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা বিহীন অবস্থায় থাকার কারণে) আমাদের চেহারায় বিবর্ণতা আসিয়া যাইত, তাই আমরা চেহারায় কুসুমের লেপ দিয়া পরিষ্কার করিতাম।"

❖ নেফাসের শেষ সময়-সীমা ৪০ দিন, কমের কোন নির্ধারিত সীমা নাই।

www,BANGLAKITAB.com

৩৯৪. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّى شَئٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ يُصَلِّى وَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْهُ شَئٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ

"আমি হায়েজ অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একত্রে একটি চাদর গায়ে দিয়া রাত্রি যাপন করিতাম। এমনকি তাঁহার গায়ে বা কাপড়ে আমার হইতে নাপাকী লাগিয়া গেলে ঐ স্থান ধুইয়া নিতেন এবং নামায পড়িতেন; অতিরিক্ত স্থান ধুইতেন না।"

৩৯৫. (আঃ) হাদীস। উমারা (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে– তাঁহার ফুফু বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমাদের কাহারও হায়েজ আসে অথচ তাহার এবং তাহার স্বামীর উভয়ের জন্য বিছানা একটিই আছে; (উভয়ে একত্রে শয়ন করিতে পারিবে কি?)

আয়েশা (রাযি.) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে কিরূপ করিতেন তাহা তোমাকে শুনাইতেছি–

دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا وَأَنَا حَائِضٌ فَمَضٰى إِلٰى مَسْجِدِهٖ تَعْنِىْ مَسْجِدَ بَيْتِهٖ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ أُدْنِىْ مِنِّىْ فَقُلْتُ إِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ وَإِنِ اكْشِفِىْ عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ فَخِذَىَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلٰى فَخِذَىَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى دَفِئَ وَنَامَ

"এক রাত্রে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কক্ষে আসিলেন এবং (স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী শয়নের পূর্বে নামায পড়ার জন্য) নিজ কক্ষের নামায পড়ার স্থান গেলেন। তিনি যখন নামায হইতে অবসর হইয়াছেন তখন আমার চোখে নিদ্রা আসিয়া গিয়াছে এবং তিনিও শীতে কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার নিকটবর্তী হইতে বলিলেন; আমি বলিলাম, আমি তো হায়েজ অবস্থায়। তাহা শুনিয়াও আমাকে বলিলেন,

www,BANGLAKITAB.com

তোমার উরুদ্বয়ের উপর হইতে লেপ সরাইয়া দাও। তৎক্ষণাৎ আমি আমার উরুদ্বয়ের উপর হইতে লেপ সরাইয়া দিলাম; তিনি তাঁহার গণ্ড ও বক্ষ আমার উরুদ্বয়ের উপর রাখিলেন এবং আমি (তাঁহাকে তা দেওয়ার জন্য) তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া থাকিলাম; তিনি তপ্ত হইলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন।"

৩৯৬. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ

"আমার হায়েজ আরম্ভ হইলে (হুযুরের সঙ্গে মিশিয়া থাকা এড়াইবার উদ্দেশ্যে) বিছানা হইতে অবতরণ-পূর্বক চাটাই-এর উপর আসিয়া যাইতাম। এই অবস্থায় (নিজ উদ্যোগে) আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইতে ও মিশিয়া থাকিতে চাহিতাম না।"

❖ আয়েশা (রাযি.)-এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা বর্ণনা করা যে, বিবিগণ নাপাক থাকাবস্থায় হযরতের নিকটবর্তী হইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত উদার ছিলেন যে, ঐ সময়ও বিবিগণকে তিনি নিজ উদ্যোগে নিকটবর্তী নিয়া আসিতেন– যাহার বিবরণ বুখারী শরীফে এবং এই কিতাবেও অনেক হাদীসে দেখা যায়।

৩৯৭. (আঃ) হাদীস। মুচ্ছাহ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি উম্মে সালামা (রাযি.)কে বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! ছামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.) নবীগণকে হায়েজ সময়ের নামায কাযা পড়িতে বলেন। তিনি বলিলেন, না– ঐ নামায কাযা পড়িবে না।

كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلٰوةِ النِّفَاسِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ মহিলাদের এক একজন নেফাস সময়ে চল্লিশ দিবা-রাত্র নামায-রোযা হইতে বিরত থাকিত নবী

www,BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেফাসের (৪০ দিনের) নামায কাযা পড়ার আদেশ করিতেন না।"

অর্থাৎ হায়েজ তো সর্বোচ্চ দশ দিন, আর নেফাস তো ৪০ দিন; এই চল্লিশ দিনের নামায কাযা পড়ার আদেশ হইত না, দশ দিনের নামায কাযা কি পড়িবে?

৩৯৮. (ইঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবীজীর বিদায় হজ্জে তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে আবু বকর ([রাযি.]-এর স্ত্রী) আসমা বিনতে উমাইছ (রাযি.) "জুলহুলায়ফা" নামক (ইহরাম বাঁধার) স্থানে পৌঁছিয়া সন্তান প্রসব করিলেন এবং স্রাবগ্রস্তা হইলেন।

فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَّأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

"আবু বকর (রাযি.)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আসমাকে বলুন, সে যেন গোসল করিয়া ইহরাম বাঁধিয়া নেয়।"

❖ মাসআলাহ– ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত সীমানা হইতে হায়েজ-নেফাসগ্রস্তা মহিলারাও হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করত তালবিয়া পাঠে ইহরাম বাঁধিবে; অবশ্য ইহরামের সুন্নত নামায পড়িবে না। এই অবস্থায় তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্য কাজ করিতে পারিবে।

৩৯৯. (ইঃ) হাদীস। উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদ ঘরে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা শুনাইয়াছেন–

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَّلَا حَائِضٍ

"নিশ্চয় কোন জানাবতওয়ালা বা কোন হায়েজওয়ালীর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হালাল নহে– (হারাম)।"

৪০০. (ইঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ

www,BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেফাসের শেষ সীমা নির্ধারিত করিয়াছেন চল্লিশ দিন। অবশ্য যদি চল্লিশ দিনের পূর্বেই পবিত্রতা লক্ষ্য করে।"

❖ নেফাসের সর্বোচ্চ সময় হইল চল্লিশ দিন; উহার পরেও স্রাব দেখা গেলে তাহা রোগ সাব্যস্ত হইবে– এই অতিরিক্ত স্রাব নামায-রোযা ইত্যাদির প্রতিবন্ধক হইবে না। নেফাসের কম সময়ের কোন নির্ধারণ নাই; মাত্র সামান্য সময় স্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া গেলে পবিত্র বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

৪০১. (মেঃ) হাদীস। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার জন্য স্ত্রীর সহিত কি করা হালাল– যখন সে হায়েজ অবস্থায় থাকে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লুঙ্গির (স্থান তথা কোমরের) উপরে (তোমার আচার-ব্যবহার হালাল)। অবশ্য তাহা হইতেও বিরত থাকা উত্তম।"

৪০২. (মেঃ) হাদীস। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ اِمْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانَكَ بِاَعْلَاهَا

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার স্ত্রীর সহিত আমার জন্য কি করা হালাল– যখন সে হায়েজ অবস্থায় থাকে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, স্ত্রী তহবন্দ (আমাদের দেশে ছায়া অথবা শেলওয়ার ইত্যাদি) নিজে উত্তমরূপে বাঁধিবে, অতঃপর তাহার দেহের উর্ধ্বাংশ তুমি তোমার আচার-ব্যবহার করিতে পার।"

সাবধান বাণী ঃ উল্লিখিত অনুমতি শুধু ঐ লোকদের জন্য যাহারা নিজকে সংযত রাখায় সুদৃঢ়– যাহারা এইরূপ পরিপক্ক যে, হারামে লিপ্ত

www,BANGLAKITAB.com

হওয়ার আশঙ্কা নাই। নতুবা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী হইতে সকল প্রকার স্ত্রী-সুলভ আচার-ব্যবহার হইতে অবশ্য অবশ্য বিরত থাকিবে। বুখারী শরীফে এই সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত আছে।

ফরজ গোসল সম্পর্কে

মাসআলা ঃ বড় কোন পাত্র যথা টব ইত্যাদি অথবা ছোট ডোবার পানিতে নামিয়া ফরজ গোসল করিবে না। কারণ, ঐরূপ নাপাকী অবস্থায় সাধারণত শরীরে কোথাও নাপাক বস্তু লাগিয়া থাকার আশঙ্কা আছে। সেমতে ঐরূপ পানিতে নামিলে টবের বা ডোবার পানি নাপাক হইয়া যাইবে। সেই পানি দ্বারা গোসল আদায় হইবে না, বরং ঐ পানি শরীরে লাগায় সমস্ত শরীর বাহ্যিক নাপাকী দ্বারা নাপাক হইয়া যাইবে।

৪০৩. (মোসঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقِيْلَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً

"কোন ব্যক্তি জানাবত– নাপাকী অবস্থায় আবদ্ধ পানিতে নামিয়া গোসল করিবে না। হাদীস শ্রবণকারী আবু হুরায়রা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করা হইল; ঐরূপ ক্ষেত্রে কিরূপে গোসল করিবে? তিনি বলিলেন, পানি (কোন পাত্রে অথবা হাতের আঁজলে) উঠাইয়া নিবে।"

৪০৪. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضٰى حَاجَتَهٗ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং (মলমূত্র ত্যাগের) প্রয়োজন সারিয়া মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত করিলেন, অতঃপর শুইয়া পড়িলেন।"

৪০৫. (মোসঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا

"তোমাদের কেহ স্ত্রী সঙ্গম করিয়া পুনরায় তাহা করিতে চাহিলে দুইবারের মধ্য ভাগে পূর্ণরূপে অযু করিয়া নিবে।"

৪০৬. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এইরূপও করিতেন যে,) তাঁহার বিভিন্ন স্ত্রীগণের সঙ্গে সহবাসের শেষে এক বার গোসল করিতেন।"

৪০৭. (মোসঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ

"এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল– কোন নারী যদি স্বপ্নে ঐরূপ দেখে যেরূপ পুরুষরা দেখিয়া থাকে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পুরুষের যেরূপ (স্বপ্নে বীর্য নির্গত) হয় নারীর যদি ঐরূপ হয়, তবে অবশ্যই গোসল করিবে।"

৪০৮. (মোসঃ) হাদীস। সাওবান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলাম; এই সময় ইহুদীদের এক পণ্ডিত তাঁহার নিকট আসিল এবং 'হে মোহাম্মদ' বলিয়া সম্বোধন করা পূর্বক সালাম করিল। আমি তাহাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলাম যে, সে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। সে বলিল, আমাকে ধাক্কা দিলে কেন? আমি বলিলাম, তুমি "হে রসূলুল্লাহ" বল নাই কেন? সে বলিল, আমরা তাঁহাকে ঐ নামে ডাকি যে নাম তাঁহার মুরব্বীগণ রাখিয়াছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার মুরব্বীগণ আমার নাম মোহাম্মদই রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর ঐ ইহুদী বলিল, আমি আপনার নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

www,BANGLAKITAB.com

আমি কিছু বর্ণনা করিলে উহা তোমাকে উপকৃত করিবে কি? সে বলিল, আমি উভয় কানে অর্থাৎ গুরুত্বের সহিত শুনিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সময় (গভীর চিন্তা মগ্নে) হাতের কাঠি দ্বারা মাটি খুঁড়িলেন, অতঃপর বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর। (তাহার কতিপয় প্রশ্ন ছিল–)

১. কিয়ামত অনুষ্ঠানে যমীন ও আসমানের পরিবর্তন সাধিত তথা একটার স্থলে অপরটা তৈরি হইবে ঐ সময় লোকজন কোথায় থাকিবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পুলসিরাতের নিকটবর্তী ঘনীভূত অন্ধকারের (ন্যায় যথা ঘন ও গাঢ় মেঘমালা সাদৃশ্য বস্তুর) উপরে থাকিবে।

২. লোকদের মধ্যে সর্বাগ্রে কোন শ্রেণী পুলসিরাত অতিক্রম করিবে (এবং বেহেশতে পৌছিবে)?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দরিদ্র মুহাজির শ্রেণী।

৩. বেহেশতীগণকে সর্বপ্রথম আপ্যায়ন কি বস্তুর দ্বারা করা হইবে?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মাছের কলিজার বর্ধিত খণ্ড।

৪. উহার পর মূল খাদ্য কি হইবে?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাঁহাদের জন্য বেহেশতের একটি ষাঁড় যবেহ করা হইবে– যেই ষাঁড়টি বেহেশতের দিকে দিকে চড়িয়া বেড়াইত।

৫. তাঁহাদের পানীয় কি হইবে?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বেহেশতের একটি ঝর্ণা হইতে– যাহার নাম 'সালসাবিল'।

ইহুদী ব্যক্তি বলিল, আপনি ঠিক ঠিক বলিয়াছেন। সে আরও বলিল, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি– মূল উদ্দেশ্য আমার এমন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করা যাহা একমাত্র নবী বা আরও এক দুইজন লোকই উহা জানিতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি উহা বর্ণনা করিলে উহা তোমাকে উপকৃত করিবে কি? সে বলিল, আমি উভয় কানে অর্থাৎ গুরুত্বের সহিত শ্রবণ করিব। মূলত আমি

www,BANGLAKITAB.com

সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি; (কি কারণে সন্তান মাতা বা পিতার আকৃতির হয়?)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পুরুষের বীর্য সাদা বর্ণের হয় এবং নারীর বীর্য হলদে বর্ণের হয়; (জরায়ুর ভিতরে) উভয়ের একত্রিত হওয়াকালে পুরুষের বীর্যের প্রাবল্য হইলে আল্লাহ তাআলার (সাধারণ নীতি অনুযায়ী তাঁহার) আদেশে সন্তান পুরুষের (বা তাহার বংশের) আকৃতি ধারণ করে। আর ঐ সময় নারীর বীর্যের প্রাবল্য হইলে আল্লাহ তাআলার আদেশে সন্তান নারী (বা তাহার বংশের) আকৃতি ধারণ করে।

ইহুদী ব্যক্তি বলিল, আপনি ঠিক বলিয়াছেন; বাস্তবিকই আপনি নবী। ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহার জিজ্ঞাসা করার সময় উহা আমার জানা ছিল না; আল্লাহ তাআলা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথম প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পূর্বের আসমানী কিতাবেও ছিল এবং পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে–

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

"(স্বৈরাচারীদের আযাব ঐ দিন হইবে) যে দিন এই যমীনের স্থলে অপর যমীন তৈরী হইবে এবং আসমানসমূহও এইরূপ হইবে। আর সকল লোক পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে।" (১৩ পারা, ১৯ রুকু)

যমীনের পরিবর্তন দুইবার হইবে– প্রথমবার শুধু আকৃতির পরিবর্তন হইবে। হযরত ইসরাফীলের শিঙ্গার ফুঁক দ্বারা আসমান-যমীন ধ্বংস হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়বার ফুঁকের দ্বারা যমীন পুনঃ অস্তিত্ববান হইবে এবং পূর্বের ন্যায় মাটির যমীনই হইবে, কিন্তু উহার আকৃতি ভিন্নরূপী হইবে যে, উহার মধ্যে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী আঁক-বাঁক হইবে না; ঐ যমীন হইতে সকল মানুষ জীবিত হইয়া বাহির হইবে। অতঃপর হিসাব-নিকাশের ময়দান হওয়ার জন্য এই মাটির যমীনকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ভিন্ন পদার্থের অন্য যমীন তৈরি করা হইবে।

উল্লেখিত আয়াতে পরিবর্তন দ্বারা উভয় পরিবর্তন উদ্দেশ্য। কারণ, উভয় পরিবর্তনই কিয়ামত অনুষ্ঠান লগ্নে হইবে। অবশ্য আলোচ্য হাদীসের মধ্যে

www,BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয় পরিবর্তনই উদ্দেশ্য; কারণ একটি বিলুপ্ত করিয়া অপরটি তৈরী করায় প্রশ্ন আসে মধ্যবর্তী সময়ে লোকজন কোথায় থাকিবে? সেই প্রশ্নেরই উত্তর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াছেন যে, পুলসিরাতের নিকটবর্তী এক সৃষ্টি-বিশেষের উপর হইবে। মুসলিম শরীফেরই আয়েশা (রাযি.) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে আসিবে, ঐ সময় লোকজন পুলসিরাতের উপর হইবে- উহা শুধু সংলগ্ন হিসাবে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সৃষ্টি-বিশেষের উপর হইবে যাহা পুলসিরাত সংলগ্নে হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হইয়াছে উহার যথার্থতা সুস্পষ্ট। কারণ, গরীবগণ ধনীগণের পাঁচশত বৎসর আগে বেহেশতে যাইবে বলিয়া অন্য একাধিক হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। গরীবদের মধ্যে যাহারা মুহাজির তথা আল্লাহ তাআলার জন্য দেশ-খেশ সর্বস্ব ত্যাগকারী হইবে তাহারা নির্দ্বিধায় সর্বাগ্রে বেহেশতে যাইবে।

❖ এই হাদীসের সর্বশেষ প্রশ্নোত্তর দ্বারা প্রমাণ হয় নারীদেরও বীর্য আছে, সুতরাং স্বপ্নদোষে উহা নির্গত হইতে পারে। অতএব নারীদের স্বপ্নদোষও গোসল ফরজ হইবে।

৪০৮. (মোসঃ) হাদীস। উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করেন-

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ قَالَ لَا اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِى عَلٰى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ

"আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! চুলের বেণী শক্ত করিয়া বুনন-স্বভাবের নারী আমি। হায়েজ ও জানাবাতের গোসলে ঐ বেণীর বুনন আমার খুলিয়া ফেলিতে হইবে কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না। তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মাথায় তিন আঁজল পানি ঢাল, (যেন চুলের গোড়া অবশ্যই ভিজিয়া যায়)। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি বহাইয়া পবিত্রতা হাসিল করিবে।"

৪০৯. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) অবগত হইলেন- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মহিলাগণকে আদেশ করিয়া থাকেন (ফরজ) গোসলের

www,BANGLAKITAB.com

সময় চুল ছাড়িয়া লওয়ার জন্য। তখন তিনি বলিলেন, ইবনে ওমরের প্রতি অত্যন্ত বিস্ময় যে, তিনি মহিলাদেরে (ফরজ গোসলের সময়) চুল ছাড়িয়া নেওয়ার আদেশ করেন। (তাঁহার যদি এতই কঠোরতা করিতে হয়) তবে তিনি তাহাদের চুল চাছিয়া ফেলার আদেশ করেন না কেন?

لَقَدْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَمَا اَزِيْدُ اَنْ اُفْرِغَ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلَاثَ اِفْرَاغَاتٍ

"আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একত্রে গোসল করিয়াছি; আমি (তাঁহার সম্মুখে) মাথায় তিনবার পানি ঢালার অতিরিক্ত কিছু করি নাই।"

৪১০. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আসমা (রাযি.) নাম্নী মদীনাবাসীনী এক মহিলা সাহাবী রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়েজের (পবিত্রতার) গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল–

فَقَالَ تَاْخُذُ اِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتّٰى تَبْلُغَ شُئُوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَاْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ اَسْمَاءُ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْنَ بِهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পানি এবং (শরীরের ময়লা কাটিবার জন্য কোন বস্তু– যথা) কুল-পাতা সংগ্রহ করিবে। অতঃপর পরিষ্করণ অতি সুন্দরভাবে সমাধা করিবে, তারপর মাথায় পানি ঢালিবে এবং খুব জোর দিয়া মাথা মর্দন করিবে, যেন হাত মাথার চুলের গোড়ায় গোড়ায় পৌছে। তারপর চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌছাইবে। অতঃপর কস্তুরী (অর্থাৎ যে কোন সুগন্ধি) জড়িত নেকড়া দ্বারা পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে। আসমা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা দ্বারা পরিচ্ছন্নতা কিরূপে? নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লজ্জা বোধে) স্পষ্ট বলিতে পারেন না, সেও বোঝে না, তাই (কটাক্ষ স্বরূপ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! (বোঝ না কেন?) ঐ নেকড়া দ্বারা পরিচ্ছন্নতা হাসিল করিবে।"

www,BANGLAKITAB.com

আয়েশা (রাযি.) গোপনে আসমা (রাযি.)কে বুঝাইলেন, ঐ নেকড়া (হায়েজের দুর্গন্ধময়) রক্ত নির্গত হওয়ার স্থানে ব্যবহার করিবে।

আসমা (রাযি.) নবীজীর নিকট জানাবাতের গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ

"এই ক্ষেত্রে শুধু পানি সংগ্রহ করিবে এবং ভালরূপে পরিষ্করণ সমাধা করার পর মাথায় পানি দিবে এবং মাথা মর্দন করিবে যেন মাথার চুলের গোড়ায় গোড়ায় হাত পৌঁছে, অতঃপর সর্ব শরীরে পানি বহাইবে।"

আয়েশা (রাযি.) বলেন, মদীনার রমণীরা অতি উত্তম; লজ্জাবোধ তাহাদিগকে শরীয়তের জ্ঞান লাভে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না।

৪১১. (তিঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ

"বড় নাপাকী প্রত্যেক লোমের নিচে পৌঁছিয়া থাকে, অতএব লোম ধুইবে এবং (লোমের নিচে) চামড়াও ধুইয়া পরিষ্কার করিবে।"

৪১২. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার পরে (ভিন্ন) অযু করিতেন না।"

ব্যাখ্যা ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষত ফরজ গোসলের আরম্ভে অযু করিতেন এবং তিনি লোকদেরকেও এই শিক্ষাই দিয়েছেন। ঐ অযুই যথেষ্ট হইবে, গোসলের পরে পুনঃ অযু করা নিষিদ্ধ হইবে। আর গোসলের আরম্ভে নিয়মিত অযু না করিয়া পূর্ণরূপে গোসল করিলে হানাফী মাযহাব মতে পুনঃ অযু না করিয়াও নামায পড়িতে পারে। এমনকি গোসল করায় অযুর উদ্দেশ্য না করিলেও নামায শুদ্ধ হইবে, অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে নিয়ত তথা উদ্দেশ্য করা ব্যতিরেকে অযুর সওয়াব লাভ হইবে না।

www,BANGLAKITAB.com

৪১৩. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

"পুরুষের লিঙ্গ শির স্ত্রীর যোনী-মুখ অতিক্রম করিলেই গোসল ফরজ হইয়া যাইবে।"

অর্থাৎ বীর্যপাত না হইলেও গোসল ফরজ হইবে।

৪১৪. (তিঃ) হাদীস। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বলিয়াছেন–

إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

"একমাত্র শুক্রপাত হইলে গোসল করিতে হইবে– এই নিয়ম ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুযোগ রূপে প্রচলিত ছিল; পরে ঐ নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে জানাবাতের ফরজ গোসলে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সহজ নিয়মরূপে ধার্য করা হইয়া ছিল যে, স্ত্রী সহবাসে শুক্রপাত হইলে গোসল ফরজ হইবে, নতুবা নহে। পরে এই নিয়ম নিষিদ্ধ ও রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৪১৩ নং হাদীসে বর্ণিত নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে– যাহার পক্ষে আরও বিভিন্ন হাদীস বিদ্যমান আছে।

৪১৫. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاِحْتِلَامِ

"শুক্রপাতেই শুধু গোসল ফরজ হইবে– এই নিয়ম স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে এখনও বলবৎ আছে।"

ব্যাখ্যা ঃ শুধু শুক্রপাতে গোসল ফরজ হওয়ার নিয়ম স্ত্রী সহসাবে তো রহিত হইয়াছে; ঐ ক্ষেত্রে শুক্রপাত ছাড়াও গোসল ফরজ হইবে। পক্ষান্তরে স্বপ্নদোষ ক্ষেত্রে একমাত্র শুক্রপাত হইলেই গোসল ফরজ হইবে। যদি স্বপ্নে নারী-সঙ্গম উপভোগ করে, কিন্তু শুক্রপাত হয় নাই তবে গোসল ফরজ হইবে না।

৪১৬. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

www,BANGLAKITAB.com

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে, (নিদ্রাভঙ্গে শুক্রপাতের নিদর্শন– কাপড়) ভিজা দেখিতে পাইল, অথচ স্বপ্নদোষের কথা তাহার মনে পড়ে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে গোসল করিতে হইবে। আর ঐ ব্যক্তি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইল যে, শুক্রপাতের স্বপ্ন দেখিয়াছে, অথচ কাপড় ভিজা মোটেই দেখিতেছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার গোসল করিতে হইবে না।"

৪১৭. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ

"কোন কোন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করিয়া আমার নিকট আসিতেন এবং (শীতের দরুন) আমার (শরীর) হইতে তাপ গ্রহণ করিতে চাহিতেন; আমি তাঁহাকে আমার সহিত জড়াইয়া লইতাম– অথচ তখনও আমি গোসল করি নাই।"

৪১৮. (আঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا

"তোমাদের কেহ স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিয়া পরে দ্বিতীয়বার সঙ্গমের ইচ্ছা করিলে তাহার কর্তব্য হইবে মধ্য ভাগে অযু করিয়া নেওয়া।"

৪১৯. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ

www,BANGLAKITAB.com

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাত অবস্থায় খাইতে বা শুইতে ইচ্ছা করিলে অযু করিয়া নিতেন।"

৪২০. (আঃ) হাদীস। আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতওয়ালাদের জন্য সুযোগ প্রদান করিয়াছেন– আহার করিতে চাহিলে বা পান করিতে চাহিলে অথবা ঘুমাইতে চাহিলে সাময়িক (গোসল করা ব্যতিরেকে শুধু) অযু করিয়া নেয়।"

৪২১. (আঃ) হাদীস। গোজায়ফ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল প্রথম রাত্রে করিতেন, না শেষ রাত্রে করিতেন? তিনি বলিলেন, কোন সময় প্রথম রাত্রে করিতেন, কোন সময় শেষ রাত্রে করিতেন। আমি (আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দানে) বলিলাম, আল্লাহু আকবার– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি এই কাজের নিয়ম প্রশস্ত করিয়াছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামায প্রথম রাত্রে পড়িতেন, না শেষ রাত্রে? তিনি বলিলেন, কখনও প্রথম রাত্রে পড়িতেন, কখনও শেষ রাত্রে। আমি বলিলাম, আল্লাহু আকবার– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি এই কাজের নিয়ম প্রশস্ত করিয়াছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, কুরআন তিলাওয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ করিয়া পড়িতেন, না নিঃশব্দে পড়িতেন। তিনি বলিলেন, কোন সময় শব্দ করিয়া পড়িতেন আর কোন সময় নিঃশব্দে পড়িতেন। আমি বলিলাম, আল্লাহু আকবার– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এই কাজের নিয়ম প্রশস্ত করিয়াছেন।

৪২২. (আঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ

www,BANGLAKITAB.com

"(রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না ঐ ঘরে যেই ঘরে ছবি থাকে, ঐ ঘরেও না যেই ঘরে কুকুর থাকে, ঐ ঘরেও না যেই ঘরে জানাবাতওয়ালা থাকে।"

৪২৩. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَمَسَّ مَاءً

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাত অবস্থায় পানি ব্যবহার না করিয়াও (সময়ে) ঘুমাইতেন।"

❖ ইমাম আবু দাউদ (রহ.) একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই হাদীসে (মধ্যবর্তী রাবী বা সাক্ষী) আবু ইসহাক অলক্ষ্যে ভুল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।"

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাত অবস্থায় ঘুমাইতে চাহিলে অন্তত অযু অবশ্যই করিয়া নিতেন।

৪২৪. (শাঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সময়ে) মলত্যাগ হইতে আসিয়া আমাদেরে কুরআন পড়াইয়াছেন, আমাদের সঙ্গে গোশত আহার করিয়াছেন। কুরআন পড়ায় কোন বস্তু তাঁহাকে বাধা দিত না একমাত্র জানাবাত ব্যতীত।"

৪২৫. (আঃ) হাদীস। হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। একদা তাঁহার সহিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হাত বাড়াইলেন; (মুসাফাহা করার জন্য)। তিনি বলিলেন, আমি তো নাপাক অবস্থায় আছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

www,BANGLAKITAB.com

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ

"নিশ্চয় মুসলমান (কোন অবস্থাতেই এইরূপ) নাপাক নয় (যে, তাহাকে স্পর্শ করাও জায়েয না থাকে)।"

৪২৬. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আসিয়া লক্ষ্য করিলেন, (মসজিদ সংলগ্নের বাড়ীওয়ালা) সাহাবীগণ তাঁহাদের গৃহের দরওয়াজা মসজিদের ভিতর দিকে রাখিয়াছেন। তিনি আদেশ করিলেন, এই সব গৃহের দরওয়াজা মসজিদ হইতে ফিরাইয়া দাও। অতঃপর তিনি নিজ গৃহে চলিয়া আসিলেন; লোকগণ ঐ কাজ সমাধা করিল না– এই আশায় যে, হয়ত এই ব্যাপারে সুযোগের আদেশ প্রবর্তিত হইতে পারে। ইহার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, এই সব গৃহের দরওয়াজা মসজিদ হইতে ফিরাইয়া নাও। কারণ–

فَإِنِّىْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

"আমি মসজিদকে হালাল করি না ঋতুবতী ও জানাবাতওয়ালার জন্য।"

অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর লোকদের জন্য মসজিদে পদার্পণ হারাম; অথচ গৃহের দরওয়াজা মসজিদের ভিতর দিয়া হইলে তাহাদেরও যাতায়াত হইবে।

৪২৭. (আঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায (প্রথমে) পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ হইয়াছিল। (যাহার পূর্ণ বিবরণ মেরাজের হাদীসসমূহে বর্ণিত রহিয়াছে। তদ্রূপ) জানাবাতের গোসলেও (প্রত্যেক অঙ্গ) সাতবার করিয়া ধোয়ার নিয়ম ছিল এবং কাপড়ে পেশাব লাগিলেও সাতবার করিয়া ধোয়ার নিয়ম ছিল।

فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উহা লাঘবের জন্য আল্লাহর দরবারে) বার বার আবেদন করিয়াছেন; অবশেষে নামায পাঁচ ওয়াক্ত, জানাবাতের গোসল এক একবার এবং পেশাব (পূর্ণরূপে) ধোয়াও একবার নির্ধারিত করা হইয়াছে।"

www,BANGLAKITAB.com

৪২৮. (আঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি জানাবাতের গোসলে একটি মাত্র চুলের জায়গা ছাড়িয়া দিবে– অতটুকু পরিমাণ জায়গা ধৌত না করিবে, উহার কারণে ঐ ব্যক্তির উপর দোযখের নানাবিধ আযাবের ব্যবস্থা করা হইবে।"

আলী (রাযি.) বলেন, নবীজীর ঐ সতর্কবাণীর কারণেই আমি আমার মাথার (চুলের) সহিত শত্রুর ভূমিকা পালন করি– এই কথা তিনবার বলিলেন।

❖ মাথার সহিত শত্রুতা করার অর্থ মাথা মুড়াইয়া ফেলা। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন স্বরূপ আলী (রাযি.) উহা করিতেন; যেন ফরজ গোসলে চুল পরিমাণ জায়গাও শুষ্ক থাকিতে না পারে।

❖ ফরজ গোসলের সময় মাথার চামড়া ভিজিবার জন্য মাথায় চুল না রাখা সহজ উপায়। আলী (রাযি.) সহজ হিসাবে এই পন্থা অবলম্বন করিতেন। যদি কেহ মাথায় বাবরী রাখে যেরূপ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখিতেন তবে তাহাকে মাথার চামড়া ভিজাইবার জন্য বিশেষ সতর্কতার পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রূপই করিতেন।

৪২৯. (আঃ) হাদীস। সাওবান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেমতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتّٰى يَبْلُغَ أُصُوْلَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَّا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلٰثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا

"পুরুষ (তাহার চুলে বেণী করিয়া থাকিলে ফরজ গোসলে) তাহার মাথার বেণী অবশ্যই খুলিবে এবং মাথা ধৌত করিবে– যেন চুলের গোড়া পর্যন্ত ধোয়া হয়। আর মহিলা তাহার বেণী না ভাঙ্গিলে কোন দোষ হইবে না; সে দুই হাতের আঁজলে তিনবার মাথায় পানি বহাইয়া দিবে।"

www,BANGLAKITAB.com

❖ মহিলাদের চুল খোলা থাকিলে চুলের গোড়া সহ সম্পূর্ণ চুলগুলি ভিজাইতে হইবে। বেণী বাঁধা থাকিলে চুলের গোড়াসমূহে পানি পৌঁছাইতে হইবে– ইহা ফরজ। আর বেণী না খুলিয়া উহা পানিতে ভিজাইয়া নিংড়াইবে।

৪৩০. (ইঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল সমাপ্ত করিয়া আসার পর শরীরের এক স্থানে সামান্য পরিমাণ অংশ শুষ্ক দেখিতে পাইলেন– উহাতে পানি লাগে নাই। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চুল নিংড়াইয়া ঐ স্থানে পানি দিলেন।"

৪৩১. (ইঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি জানাবাতের গোসল করিয়া ফজরের নামায পড়িয়াছি, অতঃপর প্রভাতের আলো আসিলে দেখিয়াছি, আমার দেহে নখের পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রহিয়াছে– উহাতে পানি লাগে নাই। র ়সুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ

"(নামায পড়ার পূর্বে) ঐ স্থানে তোমার ভিজা হাতের মর্দন যথেষ্ট হইত।" অর্থাৎ ঐরূপ না হওয়ায় এখন ঐ শুষ্ক স্থানকে ধুইয়া পুনঃ নামায পড়িতে হইবে।

মাসআলা ঃ ফরজ গোসলে শরীরের কোন স্থান শুষ্ক থাকিয়া গেলে ভিজা হাতের মর্দন দ্বারা উহাকে ভিজাইলে অথবা অন্য অঙ্গের ঝরা বা আর্দ্রতার দ্বারা ঐ স্থান ভিজাইয়া দিলেই গোসল সম্পন্ন হইয়া যাইবে। যেরূপ ৪৩০ নং হাদীসের ঘটনায় স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন এবং ৪৩১ নং হাদীসে বলিয়াছেন।

পক্ষান্তরে অযুর মধ্যে ঐরূপ শুষ্ক থাকিলে হাতে বিদ্যমান অযুর অবশিষ্ট আর্দ্রতা অথবা নতুন পানির আর্দ্রতা দ্বারা মর্দন করিলে অযু সম্পন্ন হইবে। কিন্তু অন্য অঙ্গ হইতে আর্দ্রতা গ্রহণ বা দাড়ির ঝরা দ্বারা মর্দন করিলে অযু সম্পন্ন হইবে না।

www,BANGLAKITAB.com

৪৩২. (ইঃ) হাদীস। ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিলেন, এক ব্যক্তি অযু করিয়া (নামায পড়িয়া) আসিয়াছে। তাহার অযুর মধ্যে নখ পরিমাণ স্থান শুষ্ক থাকিয়া গিয়াছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পুনঃ অযু করিয়া পুনরায় নামায পড়িতে আদেশ করিলেন।"

৪৩৩. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফরজ) গোসল করিয়া (ফরজ নামাযের সুন্নত) দুই রাকাত নামায এবং ফজরের (ফরজ) নামায আদায় করিতেন; আমি তাঁহাকে দেখি নাই গোসলের পরে নতুন অযু করিতে।

ব্যাখ্যা ঃ তাহাজ্জুদ নামায হইতে অবসর হইয়া স্ত্রী সহবাস করিলে তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ করিতেন।

৪৩৪. (নাঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পরে অযু করিতেন না।

৪৩৫. (ইঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهٖ لَا يَمَسُّ مَاءً

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সময়ে স্ত্রী সহবাসকারীরা সেই অবস্থায়ই ঘুমাইয়া পড়িতেন– পানি ব্যবহার না করিয়াই।" (অতঃপর জাগ্রত হইয়া গোসল করিতেন।)

❖ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী সহবাসের পর অন্ততঃ অযু না করিয়া ঘুমাইতেন না। অবশ্য অনেক সময় গোসল করিতেন পরে জাগ্রত হইয়া।

৪৩৬. (মেঃ) হাদীস। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ

"তিন প্রকার মানুষ– (রহমতের) ফেরেশতা তাহাদের কাছেও যান না। ১. কাফেরের মৃত দেহ। ২. যে পুরুষ খালুক (এক প্রকার রঙিন সুগন্ধি যাহা মহিলাদের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট–) ব্যবহার করে। ৩. বড় নাপাক ব্যক্তি; অবশ্য যদি সে অযু করিয়া নেয়।

সতর সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রয়োজন

'সতর' বলা হয় শরীরের ঐসব অংশকে যাহা ঢাকিয়া রাখার আদেশ ও বিধান শরীয়ত কর্তৃক বলবৎ রহিয়াছে।

পুরুষের জন্য 'সতর' হইল– নাভির নিচ হইতে হাটুদ্বয়ের নিচ পর্যন্ত সর্বময় শরীরের অংশ। এই সীমার মধ্যে যে সব অঙ্গ রহিয়াছে উহা নামাযের মধ্যে ঢাকিয়া রাখা নামায শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। এমনকি এই সীমার অন্তর্ভুক্ত কোন একটি অঙ্গের চতুর্থাংশ সীমার দেহাংশ নামায ব্যতিরেকেও ঢাকিয়া রাখা ফরজ। উহার কোন অংশ খোলা রাখিলে ফরজ লংঘনের গোনাহ হইবে। অবশ্য সতরের উল্লিখিত সীমা হানাফী মাযহাবের মতামত, অন্য মাযহাবে উক্ত সীমার ব্যতিক্রম রহিয়াছে।

মহিলাদের 'সতর' উল্লিখিত সীমার সহিত আরও ১৬টি অঙ্গের সমবায়। ১. মাথা, ২. পূর্ণ চুল, ৩. বুক, ৪. পেট, ৫. পিঠ– উভয় পার্শ্বদেশ ও উভয় কাঁধ সহ, ৬. ঘাড়, ৭–৮. দুই পায়ের দুই গোছা গিঁঠদ্বয় সহ, ৯–১০. দুই স্তন, ১১–১২. দুই কান, ১৩–১৪. দুই বাহু– কনুইর নিচ পর্যন্ত, ১৫–১৬. দুই হাত– কজির গিঁঠসহ।

মহিলাদের জন্য উপরোক্ত সীমা ছাড়াও এই ১৬টি অঙ্গ নামাযের মধ্যে সতর পরিগণিত। অতএব উহার যে কোন একটি অঙ্গের চতুর্থাংশ কিছু সময় খোলা থাকিলে নামায বাতিল হইয়া যাইবে।

পর্দার ব্যাপারে তারতম্য রহিয়াছে– বেগানা পুরুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের শুধু হাতের পাঞ্জা ও গিঁটের নিচ হইতে পদদ্বয় ব্যতীত সর্বাঙ্গই পর্দার অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যুবতী নারীর চেহারাও এই ক্ষেত্রে পর্দার অন্তর্ভুক্ত; অথচ

www,BANGLAKITAB.com

উহা সতরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর যাহাদের সঙ্গে চিরকালের জন্য বিবাহ হারাম ঐরূপ রক্তের সম্পর্কধারী আপনজনদের ক্ষেত্রে মাথা, বাহু- কাঁধ হইতে পূর্ণ হাত, পায়ের গোছা এবং শুধু বুক পর্দার অন্তর্ভুক্ত নহে; যদিও এইসব নামাযের ক্ষেত্রে সতরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই ক্ষেত্রে চেহারাও পর্দার অন্তর্ভুক্ত নহে। আর মুসলমান মহিলার ক্ষেত্রে অপর মহিলার পর্দা শুধু নাভির নিচ হইতে হাটুর নিচ পর্যন্ত। কিন্তু অমুসলিম মহিলা বেগানা পুরুষের ন্যায় পরিগণিত।

মাসআলা ঃ মহিলার যে অঙ্গ যাহার জন্য দেখা জায়েয নয়, তাহা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ।

৪৩৭. (মোসঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِى الْمَرْاَةُ اِلَى الْمَرْاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"কোন পুরুষ অপর পুরুষের সতর দেখিবে না, কোন মহিলাও অন্য মহিলার সতর দেখিবে না। (অর্থাৎ উভয়ে এক শ্রেণীভুক্ত হইলেও একে অন্যের সতর দেখা জায়েয নহে। এতদ্ভিন্ন) কোন পুরুষ অপর পুরুষের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে এক চাদরের ভিতরে থাকিবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে এক চাদরের ভিতরে থাকিবে না। (অর্থাৎ উভয়ে একই শ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও ঐরূপ থাকিবে না। কারণ, উহাতে পরস্পর সতর স্পর্শের সম্ভাবনা নিতান্তই স্বাভাবিক।)"

৪৩৮. (মোসঃ) হাদীস। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একটি ভারি পাথর উঠাইয়া নিয়া আসিতে ছিলাম; আমার পরনের লুঙ্গি ঢিলা ছিল; উহা খসিয়া পড়িয়া গেল। আমার হাতে পাথরটি ছিল– যাহা নামাইয়া রাখার সুযোগ হইল না বিধায় (অন্ধকার যুগের নিয়মে উলঙ্গ অবস্থায়ই) আমি উহাকে উহার স্থানে নিয়া ফেলিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন–

www,BANGLAKITAB.com

اِرْجِعْ اِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوْا عُرَاةً

"সত্বর স্বীয় লুঙ্গির প্রতি ফিরিয়া যাইয়া উহা পরিধান কর; কখনও উলঙ্গ অবস্থায় চলিও না।"

৪৩৯. (তিঃ) হাদীস। বাহয ইবনে হাকীম (রহ.) স্বীয় পিতার মাধ্যমে দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সতর কোন অবস্থায় ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং কোন অবস্থায় না ঢাকিলেও চলে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَّا يَرَاهَا اَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُوْنُ خَالِيًا قَالَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰى مِنْهُ

"তোমার স্ত্রী অথবা (শরীয়তের বিধান মতে ইসলামী জিহাদ পরিচালনার যুগে) মালিকানা সত্ত্বাধীনস্থ নারী (সম্পর্কীয় আচার-ব্যবহার) ছাড়া সর্ব ক্ষেত্রেই তোমার সতর সযত্নে আবৃত রাখিতে হইবে। ঐ সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন– একজন পুরুষ অপর একজন পুরুষের সাথে আছে (কোন মহিলার সাথে নয়– সেই ক্ষেত্রেও কি সতর খোলা যাইবে না?) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেহ তোমার সতর না দেখিতে পারে– ইহার জন্য তোমার শক্তি-সামর্থ্য যাবৎ থাকিবে তাহা করিতেই হইবে। (সাহাবী বলেন,) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন লোক একাকী রহিয়াছে– (তাহার সতর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে কেন?) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর সম্মুখে লজ্জাবোধ করা তো অধিক কর্তব্য।"

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তো সর্বক্ষেত্রের অবস্থায় জ্ঞাত থাকেন; তাঁহার বিধান বিরোধী কাজ করা হইতে সর্বক্ষেত্রেই লজ্জাবোধ করা কর্তব্য। একাকী অবস্থায় সতর খুলিলে তখন অন্য লোক হইতে লজ্জাবোধ করার প্রয়োজন থাকিবে না, কিন্তু আল্লাহর বিধান বিরোধী কাজ করা হইতে লজ্জাবোধ করার প্রয়োজন ঐ ক্ষেত্রেও থাকিবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ঐ অবস্থার কার্যও জ্ঞাত থাকিবেন, অথচ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে সতর খোলা আল্লাহর বিধান বিরোধী।

www,BANGLAKITAB.com

৪৪০. (তিঃ) হাদীস। যুরআ (রহ.) স্বীয় দাদা জারহাদ (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে জারহাদ (রাযি.)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তখন তাঁহার উরু উন্মুক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, উরু ঢাকিয়া রাখ; উহা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

৪৪১. (তিঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ

"উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত।"

৪৪২. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّى فَاِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَّا يُفَارِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلَى اَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوْهُمْ وَاَكْرِمُوْهُمْ

"উলঙ্গ না হওয়ায় যত্নবান থাক; তোমাদের সঙ্গে সর্বদা যে ফেরেশতাগণ রহিয়াছেন তাঁহারা তোমাদের হইতে পৃথক হন না– একমাত্র পেশাব-পায়খানার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের সময় ব্যতীত। তাঁহাদের হইতে লজ্জাবোধ কর এবং তাঁহাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ।"

অর্থাৎ ফেরেশতা যখন সঙ্গী থাকেন তখন উলঙ্গ হওয়া প্রকারান্তরে তাঁহাদের হইতে লজ্জা না করা এবং তাঁহাদের অসম্মান করার শামিল।

৪৪৩. (আঃ) হাদীস। ইয়ালা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَيِىٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে খোলা জায়গায় (উলঙ্গ) গোসল করিতে দেখিলেন, অতঃপর তিনি (ঐ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়া

www,BANGLAKITAB.com

আলোচনা করার জন্য ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে) মিম্বরে আরোহন করিলেন এবং (ভাষণের আরম্ভে) আল্লাহর তাআলার প্রশংসা ও সানা-সিফাত বর্ণনান্তে বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা লজ্জাবোধের আদেশ করিয়াছেন এবং উলঙ্গ না হওয়ার আদেশ করিয়াছেন। তিনি লজ্জা-শরমকে ভালবাসেন এবং উলঙ্গ না হওয়াকে পছন্দ করেন; অতএব তোমাদের যে কেহ (উলঙ্গ) গোসল করিবে তাহার কর্তব্য হইবে পর্দার আড়ালে হওয়া।"

৪৪৪. (আঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, উরু খুলিও না এবং কোন জীবিত বা মৃতের উরুর প্রতি দেখিও না।"

৪৪৫. (মেঃ) হাদীস। মোহাম্মদ ইবনে জাহাশ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মামার (রাযি.) সাহাবীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তাঁহার উরুদ্বয় উন্মুক্ত ছিল; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَاِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ

"হে মামার! উরুদ্বয়কে ঢাকিয়া রাখ; উরুদ্বয় সতরের অন্তর্ভুক্ত।"

অগ্নিস্পর্শিত বস্তু পানাহারের কারণে পুনঃ অযু করা?

৪৪৬. (মোসঃ) হাদীস। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"অগ্নিস্পর্শিত বস্তুর (খাওয়া বা পান করার) দরুন (পুনঃ) অযু করিতে হইবে।"

৪৪৭. (মোসঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম (আ.) আবু হুরায়রা (রাযি.)কে মসজিদের ছাদের উপর অযু করিতে দেখিলেন। আবু হুরায়রা (রাযি.) (তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কয়েক খণ্ড পনীর খাইয়াছিলাম,

www,BANGLAKITAB.com

তাই (নতুন) অযু করিতেছি। কারণ, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"অগ্নিস্পর্শিত বস্তুর (পানাহার) কারণে তোমরা (নতুন) অযু করিও।"

৪৪৮. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"তোমরা অগ্নিস্পর্শিত বস্তুর (পানাহারে) অযু করিও।"

৪৪৯. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"নিশ্চয় একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলের সম্মুখ-রান (হইতে গোশত) খাইয়াছেন, অতঃপর নামায পড়িয়াছেন, অথচ (নতুন) অযু করেন নাই।"

৪৫০. (মোসঃ) হাদীস। আমর ইবনে উমাইয়্যা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ يَاْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"তিনি দেখিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগলের (আস্ত) সম্মুখ রান হইতে গোশত কাটিয়া খাইয়াছেন, তারপর নামায পড়িয়াছেন, অথচ নতুন অযু করেন নাই।"

৪৫১. (মোসঃ) হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মুনা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁহার গৃহে ছাগলের সম্মুখ-রানের গোশত খাইয়াছেন, তারপর নামায পড়িয়াছেন; অথচ (নতুন) অযু করেন নাই।

৪৫২. (মোসঃ) হাদীস। আবু রাফে (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– তিনি বলিয়াছেন, আমি সাক্ষী দিতেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www,BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের জন্য ছাগলের কলিজা ভাজা করিয়া দিয়াছি; (তিনি উহা খাইয়াছেন) তারপর তিনি নামায পড়িয়াছেন এবং নতুন অযু করেন নাই।

৪৫৩. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা-কাপড় পরিধান করিয়া নামাযের জন্য বাহির হইবেন– এমতাবস্থায় রুটি ও গোশতের হাদিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল। উহা হইতে তিনি তিন লোকমা খাইলেন, অতঃপর লোকদেরে নিয়া জামাতে নামায পড়িলেন, অথচ তিনি (নতুন অযুর জন্য) পানি স্পর্শও করেন নাই।

৪৫৪. (তিঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ اَقِطٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ اَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيْمِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَا ابْنَ اَخِىْ اِذَا سَمِعْتَ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْاَمْثَالَ

"অগ্নিস্পর্শিত বস্তু ব্যবহারের দরুন (নতুন) অযু করিতে হইবে– যদিও এক খণ্ড পানীর হয়। (অর্থাৎ দুধ আগুনে গরম করিয়া পনীর তৈরি করা হয়। অতএব উহা অগ্নিস্পর্শিত; উহা খাইলে নামাযের জন্য নতুন অযু করিতে হইবে।")

আবু হুরায়রা (রাযি.) এই হাদীস বর্ণনা করিলে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন– বলুন তো, তৈল ব্যবহার করায় কি (নতুন) অযু করিতে হইবে? (সেই যুগে যয়তুন সিদ্ধ করিয়া উহার তৈল বাহির করা হইত।) গরম পানি ব্যবহার করায়ও কি অযু করিতে হইবে?

(হাদীসের বিষয়বস্তুর বিপক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন করা হাদীসের সম্মান ও আদবের বিপরীত, তাই) আবু হুরায়রা (রাযি.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)কে (সতর্ক করণার্থে) বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনিয়া উহার বিপক্ষে নজির দেখাইবে না।

৪৫৫. (তিঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন

www,BANGLAKITAB.com

আমিও তাঁহার সঙ্গী হইলাম। তিনি এক আনসারী মহিলার গৃহে আসিলেন। ঐ মহিলা তাঁহার জন্য একটি ছাগল যবেহ করিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা খাইলেন, অতঃপর মহিলা তাঁহার সম্মুখে থালায় করিয়া পাকা খেজুর উপস্থিত করিলেন, উহা হইতেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইলেন। তারপর অযু করিয়া জোহরের নামায পড়িলেন। নামায হইতে অবসর হওয়ার পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মহিলার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। (বিকাল বেলায়) ঐ মহিলা ছাগলের অবশিষ্ট গোশত হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করিলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা খাইয়া আসরের নামায পড়িলেন– ঐ নামাযের জন্য (নতুন) অযু করিলেন না।

৪৫৬. (আঃ) হাদীস। মুগীরা ইবনে শোবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতিথি হইলাম। তিনি একটি বড় খণ্ড ছাগলের গোশত ভুনা করার আদেশ করিলেন। উহা হইতে (তিনি নিজেও খাইতে লাগিলেন এবং) আমাকে কাটিয়া কাটিয়া দিতে লাগিলেন। এমতাবস্থায় বেলাল (রাযি.) আসিয়া নামাযে যাইবার জন্য সংবাদ দিলেন; (গোশতের বড় খণ্ড হইতে কাটিয়া লওয়ার) ছুরিটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং (মেহমানকে লইয়া খাওয়া শেষ করার সুযোগ না দেওয়ায়) বেলালের প্রতি বিরক্তি প্রকাশের উক্তি করিয়া নামাযের জন্য চলিয়া গেলেনন এবং নতুন অযু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করিলেন।

ঐ সময় আমার মুখে মোচ বড় হইয়া গিয়াছিল; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে আমার মোচ কাটিয়া (ছোট করিয়া) দিলেন।

৪৫৭. (আঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতজন সঙ্গীর একজন ছিলাম এক ব্যক্তির গৃহে। তদবস্থায় বেলাল (রাযি.) আসিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের সংবাদ জানাইলেন। আমরা সকলে নামাযের জন্য চলিলাম; ঐ (গৃহে স্বামী) ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতে ছিলাম, তাহার (গোশতের) ডেক আগুনের উপর (পাক হইতে) ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

www,BANGLAKITAB.com

তোমার ডেক পাক হইয়া সারিয়াছে কি? ঐ ব্যক্তি বলিল, হাঁ– আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেক হইতে এক টুকরা গোশত উঠাইয়া লইলেন; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ গোশত খণ্ড চিবাইতে ছিলেন, অবশেষে তিনি নামায আরম্ভ করিয়া দিলেন; নবীজীর কার্যক্রম আমি বিশেষভাবে অবলোকন করিতে ছিলাম।

৪৫৮. (নাঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে হাত্তাব (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) (কৌতুহল প্রকাশার্থে) বলিলেন, কোন বস্তুকে আল্লাহর কিতাব– কুরআন শরীফে হালাল দেখিতে পাইয়া ব্যবহার করিলাম– সেই ক্ষেত্রেও আমাকে (নতুন) অযু করিতে হইবে শুধু এই কারণে যে, উহা অগ্নিস্পর্শিত হইয়াছে? (এতদশ্রবণে) আবু হুরায়রা (রাযি.) কতকগুলি কাঁকর একত্রিত করিয়া বলিলেন, এই কাঁকরগুলির যত সংখ্যা তত বার আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– অগ্নিস্পর্শিত বস্তুর (পানাহারের) দরুন তোমরা (নতুন) অযু করিও।

৪৫৯. (নাঃ) হাদীস। আবু তালহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

تَوَضَّئُوْا مِمَّا اَنْضَجَتِ النَّارُ

"আগুনে পাকানো হইয়াছে এইরূপ বস্তু (খাওয়া বা পান করায়) তোমরা (নতুন) অযু করিও।"

৪৬০. (নাঃ) হাদীস। আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন– একদা তিনি তাঁহার খালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাযি.)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাঁহাকে ছাতুর শরবত পান করাইলেন, অতঃপর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, (নতুন) অযু করিয়া নিও। নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অগ্নিস্পর্শিত বস্তুর (খাওয়া বা পান করার) দরুন অযু করিও।

৪৬১. (নাঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (অগ্নিস্পর্শিত বস্তু ব্যবহারে নতুন অযু করা না করা–) উভয়ে প্রকারের আমলের মধ্যে

www,BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ দিকের আমল ইহাই ছিল যে, তিনি অযু করিতেন না।

৪৬২. (ইঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন– আমি যেন বধির হইয়া যাই যদি আমি শুনিয়া না থাকি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা অগ্নিস্পর্শিত বস্তুর (ব্যবহার) দরুন (নতুন) অযু করিও।

৪৬৩. (ইঃ) হাদীস। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাযি.) ও ওমর (রাযি.) রুটি ও গোশত খাইয়াছেন, অতঃপর তাঁহারা (নতুন) অযু করেন নাই।

৪৬৪. (মেঃ) হাদীস। আবু রাফে (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তাঁহাকে ছোট একটি ছাগল-শাবক হাদিয়া দেওয়া হইল। আবু রাফে (রাযি.) উহাকে (যবেহ করিয়া বড় বড় ৬/৭ খণ্ড করা পূর্বক) ডেকচির মধ্যে রান্না করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিলেন এবং উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু রাফে (রাযি.) বলিলেন, একটি ছাগল আমাদেরে হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল– উহাকে ডেকচির মধ্যে রান্না করিয়াছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু রাফে! উহার একটি সম্মুখ-রান আমাকে দাও। (আবু রাফে বলেনঃ) আমি তাঁহাকে একটি রান দিলাম। অতঃপর আবার তিনি বলিলেন, আমাকে আর একটি রান দাও। আমি তাঁহাকে অপর রানটি দিলাম। আবার তিনি বলিলেন, আমাকে আর একটি সম্মুখ-রান দাও। তখন আবু রাফে (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! একটি ছাগলের সম্মুখের রান দুইটিই হইয়া থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু রাফে (রাযি.)কে বলিলেন, তুমি যদি চুপ থাকিতে তবে একের পর এক রান দিতে পারিতে যাবৎ চুপ থাকিতে। (আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূলের মুখের বাক্য ঠিক রাখার জন্য বিশেষ কুদরত প্রকাশ করিতেন– ডেকে হাত দিলেই সম্মুখ-রান পাওয়া যাইত।)

তারপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাহিলেন এবং কুল্লি করিলেন, হাতের আঙ্গুলসমূহের অগ্রভাগ ধুইয়া ফেলিলেন। অতঃপর চলিয়া গেলেন এবং নামায পড়িলেন (নতুন অযু করিলেন না)। নামায

www,BANGLAKITAB.com

আদায়ের পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের নিকট ঐ গোশত পাইলেন– তখন উহা ঠাণ্ডা হইয়াছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা খাইলেন, তারপর মসজিদে গেলেন এবং নামায পড়িলেন; (অথচ নতুন অযুর জন্য) পানি স্পর্শও করিলেন না।

৪৬৫. (মেঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ও উবাই (রাযি.) এবং আবু তালহা (রাযি.) এক সঙ্গে বসিয়া ছিলাম; আমরা গোশত ও রুটি খাইলাম। অতঃপর আমি অযুর পানি চাহিলাম; তাঁহারা উভয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অযু করিবে কেন? আমি বলিলাম, এই খাদ্যের জন্য– যাহা খাইয়াছি। (কারণ, ইহা অগ্নিস্পর্শিত বস্তু।) তাঁহারা বলিলেন, পবিত্র জিনিস খাইয়াও কি অযু করিবে? যাহা খাইয়া তোমার অপেক্ষা বহু উত্তম যিনি ছিলেন তিনিও অর্থাৎ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করেন নাই।

আলোচনা ঃ আগুনে রান্না করা বা গরম করা বস্তু খাইলে অথবা পান করিলে অযু নষ্ট হয়? নামাযের জন্য নতুন অযু করিতে হয়? এই সম্পর্কে উভয় রকমের হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে। চার মাযহাবের সকল ইমামগণই অযু নষ্ট না হওয়া পক্ষের হাদীসসমূহকেই এই মাসআলার মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করিয়াছেন। নতুন অযু করার আদেশ-পক্ষীয় হাদীসসমূহকে তাঁহারা মুস্তাহাবের বর্ণনা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা দ্বারা অযুর মূলত নষ্ট হয় না, অবশ্য নতুন অযু করা মুস্তাহাব। মুস্তাহাব হওয়ার একটি কারণও আছে–

শয়তানের তাছীর প্রতিরোধে এবং উহার প্রতিকারে অযুকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার কুদরতের বিশেষ হাতিয়ার বা অস্ত্র বানাইয়া দিয়াছেন। যথা– ২০২ নং হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের ঘুমের অবস্থায় তাহার নাসিকার অভ্যন্তরীণ উপরি ভাগে শয়তান অবস্থান করে। ঐ স্থানটি মানব দেহের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। চোখ, কান, নাক ও মস্তিষ্কের সংযোগ স্থল উহা; তাই শয়তান তথায় অবস্থান করে। শয়তান অবস্থানের অশুভ প্রতিক্রিয়ার ছাপ তথা হইতে মুছিয়া দেওয়ার জন্য অযুর অঙ্গ নাকে পানি দেওয়া একটি বিশেষ উপায়। তদ্রূপ এক হাদীসে বর্ণিত আছে– সাধারণত

www,BANGLAKITAB.com

মানুষের মধ্যে পার্থিব ক্রোধ শয়তানের তাছীরে সৃষ্টি হয়; উহা প্রশমনে অযু একটি উত্তম ব্যবস্থা।

শয়তানের সৃষ্টি আগুন হইতে; আগুনের মাধ্যমে শয়তান মানুষের জাহেরী ও বাতেনী ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়। এই সূত্রেই আগুন মানুষের শত্রু, যেমন শয়তান মানুষের শত্রু। মেশকাত শরীফ ৩৭৩ পৃষ্ঠায় বুখারী-মুসলিম হইতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ

"নিশ্চয় এই আগুন তোমাদের শত্রু, অতএব ঘুমাইবার সময় তোমরা উহা নির্বাপিত করিয়া দিও।"

আগুন স্পর্শিত বস্তুর মাধ্যমে শয়তানের সুযোগ হয় মানুষের অভ্যন্তরে তাহার তাছীর পৌঁছাইবার; যাহার ফলে নামাযের একাগ্রতায় বিঘ্নের সৃষ্টি হইতে পারে, নামাযের বদৌলতে অন্তরে আলো আসায় বাধা সৃষ্টি হইতে পারে– ইত্যাদি। অগ্নিস্পর্শিত বস্তু ব্যবহারের পথে আগত শয়তানের তাছীরকে মুছিবার জন্য একমাত্র অস্ত্র ও হাতিয়ার অযু; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সেই হাতিয়ার ব্যবহারেরই পরামর্শ দিয়াছেন।

এক হাদীসে স্পষ্টত উল্লেখ আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,

سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ الْوُضُوْءُ

"অযু মুমিনের জন্য বিশেষ হাতিয়ার।"

একজন বুযুর্গ একটি সুন্দর উপদেশ লিখিয়াছেন যে, বর্তমান যুগে পথে-ঘাটে তোমাদের চোখ ও মনকে নানা রকম কুদৃষ্টি ও কু-খেয়াল লিপ্ত করার অনেক সুযোগই শয়তানের জন্য উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরাও ঘর হইতে বাহির হওয়া কালে শয়তানের মোকাবেলায় হাতিয়ার তথা অস্ত্র লইয়া বাহির হইও। অর্থাৎ অযুর সহিত বাহির হইও; তাহাতে শয়তানের অনেক রকম আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকিতে পারিবে। বস্তুতঃ শয়তানের প্রতিটি সুযোগের ক্ষেত্রেই শয়তানের মোকাবেলার জন্য অযু একটি উত্তম অস্ত্র।

www,BANGLAKITAB.com

উটের গোশত খাওয়ায় অযুর হুকুম?

৪৬৬. (মোসঃ) হাদীস। জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ছাগলের গোশত খাওয়ায় আমি (নতুন) অযু করিব কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইচ্ছা করিলে অযু কর, আর ইচ্ছা করিলে অযু না কর। ঐ ব্যক্তি আরও জিজ্ঞাসা করিল, উটের গোশত খাওয়ায় অযু করিব কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ– উটের গোশত খাওয়ায় অযু করিবে। ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, ছাগলের খোঁয়াড়ে নামায পড়িতে পারিব কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল, উটের বাতানে নামায পড়িতে পারিব কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না।

৪৬৭. (তিঃ) হাদীস। বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, উটের গোশত খাওয়ায় অযু করা সম্পর্কে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা খাইয়া তোমরা অযু করিও। ছাগলের গোশত খাওয়ায় অযু করা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা খাওয়ায় অযু করিতে হইবে না।

৪৬৮. (ইঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

تَوَضَّئُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوْا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوْا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَصَلُّوْا فِىْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوْا فِىْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ

"উটের গোশত খাওয়ায় তোমরা (নতুন) অযু করিও; ছাগলের গোশত খাওয়ায় অযু করিতে হইবে না। উটের দুগ্ধ পান করায় অযু করিও; ছাগলের দুগ্ধ পানে অযু করিতে হইবে না। ছাগল রাখার স্থানে নামায পড়িতে পার; উটের বাতানে নামায পড়িও না।"

আলোচনা ঃ উল্লেখিত শ্রেণীর হাদীস দৃষ্টে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) উটের গোশত খাওয়ায় অযু নষ্ট হওয়ার এবং নতুন অযু করার মত

www,BANGLAKITAB.com

পোষণ করেন। অন্যান্য ইমামগণ উটের গোশত খাওয়ায় অযু নষ্ট না হওয়ার মত পোষণ করেন। কারণ, সাহাবীগণ যাঁহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত হাদীসের সম্বোধিত ও প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিলেন তাঁহারা উহার অর্থ অযু নষ্ট হওয়া সাব্যস্ত করেন নাই, তাঁহাদের শিষ্য তাবেয়ীগণও তাহা করেন নাই। হাঁ– তাঁহারা সকলেই উহার উদ্দেশ্য অযু বিশেষভাবে মুস্তাহাব ও উত্তম হওয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন রান্না করা বস্তু খাইলে অযু করা মুস্তাহাব বলিয়া পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, উটের গোশত খাইলে অযু করা বিশেষভাবে মুস্তাহাব হয়। কারণ, রান্না করা বস্তুর মধ্যে আগুনের মাধ্যমে শয়তানের তাছীর আসিয়া থাকে, পশুর মধ্যে উটের সঙ্গে শয়তানের বিশেষ সম্পর্ক আছে (ফাতহুল মুলহিম ১–৪৯০ দ্রষ্টব্য)। তাই এই ক্ষেত্রে অযু করা বিশেষভাবে মুস্তাহাব।

কোন কোন পশুর সহিত শয়তানের বিশেষ সম্পর্ক থাকা প্রমাণিত রহিয়াছে। যেমন– হাদীসে আছে গাধার চিৎকার শুনিলে শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাহিও।

মৃত পশুর চামড়া পবিত্র হয় কি?

৪৬৯. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

"(মৃত পশুরও) কাঁচা চামড়া বিশেষ প্রণালীতে পাকাপোক্তা শুষ্ক করা হইলে উহা পাক হইয়া যায়।"

৪৭০. (মোসঃ) হাদীস। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)কে এই মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করিল– আমরা আমাদের হইতে পশ্চিম এলাকায় যাইয়া থাকি। ঐ এলাকার অগ্নিপূজক লোকেরা মশকে করিয়া পানি ও চর্বির তৈল আমাদের নিকট (বিক্রি করার জন্য) নিয়া আসে। (অর্থাৎ ঐ মশক হয় তো মরা জীবের চামড়ার তৈরি, এতদ্ভিন্ন তাহাদের যবেহকৃত মৃত পরিগণিত। অতএব ঐ মশকের পানি বা তৈল পাক-পবিত্র গণ্য হইবে কি?)

www,BANGLAKITAB.com

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, তোমরা ঐ পানি পান করিতে পার, ঐ তৈল ব্যবহার করিতে পার। প্রশ্নকারী ইবনে আব্বাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি আপনার ব্যক্তিগত ফতোয়া? ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ دِبَاغُهُ طُهُوْرُهُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– চামড়াকে বিশেষ প্রণালীতে পাকাপোক্ত শুষ্ক করা উহাকে পাক-পবিত্র করিয়া দেয়।"

(অর্থাৎ চামড়াকে ঐরূপ শুষ্ক না করিয়া মশক তৈরি করা যায় না, আর ঐরূপ শুষ্ক করায় মৃতের চামড়াও পাক-পবিত্র হইয়া যায়। অএতব উহার পানি ও তৈল পাক গণ্য হইবে।)

৪৭১. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওকায়ম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের দুই মাস পূর্বে আমাদের নিকট তাঁহার লিপি পৌছিল যে–

لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَّلَا عَصَبٍ

"মৃত জীবের কাঁচা চামড়া বা রগ দ্বারা কোন উপকার লাভ করিও না।"

❖ এই হাদীসে "إِهَابٌ –এহাব" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহার অর্থ কাঁচা চামড়া। কোন মৃত জীবের চামড়া কাঁচা অবস্থায় পাক নহে, অতএব উহার ব্যবহার জায়েয নহে। হাঁ– উহাকে বিশেষ প্রণালীতে শুষ্ক করিয়া নিলে উহার ব্যবহার জায়েয হয়– উহা পাক-পবিত্র হইয়া যায়।

৪৭২. (আঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, মৃত জীবের চামড়া বিশেষ প্রণালীতে পাকা শুষ্ক করিয়া উহার দ্বারা উপকার লাভ করিত।" (আবু দাউদ দ্বিতীয় খণ্ড)

www,BANGLAKITAB.com

৪৭৩. (আঃ) হাদীস। সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তাবুক জিহাদের সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক গৃহে আসিলেন। তথায় (পানি ভরা) একটি মশক লটকানো ছিল; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি চাহিলেন। তথাকার লোকেরা বলিল, এই মশক মৃত পশুর চামড়ায় তৈরী। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বিশেষ প্রণালীতে যে, ইহাকে পাকারূপে শুষ্ক করা হইয়াছে তাহাতেই উহা পাক-পবিত্র হইয়া গিয়াছে। (ঐ)

৪৭৪. (আঃ) হাদীস। আলেয়া বিনতে ছুবাই (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমার একটি ছাগল ছিল– ওহুদ পর্বতের নিকটে চরিত। হঠাৎ উহা মরিয়া গেল; নবী-পত্নী মায়মুনা (রাযি.)-এর নিকট উহার আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, উহার চামড়া ছিলিয়া লইয়া তদ্বারা উপকৃত হইলে উত্তম ছিল। আলেয়া (রহ.) বলিলেন, তাহা কি জায়েয হইত? মায়মুনা (রাযি.) বলিলেন, হাঁ– জায়েয হইত (এই বলিয়া তিনি হাদীস বর্ণনা করিলেন)।

مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ

(উহার প্রমাণ–) "একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী পথে কতিপয় কুরাইশ বংশীয় লোক গাধার সমান একটি মরা ছাগল হিঁচড়াইয়া নিয়া যাইতেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, ইহার চামড়াটি রাখিয়া নিলে উত্তম হইত। তাহারা বলিল, ইহা তো মৃত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "কারাজ" বৃক্ষের পাতা ও পানি (দ্বারা পাকা করা) ইহাকে পাক-পবিত্র করিয়া দিত।" (ঐ)

তায়াম্মুমের বয়ান

৪৭৫. (আঃ) হাদীস। বনু আমের গোত্রের (আমর ইবনে বোজদান নামক) এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম।

www,BANGLAKITAB.com

দ্বীনের শিক্ষা লাভ করায় আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম; সেমতে (দ্বীন ইসলামের হুকুম-আহকাম শিখিবার জন্য) আমি আবু যর (রাযি.) সাহাবীর নিকট আসিলাম। একদা তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিলেন– মদীনার আবহাওয়া আমার অবস্থার অনুকূল না হওয়ায় আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। (এদিকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু সংখ্যক উট-বকরী বায়তুল মালের (জমা হইয়া গিয়াছিল)। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঐ উট-বকরী লইয়া গ্রাম্য এলাকায় চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং উহার দুগ্ধ পানের আদেশ করিলেন। (সেমতে আমি ঐ উট-বকরী লইয়া 'রাবাজা' নামক মদীনা হইতে ৫০/৬০ মাইল দূরবর্তী এলাকায় চলিয়া গেলাম। আমার অসুস্থতার কারণে) আমি পানি ব্যবহার করা হইতে দূরে থাকিতাম। আমার সহিত আমার স্ত্রীও ছিল: তাই গোসল ফরজ হওয়ার নাপাকী আমাকে পাইয়া থাকিত। (কিন্তু ঠাণ্ডা লাগিলে আশঙ্কাময় রোগ বৃদ্ধির ভয়ে পানি ব্যবহার করিতে না পারায়) আমি গোসল করিয়া পবিত্রতা লাভ করা ছাড়াই নামায পড়িতাম। (সুস্থ হইয়া) আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম– তখন দুপুর বেলা; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীর সঙ্গে মসজিদের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু যুর! আমি বলিলাম, হাঁ। ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ধ্বংস হইলে কি কারণে? আমি বলিলাম, (রোগ অবস্থায়) আমি পানি ব্যবহার হইতে দূরে থাকিতাম; আমার সাথে স্ত্রীও ছিল; গোসল ফরজ হওয়ার নাপাক আমি হইয়া থাকিতাম এবং গোসল করা ব্যতিরেকেই আমি নামায পড়িয়াছি। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য পানি আনিবার আদেশ করিলেন। সেমতে একটি হাবশী বাঁদী আমার জন্য একটি বড় পাত্রে পানি নিয়া আসিল। আমি আমার উটটির আড়ালে পর্দার ব্যবস্থা করিয়া গোসল করিলাম, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ وَاِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاَمِسَّهُ جِلْدَكَ

www,BANGLAKITAB.com

"হে আবু যর! পানি (ব্যবহার) হইতে দীর্ঘ দশ বৎসর অসমর্থ থাকিলেও পাক-পবিত্র মাটি তোমার পবিত্রতা আনয়নে যথেষ্ট হইবে। অবশ্য যখনই পানি (ব্যবহারের সুযোগ) পাইবে তখনই শরীরে পানি ব্যবহার করিবে।"

৪৭৬. (আঃ) হাদীস। আমর ইবনুল আস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, জাতুছ ছালাছিল জিহাদের পথে ভীষণ শীতের এক রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হইয়া গেল। আমার ভয় হইল, গোসল করিলে (ভয়ানক শীতের প্রকোপে হৃদযন্ত্র বন্ধ হইয়া) মারা যাইতে পারি। তাই আমি তায়াম্মুম করিয়া সাথীদেরে ফজরের নামায পড়াইলাম। সাথীগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঐ ঘটনার আলোচনা করিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমর! তুমি গোসল ফরজের নাপাক অবস্থায় সাথীদের নামায পড়াইয়াছ? আমি গোসল না করার কারণ হযরতের নিকট ব্যক্ত করিলাম এবং বলিলাম, আমি শুনিতে পাই আল্লাহ তাআলা (কুরআন শরীফে) বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"তোমরা নিজকে ধ্বংসের সম্মুখীন করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই বক্তব্যের উপর) হাসিলেন এবং (বিপরীত) কিছু বলিলেন না।

৪৭৭. (আঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক সফরে ছিলাম। আমাদের এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের ভীষণ আঘাত লাগিল– তাহারা মাথা ফাটিয়া গেল। অতঃপর তাহার স্বপ্নদোষ হইল। ঐ ব্যক্তি সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা আমার জন্য তায়াম্মুম করার অবকাশ মনে করেন কি? তাহারা বলিল, তুমি পানি পাইতেছ এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করার অবকাশ তোমার জন্য মনে করিও না। ঐ ব্যক্তি গোসল করিল; (জখমে পানি লাগায় উহা বিকৃত হইল এবং) সে মারা গেল।

আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘটনা জ্ঞাত করিলাম। তিনি বলিলেন–

www,BANGLAKITAB.com

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَا سَأَلُوْا اِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَتَيَمَّمَ اَوْ يَعْصِبَ عَلٰى جُرْحِهٖ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهٖ

"তাহারা ঐ ব্যক্তিকে মারিয়াছে; আল্লাহ তাহাদের সর্বনাশ করুন। তাহারা যখন (সঠিক মাসআলাহ) জানিত না তখন তাহারা (বিজ্ঞ লোকের নিকট) জিজ্ঞাসা করিল না কেন? অজ্ঞতার ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করাই সুষ্ঠ ব্যবস্থা। ঐ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল– তায়াম্মুম করা (যদি জখমের কারণে সর্ব শরীরে জ্বর ইত্যাদি হইয়া থাকিত)। আর (সেইরূপ না হইলে) জখমের উপর পট্টি বাঁধিয়া উহার উপর মাসেহ করতঃ অবশিষ্ট অঙ্গে গোসল করিত।"

৪৭৮. (আঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, দুই ব্যক্তি সফরে বাহির হইল। পথে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, তাহাদের সঙ্গে পানি ছিল না। তাহারা উভয়ে তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িল; তারপর ঐ নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকাবস্থায়ই তাহারা পানি পাইল। তখন একজন (অযু করিয়া) পুনঃ নামায পড়িল, অপর জনে ঐ নামায দ্বিতীয়বার পড়িল না। তারপর তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলে ঐ ঘটনার আলোচনা করিল। যে ব্যক্তি ঐ নামায (অযু করিয়া) দ্বিতীয়বার পড়ে নাই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সাধারণ নিয়ম অনুসারেই কাজ করিয়াছ। আর যে ব্যক্তি অযু করিয়া ঐ নামায পুনরায় পড়িয়াছিল তাহাকে বলিলেন, তুমি দুই নামাযের সওয়াব লাভ করিয়াছ।

মাসআলা ঃ পানি লাভের সাধারণ আশা থাকার ক্ষেত্রে নামাযকে উহার মূল ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করিবে। আর সাধারণ আশা না থাকিলে সে ক্ষেত্রেও পানির আশায় নামাযকে মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করিবে।

অযু না থাকায় আল্লাহর যিকির নিষিদ্ধ নহে

৪৭৯. (মোসঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ اَحْيَانِهٖ

www,BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করিতেন।"

অর্থাৎ অযু থাকা না থাকা, এমনকি গোসল ফরজ হওয়ার নাপাকী অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির জায়েয আছে। অবশ্য পেশাব-পায়খানায় লিপ্ত এবং স্ত্রী সহবাস সময়ে মুখে আল্লাহর যিকির করা নিষিদ্ধ।

৪৮০. (তিঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَّالَمْ يَكُنْ جُنُبًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে সর্বাবস্থায় কুরআন শরীফ পড়াইয়া থাকিতেন। অবশ্য গোসল ফরজ হওয়ার নাপাক হইলে নয়।"

আহার করার জন্য অযুর প্রয়োজন নাই

৪৮১. (মোসঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَاُتِىَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوْا لَهُ الْوُضُوْءَ فَقَالَ اُرِيْدُ اَنْ اُصَلِّىَ فَاَتَوَضَّاُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মলত্যাগ হইতে ফিরিয়া আসিলেন, ঐ সময় তাঁহার জন্য খাবার উপস্থিত করা হইল। উপস্থিত লোকগণ হযরতের নিকট অযু করার বিষয় উল্লেখ করিল; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি নামায পড়িতে যাইতেছি যে, অযু করিব?"

অর্থাৎ অযুর প্রয়োজন নামাযের জন্য, অন্য সব কাজের জন্য অযুর প্রয়োজন নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা অযু অবস্থায় থাকিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত মাসআলা প্রকাশার্থে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় আমলও সময় সময় করিতেন।

পানি সম্পর্কে বিধি-নিষেধ

৪৮২. (তিঃ) হাদীস। হাকাম ইবনে আমর (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّتَوَضَّاَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْاَةِ

www,BANGLAKITAB.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার অযু গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের অযু (গোসল) নিষেধ করিয়াছেন।"

❖ এই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য অকাট্যরূপে নিষেধ করা নয়, বরং সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পরামর্শ দান উদ্দেশ্য। মহিলার ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি অযু-গোসলে ব্যবহার করিতে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে। কারণ, সাধারণত মহিলারা সতর্কতায় শিথিল হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বেগানা নারীর ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পুরুষের মনে নানা কু-খেয়াল আসার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকে না। নিম্নে বর্ণিত হাদীস ইহার প্রমাণ।

৪৮৩. (তিঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক পত্নী একটি বড় পাত্র হইতে পানি লইয়া গোসল করিয়াছেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার অবশিষ্ট পানি হইতে অযু করিতে ইচ্ছা করিলেন। ঐ পত্নী বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো ফরজ গোসলের নাপাক ছিলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ঐ নাপাকী পানিতে আসে নাই।

৪৮৪. (তিঃ) হাদীস। আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল– আমরা 'বোজায়া' নামক কূপ হইতে অযু করিতে পারি না? ঐ কূপটিতে (কোন কালে) মরা কুকুর, পঁচা-গন্ধময় জিনিস এবং হায়েজের নেকড়া (ইত্যাদি নাপাক বস্তু) ফেলা হইত। (সেই কালে ঐ কূপটি অব্যবহার্য পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল।) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর বলিলেন, (এই ধরনের দূরবর্তী সন্দেহের) কোন বস্তু পানিকে নাপাক করে না।

অর্থাৎ বর্তমানে ঐ কূপের মধ্যে কোন নাপাকের অস্তিত্ব নাই, অতীতের কোন কালে উহাতে নাপাক ফেলা হইত, তারপরে এই কূপের কত পানি খরচ হইয়া গিয়াছে– এমতাবস্থায় সেই অতীতের দৃশ্য স্মরণ করিয়া সন্দেহ আনয়ন মোটেই ঠিক নহে। যদিও এইরূপ ক্ষেত্রে বলা যায় যে,কূপের নাপাক কাঁদা ফেলানো হয় নাই, এক সঙ্গে সম্পূর্ণ পানি ফেলিয়া কূপকে শুষ্ক করা হয় নাই, কূপের চারদিক ধৌত করা হয় নাই। সুতরাং নাপাক কূপের পানি বহুবার খরচ হইয়া গিয়া থাকিলেও নীতিগতভাবে কূপটি নাপাক থাকিয়া

www,BANGLAKITAB.com

যাওয়াই সাব্যস্ত হয়। কিন্তু উল্লেখিত কারণগুলি বাস্তব হইলেও উহা দূরীভূত করা অসম্ভব, তাই শরীয়ত কূপের ব্যাপারে এই সহজ পদ্ধতি দান করিয়াছেন যে, নাপাক পানি অপসারিত হইলেই কূপ পাক হইয়া যাইবে। কাঁদা ফেলিবার, কূপ পূর্ণ শুষ্ক করিবার অথবা উহার চারিপার্শ্ব ধৌত করার প্রয়োজন নাই এবং যেই কূপ সদা ব্যবহৃত হইতে থাকে, বাগান বা জমির সেচ কার্যে ব্যবহার করায় প্রতি দিনই উহার সব পানি খরচ হইয়া যায় এবং পুনরায় নতুন পানি জমে– এইরূপ কূপ অতীতের নাপাকীর কারণে নাপাক সাব্যস্ত হইবে না। আলোচ্য হাদীসে ইহারই বর্ণনা হইয়াছে; উল্লেখিত 'বোজায়া' কূপ ঐ শ্রেণীর ছিল, উহা একটি খেজুর বাগানে অবস্থিত ছিল,[১] ঐ খেজুর বাগানে উহার পানি দেওয়া হইত।

৪৮৫. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, পাহাড়ী উপত্যকায় বা প্রান্তরে কোন গুহায় বা গর্তে পানি জমা থাকে; বন্য জীব ও হিংস্র জন্তু বার বার উহার পানি পান করিয়া যায়– (সেই পানি পাক কি নাপাক?)

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুই মটকা পরিমাণ পানি হইলে উহা (ঐরূপ নাপাকীর দ্বারা) নাপাক হয় না।

❖ পানির মাসআলা এই যে– পানির মধ্যে যদি নাপাক বস্তু মিশ্রিত হয় যাহার রং, গন্ধ বা স্বাদ কোনটাই পানির মধ্যে প্রকাশ না পায়, তবে ঐ পানি বেশি পরিমাণের হইলে তাহা নাপাক হইবে না। বেশী পরিমাণ বলিতে বস্তুতঃ কোন নির্ধারিত পরিমাণ উদ্দেশ্য নহে। জ্ঞানী দর্শক যাহাকে বেশী পরিমাণ সাব্যস্ত করিবে তাহাই বেশী সাব্যস্ত। সাধারণ লোককে পরিতৃপ্তরূপে বুঝাইবার জন্য উদাহরণ স্বরূপ দুই মটকার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই বড় শ্রেণীর দুই মটকা সাব্যস্ত করিয়াছেন। মূল উদ্দেশ্য বেশী পরিমাণ বুঝানোই; মটকার সংখ্যা নির্ধারণ নহে।

বস্তুতঃ মটকা বলায় সঠিকরূপে পরিমাণ নির্ধারিত হয় না। মটকা তো অনেক অনেক ব্যবধানে বিভিন্ন পরিমাণের হইয়া থাকে।

---

১. বর্তমানেও পবিত্র মদীনায় ঐ কূপ বিদ্যমান আছে, কিন্তু এখন উহা দেখার সাধারণ সুযোগ নাই। ১৯৫০ ইং সনে হজ্জ উপলক্ষ্যে আমি উহাকে দেখিয়াছি, তখনও উহাকে খেজুর বাগানেই পাইয়াছিলাম। এখন উহা কোন ইমারতের ভিতরে আছে।

www,BANGLAKITAB.com

৪৮৬. (তিঃ) হাদীস। আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে যাইয়া থাকি; সুপেয় পানি আমাদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ থাকে। ঐ পানি দ্বারা অযু করিলে (উহা শেষ হইয়া যাইবে, আর সমুদ্রের পানি তো পান করা যায় না, অতএব) আমরা পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িব। আমরা কি সমুদ্রের (লবণাক্ত) পানি দ্বারা অযু করিতে পারি?

উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

هُوَ الطَّهُوْرُ مَائُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"সমুদ্রের পানি পবিত্রতা আনয়ন করিতে পারে। উহার মধ্যে অবস্থানকারী (– মৎস্য জাতীয়) প্রাণী হইলেও মরা হালাল।"

❖ স্থলভাগে অবস্থানকারী হালাল প্রাণীরও মরাটা হারাম, কিন্তু মৎস্য জাতীয় প্রাণী যাহা পানিতে অবস্থান করে– মিঠা পানির হোক অথবা লোনা পানির– উহার মরাও হালাল।

৪৮৭. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করেন,

سَأَلَنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِىْ اِدَاوَتِكَ فَقُلْتُ نَبِيْذٌ فَقَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ভ্রমণ অবস্থায় অযুর জন্য পানি খোঁজ করায়) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পাত্রটিতে কি আছে? আমি বলিলাম, পানির মধ্যে খুরমা ভিজাইয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পবিত্র খুরমা এবং পবিত্রকারী পানি– ইহাতে দোষ নাই; সেমতে উক্ত পানি দ্বারা তিনি অযু করিলেন।"

❖ মদীনা এলাকার অধিকাংশ কুপের পানিতে লবণাক্ততার আমেজ থাকিত, অল্প সময় খুরমা ভিজাইয়া রাখিলে তাহা দূরীভূত হইত। আলোচ্য হাদীসে সেইরূপ পানি উদ্দেশ্য, নতুবা যেই পানির মধ্যে খুরমা বেশী সময় ভিজাইয়া রাখা হইবে এবং পানি মিঠা হইয়া শরবতে পরিণত হইয়া যাইবে অথবা খুরমা পঁচিয়া পানিতে মাদকতা আসিয়া যাইবে সেই পানি দ্বারা অযু হইবে না।

www,BANGLAKITAB.com

৪৮৮. (মেঃ) হাদীস। উম্মে হানী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং (তদীয় পত্নী) মায়মুনা (রাযি.) একটি পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করিলেন– ঐ পাত্রে আটা লাগিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ফল-ফলাদির পানি নিগড়ানো ব্যতিরেকেও যদি পাওয়া যায় যথা– ডাবের পানি, উহা দ্বারা অযু হইবে না। তদ্রূপ স্বভাবগত পানির সঙ্গে যদি নাপাক বস্তু মিশ্রিত হয় এবং সেই পানি পরিমাণে কম হয় অপ্রশস্ত পাত্র বা অপ্রশস্ত স্থানে হয় তবে নাপাক বস্তু যতই সামান্য হউক, এমনকি ঐ পানিতে নাপাকের কোন নিদর্শন প্রকাশ না হউক ঐ পানি নাপাক হইয়া যাইবে উহা দ্বারা অযু হইবে না। আর যদি পানি পরিমাণে বেশী হয় এবং প্রশস্ত তথা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে গড়ে হইলেও একশত বর্গ হাত পরিমিত স্থানে হয়, তবে নাপাক বস্তুর কোন নিদর্শন তথা উহার রং বা গন্ধ বা স্বাদ পানির মধ্যে প্রকাশ না হইলে সেই পানি নাপাক হইবে না, নাপাকের কোন নিদর্শন পানিতে প্রকাশ হইলে সেই পানিও নাপাক হইবে।

যদি পানির মধ্যে পাক বস্তুর মিশ্রণ হয় এবং উহা অতরল বস্তু হয় যথা– মাটি, ময়দা, আটা, সাবান, সোডা ইত্যাদি। যদি উহা মিশ্রণে পানির স্বাভাবিক তারল্যে ব্যতিক্রম ঘটে এবং পানি গাঢ় হইয়া যায়, তবে উহা দ্বারা অযু হইবে না। অতরল পাক বস্তুর সংমিশ্রণে পানির তারল্যে ব্যতিক্রম না ঘটিয়া রং, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হইলেও উহা দ্বারা অযু হইবে। অবশ্য যদি সাধারণ ভাষায় উহার নাম বদলিয়া যায় যথা– শরবত বা ঝোল-সুরুয়া– উহা দ্বারা অযু হইবে না। আর যদি ঐ বস্তু তরল হয় এবং উহার ত্রিগুণ তথা রং, গন্ধ, স্বাদ পানি হইতে ভিন্ন হয় যথা– রঙিন সিরকা, দুধ; তবে উহার দুইটি গুণ পানিতে প্রকাশ পাইলে উহা দ্বারা অযু হইবে না। যদি ঐ বস্তু দুই বা এক গুণে পানি হইতে ভিন্ন হয় যথা– সাদা সিরকা তবে একটি গুণ পানিতে প্রকাশ হইলেই সেই পানির অযুর অযোগ্য হইবে। আর যদি ঐ বস্তু কোন গুণেই পানি হইতে ভিন্ন না হয় যথা– অযুর ব্যবহৃত পানি, ডাবের পানি– উহা ভাল পানির সমান পরিমাণে মিশ্রিত হইলে সেই পানি দ্বারা অযু হইবে না।

৪৮৯. (মেঃ) হাদীস। ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন, রৌদ্রে গরম করা পানি দ্বারা গোসল করিও না। কেননা, উহা শ্বেতকুষ্ঠ সৃষ্টি করে।

www,BANGLAKITAB.com

❖ ইহা একটি স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতার কথা, ইহা শরীয়তের বিধি-নিষেধ নহে।

কিরূপ নিদ্রায় অযু ভঙ্গ হয়?

৪৯০. (মেঃ) হাদীস। ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিলেন, তিনি সিজদাবস্থায় ঘুমাইয়া গিয়াছেন– এমনকি তাঁহার নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। অতঃপর তিনি (সিজদা হইতে উঠিয়া) দাঁড়াইয়া নামায রত থাকিলেন। (নামায শেষে) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তো ঘুমাইয়া গিয়াছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

إِنَّ الْوُضُوْءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ

"একমাত্র শায়িত অবস্থায় নিদ্রা ভিন্ন (অন্য রকম নিদ্রায় নতুন) অযু করা জরুরী হয় না। শোয়া অবস্থার নিদ্রায় (নতুন অযু করিতে হয়। কারণ, উহাতে) শরীরের জোড়াগুলি শিথিল ও ঢিলা হইয়া পড়ে। (ফলে বায়ু নির্গত হওয়া সহজ-স্বাভাবিক হইয়া পড়ে এবং উহার আশঙ্কায়ই ঐ শ্রেণীর নিদ্রায় অযু ভঙ্গ হয়।)

মাসআলা ঃ পুরুষের সিজদার সুন্নতী আকৃতি এই যে, পেট উরুদ্বয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিবে, বাহুদ্বয়ও পার্শ্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে, মাটি হইতেও উপরে থাকিবে। এই আকৃতির সিজদাবস্থায় নিদ্রা হইলে সেই নিদ্রায় অযু নষ্ট হইবে না, আর ঘুমের ভারে যদি উক্ত আকৃতি ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে অযু বিনষ্ট হইবে। অবশ্য কোন কোন ফিকাহবিদের মতে নামাযরত ব্যক্তির কোন প্রকার সিজদাবস্থার নিদ্রাতেই অযু ভঙ্গ হইবে না।

৪৯১. (আঃ) হাদীস। আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ইশার নামাযের (জামাতের) অপেক্ষা করিতে থাকিতেন, এমনকি তন্দ্রায় তাঁহাদের মাথা নড়াচড়া করিতে থাকিত, তারপর তাঁহারা অযু না করিয়াই নামায পড়িতেন।

৪৯২. (আঃ) হাদীস। আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www,BANGLAKITAB.com

وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"চক্ষুদ্বয় গুহ্যদ্বারের বন্ধনী, সুতরাং যাহার নিদ্রা আসে (তাহার গুহ্যদ্বারের বাঁধ খুলিয়া যায় এবং বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, অতএব) তাহার অযু করা কর্তব্য।"

৪৯৩. (মেঃ) হাদীস। মুয়াবিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ

"চক্ষুদ্বয় গুহ্যদ্বারের বন্ধনী, চক্ষু নিদ্রামগ্ন হইলে ঐ বাঁধা খুলিয়া যায়।"

অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, এদিকে নিদ্রার কারণে বোধশক্তি লোপ পায়, তাই নিদ্রার দরুণ অযু বিনষ্ট হওয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য অগভীর নিদ্রায় গুহ্যদ্বারের বাঁধ খোলে না, তাই ঐ শ্রেণীর নিদ্রায় অযু বিনষ্ট হয় না।

পুরুষাঙ্গ স্পর্শনে অযুর আদেশঃ

৪৯৪. (তিঃ) হাদীস। বোছরা বিনতে সাফওয়ান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"যে ব্যক্তি স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিবে সে নামায পড়িবে না (নতুন) অযু না করিয়া।"

৪৯৫. (আঃ) হাদীস। তালাক ইবনে আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হইলাম। ঐ সময় গ্রাম্য শ্রেণীর এক ব্যক্তি আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর নবী! কোন ব্যক্তি অযু করার পর স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করিলে তাহার সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? (তাহার নতুন অযু করিতে হইবে কি?)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْهُ

www,BANGLAKITAB.com

"উহা তাহারই দেহের একটা অংশ বিশেষ ছাড়া আর কি?" (অর্থাৎ উহার স্পর্শনে অযু নষ্ট হইবে কেন?)

৪৯৬. (ইঃ) হাদীস। জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ

"তোমাদের কেহ যদি স্বীয় পুরুষাঙ্গকে স্পর্শ করে তবে তাহাকে অযু করিতে হইবে।"

৪৯৭. (ইঃ) হাদীস। উম্মে হাবীবা (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"তোমাদের কেহ তাহার গুপ্তাঙ্গকে স্পর্শ করিলে তাহার নতুন অযু করিতে হইবে।"

৪৯৮. (ইঃ) হাদীস। আবু আইউব (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"যে ব্যক্তি গুপ্তাঙ্গকে স্পর্শ করিবে তাহার নতুন অযু করিতে হইবে।"

৪৯৯. (ইঃ) হাদীস। আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِّنْكَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল– পুরুষাঙ্গ স্পর্শ (করায় অযুর প্রয়োজনীয়তা) সম্পর্কে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা তো তোমারই একটি অংশ।"

আলোচনা ঃ হানাফী মাযহাব মতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শনে অযু ভাঙ্গিয়া যায় না; যেরূপ ৪৯৫ ও ৪৯৯ নং হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। অবশ্য যেহেতু ইহা একটি অশালীন লিপ্ততা এবং সাধারণত ইহা দ্বারা কামরিপুর উত্তেজনা সৃষ্টি

www,BANGLAKITAB.com

হয়, তাই ইহার দরুণ অযু করা মুস্তাহাব, তাহাই অন্যান্য হাদীসমূহে উল্লেখ হইয়াছে।

স্ত্রীকে চুম্বন করায় অযু বিনষ্ট হয় না

৫০০. (তিঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন একজন পত্নীকে চুম্বন করিয়া নামাযের জন্য চলিয়া গিয়াছেন (নতুন) অযু করেন নাই।"

❖ ইহা স্বয়ং আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহারই ঘটনা।

৫০১. (ইঃ) হাদীস। আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অনেক সময়) অযু করার পর (কোন স্ত্রীকে) চুম্বন করিতেন এবং (নতুন) অযু না করিয়াই নামায পড়িতেন; কোন কোন সময় তিনি ঐ ব্যবহার আমার সঙ্গেও করিয়াছেন।

বমি করায় এবং রক্তি বাহির হওয়ায় অযু বিনষ্ট হয়

৫০২. (তিঃ) হাদীস। আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করিয়াছেন, অতঃপর অযু করিয়াছেন।"

সাওবান (রাযি.) সাহাবীর নিকট এই হাদীস উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন, এই বর্ণনা সত্যই; আমিই হযরতের জন্য সেই অযুর পানি ঢালিয়া দিয়াছিলাম।

৫০৩. (মেঃ) হাদীস। তামীমে দারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْوُضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ

www,BANGLAKITAB.com

"(শরীরের যে কোন স্থান হইতে নির্গত হউক-) সর্বপ্রকার রক্তই বহিয়া পড়িলে উহার দরুণ (নতুন) অযু করিতে হইবে।"

খালি পায়ে অথবা কাপড় হিঁচড়াইয়া পথ চলিলে উহা ধোয়া ব্যতিরেকে নামায পড়া?

❖ যেই পথের মাটি ও ধুলা-বালুতে গু-গোবর ইত্যাদির ন্যায় নাপাক থাকার হেতুময় সম্ভাবনা না থাকে এবং কোন নাপাকের চিহ্ন পরিলক্ষিত না হয়- ঐরূপ পথে খালি পায়ে হাটিয়া যাইয়া পা ধোয়া ব্যতিরেকে অথবা কাপড় হিঁচড়াইয়া সেই কাপড় সহ নামায পড়া জায়েয হইবে।

৫০৪. (তিঃ) হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطِئِ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িয়া থাকিতাম। আমরা খালি পায়ে হাটিয়া আসিতাম (নামায পড়িতে) পা ধুইতাম না।"

❖ যেই পথের ধুলা-বালুতে গু-গোবর ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের নাপাক মিশ্রিত থাকে সেই পথ যদি শুষ্ক হয় এবং ঐরূপ পথ চলার পর নাপাকবিহীন পথও কিছু পরিমাণ চলা হয়, তবে পা ধোয়া ব্যতিরেকে এবং ঐ কাপড় ধোয়া ব্যতিরেকে নামায পড়া জায়েয হইবে।

৫০৫. (তিঃ) হাদীস। এক মহিলা বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী-পত্নী উম্মে সালামা (রাযি.)কে বলিলাম, আমার অভ্যাস- আমি আমার লম্বা জামার (যেরূপ বর্তমান যুগের মেক্সি) ঝুল (পা ঢাকিবার জন্য) বেশি লম্বা রাখি। সময়ে অপবিত্র স্থানের উপর চলিয়া থাকি; (জামার ঝুল অপবিত্র জায়গায় হিঁচড়াইয়া থাকে। ঐ কাপড় ধোয়া ব্যতিরেকে উহাতে নামায হইবে কি?) উম্মে সালামা (রাযি.) বলিলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, পরবর্তী পবিত্র স্থানে চলায় উহা পাক-পবিত্র হইয়া যায়।"

www,BANGLAKITAB.com

ব্যাখ্যা ঃ শুষ্ক নাপাক পায়ে বা কাপড়ে লাগিয়াছে, পরবর্তী পবিত্র জায়গায় চলার দ্বারা ঐ শুষ্ক নাপাক পা ও কাপড় হইতে অবশ্যই ঝরিয়া যাইবে; অতএব অবশ্যই পাক-পবিত্রতা আসিয়া যাইবে। শুষ্ক নাপাক কাপড়ে বা গায়ে লাগিলে উহা যে কোন উপায়ে ঝরিয়া গেলে পবিত্রতা আসিয়া যায়– ধোয়ার প্রয়োজন হয় না।

❖ পথের ধুলা-বালু ও গু-গোবর ইত্যাদি নানা রকম নাপাক মিশ্রিত হওয়া নিশ্চিত, কিন্তু সুনির্দিষ্টরূপে সেই নাপাকের কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। বৃষ্টিপাতে ঐ চিহ্নহীন নাপাক মিশ্রিত ধুলা-বালু কাদারূপ ধারণ করে। সেই কাদার ছিটা-ফোঁটা হইতে পথচারীদের রেহায়ী পাওয়া অসম্ভব। সেই কারণেই শরীয়ত উহা সম্পর্কে কড়াকড়ি আরোপ করে নাই। যাহারা বৃষ্টি-বাদলে ঐরূপ পথে চলাচলে বাধ্য তাহাদের পক্ষে ঐ কাদার ছিটা-ফোঁটাকে ক্ষমার্হ গণ্য করা হইবে। নিম্নে বর্ণিত হাদীসের মর্ম ও উদ্দেশ্য ইহাই–

৫০৬. (আঃ) হাদীস। এক মহিলা সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا فَقَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِىَ اَطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهٖ بِهٰذِهٖ

"আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার পথটি অপবিত্র। বৃষ্টি হইলে আমরা কি করিব? (অপবিত্র পথের ছিটা-ফোঁটা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ পথের পরে কিছু পবিত্র পথ নাই? আমি বলিলাম, হাঁ– আছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রথমটির বিনিময়ে দ্বিতীয়টিকে গণ্য করিয়া নিও।"

❖ হাদীসটির মূল তাৎপর্য ইহাই যে, বৃষ্টির মধ্যে চলাচলে বাধ্য লোকদের জন্য নাপাক পথের ছিটা-ফোঁটা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়– যদি কোন সুনির্দিষ্ট নাপাকের চিহ্ন পরিলক্ষিত না হয় এবং এই ক্ষমার জন্য বস্তুতঃ নাপাক পথের পর পাক পথে চলার শর্তও নাই। হাদীসে উহার উল্লেখ শুধু প্রশ্নকারিণী মেয়ে মানুষটির মনের দ্বিধা দূর করণার্থে বাহ্যিক প্রবোধ দান উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামায অধ্যায়

নামাযের মাহাত্ম্য ও নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি

নামাযের ফযীলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় বুখারী শরীফে হাদীস অনূদিত হইয়াছে। মোসলেম শরীফেরও একটি হাদীস "অযুর মাহাত্ম্য" বর্ণনায় অনূদিত হইয়াছে।

৫০৮ (তিঃ)। হাদীস– কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

أُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُوْنُ مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ أَوْلَمْ يَغْشَ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِيْ كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلٰوةُ بُرْهَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِيْنَةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهِ

"হে কাআব ইবনে ওজরা! আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে অর্পণ করিতেছি (মিথ্যাবাদী জালেম) শাসক হইতে যাহাদের আবির্ভাব আমার পরে হইবে। যে ব্যক্তি তাহাদের দ্বারে যাতায়াত করিবে ও তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে, তাহাদের জুলুমের সহায়তা করিবে সে আমার সম্পর্কধারী হইবে না, আমারও কোন সম্পর্ক তাহার সঙ্গে হইবে না এবং সে

www.BANGLAKITAB.com

হাউজে কাউছারের পানি পানে আমার নিকট আসিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে যে তাহাদের দ্বারে যাতায়াত করিবে না অথবা করিবে, কিন্তু তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে না, তাহাদের জুলুমের সহায়তা করিবে না সে আমার সম্পর্কধারী হইবে, তাহার সহিত আমার সম্পর্ক থাকিবে এবং সে হাউজে কাউসারের পানি পানের জন্য আমার নিকট পৌছিবার সুযোগ লাভ করিবে।

হে কাআব ইবনে ওজরা! নামায (নামাযী ব্যক্তির ঈমান ও ইসলামের) প্রমাণ, রোযা (নরক ও নরকীয় কার্যকলাপ হইতে বাঁচিবার সুদৃঢ় ঢাল। আর দান-খয়রাত গোনাহ দূর করিয়া দেয় যেরূপে পানি আগুনকে দূর করিয়া দেয়।

হে কাআব ইবনে ওজরা! যেই দেহের মাংস হারাম খাদ্য-খোরাক হইতে জন্মিয়া বর্ধিত হইবে উহা একমাত্র দোযখেরই উপযোগী হইবে।"

৫০৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিতে শুনিয়াছি–

اِتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

"তোমরা তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহকে ভয়-ভক্তি করিয়া চলিও, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিও, রমযান মাসের রোযা রাখিও, স্বীয় মালের যাকাত দিও এবং উপরস্থকে মানিয়া চলিও– তাহা হইলে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।"

● উপরস্থদের প্রতি আনুগত্য না থাকিলে দেশ ও সমাজ, বরং সংসার ও প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস হয়, কিন্তু সুস্পষ্ট হাদীস এবং বিধান রহিয়াছে–

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"সৃষ্টিকর্তার নাফরমানীতে কোন সৃষ্টির মান্যতা চলিবে না।"

৫১০ (তিঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ

www.BANGLAKITAB.com

"বেঈমানী ও ঈমান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল নামায না পড়া।"

৫১১ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِّنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ

"হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ দ্বীন ইসলামের কোন আমলকে ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে কাফের গণ্য করিতেন না– একমাত্র নামায ছাড়া ব্যতীত।"

অর্থাৎ নামায না পড়াকে সমস্ত সাহাবীগণ কাফের হইয়া যাওয়া তুল্য গণ্য করিতেন।

৫১২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, কত ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তাআলা তাঁহার বান্দাদের উপর ফরয করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ঐ পাঁচ ওয়াক্তের আগে-পরে আরও কোন ফরজ নামায আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্দাদের উপর নামায পাঁচ ওয়াক্তই ফরয করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি কসম করিয়া বলিল– এই নামায আদায়ে সে একটুও বেশ-কম করিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই কথার উপর ঠিক থাকিলে সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

৫১৩ (নাঃ)। হাদীস– আউফ ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা আল্লাহর রসূলের হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকার করিবে না কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের হাত অগ্রসর করিয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা অঙ্গীকার করায় প্রস্তুত; কিসের অঙ্গীকার করিব?

www.BANGLAKITAB.com

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক আল্লাহর গোলামী করিবে– তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে এবং একটি কথা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, লোকদের নিকট কোন কিছু মাগিবে না।

৫১৪ (নাঃ)। হাদীস– ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তাআলা বন্দাদের উপর ফরজ করিয়াছেন– যেই (মোমেন) ব্যক্তি উহার গুরুত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য বশে উহার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি না করিবে তাহার জন্য আল্লাহর নিকট সুরক্ষিত প্রতিশ্রুতি থাকিবে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার। পক্ষান্তরে যেই (মোমেন) ব্যক্তি ঐরূপে উক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় না করিবে তাহার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকিবে না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে তাহাকে আযাব দিবেন, ইচ্ছা করিলে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন।"

৫১৫ (নাঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلٰوةِ

"বন্দা এবং কুফুরী উভয়ের মধ্যে বড় মিলন-সূত্র হইল, নামায না পড়া।" অর্থাৎ যেই মানুষ নামায না পড়িবে তাহার মিলন হইয়া যাইবে কুফুরীর সঙ্গে– সে কুফুরী গোনাহে গোনাহগার হইবে।

৫১৬ (নাঃ)। হাদীস– হুরায়ছ ইবনে কাবিছা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি মদীনায় আসিলাম এবং দোয়া করিলাম– আয় আল্লাহ! আমাকে একজন সৎ লোকের সাহচর্য জুটাইয়া দেও। অতঃপর আমার বসা হইল আবু

www.BANGLAKITAB.com

হুরায়রা (রাযি.)-এর নিকটে। আমি তাঁহাকে আমার দোয়ার মর্ম জ্ঞাত করিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে একটি হাদীস শুনান যাহা আপনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন, আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাকে উহা দ্বারা উপকৃত করিবেন। সেমতে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذٰلِكَ

"(কিয়ামত দিবসে) বন্দার সর্বপ্রথম হিসাব লওয়া হইবে নামাযের; উহা যদি সঠিক হইয়া যায় তবে সে কৃতকার্য ও সফলকাম হইবে। আর উহা যদি যথাযথ না হয় তবে সে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অবশ্য যদি তাহার ফরজ নামায অপরিপূর্ণ হয় তবে আল্লাহ তাআলা (ফেরেশতাগণকে) বলিবেন, লক্ষ্য করিয়া দেখ, আমার এই বন্দার (আমলনামায় তাহার ফরজ নামাযের কমতি পূরণের) নফল নামায আছে কি? ঐ নফল দ্বারা তাহার ফরজ নামাযের কমতি পূরণ করা হইবে। তারপর এই নিয়ম সব রকম আমলের হিসাবেই প্রযোজ্য হইবে।"

● ফরজের কমতি পূরণকারী নফল হইল উহার কাজা। ফরজের কাজা ফরজের নিয়তেই করিতে হইবে, কিন্তু উক্ত ফরজ উহার জন্য নির্ধারিত সময়ে না হওয়ার কারণে বস্তুত উহা নফল পরিগণিত।

এই হাদীসটির অপর বর্ণনার বাক্য উক্ত ব্যাখ্যাই বুঝায়–

انْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيْضَةٍ

"দেখ! তাহার আমলনামায় এইরূপ নফল পাওয়া যায় কি যাহা তাহার ক্ষতি কৃত ফরজকে পূরণ করে?"

৫১৭ (ই:)। হাদীস– আবু আইউব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ

"যে ব্যক্তি (আল্লাহর রসূলের) নির্দেশ অনুযায়ী অযু করে এবং নির্দেশ অনুযায়ী নামায আদায় করে তাহার পূর্বকৃত আমলের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

● "নির্দেশ" অর্থ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু ও নামায উত্তম, বরং অতি উত্তম করার ব্যাপারে যেসব খুঁটিনাটি নির্দেশাবলী দান করিয়াছেন।

৫১৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা ইবনে রেবয়ী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِفْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُّ عِنْدِىْ عَهْدًا اِنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ

"মহা মহিম আল্লাহ বলিয়াছেন, আপনার উম্মতের উপর আমি পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরজ করিয়াছি, আর আমি নিজের নিকট একটি প্রতিশ্রুতি সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ঐ নামায সমূহ উহার নির্ধারিত ওয়াক্তে সদা আদায় করিতে যত্নবান থাকিবে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ে যত্নবান হইবে না তাহার জন্য আমার নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নাই।"

৫১৯ (মেঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ

www.BANGLAKITAB.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শীতকালে গাছের পাতা ঝরিতে থাকার মৌসুমে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। পথে তিনি একটি গাছের দুইটি ডালা (দুই হাতে) ধরিলেন (এবং ঝাঁকুনি দিলেন); ফলে উহার পাতাগুলি দ্রুত ঝরিতে লাগিল। তখন হযরত (দঃ) হে আবু যর! বলিয়া (আমাকে) ডাকিলেন; আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজির আছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় মুসলমান বন্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য করিয়া নামায পড়ে তখন তাহার হইতে তাহার গোনাহসমূহ ঝরিয়া পড়িতে থাকে যেভাবে এই গাছের পাতাগুলি ঝরিতেছে।"

৫২০ (মেঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

"যে ব্যক্তি দুই রাকাত নামায পড়িয়াছে (এইরূপ মনোযোগের সহিত যে,) উহাতে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি হয় নাই; আল্লাহ তাআলা তাহার অতীতের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (এই নামাযের সহিত তওবা হইলে সগীরা-কবীরা গোনাহ সব গোনাহই মাফ হইবে, নতুবা শুধু সগীরা গোনাহ মাফ হইবে।)

৫২১ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهٗ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আলোচনা করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী ও তৎপর থাকিবে কিয়ামত দিবসে নামায তাহার জন্য (পথ প্রদর্শক) আলো হইবে,

www.BANGLAKITAB.com

(ঈমানের) প্রমাণ হইবে এবং (জাহান্নাম হইতে) মুক্তি দানকারী হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি মনোযোগ ও তৎপর হইবে না কিয়ামত দিবসে (সে সর্বহারা হইবে–) তাহার আলোও থাকিবে না, (হাশর মাঠে ও পুলসিরাতে অন্ধকারে নিমজ্জমান থাকিবে এবং তাহার নিকট তাহার ঈমানেরও কোন) প্রমাণ থাকিবে না, (জাহান্নাম হইতে) মুক্তি লাভেরও অবলম্বন থাকিবে না এবং কিয়ামত দিবসে সে কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফ (প্রভৃতি নরকী) কাফেরদের সাথী হইবে।

৫২২ (মেঃ)। হাদীস– মুয়াজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ وَاِنْ قُتِلْتَ اَوْ حُرِقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তিম উপদেশ দানরূপে আমাকে বিশেষভাবে মনোযোগী ও আকৃষ্ট করিয়া দশটি উপদেশ দান করিয়াছেন–

১. আল্লাহর শরীক তথা অংশীদার সাব্যস্ত হয় এইরূপ শেরেকী গোনাহ করিও না– যদিও তোমাকে হত্যা করা বা আগুনে পোড়াইয়া ফেলার হুমকির সম্মুখীন হও।

২. মাতা-পিতার নাফরমান বা অবাধ্য কস্মিনকালেও হইও না– যদিও তোমার ধন-জন (তাহাদের সেবায় ব্যয় ও) নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে বলে।

www.BANGLAKITAB.com

৩. খবরদার! এক ওয়াক্ত ফরজ নামাযও ইচ্ছাকৃত ছাড়িও না; যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ফরজ নামায ইচ্ছাকৃত ছাড়িবে আল্লাহর (চরম অসন্তুষ্টির দরুন তাঁহার) দায়িত্বের সম্পর্ক ঐ ব্যক্তি হইতে ছিন্ন করিয়া দিবেন।

৪. কোন অবস্থাতেই মদ পান করিবে না; মদ্যপান সব রকম নির্লজ্জ অসৎ কাজের মূল।

৫. গোনাহের কাজ হইতে সদা দূরে থাকিবে; গোনাহের কাজের দরুন আল্লাহর অসন্তুষ্টি নামিয়া আসে।

৬. জিহাদ হইতে পলায়ন করিবে না– যদিও বহু লোক হতাহত হয়।

৭. তোমার অবস্থান স্থলে মহামারী দেখা দিলে (তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসে দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্বক) তথায় অবস্থান করিবে। (ছোঁয়াচ লাগার বিশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিবে না।)

৮. সাধ্যানুযায়ী পরিবারবর্গের (ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষায় ও রোগ-ব্যাধি হইতে উদ্ধারের) জন্য খরচ করিবে।

৯. পরিবারবর্গের উপর শাসনের দণ্ড চালনায় বিরত হইবে না।

১০. পরিবারবর্গকে সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত রাখায় সচেষ্ট থাকিবে।"

(আহমদ-মেঃ ১৮ পৃষ্ঠা)

সন্তানদেরে শৈশবেই নামায পড়াইবে

মাসআলা ঃ ছেলে-মেয়ে বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তাহাদের উপর নামায ফরজ হইয়া যায়। হঠাৎ করিয়া কোন কাজের অভ্যাস কাহারও হয় না, তাই বালেগ হওয়ার পূর্বেই ছেলে-মেয়েকে নামাযের অভ্যস্ত বানানো মুরব্বীদের বিশেষ কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজকে সেই আদেশ করিয়াছেন।

৫২৩ (তিঃ)। হাদীস– ছাবরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلٰوةَ اِبْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا اِبْنَ عَشْرَةٍ

www.BANGLAKITAB.com

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন– তোমরা শিশুকে নামায শিক্ষা দিবে সাত বৎসর বয়স হইতেই এবং দশ বৎসর বয়স হইলে তাহাকে নামাযের জন্য প্রহার করিবে– শাস্তি দিবে।"

৫২৪ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব (রহ.) তাঁহার পিতার মাধ্যমে দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ

"তোমাদের সন্তানদেরে নামাযের আদেশ করিবে যখন তাহারা সাত বৎসর বয়সে পৌছে। আর তাহারা যখন দশ বৎসর বয়সে পৌছিবে তখন হইতে তাহাদেরে নামাযের জন্য প্রহার করিবে– শাস্তি দিবে এবং তাহাদেরে ভিন্ন ভিন্ন বিছানায় শুইতে দিবে।

● দশ বৎসর বয়সের ভাই-বোনকে এক বিছানায় শুইতে দিবে না। এই বয়সের ছেলেকে মায়ের সঙ্গে, মেয়েকে পিতার সঙ্গে এক বিছানায় রাখিবে না– এই বয়সে বিছানা ভিন্ন করিয়া দিবে।

৫২৫ (আঃ)। হাদীস– মুয়াজ (রাযি.) নিজ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বয়সের শিশুকে নামায পড়িতে হইবে? স্ত্রী বলিলেন–

كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهٖ فَمُرُوْهُ بِالصَّلٰوةِ

"আমাদের মধ্যে এক (সাহাবী) ব্যক্তি ছিলেন– তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইয়াছেন– শিশু ডাইন-বাঁ চিনিতে পারিলেই তাহাকে নামাযের আদেশ করিবে।"

● অর্থাৎ বোধশক্তি হওয়ার সাথে সাথেই শৈশব হইতেই ছেলে-মেয়েকে নামায শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করিবে, বয়ঃবৃদ্ধির সাথে নামাযের তাকিদও বাড়াইতে থাকিবে।

www.BANGLAKITAB.com

আযান সম্পর্কে

৫২৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মাহজুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এইরূপ আযান শিক্ষা দিয়াছিলেন–

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (চারবার)। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তাঁহাকে পুনরায় বলিতে আদেশ করিলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দুইবার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দুইবার। হাইয়্যা আলাস সালাহ দুইবার। হাইয়্যা আলাল ফালাহ দুইবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ আবু মাহজুরা (রাযি.) আযানের একটি ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, ঐ মুহূর্তে তাঁহাকে আযানের উচ্চারণ করিতে বলা হইল; তিনি তাহা করিলেন, কিন্তু তাওহীদ ও রেসালতের ঘোষণার বাক্য দুইটিকে অপেক্ষা কৃত অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করিলেন। কারণ ইসলাম-পূর্বে এই বাক্য দুইটিই পাহাড় অপেক্ষা অধিক ভারী এবং নিম অপেক্ষা অধিক তিক্ত বোধ হয়। ইসলাম গ্রহণে সেই অবস্থার অবসান নিশ্চয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু নতুন অবস্থায় উহার ঘোষণা উচ্চারণে সাধারণভাবেই গলার স্বর চাপিয়া আসিয়াছিল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে আদেশ করিলেন–

ارجع وامدد من صوتك

"পুনরায় উচ্চারণ কর এবং স্বর উচ্চ কর।"

বলাবাহুল্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনের বরকতে তাঁহার ঈমানের নুর চমকিয়া উঠিল এবং প্রথম অবস্থার শিথিলতা দূরীভূত হইয়া গেল। তাই হযরতের এই আদেশকে আবু মাহজুরা (রাযি.) মঙ্গল ও বরকতের স্মারকরূপে সদা আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মক্কা শরীফের মসজিদের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত ছিলেন; সদা তিনি ঐ পুনঃ ঘোষণা সম্বলিত আযানই দিয়া থাকিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

পক্ষান্তরে মদীনায় নিযুক্ত প্রত্যেক মুয়াজ্জিন বিশেষত সকল মুয়াজ্জিনগণের দলপতি বেলাল (রাযি.) যিনি পাঁচ ওয়াক্ত সদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে ও নিকটে আযাব দিয়া থাকিতেন- তাঁহাদের সকলের আযানই ঐ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাক্যদ্বয়ের দুই দুইবার ধ্বনির পর পুনঃ দুই দুইবার ধ্বনি ব্যতিরেকেই হইয়া থাকিত। আযান প্রচলিত হওয়ার মূল- গায়েবী শিক্ষা দেওয়া আযানও উহা ব্যতিরেকেই ছিল (বিস্তারিত ঘটনা বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। হানাফী মাযহাবে আযানের এই নিয়মকেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

৫২৭ (মোসঃ)। হাদীস- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিয়মিত) দুইজন মুয়াজ্জিন ছিলেন। বেলাল (রাযি.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রাযি.) যিনি অন্ধ ছিলেন।

৫২৮ (মোসঃ)। হাদীস- আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মকতুম (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আযান দিয়া থাকিতেন এবং তিনি অন্ধ ছিলেন।

৫২৯ (মোসঃ)। হাদীস- আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (জিহাদ পরিচালনায়) সাধারণ রীতি ছিল, তিনি সুবহে সাদিক তথা প্রভাত হইলে পর আক্রমণ অভিযান আরম্ভ করিতেন। (অভিযানের লক্ষ্যস্থল বস্তি হইতে) আযান শুনিবার অপেক্ষা করিতেন; যদি (তথা হইতে) আযান শুনিতে পাইতেন (তবে বুঝিতে পারিতেন, এই বস্তির লোক মুসলমান হইয়াছে, তাই) আক্রমণ পরিচালনা হইতে বিরত থাকিতেন; অন্যথায় আক্রমণ করিয়া দিতেন। একদা এক ব্যক্তির আযান শুনিতে পাইলেন- সে যখন বলিল, আল্লাহু আকবার; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সৃষ্টিগত স্বভাব সম্মত উক্তিই করিয়াছ। তারপর সে বলিল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত এত বড় সুসংবাদের সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিটি

www.BANGLAKITAB.com

কে?) সকলে তাহাকে দেখিবার জন্য খোঁজ করিল। দেখা গেল, ঐ ব্যক্তিটি একজন মেষ-রাখাল।

● মেষ-রাখাল মেষ চরাইতে যাইয়া নামাযের ওয়াক্তে রীতিমত আযান দিয়া নামায আদায় করে– সে জাগতিক দৃষ্টিতে যতই নিম্ন মানের হউক না কেন, কিন্তু তাহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী কমই হইবে।

● সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার সর্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের উক্তি ও ঘোষণা করা সৃষ্টির পক্ষে ইহাই প্রকৃত স্বভাব, ইহার বিপরীত ধ্যান-ধারণা বস্তুত প্রকৃত স্বভাবের বিকৃত হওয়ার পরিচয়।

আযানের জওয়াব দেওয়া এবং আযানের পরে পাঠনীয় দোয়া

৫৩০ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِىْ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ

“তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শোন তখন তোমরাও তাহার অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ কর। তারপর আমার প্রতি দরূদ পড়; ইহা নিশ্চিত যে, কোন ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পড়িলে আল্লাহ তাআলা উহার বিনিময়ে তাহাকে দশটি রহমত দান করেন। দরূদ পড়ার পর আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ‘ওয়াছিলাহ’ প্রার্থনা কর❖– উহা হইতেছে বেহেশতের একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্তর। আল্লাহর বন্দাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র একজন বন্দা ব্যতীত আর কাহারও উহা লাভ হইবে না। আমি আশা

❖ ‘ওয়াছিলাহ’ প্রার্থনার জন্য হাদীস শরীফেই বিশেষ দোয়া রহিয়াছে। বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৩৭৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।

www.BANGLAKITAB.com

করি, আমিই হইব সেই বন্দা। যেই ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াছিলাহ' প্রার্থনা করিবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত জরুরী হইয়া যাইবে।"

৫৩১ (মোসঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"মুয়াজ্জিন যখন আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার বলে তখন যদি তোমাদের কেহ আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার বলে। তারপর যখন আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তখন সেও আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। তারপর যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে তখন সেও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে। তারপর যখন হাইয়্যা আলাছ ছালাহ বলে তখন সে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বলে। তারপর যখন হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলে তখনও সে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ বলে। তারপর যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তখন সেও আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে। তারপর যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তখন সেও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। (মুয়াজ্জিনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তির এই সব উক্তি) তাহার অন্তরের (পূর্ণ লক্ষ্য ও বিশ্বাসের) সহিত বলা হয় তবে ঐ ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ বলাবাহুল্য উল্লিখিত উক্তিসমূহ অন্তরের বিশ্বাস ও লক্ষ্যের সহিত হওয়ার জন্য ঐ সবের অর্থ জানা এবং তাহার প্রতি বিশ্বাসের সহিত

www.BANGLAKITAB.com

লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। "আল্লাহু আকবার" অর্থ– আল্লাহ সর্বমহান সর্বশ্রেষ্ঠ–সবই তাঁহার করতলগত। "আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থ– আমি মনে-প্রাণে সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবুদ ও উপাস্য নাই। "আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" অর্থ– আমি মনে-প্রাণে ইহাও সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় আল্লাহর রসূল। "হাইয়্যা আলাছ ছালাহ" অর্থ– নামাযের জন্য আস। ইহার সঙ্গে বলিতে হয়– লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ" অর্থ– (গোনাহ বা বিভিন্ন লিপ্ততা) ত্যাগ করার ক্ষমতা নাই এবং (ভাল ও নেক কাজ যথা নামায ইত্যাদির প্রতি ছুটিয়া আসিবার) শক্তি নাই– একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া। অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! তোমার পক্ষ হইতে নামাযের জন্য আসিবার ডাক দেওয়া হইয়াছে; দুনিয়ার বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া নামাযের জন্য আসিতে তোমার সাহায্য প্রয়োজন– তোমার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য কর। "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" অর্থ– মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের জন্য আস। নামায নামাযী ব্যক্তির জন্য তো ইহ-পরকালের মহা কল্যাণ ও মঙ্গলময় আছেই। কারণ নামাযের দ্বারা সে পরকালে কবরের সুখ-শান্তি এবং চিরসুখের বেহেশত লাভ করিতে পারিবে এবং ইহকালে সৎ-সাধু হইতে পারিবে– যাহা প্রত্যেক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ প্রশংসার গুণ। এতদ্ভিন্ন নামায দেশ ও সমাজের জন্যও মহা কল্যাণ এবং মঙ্গলময় বটে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"নামাযকে প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই নামায সকল প্রকার অপকর্ম ও অনাচার প্রতিরোধ করিয়া থাকে।"

ইহার সঙ্গে ঐ লা-হাওলা ... ... পড়িতে হইবে। অর্থাৎ এই কল্যাণ ও মঙ্গল আহরণের জন্য আসিতে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। এইভাবে সব অর্থগুলি আয়ত্ব করিয়া অন্তরের অন্তস্থল হইতে উহার প্রতি বিশ্বাস ও লক্ষ্য স্থাপন পূর্বক আবৃত্ত করিলে আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের অধিকারী হওয়া যাইবে।

www.BANGLAKITAB.com

৫৩২ (মোসঃ)। হাদীস– সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهٗ ذَنْبُهٗ

"যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের (শেষ) বাক্য (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) শুনিয়া এইরূপ বলিবে– ওয়া আনা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাজিতু বিল্লাহে রাব্বান ওয়া বি-মুহাম্মাদিন রাসুলান ওয়া বিল ইসলামে দ্বীনান– ঐ ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

● উল্লিখিত দোয়াটির অর্থ– আমিও মনে-প্রাণে সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি যে, কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া– তিনি এক, তাঁহার সঙ্গী-সাথী বা অংশীদার নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বন্দা ও রসূল। আমি আল্লাহকে প্রভু-পরওয়ারদেগার রূপে গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ক্ষান্ত হইলাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসূলরূপে গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ক্ষান্ত হইলাম এবং ইসলামকে ধর্ম ও মতবাদরূপে গ্রহণ করিয়া শান্ত ও ক্ষান্ত হইলাম।

৫৩৩ (মোসঃ)। হাদীস– মুআবিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ

"কিয়ামত দিবসে মুয়াজ্জিনগণের মাথা সকলের উপরে হইবে।"

অর্থাৎ তাঁহারা সাধারণ পর্যায়ে সর্বাধিক সম্মানিত হইবেন।

৫৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ

www.BANGLAKITAB.com

"নিশ্চয় শয়তান (মদীনা শহরের) আযান শুনিয়া দৌড়িয়া পালায়, এমনকি 'রওহা' নামক জায়গায় চলিয়া যায়।"

জাবের (রাযি.) সাহাবীর শার্গেদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, মদীনা শহর হইতে 'রওহা' ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

৫৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– সোহায়েল (রহ.) বলেন, আমার পিতা এক দিন আমাকে (মদীনা শহরের) বনু হারেছা গোত্রের বস্তিতে পাঠাইলেন; আমার সঙ্গে আমার এক সাথীও ছিল। (পথিমধ্যে দেয়ালে ঘেরা) একটি বাগান হইতে আমার ঐ সাথীকে তাহার নাম বলিয়া কেহ ডাকিল। আমার সাথী দেয়ালের উপর চড়িয়া বাগানের ভিতরে ভালভাবে তাকাইল, কিন্তু কোন কিছুই দেখিতে পাইল না। (ডাক শুনা গেল, কিন্তু ডাক দেনেওয়ালা পাওয়া গেল না– ইহা আশ্চর্যজনক ঘটনা!) আমি আমার পিতার নিকট সেই ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। (তিনি আশঙ্কা করিলেন যে, উহা জীন-ভূতের ক্রিয়াকলাপ ছিল। তাই) তিনি বলিলেন, তুমি এইরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইবে তাহা লক্ষ্যে থাকিলে তোমাকে পাঠাইতামই না। তবে (আগামীর জন্য স্মরণ রাখ–) কোনও সময় এই ধরনের আওয়াজ শুনিলে তখন নামাযের (উদ্দেশ্য তুল্যাই) আযান দিও। আমি আবু হুরায়রা (রাযি.)কে হাদীস বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلٰوةِ وَلّٰى وَلَهُ حُصَاصٌ

"নিশ্চয় যখন নামাযের আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান দৌড়িয়া পালায়– তাহার বায়ু নির্গত হইতে থাকে।"

● দুষ্ট জীন-ভূত সবই শয়তান পরিগণিত।

৫৩৬ (তিঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَمَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বেলাল (রাযি.)কে বলিলেন, হে বেলাল! যখন আযান দাও তখন (আযানের বাক্যগুলির প্রত্যেকটির উপর) নিঃশ্বাস কাটিয়া কাটিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করিও। আর ইকামত বলার সময় একটানা ভাবে বলিও। তোমার আযান ও ইকামতের মধ্যে এই পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখিও যে, পানাহারের প্রয়োজনধারী ব্যক্তি পানাহার হইতে এবং পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজনধারী ব্যক্তি উহা হইতে অবসর হইতে পারে। আর তোমরা (নামাযের জন্য) দাঁড়াইয়া যাইও না যাবৎ না আমাকে দেখিয়া নেও– (আমি নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি)।

৫৩৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু জুহায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيَتْبَعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ

"আমি বেলাল (রাযি.)কে দেখিয়াছি– তিনি আযান দিতেছিলেন এবং (আযানের মধ্যে শুধু দৃষ্টি ও চেহারা দ্বারা ডানে-বামে) দিক পরিবর্তন করিতেছিলেন; তাঁহার মুখ এদিক-ওদিক নিতেছিলেন। আর তাঁহার (দুই হাতের) দুইটি আঙ্গুল দুই কানের ভিতরে ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (হজ্জ সমাপণে মিনার মধ্যে) চামড়ার তৈরি লাল রঙ্গের তাবুর ভিতরে ছিলেন। (বেলাল [রাযি.] আযান শেষ করিয়া হযরত [দ.]কে নামাযের জন্য সংবাদ দানে তাবুর ভিতরে প্রবেশ করিলেন,) অতঃপর নবীজীর লাঠিখানা লইয়া তাঁহার আগে আগে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঐ লাঠি (বাহিরে) কাঁকরময় ময়দানে গাড়িয়া দিলেন; (ঐ লাঠি ছোতরা হইল– উহাকে সম্মুখে রাখিয়া) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িলেন। তাহার সম্মুখ দিয়া (ছোতরার বহির্ভাগে) কুকুর

www.BANGLAKITAB.com

ও গাধার গমনাগমন ছিল। হযরতের পরিধানে লাল রং (ডোরা বিশিষ্ট) এক জোড়া বস্ত্রছিল (–লুঙ্গি ও চাদর)। তাঁহার পায়ের গোছাদ্বয়ের নূরানী বর্ণ এখনও আমার চোখে ভাসে। (তাঁহার লুঙ্গি পায়ের গিঁটদ্বয় হইতে অনেক উপরে ছিল।)"

৫৩৮ (তিঃ)। হাদীস– বেলাল (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الصَّلٰوةِ اِلَّا فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

"ফজর নামাযের আযান ব্যতীত অন্য কোন নামাযের আযানে 'তছবীহ' করিবে না।"

● 'তছবীহ' অর্থ– 'আচ্ছালাতু খায়রুম মিনাম নাওম' বলা।

৫৩৯ (তিঃ)। হাদীস– যিয়াদ ইবনে হারেছ ছুদায়ী (ছুদা গোত্রীয় ব্যক্তি) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُؤَذِّنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَاصُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজর নামাযের আযান দেওয়ার আদেশ করিলেন। সেমতে আমি আযান দিলাম। অতঃপর বেলাল (রাযি.) ইকামত বলিতে চাহিলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ছুদা গোত্রীয় লোকটি আযান দিয়াছে এবং যে ব্যক্তি আযান দিয়াছে সে-ই ইকামতও বলিবে।"

৫৪০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤَذِّنُ اِلَّا مُتَوَضِّئٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, অযু বিহীন ব্যক্তি আযান দিবে না।"

www.BANGLAKITAB.com

৫৪১ (তিঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন অপেক্ষা করিতেন– যখন দেখিতেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন তখন ইকামত বলিতেন।

৫৪২ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি সওয়াব হাসিলের নিয়তে সাত বৎসর আযান দিবে তাহার জন্য দোযখ হইতে মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে।"

৫৪৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

"লোকদের নামায (তাহাদের) ইমামের নামাযের সঙ্গে বিজড়িত। (অর্থাৎ ইমামের নামায বাতিল হইলে মুক্তাদীগণের নামাযও বাতিল হইয়া যাইবে।) আর মুয়াজ্জিন (লোকদের নামাযের) আমানতদার। (লোকগণ নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে এবং রোযার ইফতারে তাহার আযানের উপর নির্ভর করিবে।)

আয় আল্লাহ! ইমামগণকে ভুল-ভ্রান্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখিও, মুয়াজ্জিনদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করিয়া দিও।"

● হাদীসটির মূল উদ্দেশ্য ইমাম-মুয়াজ্জিনদের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করা।

৫৪৪ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ قَالُوْا فَمَاذَا نَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী যে দোয়া করা হইবে উহা ফেরত দেওয়া হইবে না (অবশ্যই কবুল হইবে)।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এই সুযোগে আমরা কি দোয়া করিব? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাআলার নিকট ইহ-পরকালের শান্তি কামনা করিও।"

যথা এইরূপ দোয়া করিবে–

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আছআলুকাল আফিয়াতা ফিদ্দনিয়া ওয়াল আখেরাহ"

● আলোচ্য হাদীসটি পূর্ণ আকারে তিরমিযী শরীফের দোয়া অধ্যায়ের শেষ দিকে বর্ণিত আছে।

● আযানের পর তিন হাদীসে তিনটি দোয়া বর্ণিত হইল– ৫৩০, ৫৩২ ও ৫৪৪ নং হাদীস।

৫৪৫ (আঃ)। হাদীস– আবু ওমায়ের (রহ.) তাঁহার এক চাচা– আনসারী তথা মদীনাবাসী সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবনায় লিপ্ত ছিলেন যে, নামাযের জন্য লোকদেরে কিরূপে একত্রিত করা যাইবে? কেহ বলিল, নামাযের সময় উপস্থিত হইলে পতাকা উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন; লোকেরা উড্ডীয়মান পতাকা দেখিলে একে অন্যকে সংবাদ দিয়া দিবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব পছন্দ করিলেন না। অতঃপর ইহুদীদের শংখের আলোচনা করা হইল; তাহাও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করিলেন না এবং বলিলেন, শংখ বাজানো তো ইহুদীদের কাজ। (অতঃপর আগুনের আলোচনাও করা হইয়াছিল যে, কোন উচ্চস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হউক যাহা দেখিয়া লোকেরা নামাযের সময় বুঝিতে পারিবে। কিন্তু অমুসলিম মজুছিরা অগ্নিপূজা করে, তাই ঐ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হইল।) তারপর নাসারাদের ন্যায় 'নাকুস' (নামক এক প্রকার ঘণ্টা) বাজাইবার প্রস্তাব করা হইল; হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তো নাসারাদের ব্যবহারীয় বস্তু। (এইসব আলোচনার পর প্রথমত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রস্তাবে 'আস-সালাতু জামেয়াতুন–

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের জন্য একত্রিত হও' ধ্বনি দেওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন[১] কিন্তু পরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নাকুস' তৈরি করার আদেশ দিয়াছিলেন।)[২]

এই পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি হইল; সেই কারণে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নামীয় সাহাবী মনে চিন্তা-ভাবনা লইয়া বাড়ি ফিরিলেন। (তাঁহার বর্ণনা যে– নিদ্রাবস্থায় [স্বপ্নে] দেখি, এক ব্যক্তি (দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত[৩]) আমার নিকট দিয়া একটি নাকুস হস্তে বহন করত ঘুরাফেরা করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আল্লাহর বন্দা! আপনি নাকুসটি বিক্রি করিবেন কি? তিনি বলিলেন, আপনি ইহা দ্বারা কি কাজ করিবেন? আমি বলিলাম, ইহা দ্বারা নামাযের প্রতি আহ্বান জানাইব। তিনি বলিলেন, ঐ কাজের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা আপনাকে শিক্ষা দিব কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই। ঐ লোকটি বলিলেন, আপনি এইরূপ বলিবেন– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাছ ছালাহ, হাইয়্যা আলাছ ছালাহ। হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[৪]

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, অতঃপর ঐ লোকটি অল্প সময় বিরত থাকিয়া তারপর দাঁড়াইলেন এবং পূর্বের বাক্যাবলীর অনুরূপই উচ্চারণ করিলেন। অবশ্য "হাইয়্যা আলাল ফালাহ"-এর পরে অতিরিক্ত বলিলেন– কাদকামাতিছ ছালাহ, কাদকামাতিছ ছালাহ।)[৫]

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) প্রভাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে স্বপ্নের সংবাদ জ্ঞাত

---

১. এই বিষয়টি বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে।

২. এই বিষয়টি আবু দাউদ শরীফে ৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

৩. এই বিষয়টি ইবনে মাজা শরীফে উল্লেখ আছে।

৪. বিস্তারিত এই বিবরণ আবু দাউদ শরীফে ৭২ পৃষ্ঠায় আছে।

৫. এই তথ্য আবু দাউদ শরীফে ৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

করিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী তন্দ্রারূপী অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার নিকট (দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত) এক ব্যক্তি আসিলেন এবং আযান (তথা নামাযের সময় জ্ঞাত করার ব্যবস্থা) শিক্ষা দিয়া গেলেন।

(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াও এবং তাহাকে এই বাক্যাবলী বাতাইয়া দাও যাহা তুমি স্বপ্নে লাভ করিয়াছ। উহা দ্বারা বেলাল আযান দিবে; কারণ তাহার গলার স্বর তোমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ। সেমতে আমি বেলালের সঙ্গে দাঁড়াইলাম; তাঁহাকে আমি ঐ বাক্যাবলী বাতাইতে থাকিলাম; তিনি উহা দ্বারা আযান দিলেন। (আবু দাউদ ৭২ পৃষ্ঠা)

ওমর (রাযি.) ইতিপূর্বে এই স্বপ্নই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ দিন উহা অপ্রকাশ রাখিলেন; তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহার সংবাদ দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আরও পূর্বে আমাকে তোমার স্বপ্নের সংবাদ অবগত করাও নাই কেন? ওমর (রাযি.) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এইরূপ স্বপ্নের বর্ণনা দানে আমার অগ্রগামী হইয়া যাওয়ায় আমি মনে মনে লজ্জিত হইয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (একই প্রকার একাধিক স্বপ্ন দ্বারা ইসলামের একটি জরুরী বিষয় নির্ধারিত হইল— সেই জন্য) আল্লাহ তাআলার শোকর ও প্রশংসা আদায় করি।

৫৪৬ (আঃ)। হাদীস— (মদীনার) বনু নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমার ঘর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মসজিদের চতুর্পাশ্বস্থ গৃহসমূহের সর্বাধিক উঁচু গৃহ ছিল; বেলাল (রাযি.) উহার উপর দাঁড়াইয়া ফজরের আযান দিয়া থাকিতেন। তিনি রাত্রির শেষ ভাগে আসিয়া ঐ ঘরের উপর বসিতেন; সুবহে সাদিকের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। উহা দেখিতে পাইলে গা-মোড়া দিয়া উঠিতেন এবং এই দোয়াটি পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُقِيْمُوْا دِيْنَكَ

www.BANGLAKITAB.com

"আয় আল্লাহ! তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি কুরাইশদের (বর্তমান অবস্থার) বিরুদ্ধে; তাহারা যেন তোমার (প্রেরিত) দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করায় মনোযোগী হয়।"

বেলাল (রাযি.) এই দোয়া পড়ার পর আযান দিতেন। কোন এক রাত্রেও তিনি এই দোয়াটি ছাড়িতেন না।

৫৪৭ (আঃ)। হাদীস– আবু জোহায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বেলাল (রাযি.)কে দেখিয়াছি– আবতাহ নামক স্থানে তিনি তাবু হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আযান দিলেন। হাইয়্যা আলাছ ছালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার সময় ডান ও বাম দিকে স্বীয় ঘাড় মোড়িতেন; সর্বাঙ্গে ঘুরিতেন না।

৫৪৮ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল– ইয়া রসূলাল্লাহ! মুয়াজ্জিনগণ তো আমাদের অপেক্ষা অধিক মর্তবা হাসিল করিয়া নেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুয়াজ্জিন যে সব বাক্য বলিয়া থাকে তোমরাও উহা উচ্চারণ কর এবং উহা শেষ হইলে পর দোয়া কর; দোয়া কবুল হইবে।

৫৪৯ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاءُكُمْ

"তোমাদের জন্য আযান দিবেন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ এবং তোমাদের ইমাম হইবেন কুরআন উত্তম পাঠকারীগণ– ইহা তোমাদের কর্তব্য।"

● বর্তমান যুগে মুয়াজ্জিন অতি নিম্ন মানের লোকদেরে রাখা হয়। মসজিদের ঝাড়ুদার-খাদেমকেই মুয়াজ্জিন করা হয়। ইহা ঠিক নহে; ইলম-কালামে জ্ঞানে-গুণে উত্তম লোকদেরে মুয়াজ্জিন বানাইবে– আলোচ্য হাদীসের মর্ম ইহাই।

www.BANGLAKITAB.com

৫৫০ (আঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, বেলাল (রাযি.) ইকামত বলা আরম্ভ করিলেন; যখন তিনি "কাদকামাতিছ ছালাহ" বলিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا

"আল্লাহ তাআলা নামাযকে সর্বত্র জারি রাখুন এবং চিরস্থায়ী করিয়া রাখুন।"

৫৫১ (আঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং তিনি নিজেও মাগরিবের আযানের পর এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ

"আয় আল্লাহ! ইহা তোমার (মহা কুদরতের) রাত্র আগমনের ও দিন গমনের এবং তোমার আহ্বানকারীদের ধ্বনি গর্জনের সময়– এই উপলক্ষে আমার গোনাহসমূহ মাফ করিয়া দাও।"

৫৫২ (আঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে আবুল আছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আমার গোত্রের (মসজিদের) ইমাম নিয়োগ করিয়া দিন। সেমতে হযরত (দ.) বলিলেন, তুমি তাহাদের ইমাম নিযুক্ত হইলা। (ইমামতি করায়) তাহাদের দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, আর বেতন ভোগী না হয় এইরূপ মুয়াজ্জিন রাখার চেষ্টা করিও।

৫৫৩ (আঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা তকবীর-তাহরীমার (তথা নামায আরম্ভ করার) পূর্বে যথেষ্ঠ সময় কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম– (এই সময়ের মধ্যে কাতার সোজা এবং সুশৃঙ্খল করা হইত।)

তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاَوَّلَ وَمَا

مِنْ خُطْوَةٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِىْ بِهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا

www.BANGLAKITAB.com

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ দোয়া করেন ঐ লোকদের প্রতি যাহারা সম্মুখের কাতারসমূহে শামিল হইয়া উহা পূরণ করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, সম্মুখের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ ব্যয় করা হয় আল্লাহ তাআলার নিকট উহা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোন পদক্ষেপ নাই।"

৫৫৪ (নাঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ أَجْرُ مَنْ صَلَّى مَعَهُ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ দোয়া করেন সম্মুখের কাতারের জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন– আযানদাতার গোনাহ মাফ করা হয় তাহার আওয়াজের দীর্ঘতার পরিমাণে। আর যত জীবজন্তু ও উদ্ভিদ তাহার আওয়াজ শুনিবে সকলেই তাহার উক্তিসমূহের সাথে সমর্থন জানাইবে (এবং কিয়ামতের দিন মোমেন হওয়ার সাক্ষ্য দিবে)। আর তাহার সঙ্গে যত মানুষ নামায পড়িবে সকলের সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে।"

৫৫৫ (নাঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলিতে শুনিয়াছি–

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِيْ غَنَمٍ فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّيْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ

"তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হন ঐ মেষ-রাখালের প্রতি যে পর্বত শিখরে (মেষ চড়ায় এবং একা হইয়াও) নামাযের জন্য আযান দেয়

www.BANGLAKITAB.com

এবং নামায পড়ে। তখন মহা মহিম আল্লাহ (ফেরেশতাগণকে সম্বোধন করিয়া) বলেন, তোমরা আমার এই বন্দার প্রতি লক্ষ্য কর– সে আযান দেয় এবং সুন্দররূপে নামায আদায় করে; আমাকে ভয় করে। আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম এবং বেহেশতের অধিকারী বানাইয়া দিলাম।"

৫৫৬ (ইঃ)। হাদীস– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)কে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন তিনি (আযান দেওয়াকালে) হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল উভয় কানের ভিতরে দেন। হযরত (দ.) বলিয়াছেন, ইহা তোমার আওয়াজকে অধিক উঁচু করিবে।

৫৫৭ (ইঃ)। হাদীস– সাঈদ ইবনুল মুসায়্যেব (রহ.) বেলাল (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি ফজর নামাযের (ওয়াক্তের) সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্ঞাত করার জন্য (তাঁহার গৃহে) আসিলেন। তখন বলা হইল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রায় রহিয়াছেন। বেলাল (রাযি.) বলিলেন–

الصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم

"নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম, নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর এই বাক্যদ্বয় ফজরের আযানে বলবৎ রাখা হয় এবং ইহা নীতিরূপে প্রচলিত হয়।"

৫৫৮ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِيْنِهِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلٰثُوْنَ حَسَنَةً

"যেই ব্যক্তি বার বৎসর আযান দিবে তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে। আর প্রতি দিনের (প্রতিটি) আযানের জন্য ষাটটি নেকী লেখা হইবে এবং প্রতিটি ইকামতের জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হইবে।"

৫৫৯ (ইঃ)। হাদীস– উসমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ

"যেই ব্যক্তি আযান হওয়াকালে মসজিদে ছিল, তারপর সে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে– কোন বিশেষ প্রয়োজনের কারণে বাহির হয় নাই এবং সে (মসজিদের জামাতে শামিল হওয়ার জন্য) ফিরিয়া আসার ইচ্ছাও রাখে নাই সেই ব্যক্তি মোনাফেক সাব্যস্ত হইবে।"

মাসআলা ঃ কোন নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে সেই নামাযের আযান দেওয়া হইলে উক্ত আযান যথেষ্ট হইবে না, ওয়াক্ত হইলে পুনঃ আযান দিতে হইবে।

৫৬০ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ

"একদা বেলাল (রাযি.) রাত্র থাকিতে (প্রভাত হওয়ার পূর্বেই ফজরের) আযান দিয়া দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এই ঘোষণা দেওয়ার আদেশ করিলেন– 'অধম ঘুমাইয়া ছিল' অর্থাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া ভুল বশত ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া হইয়াছে।"

৫৬১ (তিঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ

"ওমর (রাযি.)-এর এক মুয়াজ্জিন একদা রাত্র থাকিতে (প্রভাতের পূর্বেই ফজর নামাযের) আযান দিয়া দিল। ওমর (রাযি.) তাহাকে পুনরায় (ওয়াক্তের মধ্যে) আযান দেওয়ার আদেশ করিলেন।"

নামায আরম্ভে হস্তদ্বয় উত্তোলন এবং উহার নিয়ম

৫৬২ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ উদ্দেশ্যে তকবীর বলাকালে (হাতের) আঙ্গুলসমূহ সোজা রাখিতেন (মুষ্ঠি বদ্ধ আকারে রাখিতেন না)।"

৫৬৩ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– তিনি দেখিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তকবীর বলার সাথে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন।

৫৬৪ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– তিনি দেখিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়াইবার কালে হস্তদ্বয় এই পরিমাণ উঠাইতেন যে হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর হইত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় কান বরাবর হইত। তারপর তিনি তকবীর বলিতেন।

● ৫৬৩ নং হাদীসে তকবীরের সাথে হাত উঠাইবার উল্লেখ আছে। আর ৫৬৪ নং হাদীসে হাত উত্তোলনের পর তকবীরের উল্লেখ হইয়াছে। উভয় নিয়মই জায়েয; উত্তমটি সম্পর্কেও উভয় দিকের ইমামগণের মতামত আছে। দ্বিতীয়টি উত্তম হওয়ার পক্ষেই অধিকাংশের মত।

৫৬৫ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইহবে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভ করাকালে তিনি উভয় কান পর্যন্ত হস্তদ্বয় উঠাইয়াছেন।

ওয়ায়েল (রাযি.) বলিয়াছেন, পরবর্তীকালে আমি পুনরায় আসিলাম– ঐ সময় ভীষণ শীত ছিল; তখন লোকদেরে দেখিলাম, তাহাদের গায়ে অনেক কাপড় এবং কাপড়ের ভিতরেই তাঁহাদের হাত নড়াচড়া করে। লোকদেরে দেখিয়াছি, নামায আরম্ভে তাঁহারা হাত উঠাইয়া থাকেন বুক পর্যন্ত; অবস্থা এই ছিল যে, তাঁহাদের গায়ে বড় জুব্বা এবং চাদর ছিল। (দুইটি রেওয়ায়েতের সমন্বয়ে অনুবাদ করা হইল।)

৫৬৬ (আঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইহবে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শীতকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়াছি, তখন তাঁহার সাহাবীগণকে দেখিয়াছি, তাঁহারা নামাযে কাপড়ের ভিতরেই হাত উঠাইয়া থাকেন।

www.BANGLAKITAB.com

৫৬৭ (ইঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় উভয় কানের নিম্ন অংশ পর্যন্ত উঠাইয়াছেন।

৫৬৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াইতেন– কেবলামুখী দাঁড়াইতেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন এবং আল্লাহু আকবার বলিতেন।

৫৬৯ (ইঃ)। হাদীস– মালেক ইবনুল হুয়ায়রেছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি (নামায আরম্ভের) তকবীর বলাকালে এবং রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া উভয় হাত এই পরিমাণ উত্তোলন করিতেন যে, হস্তদ্বয়কে উভয় কানের উপরের ভাগ পর্যন্ত পৌছাইতেন।

● উল্লিখিত হাদীসসমূহ দৃষ্টে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, নামাযে হাত উঠাইবার সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, বৃদ্ধাঙ্গুল কানের নিম্নাংশ পর্যন্ত উঠিবে। ফলে মূল হাতের কব্জি কাঁধ পর্যন্ত উঠিবে এবং আঙ্গুলসমূহের উপর ভাগ কানের উর্ধ্বাংশ বরাবর হইবে– ইহাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ছিল। অবশ্য সাহাবীগণ শীতের মধ্যে চাদর ও জুব্বার ভিতরেই হাত উঠাইতেন; তখন তাঁহাদের হাত বুক পর্যন্ত উঠিত। মহিলাদের বড় চাদর বা ওড়নায় আবৃত হইয়া নামায পড়িতে হয়। তাহারাও হাত বুক পর্যন্ত উঠাইবে; আঙ্গুলসমূহের মাথা কাঁধ পর্যন্ত উঠিবে। (শামী)

৫৭০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া হস্তদ্বয় লম্বানে খাড়াভাবে উঠাইতেন।"

মাসআলা ঃ নামায আরম্ভের তকবীর বলাকালে হস্তদ্বয় কান পর্যন্ত উঠানো হয়। তখন হাতের আঙ্গুলসমূহ সোজা করিয়া রাখিবে এবং আঙ্গুলসমূহের ও হাতের তালু কেবলামুখী রাখিবে। নামাযের তকবীরে কোন

www.BANGLAKITAB.com

আঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাইবে না, কান ধরিবেও না এবং আঙ্গুল মুষ্ঠিবদ্ধও করিবে না। হাতের তালু আকাশের দিকেও করিবে না।

নামায আরম্ভে তকবীরের পর কি পড়িবে?

৫৭১ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতে ছিলাম হঠাৎ লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ অতি মহান, আল্লাহর জন্য সর্বপ্রকার প্রশংসা অনেক অনেক। আল্লাহর জন্য পাক-পবিত্রতার ঘোষণা সকাল-বিকাল– সদা-সর্বদা।"

নামাযান্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ বাক্যগুলি কে বলিয়াছে? উত্তরে লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, আমি বলিয়াছি– ইয়া রসূলাল্লাহ! হযরত (দ.) বলিলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি এই বাক্যগুলির প্রতি; (আল্লাহর দরবারে এই বাক্যগুলি এত আদরণীয় হইয়াছে যে,) এই বাক্যগুলির জন্য আসমানের সমুদয় দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐরূপ বলিতে শুনার পর হইতে ঐ বাক্যগুলি আমি কখনও ছাড়ি নাই।

৫৭২ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করিয়া ইহা পড়িতেন–

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতার স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা করি, তোমারই প্রশংসা আমি করি। তোমার নাম অতি বরকতপূর্ণ, অতি বড় তোমার মাহাত্ম্য, তুমি ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।"

৫৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলায় নামাযে দাঁড়াইলে তকবীর বলার পর ইহা পড়িতেন–

www.BANGLAKITAB.com

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

তারপর বলিতেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

"আল্লাহ সকলের চেয়ে বড়-অনেক বড়।

তারপর বলিতেন–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

"আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি– যিনি সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন– বিতাড়িত শয়তান হইতে, তাহার কুমন্ত্রণা হইতে, তাহার সৃষ্ট অহঙ্কার হইতে এবং তাহার প্রভাব হইতে।"

৫৭৪ (আঃ)। হাদীস– জোবায়ের ইবনে মুতঈম (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নফল নামায পড়িতে দেখিয়াছেন এবং এই বলিতে শুনিয়াছেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَّفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ

৫৭৫ (নাঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করার সময় তকবীর বলিতেন, তারপর বলিতেন–

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ

www.BANGLAKITAB.com

وَاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِيْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ لَا يَقِيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ.

৫৭৮ নং হাদীসে আগত বড় দোয়ার অনুবাদ হইতে এই দোয়াটি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়াদ্বয়ের অনুবাদ সংগ্রহ সহজ হইবে।

৫৭৬ (নাঃ)। হাদীস– মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে দাঁড়াইয়া বলিতেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ

নবী (দ.) এই দোয়া পড়ার পর কেরাত পড়িতেন।

● উপরে বিভিন্ন দোয়ার উল্লেখ হইল; নবী (দ.) বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দোয়া পড়িয়া থাকিতেন। বিশেষত নফল নামাযে নবী (দ.) স্বীয় মনের আবেগে নিজ প্রভুর গুণগান নানা রকমে আবৃত করিতেন। এইসব দোয়ার অর্থের দিকে লক্ষ্য করিলে অনেকের মনই এইসব দোয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। বিশেষত তাহাজ্জুদের নামাযে নবী (দ.) হইতে আরও হৃদয়গ্রাহী দোয়া বর্ণিত রহিয়াছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের আরম্ভে বিভিন্ন বিশেষ দোয়া

৫৭৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে উঠিয়া কিসের দ্বারা নামায আরম্ভ করিতেন? তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে তাঁহার নামায এই বলিয়া আরম্ভ করিতেন–

www.BANGLAKITAB.com

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"আয় আল্লাহ! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিলের প্রভু-পরওয়ারদেগার- আসমানসমূহের এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা- দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তের জ্ঞাতা! আপনার বন্দাদের সমস্ত মত-বিরোধীয় বিষয়ের ফায়সালা আপনিই করিবেন; তাহাদের মত-বিরোধীয় সত্য সম্পর্কে আপনিই নিজ অনুগ্রহে আমাকে প্রকৃত সত্যের প্রতি পরিচালিত করুন। সরল-সোজা সত্য পথের প্রতি আপনিই পরিচালিত করিয়া থাকেন যাহাকে আপনি ইচ্ছা করেন।"

৫৭৮ (মোসঃ)। হাদীস- আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাত্রে নফল) নামাযে দাঁড়াইয়া তকবীর বলিতেন, তারপর ইহা পড়িতেন-

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَابِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"আমার দৃষ্টি ও লক্ষ্য একরোখাভাবে নিবদ্ধ করিলাম ঐ মহানের প্রতি যিনি আসমানসমূহকে ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি শেরেক তথা ঐ

www.BANGLAKITAB.com

মহানের অংশীদারে মোটেই বিশ্বাসী নহি। আমার নামায তথা দৈহিক ইবাদত, আমার কুরবানী তথা আর্থিক ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ নির্দিষ্ট আছে এবং থাকিবে একমাত্র আল্লাহর জন্য– যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানদাতা– তাঁহার কোন শরীক বা অংশীদার নাই। আল্লাহ তাআলার প্রতি এইভাবে যথাসর্বস্ব লইয়া নিবেদিত থাকায়ই আমি আদিষ্ট এবং সেই আদেশের প্রতি আমি জীবনের প্রথম মুহূর্ত হইতেই পূর্ণ অনুগত।

হে আল্লাহ! একমাত্র আপনিই মালিক-মোখতার, আপনি ভিন্ন আর কোন মাবুদ-উপাস্য নাই। আপনিই আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার, আর আমি আপনার স্বত্বাধিনস্থ দাস। আমি (অনেক সময় আপনার নাফরমানী করিয়া) নিজের ক্ষতি সাধনকারী অন্যায় করিয়াছি– আমি আমার গোনাহ ও অপরাধ স্বীকারকরি; আপনি আমার সমস্ত গোনাহ ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিন। আপনি ভিন্ন কেহই গোনাহ মাফ করিতে পারে। আর আপনি আমাকে সুচরিত্র-সদাচরণের প্রতি পরিচালিত করুন; আপনি ভিন্ন আর কেহ উহার প্রতি পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে না। কুচরিত্র ও কুআচরণ হইতে আপনি আমাকে ফিরাইয়া রাখুন; আপনি ভিন্ন আর কেহ উহা হইতে ফিরাইয়া রাখার ক্ষমতা রাখে না।

আমি সদা আপনার হুজুরে উপস্থিত থাকিব এবং পূর্ণ অনুগত ও নিবেদিত হইয়া থাকিব। সকল প্রকার ভাল ও মঙ্গল আপনার হাতে (সুতরাং উহা আপনার দানেই লাভ হইতে পারে)। আর সকল প্রকার খারাপ ও অমঙ্গল (উহার সৃষ্টিকর্তা আপনি, কিন্তু আপনার নীতি অনুসারে উহা আমাদের কর্মফলেই আসে, তাই উহা) আপনার প্রতি সম্পৃক্ত নহে। (উহার দোষ আমাদের উপরই বর্তিবে। অমঙ্গল হইতে রেহায়ী এবং মঙ্গল লাভের জন্য) আমি আপনার উপরই নির্ভর করি এবং আপনার সমীপেই নিবেদন জানাই। আপনি মঙ্গলময় ও মহান; আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং তওবা করি।"

আলী (রাযি.) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে যাইয়া এই বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعَظْمِىْ وَعَصَبِىْ

"আয় আল্লাহ! একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই আমি রুকু তথা মাথা নত করিয়াছি, আপনার প্রতিই আমার ঈমান এবং আপনারই আমি বাধ্যগত। আপনার দিকেই অবনত আমার কান, আমার চোখ, আমার মজ্জা-মগজ, আমার হাড়-গোড় ও আমার শিরা-উপশিরা।"

রুকু হইতে উঠিয়া বলিয়াছেন–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"আল্লাহ তাঁহার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনিয়া থাকেন; হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনার জন্য সমস্ত রকম প্রশংসা– আসমানসমূহ পরিপূর্ণ হওয়া পরিমাণ, যমীন পরিপূর্ণ হওয়া পরিমাণ, আসমান-যমীনের মধ্যস্থ শূন্য পরিপূর্ণ হওয়া পরিমাণ এবং এইসব ব্যতীত যত কিছু পরিপূর্ণ হওয়া আপনি চাহেন (যেমন– আরশ ও কুরছি)।"

সিজদায় যাইয়া বলিয়াছেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"আয় আল্লাহ! একমাত্র আপনার উদ্দেশ্যেই আমি সিজদা করিলাম এবং আপনার প্রতিই আমার ঈমান, আপনারই আমি বাধ্যগত। ধন্য আমার চেহারা– সে সিজদা করিয়াছে ঐ মহানকে যিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকৃতি দিয়াছেন– পরন্তু সুন্দর আকৃতি দান করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে কান ও চোখ খুলিয়া দিয়াছেন। অতি মহান আল্লাহ যিনি সর্বাধিক সুন্দর সৌষ্ঠব ও সুগঠন দানকারী।"

www.BANGLAKITAB.com

তারপর তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী এই বলিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

"আয় আল্লাহ! আমার আগের-পাছের এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব রকম গোনাহ মাফ করিয়া দিন। আমি যত সীমালঙ্ঘন করিয়াছি এবং যেসব অপরাধ আমার অপেক্ষা আপনি অধিক অবগত আছেন সব মাফ করিয়া দিন। আপনি অনাদি, অনন্ত– আপনি ভিন্ন আর কোন মাবুদ উপাস্য নাই।"

৫৭৯ (আঃ)। হাদীস– আছেম ইবনে হুমায়দ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায কি বলিয়া আরম্ভ করিতেন? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, তুমি আমাকে এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহা তোমার পূর্বে আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইয়া দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দশবার আসতাগফিরুল্লাহ বলিতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"আয় আল্লাহ! আমাকে মাফ করিয়া দিন, আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমাকে সুস্থ রাখুন। কিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের অবস্থা হইতে আমি আপনার পানাহ চাই।"

মাসআলা ঃ সকল প্রকার নামাযের রুকু-সিজদায় কমপক্ষে তিন তিনবার তসবীহ পড়িবে।

৫৮০ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذٰلِكَ أَدْنَاهُ

"তোমাদের কেহ রুকুতে যাইয়া তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' বলিলে তাহার রুকু পূর্ণ হইয়া যায়। অবশ্য তিনবার বলা উহার সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর সিজদায় যাইয়া তিনবার 'সুবাহানা রাব্বিয়াল আলা' বলিলে তাহার সিজদা পূর্ণ হইয়া যায়। অবশ্য তিনবার বলা উহার সর্বনিম্ন পরিমাণ।"

ইমামের পিছনে মুক্তাদী কোন কিরাত পড়িবে না

৫৮১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুছা আশআরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلٰوتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ

www.BANGLAKITAB.com

اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণের মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে তাঁহার রীতি-নীতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমাদেরে নামায শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যখন তোমরা নামায পড়িবে তখন প্রথমে তোমরা কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াইবে, তারপর তোমাদের একজন তোমাদের ইমাম হইবেন। যখন ইমাম তকবীর বলিলেন তখন তোমরাও তকবীর বলিবে, যখন ইমাম 'গায়রিল মাগজুবে আলাইহিম ওয়ালাজ্জাল্লীন বলিবেন তখন তোমরা 'আমীন' বলিবে; ('আমীন অর্থ কবুল করুন'; সেমতে আলহামদু ছুরায় যে 'সিরাতে মুস্তাকীম' সৎপথের জন্য দোয়া করা হইয়াছে সেই দোয়া) আল্লাহ তাআলা তোমাদের পক্ষে কবুল করিবেন। ইমাম তকবীর বলিয়া রুকু করিতে গেলে তোমরাও তকবীর বলিয়া রুকুতে যাইবে। (ইহাতে একটু আগ-পাছ হইবে বটে,) কিন্তু ইমাম রুকুতে আগে যাইবেন আবার রুকু হইতে উঠিবেনও আগেই; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেমতে একটির বিনিময়ে অপরটি (হইয়া উভয়ের রুকু সমানই) হইবে। যখন ইমাম (রুকু হইতে উঠায়) ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলিবেন তখন তোমরা (রুকু হইতে উঠায়) 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে; (যাহার অর্থ– হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহর জন্য তোমাদের এই প্রশংসা) আল্লাহ তাআলা তোমাদের পক্ষে গ্রহণ ও মঞ্জুর করিবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীর (এবং তাঁহার ন্যায় প্রত্যেক ইমামের) ভাষায় (ঐ মুহূর্তেই) ঘোষণা দিয়াছেন, 'ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা' (যাহার অর্থ– যে কেহ আল্লাহর প্রশংসা করিবে আল্লাহ তাহার পক্ষে উহা গ্রহণ ও মঞ্জুর করিবেন।) আর যখন ইমাম তকবীর বলিবেন এবং সিজদায় যাইবেন তখন তোমরাও তকবীর বলিবে এবং সিজদায় যাইবে। (এখানেও একটু আগ-পাছ হইবে) কিন্তু ইমাম আগে সিজদায় যাইবেন আগেই সিজদা হইতে উঠিবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অতএব একটির বিনিময়ে অপরটি (হইয়া উভয়টি সমানই) হইবে। আর যখন বসিয়া যাওয়ার অবস্থা হইবে তখন

www.BANGLAKITAB.com

প্রথমে তোমাদের প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হইবে– 'আত্তাহিয়্যাতু ... ... আবদুহু ওয়া রাসুলুহু (পর্যন্ত)'।

অবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন– আর যখন ইমাম কুরআনের কিছু পড়িবেন তখন তোমরা চুপ থাকিবে।"

৫৮২ (মোসঃ)। হাদীস– এমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায আমাদেরকে নিয়া পড়িতে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার পেছনে 'ছাব্বেহেছমা রাব্বেকাল আলা' সূরা পাঠ করিল। নামায শেষ করিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পেছনে কুরআন পাঠ করিয়াছে কে? ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি (পড়িয়াছি)। আমি একমাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যেই পড়িয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ধারণা করিতেছিলাম– নিশ্চয় তোমাদের কেহ আমাকে আমার কুরআন পড়ার সময় বিব্রত করিতেছে।

● এই ঘটনা সম্পর্কে কেহ ভাবিতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি শব্দ করিয়া পড়িতে ছিল। কিন্তু এইরূপ ধারণা নিতান্তই অসামঞ্জস্য। কারণ ঘটনা জোহর নামাযের; সমস্ত মুক্তাদীগণই নীরব, এমনকি ইমামও নিঃশব্দে পড়িতেছেন, যেহেতু জোহর নামাযের ইমামের কিরাত নিঃশব্দে পড়া ওয়াজিব– এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সকলের মধ্যে শব্দ করিয়া পড়িবে– ইহা বলা ঠিক হইবে না।

সম্ভবত ঐ মুক্তাদী ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাত পড়িয়া বিধি বহির্ভূত কাজ করায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বচ্ছ হৃদয় বিব্রত বোধ করিয়াছে। যেমন নাসায়ী শরীফের হাদীসে আছে– "একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামায শেষ করিয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ পূর্বক বলিলেন, এক শ্রেণীর লোক আমাদের সঙ্গে নামায পড়ে, অথচ তাহারা অযু

● পাঠকবর্গ! ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীসখানা– التشهد فى الصلوة। পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন এবং নিজ বক্ষমান গ্রন্থেই অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, এই হাদীসের সর্বশেষ বাক্যটি– 'যখন ইমাম কুরআনের কিছু পড়িবেন তখন তোমরা চুপ থাকিবে' এই বাক্যটি আলোচ্য হাদীসের সহীহ-শুদ্ধ অংশ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ একমত, এই সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই– এই মন্তব্য স্বয়ং ইমাম মুসলিমের উক্তি।

www.BANGLAKITAB.com

উত্তমরূপে করে না– বস্তুত তাহারাই আমার কুরআন পড়ায় গড়মিল সৃষ্টিকারী।" বিধি বহির্ভূত কর্মের প্রতিক্রিয়া স্বচ্ছ হৃদয়ের উপর এইরূপ পতিত হইয়া থাকে।

আলোচ্য হাদীসে বিব্রত হওয়ার মূল কারণ এই শ্রেণীর বস্তুই। সশব্দে পড়ার কারণে আওয়াজ টকরাইয়া ছিল– তাহা উদ্দেশ্য নহে। নতুবা কোন ব্যক্তি ইমাম হইতে অনেক দূরে থাকিয়া ইমামের সাথে সাথে সশব্দে পড়িলে তাহা জায়েয হইতে পারিত; তখন আওয়াজের টকরাও হইবে না। অথচ উহা সর্বসম্মতরূপে নিষিদ্ধ।

৫৮৩ (মোসঃ)। হাদীস– আতা ইবনে ইয়াসার (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযি.) ইমামের পিছনে কিরাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন–

لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ

"ইমামের সঙ্গে থাকাবস্থায় কোন নামাযেই কোন প্রকার কিরাত পড়িবে না।"

● উক্ত হাদীস মুসলিম শরীফে–

باب السهو فى الصلوة والسجود له

-এর পরে باب سجود التلاوة -এর মধ্যে বর্ণিত রহিয়াছে।

৫৮৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশব্দে কিরাত পড়ার কোন এক নামায শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তোমাদের কেহ আমার সঙ্গে কিরাত পড়িয়াছে কি? এক ব্যক্তি বলিল, হাঁ– ইয়া রসূলাল্লাহ!

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ভাবিতেছিলাম–

مَا لِيْ أُنَازِعُ الْقُرْآنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَجْهَرُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.BANGLAKITAB.com

কি হইল, কুরআন পড়িতে আমি এরূপ টানাটানি অনুভব করিতেছি কেন? (আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী–) আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা যখন হইতে লোকেরা শুনিল তখন হইতে তাহারা সশব্দে কিরাত পড়ার নামাযে তাঁহার সাথে কিরাত পড়া হইতে বিরত হইয়া গেল।

৫৮৫ (তিঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) যাবের (রাযি.) বলিয়া থাকিতেন–

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাযও সূরা ফাতেহা বিহীন পড়িবে সে যেন নামায পড়েই নাই। হাঁ– যদি সে ইমামের পেছনে হয়। (ইমামের পেছনে নামায তো কিরাত পড়াবিহীনই হইবে।)

৫৮৬ (নাঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"ইমাম গ্রহণ করা হয় তাঁহার মুক্তাদী হওয়ার জন্য; সেমতে যখন ইমাম তকবীর বলিবে তোমরাও তকবীর বলিবে। আর যখন ইমাম কিরাত পড়িবে তখন তোমরা চুপ থাকিবে এবং যখন ইমাম 'ছামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিবে তখন তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে।"

● মোসলেম (রহ.) তাঁহার সহীহ মুসলিম শরীফ গ্রন্থে এই হাদীসখানার আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহা পূর্ণ সহীহ ও বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

৫৮৭ (নাঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন– যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সব রকম নামাযেই কি কিরাত পড়িতে হয়?

www.BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। ঐ সময় এক আনসারী ব্যক্তি বলিলেন, সব নামাযে কিরাত পড়া তো ওয়াজিব হইয়া গেল।

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি তাকাইলেন; আমি তাঁহার সর্বাধিক নিকটবর্তী ছিলাম। হযরত (দ.) বলিলেন–

مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

"আমার সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে, লোকদের ইমাম থাকিলে সেই ইমামই তাহাদের পক্ষে (কিরাতের জন্য) যথেষ্ট হইবে।"

● ইমাম নাসায়ী (রহ.) এই হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়াছেন– ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর পক্ষে যথেষ্ট।

৫৮৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمْ التَّشَهُّدُ

"ইমাম যখন কিরাত পড়িবে তখন তোমরা চুপ থাকিবে। আর যখন বসিবে তখন তোমাদের প্রত্যেকের সর্বপ্রথম যিকির তাশাহহুদ হইতে হইবে।"

৫৮৯ (ইঃ)। হাদীস– যাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

"যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়িবে ইমামের কিরাতই তাহার কিরাত গণ্য হইবে।"

আলোচনা– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান থাকাবস্থায়– ওহীর গমনাগমন চলিতে থাকাকালে শরীয়তের অনেক আদেশ নিষেধের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন হইতে থাকিত। যেমন মদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সূচনায় সূরা বাকারা ২১৯ আয়াতে বলা

www.BANGLAKITAB.com

হইয়াছে, "মদ এবং জুয়ার মধ্যে (এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান যাহাতে) মহাপাপ আছে, আর মানুষের কিছু উপকারও আছে; তবে উহাদের (সৃষ্ট) পাপ উহাদের উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। (কাজেই ঐ দুইটি পরিত্যাজ্য হইবে।)" অবশ্য তখনও মদ হারাম বা পরিত্যাজ্য ঘোষিত হয় নাই। তারপর সূরা নিসার ৪৩ আয়াতে মদের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আসে নিতান্ত সীমিত আকারে। বলা হয়– "হে মুমিনগণ! মদের নেশা অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যাইও না।" অর্থাৎ নামায পড়িতে হইবে এমন সময় মদ্য পান নিষিদ্ধ। অতঃপর সূরা মায়েদার ৯০ আয়াতে মদকে সুস্পষ্টরূপে একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বলা হয়– "হে মুমিনগণ! নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ– মদ, জুয়া, দেব-দেবী, গণৎকারের গণনা এইসব অপবিত্র-অবৈধ, শয়তানের কার্যভুক্ত; অতএব এইসব হইতে তোমরা অবশ্যই বিরত থাকিও তাহাতে তোমরা সাফল্যবান হইতে পারিবে।"

ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কীয় বিধানেও বিভিন্নতা দেখা যায়। ইসলামের প্রথম দিকে তো নামায অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল। অতঃপর পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা নামাযের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তারপর ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদীর কার্য বর্ণনায় বিভিন্ন হাদীস বিদ্যমান পাওয়া যায়। যথা–

● ১. ইমামের ন্যায়ই সূরা ফাতেহা তদুপরি আরও আয়াত বা সূরা পড়া। এই নিয়ম বর্ণনায় অনেক হাদীস রহিয়াছে–

৫৯০ (মোসঃ)। হাদীস– ওবাদা ইবনে সামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا

"ঐ ব্যক্তির নামায হইবে না যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা তারপর আরও অতিরিক্ত কিরাত না পড়িবে।"

৫৯১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন, এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য–

www.BANGLAKITAB.com

لَا صَلٰوةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ

"নামায হইবে না সূরা ফাতেহা তারপর আরও অতিরিক্ত কিরাত ব্যতীত।"

৫৯২ (ইঃ)। হাদীস– সাহাবী জাবের (রাযি.) বলিয়াছেন–

كُنَّا نَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"আমরা জোহর এবং আসর নামাযে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অপর এক সূরা পড়িয়া থাকিতাম। আর শেষ দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়িতাম।"

৫৯৩ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدُ وَسُوْرَةً فِىْ فَرِيْضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا

"ঐ ব্যক্তির নামায হইবে না যে (দুই রাকাতওয়ালা নামাযের) প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু এবং অন্য একটি সূরা না পড়িবে– ফরজ নামাযে বা অন্য রকম নামাযে।

● ২. ঐ নিয়ম সঙ্কুচিত হইয়াছে; সব রকম নামাযেই– এমনকি সশব্দে কিরাত পড়ার নামাযেও শুধু সূরা ফাতেহা ইমামের পেছনে পড়া। যথা–

৫৯৪ (তিঃ)। হাদীস– ওবাদা ইবনে ছামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়িলেন; তাঁহার জন্য কিরাত পড়া ভারী বোধ হইতে ছিল। সেমতে নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন– মনে হয়, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে কিরাত পড়। আমরা বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! খোদার কসম– ঠিকই আমরা পড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা করিও না– একমাত্র সূরা ফাতেহা ব্যতীত। কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তাহার নামায হয় না।

৫৯৫ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

www.BANGLAKITAB.com

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ

"যেই নামাযেই সূরা ফাতেহা না পড়িবে উহা অসম্পূর্ণ থাকিবে।"

৫৯৬ (ইঃ)। হাদীস– শোয়াইব (রহ.) তাঁহার দাদা হইবে বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ خِدَاجٌ

"যে নামাযেই সূরা ফাতেহা পড়া না হইবে উহা অসম্পূর্ণ উহা অসম্পূর্ণ।"

● ৩. উল্লেখিত দ্বিতীয় নিয়মও সঙ্কুচিত হইয়াছে; সশব্দে কিরাত পড়ার নামাযে ইমামের পেছনে মুক্তাদী কিরাত পড়া হইতে বিরত থাকিবে। যথা– ৫৮৪ নং হাদীস। ঐ হাদীস তিরমিযী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ এবং নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

● ৪. উক্ত তৃতীয় নিয়মও সঙ্কুচিত হইয়াছে; সব রকম নামাযে ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদীকে চুপ থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে। যথা– ৫৮১ হইতে ৫৮৯ নং পর্যন্ত (৫৮৪ নং ব্যতীত) ৮ খানা হাদীস। তদুপরি আরও হাদীস এই বিষয়ে বর্ণিত আছে। যথা–

হাদীস– আবুল আলীয়া (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى قَرَأَ فَقَرَأَ اَصْحَابُهٗ فَنَزَلَتْ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا فَسَكَتَ الْقَوْمُ وَقَرَأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"(ইসলামের প্রথম দিকে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ায় কিরাত পড়িতেন, সাহাবীগণও তাঁহার সাথে কিরাত পড়িতেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হইল– 'ফাছতামেয়ু লাহু ওয়া আনছেতু' অর্থাৎ (ইমামের) কুরআন পড়াকালে তোমরা শুনিয়া থাকিবে এবং (শুনিবার অবস্থা না হইলে) চুপ থাকিবে। সেমতে (মুক্তাদী) সাহাবীগণ পড়া হইতে বিরত থাকিতেন এবং শুধু (ইমাম) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িতেন। (বায়হাকী– হাশিয়া এলাউস সুনান)

www.BANGLAKITAB.com

হাদীস– মুসা ইবনে ওকবা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর, ওমর ও উসমান (রাযি.) ইমামের পেছনে সব রকম কিরাত পড়িতে নিষেধ করিতেন। (মুছান্নাফ আবদুর রাযযাক)

এতদ্ভিন্ন বড় বড় সাহাবীগণ ইমামের পেছনে কিরাত না পড়ার ফতোয়া দিয়া থাকিতেন। যথা–

হাদীস– ওবায়দুল্লাহ ইবনে মেকসাম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالُوْا لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلٰوةِ

"তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে ছাবেত ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)কে (মুক্তাদীর কিরাত পড়া সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, কোন প্রকার নামাযেই ইমামের পেছনে কোন রকম কিরাত পড়া যাইবে না।" (তহাবী শরীফ)

এতদ্ভিন্ন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশও সব রকম নামাযে ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদী চুপ থাকার পক্ষে।

আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"যখন কুরআন পড়া হয় তখন উহা (শুনা যাওয়ার ক্ষেত্রে) তোমরা উহা লক্ষ্য করিয়া শুনিবে আর (শুনা না যাওয়ার ক্ষেত্রেও) চুপ থাকিবে; তাহা হইলে তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করা হইবে!"

(৯ পারা, ১৪ রুকু– সূরা আরাফ ২০৪ আয়াত)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কুরআন পাকের মান-মর্যাদা ও সম্মান এই দাবি রাখে যে, উহা পঠিত হওয়ার সংশ্লিষ্টে অবস্থানকারীগণ উহার সম্মানে চুপ থাকিবে,

www.BANGLAKITAB.com

মুখে কিছু উচ্চারণ করিবে না– যদিও ঐ পঠন না শুনে। যেরূপ– ইমাম জুমার খুতবা পাঠকালে ঐ জামাতের যেই শরীকগণ ইমাম হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে– যাহারা ইমামের কোন শব্দই শুনিতেছে না তাহাদের উপরও চুপ থাকা ওয়াজিব, প্রয়োজনীয় কোন শব্দও মুখে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। এমনকি ঐ অবস্থায় নীরব কণ্ঠেও আল্লাহর যিকির, কুরআন পাঠ ইত্যাদি সবই মাকরূহে তাহরীমী– ইহা খুতবার সম্মান। খুতবার এই সম্মান অত্র আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত করা হইয়াছে; যেহেতু খুতবায় কুরআন পাকের আয়াত উদ্ধৃত হয়। অতএব খোদ কুরআন পাকের সম্মান কি উক্ত দাবি রাখিবে না? অবশ্য কুরআন পাক তেলাওয়াত করা-উদ্দেশ্য সমাবেশের কথা ভিন্ন। তথায় উহার শব্দ শুনিতে পাওয়ার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করিয়া শুনার আদেশ নাই; তদ্রূপ উহার সম্মানে চুপ থাকারও আদেশ থাকিবে না।

মছআলাহ– মুক্তাদী না হইয়া নামায পড়িলে কিরাত তথা পবিত্র কুরআনের যে কোন অংশবিশেষ পড়া ফরজ। আর বিশেষভাবে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে একখানা হাদীস আছে–

ওবাদা ইবনে ছামেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

"তাহার নামায হইবে না যে সূরা ফাতেহা না পড়িবে।"

● আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে বড় বড় ইমাম-মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত এই যে, উক্ত হাদীসখানা ঐ শ্রেণীর নামাযী সম্পর্কে যে মুক্তাদী না হইয়া নামায পড়িবে। যথা– তিরমিযী শরীফে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে–

معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده

"সূরা ফাতেহা যে না পড়িবে তাহার নামায হইবে না– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর উদ্দেশ্য– যখন নামাযী ব্যক্তি একা নামায পড়িবে।"

www.BANGLAKITAB.com

প্রসিদ্ধ ইমামে-হাদীস সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (রহ.)-ও বলিয়াছেন, এই হাদীস ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে নিজে নামায পড়ে (ইমামের মুক্তাদী নহে)।

(আবু দাউদ শরীফ)

● যদি কেহ উল্লিখিত হাদীস বিশারদদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তবে তাহাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইমামের কিরাত পড়াকালে মুক্তাদীর কার্য বর্ণনায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে ঐসব হাদীসের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য হাদীসখানাও।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত হাদীসখানা এবং ৫৯৫ ও ৫৯৬ নং শ্রেণীর হাদীস দ্বারা যাহারা প্রমাণ করিতে চাহে যে, ইমামের পেছনে নামায পড়িলেও সূরা ফাতেহা মুক্তাদীগণকে পড়িতে হইবে; যেহেতু এইসব হাদীসে বলা হইয়াছে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায হয় না। তাহাদের বুঝা উচিত যে, এইসব হাদীস যদি মুক্তাদীর উপরও প্রযোজ্য হয়, তবে যে ব্যক্তি ইমামের রুকু অবস্থায় জামাতে শামিল হইল– ঐ ব্যক্তির নামায সম্পর্কে সকল আলেম-মুহাদ্দিসগণেরই স্থির সিদ্ধান্ত যে, সে ঐ রাকাত পাইয়াছে ধরা হইবে; হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত। অথচ এই রাকাতে সে এক অক্ষরও সূরা ফাতেহা পড়ে নাই। সুতরাং ইহাই স্বতসিদ্ধ কথা যে, এইসব হাদীস মুক্তাদীর উদ্দেশ্যে নহে, বরং শুধু ইমাম ও একা নামায আদায়কারীর উদ্দেশ্যে যাহা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলিয়াছেন।

মুক্তাদী সূরা ফাতেহার ধ্যানে লিপ্ত থাকিবে

● মুক্তাদীর শ্রেষ্ঠ লিপ্ততা হইল আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিতির ধ্যানে নিমজ্জমান হইয়া থাকা; কিন্তু ইহা যথেষ্ট সাধনা সাপেক্ষ উচ্চস্তরের অবস্থা। অথচ নামায অবস্থায় মন ও ধ্যানকে লাগামহীন ছাড়িয়া দেওয়া নামাযের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর; তাহাতে নামাযের সওয়াব অনেক কমিয়া যায়। সাধারণ লোকের জন্য মনকে অবাঞ্ছিত কল্পনা হইতে রক্ষার সহজ উপায় এই যে, ইমামের কিরাত শুনাবস্থায় উহার প্রতি মনোযোগী থাকিবে। ইমামের পড়ার শব্দ শুনিতে না পাইলে সূরা ফাতেহার ধ্যানে লিপ্ত থাকিবে।

৫৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) একদা এই হাদীস শুনাইলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ صَلَّى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلٰثًا غَيْرُ تَمَامٍ

"যে ব্যক্তি কোন নামায পড়িবে– উহাতে সূরা ফাতেহা না পড়িবে সেই নামায অসম্পূর্ণ; (অসম্পূর্ণ শব্দটি) তিনবার উচ্চারণ করিলেন। সেই নামায পরিপূর্ণ গণ্য হইবে না।"

আবু হুরায়রা (রাযি.) এই হাদীস বর্ণনা করিলে তাঁহাকে বলা হইল, আমরা অনেক সময় ইমামের পেছনে থাকি।

আবু হুরায়রা (রাযি.) তদুত্তরে বলিলেন, اقرأ بها فى نفسك (ইমামের পেছনে থাকাকালে) তুমি উহাকে তোমার মনে মনে পড় অর্থাৎ উহার ধ্যানে লিপ্ত থাক। (এই ধ্যান নামাযে শুভই বটে; নামাযের সহিত সূরা ফাতেহার সম্পর্ক অতি দৃঢ়।) কারণ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ

"আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, নামাযকে তথা উহার প্রাণবস্তু সূরা ফাতেহাকে আমার ও আমার বন্দার মধ্যে সমান দুই ভাগ করিয়া দিয়াছি। (নামাযের প্রাণবস্তু সূরা ফাতেহার রচনা সাতটি আয়াতে। উহার প্রথম তিনটি আয়াত শুধু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায়, শেষ তিনটি আয়াত শুধু বন্দার উদ্দেশ্য ও আবেদন প্রকাশে, মধ্যবর্তী একটি আয়াতের একাংশ আল্লাহর অপর অংশ বন্দার।

www.BANGLAKITAB.com

শেষ তিন আয়াতের মর্ম সম্পর্কে উহার সঙ্গে সঙ্গে তো আল্লাহর তরফ হইতে মঞ্জুরীর ঘোষণা হয়ই, তদুপরি পূর্বাহ্নেই আল্লাহ তাআলা নিজের সাব্যস্ত জানাইয়া দিয়াছেন) এবং বলিয়া দিয়াছেন, আমার বন্দা যাহা আবদার করিবে উহা তাহার জন্য মঞ্জুর হইবে।

(প্রথম আয়াতসমূহের প্রতিটির সহিত ফেরেশতাগণকে, বরং কুল মাখলুকাতকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তাআলার স্বীকৃতি বিঘোষিত হয়-) যখন বন্দা বলে, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত সৃজনের পালনকর্তা' তখন আল্লাহ তাআলা (তাহার প্রতি ধন্যবাদ স্বরূপ স্বীকৃতি দানে) বলেন, আমার বন্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন বন্দা বলে, আর-রাহমানির রাহীম 'তিনি অসীম দয়ালু অতিশয় দয়াবান' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বন্দা আমার গুণগান করিয়াছে। যখন বন্দা বলে, মালিকি ইয়াও মিদ্দীন 'তিনি প্রতিফল দান-পর্বের সর্বাধিকারী' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বন্দা আমাকে উচ্চ মর্যাদা উচ্চ সম্মান দিয়াছে- সে তাহার সবকিছু আমার উপর অর্পণ করিয়াছে। যখন বন্দা বলে, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তায়ীন 'আয় আল্লাহ! আমি আপনারই বন্দেগী করি এবং আমি আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, ইহা আমার ও আমার বন্দার মধ্যে বিভক্ত। (আয়াতটির প্রথম বাক্যে আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগীর স্বীকৃতি এবং দ্বিতীয় বাক্যে বন্দার সাহায্য প্রার্থনা।) আমার বন্দার সম্মুখস্থ আবদার পূর্ণ হইবে। অতঃপর যখন বন্দা বলে, ইহদিনাছ সিরাতাল মুস্তাকীম-সিরাতাল্লাজীনা আনআমতা আলাইহিম-গায়রিল মাগজুবে আলাইহিম ওয়ালাজ্জা...লী...ন, 'আয় আল্লাহ! আমাকে সরল-সোজা পথ দান করুন, আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্তগণের পথ দান করুন, আপনার ক্রোধানলে পতিত- ইহুদীদের পথও না এবং ভ্রষ্ট নাসারাদের পথও না' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, এই সবই আমার বন্দার আবদার-আবেদন; আমার বন্দার আবদার-আবেদন মঞ্জুর হইল।"

● নামাযের প্রাণবস্তু হইল- এই সূরা ফাতেহা। বন্দা যখন একা একা আল্লাহর দরবারে দাঁড়াইবে তখন তাহাকেই সরাসরি আল্লাহর দরবারে ইহা পেশ করিতে হইবে এবং তাহার প্রতি ঐরূপেই আল্লাহর তরফ হইতে স্বীকৃতি আসিবে। আল্লাহ তাআলার এই শ্রেণীর বন্দাও আছেন যাঁহারা

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর স্বীকৃতি-বাণী শুনিয়া শুনিয়া সূরা ফাতেহা পড়িয়া থাকেন। যাহারা ঐ শ্রেণীর নহে তাহারা অন্তত আল্লাহর রসূলের মাধ্যমে আল্লাহর বর্ণনা জ্ঞাত হইয়া আল্লাহর তরফ হইতে স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধুরী উপভোগ করিতে পারে। জামাতে নামায পড়াকালে মহান দরবারের আদব ও নিয়ম অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। দলগতভাবে উপস্থিত হইলে মহান দরবারের আদব নিয়ম ইহাই যে, মহামহিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আদব-কায়দা ও রীতি-নীতি তো প্রত্যেককেই পালন করিতে হইবে। কিন্তু বক্তব্য পেশ করা এবং উত্তর গ্রহণ করা একমাত্র দলপতির মাধ্যমেই হইতে হইবে। দলপতির আবেদন-নিবেদন পেশ করা শুনিতে থাকিলে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কারণ উহা সকলের পক্ষ হইতেই এবং উহার মঞ্জুরী ও স্বীকৃতি তদ্রূপ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য, তাই উহার মাধুরীও প্রত্যেকেই উপভোগ করিবে। দলপতির আবেদন-নিবেদন পেশ করা শুনিতে না পাইলেও দলপতির পেছনে চুপ থাকার নিয়ম ও আদব অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে এবং মহান দরবারের মাহাত্ম্যের ধ্যানে নিমজ্জমান থাকিতে হইবে। দলপতির আবেদনই সকলের পক্ষ হইতে হইবে এবং তদ্রূপই উহার মঞ্জুরী ও স্বীকৃতিও প্রত্যেকের প্রতি হইবে। ঐ মহা ধ্যানে ধন্য হইতে পারিলে সূরা ফাতেহার ধ্যানে থাকিবে– যাহা দলপতি দরবারে পেশ করিতেছেন।

৫৮৭ ও ৫৮৯ হাদীস অনুসারে ইমামের সূরা ফাতেহা পড়া প্রত্যেক মুক্তাদীর পক্ষে পড়া পরিগণিত; অতএব উহার আয়াতসমূহের উপর আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে যে মঞ্জুরী ও স্বীকৃতি আসিবে তাহাও প্রত্যেক মুক্তাদীর প্রতি হইবে।

নামাযের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ' সশব্দে পড়িবে না– নিঃশব্দে পড়িবে?

৫৯৮ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.BANGLAKITAB.com

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর ও উমর ও উসমানের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি। তাঁহাদের কাহাকেও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়িতে শুনি নাই।

৫৯৯ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِىْ اَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِىْ اٰخِرِهَا

"আমি নামায পড়িয়াছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং আবু বকর, ওমর ও উসমানের পেছনে। তাঁহারা (কিরাত) আরম্ভ করিতেন, 'আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন' দ্বারা; তাঁহারা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' (কিরাতরূপে তথা সশব্দে) পাঠ করিতেন না– (সূরা ফাতেহা) পড়ার আরম্ভেও না, উহার শেষেও না।"

৬০০ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন; হঠাৎ তিনি যেন তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তারপর হাসিমুখে মাথা উঠাইলেন; আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! কি কারণে হাসিলেন? হযরত (দ.) বলিলেন, এখনই আমার প্রতি একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

"বিসমিল্লাহির ... ...। আমি আপনাকে 'কাওছার' দান করিয়াছি; (উহার দরুন আবহমানকাল আপনার সুনাম প্রচলিত থাকিবে।) অতএব আপনি (উহার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ) আপন পরওয়ারদেগারের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রুদলই লেজকাটা– নাম-নিশানা বিহীন হইবে।"

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাওছার কি তাহা তোমরা জান? আমরা আরজ করিলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলই উহা ভালরূপে জানেন। ('কাওছার' অর্থ মঙ্গলময় সম্পদ সম্ভার— উহা হইতে বিশেষ একটি সম্পর্কে) রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা একটি নহর বা প্রণালী— হাউজ সম্বলিত। আমার মহামহিম পরওয়ারদেগার বেহেশত এলাকার ভিতরে উহা আমাকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; উহা অসংখ্য রকম মঙ্গল ও কল্যাণে পরিপূর্ণ হইবে। (বেহেশতে প্রবাহমান উক্ত প্রণালীর প্রবাহ হাশর মাঠে হাউজ সৃষ্টি করিবে।) কিয়ামত দিবসে আমার উম্মত ঐ হাউজের পানীয় লাভ করিবে। উহার মধ্যে নক্ষত্ররাজির সংখ্যায় গ্লাস বা পানপাত্র বিদ্যমান থাকিবে। উম্মতের এক শ্রেণীর বন্দাকে উহা হইতে হটাইয়া নেওয়া হইবে; তখন আমি বলব, হে পরওয়ারদেগার! ইহারা তো আমার উম্মতেরই। আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন, আপনি জানেন না তাহারা আপনার পরে কি সব অপকর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল।

৬০১ (তিঃ)। হাদীস— আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযি.)-এর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন—

سَمِعَنِىْ اَبِىْ وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ اَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ اَبِىْ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ قَالَ وَلَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَبْغَضَ اِلَيْهِ الْحَدَثُ فِى الْاِسْلَامِ يَعْنِىْ مِنْهُ وَقَالَ وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلَا تَقُلْهَا اِذَا اَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল [রাযি.] সাহাবী) আমাকে নামাযের মধ্যে (সশব্দে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিতে শুনিলেন। সেমতে তিনি আমাকে বলিলেন, হে বৎস! (নামাযে সশব্দে বিসমিল্লাহ... পড়া—) ইহা নব আবিষ্কৃত তথা বিদআত কাজ। তুমি বিদআত হইতে অবশ্যই বাঁচিয়া থাকিও।

www.BANGLAKITAB.com

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযি.) আরও বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক সাহাবীর নিকট বিদআত সর্বাপেক্ষা অধিক বিরাগভাজন বস্তু ছিল।

তিনি আরও বলিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এবং আবু বকর, ওমর ও উসমানের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি; কাহাকেও (নামাযে সশব্দে) বিসমিল্লাহ বলিতে শুনি নাই। সুতরাং তুমিও ঐরূপ বলিও না। তুমি নামাযে সশব্দে বলিবা– "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।"

মাসআলা ঃ নামায ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় যে কোন সূরা সশব্দে পড়িলে উহার আরম্ভে বিসমিল্লাহও সশব্দে পড়িবে।

৬০২ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهٗ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

"নামায (অর্থাৎ উহার বিশিষ্ট অঙ্গ কিরাত) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা আরম্ভ করিতেন।"

মাসআলা ঃ নামাযে সূরা ফাতেহার আরম্ভে নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়িবে। সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা উহার প্রথম হইতে পড়িলে উহার আরম্ভেও নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পড়া উত্তম।

৬০৩ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সূরা হইতে অপর সূরার ভিন্ন একমাত্র "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" অবতীর্ণ হওয়ার দ্বারাই উপলব্ধি করিতেন। অর্থাৎ বিসমিল্লাহ অবতীর্ণ হইলেই অপর সূরার আরম্ভ উপলব্ধি করিতেন। সেমতে বিসমিল্লাহ একটি স্বতন্ত্র আয়াত– কোন সূরারই অংশ নহে।

৬০৪ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নামায পড়িয়াছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং আবু বকর, ওমর ও উসমান (রাযি.)-এর পেছনে–

فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.BANGLAKITAB.com

"তাঁহাদেরে সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িতে শুনি নাই।"

৬০৫ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلّٰى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে নামায পড়াইয়াছেন– তিনি আমাদেরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের পঠন শুনান নাই। আবু বকর ও ওমরও আমাদেরে নামায পড়াইয়াছেন– তাঁহাদের হইতেও আমরা উহার পঠন শুনি নাই।"

৬০৬ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযি.)-এর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাদের কাহাকেও সশব্দে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িতে শুনিলে বলিতেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এবং আবু বকর, ওমর (রাযি.)-এর পেছনে নামায পড়িয়াছি– তাঁহাদের কোন একজনকেও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (সশব্দে) পড়িতে শুনি নাই।

'আমীন' বলা এবং উহার নিয়ম

৬০৭ (তিঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهٗ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) গায়রিল মাগজুবে আলাইহিম ওয়ালাজ্জাল্লীন পাঠের পর আমীন বলিলেন এবং উহা নিঃশব্দে বলিলেন। (হযরতের আমীন বলা ওয়ায়েল [রাযি.] কিভাবে টের পাইলেন উহার সূত্র ৬০৯ নং হাদীসে আছে।)"

● আলোচ্য হাদীসটির শেষ বাক্য দুই রকমে বর্ণিত আছে– এক বর্ণনা "খাফাজা বেহা ছৌতাহূ" অর্থ– উহা নিঃশব্দে বলিলেন। অপর বর্ণনায় "মাদ্দা বেহা ছৌতাহূ" অর্থ– উহার আওয়াজ লম্বা ও দীর্ঘায়িত করিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

উভয় বর্ণনার সমন্বয় এইরূপে যে, উহার পঠন নিঃশব্দে হইল কিন্তু উচ্চারণ দীর্ঘায়িতরূপে হইল– 'আ...মী...ন। অর্থাৎ 'আ' এবং 'মী' দীর্ঘ হইল।

৬০৮। (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (নামাযের মধ্যে) আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে দুই জায়গায় নীরবতা স্মরণ রাখিয়াছি। একটি হইল (তাকবীর বলিয়া) নামায আরম্ভ করিয়া, অপরটি হইল (সূরা ফাতেহার শেষে–) ওয়ালাদ্দা...লী..ন বলিয়া।

এতদ্ভিন্ন পূর্ণ কিরাত শেষ করিয়া রুকুর পূর্বক্ষণেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য নীরবতা পছন্দ করিতেন; শ্বাস ক্ষান্ত হওয়ার জন্য।

● প্রথম নীরবতায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছানা ইত্যাদি দোয়া পড়িতেন। দ্বিতীয় নীরবতায় 'আমীন' বলিতেন।

৬০৯ (ইঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি– তিনি ওয়ালাদ্দা...ল্লী...ন বলার পর আমীন বলিয়াছেন, (লোকদেরে উহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য সামান্য উঁচু আওয়াজে বলিয়াছেন;) এমনকি আমরা উহা শুনিয়াছি।

৬১০ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنَ

"ইহুদীগণ তোমাদের প্রতি কোন বস্তুতে ঐ পরিমাণ হিংসা করে না যে পরিমাণ হিংসা 'সালাম' এবং আমীনের উপর করিয়া থাকে।"

● মুসলমানদের পরস্পর সালামের আদান-প্রদান আন্তরিক দোয়া ও শান্তি কামনার সহিত অতীব সুন্দর রীতিতে যে সৌহার্দের প্রদর্শন এবং অসংখ্য সওয়াব লাভের সুযোগ হয় তাহাতে মুসলিম জাতির শত্রুদের গাত্রদাহ না হইয়া পারে না। তদ্রূপই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত 'আমীন' শব্দটির দ্বারা অনেক গোনাহ মাফ হয়; (বুখারী শরীফ দ্রষ্টব্য) উহাতেও শত্রুদের গাত্রদাহ হওয়া স্বাভাবিক।

www.BANGLAKITAB.com

৬১১ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– ইহুদীরা তোমাদের প্রতি কোন বস্তুর উপর ঐ পরিমাণ হিংসা করে না যে পরিমাণ হিংসা করে 'আমীনের' উপর। অতএব তোমরা 'আমীন' বেশী বেশী বলিও।

পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াত করায় নিষ্ঠাবান হইবে

৬১২ (আঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে আসিলেন, আমরা তখন বুখারী শরীফ তেলাওয়াত করিতে ছিলাম– আমাদের মধ্যে আরবী ও অনারবী সব রকম মানুষই ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কুরআন শরীফ পড়; (ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত কুরআন পড়ায় লিপ্ত–) তোমরা প্রত্যেকেই ভাল। অচিরেই এমন লোকদের আবির্ভাব হইবে যাহারা কুরআনকে এমন নিখুঁতভাবে পড়ায় সচেষ্ট হইবে যেমন তীরকে নিখুঁতভাবে সোজা করা হয়। কিন্তু তাহারা পবিত্র কুরআনের দ্বারা দুনিয়ার লাভ হাসিল করায় তৎপর হইবে। আখেরাতের লাভ হাসিল করায় তৎপর হইবে না।

৬১৩ (আঃ)। হাদীস– সাহল ইবনে সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে তশরীফ আনিলেন, আমরা তখন কুরআন তেলাওয়াত করিতে ছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে) বলিলেন, "আলহামদু লিল্লাহ"– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। (অতঃপর বলিলেন–)

كِتَابُ اللّٰهِ وَاحِدٌ وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الْأَبْيَضُ وَفِيكُمُ الْأَسْوَدُ

اِقْرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ

وَلَا يَتَأَجَّلُهُ

"আল্লাহর কিতাব (–কুরআন) এক; অবশ্য তোমাদের মধ্যে লাল চামড়া, সাদা চামড়া, কাল চামড়া (বিভিন্ন দেশের) সব রকম লোকই রহিয়াছে। (তোমাদের পঠনে বিভিন্নতা আছে, তবুও যথাসাধ্য সহীহ-

www.BANGLAKITAB.com

শুদ্ধরূপে) তোমরা কুরআনকে (ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত) পড়িতে থাকিও– ঐ যুগ আসিবার পূর্বে যখন এক শ্রেণীর লোক কুরআনকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পড়িবে যেরূপে তীরকে নিখুঁতভাবে সোজা করা হয়। কিন্তু তাহারা কুরআনের বিনিময় ও ফল দুনিয়াতেই লাভ করিবে, আখেরাতের ফল ও বিনিময় হাসিল করিবে না।"

● পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করিয়া দুনিয়ার ধন-দৌলত, সুনাম-সুখ্যাতি, নাম-যশ ও প্রসিদ্ধি লাভ করায় উহা ব্যবহার করিলে সেই তেলাওয়াত যতই নিখুঁত হউক না কেন উহা নিতান্তই দুঃখনীয় ও দোষনীয়। পক্ষান্তরে অনারব সাধারণ মানুষ ত্রুটি-বিচ্যুতির সহিত হইলেও ইখলাস ও নিষ্ঠতার সহিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করিলে তাহা প্রশংসনীয়। অবশ্য পবিত্র কুরআন সহীহ-শুদ্ধ করিয়া পড়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। বিশেষত যেইরূপ ভুলে অর্থের বিকৃতি ঘটিবে উহা সংশোধন করার চেষ্টা ফরজ পর্যায়ের। কারণ কুরআন পড়া নামাযের একটি বিশেষ ফরজ, অতএব নামাযকে শুদ্ধ করার লক্ষ্যে কিরাত শুদ্ধ করায় অবশ্যই সচেষ্ট হইতে হইবে।

কুরআন পাক পড়িতে অক্ষম ব্যক্তি কি করিবে?

৬১৪ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আওফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া আরজ করিল, আমি কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখিতে পারি না। তাই আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়া দিন যাহা আমার জন্য (সওয়াবের দিক দিয়া) কুরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ইহা পড়িবে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

"আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মন্দ হইতে বাঁচিবার ক্ষমতা এবং ভাল আহরণের শক্তি আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

www.BANGLAKITAB.com

ঐ ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রসূল! ইহা তো সবটুকু আল্লাহর জন্য হইল! আমার জন্য কি বলিব? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আরও বলিবে–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ

"আয় আল্লাহ! আমার প্রতি রহমত নাযিল করুন, আমাকে রিযিক দান করুন, আমাকে সুখ-শান্তি দান করুন এবং আমাকে সৎপথ দান করুন।"

ঐ ব্যক্তি (চলিয়া যাওয়ার জন্য) যখন দাঁড়াইল তখন সে তাহার হাতকে সুকঠিনরূপে মুষ্ঠিবদ্ধ করিয়া (এই আমলকে দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করার প্রতি) ইশারা করিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি তাহার হস্তকে কল্যাণ ও মঙ্গল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া নিল।

● এই হাদীসের মর্মে বুঝা যায় আল্লাহর যিকির এবং দোয়া কুরআন তেলাওয়াতের পরিপূরক হয়। সেমতে ইমাম আবু দাউদ (রহ.), ইমাম নাসায়ী (রহ.) এবং অনেকে এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যদি কোন ব্যক্তির উপর নামায ফরজ হইয়াছে; অথচ এই মুহূর্তে সে কুরআনের সূরা কিরাত পড়িতে অক্ষম; তাহার অবশ্যই ওয়াক্তের ভিতর নামায আদায় করিতে হইবে। সে কিরাত শিক্ষা করা সাপেক্ষে আল্লাহর কোন যিকির দ্বারা নামায আদায় করিবে। অন্তত অতি ছোট যে কোন তিনটি আয়াত পড়িতে পারিলে তখন উহা দ্বারা নামায পড়িবে।

শুধু নামায আরম্ভেই দুই হাত উঠাইবে, নামাযের মধ্যে অন্য কোন স্থানে হাত উঠাইবে না

৬১৫ (তিঃ)। হাদীস– আলকামা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিলেন–

اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরে লইয়া (জামাতে) নামায পড়িব– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার নিয়মে। এই ঘোষণা দিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) (ইমাম হইয়া) নামায পড়াইলেন। তিনি একমাত্র (নামায আরম্ভের) প্রথমবার (তকবীরে) হস্তদ্বয় উঠাইলেন– অন্য আর কোন স্থানে তিনি হস্তদ্বয় উঠান নাই!"

● নামাযের প্রথম তকবীর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে হাত না উঠানো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হওয়াকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) কার্যত দেখাইয়াছেন– মৌখিক বলেন নাই; আলোচ্য হাদীসের মর্ম ইহাই এবং হাদীসখানা আবু দাউদ-নাসায়ী শরীফেও বর্ণিত আছে; হাদীসখানা অবশ্যই বিশুদ্ধ সহীহ। ইহার সনদ সকলের সম্মুখেই রহিয়াছে।

কোন কোন বর্ণনাকারী আলোচ্য হাদীসের বিষয়টিকে মৌখিক উক্তিরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার (তকবীর) ব্যতীত হাত উঠান নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে মৌখিক উক্তি আকারের বর্ণনাটি প্রমাণিত নাই বলিয়া মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হাদীস যাহাতে কার্যত দেখাইবার বর্ণনা রহিয়াছে, উহা সপ্রমাণিত বটে, এমনকি স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) নিজেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসের শুধু বিষয়বস্তু ও মর্মের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন না, বরং বাক্য, রচনা, শব্দ, বিন্যাস এবং আকার-আকৃতির প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। একটি বিষয়বস্তু একরূপ শব্দ, বাক্যাবলী ও রচনায় সকলের নিকট পরিচিত ও প্রমাণিত সাব্যস্ত; ঐ বিষয়বস্তুটিকেই যদি কেহ ভিন্ন শব্দ, বাক্য ও রচনায় বর্ণনা করে এবং তাহা নিয়মিত সনদে প্রমাণিত না থাকে তবে ঐ বর্ণনাকে মুহাদ্দিসগণ অপ্রমাণিত বলিয়া দিবেন– উহার অর্থ এই হইবে না যে, মূল বিষয়বস্তুটি অপ্রমাণিত, বরং উদ্দেশ্য এই হইবে যে, এই শব্দ এই বাক্য এই রচনা এই আকার-আকৃতি অপ্রমাণিত।

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের আলোচ্য হাদীসে হাদীস-শাস্ত্রের উক্ত চুল-চেরা সূক্ষ্ম বিধানই অনুসারিত হইয়াছে। নামাযের মধ্যে প্রথম তকবীর ভিন্ন কোন স্থানে হাত না উঠানো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত হওয়াকে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর এই প্রকাশন মৌখিক আকারে হয় নাই, বরং কার্য প্রদর্শনের মাধ্যমে হইয়াছে– ইহার বর্ণনা বিশুদ্ধ সনদের সাথে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত রহিয়াছে, এমনকি উহা স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.)ও বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্ত প্রকাশনকে তাঁহার মৌখিক উক্তিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন– এই মৌখিক উক্তির বর্ণনাকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) অপ্রমাণিত বলিয়াছেন।

৬১৬ (আঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيْبٍ مِّنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র নামায আরম্ভ করাকালে উভয় হাত কর্ণদ্বয়ের নিকটবর্তী পর্যন্ত উঠাইয়া থাকিতেন, তারপর আর ঐরূপ করিতেন না।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ "ইমামের পেছনে মুক্তাদী কোন কিরাত পড়িবে না।" এই পরিচ্ছেদের বিশেষ দ্রষ্টব্যে দেখানো হইয়াছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্যমান থাকাবস্থায় ওহীর গমনাগমন চলাকালে শরীয়তের অনেক আদেশ-নিষেধের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন হইতে থাকিত। নামাযের মধ্যে হাত উঠানোর বিষয়টিও ঐ তথ্যের আওতাভুক্ত। উহাতে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

● ১. সাহাবীগণ উভয় দিকে সালাম ফেরার সময়ও হাত উঠাইতেন। যেরূপে নামায ছাড়া সালামের সাথে সাধারণভাবে হাত উঠানোর প্রচলন রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে উহা হইতে বারণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে হাদীস–

www.BANGLAKITAB.com

৬১৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়া অবস্থায় আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ (হাতের ইশারার সহিত) বলিয়া থাকিতাম। জাবের (রাযি.) (এই বর্ণনার সময়) উভয় দিকে হাতের ইশারা করিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, সেমতে তিনি বলিলেন–

عَلَامَ تُوْمُوْنَ بِاَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اِنَّمَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ

"তোমরা কি উদ্দেশ্যে হাতের দ্বারা ইশারা করিয়া থাক? (অবাঞ্ছিত ইশারায় তোমাদের হাত পর পর উঠিয়া থাকে–) উহা যেন অবাধ্য ভোজী ঘোড়ার লেজ (যাহা বার বার উঠিয়া থাকে)। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, হাতকে উরুর উপর রাখিবে এবং (শুধু মৌখিক) সালাম করিবে স্বীয় (ঈমানী) ভাই (ফেরেশতা ও মুসলমান)কে উদ্দেশ্য করিয়া– যে বা যাঁহারা ডানে আছেন অথবা বামে আছেন!"

● ২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তকবীরে হস্তদ্বয় উঠাইতেন। যথা–

৬১৮ (ইঃ)। হাদীস– ওমায়ের ইবনে হাবীব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরজ নামাযের মধ্যে প্রত্যেক তকবীরের সাথে উভয় হাত উঠাইয়া থাকিতেন।"

৬১৯ (ইঃ)। হাদীস– আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ

"নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক তকবীরের সমস্ত হস্তদ্বয় উঠাইয়া থাকিতেন।"

www.BANGLAKITAB.com

● সিজদার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উঠাইয়া থাকিতেন। যথা–

৬২০ (নাঃ)। হাদীস– মালেক ইবনুল হুয়াইরিছ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ

"তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন, উভয় হাত উত্তোলন করেন নামায আরম্ভ করায় এবং রুকুতে যাওয়ার সময়। রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া এবং সিজদার সময় ও সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া– হস্তদ্বয় এই পরিমাণ উঠাইতেন যে, হস্তদ্বয় (উহার আঙ্গুল সমূহের উপর ভাগ) উভয় কানের উপরের অংশের বরাবর হইত।"

৬২১ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ

"আমি দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত উঠাইয়া থাকেন– যখন নামায আরম্ভ করেন, যখন রুকু করেন এবং যখন সিজদা করেন।"

● দুই রাকাতের উপর– প্রথম বৈঠক হইতে উঠিয়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উঠাইতেন। যথা–

৬২২ (আঃ)। হাদীস– আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই রাকাতের বৈঠক হইতে দাঁড়াইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং উভয় হাত উঠাইতেন।"

www.BANGLAKITAB.com

৬২৩ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.)। হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরজ নামাযে দাঁড়াইতেন তখন তকবীর বলিতেন এবং উভয় হাত (তথা উহার কব্জি) কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতেন। কিরাত শেষ করিয়া রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেও উহা করিতেন এবং যখন রুকু হইতে উঠিতেন তখনও। নামাযে বসা অবস্থায় হস্তদ্বয় উঠাইতেন না। আর দুই রাকাত পূর্ণ করিয়া যখন দাঁড়াইতেন তখনও ঐরূপে উভয় হাত উঠাইতেন এবং তকবীর বলিতেন।

৬২৪ (নাঃ)। হাদীস– আবু হুমায়দ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুই রাকাত পড়িয়া দাঁড়াইতেন তকবীর বলিতেন এবং উভয় হাত উঠাইতেন, উহার কব্জি কাঁধ বরাবর হইত– যেরূপে নামায আরম্ভে করিয়া থাকিতেন।"

এতদ্ভিন্ন বুখারী শরীফেও হাদীস আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত হইতে দাঁড়াইয়া উভয় হাত উঠাইতেন।

● ৩. প্রত্যেক তকবীরের সাথে হাত উঠানো নির্দ্বিধায় সংকুচিত হইয়াছে– বিশেষত সিজদার সময় ও সিজদা হইতে উঠিয়া হাত উঠানো যাহা ৬১৯/৬২০/৬২১ নং হাদীসে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ হইয়াছে উহা অবশ্যই সঙ্কুচিত হইয়াছে। ৬২৩ নং হাদীসে পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে বসা অবস্থায় কোন স্থানেই হাত উঠাইতেন না; সিজদা তো অবশ্যই বসা অবস্থায় হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং প্রত্যেক কিতাবেই এক হাদীসে সুস্পষ্টরূপে সিজদার সময় হাত উত্তোলন না করা উল্লেখ পূর্বক নামায আরম্ভের পর শুধু রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হইতে উঠার পর হাত উত্তোলন উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি–

www.BANGLAKITAB.com

إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ اَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

"যখন নামায আরম্ভ করিতেন তখন উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতেন এবং রুকূর পূর্বে এবং রুকূ হইতে উঠিয়া। আর হস্তদ্বয় উঠাইতেন না দুই সিজদার মধ্য ভাগে।"

● ৪. বলাবাহুল্য আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর উক্ত হাদীস দ্বারা ৬১৮, ৬১৯, ৬২২, ৬২৩ ও ৬২৪ নং হাদীসে বর্ণিত নিয়ম; বিশেষত ৬২০, ৬২১ নং হাদীসে বর্ণিত সিজদার সময় হাত উত্তোলনের নিয়ম যেভাবে সংকুচিত হইয়াছে তদ্রূপই আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর হাদীস এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত নিয়ম যে, রুকুতে যাইতে ও রুকূ হইতে উঠিয়া হাত উঠাইতেন– এই নিয়মও আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত ৬১৫, ৬১৬ নং হাদীস অনুসারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। একমাত্র নামায আরম্ভে হাত উঠানো ব্যতীত নামাযের অন্য কোন স্থানে তাহা সুন্নত থাকে নাই। এমনকি রুকূ সিজদা ও উঠা-বসার বিধানগত নড়াচড়া ব্যতীত নামাযের মধ্যে সর্বতোভাবে অঙ্গসমূহকে নাড়াচাড়া বিহীন রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

৬২৫ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং (উপদেশ দানে) বলিলেন–

مَا لِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ

"তোমাদেরে (অবাঞ্ছিতরূপে) হাত উঠাইতে কেন দেখি? হাতগুলি যেন অবাধ্য তেজী ঘোড়ার লেজ (যাহা অযথা বার বার উঠিয়া থাকে)। নামাযের মধ্যে (অযথা কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া না করিয়া) স্থির থাকিবা।"

আর এক দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন এবং আমাদেরে বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন–

ما لى اراكم عزين

www.BANGLAKITAB.com

"তোমাদেরে বিশৃঙ্খল দেখি কেন? আরও এক দিন আমাদের নিকট আসিলেন এবং (অনিয়মভাবে কাতার বাঁধায় দেখিয়া) বলিলেন–

أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوْنَ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ

"ফেরেশতাগণ তাঁহাদের পরওয়ারদেগারের দরবারে যেভাবে কাতার বাঁধিয়া থাকেন তোমরা ঐরূপে কাতার বাঁধ না কেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ফেরেশতাগণ আগের কাতারসমূহ পূর্ণ করিয়া থাকেন এবং কাতারে লাগালাগি হইয়া দাঁড়ান।"

নামাযের প্রতিটি উঠা-বসায় তকবীর বলিবে

৬২৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হুরায়রা (রাযি.) তাঁহাদের নামায পড়াইতেন– তিনি প্রত্যেক উঠা-বসায় তকবীর বলিতেন। (একদা) নামায সমাপ্তে তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ করিয়া বলি, তোমাদের সকলের মধ্যে আমার নামায রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সহিত সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

৬২৭ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উঁচু-নিচু হওয়ায় এবং প্রতি উঠা-বসায় তকবীর বলিয়া থাকিতেন। আবু বকর (রাযি.) এবং ওমর (রাযি.)ও তাহা করিতেন।

নামাযে দাঁড়াইয়া হাত বাঁধা এবং উহার নিয়ম

৬২৮ (মোসঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি দেখিয়াছেন– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–

رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

www.BANGLAKITAB.com

"উভয় হাত উঠাইয়াছেন কানদ্বয় পর্যন্ত যখন তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিয়াছেন। তারপর হাত কাপড়ের ভিতরে নিয়াছেন এবং দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের উপর রাখিয়াছেন (অর্থাৎ হাত ছাড়িয়া রাখেন নাই)। যখন রুকু করায় উদ্যত হইয়াছেন তখন উভয় হাত কাপড় হইতে বাহির করিয়াছেন, তারপর উঠাইয়াছেন এবং তকবীর বলিয়াছেন এবং রুকু করিয়াছেন। তারপর যখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিয়াছেন তখন উভয় হাত উঠাইয়াছেন। তারপর যখন সিজদা করিয়াছেন উভয় হাতের মধ্যে সিজদা করিয়াছেন।"

৬২৯ (তিঃ)। হাদীস– হুলব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করিতেন; তিনি তাঁহার বাম হাতকে ডান হাত দ্বারা ধরিয়া রাখিতেন।"

৬৩০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বলিতেন, (নামাযে দাঁড়াইয়া) উভয় পা সোজা রাখা এবং এক হাতের উপর অপর হাত রাখা– ইহাই সুন্নত।

৬৩১ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) একদা নামায পড়িতেছিলেন– তিনি ডান হাতের উপর বাম হাত রাখিয়াছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে (ঐ অবস্থায়) দেখিয়া তাঁহার ডান হাত বাম হাতের উপর রাখিয়া দিলেন।

● আবু দাউদ শরীফের এক অনুলিপিতে এস্থানে একটি হাদীস উল্লেখ আছে– আলী (রাযি.) বলিয়াছেন, সুন্নত তরীকা হইল– এক হাতের কব্জি অপর হাতের কব্জির উপর রাখা নাভির নিচে।

৬৩২ (নাঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلٰوةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ

www.BANGLAKITAB.com

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি যখন নামাযে দাঁড়ানো থাকিতেন তখন তিনি বাম হাত ডান হাত দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।"

● এই হাদীসের মর্ম ইহাই যে, বাম হাতকে ডান হাত দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ আকারে ধরিয়া রাখিবে।

নামাযের তাশাহহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু এবং দরূদ ও দোয়া এবং দরূদের ফযীলত

৬৩৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন–

عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِى السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

"আমাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়াছেন (অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত– যে, দীক্ষা গ্রহণের ন্যায়) আমার হাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় হাতের মধ্যে (মুসাফাহা করারূপে) ছিল। (অত্যন্ত তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের সহিত শিক্ষা দিয়াছেন–) যেভাবে আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিয়া থাকিতেন।"

● আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) উল্লিখিত ভূমিকা বর্ণনার পর সেই তাশাহহুদ বর্ণনা করিয়াছেন; আমাদের প্রচলিত তাশাহহুদ উহারই অনুরূপ। বুখারী শরীফে তাহা বর্ণিত আছে।

৬৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনিও বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন (ঐরূপ গুরুত্বের সাথে) যেরূপ আমাদেরে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি এইরূপ বলিয়া থাকিতেন–

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰةُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

www.BANGLAKITAB.com

৬৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাআলা তাহার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করিবেন।"

৬৩৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিয়াছেন, তাশাহহুদ নিঃশব্দে পড়া– ইহাই সুন্নত।

৬৩৭ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً

"কিয়ামত দিবসে লোকদের মধ্যে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠকারী আমার অধিক নৈকট্য লাভ করিবে।"

৬৩৮ (তিঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"নিশ্চয় দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে আবদ্ধ থাকে– উহার কোন অংশই (আল্লাহর দরবারে) পৌঁছে না, যাবৎ না তুমি তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ কর।"

৬৩৯ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নামায পড়িতেছিলাম। (তথায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন হইল এবং আবু বকর, ওমর (রাযি.) তাঁহারসাথে ছিলেন। আমি যখন (নামায শেষে) বসিলাম তখন প্রথমে আল্লাহ তাআলার গুণগান করিলাম, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িলাম, তারপর নিজের জন্য দোয়া করিতে লাগিলাম। নবী

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিতে লাগিলেন, (আল্লাহ তাআলার নিকট) চাও তোমাকে দেওয়া হইবে— চাও দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ তুমি অতি সুন্দর নিয়মে দোয়া করিতেছ; তুমি যত দোয়া করিবে সব কবুল হইবে। দোয়া করার সুন্দর নিয়ম ইহাই যে, প্রথমে আল্লাহ তাআলার গুণগান এবং দরূদ পাঠ করিয়া দোয়া আরম্ভ করিবে।

এই হাদীসখানা— নামায অধ্যায়ের শেষের দিকে বর্ণিত আছে।

৬৪০ (তিঃ)। হাদীস— ফাজালা ইবনে ওবায়দ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদে) বসিয়া ছিলেন— ঐ সময় এক ব্যক্তি আসিল এবং নামায পড়িল। অতঃপর সে এই বলিয়া দোয়া করিল—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ

"আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে নামাযী! তাড়াহুড়া করিয়াছ। (দোয়া করার উত্তম নিয়ম এই—)

إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَصَلِّ عَلَیَّ ثُمَّ ادْعُهٗ

"নামায শেষে যখন বসিবে তখন প্রথমে আল্লাহ তাআলার জন্য তাঁহার যোগ্য গুণগান ও প্রশংসা করিবে এবং আমার প্রতি দরূদ পড়িবে, তারপর আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে।"

ফাজালা (রাযি.) বর্ণনা করেন, তারপর অন্য এক ব্যক্তি নামায পড়িল। সে আল্লাহ তাআলার গুণগান ও প্রশংসা করিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে নামাযী! (যত ইচ্ছা) দোয়া কর; কবুল করা হইবে।

৬৪১ (তিঃ)। হাদীস— ফাজালা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করিতে শুনিলেন— ঐ ব্যক্তি (দোয়ার পূর্বে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করে নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করিয়াছে; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং বলিলেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

"তোমাদের কেহ নামায পড়িলে (নামাযের শেষ বৈঠকে অথবা নামায সমাপনান্তে দোয়া করাকালে) প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করিবে, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে। অতঃপর যাহা ইচ্ছা হয় দোয়া করিবে।"

● উক্ত হাদীসদ্বয় দোয়া অধ্যায়ে জামেউদ-দোয়া পরিচ্ছেদে আছে।

৬৪২ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

"লাঞ্ছিত হউক ঐ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আমার উল্লেখ হয় এবং সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে নাই। লাঞ্ছিত হউক ঐ ব্যক্তি যাহার উপর রমযান মাস আসে এবং তাহার মাগফেরাত হওয়া ব্যতিরেকে ঐ মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। লাঞ্ছিত হউক ঐ ব্যক্তি যাহার বর্তমানে মাতা-পিতা অথবা তাঁহাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাঁহারা উহাকে বেহেশতে পৌঁছায় না।"

● রমযান মাস গোনাহ মাফ করাইবার বিশেষ সুযোগ; সেই সুযোগের যে সদ্ব্যবহার করে না তাহার প্রতি এই বদদোয়া। তদ্রূপ বৃদ্ধ মাতা-পিতার খেদমত দ্বারা মানুষ অতি সহজে বেহেশত লাভে ধন্য হইতে পারে; সেই সুযোগ পাইয়াও যে উহার সদ্ব্যবহার করে না তাহার প্রতিও এই বদদোয়া।

● অত্র হাদীসের বিষয়বস্তু অন্য এক হাদীসে অধিক ভয়াবহ আকারে বর্ণিত আছে যে– একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে

www.BANGLAKITAB.com

আরোহনকালে তিনবার 'আমীন' বলিলেন। অতঃপর উহার ব্যাখ্যা দানে বলিলেন, জিবরাঈল (আ.) তিনটি বদদোয়া করিলেন; আমি তাঁহার প্রত্যেকটি বদদোয়ার উপর 'আমীন' বলিলাম। বদদোয়া তিনটি আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত তিনটি বদদোয়াই।

৬৪৩ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ

"অতি বড় বখিল-কৃপণ (যাহার কৃপণতা প্রকাশের ভাষা নাই–) ঐ ব্যক্তি যাহার সম্মুখে আমার উল্লেখ হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।"

● উক্ত হাদীসদ্বয় পূর্ববর্তী হাদীসদ্বয়ের ছয় পৃষ্ঠা পরে বর্ণিত আছে।

৬৪৪ (তিঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইতেন এবং লোকদেরে এই বলিয়া আহ্বান করিতেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ اذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ

"হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর। অচিরেই আসিয়া যাইতেছে মৃত্যু তাহার সংশ্লিষ্ট (কবর ও উহার অবস্থা, হাশর ও উহার অবস্থা, পুলসিরাত ও উহার অবস্থা ইত্যাদি) সব সহ, অচিরেই আসিয়া যাইতেছে মৃত্যু উহার সংশ্লিষ্ট সব সহ।

উবাই (রাযি.) বলেন, একদা আমি (ঐরূপ সতর্কবাণীর প্রেক্ষিতে) আরজ করিলাম–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُكْثِرُ الصَّلٰوةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِىْ قَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ قُلْتُ فَالنِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ وَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا

www.BANGLAKITAB.com

شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى
هَمَّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ

"ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি বেশী পরিমাণে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে ইচ্ছুক। আমার নিজের জন্য দোয়ার সময়ে কত সময় আপনার (দরূদের) জন্য ব্যয় করিব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যতটুকু তোমার ইচ্ছা। আমি বলিলাম, চার ভাগের এক ভাগ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহা তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি করিলে তাহাতে তোমারই বেশী লাভ হইবে। আমি আরজ করিলাম, অর্ধেক? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি করিলে তোমারই বেশি লাভ হইবে। আমি আরজ করিলাম, দুই তৃতীয়াংশ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ইচ্ছা, তবে আরও বেশি করিলে তোমারই বেশি লাভ হইবে। আমি আরজ করিলাম, আমার নিজের জন্য দোয়া করার পূর্ণ সময়ই আপনার (দরূদের) জন্য ব্যয় করিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা করিলে তোমার সব রকম ভাবনা-চিন্তার এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইবে, আর তোমার গোনাহ মাফ করা হইবে।"

● হাজার, বরং লক্ষ বার আমি নিজের অভিজ্ঞতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যকে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং দরূদ শরীফের এই স্বর্ণফল লাভে ধন্য হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কেহ এই হাদীসকে আমলে গ্রহণ করিবে প্রত্যেকেই আমার ন্যায় সুফল লাভে ধন্য হইতে পারিবে।

● এই হাদীসখানা "কিয়ামতের বিবরণ" পরিচ্ছেদসমূহের একটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

৬৪৫ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি খাহেশ রাখে আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের প্রতি দরূদ পড়িয়া পরিপূর্ণ মাপে সওয়াব লাভ করায়, সে যেন এইরূপে দরূদ পাঠ করে–

www.BANGLAKITAB.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"আয় আল্লাহ! রহমত নাযিল করুন নবী মুহাম্মাদের প্রতি এবং তাঁহার বিবিগণের প্রতি যাঁহারা সমস্ত মুমিনগণের মা এবং তাঁহার পরিজন ও গৃহবাসীদের প্রতি– যেরূপ রহমত নাযিল করিয়াছেন ইবরাহীমের প্রতি। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান।"

৬৪৬ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

"যে কোন ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর পর) আমার প্রতি সালাম করিবে (আমার হইতে তাহার সালামের উত্তর পাওয়া অসম্ভব হইবে না। সালাম দাতা আমার অবস্থা ইহাই পাইবে যে, মৃত্যুর প্রথম হইতেই) আল্লাহ তাআলা আমার আত্মাকে আমার প্রতি ফিরাইয়া দিবেন; সেমতে আমি ঐ সালাম দাতার সালামের উত্তর দিব।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কোন মৃত ব্যক্তিরই আত্মার মৃত্যু হয় না; মৃত্যুর অর্থ– ভৌতিক দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র, আত্মা বরযখী জগতে জীবিতই থাকে। ভৌতিক দেহের সহিত আত্মার সম্পর্কও থাকে; সেই সম্পর্ক বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন শ্রেণীর হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ঐ সম্পর্ক নিতান্তই সীমিত; এমনকি সেই সম্পর্কের দ্বারা দেহটা তাজা এবং সতেজ থাকার কাজও হয় না, ফলে উহা পঁচিয়া-গলিয়া যায়। শহীদগণের ক্ষেত্রে ঐ সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অধিক ও বিস্তীর্ণ হয় যে, উহা দ্বারা দেহ তাজা ও অবিকৃত থাকে– যাহার অনেক অনেক ঘটনা ইতিহাসে প্রমাণিত রহিয়াছে। নবীগণের ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক আরও অনেক অধিক বিস্তীর্ণ, ব্যাপক এবং সুদৃঢ় হইয়া থাকে। এমনকি নবীগণের মৃত্যুকে শুধু স্থানান্তরিত গণ্য করা পূর্বক তাঁহাদিগকে মৃত্যুর পরও জীবিত বলা হইয়াছে। আলোচ্য হাদীসে এই সত্যের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম তাঁহার মৃত্যুর পরও অনায়াসে সালামের উত্তর দিতে পারিবেন এবং দিবেন বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

৬৪৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ

"তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানাইও না। আর আমার কবরকে উৎসবের স্থল বানাইও না। আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিও; নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে– তোমরা যথায়ই থাক না কেন!"

● ঘরকে কবরস্থানে পরিণত না করার ব্যবস্থা এই যে, ঘরে আল্লাহর যিকির এবং দোয়া-কালাম পড়া চাই, নফল নামায পড়া চাই। যেমন বুখারী শরীফে হাদীস আছে– "তোমাদের ঘরে তোমরা কিছু (নফল) নামায পড়িও; উহাকে কবরস্থান বানাইও না।" অর্থাৎ যে ঘরে নামায-কালাম হয় না সেই ঘর কবরস্থান তুল্য এবং উহাতে বসবাসকারীগণ মৃত তুল্য।

আলোচ্য হাদীসদ্বয় আবু দাউদ শরীফ হজ্জ অধ্যায়ের শেষে মদীনার বিবরণে উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম হাদীসখানার হাশিয়া বা নোটের মধ্যে আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) হইতে যে ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহারই অনুবাদ করা হইয়াছে।

৬৪৮ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ

"ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত অনেক ফেরেশতা রহিয়াছেন যাঁহারা ভূপৃষ্ঠব্যাপী বিচরণ করিয়া বেড়াইতে থাকেন; এই জন্য যে, তাঁহারা আমার উম্মতের তরফ হইতে পঠিত সালাম আমার নিকট পৌঁছাইবেন।"

৬৪৯ (নাঃ)। হাদীস– আবু তালহা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমতাবস্থায় আসিলেন যে, তাঁহার

www.BANGLAKITAB.com

চেহারায় আনন্দের উচ্ছ্বাস ছিল। আমরা বলিলাম আপনার চেহারায় আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখিতেছি! তিনি বলিলেন—

إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"আমার নিকট এক বিশিষ্ট ফেরেশতা আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন— এই সংবাদ নিশ্চয় আপনাকে আনন্দিত করিবে যে, যে কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশ বার রহমত নাযিল করিব এবং যে কোন ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি সালাম তথা শান্তির দোয়া করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার শান্তি নাযিল করিব।"

৬৫০ (নাঃ)। হাদীস— যায়েদ ইবনে খারেজা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দোয়া করার নিয়ম) জিজ্ঞাসা করিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ

"প্রথমে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে তারপর অতি আগ্রহ ও যত্নের সহিত দোয়া করিবে।"

৬৫১ (নাঃ)। হাদীস— আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করিবেন এবং তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, আর দশ ধাপ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে তাহার মান-মর্যাদা।"

www.BANGLAKITAB.com

৬৫২ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) লোকদিগকে বলিতেন, তোমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে চাহিলে অতি উত্তমরূপে দরূদ পড়িও। কারণ (দরূদ কবুল হওয়া নিশ্চিত)। তোমরা জানো না (বটে, কিন্তু) আশা নিশ্চয় আছে, উহা (কবুল হইয়া) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে পেশ হইবে। লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)কে অনুরোধ করিল, আপনি আমাদেরে (উত্তম দরূদ) শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, তোমরা এরূপ বলিও–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُ بِهٖ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

৬৫৩ (ইঃ)। হাদীস– আমের ইবনে রবীয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُّصَلِّىْ عَلَىَّ اِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ مَا صَلّٰى عَلَىَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ

"যে কোন মুসলমান আমার প্রতি দরূদ পড়িলে তাহার জন্য ফেরেশতাগণ দোয়া করিতে থাকেন যাবৎ সে আমার প্রতি দরূদ পড়িতে থাকে। সেমতে প্রত্যেক আল্লাহর বন্দা দরূদ পড়ায় কম করিবে অথবা বেশি করিবে– তাহা সে নিজেই সাব্যস্ত করুক।"

৬৫৪ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পড়া ভুলিয়া যায় সে বেহেশতের পথহারা হইয়া যায়।"

৬৫৫ (ইঃ)। হাদীস– আউস ইবনে আউস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ يَعْنِيْ بَلَيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ

"তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিনটি সর্বোত্তম; এই দিনই আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনই (সকল মানুষকে পুনঃজীবিত করার জন্য ইসরাফিল ফেরেশতার) শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে। এই দিনই (দুনিয়ার মহাপ্রলয়ের জন্য ঐ) শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার হইবে। এই দিনই আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করিও; তোমাদের দরূদ চিরকালই আমার নিকট পেশ করা হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! (মৃত্যুর পর) আপনি বিলুপ্ত হইয়া গেলে কিরূপে আপনার নিকট দরূদ পেশ করা হইবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবীগণের দেহ খাইয়া ফেলা মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন।" (সেমতে বস্তুত নবীগণ সশরীরে জীবিত থাকেন।)

৬৫৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهٗ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلٰئِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُّصَلِّيَ عَلَيَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلٰوتُهٗ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ

www.BANGLAKITAB.com

"জুমার দিন আমার প্রতি তোমরা বেশি বেশি দরূদ পড়িও; জুমার দিন দুনিয়ার বুকে (অতিরিক্ত) ফেরেশতাগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। আর কোন ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পড়িলেই তাহা আমার নিকট পেশ করা হইয়া থাকে। আবু দারদা (রাযি.) সাহাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, (আপনার) মৃত্যুর পরেও কি (পেশ করা হইবে)? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মৃত্যুর পরেও পেশ হইবে; নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হারাম করিয়া দিয়াছেন মাটির জন্য নবীগণের দেহকে ভক্ষণ করা। সুতরাং আল্লাহর নবী (মৃত্যুর পরও জীবিত থাকেন, এমনকি আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে) তাঁহার জন্য আহারও জোগানো হয়।"

● শেষের হাদীসদ্বয় জানাযার অধ্যায় শেষে বর্ণিত হইয়াছে।

৬৫৭ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ

"(আমার মৃত্যুর পরও) যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটবর্তী আসিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে সেই দরূদ আমি শ্রবণ করিব। আর যে দূরে থাকিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে তাহা আমার নিকট পৌঁছানো হইবে।"

৬৫৮ (মেঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلٰئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً

"যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে তাহার জন্য সত্তর বার আল্লাহ তাআলা রহমত নাযিল করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ দোয়া করেন।"

● প্রত্যেক নেক কাজেই সাধারণভাবে দশগুণ প্রতিদান লাভ হয় এবং অবস্থা ভেদে সত্তর গুণ, বরং আরও অতিরিক্ত লাভ হয়। দরূদ শরীফের বেলায়ও সেই নিয়মই। সাধারণভাবে এক বার দরূদের প্রতিদানে দশটি

www.BANGLAKITAB.com

রহমত লাভ হইবে– যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। অবস্থা ভেদে যথা– শুক্রবার দরূদ পাঠ করিলে অথবা অযুর সহিত আবেগপূর্ণ অন্তরে দরূদ পাঠ করিলে সত্তরটি রহমত লাভ হইবে, অধিকন্তু ফেরেশতাগণের দোয়াও লাভ হইবে। তাঁহারা রহমত, মাগফেরাত এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিবেন।

৬৫৯ (মেঃ)। হাদীস– রুয়াইফে (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে এবং বলিবে, (আল্লাহুম্মা আনযেলহুম মাকআ'দাল মোকাররাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল কিয়ামাহ– হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাঁহাকে তোমার নিকট অতি নিকটতম স্থান দান করিও) ঐ ব্যক্তির জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হইয়া যাইবে!"

৬৬০ (মেঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি সিজদা রত হইলেন এবং দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়িয়া থাকিলেন, যাহাতে আমার ভয় হইল যে, আল্লাহ তাঁহাকে মৃত্যু দিয়া দিলেন না-কি! অতএব আমি প্রকৃত অবস্থা তলাইয়া দেখার জন্য আসিলাম, তখন তিনি মাথা উঠাইলেন এবং বলিলেন–

اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِىْ اَلَا اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلٰوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

"জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমাকে বিশেষভাবে বলিয়া গেলেন, আপনাকে সুসংবাদ দিতেছি– আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পড়িবে আমি স্বয়ং তাহার প্রতি বিশেষ রহমত পাঠাইব এবং যে ব্যক্তি আপনার বরাবর সালাম করিবে আমি স্বয়ং তাহাকে সালাম (তথা শান্তি দান) করিব।"

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের বিভিন্ন মাসআলা

মাসআলা ঃ মুক্তাদী কোন কাজে ইমামের অগ্রগামী হইবে না।

৬৬১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে অতি গুরুত্বের সহিত শিক্ষা দানে বলিতেন–

لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوا اٰمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"ইমামের অগ্রগামী হইও না– যখন ইমাম তকবীর বলিবেন তোমরাও তকবীর বলিও, যখন 'ওয়ালাজ্জাল্লীন' বলিবেন তখন 'আমীন' বলিও, যখন রুকু করিবেন তখন রুকু করিও, যখন 'সামিয়াল্লা হুলিমান হামিদাহ' বলিবেন তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু' বলিও।"

৬৬২ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়াইলেন। নামায শেষে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–

اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ اِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِیْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ فَاِنِّیْ اَرَاكُمْ اَمَامِیْ وَمِنْ خَلْفِیْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ رَاَيْتُمْ مَا رَاَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالُوْا مَا رَاَيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

"হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম হইয়া থাকি; তোমরা আমার অগ্রগামী হইও না– রুকু করায়, সিজদা করায়, (রুকু-সিজদা হইতে) দাঁড়াইতে এবং নামায সমাপ্ত করিতে। আমি তোমাদেরে সম্মুখে থাকাবস্থায় যেরূপ দেখিয়া থাকি (নামায অবস্থায়) পেছনে থাকাকালেও তদ্রূপ দেখিয়া থাকি।

www.BANGLAKITAB.com

তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই মহামহিমের হাতে মুহাম্মদের জান তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি– যদি তোমরা দেখিতে পাইতে ঐ বস্তু যাহা আমি দেখিয়াছি তবে তোমরা হাসিতে কম কাঁদিতে বেশি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কী দেখিয়াছেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বেহেশত ও দোযখ।"

● দোযখের ভয়াবহ আযাব দৃষ্টে কাঁদা আসিত এবং বেহেশত দেখিলে উহা হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় কাঁদা আসিত।

৬৬৩ (আঃ)। হাদীস– মুআবিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُبَادِرُوْنِىْ بِرُكُوْعٍ وَلَا بِسُجُوْدٍ فَاِنَّهٗ مَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهٖ اِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِىْ بِهٖ اِذَا رَفَعْتُ اِنِّىْ قَدْ بَدَّنْتُ

"তোমরা রুকু এবং সিজদায় আমার অগ্রগামী হইও না। আমার দেহ (বয়ঃবৃদ্ধির দরুন) ভারী হইয়া গিয়াছে; সেমতে রুকুতে (এবং সিজদায়) যাওয়াকালে আমি তোমাদের অপেক্ষা একটু অগ্রগামী হইলে রুকু (এবং সিজদা) হইতে উঠাকালেও ঐ পরিমাণ অগ্রগামী হইব, অতএব (রুকু-সিজদার পরিমাণে) তোমরা আমার সমানই হইবে।"

● ভারী দেহের ইমাম রুকু-সিজদায় যাওয়া এবং উঠা ধীর গতিতে করিবে, সুতরাং দ্রুতগতির মুক্তাদী তাঁহার সাথে সাথে রুকু-সিজদা করিতে গেলে অগ্রগামী হওয়ার আশঙ্কা, অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে সামান্য আগ-পাছ করিতে হয়। সাধারণভাবে মুক্তাদী ইমামের সাথে সাথেই রুকু-সিজদা ইত্যাদি সম্পাদন করিবে!

৬৬৪ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদিগকে নামাযের প্রতি যত্নবান থাকার আদেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার (তথা ইমামের) পূর্বে তাহাদের নামায সমাপ্ত করা নিষেধ করিয়াছেন।

৬৬৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে শিক্ষা দিতেন– আমরা যেন রুকু

www.BANGLAKITAB.com

করায় ইমামের অগ্রগামী না হই। (আমাদেরে) আদেশ করিতেন, ইমাম যখন রুকুতে যাইবে তোমরাও রুকুতে যাইবে, যখন সিজদায় যাইবে তোমরাও সিজদায় যাইবে।

৬৬৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنِّى قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوْ وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِىْ إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُوْدِ

"(বয়ঃবৃদ্ধির দরুন) আমার শরীর ভারী হইয়া গিয়াছে; আমার রুকু করার সঙ্গে তোমরা রুকু করিবে, উঠিবার সঙ্গে উঠিবে, সিজদা করার সঙ্গে সিজদা করিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে যেন এইরূপ না পাই যে, রুকুতে আমার অগ্রগামী হয় এবং সিজদায় আমার অগ্রগামী হয়।"

৬৬৭ (মেঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী) আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিয়াছেন–

اَلَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ

"যেই ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় বা নত করে তাহার মাথা নিশ্চয় শয়তানের হাতে থাকে।"

মাসআলা ঃ নামাযের ওয়াক্তের প্রতি অধিক যত্নবান থাকিবে, এমনকি সর্বোত্তম ইমাম লাভ অনিশ্চিত হইলে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে উত্তম ইমাম দ্বারা নামায আদায় করিবে।

৬৬৮ (মোসঃ)। হাদীস– মুগীরা ইবনে শোবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাবুকের জিহাদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযের পূর্বে মল ত্যাগে গেলেন, আমি তাঁহার পেছনে পেছনে (অযুর) পানির পাত্র লইয়া গেলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মল ত্যাগ হইতে ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহার হাতে পানি ঢালিয়া দিতে লাগিলাম; তিনি হস্তদ্বয় তিনবার ধুইলেন, মুখমণ্ডল ধুইলেন, হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধোয়ার জন্য জুব্বার হাতা উপরে উঠাইয়া চাহিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

কিন্তু উহা সঙ্কীর্ণ ছিল– উপরে উঠিল না; তাই জুব্বার ভিতর দিক হইতে হস্তদ্বয় বাহির করিয়া কনুই পর্যন্ত ধুইলেন এবং চামড়ার মোজা পায়ে রাখিয়াই (উহার উপর মাসেহ করা পূর্বক) অযু সমাপ্ত করিলেন। তারপর (নামাযের প্রতি) অগ্রসর হইলেন; আমিও আসিলাম। তিনি লোকদিগকে পাইলেন– তাহারা আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)কে ইমাম বানাইয়া নামায আরম্ভ করিয়াছে, আমি আবদুর রহমান ইবনে আউফকে পেছনে আনিবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে থাকিতে দাও। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাত পাইলেন; তিনি লোকদের সহিত সেই শেষের রাকাত আদায় করিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ সালাম ফিরিলে পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পূর্ণ করার জন্য দাঁড়াইলেন; ইহাতে মুসলমানগণ ভীষণ আতঙ্কিত হইল এবং বার বার সুবহানাল্লাহ বলিতে লাগিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপনান্তে লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা ভাল করিয়াছ। তাহারা যে, (হযরতের আগমন অনিশ্চিত ভাবিয়া) সঠিক ওয়াক্তে নামায আদায়ে সচেষ্ট হইয়াছে উহার প্রতি তিনি তাহাদেরে উৎসাহিত করিলেন।

নামায উত্তমরূপে আদায় করিবে

৬৬৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িলেন, নামায সমাপনান্তে তিনি এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন–

أَلَا تُحْسِنُ صَلٰوتَكَ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّىْ إِذَا صَلّٰى كَيْفَ يُصَلِّىْ فَإِنَّمَا يُصَلِّىْ لِنَفْسِهٖ إِنِّىْ وَاللّٰهِ لَأُبْصِرُ مِنْ وَّرَائِىْ كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ

"তুমি নামাযকে উত্তম কর না কেন? নামাযী নামায আদায় করাকালে তাহার কর্তব্য নয় কি যে, সে লক্ষ্য রাখে– কিরূপে নামায পড়িতেছে। সে তো নামায নিজের জন্যই পড়িতেছে। খোদার কসম! আমি (নামায অবস্থায়) পেছনেও ঐরূপ দেখিয়া থাকি যেরূপ সম্মুখে দেখি।"

www.BANGLAKITAB.com

নামাযে উপরের দিকে দৃষ্টি করা নিষিদ্ধ

৬৭০ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلٰوةِ أَوْلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

"যাহারা নামাযে উপর দিকে দৃষ্টি উঠায় তাহারা উহা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে, অন্যথায় তাহাদের দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবে না।"

● নামাযে কেবলামুখী থাকা আবশ্যক; দৃষ্টি উপরের দিকে উঠাইলে তাহা ব্যাহত হইবে। নামাযে দাঁড়াইয়া উত্তম অবস্থা হইল, নত শিরে দৃষ্টিকে সিজদাস্থলে রাখা।

৬৭১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلٰوةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"যাহারা নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় দৃষ্টি উপরের দিকে উঠায় তাহাদের এই অভ্যাস হইতে অবশ্যই বিরত থাকা চাই, অন্যথায় (আশঙ্কা আছে–) তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনাইয়া নেওয়া হইবে।"

● নামায ভিন্ন সাধারণ দোয়ার সময় দৃষ্টি উপর দিকে উঠানো কাহারও মতে জায়েয, কাহারও মতে মাকরূহ। কিন্তু নামাযের মধ্যে দোয়ার সময়ও উপর দিকে দৃষ্টি উঠানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

জামাতে নামায পড়ায় কাতার সোজা করিতে হইবে

৬৭২ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের কাতার সোজা করার জন্য পেছন হইতে) আমাদের কাঁধের উপর হাত চালাইয়া যাইতেন এবং বলিতেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَلِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ أَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا

"সকলে কাতার সোজা করিয়া দাঁড়াও, পরস্পর (আগ-পাছের) গড়মিল রাখিও না; তাহাতে তোমাদের পরস্পর মনের গড়মিল সৃষ্টি হইবে। আর অধিক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা আমার সংলগ্নে (প্রথম কাতারে আমার পেছনেই) দাঁড়াইবে, অতঃপর যাহারা (জ্ঞান-বুদ্ধিতে) তাহাদের নিকটতম হয় তাহারা দাঁড়াইবে, অতঃপর যাহারা তাহাদের নিকটতম হয় তাহারা দাঁড়াইবে।"

আবু মাসউদ (রাযি.) সাহাবী (হাদীসটির প্রথম বাক্যের বাস্তবতা প্রকাশে সঙ্গী-সাথীগণকে) বলিলেন, বর্তমানে তোমাদের মধ্যে মনের গড়মিল গুরুতর।

● বস্তুর যেরূপ ক্রিয়া ও ফলাফল হয় তদ্রূপ কার্যেরও ক্রিয়া এবং ফলাফল সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন যে, নামাযের কাতারে গড়মিল থাকার ক্রিয়ায় মনের গড়মিল সৃষ্টি হইবে।

● অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক হযরতের নিকটবর্তী থাকিলে নামাযের নিয়ম-পদ্ধতি তাঁহার হইতে অধিক আহরণ করিতে পারিবে এবং ইমামের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনে অধিক সহায়ক হইবে।

৬৭৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ

"(কাতার বাঁধিতে) অধিক জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকগণ আমার সংলগ্নে দাঁড়াইবে, তারপর যাহারা তাহাদের নিকটতম, (তারপরে, তারপরে– এইরূপ) তিনবার বলিলেন। (সাধারণভাবে বিশেষত মসজিদে, এমনকি

www.BANGLAKITAB.com

কাতার বাঁধায় লোকদেরে সোজা ও আগ-পাছ করায়) বাজারের ন্যায় হট্টগোল করা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিও।"

৬৭৪ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ

"কাতার খুব সোজা করিও; কাতার সোজা-সঠিক করা নামায সম্পূর্ণ করার মধ্যে শামিল– উহা না করিলে নামায অসম্পূর্ণ থাকিবে।"

৬৭৫ (মোসঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ তত্ত্বাবধানে আমাদের কাতারসমূহ এরূপ নিখুঁতভাবে সোজা করিতেন যেন উহার বরাবরে তীর সোজা করা চলে। স্বয়ং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তৎপরতা চালাইয়াছেন– যাবৎ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে, আমরা ঐ বিষয়টি তাঁহার হইতে ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া নিয়াছি। তারপর এক দিন তিনি নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নামায-স্থানে দাঁড়াইয়াছেন, নামায আরম্ভের তকবীর বলিবেন– এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তির বক্ষ কাতার হইতে বাহির হইয়া রহিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন–

عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

"হে আল্লাহর বন্দাগণ! তোমরা অবশ্যই কাতারসমূহ সোজা করায় তৎপর হইবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারায় গড়মিল সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

● "চেহারায় গড়মিল সৃষ্টি করিয়া দিবেন" এই বাক্যের অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। এক অর্থ– তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এমন গড়মিল সৃষ্টি হইবে যে, পরস্পর একজন অপরজন হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবে– ৬৭২ নং হাদীসেও এই তথ্য বর্ণিত হইয়াছে। অপর অর্থ– যাহারা কাতার বক্র করিবে আল্লাহ তাআলা তাহাদের চেহারার আকৃতি বদলাইয়া দিবেন।

৬৭৬ (আঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা যখন নামাযে দাঁড়াইতাম তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করায় তৎপর হইতেন। আমরা কাতার সোজা করিয়া নেওয়ার পর (নামায আরম্ভের) তকবীর বলিতেন।

৬৭৭ (আঃ)। হাদীস– মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (নবীজীর মসজিদে) আমি আনাস (রাযি.)-এর পার্শ্বে নামায পড়িলাম। তিনি আমাকে (লাঠি আকৃতির) একটি কাষ্ঠ খণ্ড দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জান! ইহা কেন তৈরি করা হইয়াছিল? আমি বলিলাম, না। আনাস (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াইবার জন্য দাঁড়াইতেন তখন ইহাকে ডান হাতে লইতেন, তারপর (ডান দিকে) তাকাইতেন এবং (উহার দ্বারা ইশারা করার সঙ্গে মুখেও) বলিতেন–

اِعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ

"তোমরা সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের কাতাসমূহ সোজা কর।" অতঃপর উহা বাম হাতে লইতেন এবং (ঐরূপেই এই দিকেও) বলিতেন–

اِعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ

"তোমরা সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর।"

৬৭৮ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুক্তাদীগণকে) বলিতেন–

اِسْتَوُوا اِسْتَوُوا اِسْتَوُوا فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَا اَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِىْ كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ

"সকলে সোজা এক বরাবর হইয়া দাঁড়াও, সকলে সোজা এক বরাবর হইয়া দাঁড়াও, সকলে সোজা এক বরাবর হইয়া দাঁড়াও। যেই মহানের হাতে আমার জান তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদেরে আমার পেছন দিকেও দেখিয়া থাকি যেরূপভাবে তোমাদেরে আমার সম্মুখ দিকে দেখি।"

সম্মুখের কাতারে শামিল হওয়ায় সচেষ্ট হইবে, পেছনে থাকিতে তৎপর হইবে না

৬৭৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক লোককে মসজিদের

www.BANGLAKITAB.com

প্রান্তে দেখিলেন– তাহারা পেছনে দাঁড়াইবার অপেক্ষায় আছে। তখন তাহাদেরে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন–

تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ

"তোমরা অগ্রগামী হও এবং আমার অনুসরণ (এবং নিয়ম নীতির শিক্ষা লাভ) কর; পরবর্তীগণ তোমাদের অনুসরণ করিবে। এক শ্রেণীর লোক (সম্মুখের কাতারে না আসিয়া) পেছনে থাকায় অভ্যস্ত হইবে, ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদেরে (রহমত হইতে) পেছনে রাখিয়া দিবেন।"

নামাযের কাতারে ভালরূপে লাগালাগি দাঁড়াইবে– ফাঁক রাখিবে না

মাসআলা ঃ নামাযে দাঁড়াইতে পরস্পর কাঁধ সোজা করিবে এবং ফাঁক মোটেই রাখিবে না। আর কাতার সোজা করায় বিনম্ররূপে একে অন্যের সহযোগিতা করিবে– কঠিন হইবে না।

৬৮০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ

"কাতার সোজা করিবে, সকলের কাঁধ বরাবর রাখিবে, ফাঁক বন্ধ করিবে, (কাতার সোজা করার জন্য তোমার গায়ে) কোন ভাই হাত দিলে নরম ও মোলায়েম হইবে। কাতারের মধ্যে শয়তানের সুযোগ পাওয়ার ফাঁক রাখিবে না। কাতার মিলাইয়া রাখিতে যে যত্নবান হইবে তাহাকে আল্লাহ তাআলা (স্বীয় রহমতের সহিত) মিলাইয়া রাখিবেন, পক্ষান্তরে যে কাতার বিচ্ছিন্ন রাখিবে তাহাকে আল্লাহ তাআলা (নিজ রহমত হইতে) বিচ্ছিন্ন রাখিবেন।

www.BANGLAKITAB.com

৬৮১ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

"নামাযের কাতারে ঘন ও ঠাসাঠাসি হইয়া দাঁড়াইও, কাতার সমূহকে পরস্পর নিকটবর্তী রাখিও, সকলের কাঁধ এক বরাবর করিও। যাঁহার হাতে আমার জান সেই মহানের শপথ করিয়া বলিও, আমি দেখিয়া থাকি, কাতারের মধ্যে সামান্য ফাঁক পাইলেও তথায় শয়তান মেষ-শাবকের ন্যায় প্রবেশ করে (এবং নামাযীর মনে নানা খেয়াল-কল্পনা আনয়নের সহজ সুযোগ পায়)।

৬৮২ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلٰوةِ

"তোমাদের মধ্যে তাহারাই উত্তম যাহারা নামাযের মধ্যে স্বীয় কাঁধ মোলায়েম রাখে।"

অর্থাৎ কাতার সোজা করার জন্য তাহাকে আগ-পাছ করার উদ্দেশ্যে কেহ তাহার কাঁধে হাত রাখিলে সে সহজেই তাহার হাতের সহিত সহযোগিতা করে– কঠিন হইয়া থাকে না।

প্রথম কাতারের ফযীলত এবং পেছনে থাকায় তৎপর হওয়ার পরিণতি

প্রথম কাতারের ফযীলত বেশি; সম্মুখের কাতারে জায়গা খালি রাখিয়া পেছনে দাঁড়াইবে না। পেছনে থাকার চেষ্টা করিবে না।

৬৮৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

www.BANGLAKITAB.com

"সম্মুখ কাতারের সওয়াব সম্পর্কে লোকদের লক্ষ্য থাকিলে উহার ব্যাপারে লটারী করার প্রয়োজন হইত।"

৬৮৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

"পুরুষদের পক্ষে সর্বোত্তম কাতার প্রথমটি এবং সর্বনিকৃষ্ট সর্বশেষটি। আর মহিলাদের পক্ষে সর্বোত্তম কাতার সর্বশেষটি এবং সর্বনিকৃষ্ট সর্বপ্রথমটি।"

৬৮৫ (আঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

"ফেরেশতাগণ তাঁহাদের পরওয়ারদেগারের সম্মুখে যেভাবে কাতার বাঁধে তোমরা ঐরূপে কাতার বাঁধ না কেন? আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ফেরেশতাগণ তাঁহাদের পরওয়ারদেগারের সম্মুখে কিরূপে কাতার বাঁধে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অগ্রবর্তী কাতারসমূহ পূর্ণ করিতে থাকেন এবং কাতারে পরস্পর মিলিয়া দাঁড়ান।"

৬৮৬ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

"সর্বাগ্রের কাতারকে প্রথম পূর্ণ কর, তারপর পরবর্তী কাতারকে। অসম্পূর্ণতা থাকিলে তাহা সর্বশেষ কাতারে থাকিবে।"

www.BANGLAKITAB.com

৬৮৭ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ

"এক শ্রেণীর লোক সদা প্রথম কাতার হইতে পেছনে থাকিবে; ফলে আল্লাহ তাআলা তাহাদেরে (বেহেশত হইতে) পেছনে রাখিয়া দোযখে ফেলিবেন।"

৬৮৮ (নাঃ)। হাদীস– ইরবাজ ইবনে ছারিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতার ওয়ালাদের জন্য তিনবার দোয়া করিয়া থাকিতেন। আর পরবর্তী কাতার ওয়ালাদের জন্য একবার দোয়া করিতেন।

৬৮৯ (নাঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত পাঠাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমতের দোয়া করিয়া থাকেন ঐ লোকদের প্রতি যাহারা সম্মুখের কাতারসমূহে যোগদান করে– বিচ্ছিন্নতা দূরীভূত করে। যে ব্যক্তি সম্মুখ কাতারের শূন্যস্থান পূর্ণ করে আল্লাহ তাআলা উহার বিনিময়ে তাহার মর্তবা ও মর্যাদা বাড়াইয়া দেন।"

৬৯০ (মেঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া থাকেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْأُوْلٰى وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত পাঠাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমতের দোয়া করিয়া থাকেন ঐ লোকদের প্রতি যাহারা

www.BANGLAKITAB.com

(পরপর) প্রথম কাতারসমূহে শামিল হয়। সম্মুখের কাতার পূর্ণ করার জন্য পদচারণ অপেক্ষা আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয় আর কোন পদচারণ নাই।" (আবু দাউদ শরীফ)

● হাদীসখানার প্রথম অংশ আবু দাউদ শরীফে আছে।

মাসআলা : প্রত্যেক কাতার ডানে ও বামে উভয় দিকে পূর্ণ করিতে হইবে; ঐরূপ পূর্ণ করাকালে ডান দিকে থাকায় তৎপর হওয়া উত্তম। অবশ্য ডান দিকে দাঁড়াইবার স্থান নাই বাম দিকে আছে– এমতাবস্থায় ভিন্ন কাতার আরম্ভ না করিয়া বাম দিকের শূন্য স্থানই পূর্ণ করিতে হইবে।

প্রত্যেক সারিতেই ডান দিক উত্তম

৬৯১ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রহমত পাঠাইয়া থাকেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমতের দোয়া করিয়া থাকেন কাতার সমূহের ডান দিক অবলম্বনকারীদের প্রতি।"

৬৯২ (ইঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়াকালে তাঁহার ডান দিকে দাঁড়াইতে ভালবাসিতাম।

৬৯৩ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মসজিদের বাম পার্শ্ব খালি থাকিয়া যায় (কাতারের বাম পার্শ্বে লোক দাঁড়ায় না)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهٗ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ

"যে ব্যক্তি মসজিদের বাম পার্শ্ব (খালি দেখিয়া উহা) পূরণ করিবে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ বালকদের কাতার পুরুষদের পেছনে এবং মহিলাদের সম্মুখে হইবে।

ইমাম ও মুক্তাদী কিরূপে দাঁড়াইবে?

৬৯৪ (আঃ)। হাদীস– একদা আবু মুসা আশআরী (রাযি.) বলিলেন, আমি তোমাদেরে নামায পড়াইব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মে। এই বলিয়া তিনি নামায দাঁড় করাইলেন– প্রথমে পুরুষদের কাতার করাইলেন, তারপর তাহাদের পেছনে ছোটদের কাতার করাইলেন। অতঃপর নামায পড়াইয়া বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এইভাবে নামায পড়াইয়া) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের নামায এইরূপই হওয়া চাই।

মাসআলা ঃ একাধিক মুক্তাদী থাকিলে যথাসাধ্য ইমাম সম্মুখে দাঁড়াইবে এবং মুক্তাদী পেছনে দাঁড়াইবে; তাহা সম্ভব না হইলে ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়াইবে।

৬৯৬ (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন–

إِذَا كُنَّا ثَلٰثَةً أَنْ يَّتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا

"আমরা তিনজন (নামাযের জন্য প্রস্তুত) হইলে আমাদের একজন ইমাম হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে।"

৬৯৬ (মেঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইলেন, আমিও তাঁহার সাথে তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া আমাকে সরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন। অতঃপর জাব্বার ইবনে ছখর (রাযি.) আসিলেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উভয়ের হাত ধরিয়া ঠেলা দিলেন এবং পেছনে দাঁড় করাইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

● হাদীসখানা মেশকাত শরীফ 'বাবুল মাওকেফে' মুসলিম শরীফের নামে বর্ণিত রহিয়াছে।

৬৯৭ (নাঃ)। হাদীস– মাসউদ (রাযি.) (ক্রীতদাস সাহাবী) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর (রাযি.) আমার নিকটবর্তী চলার সময় আমাকে বলিলেন, তোমার মনিব আবু তামীমকে যাইয়া বল, সে যেন আমাদের জন্য একটি বাহন উট এবং কিছু পাথেয় ও একজন পথ প্রদর্শক পাঠাইয়া দেয় (তাঁহারা গোপনে কোথাও যাইবেন)। সেমতে আমার মনিব আমার মাধ্যমেই একটি উট এবং দুগ্ধভরা চামড়ার থলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া গোপন রাস্তায় নিয়া যাইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়াইলেন, আবু বকর (রাযি.) তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আমি তখন মুসলমান তাঁহাদের সঙ্গেই আছি; আমিও নামাযে দাঁড়াইলাম তাঁহাদের পেছনে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের বক্ষে ধাক্কা দিয়া পেছনের দিকে হটাইয়া দিলেন। আমরা উভয়ে হযরতের পেছনে নামায আদায় করিলাম।

● ইমামের সঙ্গে শুধু একজন মুক্তাদী হইতে ডান পার্শ্বে দাঁড়াইতে হয়। একাধিক মুক্তাদী হইলে ইমামের পেছনে দাঁড়াইতে হয়, এমনকি নামায আরম্ভে একজন মুক্তাদী সে পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে, অতঃপর অপর মুক্তাদীও আসিয়াছে তখন প্রথম মুক্তাদীকে পেছনে টানিয়া আনিয়া উভয়ে ইমামের পেছনে দাঁড়াইবে। মুক্তাদী এই নিয়ম পালন না করিলে অথবা পেছনে যাওয়ার সুযোগ না থাকিলে ইমাম অগ্রসর হইয়া সম্মুখে চলিয়া যাইবে– ইহা নামাযের প্রকৃত নিয়ম। অবশ্য এইরূপ করার সুযোগ না থাকিলে অথবা ইহা পালন না করিলে নামায বাতিল হইবে না।

৬৯৮ (নাঃ)। হাদীস– আসওয়াদ (রহ.) ও আলকামা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা দুইজন দুপুর বেলা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, অচিরেই এমন শাসক হইবে যে, তাহারা সঠিক সময়ে নামায আদায় করা হইতে অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবে। সেরূপ ক্ষেত্রে তোমরা সঠিক সময়ে নামায আদায় করিয়া নিবে। এই কথার পর তিনি আমাদের উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেন।

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ একজন ছোট ছেলে মুক্তাদী হইলে সে ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াইবে, ঐ সঙ্গে একজন বা একাধিক মহিলা হইলে মহিলা পেছনে দাঁড়াইবে।

মহিলা নামায পড়ায় পুরুষের সঙ্গে বা সংলগ্নে দাঁড়াইবে না। এমনকি পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত বালকও হয় অথবা নিজের স্বামী বা মাহরাম হয় তবুও মহিলা পেছনে দাঁড়াইবে।

৬৯৯ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

"আমি এবং এক ইয়াতীম বা 'ইয়াতীম' নামক বালক আমাদের গৃহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়িয়াছি। (আমার মাতা) উম্মে সোলায়েম আমাদের পেছনে দাঁড়াইয়া (ঐ নামাযে শরীক) ছিলেন।"

৭০০ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهٖ وَبِاُمِّهٖ اَوْ خَالَتِهٖ قَالَ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَاَقَامَ الْمَرْئَةَ خَلْفَنَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাসকে এবং তাঁহার মাতা অথবা খালাকে সঙ্গে লইয়া জামাতে নামায পড়িয়াছেন।

আনাস (রাযি.) বলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইয়াছেন এবং (আমার মাতা বা খালা) মহিলাকে পেছনে দাঁড় করাইয়াছেন।"

৭০১ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িতে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড়াইলাম এবং আয়েশা (রাযি.) আমাদের পেছনে দাঁড়াইলেন।

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা : মুক্তাদীগণ এইরূপে সারি বাঁধিবে যাহাতে ইমাম তাহাদের সারির মধ্য বরাবর হয়। অপর দিক খালি রাখিয়া শুধু এক দিকে অথবা এক দিক অপেক্ষা অপর দিককে অতি বেশি দীর্ঘ করিয়া সারি বাঁধিবে না।

৭০২ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণনা আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ

"ইমামকে মধ্য বরাবর রাখিবে এবং কাতারের মধ্যবর্তী ফাঁক অবশ্যই বন্ধ করিবে।"

কাতারের অতিরিক্ত একজন থাকিলে কি করিবে?

মাসআলা : কাতারের পেছনে একা একজন মুক্তাদী দাঁড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; অবশ্যই নামায বাতিল হইবে না। এমনকি যদি একজন মুক্তাদী জামাতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায় যে, কাতারে শামিল হওয়ার স্থান মোটেই নাই, এমতাবস্থায়ও নিয়ম হইল– কাতার হইতে একজনকে টানিয়া পেছনে আনিবে; এইভাবে দুইজন দাঁড়াইবে, একা দাঁড়াইবে না এবং কাতারের মুক্তাদীগণ সামান্য সামান্য বিস্তৃত হইয়া ঐ একজনের ফাঁক পূর্ণ করিয়া নিবে। অবশ্য আজকাল অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ, অতএব কাহাকেও টানিয়া আনিতে গেলে নামাযের মধ্যে নানা গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং ক্ষেত্র বিশেষ ছাড়া কাহাকেও টানিয়া না আনিয়া প্রয়োজনরূপে একাই দাঁড়াইবে।

৭০৩ (আঃ)। হাদীস– ওয়াবেছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلٰوةَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একা নামায পড়িতে দেখিলেন; (তাহার প্রতি রাগ প্রদর্শনে) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নামায পুনরায় পড়ার নির্দেশ দিলেন।"

www.BANGLAKITAB.com

৭০৪ (ইঃ)। **হাদীস–** আলী ইবনে শায়বান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আমাদের দেশ হইতে যাত্রা করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে পৌঁছিলাম এবং তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার পেছনে নামায পড়িলাম। তারপর অপর ওয়াক্ত নামাযও তাঁহার পেছনে পড়িলাম। নামায শেষ করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একা (দাঁড়াইয়াছে– সে জামাত পূর্ণ পাইয়াছিল না, তাই অবশিষ্ট) নামায পড়িতেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নিকটে দাঁড়াইলেন এবং তাহার নামায শেষে (রাগ করিয়া) বলিলেন–

اِسْتَقْبِلْ صَلٰوتَكَ لَا صَلٰوةَ لِلَّذِىْ خَلْفَ الصَّفِّ

"তোমার নামায পুনরায় পড়; যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একা (জামাতের) নামায পড়ে তাহার নামায হয় না।"

মাসআলা ঃ জায়গার অভাব হেতু বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মসজিদের থামসমুহের মধ্যবর্তী সারি বাঁধা মাকরূহ। কারণ কাতারের মধ্যবর্তী থামসমূহের দ্বারা কাতার বিচ্ছিন্ন হইবে।

৭০৫ (তিঃ)। **হাদীস–** আবদুল হামীদ ইবনে মাহমুদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা এক প্রশাসকের পেছনে নামাযের জন্য দাঁড়াইলাম। জনতার ভিড় আমাদেরে বাধ্য করিল– আমরা দুই থামের মধ্যবর্তী নামায পড়িলাম। নামায শেষে (তথায় উপস্থিত সাহাবী) আনাস (রাযি.) বলিলেন–

كُنَّا نَتَّقِىْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে আমরা এইরূপ (থামের মধ্যবর্তী কাতার বাঁধা) হইতে বিরত থাকিতাম।"

৭০৬ (ইঃ)। **হাদীস–** কুররাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে থামসমূহের মধ্যবর্তী কাতার বাঁধা হইতে আমাদেরে নিষেধ করা হইত এবং থামসমূহের মধ্যবর্তী স্থান হইতে আমাদেরে হাঁকাইয়া দেওয়া হইত।"

www.BANGLAKITAB.com

মসজিদে মহিলাদের যাওয়া

৭০৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর বর্ণনা–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ اِذًا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِهٖ وَقَالَ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَتَقُوْلُ لَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মহিলাদের রাত্রি বেলায় মসজিদে যাইতে অনুমতি দিও। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর এক পুত্র যাহার নাম ছিল 'ওয়াকেদ' সে বলিল, তাহা হইলে মহিলারা ইহাকে (বাহিরে যাওয়ার) কূট-কৌশলরূপে ব্যবহার করিবে (অতএব আমরা তাহাদেরে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিব না)। এতদশ্রবণে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাহাকে (ভর্ৎসনা করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার) বক্ষে আঘাত মারিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস শুনাইলাম আর তুমি উহার প্রতিবাদে বল, (অনুমতি দিবে) না?"

● আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁহার পুত্রের উক্তিতে এতই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথা বলেন নাই।

(মেশকাত শরীফ)

প্রকৃত প্রস্তাবে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পুত্র মাসআলা ঠিকই বলিয়াছিলেন। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্তমানে তাঁহার হইতে দ্বীন শিক্ষার জন্য সকলেরই মসজিদে যাওয়ার এবং তাঁহার সমাবেশস্থলে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল; যদ্দরুন ঋতুবতী মহিলার প্রতিও ঈদের নামায স্থলে উপস্থিত থাকার নির্দেশ ছিল। আর মহিলাদের মধ্যেও সাজ-সজ্জার প্রবণতা মোটেই ছিল না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উল্লিখিত প্রয়োজন থাকে নাই এবং মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাই সাহাবীগণের যুগেই মসজিদে, ঈদগাহে মহিলাদের না যাওয়ার পক্ষে ঐক্যমত সাব্যস্ত হইয়াছিল। আয়েশা (রাযি.), ওমর (রাযি.) প্রমূখ সাহাবীগণ হইতে এই

www.BANGLAKITAB.com

মতামত বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত বিশেষ কারণাধীনে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রবর্তিত মাসআলা নিজ স্তরে সঠিক হইলেও হাদীসের প্রতিবাদ আকারে উহাকে উল্লেখ করায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ঐরূপ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সকলকেই এই নীতি গ্রহণ করা চাই।

৭০৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর স্ত্রী যয়নব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নারী সমাজকে বলিয়াছেন–

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا

"তোমাদের কেহ মসজিদে যাইতে চাহিলে সে সুগন্ধি ছুইবেও না।"

৭০৯ (মোসঃ)। হাদীস– যয়নব ছকফিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

"কোন মহিলা ইশার নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা রাখিলে ঐ রাত্রে সুগন্ধি মোটেই ব্যবহার করিবে না।"

৭১০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بُخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

"যে মহিলাই সুগন্ধি লাগাইয়াছে সে (অন্ধকারে) ইশার নামাযেও আমাদের জামাতে উপস্থিত হইতে পারিবে না।"

৭১১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

"তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না। অবশ্য তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইবে পরিপাট্য বিবর্জিত অবস্থায়।"

www.BANGLAKITAB.com

৭১২ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَمْنَعُوا نِسَائَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ

"তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে যাইতে বাধা দিও না। অবশ্য তাহাদের গৃহই তাহাদের নামাযের জন্য উত্তম।"

৭১৩ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِىْ مُخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ بَيْتِهَا

"মহিলার নামায তাহার ঘরের ভিতরে উত্তম তাহার বারান্দার নামায অপেক্ষা এবং ভিতরের কক্ষ বা অন্দর-মহলের নামায উত্তম ঘরের (সাধারণ স্থানের) নামায অপেক্ষা।"

৭১৪ (আঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মসজিদের একটি দরওয়াজা সম্পর্কে বলিলেন, পুরুষগণ এই দরওয়াজাটি মহিলাদের জন্য ছাড়িয়া দিলে ভাল হয়।

নাফে (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরওয়াজা দিয়ে আর প্রবেশ করেন নাই।

● নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আল্লাহর রসূল হইতে দ্বীন শিক্ষার জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি ছিল, কিন্তু কত রকম সংযত ও সতর্কমূলক ব্যবস্থার মধ্যে তাহা ছিল– উল্লিখিত হাদীসসমূহের দ্বারা উহা সহজেই অনুমেয়।

বিভিন্ন নামাযে কিরাতের পরিমাণ

সাধারণভাবে জামাতের নামায সংক্ষেপ করার আদেশ অনেক হাদীসেই উল্লেখ আছে, সেমতে কিরাতও সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সব নামাযেই সদা-সর্বদা কিরাত যে পরিমাণে সংক্ষেপ ও ছোট করা হয়

www.BANGLAKITAB.com

তাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদাচিৎ আমলের সামঞ্জস্যে হইলেও তাঁহার সর্বদার আমলের অসামঞ্জস্যেই বটে। নিম্নের হাদীসসমূহে লক্ষ্য করিলে এই সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

৭১৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, জোহর ও আসর নামাযে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়ানোর সময়টির অনুমান আমরা করিয়া থাকিতাম। জোহরের প্রথম দুই রাকাতে "আলিফ-লাম-মীম-তানযীল-সিজদা" (নামক ৩০ আয়াতের সূরা) পরিমাণ অনুমিত হইত। শেষের দুই রাকাতে উহার অর্ধেক অনুমিত হইত।

আসর নামাযের প্রথম দুই রাকাতে জোহর নামাযের প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক হইত এবং আসরের শেষ দুই রাকাতে উহার অর্ধেক হইত।

● জোহরের প্রথম দুই রাকাতে ৩০ আয়াত পরিমাণ হইত, আর শেষের দুই রাকাতে উহার অর্ধেক তথা ১৫ আয়াত পরিমাণ হইত, অথচ সূরা ফাতেহা ৭ আয়াত। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, জোহর ও আসরের শেষের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়িবে। সুতরাং ১৫ আয়াতের অনুমান নিছক অনুমানকারীর অনুমানই বটে অথবা সূরা ফাতেহা পড়ার মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতা হইত। অবশ্য আসরের শেষ রাকাতদ্বয়ে সেই দীর্ঘতা হইত না।

৭১৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَقَدْ كَانَتْ صَلٰوةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِىْ حَاجَتَهٗ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِمَّا يُطَوِّلُهَا

"(নবীজীর মসজিদে) জোহরের নামায আরম্ভ করা হইত; অতঃপর কেহ (মলমূত্র ত্যাগের সাধারণ স্থান) 'বকী' এলাকায় যাইয়া মলমূত্র ত্যাগের কাজ সারিয়া (নিজ বাড়ি হইতে) অযু করত (মসজিদে) আসিত; তখনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাকাতেই থাকিতেন– জোহর নামাযের রাকাত দীর্ঘ করার কারণেই ইহা সম্ভব হইত।"

৭১৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ছায়েব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা শরীফে একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.BANGLAKITAB.com

আমাদেরে ফজর নামায পড়াইতে ছিলেন। তিনি সূরা মুমিনুন আরম্ভ করিলেন। যখন মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামের আলোচনার আয়াত আসিল (যাহা উক্ত সূরার ৪৬ নং আয়াত) অথবা ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনার আয়াত (যাহা ৫০ নং আয়াত) আসিল তখন হযরতের হাঁচি আসিল; যদ্দরুন তিনি রুকুতে চলিয়া গেলেন।

অর্থাৎ ফজরের নামাযের রাকাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই দীর্ঘ করিতেন যে ৪৬ বা ৫০ আয়াত পড়িয়াও বাধাগ্রস্ত না হইলে আরও পড়িতেন।

৭১৮ (মোসঃ)। হাদীস– ছেমাক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত নামায পড়াইতেন, কিন্তু বর্তমান আমির-উমারাদের ন্যায় সংক্ষিপ্ত করিতেন না।

জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) ইহাও বলিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযে সূরা কাফ এবং ঐ পরিমাণের সূরা পাঠ করিতেন।

৭১৯ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাযে সূরা ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা পড়িতেন এবং ফজরের নামাযে উহা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ সূরা পড়িতেন।"

৭২০ (মোসঃ)। হাদীস– বরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইশার নামায পড়িয়াছি। সেই নামাযে তাঁহাকে সূরা ওয়াত্তীন পড়িতে শুনিয়াছি; (তিনি এত সুন্দর আওয়াজে পড়িতেছিলেন যে,) ঐরূপ সুন্দর আওয়াজ অন্য কাহারও শুনি নাই।

www.BANGLAKITAB.com

৭২১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হয়ত সফর অবস্থায়) ফজরের (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে সূরা কুলইয়া আয়্যুহাল কাফেরূন এবং সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িলেন।"

৭২২ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فِى الْاُوْلٰى مِنْهُمَا قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْاٰيَةَ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُمَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ের প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াত পড়িতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে-ইমরানের ৫২ নং আয়াত পড়িতেন।"

৭২৩ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَالَّتِىْ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন সময়ে) ফজরের (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াত এবং সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াত পড়িতেন।"

● উল্লিখিত তিনটি হাদীস ফজরের সুন্নাত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ফজরের সুন্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত তিন প্রকার কিরাত বিভিন্ন সময়ে পড়িয়া থাকিতেন।

৭২৪ (তিঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهِهِمَا

"নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর ও আসর নামাযে সূরা বুরূজ, সূরা তারেক এবং ঐ পরিমাণের সূরা পড়িয়া থাকিতেন।"

৭২৫ (তিঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযে সূরা শামছ এবং উহার ন্যায় সূরা পড়িয়া থাকিতেন।"

৭২৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন–

مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

"আমি অগণিত বার শুনিয়াছি– রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরজ নামাযের পর (সুন্নাত) দুই রাকাতে এবং ফজর নামাযের পূর্বের (সুন্নাত) দুই রাকাতে কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুলহু আল্লাহ আহাদ সূরাদ্বয় পড়িয়াছেন।"

● সুন্নাত নামাযে এবং নিঃশব্দে কিরাতের নামাযে হযরতের পঠিত সূরা নির্ধারণ প্রথমত সাহাবীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দ্বিতীয়ত হযরতের পক্ষ হইতে শিক্ষা দান উদ্দেশ্যে কোন সুযোগ প্রদান দ্বারা সম্ভব হইত। যথা নিঃশব্দের কিরাতও এইরূপে পড়া যাহাতে অতি নিকট হইতে আঁচ করা সম্ভব হয়।

৭২৭ (আঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

www.BANGLAKITAB.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِّنْ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالْعَصْرَ كَذٰلِكَ وَالصَّلَوَاتِ اِلَّا الصُّبْحَ فَاِنَّهُ كَانَ يُطِيْلُهَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামায পড়িতেন সূর্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর এবং ঐ নামাযে সূরা লাইল পরিমাণের সূরা পড়িতেন। আসরের নামাযেও ঐরূপ সূরাই পড়িতেন এবং অন্যান্য নামাযেও ঐরূপই পড়িতেন। একমাত্র ফজর ব্যতিরেকে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায দীর্ঘ করিতেন।"

৭২৮ (আঃ)। হাদীস– আবু উসমান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সাহাবীর পেছনে মাগরিবের নামায পড়িয়াছেন। তিনি ঐ নামাযে সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িয়াছেন।

৭২৯ (আঃ)। হাদীস– জোহায়না গোত্রীয় একজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদিন ফজরের নামাযের উভয় রাকাতেই সূরা 'ইজাজুল জিলাত' সূরা পড়িতে শুনিয়াছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে ঐরূপ করিয়াছেন অথবা ইচ্ছাকৃত করিয়াছেন তাহা আমি জানি না।

৭৩০ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে হুরায়ছা (রাযি.) বলেন– আমি যেন এখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শুনিতেছি– তিনি ফজরের নামাযে (সূরা তাকবীরের আয়াত) "ফালা উকছিমু বিল খুন্নাছিল জওয়ারিল কুন্নাছে" পাঠ করিতেছেন।

৭৩১ (আঃ)। হাদীস– উকবা ইবনে আমের (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كُنْتُ اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِىْ يَا عُقْبَةُ اَلَا اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلّٰى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ

www.BANGLAKITAB.com

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَاَيْتَ

"আমি এক ভ্রমণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহন উটকে টানিয়া নিতেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে ওকবা! আমি তোমাকে উত্তম দুইটি সূরা শিখাইব- যাহা সাধারণরূপে পঠিত হইয়া থাকে। অতপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউজু বিরাব্বিন নাস সূরাদ্বয় শিখাইলেন। তিনি আমার মধ্যে উক্ত সূরাদ্বয়ের দরুন বিশেষ আনন্দ দেখিতে পাইলেন না। তারপর যখন তিনি ফজর নামাযের জন্য বাহন হইতে অবতরণ করিলেন তখন উক্ত সূরাদ্বয় দ্বারা লোকদের ফজরের জামাত পড়াইলেন। নামাযান্তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, কেমন দেখিলে ওহে ওকবা?"

● ফজরের নামাযে বিশেষ দীর্ঘ সূরা পড়াই নিয়ম। ভ্রমণ অবস্থায় তাড়াতাড়ির জন্য উহার ব্যতিক্রম করা যায়; সেই ক্ষেত্রে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করা উত্তম। এই সূরাদ্বয় স্বীয় বৈশিষ্ট্যের দরুন সংক্ষিপ্ত হইয়াও দীর্ঘ সূরার স্থলাভিষিক্ত হয়- ইহার প্রতিই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওকবা (রাযি.)কে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

৭৩২ (নাঃ)। হাদীস- সোলায়মান ইবনে ইয়াছার (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন-

مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيْلُ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ فِى الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَاَشْبَاهِهَا وَيَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ بِسُوْرَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ

"অমুক ব্যক্তি (তথা খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ) অপেক্ষা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অধিক সদৃশ্য নামায

www.BANGLAKITAB.com

আমি কাহারও পেছনে পড়ি নাই। সোলায়মান (রহ.) বলেন, এতদশ্রবণে আমরা ঐ লোকটির পেছনে নামায পড়িয়াছি। তিনি জোহরের প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ করিতেন এবং শেষ দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত করিতেন। আসর নামাযও সংক্ষিপ্ত করিতেন। আর মাগরিবের নামাযে কেছারে মোফাচ্ছল (অর্থাৎ সূরা ইজাজুল জিলাত হইতে সূরা নাস পর্যন্ত) সূরাসমূহের কোন সূরা পড়িতেন। ইশার নামাযে সূরা শামছ ও উহার ন্যায় সূরা পড়িতেন। ফজরের দুই রাকাত নামাযে দীর্ঘ দুইটি সূরা পড়িতেন।"

৭৩৩ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন–

رَمَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"আমি বিশবার লক্ষ্য করিয়াছি– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে এবং ফজরের পূর্বে (সুন্নাত) রাকাতদ্বয়ে কুলইয়া সূরা এবং কুলহু আল্লাহ সূরা পড়িয়াছেন।"

৭৩৪ (নাঃ)। হাদীস– (সফর অবস্থায় এক রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন) হুযায়ফা (রাযি.) উহাতে শরীক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِىْ رَكْعَةٍ لَايَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلَّا سَئَلَ وَلَا يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلَّا اسْتَجَارَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এক রাকাতেই সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান ও সূরা নিসা পড়িলেন। তদুপরি প্রতিটি রহমতের (অর্থ বাহক) আয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ রহমত চাহিয়া দোয়া করিয়াছেন এবং প্রতিটি আযাবের (অর্থ বাহক) আয়াতের ক্ষেত্রে আযাব হইতে আল্লাহ তাআলার নিকট পানাহ চাহিয়াছেন।"

৭৩৫ (নাঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"(এক রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইলেন এবং শুধু একটি আয়াতই বারংবার পড়িতে পড়িতে প্রভাত করিয়া ফেলিলেন। আয়াতটি এই (অর্থে) ছিল– আপনি লোকদেরকে আযাব দিলে (বাধা দানকারী কেউ নাই;) তাহারা আপনারই সৃষ্ট বন্দা। আর তাহাদেরে ক্ষমা করিয়া দিলে (আপনার নিকট কৈফিয়ত চাওয়ার কেউ নাই;) আপনি সর্বশক্তিমান প্রজ্ঞাশীল।"

৭৩৬ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময়) মাগরিবের নামাযে কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন ও কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িতেন।"

৭৩৭ (মেঃ)। হাদীস– ওরওয়া (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا

"আবু বকর (রাযি.) একদা ফজর নামায পড়িলেন– উহার উভয় রাকাতে সূরা বাকারা পড়িলেন।"

৭৩৮ (মেঃ)। হাদীস– ফারাফেছাহ (রহ.) বলিয়াছেন–

مَا اَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اِيَّاهَا فِى الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا

"আমি সূরা ইউসুফ কণ্ঠস্থ করিয়াছি একমাত্র খলীফা উসমানের উহা পাঠ করা হইতে ফজর নামাযে। কারণ তিনি উহা পুনঃ পুনঃ অনেক বার পড়িয়াছেন।"

www.BANGLAKITAB.com

৭৩৯ (মেঃ)। হাদীস– আমের ইবনে রবিয়া (রহ.)-এর বর্ণনা–

صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهِمَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيئَةً قِيلَ لَهُ إِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ أَجَلْ

"একদা আমরা খলীফা উমর (রাযি.)-এর পেছনে ফজরের নামায পড়িলাম। তিনি উহার রাকাতদ্বয়ে সূরা ইউসুফ এবং সূরা হজ্জ পড়িলেন– খুবই ধীরে ধীরে পড়িলেন। আমের (রাযি.)কে কেহ বলিল, এমতাবস্থায় তিনি নিশ্চয় সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে নামায আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ– তাহাই।"

● কিরাত এবং রুকু-সিজদা তসবীহ ও আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদি নামাযের দোয়া-কালাম পড়ায় পঠন-পদ্ধতি অতিমাত্রায় দীর্ঘ করিবে না। এমনকি রুকু-সিজদার তাসবীহের সংখ্যা জামাতের মধ্যে সাধারণত তিনই রাখিবে। অবশ্য মুক্তাদীগণ তাসবীহ শুদ্ধরূপে তিনবার পড়িতে পারে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই হইবে, এমনকি তারাবীর নামাযেও এই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দোয়া-কালামও সহীহ শুদ্ধরূপে পড়ার সুযোগ দিতে হইবে এবং কিরাতের মধ্যেও অন্তত ফিকাহশাস্ত্রে নির্ধারিত সুন্নাত পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পড়ার পদ্ধতিতে দীর্ঘতা অবলম্বন করা অথবা পরিমাণে সুন্নাতের সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া, কিংবা মুক্তাদীগণের বিশেষ অনুরাগ ব্যতিরেকে সাধারণভাবে সুন্নতী পরিমাণের ঊর্ধ্ব স্তর অবলম্বন করা। যথা রুকু, সিজদায় তাসবীহ ৭/৫ বার পড়া, কিরাত পড়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কোন সময়ে পঠিত দীর্ঘ অতি দীর্ঘ সূরা পড়া– এইসব দীর্ঘতা অবলম্বন না করারই নির্দেশ ইমামগণকে দেওয়া হইয়াছে। বরং এই শ্রেণীর দীর্ঘতার প্রতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐরূপ দীর্ঘকারী ইমামকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাত্তান– দ্বীনের পথে লোকদের জন্য বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলিয়াছেন। বাংলা বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের ৭৬ ও ৪১৭ নং হাদীসদ্বয় দ্রষ্টব্য।

www.BANGLAKITAB.com

৭৪০ (মোসঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে আবুল আস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত হও। তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম– ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো আমার অন্তরে একটি জিনিস অনুভব করি। (অর্থাৎ ইমাম হওয়ার সাহস হয় না– শয়তানের অছওয়াসায় ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা ও ভয় মনে আসে, তাই মনে দুর্বলতা।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, নিকটে আস এবং তিনি আমাকে তাঁহার সম্মুখে বসাইলেন। অতপর তিনি আমার বক্ষে দুই স্তনের মধ্যস্থলে হাত রাখিলেন, তৎপর বলিলেন, ফিরিয়া বস এবং আমার পিঠে দুই বাহুমূলের মধ্যস্থলে হাত রাখিলেন। এইরূপ করার পর আবার বলিলেন–

أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ

"তুমি তোমার গোত্রের ইমাম হও। আর যে ব্যক্তি লোকদের ইমামত করিবে তাহার কর্তব্য হইবে নামায সংক্ষেপ করা। কেননা তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রুগ্ন রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুর্বল রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ব্যতিব্যস্ত মানুষও রহিয়াছে। হাঁ– যখন কেহ একা নামায পড়িবে তখন যেরূপ (লম্বা দীর্ঘ নামায) ইচ্ছা হয় পড়িতে পারিবে।"

৭৪১ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلٰوةِ وَيُتِمُّ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সংক্ষেপ করিতেন, কিন্তু নামাযকে পরিপূর্ণ করিতেন।"

৭৪২ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ছিল– তিনি মাতার সঙ্গে (মসজিদে) আগত শিশুর ক্রন্দন শুনিলে (শিশুর মাতাকে অস্থিরতা হইতে রক্ষায় নামাযে) ছোট সূরা পড়িতেন।"

মাসআলা ঃ কিরাত পড়ার শেষে নিঃশ্বাস পূর্ণ করত নতুন নিঃশ্বাস ব্যতিরেকে রুকুতে যাইবে না। রুকুর তাকবীর যেন কিরাতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া না যায়।

৭৪৩ (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ...
إِذَا دَخَلَ فِىْ صَلٰوتِهِ وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ
مِنَ الْقِرَائَةِ اَنْ يَّسْكُتَ حَتّٰى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ

"(নামাযে সশব্দে কিরাত পড়ার ক্ষেত্রে) দুই স্থানে বিরতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে স্মরণ রাখিয়াছি।

১. তাকবীর বলিয়া যখন নামায আরম্ভ করিয়াছেন।

২. যখন (আলহামদু সূরার শেষ) 'ওলাজ্জাল্লীন' পড়িয়াছেন।

ছামুরা (রাযি.) বলেন– এতদ্ভিন্ন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ কিরাত শেষ করার পর (–রুকুর তাকবীরের পূর্বে) একটু চুপ হওয়া পছন্দ করিতেন; যাহাতে কিরাতের নিঃশ্বাস শেষ হওয়ার পর নূতন নিঃশ্বাস আসে (এবং রুকুর তাকবীর কিরাত হইতে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন থাকে)।

● প্রথম বিরতি ছানা পড়ার জন্য, দ্বিতীয় বিরতি 'আমীন' বলার জন্য– এই বিরতিদ্বয় সুস্পষ্ট বিরতি হইত, তাই বিরতি নামে এই দুইটিই উল্লেখ হইয়াছে। তৃতীয় বিরতি অতি সামান্য, তাই উহা ঐ দুইটি হইতে ভিন্ন বর্ণিত হইয়াছে।

রুকু-সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান

৭৪৪ (মোসঃ)। হাদীস– ছাবেত (রহ.)-এর বর্ণনা আনাস (রাযি.) দৃঢ়তার সাথে বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

www.BANGLAKITAB.com

যেইরূপে নামায পড়াইতে দেখিয়াছি তোমাদেরে সেইরূপে নামায পড়াইতে মোটেও ত্রুটি করি না। ছাবেত (রহ.) বলেন–

فَكَانَ اَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا اَرَاكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ اِنْتَصَبَ قَائِمًا حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ نَسِىَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِىَ

"(রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের আকৃতিতে নামায আদায়কারী) আনাস (রাযি.) নামাযে এমন একটি কাজ করিতেন যাহা তোমাদেরকে করিতে দেখি না। তিনি রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইতে এমনভাবে পূর্ণ ও শান্তরূপে সোজা হইতেন যে, কেহ এই ধারণা করিতে পারিত– তিনি সিজদায় যাওয়া ভুলিয়া গিয়াছেন। আবার সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বসায় এমনভাবে স্থির হইতেন যে, কেহ এই ধারণার প্রয়াস পাইত যে, তিনি দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়া ভুলিয়া গিয়াছেন।"

৭৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময়) রুকু হইতে পিঠ সোজা করিয়া এইরূপ বলিতেন–

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِىْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

"(রুকুর মধ্যে ও রুকুর পূর্বে এবং পরবর্তীকালে) যে-ই আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তাহা শুনেন ও কবুল করেন। আয় আল্লাহ! আপনার জন্য প্রশংসা– আসমানসমূহকে ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ, পৃথিবীকে ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ, ইহা ব্যতীত (আরশ-কুরসি ইত্যাদি) যাহা আপনার ইচ্ছা হয় (যেসব উল্লেখ করার সামর্থ্য আমার নাই) ঐরূপ সব ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ। আয় আল্লাহ! আমাকে পাক-সাফ করিয়া দিন বরফ ও শিলের দ্বারা

www.BANGLAKITAB.com

এবং ঠাণ্ডা পানির দ্বারা– আয় আল্লাহ! ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত সকল প্রকার গোনাহ হইতে আমাকে পাক-সাফ করিয়া দিন যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হইতে সযত্নে পরিষ্কার করা হয়।

● এই ক্ষেত্রে গোনাহ হইতে পাক-সাফ করা উদ্দেশ্য এবং গোনাহের পরিণাম-আকৃতি হইতে দোযখের আগুন। আগুন দূর করার জন্য অতি ঠাণ্ডাই শ্রেয়; অতএব এ স্থানে বরফ, শিল ও ঠাণ্ডা পানির উল্লেখ সামঞ্জস্যপূর্ণই বটে।

উল্লিখিত সুদীর্ঘ দোয়া একাকী নামাযে তো পড়া উত্তমই বটে, আর আগ্রহী মুক্তাদীগণের জামাত হইল এবং মুক্তাদীগণও উহা পড়ায় সক্ষম হইলে ফরজেও পড়ায় দোষ নাই।

৭৪৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কোন সময়) রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া এইরূপ বলিতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ (وَمِلْأَ مَا بَيْنَهُمَا) وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার! আপনার জন্যই সব প্রশংসা– আসমানসমূহকে ভরিয়া দেওয়া পরিমাণ, পৃথিবীকে ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ, আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ শূন্য এলাকা ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ এবং এইসব ব্যতীত যাহা আপনার ইচ্ছা হয় (আমি উহা উল্লেখের সামর্থ্য রাখি না–) ঐরূপ সব ভরিয়া দেওয়ার পরিমাণ। আপনি সকল প্রশংসা ও মান-মর্যাদার পাত্র, বন্দা (আপনার প্রশংসার) যত কিছু বলে আপনি তদপেক্ষা বেশির অধিকারী; আমরা সকলই আপনার বন্দা ও দাস। হে আল্লাহ! আপনার দানে বাধা দেওয়ার কেহ নাই এবং যাহা আপনি না দিবেন উহা দিবার কেহ নাই। সম্পদ বা সৌভাগ্যশালীকে তাহার সম্পদ বা সৌভাগ্য আপনাকে এড়াইয়া তাহার কোন উপকার করিতে পারে না।"

www.BANGLAKITAB.com

৭৪৭ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় (জীবনের সর্বশেষ দিন– সোমবার মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে তাঁহার মসজিদে) আবু বকর (রাযি.) কর্তৃক ফজর নামায পড়াইবার সময় নিজ গৃহদ্বারের পর্দা উন্মুক্ত করিলেন; তাঁহার মাথায় (ব্যথার দরুন) পট্টি বাঁধা ছিল। ঐ অবস্থায় তিনি বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهٗ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْتُرٰى لَهٗ اَلَا وَاِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ

"আয় আল্লাহ! (সাক্ষী থাকিও আমি দ্বীন) পৌছাইয়া দিয়াছি– তিনবার এই উক্তি করিলেন। হে লোক সকল! (নবুয়ত আর বাকি থাকিল না। কারণ সর্বশেষ নবী কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইহজগত হইতে প্রস্থান করিতেছেন। নবুয়তের একটি অধ্যায় বা পর্ব হইল সুসংবাদ দান; যেই কারণে নবীকে 'বশীর'–সুসংবাদের বাহক বলা হয়।) নবুয়তের সুসংবাদ দান-পর্ব হইতেও একমাত্র শুভ স্বপ্ন বাকি থাকিল– যাহা কোন খাঁটি মুসলমান নিজের জন্য দেখিবে অথবা তাহার জন্য অন্যে দেখিবে।

তোমরা স্মরণ রাখিও– রুকু বা সিজদা অবস্থায় আমাকে কুরআন পড়িতে নিষেধ করা হইয়াছে। রুকুর মধ্যে (শুধু) পরওয়ারদেগারের বড়ত্ব ও মহত্ত্বের জপনা করিবে। আর সিজদার মধ্যে কায়মনোবাক্যে দোয়াও করিতে পার; সেই দোয়া কবুল হওয়ারই আশা।"

৭৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, আলী (রাযি.) বলিয়াছেন–

نَهَانِىْ حِبِّىْ اَنْ اَقْرَاَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا

"আমার প্রাণপ্রিয়– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রুকু বা সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠে নিষেধ করিয়াছেন।"

www.BANGLAKITAB.com

দাঁড়াইল। কসম খোদার! (ক্রোধে আমি এরূপ বেশামাল হইয়া পড়িলাম যে) নামাযের ধ্যান-খেয়ালও আমার বিনষ্ট হইল। নামাযান্তে দেখিলাম, ঐ ব্যক্তি হইলেন সাহাবী উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)। তিনি আমাকে বলিলেন–

يَا فَتَى لَا يَسُوْءُكَ اللّٰهُ اِنَّ هٰذَا عَهْدٌ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَلِيَهُ

"হে যুবক! আল্লাহ তাআলা যেন তোমাকে মনোক্ষুণ্ন হইতে না দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ আমাদের প্রতি ইহাই ছিল যে, আমরা তাঁহার (তথা ইমামের) নিকটতম হইয়া নামাযে দাঁড়াই।"

অতঃপর তিনি (এই শ্রেণীর মাসআলা লোকদেরে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা না করার জন্য প্রশাসকদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাদেরকে বদদোয়া করিয়া) বলেন, ক্ষমতাসীনদের উপর ধ্বংস নামিয়া আসুক!

❖ অত্র হাদীসের ঘটনা ও আদেশ উপরোল্লিখিত মাসআলা মতেই ছিল। কোন আলেম ইমামের সন্নিকটে না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়।

৭৮২ (মেঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا

"লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য চোর যে তাহার নামাযের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামাযের অংশ কিরূপে চুরি করিবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নামাযের রুকু এবং নামাযের সিজদা পরিপূর্ণরূপে আদায় করে না।"

৭৮৩ (মেঃ)। হাদীস– তালক ইবনে আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلَاةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا

www.BANGLAKITAB.com

"মহামহিম আল্লাহ দৃষ্টিপাত করেন না ঐ ব্যক্তির নামাযের প্রতি যে ব্যক্তি নামাযের রুকু এবং সিজদার মধ্যস্থলে (পূর্ণরূপে দাঁড়াইয়া) তাহার পিঠ সোজা করে না।"

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে নামাযে শামিল হওয়ার জন্য উপস্থিত হইল, তখন ইমাম রুকু হইতে উঠিয়া গিয়াছেন; এই ক্ষেত্রে সে নামায আরম্ভ করিয়া ইমামের সঙ্গে সিজদায়ই শামিল হইবে কিন্তু সে ঐ রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। এমনকি যদি সে নিজে একা রুকু করিয়া সিজদায় ইমামের সঙ্গে শরীক হইয়া থাকে তবুও সেই রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না। ইমামের সাথে রাকাত প্রাপ্তি গণ্য হওয়ার জন্য তাকবীরে তাহ্‌রীমার সহিত নিজ নামায আরম্ভ করার পর ইমামকে রুকুতে এই পরিমাণ সময় পাইতে হইবে যে, অন্তত একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা যায়। অন্যথায় ঐ রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না, বরং ইমামের পরে তাহার ঐ রাকাত আদায় করিতে হইবে।

৭৮৪ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلٰوةَ

"(জামাতের নামাযে) আমরা সিজদারত থাকা অবস্থায় তোমরা উপস্থিত হইলে তোমরা (নামাযের তাহরীমা বাঁধিয়া) সিজদায় শামিল হও কিন্তু উহাকে (রাকাত পাওয়া) মোটেই গণ্য করিও না। যেই ব্যক্তি (ইমামের সাথে) রুকু পাইবে একমাত্র সেই নামাযের ঐ রাকাত পাইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।"

৭৮৫ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ

www.BANGLAKITAB.com

"তোমাদের কেহ সিজদায় গেলে সে কুকুরের ন্যায় হস্তদ্বয় বিছাইয়া দিবে না এবং উরুদ্বয় মিলাইয়া রাখিবে।"

❖ সাধারণ নিয়ম ইহাই যে, সিজদাবস্থায় উরুদ্বয় পরস্পর নিকটবর্তী রাখিবে। অবশ্য শারীরিক গঠনের অসুবিধায় উরুদ্বয়কে ফাঁক করিয়া রাখিতে বাধ্য হইলে তাহা ভিন্ন কথা।

মাসআলা ঃ প্রথম রাকাতে ও তৃতীয় রাকাতে দুই সিজদা আদায় করিয়া সরাসরি সোজা দাঁড়াইয়া যাইবে। উভয় সিজদা আদায়ের পর বসিয়া তারপর দাঁড়াইবে– ইহা নিয়ম নহে। হাঁ– বার্ধক্য অথবা রোগজনিত দুর্বলতা বা অসুবিধার কারণে বসিয়া তারপর দাঁড়াইলে তাহা নিয়মের তথা সুন্নাতের পরিপন্থী গণ্য হইবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি বয়সে ঐরূপ করিয়াছেন।

৭৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে (সিজদা হইতে সরাসরি) দাঁড়াইয়া যাইতেন– উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করিয়া। অর্থাৎ সিজদা হইতে উঠা এবং দাঁড়ানো– ইহার মধ্যে বসিতেন না।"

❖ উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত নিয়মের সমর্থনে বুখারী শরীফেও হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে। বাংলা বুখারী শরীফে ১ম খণ্ডে ৪৭২ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য। আলোচ্য হাদীসের বিপরীতও হাদীসে আছে, উহা নবীজীর বয়ঃবৃদ্ধ কালের অবস্থা।

নামাযীর সম্মুখে আড়ালের ব্যবস্থা রাখা

চলাচলের সম্ভাবনাময় স্থানে নামায পড়িতে সম্মুখে আড়াল রাখা কর্তব্য। উহা ১২ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু (হাশিয়া আবু দাউদ) এবং আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হইলেই চলে। কোন বস্তুর স্তূপও যদি ঐ পরিমাণ উঁচু হয় উহা যথেষ্ট।

৭৮৭ (মোসঃ)। হাদীস– তালহা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ

"তোমাদের কেহ নিজ সম্মুখে উটের পিঠে বসিবার গদির পেছনে যে এক হাত উঁচু কাষ্ঠখণ্ড থাকে উহা পরিমাণ উঁচু কোন বস্তু রাখিয়া নিলে নামায পড়িতে পারে। উক্ত বস্তুর বাহির দিয়া যাহা কিছু চলাচল করিবে উহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে না।"

৭৮৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِيْ ذٰلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

"নামায ক্ষতিগ্রস্ত করে– নারী, গাধা এবং কুকুর (নামাযীর সম্মুখে দিয়া গমন করিলে)। অবশ্য উটের পিঠে গদির কাষ্ঠ খণ্ডের পরিমাণ উঁচু বস্তু সেই ক্ষতি হইতে রক্ষা করে।"

❖ নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করা গোনাহ; সেমতে চলাচলের জায়গায় আড়াল ব্যতিরেকে নামায পড়িলে গমনকারী ব্যক্তি বাধাগ্রস্ত হইয়া বিব্রত হইবে অথবা নামাযের সম্মুখে গমন করিয়া গোনাহগার হইবে; উভয় ক্ষেত্রে নামাযী ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। কারণ অপরকে কষ্ট দেওয়ায় বা গোনাহে পতিত করায় নিজের গোনাহ হয়। আর যদি উল্লেখিত বস্তুত্রয়ের গমন হয় তবে নামাযের সওয়াব কমিয়া যাওয়ার কারণ দেখা দেয়– তাহাতেও নামাযী ব্যক্তির ক্ষতি হয়। নামাযী ব্যক্তির সম্মুখে উল্লেখিত শ্রেণীর আড়াল থাকিলে এই ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারিবে। কারণ গমনকারী আড়ালের বাহির দিয়া গমন করিতে পারিবে– গোনাহ হইবে না এবং উক্ত আড়ালের বাহির দিয়া নারী, গাধা, কুকুর গেলেও নামাযের সওয়াব কম হওয়ার হেতু সৃষ্টি হইবে না।

❖ দৃষ্টির সম্মুখে নারীর যাতায়াতে মনের একাগ্রতা স্বাভাবিকরূপেই ব্যাহত হয়; উহাতে নামাযের সওয়াব কমিয়া যায়। কুকুর ও গাধার সাথে শয়তানের সংশ্রব বেশি, অতএব উহার নৈকট্যও শয়তানের দ্বারা ওয়াসওয়াসার উদ্রেক হইবে; তাহাতে নামাযের সওয়াব কমিয়া যাইবে।

www.BANGLAKITAB.com

অবশ্য আড়ালের বাহিরে গমনাগমন দৃষ্টিপাতে আসিবে না– যদি নামাযের নিয়ম অনুযায়ী দৃষ্টিকে সংযত এবং সিজদার স্থানে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা হয়।

❖ উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গৃহে নামায পড়িতে আড়ালের ব্যবস্থা রাখিবেই, মসজিদে নামায পড়িতেও উহার ব্যবস্থা রাখিবে; যথা সাধ্য অনুযায়ী থাম বা খুঁটি বরাবর দাঁড়াইবে কিংবা চলাচলের সম্ভাবনাবিহীন জায়গায় নামায পড়িবে।

৭৮৯ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ

"তোমাদের কেহ (চলাচলের জায়গায়) নামায পড়িলে সম্মুখ স্থলে অবশ্যই বস্তুবিশেষ রাখিয়া নিবে। উহা না থাকিলে লাঠি খাড়া করিয়া লইবে। সঙ্গে লাঠি না থাকিলে (দৃষ্টিকে সামলাইয়া রাখার নিমিত্ত চিহ্ন স্বরূপ যমীনে) রেখা আঁকিয়া নিবে। অতঃপর (উহার বাহিরে) নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাহাই গমন করিবে তাহাতে তাহার ক্ষতি হইবে না।"

❖ রেখা লম্বায় অথবা চওড়ার দিকে সোজা বা চাঁদের আকারে আঁকিতে পারে।

৭৯০ (আঃ)। হাদীস– হযরত মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا

"আমি দেখিয়াছি, যখনই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাষ্ঠ খণ্ড বা থাম অথবা বৃক্ষকে আড়ালরূপে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িয়াছেন– উহাকে ডান বা বাম ভ্রুর বরাবরে রাখিয়াছেন। উহাকে সোজা বরাবরে রাখিয়া দাঁড়ান নাই।"

www.BANGLAKITAB.com

৭৯১ (আঃ)। হাদীস– সাহল ইবনে আবু হাসমা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

"তোমাদের কেহ সুতরা বা আড়াল সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িলে অবশ্যই উহার সম্ভাব্য নিকটবর্তী দাঁড়াইবে; তাহা হইলে শয়তান তাহার নামাযে ক্ষতি সাধনের প্রয়াস পাইবে না।"

❖ আড়াল হইতে দূরে দাঁড়াইলে দৃষ্টি অসংযত হইয়া উহার পরিসর অধিক হইবে; তাহাতে মনের একাগ্রতা নষ্ট করায় শয়তানের জন্য সুযোগ হইবে।

নামাযের সম্মুখ দিয়া গমনের পরিণতি

৭৯২ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ

"তোমাদের কেহ নামায পড়ায় থাকিলে তাহার সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সুযোগ কাহাকেও দিবে না। যদি সে বাধা মানিতে না চায় তবে তাহার সহিত লড়াই করিবে। (অর্থাৎ নামায ভঙ্গ না হয় সেই লক্ষ্য রাখিয়া কঠোরভাবে প্রতিরোধ করিবে। বুঝিতে হইবে) তাহার সঙ্গী শয়তান তাহার সাথে (সক্রিয়) রহিয়াছে। (অন্যথায় সে এই গোনাহের কাজ করিত না।)"

৭৯৩ (আঃ)। হাদীস– গাযওয়ান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হজ্জের সফরে তাবুক এলাকায় অবতরণ করিলেন। তথায় তিনি এক পঙ্গু–চলায় অক্ষম ব্যক্তিকে দেখিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পঙ্গু হওয়ার বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, আমি আপনাকে একটি বৃত্তান্ত শুনাইব– যাবৎ আপনি শুনিবেন, আমি জীবিত আছি তাবৎ উহা কাহারও নিকট ব্যক্তি করিবেন না। (বৃত্তান্তটি এই–)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক এলাকায় অবতরণ পূর্বক একটি খেজুর গাছ সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, এই দিকেই আমাদের

www.BANGLAKITAB.com

কেবলা— এই বলিয়া উক্ত গাছটির প্রতি (উটকে সুতরা বা আড়াল বানাইয়া) নামায আরম্ভ করিলেন। আমি ছিলাম তরুণ; আমি ঐ দিকে (অসংযতভাবে আড়ালের ভিতর দিয়া) ছুটিয়া আসিলাম এবং হযরতের (নামাযের) সম্মুখ দিয়া গমন করিলাম। (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি নামাযে বিব্রত করিলাম, তাহাতে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং) তিনি (বদদোয়া করিয়া) বলিলেন— সে আমার নামাযকে কাটিয়াছে। আল্লাহ তাহার চলন শক্তিকে কাটিয়া ফেলুক। তখন হইতে আজ পর্যন্ত আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইলাম না।

৭৯৪ (আঃ)। হাদীস— আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ وَّادْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهٗ شَيْطَانٌ

"কোন জিনিস (নামাযের সম্মুখ দিয়া গমন করা) নামাযকে ফাসেদ বা বিনষ্ট করে না। অবশ্য শক্তি পরিমাণ উহাতে বাধা দিতে হইবে; সে নিশ্চয় শয়তান (দ্বারা সক্রিয় রহিয়াছে)।"

৭৯৫ (ইঃ)। হাদীস— আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—

لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَالَهٗ فِىْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِى الصَّلٰوةِ كَانَ لَاَنْ يُّقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَّهٗ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِىْ خَطَاهَا

"যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলমান ভ্রাতার সম্মুখ দিয়া তাহার নামায কাটিয়া গমন করে সে যদি ঐ কার্যের গোনাহের পরিমাণ অবগত থাকিত তবে সে একশত বৎসর দাঁড়াইয়া থাকা উত্তম গণ্য করিত ঐ পদক্ষেপ অপেক্ষা যাহা সে করিয়াছে।"

৭৯৬ (মেঃ)। হাদীস— (তাওরাত কিতাবের বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট তাবেয়ী) কাব আবার (রহ.) বয়ান করিয়াছেন, নামায রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া গমনকারী যদি বুঝিত ইহাতে তাহার কত ক্ষতি হয় তাহা হইলে সে নামাযীর সম্মুখ দিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহার যমীনে ধ্বসিয়া যাওয়া উত্তম মনে করিত।

www.BANGLAKITAB.com

মসজিদ সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান

মাসআলা ঃ যে কাহারও ব্যক্তিত্বের ববা তাঁহার কবরের সম্মান উদ্দেশ্যে কোন কবরকে কেন্দ্র করিয়া মসজিদ তৈরি করা এবং ঐরূপ উদ্দেশ্যে সেই মসজিদে নামায পড়া হারাম। এমনকি নামাযে ঐ কবর বা ঐ কবরবাসীর সম্মান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকিলে শেরেকী গোনাহ হইবে। আর সম্মান উদ্দেশ্য না করিয়া নামাযে ঐ কবর বা কবরবাসীর বরকত ও ফয়েয লাভ উদ্দেশ্যে ঐরূপ করা হইলে তাহাও অনেক আলেমের মতে নিষিদ্ধ। (ফাতহুল মুলহিম)

৭৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– জুন্দুব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ لِىْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدِ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلًا كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اُمَّتِىْ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে তাঁহার বিশেষ উক্তি আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আমার বন্ধু– ইহার অস্বীকৃতি আমি আল্লাহর দরবারে পেশ করিতেছি। কারণ আল্লাহ তাআলা (তাহার জন্য) আমার বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছেন; যেরূপ (তোমরা জান–) তিনি ইবরাহীম (আ.)-এর বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার উম্মতের কাহাকেও আমি আমার বন্ধু বানাইলে নিশ্চয় আমি আবু বকরকে আমার বন্ধু বানাইতাম। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্ধুত্বের মধ্যে কাহাকেও আল্লাহর শরীক করিতে স্বীয় অস্বীকৃতির প্রতিজ্ঞা ঘোষণা পূর্বক উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন, তাঁহারা যেন অন্তত ইবাদতের মধ্যে সব রকম– এমনকি গোপন শিরকী হইতেও বিরত থাকে। সেমতেই তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণে বলিলেন–

www.BANGLAKITAB.com

সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাহাদের নবীগণের এবং নেককারগণের কবরকে মসজিদ বানাইত। খবরদার! তোমরা কোন কবরকে (এমনকি আমার কবরকেও) মসজিদ বানাইও না– আমি তোমাদিগকে ঐরূপ করা হইতে নিষেধ করিতেছি।"

❖ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সর্বশেষ মুহূর্তেও এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আয়েশা (রাযি.) এবং ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইবরাহীম (আ.) উভয়ে আল্লাহ তাআলাকে বন্ধু বানাইয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা উভয়ের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন– আলোচ্য হাদীসের মর্ম এইটুকুই। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আরও উর্ধ্বের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভাষায় এক হাদীসেস ব্যক্তি করিয়াছেন যে, ইবরাহীম 'খলীলুল্লাহ' অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে বন্ধু বানাইয়াছেন, وان صاحبكم حبيب الله "পক্ষান্তরে তোমাদের নবীকে আল্লাহ বন্ধু বানাইয়াছেন।"

৭৯৮ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করিয়াছেন ঐ নারীদের প্রতি যাহারা কবর যিয়ারতে যায় এবং ঐ লোকদের প্রতি যাহারা কবরের উপর মসজিদ তৈরি করে এবং ঐ লোকদের প্রতি যাহারা কবরের উপর বাতি জ্বালায়।"

৭৯৯ (নাঃ)। হাদীস– আবু মারছাদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَتَجْلِسُوْا عَلَيْهَا

"তোমরা কবরমুখী হইয়া নামায পড়িও না এবং কবরের উপর বসিও না।"

www.BANGLAKITAB.com

৮০০ (মেঃ)। হাদীস– আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُّعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"আয় আল্লাহ! আমার কবরকে পূজনীয় হইতে দিও না– যে উহার উপাসনা করা হয়। আল্লাহর ভীষণ গযব ঐ লোকদের প্রতি যাহারা তাহাদের নবীর কবরকে সিজদার স্থল বানায়।"

মাসআলা ঃ মসজিদের সম্মান লাঘবের সামান্যতম কাজ করা অথবা মসজিদকে নোংড়া করা গোনাহ।

৮০১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُّ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُّ فِىْ مَسَاوِىْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ

"আমার উম্মতের পক্ষে নেক বা বদ পরিগণিত কার্যাবলীর বিবরণ আমাকে অবগত করা হইয়াছে। নেক আমলের বিবরণে (এই ক্ষুদ্র কাজটিও) পাইয়াছি– কষ্টদায়ক বস্তু পথ হইতে অপসারিত করা হয়। আর বদ কাজের বিবরণে (এই কাজটিও) পাইয়াছি– থুথু মসজিদে ফেলা হয় এবং (অতি প্রয়োজনে হইয়া থাকিলে তাহা অপসারণের ব্যবস্থা করা না হয় যথা বালু-জমির মসজিদ হইলে অন্তত) ঐ থুথু বালুতে পুতিয়া দেওয়া না হয়।"

মাসআলা ঃ মসজিদে কবিতা পাঠ করা অথবা জাগতিক খান্দার কোন কাজ করা কিংবা মুসল্লীদের অসুবিধা সৃষ্টির কোন কাজ করা নিষিদ্ধ।

৮০২ (তিঃ)। হাদীস– আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর বর্ণনা–

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ نَهٰى عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَّتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, মসজিদে কবিতা পাঠ করা হইতে এবং মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় (ইত্যাদি জাগতিক ধান্ধার কাজকর্ম) করা হইতে। আর জুমার দিন মসজিদে নামাযের পূর্বে লোকদের (সারিবদ্ধ না হইয়া) গোলাকারে বসা হইতেও নিষেধ করিয়াছেন।"

❖ কবিতার বিষয়বস্তু সাধারণত বাহুল্য ও অবাঞ্ছিত হয়– ঐরূপ কবিতা মসজিদে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ। শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম বিষয়বস্তু। কবিতা মসজিদে পাঠ করা জায়েয বলিয়া প্রমাণিত আছে।

❖ জুমার দিন মসজিদে অধিক লোকের সমাগম হয় এবং নামাযের বেশি পূর্বে লোকের আগমন হয় ঐ দিন সুশৃঙ্খলরূপে সারিবদ্ধ হইয়া না বসিলে আগন্তুক মুসল্লীদের জন্য কষ্টের কারণ হইবে।

মাসআলা ঃ নিছক জাগতিক বিষয়াবলীর প্রচার ও তৎপরতা মসজিদে চালানো জায়েয নহে। যেমন নিজের হারানো বস্তু পাইবার জন্য মসজিদে উহার প্রচার করা নিষিদ্ধ। প্রয়োজন হইলে মসজিদের বাহিরে মসজিদের গেইটে করিবে।

৮০৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا

"কোন ব্যক্তিকে মসজিদে তাহার হারানো বস্তু পাওয়ার জন্য প্রচার করিতে শুনিলে– শ্রোতার কর্তব্য হইবে তাহার প্রতি এইরূপ বদদোয়া (প্রয়োগ পূর্বক তাহাকে বিরত) করা– আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু ফিরাইয়া না দিন। কারণ মসজিদসমূহ এইরূপ কাজের জন্য তৈরি করা হয় না।"

৮০৪ (মোসঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ دَعَا اِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَّ اِنَّمَا بُنِىَ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهٗ

"এক ব্যক্তি তাহার হারানো উট পাওয়ার জন্য মসজিদের মধ্যে উহার প্রচারে বলিল, লাল রঙ্গের একটি (হারানো) উটের সংবাদদাতা কেহ আছেন

www.BANGLAKITAB.com

কি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (খোদা যেন এরূপ করেন যে,) তুমি উহা না পাও। মসজিদসমূহ তো একমাত্র ঐ কাজের জন্য বানানো হইয়াছে যাহা সকলেই অবগত আছে।"

মাসআলা ঃ মসজিদকে অতিশয় সাজসজ্জায় অলঙ্কৃত করা নিতান্ত অবাঞ্ছিত ও নিষিদ্ধ। বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৮০৫ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

"মসজিদকে অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ ও অতিরিক্ত উচ্চ করার আদেশ আমাকে করা হয় নাই।"

৮০৬ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

"কিয়ামতের পূর্বে অবশ্যই (এইরূপ কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব হইবে যে,) লোকেরা মসজিদের (জাঁকজমক ও চাকচিক্যের) ব্যাপার লইয়াও পরস্পর গর্ব দেখাইবে।"

৮০৭ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أُرَاكُمْ سَتُشْرِفُونَ مَسَاجِدَكُمْ كَمَا أَشْرَفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا أَشْرَفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا

"আমার ধারণা– অচিরেই তোমরা (অতিরিক্ত বাগাড়ম্বরে লিপ্ত হইবে। যথা) তোমাদের মসজিদসমূহকে (উহার মূল উদ্দেশ্য ইবাদত-বন্দেগী শূন্য রাখিয়া শুধু উহাকে বাহ্যিক আকৃতিতে) অতি উচ্চ অট্টালিকা বানাইবে যেরূপে ইহুদীরা তাহাদের উপাসনালয়গুলোকে অতি উচ্চ অট্টালিকা বানাইয়া থাকে এবং খ্রিস্টানগণ তাহাদের গীর্জাঘরগুলোকে অতি উচ্চ বানাইয়া থাকে।"

www.BANGLAKITAB.com

৮০৮ (ইঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ اِلَّا زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ

"কোন জাতির যখনই আমল খারাপ হইয়াছে (ইবাদত-বন্দেগী তাহাদের ছুটিয়া গিয়া শুধু বাগাড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিকতা তাহাদেরে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে) তখনই তাহারা তাহাদের মসজিদসমূহকে জাঁকজমকপূর্ণ ও চাকচিক্যময় করায় লিপ্ত হইয়াছে।"

মাসআলা ঃ মসজিদ তৈরি করায় শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই উদ্দেশ্য হওয়া চাই। সুনাম-সুখ্যাতি, গর্ব ইত্যাদি অন্য কোন ধ্যান-খেয়াল থাকা চাই না, তবেই উহার প্রতিদান লাভ হইবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার নিকট হইতে কোন প্রতিদানই লাভ হইবে না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইলে উহার প্রতিদান অনেক বড়।

৮০৯ (ইঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا لِلّٰهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ اَوْ اَصْغَرَ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরি করিবে যদিও উহা 'কাতাত' পাখির বাসার ন্যায় বা আরও ছোট হয়– আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে বিশেষ গৃহ তৈরি করিবেন।"

❖ পাখীর বাসার ন্যায় অর্থাৎ যত ছোটই হউক অথবা ইহার অর্থ এই যে, মসজিদ তৈরির ব্যয়ে ঐ পরিমাণ সামান্য অংশের শরীক হইয়া থাকে– যথা একখানা ইটের মূল্য দান করিয়াছে।

মাসআলা ঃ পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ তৈরি করিবে।

৮১০ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ তৈরির আদেশ করিয়াছেন। মসজিদসমূহকে পাক-পবিত্র এবং সুগন্ধময় রাখারও আদেশ করিয়াছেন।"

৮১১ (আঃ)। হাদীস– হযরত ছামুরা (রাযি.) স্বীয় পুত্রগণের নিকট পত্রে লিখিয়াছিলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِىْ دُوْرِنَا وَنُصْلِحُ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرُهَا

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে মসজিদ তৈরির আদেশ করিতেন– আমরা যেন পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ তৈরি করি, মসজিদ-সমূহকে ভালভাবে তথা মজবুতরূপে তৈরি করি এবং উহাকে পাক-পবিত্র রাখি।"

মাসআলা ঃ প্রয়োজন ক্ষেত্রে মসজিদে বাতি বা উহার তৈল দেওয়া বিশেষ সওয়াবের কাজ। কিন্তু যেই মসজিদে ঐরূপ বাতির কোনই প্রয়োজন হয় না সেই ক্ষেত্রে শুধু রেওয়াজ হিসেবে মোমবাতি বা তৈল দিবে না; উহাকে সওয়াব হওয়ার কথা নয়।

৮১২ (আঃ)। হাদীস– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতগার (নাম তাহার) মায়মুনা (রাযি.) একদা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে আমাদের করণীয় কাজ বলিয়া দিন। সেমতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِئْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ وَكَانَتِ الْبِلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا فَإِنْ لَمْ تَأْتُوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِىْ قَنَادِيْلِهِ

"(সুযোগ হইলে) তোমরা বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে যাও এবং তথায় নামায পড়। ঐ সময় উক্ত মসজিদের এলাকা কাফের কবলিত ছিল। (তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,) যদি ঐ মসজিদে যাইতে এবং নামায পড়িতে না পার তবে উহার জন্য তৈল পাঠাইয়া দাও, যাহা দ্বারা উহার বাতি জ্বালানো হইবে।"

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ মসজিদে ব্যবহৃত আছে এইরূপ কোন বস্তু যথাসম্ভব মসজিদ হইতে অপসারিত করা চাই না।

৮১৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِىْ يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ

"(মসজিদে বিছানো কাঁকর হইতে) কোন একটি কাঁকরকে কেহ মসজিদ হইতে বাহির করিতে চাহিলে কাঁকরটি আল্লাহর দোহাই দিয়া তাহাকে অনুরোধ করে উহা বাহির না করার জন্য।"

❖ মসজিদ এতই বরকতপূর্ণ স্থান যে, জড়বস্তু পর্যন্ত তথায় অবস্থানকে ভালবাসিয়া থাকে।

মাসআলা ঃ মসজিদকে ঝাড়ু দেওয়া তথা অবাঞ্ছিত বস্তু মসজিদ হইতে অপসারণ করা চাই।

৮১৪ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُوْرُ أُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِىْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ الْقُرْاٰنِ أَوْ اٰيَةٍ أُوْتِيْهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا

"আমার উম্মতের সওয়াবের কাজসমূহের ফিরিস্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। (উহাতে বড়-ছোট সব রকম সওয়াবের কার্যাবলীরই উল্লেখ ছিল) এমনকি মসজিদ হইতে কোন ব্যক্তি একটি খড়কুটা অপসারণ করে তাহাও উহাতে উল্লেখ ছিল। গোনাহের কাজসমূহের ফিরিস্তিও উপস্থিত করা হইয়াছে। উহাতে ইহা অপেক্ষা বড় গোনাহ দেখি নাই যে, এক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের কোন সূরা বা আয়াত (শিক্ষা করার নেয়ামত) প্রদান করা হইয়াছে, অতঃপর সে (উহার প্রতি অবহেলা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া) উহা ভুলিয়া গিয়াছে– হৃদয়পট হইতে উহাকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। (এমনকি দেখিয়া-শুনিয়াও পড়িতে সক্ষম হয় না।)

www.BANGLAKITAB.com

৮১৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِّنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি মসজিদ হইতে কোন একটি অবাঞ্ছিত বস্তু অপসারিত করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করিবেন।"

❖ মসজিদের খেদমত করায় মসজিদ তৈরির সওয়াব লাভ হয়।

মাসআলা ঃ মসজিদে প্রবেশ করিতে এবং মসজিদ হইতে বাহির হওয়ায় দোয়া পড়িতে হয়– যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে।

৮১৬ (তিঃ)। হাদীস– ফাতেমা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিতে দরূদ ও সালাম পড়িয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন এবং মসজিদ হইতে বাহির হওয়ায়ও দরূদ ও সালাম পড়িয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন।

৮১৭ (ইঃ)। হাদীস– ফাতেমা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ... ... وَاِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ... ...

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশ করায় এবং বাহির হওয়ায় দোয়া পড়িতে বিসমিল্লাহও পড়িতেন।

৮১৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ ...

... وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

❖ উল্লেখিত হাদীসত্রয়ের সমষ্টিতে মসজিদে প্রবেশ করার সময় এইরূপে দোয়া পড়া প্রমাণিত হয়।

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জুনুবী ওয়াফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থ– আল্লাহর নাম লইয়া প্রবেশ করিতেছি, দরূদ ও সালাম আল্লাহর রসূলের প্রতি। আয় আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং আমার জন্য রহমতের দ্বার খুলিয়া দিন।

মসজিদ হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দোয়া প্রমাণিত হয়।

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لِى اَبْوَابَ فَضْلِكَ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِى مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জুনুবী ওয়াফ তাহলী আবওয়াবা ফাদলিকা আল্লাহুম্মা আছিমনী মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ– আল্লাহর নাম লইয়া বাহির হইতেছি, দরূদ এবং সালাম আল্লাহর রসূলের প্রতি। আয় আল্লাহ! আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং আমার জন্য আপনার দানের দ্বারসমূহ খুলিয়া দিন। আয় আল্লাহ! আমাকে বিতাড়িত শয়তান হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

৮১৯ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনুল আস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

كَانَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - قَالَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّىْ سَائِرَ الْيَوْمِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন– আউজু বিল্লাহিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলতানিহিল কাদীম, মিনাশ শায়তানির রাজীম।

অর্থ– আমি আশ্রয় গ্রহণ করি মহান আল্লাহর ও তাঁহার দয়ালু সত্ত্বার এবং তাঁহার অনাদি ক্ষমতার– বিতাড়িত শয়তান হইতে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিলে শয়তান বলিয়া থাকে, এই ব্যক্তি আমার (অনিষ্ট) হইতে সারা দিনের জন্য সুরক্ষিত হইয়া গেল।

মাসআলা ঃ ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে চলিবার সময় নিম্নবর্ণিত হাদীসের দোয়াটি পাঠ করা উত্তম।

৮২০ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিবার সময় এই (নিম্নবর্ণিত) দোয়াটি পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি (বিশেষ রহমতের) দৃষ্টি দান করিবেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার মাগফিরাতের দোয়া করিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَاَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هٰذَا فَاِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَّلَا بَطَرًا وَّلَا رِيَاءً وَّلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِىْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থ– আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই ঐ দাবির উসিলা বা সূত্র ধরিয়া যেই দাবির সুযোগ আপনি নিজের উপর ভিক্ষুকের জন্য রাখিয়াছেন এবং আমি ভিক্ষা চাই আমার এই চলার (বিনিময়ের) দাবির

www.BANGLAKITAB.com

উসিলা ধরিয়া– কারণ আমি গর্ব দেখাইবার জন্য বাহির হই নাই, অহঙ্কার দেখাইবার জন্য বাহির হই নাই, লোক দেখানো বা সুনাম লাভ উদ্দেশ্যে বাহির হই নাই। আমি বাহির হইয়াছি আপনার অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

আপনার নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই যে, আপনি আমাকে দোযখ হইতে পানাহ ও আশ্রয় দান করিবেন এবং আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য যে, আপনি ভিন্ন কেহ গোনাহ মাফ করিতে পারে না।

মসজিদে নিষিদ্ধ কার্যাবলীর বয়ান

৮২১ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خِصَالٌ لَا تَنْبَغِىْ فِى الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيْقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيْهِ سِلَاحٌ وَلَا يُقْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ وَلَا يُنْشَرُ فِيْهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ نِيِّئٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ وَلَا يُقْتَصُّ فِيْهِ أَحَدٌ وَلَا يُتَّخَذُ سُوْقًا

"কতিপয় কাজ যাহা মসজিদে করা মোটেই সঙ্গত নহে। মসজিদকে চলাচলের পথ বানাইবে না, মসজিদে কোন অস্ত্র উন্মুক্ত বা প্রস্তুত অবস্থায় বহন করিবে না, মসজিদে তীর ফিট করা ধনুক হাতে উঠাইবে না, উন্মুক্ত তীর লইয়া চলিবে না, মসজিদে (রক্ত ঝরে এরূপ) কাঁচা গোশত লইয়া চলিবে না, মসজিদে কাহারও উপর দণ্ড প্রয়োগ করিবে না (পেশাব-পায়খানা হওয়ার আশঙ্কা আছে)। মসজিদে কাহারও প্রাণদণ্ড কার্যকরী করিবে না, মসজিদকে বাজার (কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র) বানাইবে না।"

৮২২ (ইঃ)। হাদীস– ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَائَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوْا عَلٰى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوْهَا فِى الْجُمَعِ

www.BANGLAKITAB.com

"শিশুদেরকে এবং পাগলদেরকে মসজিদসমূহ হইতে দূরে রাখিও। ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, দণ্ড প্রয়োগ এবং উন্মুক্ত তরবারীও মসজিদসমূহ হইতে দূরে রাখিও। মসজিদের দরওয়াজায় পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হাসিলের সুব্যবস্থা রাখিও এবং জুমার দিনসমূহে (বিশেষভাবে) সুগন্ধির ধুনী দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিও।"

❖ পেশাব-পায়খানার দ্বারা মসজিদ অপবিত্র করার আশঙ্কা না থাকে এবং শিশুর শরীর ও কাপড় ইত্যাদি পাক-পবিত্র থাকে এইরূপ ক্ষেত্রে শিশুকে মসজিদে নেওয়ার অনুমতি আছে।

মাসআলা ঃ মসজিদে বসিয়া দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলা নিষেধ।

৮২৩ (মোসঃ)। হাদীস– হাসান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ

"লোকদের সম্মুখে এমন যুগ আসিবে যে, তাহাদের দুনিয়ার কথাবার্তা মসজিদে হইয়া থাকিবে। ঐ শ্রেণীর লোকের সাথে বসিবে না; তাহাদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্ক নাই।"

৮২৪ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا لَمْ يَأْتِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهٖ

"যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আসিবে কেবলমাত্র ভাল কাজের উদ্দেশ্যে– যাহা সে শিক্ষা করিবে বা শিক্ষা দিবে। সে আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদকারী তুল্য পরিগণিত হইবে। আর যে অন্য রকম কাজের জন্য আসিবে সে ঐ ব্যক্তি তুল্য যে (নিজে কিছু লাভের চেষ্টা না করিয়া শুধু) পরের জিনিসের প্রতি তাকাইতে থাকে।"

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ মসজিদের নিকট দিয়া যাইতে তথায় নামায পড়িয়া যাওয়া উত্তম।

৮২৫ (নাঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে (আমাদের অভ্যাস ছিল) আমরা সকাল বেলায় বাজারে যাইতাম; তখন মসজিদের নিকট দিয়া যাইতে আমরা তথায় নামায পড়িতাম।

মাসআলা ঃ মসজিদের নিকট দিয়া যাইতে বা কোন প্রয়োজনে মসজিদে গেলে বিশেষ যিকিরের বাক্য পাঠ করা চাই।

৮২৬ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

"তোমরা যখন বেহেশতের বাগানের নিকট দিয়া যাইবে তখন উহার ফল খাইও। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহজগতে) বেহেশতের বাগান কি? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মসজিদসমূহ (বেহেশতের বাগান)। আরও জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার ফল খাওয়া (অর্থ) কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন– "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করা।"

মাসআলা ঃ নামাযের অধিক পূর্বে মসজিদে আসিয়া নামাযের অপেক্ষা রত বসিয়া থাকা অনেক সওয়াবের কাজ।

৮২৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَادَامَ يَنْتَظِرُهَا

"তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নামায রত গণ্য হয় যাবৎ সে নামাযের অপেক্ষায় থাকে।"

www.BANGLAKITAB.com

৮২৮ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهٖ اِلَّا الصَّلٰوةُ

'তোমাদের প্রত্যেকে নামাযরত গণ্য হয় যাবৎ নামায তাহাকে আটকাইয়া রাখে। বাড়িতে চলিয়া আসায় একমাত্র নামাযই তাহাকে বাধা দেয়।'

মাসআলা ঃ নামাযান্তে মসজিদে বিলম্ব করায় অনেক গোনাহ মাফ হয়।

৮২৯ (মেঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে মাজউন (রাযি.) বলিলেন–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لَنَا فِى الْاِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصٰى وَلَا اخْتَصٰى اِنَّ خِصَاءَ اُمَّتِى الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَّنَا فِى السِّيَاحَةِ فَقَالَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِى الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَّنَا فِى التَّرَهُّبِ فَقَالَ اِنَّ تَرَهُّبَ اُمَّتِى الْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلٰوةِ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরে (কামরিপু দমনার্থে) খাসি হইয়া যাওয়ার অনুমতি দান করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে খাসি বানায় অথবা নিজে খাসি হয় সে আমার উম্মত হইতে খারিজ। আমার উম্মতের জন্য খাসি হওয়ার (বিকল্প) পন্থা রোযা রাখা। (কামরিপু দমনের প্রয়োজন দেখা দিলে রোযা রাখিতে থাকিবে।)

উসমান (রাযি.) অতঃপর বলিলেন, আমাদেরে দুনিয়ার লিপ্ততা ত্যাগে ভবঘোরা হওয়ার অনুমতি দিন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের জন্য ভবঘোরা হওয়ার (বিকল্প) পন্থা হইল– আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদে আত্মনিয়োগ করা।

আবার বলিলেন, আমাদেরে সংসার ত্যাগে বৈরাগ্য অবলম্বনের অনুমতি দিন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উম্মতের জন্য

www.BANGLAKITAB.com

সংসার ত্যাগ অবলম্বনের (কাল্পনিক পুণ্য অপেক্ষা অধিক এবং বাস্তব পুণ্য লাভ করার বিকল্প) পন্থা হইল, নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসিয়া থাকা।

৮৩০ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন, একদা আমার (স্বপ্নে) আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ হইল; মহামহিম আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–

يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِىْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِى الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْىُ عَلَى الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِبْلَاغُ الْوُضُوْءِ فِى الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ - وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ فَاِذَا اَرَدْتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ اِفْشَاءُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلٰوةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

"হে মুহাম্মদ (সা.)! কোন আমল (এত অধিক মর্তবা ও মর্যাদার যে, উহা লিখিবার প্রতিযোগিতা) সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণের মধ্যে বিবাদ (রূপী অবস্থা) সংঘটিত হইয়া থাকে? আমি (আল্লাহ তাআলারই তাৎক্ষণিক প্রদত্ত জ্ঞান লাভে) বলিলাম, হাঁ– (শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণের মধ্যেও ঐসব নেক আমল লেখার ব্যাপারে বিবাদ আকারের প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে) যেসব নেক আমলকে আল্লাহ তাআলা বান্দার গোনাহ বিলুপ্ত করার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। গোনাহ বিলুপ্তকারী আমলসমূহ হইল– মসজিদের মধ্যে নামাযসমূহের পর বিলম্ব করা, নামাযের জামাতে শরীক হওয়ার জন্য পায়ে হাটিয়া যাওয়া এবং কষ্ট ও কঠিন হওয়ার ক্ষেত্রেও (যথা শীতকালেও) অযুর (অঙ্গসমূহে) পানি পূর্ণ ও যথেষ্টরূপে পৌছানো। এইসব আমল যে করিবে (তাহার গোনাহ তো বিলুপ্ত হইবেই, এতদ্ভিন্ন) সে (অন্তত

www.BANGLAKITAB.com

পরকালের দিক দিয়া এবং মানসিকভাবে) মঙ্গলময় জীবন যাপন করিবে, মঙ্গলের সহিত মরিবে এবং গোনাহ (বিলুপ্ত হওয়ায় উহা) হইতে সে পাক-পবিত্র হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করার দিনের ন্যায় হইয়া যাইবে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! নামায শেষ করিয়া আপনি এই দোয়া করিবেন– (যাহার অর্থ) আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট শক্তি-সামর্থ চাই ভাল কাজ করার, মন্দ কাজ পরিহার করার এবং মিসকীনদেরকে ভালবাসার। আর আপনার বান্দাদের (দ্বীন-ঈমানের) বিপর্যয় যখন (এই পর্যায়ে পৌছিয়া যায় যে, তাহাদের উহা হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা না করিয়া উহাতে ফেলিয়া রাখাই) আপনি চাহেন ও ইচ্ছা করেন তখন আপনি আমাকে বিপর্যয়মুক্ত অবস্থায় আপনার দিকে উঠাইয়া নিবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উচ্চ মর্যাদা লাভ হয় এই শ্রেণীর কতিপয় আমল লেখার ব্যাপারেও শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাগণের বিবাদ (আকারের প্রতিযোগিতা) হয়। তাহা হইল– সালামের আদান-প্রদান বেশি করা, (আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থলে) খাদ্য খাওয়ানো এবং রাত্রি বেলায় যখন (সাধারণত) লোকেরা শুইয়া থাকে তখন উঠিয়া নামায পড়া।"

❖ নেক আমল লেখার কাজে নিয়োজিত বহু সংখ্যক ফেরেশতা রহিয়াছেন। উত্তম ও বড় নেক কাজ লেখায় তাঁহাদের প্রত্যেকেই উৎসাহিত হন, তাই উহা লেখায় তাঁহাদের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হইয়া পড়ে, এমনকি সেই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রবিশেষে বিবাদের আকার ধারণ করে। অর্থাৎ বিবাদ তো মোটেই নয়, অবশ্য প্রতিযোগিতা হয় অতি প্রবল। যেরূপ বাসে বা গাড়িতে অধিক যাত্রী উঠিবার ক্ষেত্রে উহার দরওয়াজায় ভীষণ ভিড় হয়– দূর হইতে দেখা যায়, তাহারা বিবাদ ও মারামারিতে লিপ্ত অথচ সেখানে বিবাদ ও মারামারি মোটেই নয়, বরং একে অপরের আগে আসন সংগ্রহের প্রবল প্রতিযোগিতা মাত্র।

❖ বেঈমান-নাফরমানীর চরম পর্যায় এই যে, সৎপথে চলার খোদা-প্রদত্ত ইচ্ছাশক্তিকেও মানুষ খর্ব করিয়া দেয়– ঐ পর্যায়ের লোককে কুপথ হইতে উদ্ধারের ইচ্ছা না করা আল্লাহ তাআলার সাধারণ নিয়ম। যেরূপ রোগী যদি কুপথ্য খাইতে খাইতে সুস্থ হওয়ার যোগ্যতাই খর্ব করিয়া ফেলে তবে প্রকৃত চিকিৎসক ঐ রোগীর চিকিৎসা করিতে মোটেই ইচ্ছা করেন না।

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ মসজিদে নামাযের জন্য যাতায়াত রাখা এবং মসজিদের তত্ত্বাবধান করা উত্তম ঈমানদার হওয়ার পরিচয়।

৮৩১ (মেঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"তোমরা যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ সে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত ও উহার তত্ত্বাবধান করে তবে তোমরা সাক্ষ্য দিও তাহার ঈমান আছে বলিয়া। কারণ আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন– মসজিদসমূহকে আবাদ করে একমাত্র ঐ লোকই যে, আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে।"

❖ নফল নামায গৃহে অথবা নিরালা ও মুক্ত এলাকায় পড়িলে তাহা উত্তমই বটে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইবে।

মাসআলা ঃ সারা জগতের মধ্যে সর্বোত্তম জায়গা হইল মসজিদ।

৮৩২ (মেঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী আলেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল সর্বোত্তম জায়গা কোনটি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দানে চুপ থাকিলেন এবং ঐ ইহুদীকে বলিলেন, জিবরাঈল (আ.) আসা পর্যন্ত চুপ করিয়া থাক। সেমতে সে চুপ থাকিল এবং ইতিমধ্যেই জিবরাঈল (আ.) আসিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে ঐ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, (এই বিষয়টি) জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিক জানে না। অর্থাৎ এই বিষয়টি আপনি অপেক্ষা আমি বেশি জ্ঞাত নহি– আপনি যেমন জানেন না তেমনই আমিও জানি না। তবে আমি আমার মহান প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিব।

পরবর্তী (আগমনে) জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! (উক্ত বিষয়টি জিজ্ঞাসার জন্য) আমি আল্লাহ তাআলার অতি নিকটবর্তী হইয়াছিলাম– এইরূপ নিকটবর্তী আর কখনও হই নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরাঈল! এই নৈকট্য কিরূপের

www.BANGLAKITAB.com

ছিল? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তাআলা হইতে সত্তর হাজার নুরের পর্দার ব্যবধানে ছিলাম। আল্লাহ তাআলা বলিলেন–

شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا

"ভূপৃষ্ঠের নিকৃষ্টতম স্থান উহার বাজারসমূহ এবং উৎকৃষ্ট স্থান উহার মসজিদসমূহ।"

মাসআলা ঃ কোন বস্তির অমুসলিমগণ মুসলমান হইয়া গেলে তাহাদের উপাসনালয় ভাঙ্গিয়া ফেলার পর ঐ স্থানে মসজিদ তৈরি করিবে।

৮৩৩ (নাঃ)। হাদীস– তালক ইবনে আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা কতিপয় লোক গোত্রীয় প্রতিনিধি দলরূপে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে আসিলাম। আমরা তাঁহার নিকট (ইসলামের) দীক্ষা গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে নামায আদায় করিলাম। আমরা তাঁহাকে এই সংবাদও জ্ঞাত করিলাম যে, আমাদের বস্তিতে আমাদের একটি গীর্জা ঘর আছে, (পূর্বে তাঁহারা খ্রিস্টান ছিলেন)। আমরা তাঁহার অযুর ব্যবহৃত পানি লাভের আবদার জানাইলাম। সেমতে তিনি পানি আনাইয়া অযু করিলেন এবং অযুর ব্যবহৃত পানি একটি পাত্রে জমা রাখিলেন, এমনকি কুল্লিও ঐ পাত্রেই ফেলিলেন। আর আমাদেরে তিনি বলিলেন, তোমরা দেশে রওয়ানা হইয়া যাও; দেশে পৌঁছিয়া গীর্জা ঘরটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং উহার জায়গায় আমার অযুর এই পানি ছিটাইয়া দিবে, আর ঐ স্থানে একটি মসজিদ তৈরি করিবে।

আমরা আরজ করিলাম, আমাদের দেশ অনেক দূরে, বর্তমানে গরমও অনেক বেশি; এই পানি শুকাইয়া যাইবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পানি মিশাইয়া ইহাকে বেশি করিয়া নিবে; এই পানি অপর পানিকে অধিক পবিত্র করিয়া দিবে।

আমরা হযরতের নিকট হইতে যাত্রা করিয়া আসিলাম। দেশে পৌঁছিয়া গীর্জা ঘরটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম, তারপর উহার স্থানে ঐ পানি ছিটাইয়া দিয়া তথায় মসজিদ বানাইলাম এবং মসজিদে আযান দিলাম। তথায় যে পাদ্রী ছিল সে আযান শুনিয়া বলিল, বাস্তবিকই ইহা সত্যের ডাক। অতঃপর সে চলিয়া গেল, আমাদের সহিত আর তাহার সাক্ষাত হয় নাই।

www.BANGLAKITAB.com

বিভিন্ন মসজিদে সওয়াবের তারতম্য

৮৩৪ (মেঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهٖ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهٗ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً وَصَلَاتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهٗ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ

"পুরুষ ব্যক্তি (মসজিদ ভিন্ন) ঘরে নামায পড়িলে তাহার নামায একটি নামাযই পরিগণিত। আর বস্তির (পাঞ্জেগানা ছোট) মসজিদে তাহার নামায পঁচিশ নামায তুল্য। যেই মসজিদে জুমার জামাত হয় সেই মসজিদে তাহার নামায পাঁচশত নামায তুল্য। বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে তাহার নামায পঞ্চাশ হাজার নামায তুল্য। আমার (মদীনার) মসজিদে তাহার নামাযও পঞ্চাশ হাজার নামায তুল্য। আর (মক্কার) হরম শরীফের মসজিদে তাহার নামায এক লক্ষ নামায তুল্য।" (ইবনে মাজা)

৮৩৫ (নাঃ)। হাদীস– সাহল ইবনে হুনায়ফ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ خَرَجَ حَتّٰى يَاْتِىْ هٰذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلّٰى فِيْهِ كَانَ لَهٗ عِدْلُ عُمْرَةٍ

"যে ব্যক্তি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া কুবা মসজিদে আসিবে এবং তথায় নামায পড়িবে সে একটি ওমরা হজ্জ করার সওয়াব লাভ করিবে।"

৮৩৬ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাস বানাইয়া আল্লাহ তাআলার নিকট তিনটি বিষয় চাহিলেন। মহান আল্লাহর নিকট চাহিলেন, তিনি যেন আল্লাহর (পছন্দনীয়) বিচারের অনুরূপ বিচার করিতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে

www.BANGLAKITAB.com

উহা দান করিয়াছিলেন। মহান আল্লাহর নিকট আরও চাহিয়াছিলেন, এইরূপ ক্ষমতার রাজত্ব যাহা অন্য কাহারও নিকট না থাকে (যেন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অন্য কোন শক্তি তাঁহার মোকাবেলায় দাঁড়াইতে না পারে)। আল্লাহ তাআলা তাহাও দান করিয়াছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ তৈরির পরে তিনি এই দোয়াও করিয়াছিলেন যে, একমাত্র এই মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যেই ব্যক্তি আসিবে আল্লাহ তাআলা যেন তাহাকে (সব গোনাহ হইতে পাক-সাফ করিয়া) মাতৃগর্ভ হইতে জন্মের দিনের ন্যায় করিয়া দেন।

বাড়ি দূরে হইলেও মসজিদে উপস্থিত হইবে

৮৩৭ (মেঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের পার্শ্বে কিছু জমি খালি হইল। এই সুযোগে বনু সালেমা গোত্রের লোকেরা নিজেদের বসত এলাকা ছাড়িয়া (মসজিদের নিকট আসার জন্য) ঐ জমিতে বাড়ি-ঘর করার ইচ্ছা করিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরে বলিলেন, সংবাদ পাইলাম– তোমরা মসজিদের নিকটবর্তী বসতি স্থাপন করিতে চাও? তাহারা বলিল, হাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা ঐ ইচ্ছা করিয়াছি।

(তাহাদের বসতি মদীনার শহরতলিতে ছিল; তাহারা তথা হইতে চলিয়া আসিলে শহরতলি জনশূন্য হইয়া যায়; ইহাতে শহরে শত্রু ও দুষ্কৃতিদের প্রবেশে নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হইবে। তাই) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরে বলিলেন–

يَا بَنِىْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ

"হে বনী সালেমা! তোমরা নিজ বসতিতেই বহাল থাক। দূর হইতে মসজিদে আসায় তোমাদের অধিক পদক্ষেপসমূহ নেকের আমলনামায় লেখা হইবে– তোমাদের অধিক পদক্ষেপসমূহ নেকের আমলনামায় লেখা হইবে।"

(মুসলিম শরীফ)

অন্ধকার ইত্যাদির অসুবিধায়ও মসজিদে আসিবে

৮৩৮ (তিঃ)। হাদীস– বুরায়দা আসলামী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যাহারা অন্ধকারেও মসজিদে আসে তাহাদেরে সুসংবাদ দান কর– কিয়ামত দিবসে পূর্ণ নূর ও আলো লাভের।"

মসজিদে যাওয়ার অভ্যাসে আল্লাহর হেফাযত লাভ হয়

৮৩৯ (মেঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهٗ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ

"তিন প্রকার লোক তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে থাকার নিশ্চয়তা লাভ করে–

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জিহাদে বাহির হইয়াছে, সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকিবে– এই পথে তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে বেহেশতে প্রবেশাধিকার দিয়া দিবেন অথবা জীবিত ফেরত আনিয়া অতি বড় সওয়াব বা যুদ্ধলব্ধ ধন-দৌলতও দান করিবেন।

২. যে ব্যক্তি মসজিদের দিকে যায়– সেই ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে থাকিবে। (আল্লাহ তাআলা তাহার ঈমানের ও স্বার্থের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।)

৩. যেই ব্যক্তি নিজের ঘরেও সালাম দেওয়ার (সুন্নাত আদায়ের) সহিত প্রবেশ করে। সেই ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। (আল্লাহ তাআলা তাহার গৃহে ঈমান ও শান্তি বহাল থাকার ব্যবস্থা করেন।)" (আবু দাউদ শরীফ)

যেসব স্থানে নামায পড়া নিষিদ্ধ

৮৪০ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُصَلِّى فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ

"সাত রকম স্থানে নামায পড়া হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। পঁচা-গান্ধা নাপাক ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনা ফেলিবার স্থান, গরু-ছাগল যবাই করার কসাইখানা, কবরস্থান, পথের মধ্য ভাগ, গোসলখানা, উটের অবস্থানস্থল এবং কাবা শরীফের ছাদ।"

কাযা নামায আদায়ের নিয়ম

মাসআলা ঃ একাধিক কাযা নামায আদায় করিতে আগ-পাছের নিয়ম পালন করিতে হইবে। অবশ্য কাযা নামাযের সংখ্যা পাঁচের অধিক হইলে এই বাধ্যবাধকতা থাকে না।

৮৪১ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

'খন্দক'– পরিখা-যুদ্ধের ঘটনায় একদা বিপক্ষ পৌত্তলিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চার ওয়াক্ত নামায আদায় করা হইতে গভীর রাত পর্যন্ত আবদ্ধ রাখিল। (গভীর রাতে সুযোগ প্রাপ্তে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)কে আদেশ করিলেন– সেমতে তিনি আযান দিলেন, অতঃপর ইকামত বলিলেন এবং জোহরের নামায আদায় করিলেন। তারপর ইকামত বলিলেন এবং আসরের নামায আদায় করিলেন। তারপর ইকামত বলিলেন এবং মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। তারপর ইকামত বলিলেন এবং ইশার নামায আদায় করিলেন।

www.BANGLAKITAB.com

❖ এ স্থানে ইহাও প্রমাণিত হইল যে, পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কাযা নামায ওয়াক্তের নামাযের পূর্বে আদায় করিয়া নিতে হইবে। উল্লেখিত ঘটনায় ইশার নামাযের পূর্বে কাযা নামাযসমূহ আদায় করা হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ শাস্ত্রে রহিয়াছে।

নামাযাভ্যন্তরের বিভিন্ন আহকাম

মাসআলা ঃ নামাযের দোয়া-কালাম শ্রেণী ভিন্ন অন্য রকম বাক্য ও কথা বলা হইলে নামায বাতিল হইয়া যায়। এমনকি উহা উত্তম বাক্য হইলেও। যেমন হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিলে তাহার জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা উত্তম কাজ, শরীয়তে উহার আদেশ রহিয়াছে। কিন্তু এই বাক্য নামাযে বলা হইলে নামায বাতিল হইয়া যাইবে। কারণ উহার অর্থ 'আল্লাহ তোমাকে রহমত দান করুন' এই বাক্যে 'তোমাকে' শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ মানুষকে সম্বোধন করা হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর সম্বোধন সূচক বাক্য নামাযের দোয়া-কালাম শ্রেণীর নহে, তাই উহা দ্বারা নামায বাতিল হইবে।

৮৪২ (মোসঃ)। হাদীস– মুআবিয়া ইবনুল হাকাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। (আমি আমার আবাস এলাকা হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম এবং ইসলামের কিছু কিছু বিধান অবগত হইলাম। উহার মধ্যে আমাকে এই শিক্ষাও দেওয়া হইল যে, তুমি হাঁচি দিলে (আলহামদু লিল্লাহ বলিয়া) আল্লাহর প্রশংসা করিবে এবং কেহ হাঁচি দিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলে তুমি (তাহাকে দোয়া দানে) ইয়ারহামুকাল্লাহ বলিবে। (আবু দাউদ শরীফ)

একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িতেছিলাম; হঠাৎ এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আলহামদুলিল্লাহ বলিল। আমি ইয়ারহামুকাল্লাহ– আল্লাহ তোমাকে রহমত দান করুন বলিলাম। এই বাক্য উচ্চারণের কারণে লোকেরা আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল। আমি (তাহাদের প্রতি কটাক্ষরূপে অনুতপ্ত হইয়া) বলিলাম, আমার মা ছেলে হারা হোক অর্থাৎ আমি ছাই-ভস্ম হইয়া যাই; তোমরা আমার প্রতি এইরূপ বক্র দৃষ্টি কেন করিতেছ? এইরূপ বলার কারণে তাহারা (আমাকে চুপ করাইবার জন্য মুখে কিছু বলার পরিবর্তে) নিজের উরুর উপর হাত চাপড়াইতে লাগিল!

www.BANGLAKITAB.com

আমাকে চুপ করাইতে চায়– ইহা দেখিয়া (আমার অসন্তুষ্টি আসিল) কিন্তু আমি চুপ থাকিলাম।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলেন– আমার মাতা-পিতা তাঁহার চরণে উৎসর্গ; তাঁহার পূর্বে বা পরে তাঁহার তুল্য (কোমল প্রকৃতির) শিক্ষাদাতা ও তাঁহার শিক্ষার ন্যায় সুন্দর শিক্ষা আর কখনও দেখি নাই। কসম খোদার! (আমার অজ্ঞতা ও বোকামী কার্যকলাপে) তিনি আমার প্রতি কঠোরতা করিলেন না, আমাকে মন্দ বলিলেন না, আমাকে তিরস্কারও করিলেন না। (তিনি আমাকে ডাকিলেন) তারপর (মোলায়েমভাবে) বলিলেন, এই যে নামায– ইহাতে পারস্পারিক কথার কোনই অবকাশ নাই অর্থাৎ তাহাকে নামায বাতিল হইয়া যায়। নামায তাসবীহ, তাকবীর এবং কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির সমবায়। রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই শ্রেণীর কথাবার্তাই বলিলেন।

আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি অতি নিকটবর্তী সময়ে অজ্ঞতার (তথা কুফরীর) জীবন হইতে বাহির হইয়াছি– আল্লাহ তাআলা ইসলাম দান করিয়াছেন। (অর্থাৎ আমি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী) ইসলামের নিয়ম-কানুন আমার জানা নাই, তাই আমার দ্বারা নিয়ম বিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অতঃপর নবীজীর কোমলতায় ঐ ব্যক্তি উৎসাহী হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত কতিপয় মাসআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল–

إِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ
يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّهُمْ وَمِنَّا رِجَالٌ
يَخُطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ
وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ
فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا
يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

www.BANGLAKITAB.com

أَفَلَا أُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

"আমাদের কোন কোন লোক গণক-ঠাকুরের নিকট যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা– মুসলমান গণক-ঠাকুরের নিকট যাইও না। আমাদের অনেকে বিভিন্ন নিদর্শনকে অশুভ লক্ষণ গণ্য করিয়া থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা শুধু তাহাদের মনের ধারণা ও কল্পনা মাত্র– বাস্তবে ইহার কোন মূল বা ভিত্তি নাই। সুতরাং ইহাকে বাধারূপে গ্রহণ করিবে না। আরও আমাদের মধ্যে কিছু লোক বিশেষভাবে রেখা আঁকিয়া ভবিষ্যত জানিবার চেষ্টা করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, পূর্ববর্তী একজন নবী (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে এই শ্রেণীর মোজেযা লাভ করিয়া) ইহা করিতেন। যে তাঁহার তুল্য (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে মোজেযা প্রাপ্ত) হইবে একমাত্র সেই স্বতন্ত্র। (অর্থাৎ মোজেযা প্রাপ্ত নবী ভিন্ন অন্যের জন্য উহা করা হারাম। যেরূপ মূসা [আ.] মোজেযা প্রাপ্ত হইয়া লাঠিকে অজগররূপে দেখাইতেন। অন্য কেহ যাদুর দ্বারা ঐরূপ দেখাইলে তাহা হারাম কাজ গণ্য হইবে।)

ঐ ব্যক্তি নবীজীর নিকট ইহাও বলিল যে, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে অর্থাৎ ওহুদ পর্বত এবং জাওয়ানিয়্যা এলাকায় সে আমার মেষপাল চরাইয়া থাকে। একদা একটি মেষ বাঘে নিয়া গেল। আমি একজন আদম সন্তান; সকলের ন্যায় আমারও ক্রোধ আসে। (উক্ত ঘটনায় আমার ক্রোধ আসিল; অবশ্য অতিরিক্ত কিছু করি নাই) কিন্তু আমি ঐ দাসীকে একটি ভীষণ চপেটাঘাত করিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চপেটাঘাতকে বড় অন্যায় সাব্যস্ত করিলেন। আমি বলিলাম, উহাকে মুক্ত করিয়া দিব কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহাকে উপস্থিত করা হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? সে বলিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে মুক্ত করিয়া দাও; সে ঈমানদার মুসলমান।

www.BANGLAKITAB.com

❖ আল্লাহকে উর্ধ্বে বলিয়া সে এই বিশ্বাসই প্রকাশ করিয়াছে যে, নিম্ন জগতের কোন কিছুকে সে উপাস্য মনে করে না। ইহাই একত্ববাদ বা তাওহীদের আকীদা, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে আল্লাহর রসূল বিশ্বাস করে– এই বিশ্বাসদ্বয়ই কালেমা শাহাদতের মর্ম।

নামায অবস্থায় সালাম করিলে?

মাসআলা ঃ নামায অবস্থায় উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্বক সালাম করিলে বা তাহার সালামের উত্তর দিলে তাহাতেও নামায বাতিল হইয়া যাইবে।

৮৪৩ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইসলামের অতি প্রথম যুগে) আবিসিনিয়ায় আমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ারও পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার নামাযে থাকাবস্থায়ও আমরা সালাম করিয়া থাকিতাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকিয়াই আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা আমি হযরতের নিকট আসিলাম, তাঁহাকে নামাযে পাইলাম এবং আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। নামায সমাপ্তে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهٖ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَتَكَلَّمُوا فِى الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ فَاِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَانَكَ

"আল্লাহ তাআলা স্বীয় বিধানে যেরূপ চাহেন নতুন হুকুম প্রবর্তন করেন; ইতিমধ্যে যে নতুন হুকুম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা এই যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলিবে না।

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন, নামায শুধুমাত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং যত সময় তুমি নামাযে থাকিবে একমাত্র উহা তোমার কাজ হওয়া চাই।"

www.BANGLAKITAB.com

নামাযে কথা বা অন্য কিছু বলা

৮৪৪ (তিঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে আকরাম (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ اِلٰى جَنْبِهٖ حَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়া অবস্থায় কথাবার্তা বলিয়া থাকিতাম। আমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ স্বীয় পার্শ্ববর্তী লোকের সহিত কথা বলিত। (কুরআনের আয়াত যাহার অর্থ–) 'নামাযের মধ্যে তোমরা পারস্পরিক শ্রেণীর কথাবার্তা হইতে বিরত থাকিও' অবতীর্ণ হইলে পর উহা নিষিদ্ধ হইয়া গেল।"

মাসআলা ঃ পারস্পরিক কথাবার্তা শ্রেণীর না হইয়া যদি আল্লাহর যিকির, আল্লাহর প্রশংসা অথবা কোন প্রকার দোয়া-দরূদ বা আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া শ্রেণীর কিছু বলা হয় তবে উহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না, যদিও উহা নামাযের নির্ধারিত দোয়া-কালামের অতিরিক্ত হয়।

৮৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ 'তোর হইতে আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।' তারপর বলিলেন– اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ 'তোর প্রতি আল্লাহর অভিশাপ কামনা করি'– এইরূপ তিনবার বলিলেন। তারপর তিনি হাত দ্বারা কোন বস্তু ধরিবার আকারে হাত বাড়াইলেন। নামায শেষে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে যাহা বলিতে শুনি নাই তাহা আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি এবং আপনি হাত বাড়াইয়াছেন!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর দুশমন ইবলিস আগুনে হলকা নিয়া আসিয়াছিল; তাহার উদ্দেশ্য ছিল– উহা আমার চেহারায় মারিবে। তাই আমি তিনবার বলিয়াছি, আমি তোর হইতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং আমি তোর প্রতি আল্লাহর পূর্ণ অভিশাপ কামনা করি। এইরূপে তিনবার বলাতেও সে পিছে হটে নাই। অতঃপর আমি (হাত বাড়াইয়া) তাহাকে ধরিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ভাই সুলাইমান আলাইহিস

www.BANGLAKITAB.com

সালামের দোয়ার প্রতি লক্ষ্য না থাকিলে তাহাকে আমি (ধরিতাম এবং) বাঁধিয়া ফেলিতাম; মদীনার কিশোররা তাহাকে নিয়া খেলা করিত।

❖ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের দোয়া ছিল– 'পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন ক্ষমতার রাজত্ব দান করুন যাহা অন্য কাহারও নিকট না হয়!' দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীন অপ্রতিহতরূপে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ উদ্দেশ্যে তিনি এই দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহার ইখলাস ও নিষ্ঠতাপূর্ণ এই দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করিয়া বাতাসকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন, পশু-পক্ষীকে অধীনস্থ করিয়া দিলেন, এমনকি জীন বা দানব জাতিকেও তাঁহার অধীনস্থ করিয়া দিলেন– এইসব সত্যের আলোচনা পবিত্র কুরআনেই রহিয়াছে। শয়তান-ইবলিসও দানব জাতীয়; অতএব উহাকে বাঁধিয়া আবদ্ধ করিলে দানব শ্রেণীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ দেখায়– যাহা হযরত সুলাইমান (আ.) একচ্ছত্ররূপে নিজের জন্য কামনা করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে উহা দান করিয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুলাইমানের উক্ত অভিলাসকে ক্ষুণ্ন করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।

৮৪৬ (তিঃ)। হাদীস– রেফাআ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّثَلٰثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا

www.BANGLAKITAB.com

"একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়িলাম। নামাযের মধ্যে হঠাৎ আমার হাঁচি আসিল। আমি বললাম– 'আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাছিরান তাইয়্যেবান মোবারাকান ফীহি মোবারাকান আলাইহি। কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া য়্যারজা।' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমি তাঁহার প্রশংসা করি– পাক-পবিত্র প্রশংসা, অফুরন্ত প্রশংসা, যে প্রশংসার প্রতিদানও হয় অফুরন্ত, যেরূপ বা যে পরিমাণ প্রশংসা আমাদের পরওয়ারদেগার ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন।)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন তখন তিনি ফিরিয়া বসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযের মধ্যে বিশেষ বাক্যগুলি কে বলিল? উত্তরে কেহই কিছু বলিলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলে রেফাআ (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি বলিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিরূপে বলিয়াছ– পুনঃ বলত? আমি বলিলাম–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ মহানের কসম করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার জান– ত্রিশ সংখ্যার অধিক ফেরেশতা এই বাক্যগুলির প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কে উহা লইয়া উপরে যাইতে পারেন! অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে এই বাক্যগুলি পৌঁছাইতে পারেন! (এই বাক্যগুলিকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন, তাই উহাকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছাইয়া তাঁহার সন্তুষ্টিভাজন হওয়ার জন্য ত্রিশের অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতার সহিত দৌড়িয়া আসিয়াছেন।)"

❖ নামায ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় হাঁচি দানে আলোচ্য দোয়া পড়ায় অনেক সওয়াব এবং উহা পড়া অতি উত্তম। নামায অবস্থায় পড়া সম্পর্কে হাদীস সংকলনকারী ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলিয়াছেন– শুধুমাত্র সুন্নাত নফল নামাযে পড়িতে পারে, বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ হইতে তিনি উদ্ধৃতি দিয়াছেন যে,

www.BANGLAKITAB.com

ফরয নামাযে হাঁচি দিলে শুধুমাত্র মনে মনে আল্লাহর প্রশংসা করিবে, ইহার অতিরিক্ত করার অবকাশ নাই।

আলোচ্য ঘটনায় রেফাআ (রাযি.) ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া ফরয নামাযেই উহা পড়িয়াছিলেন– ইহা সাধারণ বিধান বহির্ভূত। সাধারণ বিধান উহাই যাহা ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলিয়াছেন। অবশ্য ইহার দ্বারা ফরয নামাযও বিনষ্ট হয় না।

মাসআলা ঃ নামাযে কিরাতের মাঝে কিরাতের বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যে দোয়া করা যায়। রুকু-সিজদা অবস্থায়ও দোয়া করা যায়। অবশ্য ইহা নফল নামাযে হইবে, ফরয নামাযে এইরূপ করিলে তাহাতে নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ইমামের বিশেষ কর্তব্য এবং ঐরূপ দোয়ায় লিপ্ততার দ্বারা অবশ্যই নামায দীর্ঘায়িত হইবে; উহাতে মুক্তাদীদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৮৪৭ (তিঃ)। হাদীস– হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়িয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুর মধ্যে সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম এবং সিজদার মধ্যে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পড়িতেন। আর রহমতের আলোচনার কোন আয়াত পাঠ করিলে তখন কিরাত পড়ায় বিরতি অবলম্বন পূর্বক উক্ত রহমত লাভের দোয়া করিতেন এবং আযাবের বর্ণনার আয়াত পাঠ করিলে তথায়ও বিরতি অবলম্বন পূর্বক আযাব হইতে পানাহ বা আশ্রয় চাহিতেন।

❖ এই বিষয়ের আরও একখানা হাদীস বিভিন্ন নামাযে কিরাতের বয়ান পরিচ্ছেদে নাসায়ী শরীফ হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

৮৪৮ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মৃত্যুশয্যায় একদা ঘরের দরওয়াজার পর্দা উন্মুক্ত করিলেন এবং বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلَّا

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الْعَبْدُ اَوْ تُرٰى لَهُ اَلَا وَاِنِّىْ قَدْ نُهِيْتُ عَنِ

الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوْا رَبَّكُمْ وَاِذَا سَجَدْتُمْ

فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَاِنَّهُ قَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

www.BANGLAKITAB.com

"আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও- আমার দায়িত্বের সকল বিষয়বস্তু আমি উম্মতকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি- এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। আরও বলিলেন, নবীর মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তির পথ চিরতরে শেষ হইয়া গেল। (কারণ সর্বশেষ নবী দুনিয়া হইতে বিদায়ের মুখে, তাঁহার পর কোন নবীর আগমন নাই। হাঁ- শুভ ইঙ্গিত লাভের একটি মাধ্যম) শুভ স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকিল; কোন বান্দা নিজের সম্পর্কে নিজেই উহা দেখিবে অথবা অন্য কেহ তাহার জন্য দেখিবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিলেন যে, রুকু-সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত করা হইতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। তোমরা রুকু অবস্থায় নিজ পরওয়ারদেগারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিও। আর সিজদা অবস্থায় সযত্নে দোয়া করিও; ঐ দোয়া বিশেষভাবে কবুল হওয়ার যোগ্য।"

মাসআলা ঃ নামায অবস্থায় 'হাই' আসিলে যথাসাধ্য উহাকে রোধ করিবে। (বুখারী-মুসলিম)

রোধ করিতে না পারিলে মুখের উপর হাত রাখিবে, খোলা মুখে 'হাই' দিবে না।

৮৪৯ (ইঃ)। হাদীস- আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ وَلَا يَعْوِىْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ

"কাহারও হাই আসিলে মুখের উপর হাত রাখিবে, মুখ খুলিয়া আওয়াজ করিবে না; তাহাতে শয়তান হাসে এবং আনন্দ পায়।"

৮৫০ (তিঃ)। হাদীস- আদী ইবনে সাবেতের দাদা-সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন-

اَلْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاوُبُ فِى الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَىْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই নামাযের মধ্যে এবং নারীদের ঋতু, আর বমি ও নাক হইতে রক্ত ক্ষরণ শয়তানের পক্ষের ও সন্তুষ্টির বস্তু।"

www.BANGLAKITAB.com

৮৫১ (ইঃ)। হাদীস– ঐ সাহাবী হইতেই বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِى الصَّلٰوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ

"নামাযের মধ্যে ছেপ, শ্লেষ্মা, ঋতু এবং তন্দ্রা শয়তানের পক্ষের ও শয়তানের সন্তুষ্টির বস্তু।"

❖ 'হাঁচি' সাধারণ অবস্থায় এবং রোগজনিত না হইলে উত্তম বটে, কিন্তু নামাযের মধ্যে উত্তম নয়। কারণ উহা দ্বারা সূরা-কিরাত ও দোয়া-কালাম পাঠে এবং একাগ্রতায় কর্তন সৃষ্টি হয়, তাই শয়তান উহা আনয়নে চেষ্টা করে এবং উহাতে আনন্দ পায়। অতএব উহা রোধ করায় সচেষ্ট থাকিবে।

তন্দ্রা তো নামাযের বিপরীত বস্তুই, আর হাই আলস্যে সৃষ্টি হয়; নামাযের মধ্যে তন্দ্রা বা অলসতা সৃষ্টি করায় শয়তান তৎপর থাকে এবং সে উহাতে আনন্দ পায়, তাই উহা রোধ করায় সচেষ্ট থাকিবে।

হায়েজ বা ঋতু নাপাকী ও ঘৃণাজনিত অবস্থা, এই অবস্থায় নামায এবং কুরআন পাঠও বন্ধ থাকে; সুতরাং ঋতু অবস্থায় শয়তানের আনাগোনা ও তাছীর করার সুযোগ হয় বেশি। অতএব এই অবস্থায় মহিলাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং অযুর সহিত থাকা চাই; হাদীসে আছে– অযু মুমিনের জন্য (শয়তানের বিরুদ্ধে) অস্ত্র। তদুপরি আল্লাহর যিকির ও দোয়া-দরূদ পাঠে লিপ্ত থাকিয়া শয়তানকে প্রতিহত করা চাই।

বমি এবং নাক হইতে রক্ত ক্ষরণের অবস্থাও ঋতুর ন্যায়ই; উহা দ্বারা অযু নষ্ট হইয়া যায়, দুর্বলতা আসিয়া আলস্য সৃষ্টি হয়; অলসতার সুযোগকে শয়তান কাজে লাগাইতে তৎপর হয়। অতএব এইরূপ ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা চাই যেন শয়তান কোন নেক কাজে বাধার সৃষ্টি না করিতে পারে।

ছেপ বা থুতুর আধিক্য দ্বারাও নামাযে অতিশয় অসুবিধার সৃষ্টি হয়; শয়তান সেই সুযোগ লাভেও তৎপর থাকে। কফ বা নাকের শিকনির দ্বারাও নামাযে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়; শয়তান সেই সুযোগের জন্যও সচেষ্ট থাকে। নামাযকে সুন্দর এবং ত্রুটিমুক্ত রাখিতে এইসব খুঁটিনাটি বিষয়েও সতর্ক থাকায় যত্নবান হইবে।

শয়তানের প্রতিটি সুযোগের ক্ষেত্রে উম্মতকে সতর্ক রাখার জন্য স্নেহবান দয়াল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইসব সুদূর ও সূক্ষ্ম তথ্যাবলী বাতাইয়া গিয়াছেন।

৮৫২ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهٖ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلٰوتِهٖ

"নামায পূর্ণ করত অবসর হওয়ার পূর্বে কাহারও স্বীয় ললাটের ধুলাবালু বার বার মোছা নিতান্তই অবাঞ্ছিত কাজ।"

৮৫৩ (ইঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُفَقِّعْ اَصَابِعَكَ وَاَنْتَ فِى الصَّلٰوةِ

"কখনও তুমি নামায অবস্থায় আঙ্গুল ফুটাইবে না।"

৮৫৪ (ইঃ)। হাদীস– কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فِى الصَّلٰوةِ فَفَرَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, সে নামাযের মধ্যে এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া রাখিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার হস্তদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।"

৮৫৫ (তিঃ)। হাদীস– কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَاِنَّهٗ فِى الصَّلٰوةِ

"তোমাদের কেহ উত্তমরূপে অযু করিয়া মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে সে হস্তদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহকে পরস্পর ফাঁকে প্রবেশ করাইবে না। কারণ সে ঐ সময় হইতেই নামাযের মধ্যে পরিগণিত।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া রওয়ানা হইলেই সে আল্লাহর দরবারে নামায রত গণ্য হইয়া যায়; তাহার জন্য নামাযের সওয়াব লেখা হইতে থাকে। সুতরাং ঐ সময় হইতেই নামাযের অবাঞ্ছনীয় কার্যাবলী পরিহার করিয়া চলা কর্তব্য।

অনেকে নামাযের জন্য যাওয়া কালে বেহুদা গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা বা ধুমপানে লিপ্ত হয়– এইরূপ কখনও করা চাই না।

৮৫৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلٰوةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন, নামাযের মধ্যে কেহ স্বীয় মুখ কাপড়ে ঢাকিয়া রাখে।"

❖ মুখ কাপড়ের ভিতরে চাপিয়া রাখিলে সূরা-কিরাত ও দোয়া-কালাম স্পষ্টরূপে আদায় হইবে না।

মাসআলা ঃ পরনের কাপড় এত লম্বা হওয়া যে, উহা পায়ের গিঁঠের নিচে চলিয়া যায়– ইহা পুরুষের জন্য হারাম। নামাযের মধ্যে ইহা করিলে নামাযের অত্যাধিক ক্ষতি হয়।

৮৫৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি স্বীয় লুঙ্গি পায়ের গিঁঠের নিচে ঝুলাইয়া দিয়া নামায পড়িতেছিল। তাহাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখামাত্র বলিলেন–

اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهٗ اَنْ يَّتَوَضَّأَ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ذِكْرُهٗ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُّسْبِلٍ اِزَارَهٗ

"(নামায পুনরায় পড়িবার জন্য) যাও অযু করিয়া আস; সে যাইয়া অযু করিয়া আসিল। পুনরায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাও অযু করিয়া আস; সে যাইয়া অযু করিয়া আসিল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! তাহাকে অযু করার আদেশ কেন করিলেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে পায়ের গিঁঠের নিচে লুঙ্গি

www.BANGLAKITAB.com

ঝুলাইয়া দিয়া নামায পড়িয়াছে। মহান আল্লাহ পায়ের গিঁঠের নিচে লুঙ্গি পরিধানকারীর নামায কবুল করেন না।"

মাসআলা ঃ মহিলাগণ নামাযের মধ্যে পরিধেয় কাপড় দ্বারা পা ঢাকিবার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবে।

৮৫৮ (আঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিলা শুধু ঘাগরা এবং ওড়না দ্বারা (অপর চাদর ব্যতিরেকে) নামায পড়িতে পারে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

'হাঁ, যদি ঘাগরা এইরূপ প্রশস্ত হয় যে, তাহার পাদ্বয়ের পিঠকে ঢাকিয়া দেয়।'

❖ মহিলাদের নামায অবস্থায় পায়ের পিঠ ঢাকিয়া রাখায় তৎপর হওয়া চাই। কারণ কোন কোন আলেমের মতে পায়ের পিঠ খোলা থাকিলে নামায বাতিল হয়। অবশ্য অনেক আলেমের মতে উহাতে নামায বাতিল হয় না।

মাসআলা ঃ মহিলাদের মাথা অবশ্য আবৃত রাখিতে হইবে, চার ভাগের এক ভাগ অপেক্ষা সামান্য বেশি মাথা খোলা থাকিলে নামায বাতিল গণ্য হইবে।

৮৫৯ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ الْحَائِضِ اِلَّا بِخِمَارٍ

"ওড়না ব্যতীত বয়স্কা মেয়ের নামায মোটেই কবুল হয় না– ঐ নামায শুদ্ধই হয় না।"

মাসআলা ঃ চাদর, মাফলার বা গামছা ইত্যাদি রীতিমত গায়ে জড়াইয়া ও মুড়িয়া না দিয়া পিঠের উপর বা ঘাড়ের উপর এমনভাবে রাখা যে, উহা উভয় কাঁধের উপর দিয়া সম্মুখ দিকে ঝুলন্ত থাকে– ইহাকে আরবী ভাষায় 'ছদল' বলা হয়। নামাযের মধ্যে এই আকার ধারণ করা মাকরূহ।

৮৬০ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ছদলের আকার অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মুখ কাপড়ে জড়াইয়া আবৃত রাখা হইতেও নিষেধ করিয়াছেন।"

মাসআলা ঃ বিনা প্রয়োজনে নিদ্রিত বা কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়া নিষিদ্ধ।

৮৬১ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ

"ঘুমন্ত ব্যক্তিকে অথবা কথাবার্তায় লিপ্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখিয়া নামায পড়িবে না।"

মাসআলা ঃ সিজদাস্থলে ধুলাবালু থাকিলে কপালকে উহা হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যরূপে সিজদা করিবে না এবং উহা পরিষ্কার করার জন্য নামায অবস্থায় ফুঁকও মারিবে না। কপালে ধুলা লাগার ভয়ে মোটেই বিচলিত হইবে না। তদ্রূপ সিজদার সময় ধুলাবালুর ভয়ে হস্তদ্বয়কে অস্পৃশ্যরূপে রাখিবে না; ধুলাবালু থাকিলেও হস্তদ্বয় উত্তমরূপে স্থাপন করিবে। হাঁ, নামায আরম্ভের পূর্বে ধুলাবালু পরিষ্কার করিয়া নেওয়ায় দোষ নাই।

৮৬২ (তিঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত–

رَاَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ اَفْلَحُ اِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ

"আমাদের এক যুবক– তাঁহার নাম ছিল 'আফলাহ'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিলেন, সিজদা দেওয়াকালে সে ফুঁক মারিয়া নেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আফলাহ! চেহারায় মাটি বা ধুলাবালু লাগিতে দাও, (তবুও নামায পড়া অবস্থায় ফুঁক মারায় লিপ্ত হইও না)।"

www.BANGLAKITAB.com

৮৬৩ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিতেন–

مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِيْ وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ اِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَاِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ

"যে ব্যক্তি সিজদা করায় মাটিতে কপাল রাখিবে তাহার কর্তব্য হস্তদ্বয়ও মাটির উপর রাখা– যাহার উপর কপাল রাখিয়াছে। অতপর যখন কপাল উঠাইবে তখন হস্তদ্বয়ও উঠাইবে। কপালের ন্যায় হস্তদ্বয়ও সিজদা করিবে।" (মালেক)

মাসআলা ঃ নামায স্থানে কাঁকর ইত্যাদি থাকিলে অতি প্রয়োজন ব্যতিরেকে উহা অপসারণ অথবা সমতল করায় নামাযের মধ্যে লিপ্ত হইবে না। যাহা করিতে হয় নামাযের পূর্বে করিবে।

৮৬৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ

"তোমাদের কেহ নামাযে দাঁড়াইলে কাঁকরে (অথবা অন্য কোন বস্তুতে লিপ্ততায় উহাকে) হাতও লাগাইবে না। কারণ আল্লাহ তাআলার রহমত তাহার প্রতি সমাগত।"

অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তআলার রহমত ধাবমান হয়, এমতাবস্থায় যদি তাহার লক্ষ্য ও লিপ্ততা অন্যত্র হয় তবে সে রহমতের যোগ্য থাকিবে না।

মাসআলা ঃ নামাযে মনকে যেরূপ কিরাত বা দোয়া-কালামের প্রতি অথবা আল্লাহ তাআলার ধ্যানে আবদ্ধ রাখিতে হয় তদপেক্ষা বেশি আবদ্ধ ও সংযত রাখিতে হয় দৃষ্টিকে। চোখ খোলাই রাখিতে হইবে কিন্তু দৃষ্টিকে আবদ্ধ ও নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টিকে সিজদা স্থান অতিক্রম করিতে দিবে না, রুকু অবস্থায় পাদ্বয়ের পিঠ হইতে এবং বসা অবস্থায় উরুদ্বয় হইতে অতিক্রম করিতে দিবে না। ফরয নামাযে ইহা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করিবে, নফল নামাযে প্রয়োজনে শুধু আড়চোখে দৃষ্টিকে অন্য দিকে নিতে পারিবে– ইহার অধিক নহে।

www.BANGLAKITAB.com

৮৬৫ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلٰوةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلٰوةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ التَّطَوُّعِ لَا فِيْ فَرِيْضَةٍ

"হে বৎস! নামায অবস্থায় এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে। নামাযের মধ্যে এদিক-সেদিক দৃষ্টি নেওয়া ধ্বংসের কারণ। অগত্যা যদি (বিশেষ কারণ বশত) দৃষ্টি অন্য দিকে নিতেই হয় তবে (শুধু আড়চোখে– তাহাও) কেবল নফল নামাযে; ফরয নামাযে মোটেই নয়।"

৮৬৬ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلٰوةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রয়োজন বশত নফল নামাযে) ডান বা বাম দিকে আড়চোখে দৃষ্টিপাত করিতেন, কিন্তু গর্দান পেছন দিকে মোটেই ফিরাইতেন না।"

৮৬৭। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِيْ صَلَاتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ

"বান্দা নামায পড়া অবস্থায় তাহার প্রতি মহান আল্লাহর লক্ষ্য ও দৃষ্টি লাগিয়া থাকে যাবৎ না বান্দার দৃষ্টি অন্য দিকে যায়। তাহার দৃষ্টি অন্য দিকে গেলে মহান আল্লাহর দৃষ্টিও তাহার দিক হইতে ফিরিয়া যায়।"

৮৬৮ (মেঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন–

يَا أَنَسُ اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ

"হে আনাস! (নামাযে দাঁড়াইয়া) স্বীয় দৃষ্টি সিজদার স্থানের প্রতি রাখিও।"

www.BANGLAKITAB.com

৮৬৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنَّ النَّبِىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا

"কোন মানুষ কোমরে হাত রাখিয়া নামায পড়িবে ইহা হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতান্তভাবে নিষেধ করিয়াছেন।"

৮৭০ (আঃ)। হাদীস– যিয়াদ ইবনে ছোবায়হ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর পার্শ্বে নামায পড়িতে ছিলাম। আমি উভয় হাত দুই দিকে কোমরের উপর রাখিয়া ছিলাম। নামাযান্তে তিনি বলিলেন–

هٰذَا الصَّلْبُ فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُ

"কোমরের দুই পার্শ্বে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইলে তাহা ক্রুশের আকৃতি হয়– যাহা তুমি নামাযে করিয়াছ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা নিষেধ করিয়াছেন।"

৮৭১ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْاِخْتِصَارُ فِى الصَّلٰوةِ رَاحَةُ اَهْلِ النَّارِ

"নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়ানো (নিষেধ; কারণ উহা) দোযখীদের বিশ্রাম নেওয়ার দৃশ্য।"

❖ দোযখীদের জন্য বিশ্রাম লাভের অবকাশ থাকিবে না অবশ্য তাহারা উহার চেষ্টা করিবে এবং তখন তাহারা কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইবে; সেমতে ইহা অভিশপ্তদের দৃশ্য। আর নামায অবস্থায় ইহা কখনও অবলম্বন করিবেব না। এমনকি নামাযের প্রস্তুতি অবস্থায়– যথা মসজিদে যাইতে বা নামায আরম্ভের অপেক্ষার সময় দাঁড়াইয়াও ঐ দৃশ্য অবলম্বন করিবে না।

কোমরের দুই পার্শ্বে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইবার আরও একটি দোষ পূর্ববর্তী আবু দাউদ শরীফের হাদীসে উল্লেখ ছিল যে, ঐরূপে দাঁড়াইলে ক্রুশের আকৃতি সৃষ্টি হয়।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) লিখিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

كَرِهَ بَعْضُهُمْ اَنْ يَمْشِىَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَيُرْوٰى اَنَّ اِبْلِيْسَ اِذَا مَشٰى يَمْشِىْ مُخْتَصِرًا

"কোন কোন আলেম চলাফেরায়ও কোমরে হাত রাখা মাকরূহ বলিয়াছেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, ইবলিস চলাফেরায় কোমরে হাত রাখিয়া থাকে।"

মাসআলা : আবদ্ধ দরওয়াজা-গৃহে নামায পড়িতেছে, কাহারও বিশেষ প্রয়োজনে দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে, দরওয়াজা সম্মুখে অথবা পার্শ্বেই রহিয়াছে; উহা খুলিতে কেবলামুখী থাকায় বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে না। এই অবস্থায় নফল নামাযে দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া যাইবে; তাহাতে নামায নষ্ট হইবে না, দুই চার কদম চলিতে হইলে থামিয়া থামিয়া পা বাড়াইবে।

৮৭২ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشٰى حَتّٰى فَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مَكَانِهٖ وَوَصَفَتِ الْبَابَ فِى الْقِبْلَةِ

"একদা আমি বাহির হইতে ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসিলাম– তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নামায পড়িতে ছিলেন এবং ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইয়া আমার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দিলেন, অতঃপর নামায স্থানে ফিরিয়া গেলেন; দরওয়াজা কেবলা দিকেই ছিল।"

❖ তিরমিযী শরীফে এই হাদীসের পরিচ্ছেদ-শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে– "নফল নামাযে সামান্য হাটা-চলা ও সামান্য কোন কাজ করা"। অর্থাৎ প্রয়োজনে তাহা করা যায়।

মাসআলা : নামাযের মধ্যে কোন সামান্য কাজ যাহার জন্য দুই হাত ব্যবহার করিতে না হয় এবং অতি দীর্ঘ না হয় করা যায়। যথা নামাযে বসা আছে, নিকটেই ইট বা পাথর খণ্ড আছে; সাপ-বিচ্ছুকে লক্ষ্য করিয়া উহা তাহার উপর এক হাতে নিক্ষেপ করিয়া দিল– ইহা জায়েয।

www.BANGLAKITAB.com

৮৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যেও সাপ-বিচ্ছু মারার আদেশ করিয়াছেন।"

❖ সাপ-বিচ্ছু মারায় নামাযের মধ্যেও তৎপর হইবে। উপরে বর্ণিত কায়দায় সামান্য ক্রিয়ায় মারার সুযোগ হইলে নামায নষ্ট হইবে না। নতুবা নামায ত্যাগ করিয়া হইলেও উহাকে মারিবে এবং পুনরায় নামায পড়িবে।

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে অযু ভঙ্গ হইলে পুনরায় অযু করিয়া নামায পড়িতে হইবে।

৮৭৪ (আঃ)। হাদীস– আলী ইবনে তালক (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ

"তোমাদের কেহ নামাযের মধ্যে বায়ু ছাড়িলে তাহার কর্তব্য হইবে নামায ছাড়িয়া যাইয়া অযু করা এবং পুনরায় নামায পড়া।"

মাসআলা ঃ নামাযের মধ্যে রোগ-শোকের যাতনা ইত্যাদি জাগতিক কারণে কাঁদা যদি শুধু অশ্রু প্রবাহনের পর্যায়ে হয় তবে নামায বাতিল হইবে না। কিন্তু ঐরূপ কাঁদা যদি সজোরে হয় ও অক্ষর বিশিষ্ট শব্দজনিত হয় তবে নামায বাতিল হইয়া যাইবে। অবশ্য যাতনার কারণে যদি এরূপ বেশামাল হইয়া পড়ে যে, সশব্দে কাঁদা বারণ করিতে অক্ষম তবে ক্ষমার্হ হইবে।

পক্ষান্তরে যদি বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি আখেরাতের স্মরণে অথবা আল্লাহ তাআলার মহব্বত বা ভয়-ভক্তির কারণে ক্রন্দন হয় উহা সজোরে সশব্দে হইলেও নামাযের কোন ক্ষতি হইবে না।

৮৭৫ (আঃ)। হাদীস– মুতাররিফ (রহ.)-এর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهٖ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ

www.BANGLAKITAB.com

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি– তিনি নামায পড়িতে ছিলেন; চাপা ক্রন্দন বা গুমরানোর কারণে তাঁহার বুকের ভিতর হইতে শব্দ বাহির হইতে ছিল– আটা পেষণের জাঁতা চলার ন্যায়।"

মাসআলা ঃ ইমাম কিরাতে আটকা পড়লে তাহার জন্য তিনটি ব্যবস্থা থাকে। **১.** এক দুই বা তিনবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পড়ার দ্বারা সম্মুখে চলিবার চেষ্টা করিবে– অধিক নহে। **২.** ঐরূপ চেষ্টা করিয়া বা না করিয়া রুকুতে চলিয়া যাইবে। **৩.** অথবা অন্য সূরা কিংবা আয়াত পড়ায় চলিয়া যাইবে।

ইমামকে এইসব সুযোগ না দিয়া আটকিবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদী কর্তৃক ইমামকে বাতলাইয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। নিম্নবর্ণিত প্রথম হাদীসটির মর্ম ইহাই।

ইমাম অজ্ঞতাবশত অথবা অর্থের গড়মিল বা অন্য কোন কারণে যদি বার বার ঘুরাইতে ফিরাইতেই থাকে– রুকুতে বা অন্য সূরায় না যায় অথবা ইমাম ভুল বা অসম্পূর্ণ পড়িয়া বেমালুম চলিয়া যাইতেছে; ভুলের লক্ষ্যই তাহার হয় নাই– এইরূপ ক্ষেত্রে মুক্তাদী ইমামকে বাতলাইয়া দিবে। নিম্নবর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসেদ্বয়ের মর্ম ইহাই। এইরূপ ক্ষেত্রে ভুল বা অসম্পূর্ণতার দরুন যদি আয়াতের অর্থে বিকৃতি সৃষ্টি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তাহা সংশোধন করিবে; তাহা না করিলে অনেক ক্ষেত্রে নামায বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি অর্থের বিকৃতি না আসে তবে সংশোধন করা উত্তম বটে, কিন্তু অবশ্য কর্তব্য নহে। অর্থের বিকৃতি না ঘটিলে সংশোধন উত্তম বটে, কিন্তু যদি আশঙ্কা হয় যে, সংশোধনের দ্বারা ইমাম অধিক পেঁচে পড়িয়া যাইবে তবে বাতলাইবে না, নামাযের পরে আগামীর জন্য জ্ঞাত করিয়া দিবে এবং খতমে তারাবীর মধ্যে হইলে ঐ আয়াতকে শুদ্ধ করিয়া পূর্ণরূপে সম্মুখ রাকাতে অথবা পরে তারাবীর কোন দিন পুনরায় পড়িবে।

৮৭৬ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلٰوةِ

"হে আলী! নামাযের মধ্যে ইমামের কিরাতে সংশোধনী দিও না।"

৮৭৭ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িলেন, ঐ নামাযে যে কিরাত পড়িলেন তাহাতে তিনি সন্দেহে পতিত হইয়া ঘুঁরপ্যাচে পড়িলেন। নামায সমাপ্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব (কুরআনে অভিজ্ঞ) সাহাবী (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গে নামাযে ছিলে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জন্য বাধা কি ছিল (যে, তুমি আমাকে বাতলাইয়া দিলে না)?"

৮৭৮ (আঃ)। হাদীস– হযরত মিসওয়ার ইবনে ইয়াযীদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلٰوةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكْتَ اٰيَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا اَذْكَرْتَنِيْهَا قَالَ كُنْتُ اُرَاهَا نُسِخَتْ

"একদা আমি উপস্থিত ছিলাম– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কিরাত পড়ায় কিছু অংশ ছাড়িয়া গেলেন, যাহা তাঁহার পড়ায় আসিল না। (নামায শেষে) এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তো অমুক আয়াত ছাড়িয়া গিয়াছেন! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলে না কেন? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি ভাবিয়া ছিলাম, উক্ত আয়াতের পঠন আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

নামাযে বসিয়া হস্তদ্বয় রাখার নিয়ম

৮৭৯ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْا وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَأَشَارَ

www.BANGLAKITAB.com

بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلٰى اِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে আত্তাহিয়্যাতু পড়ায় বসিতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখিতেন। আর ('লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যের সময়ে ডান হাতের) বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যাঙ্গুলির উপর জড়াইয়া দিয়া তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন এবং বাম হাতের পাঞ্জা বা করতল দ্বারা হাটুকে কামড় দেওয়ারূপে রাখিতেন।"

৮৮০ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বসাকালে হস্তদ্বয় উরুদ্বয়ের উপর রাখিতেন। আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বস্থ আঙ্গুল দ্বারা তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারা করিতেন এবং বাম হাতকে উরুর উপর সোজারূপে রাখিতেন।"

৮৮১ (মোসঃ)। হাদীস– আলী ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) দেখিলেন– আমি নামাযে (বসাবস্থায়) কাঁকর নড়াচড়া করিতেছি। নামায শেষ করিয়া তিনি আমাকে ঐরূপ করা হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই অবস্থায়) যেইরূপ করিতেন তুমিও সেইরূপ করিও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপ করিতেন? তিনি বলিলেন–

كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে যখন বসিতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখিতেন। আর (একত্ববাদের বাক্যের সময়ে) ঐ হাতের আঙ্গুলসমূহ মুষ্টিবদ্ধ করা পূর্বক বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বস্থ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখিতেন।"

৮৮২ (ইঃ)। হাদীস– ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَّقَ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَرَفَعَ الَّتِىْ تَلِيْهِمَا يَدْعُوْا بِهَا فِى التَّشَهُّدِ

"আমি দেখিয়াছি, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযের আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে কালেমা) শাহাদত উচ্চারণকালে বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যাঙ্গুল দ্বারা গোলাকৃতি বানাইয়া তর্জনী আঙ্গুল উত্তোলন পূর্বক তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারা করিয়াছেন।"

❖ আত্তাহিয়্যাতু পড়াকালে 'লা-ইলাহা' বলার সঙ্গে শাহাদত আঙ্গুলকে উপরের দিকে উঠাইবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সঙ্গে উক্ত আঙ্গুলকে নিচ করিয়া ফেলিবে। অন্য আঙ্গুলগুলির অবস্থার আকার সম্পর্কে সামান্য ব্যবধানে উপরোল্লিখিত দুই হাদীসে দুইটি অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে– উভয়টিই জায়েয।

৮৮৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন সাহাবী (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিল।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحِّدْ اَحِّدْ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ সাহাবীকে বলিলেন, এক আঙ্গুলে ইশারা কর-এক আঙ্গুলে ইশারা কর।"

৮৮৪ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهٖ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهٗ اِشَارَتَهٗ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাহিয়্যাতু পড়ার মধ্যে (শাহাদতের) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন কিন্তু উহাকে নাড়িতে থাকিতেন

www.BANGLAKITAB.com

না। ইশারা করাকালে তাঁহার দৃষ্টি ইশারা করার (দিকেই নিবদ্ধ থাকিত ঐ) দিক ছাড়িয়া (উপরের দিক বা অন্য দিকে) যাইত না।"

৮৮৫ (মেঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নামাযে বসাকালে হস্তদ্বয় উরুদ্বয়ের উপর রাখিতেন এবং (শাহাদত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিতেন, তখন স্বীয় দৃষ্টিকে ঐ আঙ্গুলের দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন। আর বলিতেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِىَ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِىْ اَلسَّبَّابَةَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় (তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারায়) শাহাদতের আঙ্গুলটি শয়তানের উপর (তরবারী ইত্যাদি) লৌহ-অস্ত্র অপেক্ষা অধিক কঠিন (আঘাতকারী)।"

৮৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলিতেন–

مِنَ السُّنَّةِ اِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইল আত্তাহিয়্যাতু চুপে চুপে পড়া।"

৮৮৭ (নাঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الَّتِىْ تَلِىْ الْاِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهٖ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে বসাকালে উভয় হাত উরুর উপর রাখিতেন এবং (ডান হাতের) শাহাদত আঙ্গুল উঁচু করিতেন– উহা দ্বারা তাওহীদ বা একত্ববাদের ইশারা করিতেন। আর বাম হাতকে সোজারূপে উরুর উপর রাখিতেন।"

❖ বাম হাত উরুর উপর রাখা সম্পর্কে ৮৭৯ নং হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আঙ্গুলসমূহকে হাটুর উপর কামড় দিয়া ধরার ন্যায় জড়াইয়া রাখিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

এই হাদীসও ৮৮০ নং হাদীসে আছে, আঙ্গুলসমূহ সোজারূপে লম্বাভাবে রাখিতেন। উভয় নিয়মই জায়েয।

সালাম সম্পর্কে বয়ান

৮৮৮ (মোসঃ)। হাদীস– সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি ডান দিকে সালাম ফিরাইতে দেখিয়া থাকিতাম এবং বাম দিকেও সালাম ফিরাইতে দেখিয়া থাকিতাম। (সালাম করায় তাঁহার চেহারা ডান ও বাম দিকে পূর্ণ ফিরিত;) এমনকি আমি (পেছন হইতে) তাঁহার গণ্ডদেশের শুভ্রতা বা নূর দেখিয়া থাকিতাম।"

৮৮৯ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে এবং বাম দিকে উভয় দিকে সালাম ফিরাইতেন– আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"

৮৯০ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيْلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে একটি সালাম (উচ্চস্বরে) করিতেন– (সালাম উচ্চারণের আরম্ভ করিতেন) চেহারার সম্মুখস্থ দিক হইতে, তারপর চেহারা ডান দিকে ধীরে ধীরে মোড়িয়া নিতেন (এবং সাথে সাথে সালাম শেষ করিতেন)।"

www.BANGLAKITAB.com

৮৯১ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইল, সালাম বাক্যের শেষ অক্ষরকে দীর্ঘায়িত না করিয়া উহাকে জযমযুক্তরূপে উচ্চারণ করা।" অর্থাৎ 'রাহমাতুল্লাহ' বলিবে। 'রাহমাতুল্লাহি' বলিবে না।

৮৯২ (আঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّضَعَ يَدَهٗ عَلٰى فَخِذِهٖ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مَنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهٖ

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য কি ইহা যথেষ্ট নয় যে, (নামাযে বসিয়া) হাত উরুর উপর রাখিবে এবং স্বীয় (মুসলমান) ভ্রাতাকে সালাম করিবে– যাহারা ডানে আছে এবং যাহারা বামে আছে।"

৮৯৩ (আঃ)। হাদীস– ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَاَنْ نَّتَحَابَّ وَاَنْ يُّسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদেশ করিয়াছেন, ইমামের সালামের উত্তর দান করার এবং এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি করি এবং আমাদের একজন যেন অপরজনকে সালাম করে।"

❖ সালামের মধ্যে 'আলাইকুম' শব্দের অর্থ– 'আপনাদের প্রতি' এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য হইবে উভয় দিকের মুসল্লী মুসলমান ভাইগণ, সঙ্গে উভয় কাঁধের ফেরেশতাকেও শামিল করা যায়। এতদ্ভিন্ন ইমামকেও উদ্দেশ্য করিবে; ইমাম যেই দিকে থাকিবেন সেই দিকের সালামে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিবে, আর বরাবরে থাকিলে উভয় সালামে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিবে।

www.BANGLAKITAB.com

সালামের পূর্বে তাশাহহুদের পরে দোয়া

৮৯৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"তোমাদের কেহ যখন তাশাহহুদ পড়া শেষ করে তখন চারটি বস্তু হইতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাহিবে এই বলিয়া– 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন আযাবী জাহান্নামা, ওয়া মিন আযাবিল কবরে, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়ায়া ওয়াল মামাতি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাছিহিদ দাজ্জাল'।"

অর্থ– আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব হইতে ও কবরের আযাব হইতে এবং জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর সময় ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়া হইতে এবং কানা দাজ্জালের সৃষ্ট ফেতনা-ফাসাদ– বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি হইতে।

৮৯৫ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাশাহহুদের পরে পড়িবার জন্য) কতিপয় বাক্য আমাদেরে শিক্ষা দিতেন, অবশ্য তাশাহহুদের ন্যায় জরুরি হিসাবে নয়।

اَللّٰهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا

"আয় আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আন্তরিক মিল-মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দিন, আমাদের পরস্পর সম্পর্ক ভাল করিয়া দিন, আমাদের শান্তির পথ দেখাইয়া

www.BANGLAKITAB.com

দিন এবং (ভ্রষ্টতার) সর্ব রকম অন্ধকার মুক্ত করিয়া (হেদায়েতের) নুরের দিকে পৌঁছাইয়া দিন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নির্লজ্জ কাজ হইতে আমাদেরে বিরত রাখুন। আর বরকত দান করুন আমাদের কানে, চোখে, অন্তরে এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিতে। অর্থাৎ এই সবকে আমাদের ইহ-পরকালের জন্য উপকারী বানাইয়া দিন। আমাদের তাওবা কবুল করুন; আপনি তাওবা কবুলকারী দয়ালু। আপনার নেয়ামতে শোকর আদায়কারী, উহার উপর আপনার প্রশংসাকারী আমাদেরে বানাইয়া দিন। আপনার নেয়ামতের যোগ্য আমাদেরে বানাইয়া দিন। আমাদের উপর আপনার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করিয়া দিন।"

৮৯৬ (নাঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (তাঁহার মসজিদে) বসিয়াছিলাম, এক ব্যক্তি তথায় দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল। ঐ ব্যক্তি রুকু-সিজদা, এমনকি তাশাহহুদ (তথা আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ) পড়া শেষ করিয়া এইরূপে দোয়া করিল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকটই ভিক্ষা চাই– এই দোহাই দিয়া যে, একমাত্র আপনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, একমাত্র আপনিই মাবুদ, আপনি দাতা, আপনি সপ্ত আকাশ ও যমীনকে অতুলনীয়রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে সকল প্রকার মহত্তের ও সর্বোচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী! হে চির জীবন্ত! হে সকলের রক্ষাকর্তা! আমি (আমার ইহ-পরকালের সমুদয় প্রয়োজন) আপনার নিকট ভিক্ষা চাই।"

আনাস (রাযি.) বলেন, ঐ ব্যক্তির দোয়াকে লক্ষ্য করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জান– ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কিরূপ গুণগানের সহিত দোয়া করিয়াছে? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল এই বিষয়ে ভাল জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

www.BANGLAKITAB.com

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهٖ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى

"আমার জান-প্রাণ যাঁহার হাতে সেই মহানের কসম খাইয়া বলিতেছি, এই ব্যক্তি আল্লাহর ঐ ইসমে আযম দ্বারা দোয়া করিয়াছে যাহা দ্বারা দোয়া করা হইলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন এবং যাহা দ্বারা ভিক্ষা চাওয়া হইলে আল্লাহ ভিক্ষা দিয়া দেন।"

৮৯৭ (নাঃ)। হাদীস– মেহজান ইবনে আরদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মসজিদে আসিলেন– তখন তথায় এক ব্যক্তি স্বীয় নামায পূর্ণ করিয়া তাশাহহুদ পড়িতেছিল। সে এই বলিয়া দোয়া করিল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوْبِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"আয় আল্লাহ! আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– হে আল্লাহ! এই দোহাই দিয়া যে, আপনি এক, একক গুণাবলীর অধিকারী, আপনি প্রত্যাশা ও মুখাপেক্ষার উর্ধ্বে, এত বড় মহান– যিনি (সৃষ্টি করেন) জন্ম দেন না এবং জন্ম দেওয়া হয় নাই– যাঁহার তুল্য কেহ হইতে পারে না। আপনি আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন; নিশ্চয় আপনি ক্ষমাকারী দয়ালু।"

ঐ ব্যক্তির দোয়া লক্ষ্য করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে– তিনবার এই কথা বলিলেন।

৮৯৮ (নাঃ)। হাদীস– মুআয (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি তোমাকে ভালবাসি হে মুআয। আমি বলিলাম, আমিও আপনাকে ভালবাসি ইয়া রসূলাল্লাহ।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যদি আমাকে ভালবাস তবে প্রত্যেক নামাযে এই বাক্য কয়টি পাঠ করা ছাড়িও না–

رَبِّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

www.BANGLAKITAB.com

"হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সাহায্য করিবেন, আপনার যিকির করায়, আপনার শোকর করায় এবং উত্তমরূপে আপনার বন্দেগী করায়।"

৮৯৯ (নাঃ)। হাদীস– শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় নামাযে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ التَّثَبُّتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– আপনার আদেশ পালনে সুদৃঢ় থাকা, হেদায়েতের তথা সৎ পথের উপর সুদৃঢ়-একরোখা থাকা। আরও ভিক্ষা চাই, আপনার নেয়ামতের পূর্ণ শোকর আদায় করা, আপনার বন্দেগী উত্তমরূপে করা। আরও ভিক্ষা চাই– (শয়তান হইতে) সুরক্ষিত অন্তর, সত্যবাদী যবান। আপনার নিকট আরও আশ্রয় চাই আপনার জানা সব রকম মন্দ ও খারাবী হইতে। আর আপনার দরবারে ক্ষমা চাই (আমার অজানা) আপনার জানা সব রকম দোষ-ত্রুটি।"

৯০০ (নাঃ)। হাদীস– ছায়েব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাযি.) আমাদের নামায পড়াইলেন– তিনি নামাযকে সংক্ষিপ্ত করিলেন। লোকেরা ইহা নাপছন্দ করিল; কোন কোন ব্যক্তি বলিয়াই ফেলিল, আপনি নামায খুবই সংক্ষিপ্ত করিলেন। আম্মার (রাযি.) বলিলেন, রুকু-সিজদা পরিপূর্ণ করি নাই কি? লোকেরা বলিল, তাহা নিশ্চয় করিয়াছেন (কিন্তু কিরাত ছোট করিয়াছেন)। আম্মার (রাযি.) বলিলেন, (কিরাত ছোট করা) উহার কোন ক্ষতি আমার উপর বর্তিবে না। কারণ এই নামাযে আমি একটি (দীর্ঘ) দোয়া পড়িয়াছি, যাহা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি–

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْئَلُكَ

www.BANGLAKITAB.com

خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ

"আয় আল্লাহ! যেহেতু আপনি গায়েব জানেন এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর আপনার ক্ষমতা রহিয়াছে; (যাহা ইচ্ছা তাহাই আপনি করিতে পারেন। অতএব আমার আরাধনা) যাবৎ আমার জীবিত থাকা ভাল বলিয়া আপনি জানিবেন তাবৎই আমাকে জীবিত রাখিবেন, যখন আমার মৃত্যু ভাল বলিয়া জানিবেন তখন আমাকে মৃত্যু দান করিবেন। আয় আল্লাহ! আমিও আপনার নিকট ভিক্ষা চাই, আপনার ভয়– অন্তরেও এবং বাহ্যতও। হক কথা বলা– সন্তুষ্টির অবস্থায়ও, রাগের অবস্থায়ও। আর আপনার নিকট ভিক্ষা চাই, (জীবন যাপনে) মধ্যপন্থী থাকা দারিদ্র ও ধনাঢ্যতা উভয় অবস্থায়। আরও ভিক্ষা চাই, অফুরন্ত নেয়ামতসামগ্রী এবং অব্যাহত শান্তি। আরও ভিক্ষা চাই– আপনার হুকুম ও নির্ধারণের উপর রাজি থাকা, মৃত্যুর পর সুখ-শান্তির জীবন লাভ করা, আপনার দীদার-দর্শন লাভের স্বাদ ভাগ্যে জোটা এবং আপনার সঙ্গে মিলনের অসীম আকাঙ্ক্ষা। আর আপনার আশ্রয় চাই ক্ষতিকারক দুঃখ-কষ্ট হইতে এবং ভ্রষ্টতায় পতিতকারী ফেতনা-ফাসাদ হইতে। আয় আল্লাহ! ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদেরে সুন্দর করিয়া দেন, আর আমাদেরে সৎ পথের পথিক এবং সৎ পথের দিশারী বানাইয়া রাখেন।"

❖ দারিদ্র্যে ও ধনাঢ্যতায় মধ্যপন্থী থাকা– ব্যয়ের দিক দিয়াও যে, অভাব অপেক্ষা অধিক কৃপণ না হওয়া এবং ধনাঢ্যতার দরুন অপব্যয়ীও না হওয়া। আর মনের দিক দিয়াও যে, অভাবের দরুন মন ভাঙ্গিয়া না পড়া, ধনের গরমে ঔদ্ধত্য না হওয়া।

ক্ষতিকারক দুঃখ-কষ্ট অর্থ যেই দুঃখ-কষ্টের উপর সবর ও ধৈর্য না থাকে। কারণ দুঃখ-কষ্টে সবর ও ধৈর্য না থাকিলে সেই দুঃখ-কষ্ট ভোগের

www.BANGLAKITAB.com

সওয়াবও হারাইতে হয় এবং ধৈর্য না থাকায় মুখে গোনাহ হওয়ার কথা আসিয়া যায়, মনে নৈরাশ্য ইত্যাদি গোনাহের অবস্থা সৃষ্টি হইয়া পড়ে।

৯০১ (নাঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এই দোয়া করিয়া থাকিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই– যে খারাপ কাজ করিয়াছি উহার কুফল হইতে এবং যে খারাপ কাজ করি নাই উহারও কুফল হইতে।"

❖ কোন খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকার বড় বড় কুফল হইতে পারে। যথা মনে গর্ব-অহঙ্কার সৃষ্টি হওয়া, কাহাকেও ঐ কাজ করিতে দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে হেয়, ঘৃণ্য গণ্য করা ইত্যাদি।

৯০২ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযে (বসিয়া) তুমি কি পড়িয়া থাক? ঐ ব্যক্তি বলিল, তাশাহহুদ পড়ি, তারপর আল্লাহ তাআলার নিকট বেহেশত চাই এবং দোযখ হইতে আশ্রয় কামনা করি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমিও এই বিষয়েই দোয়া করিয়া থাকি।

❖ নামাযের মধ্যে বেহেশত চাওয়া দোযখ হইতে আশ্রয় কামনা অবশ্যই আরবী ভাষায় হইতে হইবে। যথা–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

"আয় আল্লাহ! আপনার নিকট বেহেশত ভিক্ষা চাই এবং দোযখ হইতে আশ্রয় চাই।"

নামায সমাপ্তে সালামের পরে কি পড়িবে?

৯০৩ (মোসঃ)। হাদীস– সাওবান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– (তিনি শুনিয়াছেন) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নামায সমাপ্ত করিয়া তিনবার ইস্তিগফার করিয়াছেন। অর্থাৎ আস্তাগফিরুল্লাহা, আস্তাগফিরুল্লাহা, আস্তাগফিরুল্লাহা বলিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

"হে আল্লাহ! আপনিই শান্তির কেন্দ্র, আপনার নিকট হইতে শান্তি লাভ হইতে পারে। আপনি সকল গুণের আকর– হে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, সকল সম্মানের অধিকারী।"

৯০৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) প্রত্যেক নামাযের পরে সালাম ফিরাইয়া ইহা পাঠ করিতেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যসমূহ প্রত্যেক নামাযের পর সময় সময় পড়িয়া থাকিতেন।

৯০৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়িবে– যাহা মোট ৯৯ হইবে এবং ১০০ পূর্ণ করিবে এই পড়িয়া– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর' সেই ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে; যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণের হয়।

www.BANGLAKITAB.com

৯০৬ (তিঃ)। হাদীস– সাআদ (রাযি.) স্বীয় পুত্রগণকে এই বাক্যগুলি অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন যেরূপে মক্তবের শিক্ষক বালকদেরকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সাআদ (রাযি.) বলিতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরে এই বাক্যসমূহ পড়িয়া আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাহিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

'আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই– ভীরুতা হইতে, আপনার চাই– কার্পণ্য হইতে। আরও আশ্রয় চাই– হুঁশ-বোধহারা কদর্যময় বার্ধক্য হইতে এবং আপনার আশ্রয় চাই– ইহজগতের আকর্ষণ ও মোহে ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়া অথবা ইহ-জীবনের ভ্রষ্টতা হইতে এবং কবরের আযাব হইতে।'

৯০৭ (তিঃ)। হাদীস– একজন সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, নামাযের সালামান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার পাক-পবিত্র ঐসব অবাঞ্ছিত উক্তি হইতে যাহা বিভিন্ন লোকেরা করিয়া থাকে– তিনি সর্বশক্তিমান। সালাম সকল রসূল-গণের প্রতি এবং সকল প্রশংসা সারা জাহানের প্রভু-পরওয়ারদেগারের জন্য।"

৯০৮ (আঃ)। হাদীস– মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّیْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِیْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, হে মুআয! কসম খোদার– আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর বলিলেন, হে মুআয! প্রত্যেক নামাযের পরে ইহা পাঠ করা ছাড়িও না– প্রত্যেক নামাযের পরে বলিও, 'আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি

www.BANGLAKITAB.com

ইবাদাতিকা'। আয় আল্লাহ! তোমার যিকির করায়, শোকর করায় এবং ভালভাবে ইবাদত করায় আমাকে সাহায্য কর।"

৯০৯ (আঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে আকরাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায শেষ করার পর ইহা পাঠ করিতে শুনিয়াছি–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ. اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ

"আয় আল্লাহ–আমাদের এবং সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমি আমার আন্তরিক বিশ্বাস ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি এককভাবে প্রভু–আপনার কোন শরীক-সাথী নাই। আয় আল্লাহ–আমাদের এবং সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমি আমার আন্তরিক বিশ্বাস ঘোষণা করিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার সৃষ্ট বান্দা এবং আপনার প্রেরিত রাসূল। আয় আল্লাহ–আমাদের এবং সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমি আমার আন্তরিক বিশ্বাস ঘোষণা দিতেছি যে, সমস্ত মানুষ পরস্পর ভাই-ভাই (এক আদম-হাওয়ার সন্তান; কেহই কাহারও প্রভু–উপাস্য নহে)। আয় আল্লাহ–আমাদের ও সকল চিজ-বস্তুর প্রভু! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি মুহূর্তে আপনার নিজের জন্য একান্ত একনিষ্ঠ একরোখা বানাইয়া রাখিবেন। হে মাহাত্ম্যের ও সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী! আমার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং বাস্তবায়িত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ মহানের মহান। আয় আল্লাহ–আসমান-যমীনের নুর! (আমার প্রাণে আবেগ ভরা, মুখে প্রকাশের সামর্থ্য নাই; আপনি অন্তর্যামী, আমার অন্তরের সকল আবেগ

www.BANGLAKITAB.com

পুরা করিয়া দেন)। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ মহানের মহান। আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট এবং আমার পক্ষে আমার সবকিছু উত্তমরূপে সম্পাদনকারী। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ মহানের মহান।"

৯১০ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফেরার পরেই ইহা পাঠ করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

"আয় আল্লাহ্! আমায় ক্ষমা করিয়া দিন, যেসব গোনাহ্ আমি পূর্ব আমলে করিয়াছি এবং যেসব গোনাহ আমি পরবর্তী কালে তথা নিকটবর্তী সময়ে করিয়াছি। আর যেসব অপরাধ আমি গোপনে করিয়াছি এবং যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি এবং সীমালঙ্ঘনের যেসব অপরাধ আমি করিয়াছি এবং আমার যে সমস্ত গোনাহ্ আপনি আমার অপেক্ষা অধিক জানেন। আপনি আগেও ছিলেন, পরেও আছেন (অতএব আপনি আগের পাছের সবকিছুই জানেন)। আপনি ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই।"

৯১১ (নাঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَاَ الْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ

"রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পরে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার আয়াতসমূহ (যাহা সূরা নাস ও সূরা ফালাকের মধ্যে আছে বা আরও যাহা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আছে উহা) পড়িবার আদেশ করিয়াছেন।"

৯১২ (নাঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী মহিলা আমার নিকট আসিল এবং বলিল, পেশাব হইতে পূর্ণ পাক-পবিত্র না থাকার কারণে কবরের আযাব হইবে। আমি বলিলাম, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। সে বলিল, ঐ কারণে নিশ্চয় কবরের আযাব হইবে; আমরা পেশাবের কারণে চামড়া এবং কাপড় কাটিয়া ফেলিয়া থাকি। ঐ সময়

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য চলিয়া গেলেন এবং আমাদের উভয়ের তর্কে উচ্চ স্বর সৃষ্টি হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই উচ্চ স্বর কেন? আমি ঐ ইহুদী মহিলার উক্তি (কবর আযাবের) উল্লেখ করিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মহিলা ঠিকই বলিয়াছে।

আয়েশা (রাযি.) বলেন, এই দিনের পর হইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন নামায পড়িয়াছেন, নামাযের পরে ইহা পাঠ করিয়াছেন–

رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَعِذْنِىْ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

"হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফিলের মহান প্রভু! আমাকে দোযখের তাপ হইতে এবং কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিবেন।"

৯১৩ (নাঃ)। হাদীস– আবু মারওয়ান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইসলাম পূর্বের ইহুদী আমলে) কাআব (রাযি.) তাহার নিকট কসমের সহিত বলিয়াছেন যে, আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) যখনই নামায শেষ করিতেন ইহা পাঠ করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ جَعَلْتَهٗ لِىْ عِصْمَةً وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ جَعَلْتَ فِيْهَا مَعَاشِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"আয় আল্লাহ! আমার জন্য আমার দ্বীনকে উত্তম বানাইয়া দেন; আপনিই দ্বীনকে আমার জন্য রক্ষাকবচ করিয়াছেন এবং দুনিয়াকেও আমার জন্য উত্তম বানিয়ে দেন, যেই দুনিয়াতে আমাকে যিন্দেগী দান করিয়াছেন। আয় আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই আপনার অসন্তুষ্টি হইতে এবং আপনার ক্ষমার আশ্রয় চাই আপনার আযাব হইতে এবং আপনারই আশ্রয় চাই আপনার (ক্রোধানল) হইতে। আপনার দানে কেহ বাধা দিতে পারে না এবং আপনি না দিলে কেহ দিতে পারে না। সৌভাগ্যশালীকে তাহার সৌভাগ্য বা ধনীকে তাহার ধনাঢ্যতা আপনাকে ছাড়া কোন উপকার করিতে পারে না।"

www.BANGLAKITAB.com

৯১৪ (নাঃ)। হাদীস– মুসলিম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবু বকরা (রাযি.) নামাযের পরে ইহা পাঠ করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

ইহা শুনিয়া আমিও ইহা পাঠ করিতাম। আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! ইহা তুমি কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছ? আমি বলিলাম, আপনার হইতে। তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরে ইহা পাঠ করিতেন।

৯১৫ (নাঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, মুসলমানগণকে আদেশ করা হইয়াছিল, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ার জন্য। ইতিমধ্যে এক (মদীনাবাসী সাহাবী) আনসারীর নিকট স্বপ্নে এক আগন্তুক আসিয়া বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে আদেশ করিয়াছেন প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়িবার জন্য? আনসারী ব্যক্তি বলিলেন, হাঁ। আগন্তুক বলিলেন, (৩৩, ৩৪-এর স্থলে) পঁচিশ বার হিসাবে পড়ুন এবং অবশেষে ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ যোগ করুন।

ভোর বেলা ঐ আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া স্বপ্ন বয়ান করিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, স্বপ্নের মর্মে আমল কর।

৯১৬ (নাঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَبَّحَ فِىْ دُبُرِ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যে ব্যক্তি ফজর নামাযের পর ১০০ বার সুবহানাল্লাহ এবং ১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে তাহার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে– যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণের হয়।"

www.BANGLAKITAB.com

৯১৭ (ইঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযের সালাম ফিরাইয়া এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– উপকারী জ্ঞান-বিদ্যা ও হালাল রিযিক এবং আপনার কবুলযোগ্য আমল।"

৯১৮ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَّعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُحَمِّدُ عَشْرًا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُهَا بِيَدِهٖ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَّخَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ وَاِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ سَبَّحَ وَحَمَّدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةٍ سَيِّئَةً قَالُوْا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيْهَا قَالَ يَاْتِىْ اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اُذْكُرْ كَذَا حَتّٰى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ وَيَاْتِيْهِ وَهُوَ فِىْ مَضْجَعِهٖ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهٗ حَتّٰى يَنَامَ

"দুই শ্রেণীর দুইটি আমল আছে– যে কোন মুসলমান উহার অভ্যস্ত হইবে সে বেহেশত লাভ করিবে। ঐ আমল দুইটি সহজই বটে কিন্তু উহার আমলকারীর সংখ্যা কম।

১. প্রত্যেক নামাযের পর ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আল্লাহু আকবার, ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়িবে। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহা হাতে গণনা করিতে দেখিয়াছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (পাঁচ ওয়াক্ত

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের) ঐ সবের মোট সংখ্যা মূলে পড়ায় ১৫০। কিন্তু হাশর মাঠে নেকের পাল্লায় উহা ১৫০০ পরিগণিত হইবে।

২. যখন বিছানায় শয়নের জন্য আসিবে তখন সুবহানাল্লাহ, আলহামদু-লিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার ১০০ বার পড়িবে। উহা মুখেখ পড়ায় ১০০ কিন্তু হাশর মাঠে নেকের পাল্লায় ১০০০ পরিগণিত হইবে। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে প্রতিদিন ২৫০০ গোনাহ করিয়া থাকে?

অর্থাৎ উক্ত আমলদ্বয়ের দ্বারা প্রতিদিন ২৫০০ নেকী হইতেছে অথচ এত সংখ্যার গোনাহ সাধারণত প্রতিদিন কোন নামাযী ব্যক্তি করে না। সুতরাং উক্ত আমলদ্বয়ের দ্বারা নামাযী ব্যক্তির নেকের ওজন অবশ্যই প্রবল হইবে গোনাহের উপর।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকেরা এই সহজ আমলের অভ্যস্ত কেন হইতে পারে না? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের এক একজনের নিকটে নামায পড়া অবস্থায় শয়তান আসে এবং তাহাকে নানা প্রয়োজনের কথা স্মরণ করায়, ফলে তাহার খেয়াল থাকে না (নামাযের পরে উক্ত আমল করার)। তদ্রূপ বিছানায়ও শয়তান আসিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকে, এমনকি তাহার ঘুম আসিয়া যায় (ঐ আমল করার সুযোগ পায় না)।

৯১৯ (মেঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ اٰمَنَهُ اللّٰهُ عَلٰى دَارِهٖ وَدَارِ جَارِهٖ وَاَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهٗ

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসি পড়িবে তাহার বেহেশত লাভে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকিবে না। অর্থাৎ ইহজীবনে সরাসরি বেহেশতের নেয়ামত লাভ হয় না, একমাত্র মৃত্যুর পরেই উহা লাভ হওয়া সম্ভব। সেমতে ঐ ব্যক্তির জন্য বেহেশতের নেয়ামত শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায়

www.BANGLAKITAB.com

থাকিবে। মৃত্যুর পর বেহেশতের নেয়ামত লাভে তাহার পক্ষে আর কোন বাধা থাকিবে না।

আর যে ব্যক্তি উহা পাঠ করিবে শয্যা গ্রহণকালে আল্লাহ তাআলা তাহাকে নিজ গৃহে নিরাপদে রাখিবেন এবং তাহার পড়শীর ঘর ও আশেপাশের ঘর কয়টিকেও নিরাপদে রাখিবেন।"

৯২০ (মেঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে গনম (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজর নামাযের পরে নামায স্থান হইতে চলিয়া আসার, এমনকি পাদ্বয়কে স্থানচ্যুত করার পূর্বে দশবার ইহা পাঠ করিবে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তাহার জন্য প্রতিবারের বিনিময়ে দশটি করিয়া নেকী লেখা হইবে, দশটি করিয়া গোনাহ মুছিয়া ফেলা হইবে, মান-মর্যাদায় দশ ধাপ করিয়া উন্নতি দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন উহা তাহার জন্য রক্ষাকবচ হইবে সব রকম খারাপ কাজ হইতে এবং ভাগ্য বিতাড়িত শয়তান হইতে। অধিকন্তু শিরক ভিন্ন অন্য গোনাহ তাহার ক্ষতিসাধন করিবে না (ক্ষমা পাইয়া যাইবে)। আর সকল মানুষের মধ্যে সে সর্বোত্তম গণ্য হইবে– অবশ্য যদি কেহ ইহা অপেক্ষা অধিক উত্তম দোয়া-কালাম পাঠ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হাফেয ইবনুল কাইউম নামীয় হাম্বলী মাযহাবের একজন আলেম লিখিয়াছেন, নামাযের সালাম ফেরার পর দোয়া করা ইমাম, মুক্তাদী– কোন প্রকার নামাযীর পক্ষেই সুন্নাত নহে।

কিন্তু বুখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) উক্ত অভিমতকে মরদুদ-বর্জনীয় ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করিয়া নামাযের পরে দুইটি জিনিসের সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। **১.** তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি যিকির এবং **২.** দোয়া (ফাতহুল মুলহিম : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৫)। এই সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) যেসব হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়াছেন উহার অধিকাংশই আমাদের অনুবাদে উল্লেখ হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের পরে মুনাজাত করা

যে কোন নামায সমাপ্ত করিয়াই দোয়া এবং মুনাজাত করা সুস্পষ্টরূপে হাদীসে উল্লেখ ও বর্ণিত রহিয়াছে। যথা–

৯২১ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ

"কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন দোয়া অধিক কবুল হয়? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রাত্রের শেষ অংশে যে দোয়া করা হয় এবং ফরজ নামাযসমূহের পরে যে দোয়া করা হয়।"

৯২২ (তিঃ)। হাদীস– ফযল ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهَّدُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا اِلٰى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ خِدَاجٌ

"নামায দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতে হইবে– প্রত্যেক দুই রাকাতের উপরই বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করিতে হইবে অর্থাৎ সরাসরি তিন বা চার রাকাত পড়া যাবে না। নিবেদিত হইয়া কাতরতার সহিত, বিনতভাবে নামায আদায় করিতে হইবে। আর (নামায শেষে) উভয় হস্তদ্বয় প্রভু পাণে উঠাইবে– হস্তদ্বয়ের পেটের দিক নিজ চেহারার দিকে রাখিবে; এই অবস্থায় হে পরওয়ারদেগার! হে পরওয়ারদেগার! বলিয়া ডাকিতে (এবং নিজের আবেদন-নিবেদন বলিতে) হইবে। যে ব্যক্তি এইসব করিবে না সে অঙ্গহীন নামাযী পরিগণিত হইবে অর্থাৎ তাহার নামায অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ সাব্যস্ত হইবে।

❖ অত্র হাদীসে নামাযের নফল বা ফরয– প্রকার নির্ণয় ব্যতিরেকে নামাযের সাধারণ নিয়মরূপেই আকার-আকৃতি নির্ধারণের সহিত মুনাজাত নামাযের প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে উল্লেখ হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লেখিত হাদীসখানা নফল-ফরয সব রকম নামাযের পরেই প্রচলিত আকার-আকৃতিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মুনাজাত করার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু মুনাজাত নামাযের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ না হইলেও উহা যে, নামাযের বহিরাঙ্গরূপে নামাযের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহাও এই হাদীসে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাজাতবিহীন নামাযকে অঙ্গহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

যাহারা মুনাজাত বিরোধী তাহারাও এই হাদীসের প্রমাণকে অস্বীকার করিতে পারেন না, মনগড়ারূপে হাদীসকে এড়াইবার চেষ্টা করেন এই বলিয়া যে, ইহা নফল নামায সম্পর্কে। অথচ অত্র হাদীসে আপনারাও দেখিতেছেন যে, নফল নামাযের উল্লেখ হাদীসটিতে মোটেই নাই। অধিকন্তু এই মনগড়া অর্থ হাদীসটির শব্দ ও বাক্যাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত– দুই কারণে।

১. এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত শব্দ হইল– 'আস-সালাত' যাহার অর্থ– 'সব রকম নামায' অথবা 'নামায বলিতে যাহা বুঝায়'। পাঠক! চিন্তা করুন– সব রকম নামায বা নামায বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কি নফল নামাযে সীমাবদ্ধ, না– ফরয নামাযকেও বুঝায়? বরং ফরয নামাযকেই অগ্রাধিকাররূপে বুঝায়। তাহারা উল্লেখিত হাদীসকে নফল নামাযে সীমাবদ্ধ রাখে তাহারা হাদীসের মূল শব্দকে বিকৃত করে এবং তাহাদের কোন প্রমাণ নাই।

২. উল্লেখিত হাদীসে মুনাজাতের আদেশ বর্ণনার সাথে আরও চারটি বিষয়ের আদেশ উল্লেখ রহিয়াছে– প্রতি দুই রাকাতের উপরই বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা, পূর্ণ নামাযে নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, কাতর হইয়া থাকা এবং বিনত হইয়া থাকা। এই চারটি বিষয়কে কোন মানুষ নফল নামাযে সীমাবদ্ধ বলিতে পারে কি? বরং এই অবস্থাগুলি ফরয নামাযে প্রবর্তিত হওয়া নিশ্চয় অধিক প্রয়োজন। আলোচ্য হাদীসে উক্ত চারটি বিষয়ের সাথেই পঞ্চম বিষয়টি উল্লেখ আছে মুনাজাত করা– উহা কেন শুধু নফল নামাযে সীমাবদ্ধ থাকিবে, ফরয নামাযে প্রবর্তিত হইবে না?

সরাসরি হাদীসের বাক্যাবলী হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা ছাড়িয়া হাদীস সংকলক ও ব্যাখ্যাকারগণের মতামত দেখানো হইলে আমরা ফরয নামাযে মুনাজাতের পক্ষে ঐরূপ অসংখ্য দলিল-প্রমাণ দেখাইতে ইনশাআল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

তাআলা সক্ষম হইব। বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আনোয়ার শাহ (রহ.) বলিয়াছেন, নামাযের পর মুনাজাত করার পক্ষে ফিকাহশাস্ত্রজ্ঞগণ নফল নামায এবং ফরয নামায এক সঙ্গেই রাখিয়াছেন।

(ফয়যুল বারী : খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪১৭)

প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলক মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) তাঁহার ১৬ খণ্ডের গ্রন্থ এলাউস সুনান-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ফরয নামাযান্তে মুনাজাত করা নফল নামায অপেক্ষা অধিক উত্তম, যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামায নিশ্চয় অধিক উত্তম।

(এলাউস সুনান : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৭)

এই সত্যটি নিতান্তই প্রামাণিক সত্য; এইমাত্র ৯২১ নং হাদীসে পাঠক দেখিয়াছেন, দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ স্থানরূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত করিয়া বলিয়াছেন– 'ফরয নামাযের পরে যে দোয়া করা হয়'। মুনাজাত অর্থ দোয়া করাই বটে।

মুনাজাত বিরোধীগণ আলোচ্য হাদীসকে নফলে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে একটি অলীক কথা বলেন যে, হাদীসটিতে নামায দুই দুই রাকাত বলা হইয়াছে, অতএব এস্থানে নফল নামাযই উদ্দেশ্য হইবে। কারণ ফরয নামায তো বেশির ভাগই চার চার রাকাত। তাহাদের এই কথায় এই সত্যই ফুটিয়া উঠে যে, একটি অমূলক কথা বলিয়া ফেলিলে উহাকে দাঁড় করাইতে আরও অমূলক কথা বলার ফাঁদে পড়িতে হয়। এস্থলে মুনাজাত বিরোধীদের অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছে– তাহারা হাদীসটিকে নফল নামাযে সীমাবদ্ধ করার অমূলক কথা দাঁড় করাইবার জন্য হাদীসটির বাক্য 'নামায দুই দুই রাকাত'-এর অর্থ বলিতে চাহেন যে, প্রতি দুই রাকাতের উপর নামায সমাপ্তির সালাম ফিরিবে; সুতরাং এস্থলে ফরয নামায উদ্দেশ্য হইবে না, যেহেতু উহা চার ও তিন রাকাতের হয়।

ইহা মুনাজাত বিরোধীদের আর একটি অলীক কথা, বরং স্বয়ং নবীজীর দেওয়া ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা। পাঠক নিজেই দেখিয়াছেন, 'নামায দুই দুই রাকাত' বলার সাথেই স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার উদ্দেশ্য বলিয়া দিয়াছেন যে, 'প্রতি দুই রাকাতে বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে'। চার রাকাত, তিন রাকাত নামাযের মধ্যেও দুই রাকাতের উপর অবশ্যই বসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হয়; ভুলিয়া গেলে সাহু-সিজদা না করার ক্ষেত্রে নামায দোহরাইতে হয়। অতএব সব রকম ফরয নামায আলোচ্য হাদীসেস শামিল থাকায় কোনই বাধা নাই। প্রতি দুই রাকাতের উপর সালাম ফেরার অর্থ করা– ইহা নবীজীর ব্যাখ্যার বিপরীত।

কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে, এক হাদীসে রাত্রের নামাযকে দুই দুই রাকাত বলা হইয়াছে এবং রাত্রের নামায তো তাহাজ্জুদকে বলা হয়। অতএব আলোচ্য হাদীস তাহাজ্জুদ সম্পর্কে।

তাহাদের অলীক কথার পেছনে কত দৌড়িব? তাহাদের জানা উচিত যে, রাত্রের নামায তথা তাহাজ্জুদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার চার রাকাতও পড়িয়াছেন বলিয়া আয়েশা (রাযি.) হইতে বুখারী শরীফে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। দুই দুই রাকাত পড়ারও বর্ণনা আছে– বিশেষত উহার উল্লেখ বেতের পড়ার কৌশলরূপে হইয়াছে। যাহারা তাহাজ্জুদ পড়ায় অভ্যস্ত তাহাদের জন্য বেতের নামায তাহাজ্জুদের পরে পড়ার নিয়ম। সেই সম্পর্কেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, রাত্রের নামায তথা তাহাজ্জুদ নামায তো দুই দুই রাকাত পড়া হয়; فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة 'সেমতে যখন রাত্র শেষ হওয়ার আশঙ্কা কর তখন দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত অধিক মিলাইয়া বেতের পড়িয়া নিও'। দুই দুই রাকাত বলিলেই উহা তাহাজ্জুদ নামাযের অর্থ হইবে এই দাবি অজ্ঞতারই প্রমাণ। কারণ এক হাদীসে স্পষ্ট বর্ণিত আছে– রাত্র এবং দিন উভয়েই নামাযই দুই দুই রাকাত। (আবু দাউদ শরীফ : পৃ. ১৮৩; হাদীসখানা শুদ্ধতার প্রমাণ এলাউস সুনান : খণ্ড ৭, পৃ. ৪৩)

দিনের নামায তো তাহাজ্জুদ হয় না, সুতরাং দুই দুই রাকাত বলিলেই তাহাজ্জুদ নামায হইবে এইরূপ উক্তি নিছক বাতুলতা। আবু দাউদ (রহ.) মুনাজাতের মূল আলোচ্য হাদীসটিকে দিনের নামায পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঠক! মূল আলোচ্য হাদীসটির সরল অনুবাদ এবং উহার বাক্যাবলী ও শব্দের সরাসরি আলোচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেখানো হইল যে, এই হাদীস দ্বারা নফল-ফরয সব রকম নামাযেই ইমাম-মুক্তাদী সকলের পক্ষেই মুনাজাত করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। কারণ হাদীসটির শব্দাবলী ও

www.BANGLAKITAB.com

বাক্যাবলী সবই ব্যাপক আকারের, কোন প্রকার সীমাবদ্ধতার বা নির্ধারণের লেশমাত্র হাদীসটিতে নাই। হাদীসটির ব্যাপকতা খর্ব করায় যদি কোন মুহাদ্দিস আলেম বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকারের উক্তি বা বক্তব্য কাজে লাগানো হয় তবে তো আমরা অতি প্রশস্ত ময়দান পাইয়া যাইব– শত শত নয়, হাজার হাজার মুহাদ্দিস, আলেম, বুযুর্গের আমল উক্তি ও বক্তব্য ফরয নামাযে প্রচলিত আকারে মুনাজাতের পক্ষে দেখাইতে ইনশাআল্লাহ তাআলা সক্ষম হইব। শুধুমাত্র একটি নমুনা পেশ করিতেছি– বড় বড় ১৬ খণ্ডের হাদীস গ্রন্থ এলাউস সুনান কিতাবের সংকলক ফেকাহশাস্ত্রজ্ঞ বুযুর্গ মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী (রহ.) মুনাজাতের পক্ষে আমাদের উত্থাপিত মূল আলোচ্য হাদীসখানার উপর দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার পর হাদীসটির বিষয়বস্তুর উপর মন্তব্য প্রকাশে লিখিয়াছেন–

فثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلوة مكتوبة برفع اليدين
كما هو شائع فى ديارنا

"ইহা সঠিকরূপে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, দোয়া করা মুস্তাহাব প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে, হস্তদ্বয় উত্তোলনের সহিত– যেরূপ আমাদের দেশে প্রচলিত রহিয়াছে।' তিনি এই হাদীসকে সকল প্রকার নামাযে মুনাজাত করা পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। (এলাউস সুনান : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৬৭)

দুঃখের বিষয়– মুনাজাত বিরোধীগণ আমাদের হাত-পা বাঁধিয়া দেন যে, মুনাজাত প্রমাণ করায় কোন আলেম-বুযুর্গ যত বড়ই হউন তাঁহাদের আমল, কথা, উক্তি, বক্তব্য বা লেখা দেখাইবেন না– হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই দাবির উপর কঠোরতা আরোপ করায় অত্যন্ত জঘন্য ভাষাও প্রয়োগ করেন। কিন্তু এই নিয়ম নিতান্তই অনধিকার চর্চ, এই পন্থা সমাজের জন্য অতিশয় ক্ষতিকর। তবুও আমরা আলোচনায় হাদীসের প্রমাণ পেশ করার পথে চলিতেছি। মুনাজাতের পক্ষে বিশ্ব বরেণ্য হাজার হাজার আলেম-বুযুর্গগণের আমল, উক্তি এবং ফতওয়া ও বক্তব্য দেখাইতে বড় কলেবরের সুদীর্ঘ সংকলনের প্রয়োজন।

www.BANGLAKITAB.com

হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মুনাজাত করা

মুনাজাত বিরোধীগণকে নামাযের পরে দোয়া করিতেও সাধারণত দেখা যায় না। তাহারা ফরয নামাযের সালাম ফেরার পরই দাঁড়াইয়া পড়ে– ইহা সুস্পষ্ট হাদীস বিরোধী কাজ। সম্মুখে ৯২৩ নং হাদীসে এই সত্যের প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

এতদ্ভিন্ন ৯০৩ নং হইতে ৯২০ নং পর্যন্ত ১৮টি হাদীসের মধ্যে নামাযের সালামান্তে বিভিন্ন রকমের দোয়া এবং আল্লাহ তাআলার গুণ ও প্রশংসা সূচক বাক্যাবলী এবং যিকির ও তাসবীহ পাঠ করা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। মুনাজাত বিরোধীরা সাধারণত ঐসব দোয়া-কালামও পড়ে না। অবশ্য নীতিগত তাহারা ঐসব দোয়া-কালাম পড়ার বিরোধী নয়। তাহারা হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক মুনাজাত করার বিরোধী। আমরা তিরমিযী শরীফ হইতে যে মূল আলোচ্য হাদীস পেশ করিয়াছি উহা তাহাদের এই বিরোধিতাকে সুস্পষ্টরূপে খণ্ডন করিয়া দেয়। কারণ এই হাদীসে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক আমাদের প্রচলিত আকার-আকৃতির মুনাজাতের স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করার প্রমাণ আরও অনেক হাদীসে বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা–

হাদীস– إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَأٰى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْا قَبْلَ أَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ لَهٗ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ

"সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, নামায সমাপ্ত করার পূর্বে দোয়া করায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়াছে। ঐ ব্যক্তি নামায শেষ করিলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) তাহাকে বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র নামায শেষ করার পরে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন।"

হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি শিক্ষা দানে) ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ...... اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ

"যে কোন বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর দুই হাত পাতিয়া এই দোয়া করিবে আল্লাহ তাআলা নিজের উপর নির্ধারিত করিয়া নিবেন যে, তাহার হস্তদ্বয়কে বঞ্চিতরূপে ফেরত দিবেন না। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ وَاِلٰهِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰهِ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ اَسْئَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ فَاِنِّيْ مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمَنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَاِنِّيْ مُبْتَلًى وَتَنَالَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّيْ مُذْنِبٌ وَتَنْفِيَ عَنِّيَ الْفَقْرَ فَاِنِّيْ مُتَمَسْكِنٌ

"হে আমার আল্লাহ– ইবরাহীম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.)-এর আল্লাহ এবং জিবরাঈল (আ.), মিকাঈল (আ.) ও ইসরাফিল (আ.)-এর আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই– আপনি আমার দোয়া কবুল করিবেন; আমি অক্ষম হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি, আপনি আমার দ্বীন-ঈমানের হেফাযত করিবেন; আমি শয়তানের আক্রমণের শিকার হইয়া আছি, আপনি আমাকে আপনার রহমতের আবেষ্টনে নিয়া নেন; আমি গোনাহগার, আপনি আমার দারিদ্র দূর করিয়া দিন; আমি খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।"

❖ ইহার সঙ্গে উপস্থিত প্রয়োজনের আরও দোয়া করিতে পারে; ইনশাআল্লাহ তাআলা উহা হইতেও বঞ্চিত হইবে না। কারণ উল্লেখিত দোয়ার প্রথম আবদারই তো রহিয়াছে, "আপনি আমার দোয়া কবুল করিবেন"। অতএব উক্ত দোয়ার সাথে যত দোয়াই করা হইবে উহাই কবুল হওয়ার নিশ্চয়তায় শামিল থাকিবে। (এলাউস সুনান : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭১)

বুখারী শরীফ ৯৩৮ নং পৃষ্ঠায় একটি শিরোনামা রহিয়াছে– "দোয়া করায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিবে"; আর ফরয নামাযের পর দোয়া কবুল হওয়ার কথা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন।

❖ দোয়ায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করার মাহাত্ম্য প্রমাণে আরও একটি হৃদয়গ্রাহী হাদীস আছে। হাদীসটি আমাদের বক্ষমান গ্রন্থে যথাস্থানে অনূদিত হইবে। কারণ হাদীসটি তিরমিযী শরীফের। এস্থানেও হাদীসটি পেশ করিতেছি–

www.BANGLAKITAB.com

হাদীস– সালমান ফারসী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"আল্লাহ তাআলা অতিশয় লজ্জাবান (অর্থাৎ নিন্দনীয় কাজের স্পর্শণও তাঁহার নাই), উচ্চ মর্যাদার অধিকারী (অর্থাৎ তাঁহার কাজ উচ্চ মর্যাদা মানেরই হয়)। সেমতে বান্দা যখন তাঁহার দরবারে দুই হাত পাতে তখন বান্দার হস্তদ্বয় শূন্য ও বঞ্চিতরূপে ফেরত দেওয়ায় আল্লাহ তাআলা লজ্জাবোধ করেন (অর্থাৎ তিনি কখনও বান্দার হস্তদ্বয় শূন্য ও বঞ্চিত অবস্থায় ফেরত দেন না)।" (এলাউস সুনান : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৫)

পাঠক! বহু চেষ্টা সত্ত্বেও হাদীসটির আরবী শব্দগুলির হৃদয়গ্রাহীরূপ ও ভাব বাংলা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইলাম না। নতুবা ফরয নামায সংলগ্ন সময়ে দোয়া কবুল হওয়াকে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন; সেই শুভ সময়ে দুই হাত পাতিয়া দোয়া করা ব্যতিরেকে দাঁড়াইয়া পড়ার প্রতি সকলের মনেই ক্ষোভ সৃষ্টি হইত।

মুনাজাত বিরোধীদের আরও একটি আপত্তি হইল, সকলের একত্রে মুনাজাত করা। কিন্তু এই আপত্তি মোটেই সমর্থনীয় নয়।

সমবেত মুনাজাত শরীয়ত মতে অতি সুন্দরই বটে

ইমামের সাথে সকলে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক দোয়ায় শরীক হইবে– ইহাকে আপত্তিজনক মনে করা নিতান্তই বাতুলতা। ইহার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে। যথা 'আহসানুল ফাতাওয়া' এবং 'মাআরিফুস সুনান' কিতাবদ্বয়ে হাদীসটি উল্লেখ রহিয়াছে–

لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُوْا بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُهُمْ إِلَّا أَجَابَهُمْ

"সমবেত জামাতে কিছু লোক দোয়া করিল, কিছু লোক আমীন বলিল– আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এই দোয়া কবুল করেন।"

প্রিয় পাঠক! নিজেই বিচার করুন– নফল, ফরয বা কোন সময়ের নির্ধারণ ছাড়া সমবেত দোয়া সম্পর্কে কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

এস্থলে খুঁটি ধরিয়া থাকা যে, ফরয নামাযের পরে দোয়ার কথা তো বলা হয় নাই– এইরূপ আপত্তি কি ঠিক? যখন নির্ধারণ ছাড়া শুধু সমবেত দোয়া বলা হইয়াছে তখন উহাতে ফরয নামাযের পরে সমবেত দোয়াও শামিল থাকিবে। ফরয নামায তো দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময় ও স্থান।

❖ সমবেত দোয়ায় সাধারণ লোকদের বিশেষ উপকারের সুযোগ থাকে। সকলের মধ্যে যদি আল্লাহ তাআলার একজন বিশিষ্ট বান্দা থাকেন– যাঁহার দোয়া আল্লাহ ফেরত দিবেন না, অবশ্যই কবুল করিবেন; সেই ক্ষেত্রে আল্লাহর ঐ প্রিয় বান্দার উসিলায়– তাঁহার দোয়ার সঙ্গে সকলের দোয়াই কবুল হইয়া যাওয়ার আশা করা যায়। এমনকি নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল লোককেই ইমাম বানানো হয়, তাঁহার দোয়ার সাথে সাধারণ মানুষ শুধু আমীন, আমীন বলিলেও তাহারা সকলেই ঐ দোয়ায় শামিল গণ্য হইবে। উল্লেখিত হাদীসে স্পষ্টরূপেই তাহা ব্যক্ত হইল। এতদ্ভিন্ন বুখারী শরীফ, ১০৭ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, 'আমীন' দোয়াই বটে।

পবিত্র কুরআন ১১ পারা ১৪ রুকুতে ফেরাউনের ধ্বংসের জন্য হযরত মুসা ও হযরত হারুনের বদদোয়ার বর্ণনা রহিয়াছে। সেই বদদোয়ার মূল বাক্যসমূহকে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসার বাক্যরূপে উল্লেখ করার পর হযরত মুসা ও হারুন উভয়কে সান্ত্বনা দানে বলিয়াছেন, 'তোমাদের উভয়ের বদদোয়া কবুল করা হইল। তফছীরকারগণ লিখিয়াছেন, মুসা (আ.) ও হারুন (আ.) উভয়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করিয়াছিলেন– মুসা (আ.) মূল বদদোয়া পাঠ করিয়া যাইতেছিলেন, আর হারুন (আ.) আমীন, আমীন বলিতেছিলেন। শুধু আমীন বলার দ্বারাই আল্লাহ তাআলা ঐ বদদোয়া হযরত হারুনের পক্ষেও গণ্য করা পূর্বক উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন–

قد اجيبت دعوتكما

আপনাদের উভয়ের বদদোয়া কবুল করা হইল। সুতরাং শুধু 'আমীন' বলিয়া পূর্ণ দোয়ার অধিকারী সাব্যস্ত হওয়া নিতান্তই সুস্পষ্ট বটে।

❖ বর্তমান যুগে সমবেত দোয়ার তো বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ইসলামের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত জনসাধারণ, বরং সাধারণ শিক্ষার শিক্ষিতগণও দোয়া-কালামে অজ্ঞ। বিশেষত স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল অনেক রকম সুন্দর

www.BANGLAKITAB.com

সুন্দর, বরং জরুরি জরুরি দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। ইলম-কালামবিহীন লোকগণ সেইসব দোয়া মোটেই জানে না, তাহাদের জন্য উহা শিক্ষা করিয়া নেওয়ার বাস্তবতা যে নাই তাহাও সকলেরই জানা। এমতাবস্থায় ঐসব অজ্ঞ মুসলমানরা তাহাদের ইমামের সঙ্গে সমবেত দোয়ায় অন্তত আমীন, আমীন বলিয়া শরীক হওয়ার সুযোগকে হারাইলে আল্লাহর দরবারে দৈনন্দিন তাহাদের দোয়ার কি ব্যবস্থা হইবে? পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তাহারা প্রতিদিন পাঁচবার দোয়ার যে সহজ সুলভ সুযোগ পায় এই সৌভাগ্য হইতে তাহাদেরে বঞ্চিত করা ভাল কাজ না মন্দ কাজ তাহা পাঠকই চিন্তা করিবেন। আমাদের মুরব্বী আলেম-বুযুর্গগণ দ্বারা যে আমাদের সারাদেশে পাঞ্জেগানা এবং জুমা ও ঈদের নামাযের জামাতের সঙ্গে মুনাজাত চালু হইয়াছে তাহা জনগণকে উক্ত সৌভাগ্যের অংশীদার করার জন্যই ছিল– যাহার প্রতি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকৃষ্ট করিয়া গিয়াছেন। উহা বন্ধ করা বস্তুত জনসাধারণকে একটি সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করা।

❖ জামাতের নামাযে মুনাজাত করার প্রমাণে দ্বিতীয় আরও একটি হাদীস পেশ করা হইতেছে। হাদীসটি তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, যথাস্থানে উহার অনুবাদ হইবে; মুনাজাতের অংশটির উদ্ধৃতি এস্থানে দেওয়া হইল।

হাদীস– সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

... ... وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

"কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হইলে মুক্তাদীদেরে বাদ দিয়া শুধু নিজের জন্য দোয়া করিবে না। যদি তাহা করে, তবে সেই ইমাম মুক্তাদীদের প্রতি খেয়ানতকারক বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত হইবে।"

পাঠক! আলোচ্য হাদীসে ইমামের দোয়া বলিতে নামাযের অভ্যন্তরীণ দোয়া কখনও উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ নামাযের মধ্যে 'সালামের পূর্বে তাশাহহুদের দোয়া' পরিচ্ছেদে ৮৯৪ নং হইতে ৯০২ নং পর্যন্ত মাত্র একটি হাদীস ছাড়া অবশিষ্ট ৮ হাদীসেই যেসব দোয়ার বর্ণনা রহিয়াছে উহা সবই ইমামের নিজের জন্য রূপের। বিশেষত স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)কে নামাযের মধ্যে পড়ার যে দোয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন– যাহা বুখারী শরীফ সহ হাদীসের সব কিতাবেই আছে; সেই দোয়াও একমাত্র প্রত্যেকের নিজের জন্যই; উক্ত দোয়া ইমামও পড়িবে এবং তাহা শুধু নিজের জন্যই হইবে। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে ইমামের যে দোয়ার কথা রহিয়াছে উহা কখনও নামাযের ভিতরস্থ দোয়া সম্পর্কে হইতে পারে না, উহা অবশ্যই নামায সমাপ্তে হইবে এবং তাহাই প্রচলিত মুনাজাত। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, অত্র হাদীসে জামাতের সাথে ফরয নামায সম্পর্কীয় দোয়ার বিষয়ই রহিয়াছে, নতুবা ইমাম হওয়ার উল্লেখ কেন হইবে?

মুনাজাত বিরোধীদের দুইটি কথা আছে যাহা ভাসা দৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল মনে হয়, গভীর দৃষ্টিতে উহা মাকালরূপী। প্রথম কথা–

❖ দৈনিক পাঁচবার ফরয নামায আদায় করা হয়, ফরয নামাযের পরে আমাদের প্রচলিত মুনাজাত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদীর্ঘ জীবনে তাঁহার আমলে তথা কর্মে ঐরূপ মুনাজাত বর্ণিত পাওয়া যায় না, অতএব ইহার প্রতি মনে দ্বিধা সৃষ্টি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। এই কথাটি ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাকালরূপী।

কোন আলেম– যিনি হাদীস ও ফিকাহ্শাস্ত্রের নিয়ম-বিধি অবগত আছেন তিনি এই উক্তি মোটেই করিতে পারেন না। বিষয়টি বিশ্লেষণরূপে ব্যক্ত করার চেষ্টা করিব– যাহাতে আলেম নন এরূপ লোকেরাও গভীর দৃষ্টি ব্যয়ে বুঝিতে পারিবেন।

❖ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই প্রকার হাদীস আছে– **১.** 'কওলী' তথা বাচনিক হাদীস অর্থাৎ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজ মুখে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, মৌখিকরূপে কোন কাজের আদেশ-নিষেধ করিয়াছেন বা উহার প্রতি নির্দেশবোধক অথবা আকর্ষণ সৃষ্টির বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। **২.** 'ফেলী' বা 'আমলী' তথা কর্ম বর্ণনার হাদীস অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমল বা কর্ম করিয়াছেন বলিয়া কোন সাহাবীর উক্তি ও বর্ণনা। উভয় প্রকার হাদীসই গ্রহণযোগ্য, অবশ্যই গ্রহণীয়। কিন্তু উম্মতের জন্য শরীয়তের মাসআলা নির্ধারণে প্রথম প্রকার হাদীস অগ্রগণ্য ও অধিক গুরুত্বের অধিকারী। এমনকি কোন বিষয়ে যদি এইরূপ দুই প্রকার দুইটি হাদীসের বিরোধ দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে

www.BANGLAKITAB.com

হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের বিধান মতে প্রথম প্রকার হাদীসটি অগ্রগণ্য হইবে এবং উম্মতের জন্য শরীয়তের মাসআলা উহার ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হইবে। এই বিধানটির যৌক্তিকতাও গভীর দৃষ্টিতে অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

উল্লেখিত দুই প্রকার দুইটি হাদীসের একটি বিষয়ে বিরোধ লক্ষ্য করুন এবং আলোচ্য বিধানের দ্বারা মাসআলা সাব্যস্ত করার নজীর দেখুন–

তৈরি পায়খানার ভিতরে বা আড়ালের স্থানে কেবলার দিকে মুখ করিয়া বা পিঠ দিয়া মল ত্যাগ করার বিষয়ে দুই প্রকার দুইটি বিরোধমান হাদীস বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি হাদীস কওলী তথা বাচনিক যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন– মল ত্যাগের সময় কেবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ দেওয়া। অত্র হাদীসে তৈরি পায়খানার ভিতর বা খোলা জায়গা কোনটিরই উল্লেখ না থাকায় হাদীসটি উভয় ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সেমতে তৈরি পায়খানার ভিতরও মল ত্যাগকালে কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। ইহার বিপরীত দ্বিতীয় প্রকারের একটি হাদীস বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই আছে– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদিন গৃহ ছাদে চড়িলাম তথা হইতে দেখিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ছাদবিহীন) তৈরি পায়খানার ভিতরে মল ত্যাগে বসিয়া আছেন, তাঁহার পিঠ কেবলার দিকে ছিল।

প্রথম হাদীসটি বাচনিক হওয়ায় শাস্ত্রীয় বিধান মতে দ্বিতীয় হাদীসটির উপর অগ্রগণ্য করা পূর্বক আমাদের সমস্ত ফেকার কিতাবে লেখা আছে এবং সকলেই জানেন যে, তৈরি পায়খানার ভিতরেও মল ত্যাগকালে কেবলার দিকে পিঠ দেওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় হাদীসটি আমলী তথা কর্ম বর্ণনা-শ্রেণীর হওয়ায় উম্মতের জন্য মাসআলা সাব্যস্তের ক্ষেত্রে বাচনিক হাদীসের বিরুদ্ধে গৃহীত হয় নাই।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম হাদীসটিতে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম হাদীসটির মর্ম খোলা জায়গা সম্পর্কে সীমাবদ্ধ বলিয়া হাদীসে উল্লেখ না থাকায় হাদীসটিকে তৈরি পায়খানার ভিতর সম্পর্কেও প্রয়োগ করা পূর্বক উহা দ্বারা খোলা জায়গা ও তৈরি পায়খানা উভয় ক্ষেত্রের জন্য আমাদের ফিকাহবিদগণ সর্বসম্মতরূপে নিষেধাজ্ঞার মাসআলা সাব্যস্ত করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

এখন আমাদের মুনাজাত পক্ষের ৯২২ নং হাদীস এবং নম্বরবিহীন তিরমিযী শরীফের ১ম খণ্ড ৪৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রমাণরূপের হাদীস- উভয় হাদীসের প্রত্যেকটিই লক্ষ্য করুন, উহা প্রথম প্রকার তথা 'কওলী' অর্থাৎ বাচনিক হাদীস।

মুনাজাতের পক্ষে বাচনিক শ্রেণীর হাদীস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদীস বিদ্যমান না থাকার ছুতা ধরিয়া প্রচলিত মুনাজাত অস্বীকার করা হাদীস ও ফেকাহশাস্ত্রের সর্বসম্মত বিধান ও নিয়মকে লঙ্ঘন করা বটে। শুধু কওলী বা বাচনিক হাদীস মাসআলা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করায় যথেষ্টই নহে অগ্রগণ্যও বটে।

❖ আমলী হাদীস না থাকার ছুতায় যাহারা মুনাজাত বিরোধী তাহাদেরকে একটি বিশেষ অনুরোধ জানাই। 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' দুই রাকাত নফল নামায যাহা সর্বসম্মতরূপে সমর্থনীয়। উহার পক্ষে বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই প্রথম প্রকারের তথা 'কওলী' অর্থাৎ বাচনিক হাদীস বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনারা মেহেরবাণী পূর্বক হাদীস ভাণ্ডারে খোঁজ করুন- তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বা কর্ম কি পরিমাণ দেখিতে পান? অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ দশ বৎসরে তাঁহার মসজিদে কত জুমার নামায পড়িয়াছেন? কত হাজার বার মসজিদে আসিয়া বিভিন্ন ভাষণ ওয়াজ-নসীহত করিয়াছেন? বিভিন্ন প্রয়োজন সমাধানে মসজিদে তাশরীফ আনিয়াছেন? কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সব রকম কার্যের একমাত্র কেন্দ্র তাঁহার মসজিদ ছিল। এত হাজার, বরং লক্ষ লক্ষ বার মসজিদে প্রবেশ করার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায কত বার পড়িয়াছেন তাহার হিসাব তলাইয়া দেখুন।

হযরতের পরে তাঁহার খলীফা আবু বকর (রাযি.), ওমর (রাযি.), উসমান (রাযি.) তাঁহারাও মদীনায় থাকিয়া খেলাফত চালাইয়াছেন; খেলাফতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম মসজিদ হইতেই চলিত। তাঁহারা সকলেই চব্বিশ বৎসরের অধিক কাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে জুমার নামায পড়াইবার জন্য হাজার হাজার লোকের সম্মুখে মসজিদে আসিয়াছেন এবং আরও যে কত লক্ষ বার লোক সমক্ষে মসজিদে

www.BANGLAKITAB.com

আসিয়াছেন! তাঁহাদের কাহারও হইতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার আমল বর্ণিত আছে কি?

লক্ষ লক্ষ বার মসজিদে প্রবেশের সাথে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার আমল কি পরিমাণ বর্ণিত আছে তাহা তলাইয়া না দেখিয়া কওলী তথা বাচনিক হাদীস বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযকে সর্বসম্মতরূপে মুস্তাহাব গণ্য করা হইয়াছে যাহা মুনাজাত বিরোধীগণও স্বীকার করেন। কিন্তু তাহারাই আমলী হাদীস বর্ণিত না থাকার ছুতা ধরিয়া প্রচলিত মুনাজাতের বিরুদ্ধে তোলপাড় করিয়া চলিয়াছেন– ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি?

❖ মুনাজাত বিরোধীদের অপর কথাটির সারমর্ম হইল তাঁহারা একটি আশ্চর্যজনক দাবি রাখিয়া থাকেন। বিতর্কিত মুনাজাত– বিষয়টিতে কয়েকটি বস্তু রহিয়াছে– ১. ফরয নামাযের পর, ২. হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক, ৩. সমবেতরূপে দোয়া করা। এইসব বিষয় এক সঙ্গে এক হাদীসে বর্ণিত দেখাইয়া দেওয়ার দাবি ও চাপ তাহারা প্রয়োগ করেন– ভিন্ন ভিন্ন হাদীসে প্রত্যেকটি বিষয় দেখিয়া নিয়াও তাঁহারা শান্ত ও ক্ষ্যান্ত হন না। তাঁহাদের এই কার্যক্রম দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করিয়া দেয় যে, দলিল-প্রমাণের সম্মুখে নিরুত্তর হতবাক ব্যক্তির ভূমিকায় তাঁহারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও আজগুবি দাবির আড়ালে সত্যকে এড়াইয়া যাওয়ায় সচেষ্ট।

পাঠক! লক্ষ্য করুন, 'আযান' ইসলামের একটি প্রতিক-বস্তু; উহাতে কতিপয় বিষয় রহিয়াছে– ১. অযুর সাথে আযান দিবে, ২. আযান দেওয়াকালে উভয় কানের ছিদ্রে আঙ্গুল প্রবেশ করিবে, ৩. হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলাকালে মুখ ডান ও বাম দিকে ফিরাইবে। আযানের এই আকার-আকৃতি এক সঙ্গে এক হাদীসে কেহ দেখাইতে পারিবে কি?

নামাযের আকার-আকৃতি বিভিন্ন ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের সমবায়। ঐসব বিষয়বস্তুর বর্ণনা এক সঙ্গে এক হাদীসে কেহ দেখাইতে সক্ষম হইবে কি? এই ধরনের শত শত শরীয়তের হুকুম রহিয়াছে। কোন দিন কেহই উহা সম্পর্কে আলোচ্য দাবির ন্যায় আজগুবী অবান্তর দাবি করে নাই। প্রচলিত মুনাজাত সম্পর্কে ঐরূপ দাবি উত্থাপন করা নিরুত্তর ও হতবাক হওয়ার আলামত নয় কি?

www.BANGLAKITAB.com

❖ মুনাজাত বিরোধীদের আরও একটি কৌশলগত পয়েন্ট আছে। তাঁহারা বলেন যে, মুনাজাতকে যদি উত্তম বা মুস্তাহাব গণ্য করাও হয়, তবুও উহা প্রয়োজনভুক্ত নহে; আর ঐরূপ বস্তুকে প্রয়োজনীয় মনে করা নাজায়েয- বিশেষত যখন উহা না করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়।

এই কথার উত্তরে একটি সুন্দর পরামর্শের উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি- সদ্য সঙ্কলিত একটি কিতাব 'আহসানুল ফতওয়া'। উক্ত কিতাবের সঙ্কলক মুনাজাত বিরোধীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তিনি উল্লেখিত পয়েন্টটি খুব জোরালোভাবে উত্থাপন করিয়াছেন কিন্তু তিনি একটি সুপরামর্শও দিয়াছেন যে, মুনাজাত প্রয়োজনীয় না হওয়া জনগণকে মৌখিক বুঝাইবে এবং ছাড়িলে কদাচিত ছাড়িবে; বিশৃঙ্খলা যেন সৃষ্টি না হয় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

মুনাজাত বিরোধীরা অন্যান্য নফল, মুস্তাহাব, সুন্নাত ক্ষেত্রে এই নীতিই অনুসরণ করেন। অনেক উত্তম ও মুস্তাহাব কাজ আছে যাহা তাঁহারা অনবরত করিয়া চলিয়াছেন, কদাচিৎও উহা ছাড়েন না, ছাড়িলে প্রতিবাদই নয় বিপদও নিশ্চয় আসিবে। ঐসব ক্ষেত্রে তো তাঁহারা মুনাজাত ত্যাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন না।

বস্তুত এই পরামর্শটি নিতান্তই সত্য যে, কোন উত্তম বা মুস্তাহাব কাজকে যেন লোকেরা প্রয়োজনীয় মনে না করে তাহার জন্য মৌখিকরূপে বুঝাইতে থাকা যথেষ্ট। তাই 'আহসানুল ফতওয়া' কিতাবের সঙ্কলক যিনি মুনাজাত বিরোধীগণের পক্ষের হইয়াও যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করার অনুরোধের উপর এই আলোচনা সমাপ্ত করা হইল।

৯২৩ (আঃ)। হাদীস- আবু রিমছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িতেছিলাম। আবু বকর ও ওমর (রাযি.) উভয়ই (ঐ নামাযে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা) প্রথম সারিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি ছিল যে উক্ত নামাযের তাকবীরে উলা হইতেই উপস্থিত ছিল (অর্থাৎ সে মাসবুক ছিল না)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলেন এবং সালাম ফিরিলেন- এমনভাবে যে, উভয় দিকে আমরা তাঁহার গণ্ডদ্বয় দেখিতে পাইলাম। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরিয়া বসিলেন; তখন ঐ তাকবীরে উলায় উপস্থিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া পড়িল, সুন্নাত নামায পড়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ ওমর (রাযি.) লাফাইয়া উঠিলেন এবং ঐ ব্যক্তির উভয় কাঁধ ধরিয়া ঝাকুনি দিলেন ও বলিলেন, বসিয়া পড়। পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের (ধর্মীয়) পতন হইয়াছে যখন তাহারা তাহাদের (শ্রেণী বিভক্ত– ফরয ও অ-ফরয) নামাযের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওমরের কার্যক্রমের প্রতি) দৃষ্টি উঠাইলেন এবং বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিকপন্থী বানাইয়াছেন।

❖ অর্থাৎ ফরয নামায শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সুন্নাত বা নফলে দাঁড়াইয়া পড়া চাই না। মধ্যস্থলে দোয়া-কালাম পড়িয়া ব্যবধান সৃষ্টি করা চাই। মুনাজাত ত্যাগী অধিকাংশরাই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে। মুনাজাত করা হইলে এই সঠিক নিয়মটি সহজেই পালিত হয়।

৯২৪ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِى الصَّلٰوةِ يَعْنِىْ فِى السُّبْحَةِ।

"তোমাদের কাহারও জন্য কি ইহা কঠিন যে, সম্মুখে আগাইয়া যায় বা পেছনে হটিয়া যায় অথবা ডান দিক কিংবা বাম দিক সরিয়া যায় নামাযে অর্থাৎ নফল-সুন্নাত পড়িতে।"

❖ জামাতের সাথে ছফবন্দী হইয়া যে স্থানে ফরয পড়িয়াছে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া সুন্নাত-নফল পড়া এমন দোষ নহে যাহাতে গোনাহ হইবে। সুতরাং কাহাকেও কষ্ট দিয়া অথবা নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাইয়া স্থান পরিবর্তনে তৎপর হইবে– ইহা নিতান্তই দোষনীয়, ইহাতে গোনাহ হইবে। এই শ্রেণীর দোষমুক্ত অবস্থায় আগ-পাছ হইয়া অথবা ডান-বামে সরিয়া জামাতের কাতার ভাঙ্গিয়া দেওয়া উত্তমই বটে। যাহাতে জামাত শেষ না হওয়ার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হয়। আলোচ্য হাদীসের মর্ম এতটুকুই।

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের ওয়াক্ত বা সময় সম্পর্কে

৯২৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهٖ مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ

"জোহরের ওয়াক্ত (আরম্ভ) হয় যখন সূর্য ঢলিয়া যায় এবং (উত্তম ওয়াক্ত থাকে যাবৎ) মানুষের ছায়া তাহার দৈর্ঘ পরিমাণ হয়, (সাধারণ ওয়াক্ত থাকে) আসরের ওয়াক্ত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। আর আসরের ওয়াক্ত থাকে সূর্য হলুদ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে শফক শেষ হওয়া পর্যন্ত। ইশার ওয়াক্ত থাকে অর্ধ রাত্র তথা ঠিক মধ্য রাত পর্যন্ত। ফজর নামাযের ওয়াক্ত ভোর বা প্রভাত উদিত হওয়া হইতে সূর্যের উদয় আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত। সূর্যের উদয় আরম্ভ হইয়া গেলে তখন নামায হইতে বিরত থাকিবে। কেননা সূর্য শয়তানের মাথার পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যবর্তী তথা তাহার ললাট বরাবরে উদিত হইয়া থাকে।"

❖ সূর্য হলুদ তথা নিস্তেজ থালার ন্যায় দেখা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নির্দোষ ওয়াক্ত থাকে, অতপর পূর্ণ অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত। এমনকি আসর নামাযের মধ্যে সূর্যাস্ত আরম্ভ হইলেও নামায আদায় হইবে।

❖ 'শফক' সূর্যাস্তের পর আকাশের কিনারায় যে লালিমা থাকে তাহা। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে লালিমার পরে যে আলো-রেখা বা শুভ্রতা দেখা যায় তাহা 'শাফক'। সেমতে ঐ শুভ্রতা বা আলো শেষ হইয়া আঁধার আসা পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকিবে– যাহা যথেষ্ট দীর্ঘ।

❖ ইশার ওয়াক্ত নির্দোষরূপে মধ্য রাত্র পর্যন্ত, উহার পর ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত।

www.BANGLAKITAB.com

❖ সূর্যের উদয় শয়তানের ললাট বরাবর হয়– ইহার তাৎপর্য এই যে, সূর্য-পূজারীরা সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় উহার পূজা করিয়া থাকে। মানব বসতীর প্রত্যেক এলাকার প্রধান শয়তান ঐ এলাকার উদয়-অস্তের সময় এরূপ স্থানে উপবিষ্ট হয় যেন দর্শকগণ সূর্যকে তাহার ললাট বরাবরে দেখে; সেমতে সূর্য পূজারীদের পূজা ঐ শয়তানের প্রতি হইতেছে বলিয়া দেখা যাইবে। এই সুযোগে শয়তান আত্মতুষ্টি লাভ করে এবং স্বীয় চেলাদেরকে বলে, ঐ দেখ কত মানুষ আমার পূজা করে। ঐ সময় মুসলমান নামায পড়িলে শয়তান উক্ত নামাযকেও তাহার সেই কাজে লাগাইবে, তাই ঐ সময় নামায হইতে বিরত থাকার আদেশ হইয়াছে।

৯২৬ (মোসঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِى أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُّبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلٰوتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত জিজ্ঞাসা করিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাদের সঙ্গে উপস্থিত দুই দিন নামায পড়। (তখন জোহরের ওয়াক্ত আগত ছিল)

www.BANGLAKITAB.com

সূর্য ঢলার সাথে সাথে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.) আদেশ করিলেন; তিনি আযান দিলেন, তৎপর আদেশ করিলেন; তিনি জোহরের ইকামত বলিলেন। তারপর (আসরের প্রথম ওয়াক্তেই) আদেশ করিলেন; তিনি আসর নামাযের ব্যবস্থা করিলেন– তখনও সূর্য যথেষ্ট উচ্চে ছিল, পরিষ্কার উজ্জল ছিল। তারপর সূর্য অস্ত যাইতেই আদেশ করিলেন; তিনি মাগরিব নামাযের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর শফক শেষ হওয়ার আদেশ করিলেন; তিনি ইশার নামাযের ব্যবস্থা করিলেন। তারপর প্রভাত-আলো উদিত হওয়ার সাথে সাথেই আদেশ করিলেন; তিনি ফজর নামাযের ব্যবস্থা করিলেন। যখন দ্বিতীয় দিন (জোহরের ওয়াক্ত) হইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল (রাযি.)কে আদেশ করিলেন; (তাঁহার নির্দেশ মতে প্রখর দ্বিপ্রহরের উত্তাপ ছাড়াইয়া) তিনি ঠাণ্ডা সময়ে জোহরের নামায পড়িলেন– জোহর নামাযকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা সময়ে পড়িলেন। আর আসর নামায পড়িলেন যখন সূর্য উচ্চ অবস্থিত ছিল কিন্তু প্রথম দিন অপেক্ষা অধিক বিলম্বে পড়িলেন এবং মাগরিবের নামায পড়িলেন শফক শেষ হওয়ার পূর্বক্ষণে, ইশা পড়িলেন রাত্রের তৃতীয়াংশ যাওয়ার পর। তারপর ফজর নামাযকে বেশি আলোতে আদায় করিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নামাযের ওয়াক্ত জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? সে বলিল, এই যে আমি ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের জন্য নামাযের সময় হইল, যাহা (দুই দিনের সীমাদ্বয়ের মধ্যে) তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ।"

❖ সাধারণভাবে নামায আদায়ের সময় যাহা, আলোচ্য হাদীসে তাহাই দেখানো হইয়াছে– সর্বশেষ ওয়াক্ত উদ্দেশ্য করা হয় নাই। অন্যান্য সহীহ সুস্পষ্ট হাদীস অনুযায়ী আসরের ওয়াক্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ইশার ওয়াক্ত ফজর পর্যন্ত থাকে।

৯২৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর নামায পড়িয়া থাকিতেন যখন সূর্য ঢলিয়া যাইত।"

www.BANGLAKITAB.com

৯২৮ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ فِى الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বালু উত্তপ্ত থাকাবস্থায় জোহর নামায পড়ার অভিযোগ করিলাম। তিনি আমাদের সেই অভিযোগের প্রতিকার করিলেন না।"

❖ গ্রীষ্মকালে আরবের ন্যায় মরুভূমি ও উত্তাপের দেশে বালুকাময় যমীন দ্বিপ্রহরে ভয়ানক উত্তপ্ত হয়। ঐরূপ এলাকায় যমীন বেশি ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করিতে গেলে জোহর নামাযের ওয়াক্তই থাকিবে না। আলোচ্য হাদীসে তাহাই বলা হইয়াছে যে, যে শ্রেণীর উত্তাপের অভিযোগ করা হইয়াছিল উহার প্রতি লক্ষ্য করিতে গেলে জোহর নামাযের ওয়াক্তই খোয়াইতে হয়, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঐ অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই। অতএব মাসআলা এই হইবে যে, জোহর নামায অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডায় পড়িবে কিন্তু উহার জন্য ওয়াক্ত খোয়াইবে না।

৯২৯ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُّمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িতাম– তখনও সূর্যের তাপ প্রখরই থাকিত। আমাদের কেহ সিজদায় স্বীয় ললাট যমীনে ঠেকাইতে অপারগ হইলে সে কাপড় বিছাইয়া উহার উপর সিজদা করিত।"

❖ দেশ ও কালের শ্রেণী ভেদে এইরূপ অবশ্যই হইবে যে, জোহর নামায যতই বিলম্বে পড়া হউক উহার ওয়াক্তের ভিতর পড়িলে তখন যমীন উত্তপ্ত থাকিবেই। ঐরূপ ক্ষেত্রেও ওয়াক্তের পাবন্দী করিতে হইবে।

৯৩০ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلَى بَنِى عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ

'আমরা (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) আসর নামায পড়ার পর কোন মানুষ (দুই মাইল দূরের) আমর ইবনে আউফ গোত্রীয় বস্তিতে যাইয়া দেখিতে পাইত– তাহারা আসরের নামায পড়িতেছে।'

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেই সাহাবীগণ আসরের নামায অপেক্ষাকৃত বিলম্বেও পড়িতেন।

৯৩১ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا

"ঐরূপ নামায মোনাফেকের নামায– যে (অবহেলায় নামাযে বিলম্ব করে, যেন) বসিয়া বসিয়া সূর্যের (লালবর্ণ হওয়ার) অপেক্ষা করিতেছে! এমনকি যখন সূর্য শয়তানের কপাল বরাবর আসে অর্থাৎ অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন দাঁড়ায় এবং চার ঠোকর মারে তথা তাড়াহুড়ায় আসরের নামায শেষ করে– নামাযে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।"

৯৩২ (মোসঃ)। হাদীস– ওমারা ইবনে রুয়াইবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِىْ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ

"এমন কোন ব্যক্তি দোযখে নিশ্চয় যাইবে না যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ায় অভ্যস্ত থাকে অর্থাৎ ফজরের নামায ও আসরের নামায।"

❖ আরামপ্রিয়, উদাসীন, অলস লোক এবং যাহারা নামাযের প্রতি অতি উৎসাহী নয়– তাহাদের জন্য সর্বাধিক কঠিন হয় ফজরের নামায উহার সঠিক

www.BANGLAKITAB.com

সময়ে আদায় করা। কারণ তখন নিদ্রার বিহ্বলতা ত্যাগ করিয়া, এমনকি তপ্ত লেপ-তোষকের শয্যা ছাড়িয়া শীতে বাহির হইতে হয়। তদ্রূপ আসরের নামাযও সর্বশ্রেণীর লোকদের জন্য নিতান্তই অপ্রিয় হওয়ার বস্তু; ঐ সময়টি বিলাসী লোকদের ভ্রমণের সময়, ব্যবসায়ী লোকদের ব্যবসা অধিক জমিবার সময়, খেলোয়াড়দের খেলার সময়, কর্মলিপ্তদের ব্যস্ততার সময়। এই দুইটি নামায সঠিক ওয়াক্তে আদায় করায় যাহারা অভ্যস্ত হইবে তাহারা অন্যান্য নামাযে অবশ্যই অভ্যস্ত হইবে এবং নামাযের সঠিক পাবন্দ ব্যক্তি সর্ব প্রকারেই দ্বীনদার হইবে; এইভাবে ফজর ও আসর নামাযদ্বয়ের অভ্যস্ত ব্যক্তি সর্বপ্রকারে দ্বীনদার হওয়ায় তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত থাকিবে।

৯৩৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইশার নামাযের জন্য আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করিতেছিলাম। এমনকি রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অথবা আরও বেশি অতিবাহিত হইয়া গেল; জানি না গৃহভ্যন্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন, কিংবা অন্য কোন কারণ ছিল। অতঃপর তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন–

إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَا يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْ لَا اَنْ يَّثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى.

"তোমরা এমন এক নামাযের অপেক্ষা রত আছ যেই নামাযের অপেক্ষা অপর কোন ধর্মাবলম্বী (এমনকি পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মতও) করে না (এবং করে নাই। ইশার নামায একমাত্র এই উম্মতের জন্যই ধার্য হইয়াছে)। যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন না হইত তবে আমি অত্র নামাযকে এই (রূপ বিলম্বিত) সময়েই পড়িতাম। তারপর মুয়াজ্জিনকে নামাযের ইকামত বলার আদেশ করিলেন এবং নামায আদায় করিলেন।"

❖ আলোচ্য হাদীস মতে রাত ৯/১০ টার পরে ইশার নামায পড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা করিতেন না; স্বীয় উম্মতের কষ্ট হইবে আশঙ্কায়। এই কারণে সাহাবীগণের আমলেই জনসাধারণের সুবিধার্থে ইশার নামায অপেক্ষাকৃত আগেই পড়া হইত।

www.BANGLAKITAB.com

৯৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ صَلٰوتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلٰوتِكُمْ شَيْأً وَكَانَ يُخَفِّفُ فِى الصَّلٰوةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব নামায তোমাদের ন্যায়ই পড়িয়া থাকিতেন, তবে ইশার নামায তোমাদের নামায অপেক্ষা সামান্য বিলম্বে পড়িতেন এবং তিনি (জামাতের) নামায অদীর্ঘরূপে পড়িতেন।"

৯৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ فَصَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَاِلَّا كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلٰوتَكَ

"হে আবু যর! আমার পরে অচিরেই এমন শাসকবর্গ আসিবে যাহারা নামাযকে মারিয়া ফেলিবে। (অর্থাৎ অবহেলায় বিলম্ব করিয়া অনুত্তম বা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়িবে অথচ তাহারা ইমাম হইবেব এবং তাহাদের সঙ্গে নামাযে উপস্থিত না থাকিলে নানা বিভ্রাটের সৃষ্টি করিবে।) তখন তুমি সঠিক ওয়াক্তে নামায একা আদায় করিয়া নিও। অতঃপর (বিভ্রাট হইতে বাঁচিবার জন্য তাহাদের সাথেও নামাযে শরীক হইও; তাহাদের) নামায যদি (কদাচিৎ) সঠিক ওয়াক্তে হয় তবুও তাহাদের সঙ্গে আদায়কৃত নামায তোমার জন্য নফল গণ্য হইবে। আর যদি তাহারা সঠিক ওয়াক্তে নামায আদায় না করে তবুও তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ তুমি তোমার ফরয নামায আদায় করিয়া সারিয়াছ।"

মাসআলা ঃ যে কোন কারণে নামায একা আদায় করার পর উক্ত নামাযের জামাত হইতে দেখিলে জামাতে শরীক হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রথমে যাহা পড়িয়াছে উহাই ফরয গণ্য হইবে এবং পরে জামাতের সাথে যাহা পড়িয়াছে উহা নফল হইবে। সুতরাং যেই ফরয নামাযের পরে নফল পড়া নিষিদ্ধ যেমন– ফজর ও আসর সেই নামাযের জামাতে দ্বিতীয়বার শরীক

www.BANGLAKITAB.com

হইবে না। মাগরিবেও শরীক হইবে না, কারণ নফল নামায তিন রাকাত হয় না।

১৩৬ (তিঃ)। হাদীস– ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করিয়াছি। আমি তখন (মিনায়) মসজিদে খায়েফে তাঁহার সঙ্গে ফজরের নামায পড়িয়াছি। (এক দিনের ঘটনা–)

فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ انْحَرَفَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِىْ اُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهٗ فَقَالَ عَلَىَّ بِهِمَا فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিয়া ফিরিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, দুই ব্যক্তি লোকদের পেছনে আছে তাহারা তাঁহার সাথে নামায পড়ে নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ লোক দুইটিকে আমার নিকট নিয়া আস। তাহাদিগকে নিয়া আসা হইল; ভয়ে তাহাদের প্রাণ কাঁপিতে ছিল। তিনি তাহাদেরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের সঙ্গে নামায পড়ায় তোমাদের জন্য বাধা কি ছিল? তাহারা বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা নিজ গৃহে নামায পড়িয়া নিয়াছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবুও এইরূপ করিবে না। তোমরা নিজ গৃহে নামায পড়িয়া নেওয়ার পর জামাত হওয়ায় মসজিদে আসিলে লোকদের সাথে নামায পড়িও। একা নামায পড়িয়া নেওয়ার পর জামাতে শরীক হওয়া যাইবে না– গয়রহরূপে এই ধারণা ভুল। অবশ্য এই নামায তোমাদের জন্য নফল হইবে।"

❖ 'এই নামায নফল হইবে' কথাটির তাৎপর্য দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, জামাতের সাথে দ্বিতীয়বার নামায পড়ার একমাত্র জোহর এবং ইশার নামাযেই হইবে, ফজর, আসর ও মাগরিবে নয়।

www.BANGLAKITAB.com

৯৩৭ (তিঃ)। হাদীস– রাফে ইবনে খাদীজ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

'ফজরের নামায তোমরা আলো হইলে পড়িও; ইহাতে সওয়াব বেশি হইবে।'

৯৩৮ (তিঃ)। হাদীস– নোমান ইবনে বাশীর (রাযি.) বলিয়াছেন–

أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ

"এই (ইশার) নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে আমি সর্বাপেক্ষা বেশি অবগত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাযকে পড়িতেন চন্দ্র মাসের তৃতীয় রাত্রের চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময়।"

৯৩৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهٖ

"আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলিয়া দেয়ার আশঙ্কা না করিলে আমি তাহাদেরকে আদেশ করিতাম ইশার নামায বিলম্বে পড়ার– রাত্রের তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধাংশ পর্যন্ত।"

৯৪০ (তিঃ)। হাদীস– উম্মে ফরওয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন নেক আমল সর্বাধিক উত্তম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ওয়াক্তের প্রথম দিকে নামায আদায় করা।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ প্রথম দিকে অর্থ নামাযকে ওয়াক্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিলম্বিত না করা। ফজর নামায সম্পর্কে অবশ্য ৯৩৭ নং হাদীসটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উহা ফজর নামাযের জন্য বিশেষ আদেশ।

৯৪১ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ

"ওয়াক্তের প্রথম দিকের নামাযে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হয়, আর শেষ প্রান্তের নামাযে আল্লাহ তাআলার নিকটে ক্ষমার পাত্র হওয়া যায়। অর্থাৎ নামায না পড়িলে যে মস্ত বড় গোনাহ হইত উহা হইতে রেহায়ী পাওয়া যায়।"

৯৪২ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا

"হে আলী! তিনটি কাজে বিলম্ব করিও না। ১. নামায– যখন উহার ওয়াক্ত আসিয়া যায়। ২. জানা– যখন উপস্থিত হয়। ৩. বিবাহ বয়সের পাত্রীর জন্য যখন যোগ্য পাত্র পাও।"

৯৪৩ (আঃ)। হাদীস– আলী ইবনে শায়বান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً

"আমরা মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়াছি– (তখন দেখিয়াছি) তিনি আসরের নামায সূর্য পরিষ্কার সাদা থাকা পর্যন্ত বিলম্বিত করিতেন।"

৯৪৪ (আঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.) মিশরের গভর্নর ছিলেন, তিনি একদা মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ আবু

www.BANGLAKITAB.com

আইউব (রাযি.) তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং বলিলেন, হে ওকবা! ইহা কিরূপ নামায? ওকবা (রাযি.) বলিলেন, ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম। আবু আইউব (রাযি.) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَزَالُ أُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يُؤَخِّرِ الْمَغْرِبَ اِلَى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ

"আমার উম্মত সদা মঙ্গলের ভাগী থাকিবে এবং তাহারা মাগরিবের নামায এরূপ বিলম্বে না পড়ে যে, নক্ষত্রসমূহ ঘনীভূত হয়।"

৯৪৫ (আঃ)। হাদীস– ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। সঙ্গীগণ সহ সকলেই ফজর নামাযের সময়ে নিদ্রা মগ্ন থাকিলেন; সূর্যোদয়ের উত্তাপই তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। তথা হইতে তাঁহারা চলিয়া কিছুদূর গেলেন; যখন সূর্য একটু উপরে উঠিল তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ্জিনকে আযান দেওয়ার আদেশ করিলেন; তিনি আযান দিলেন। অতঃপর ফজরের (ফরজের) পূর্বেকার দুই রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়িলেন, তারপর ইকামত বলিলেন এবং ফজরের (ফরজ) দুই রাকাত নামায পড়িলেন।

মাসআলা ঃ নিদ্রায় থাকিয়া ফজর নামায কাযা না হয়– এই সতর্কতার জন্য ইশার নামাযের পরে গল্প করায় শয়নে বিলম্ব করা নিষিদ্ধ বলিয়া বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে। অবশ্য ইসলামী কাজে এবং শরীয়ত অনুমোদিত বিশেষ কাজে লিপ্ত হইয়া শয়নে বিলম্ব করা নিষিদ্ধ নহে। তবে এরূপ ক্ষেত্রেও ফজর নামাযের লক্ষ্য বিশেষভাবে রাখিতে হইবে।

৯৪৬ (তিঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فِى الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইশার নামাযের পর) অধিক রাত্রে মুসলিম জনতার কোন একটি বিশেষ বিষয়ে আবু বকর (রাযি.)-এর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম।"

www.BANGLAKITAB.com

জামাতে নামায পড়ার বয়ান

৯৪৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ

"এক অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! মসজিদের দিকে আমার হাত ধরিয়া নিয়া যাওয়ার কোন লোক নাই। এই বলিয়া সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিতে ছিল, তিনি যেন তাহাকে অনুমতি দেন– সে তাহার ঘরে নামায পড়িবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সেই অনুমতি দিলেন। যখন সে চলিয়া যাইতেছিল তখন তাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তোমার ঘর হইতে নামাযের আযান শুন কি? সে বলিল, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তোমার আযানের ডাকে সাড়া দিতে হইবে। অর্থাৎ মসজিদে আসিয়া জামাতে শামিল হইবে– ঘরে নামায আদায় করিবে না।

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার গৃহ মসজিদের এতই নিকটবর্তী যে, সাধারণত অন্ধ ব্যক্তি হাত ধরা ছাড়াও মসজিদে পৌঁছিতে সক্ষম হয়, তাই অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছেন। মসজিদ হইতে গৃহ দূরে হইলে হাত ধরার অভাবে অন্ধ ব্যক্তির জন্য জামাতে না আসার অনুমতি আছে।

৯৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى (وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ

www.BANGLAKITAB.com

الْهُدٰى الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ) وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهٗ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً (وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا) وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ (اَوْ مَرِيْضٌ) وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهٖ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ

"যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, আগামীকাল তথা কিয়ামত দিবস আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হয় মুসলমান গণ্য হইয়া সে যেন বিশেষ লক্ষ্যের সহিত যত্নবান হয় পাঞ্জেগানা নামাযের প্রতি ঐ স্থানে আদায় করিতে যথায় সকল নামাযের আযান দেওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ মসজিদে।

হে মুসলিম সমাজ! আল্লাহ তাআলাই নির্ধারিত করিয়াছেন তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের সুন্নাতসমূহকে। অর্থাৎ যেসব সুন্নাত হেদায়েতের কাজরূপে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার্যে বা কথায় শিক্ষা দান করিয়াছেন উহা বাহ্য দৃষ্টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও বস্তুত উহা আল্লাহ তাআলারই নির্ধারিত করা জিনিস। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে লাভ করা) হেদায়েতের সুন্নাতসমূহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

নিশ্চয়রূপে জানিয়া রাখ— রীতিমত আযানের ব্যবস্থাসম্পন্ন মসজিদে নামায আদায় করা হেদায়েতের সুন্নাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ অতি উচ্চমানের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পরিগণিত যাহা আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন)।

www.BANGLAKITAB.com

যদি তোমরা ঘরে ঘরে নামায পড়া যেরূপে (জামাত হইতে) পেছনে থাকায় অভ্যস্ত ব্যক্তি নিজ ঘরে নামায পড়িয়া থাকে তবে তোমরা তোমাদের নবীজীর আদর্শ ও নিয়ম-নীতি তরককারী ও পরিত্যাগকারী সাব্যস্ত হইবে। আর নবীজীর আদর্শ ত্যাগ করিলে অনিবার্য তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।

(জামাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার মাহাত্ম্য লক্ষ্য কর–) যে কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করিয়া কোন মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলে তাহার প্রতিটি পদক্ষেপে এক একটি নেকী হইবে, (আল্লাহ তাআলার নিকট) মান-মর্যাদার এক এক ধাপের উন্নতি লাভ হইবে, এক একটি গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (এই ফযীলত অধিক হাসিল করার উদ্দেশ্যে) "আমাদের সকলকেই দেখিয়াছি, আমরা নিকটবর্তী তথা খাট খাট পদক্ষেপে মসজিদে আসিতাম" যেন পদক্ষেপের সংখ্যা অধিক হয় এবং নেকী ও মর্যাদা বেশি হয়। (বন্ধনীর বিষয় নাসায়ী শরীফ, ১৪১ পৃষ্ঠা)

আমরা আমাদের সাহাবী ভাইদেরকে খুব লক্ষ্য করিয়াছি– কেহই জামাত ছাড়ে না একমাত্র সুস্পষ্টরূপে মুনাফেক পরিচিত বা রুগ্ন ব্যক্তি ব্যতীত, আর রুগ্ন ব্যক্তিকেও দুই লোকের মাঝে কাঁধে ভর করাইয়া (মসজিদে জামাতের) সারিতে দাঁড় করানো হয়।

৯৪৯ (মোসঃ)। হাদীস– উসমান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাতের সাথে পড়ে সে যেন অর্ধ রাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামায পড়ে। আর যে ব্যক্তি (তৎসঙ্গে) ফজরের নামাযও জামাতের সাথে পড়ে সে যেন সম্পূর্ণ রাত্র তাহাজ্জুদ পড়ে।"

৯৫০ (মোসঃ)। হাদীস– একদা আবু হুরায়রা (রাযি.) মসজিদে ছিলেন, মসজিদে মুয়াজ্জিন আযান দিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং মসজিদ হইতে যাইতে লাগিল। আবু হুরায়রা (রাযি.) তাহার দিকে

www.BANGLAKITAB.com

তাকাইয়া থাকিলেন। যখন সে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গেল তখন তিনি বলিলেন–

أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"নিতান্তভাবেই এই ব্যক্তি নিশ্চয় আবুল কাসেম তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিল।"

৯৫১ (মোসঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কা'আব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁহার গৃহ মসজিদ হইতে সর্বাধিক দূরে ছিল, জামাতের নামায তাঁহার কখনও ছুট যাইত না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অন্ধকারে এবং উত্তাপে মসজিদে সওয়ার হইয়া আসার জন্য একটি গাধা ক্রয় করিয়া নিলে ভাল হইত! তিনি বলিলেন, আমার গৃহ যদি মসজিদ সংলগ্নে (হইত; যাহাতে মসজিদে আসায় আমার কষ্টের লাঘব) হইত– উহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। আমি চাই– গৃহ হইতে আমার মসজিদে আসা এবং মসজিদ হইতে আমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করা– সব আমার নেকের খাতায় লেখা হউক। তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ

"নামাযের জন্য আসা এবং নামায হইতে প্রত্যাবর্তন উভয়টিকে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য (সওয়াবে) সমান করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ নামাযের জন্য আসা অপেক্ষা প্রত্যাবর্তনে সওয়াব কম নহে।"

৯৫২ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ أَجْرًا

"আমাদের বাড়ি মসজিদ হইতে দূরে ছিল; আমরা ইচ্ছা করিলাম, আমাদের বাড়ি বিক্রি করিয়া মসজিদের নিকট আসিয়া যাইতে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন

www.BANGLAKITAB.com

এবং বলিলেন, প্রত্যেক পদক্ষেপে তোমাদের সওয়াব হয়। (বেশি সওয়াবের সুযোগ ছাড়িবে কেন?)"

৯৫৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهٖ ثُمَّ مَشٰى اِلٰى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خُطُوَاتُهٗ اَحَدُهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً ٠

"যে ব্যক্তি নিজ গৃহে পবিত্রতা হাসিল করিয়া তারপর আল্লাহর কোন ঘরের দিকে যায়– আল্লাহর কোন ফরয আদায় করার জন্য ঐ ব্যক্তির পদক্ষেপসমূহের এক একটি দ্বারা গোনাহ মাফ হয়, অপরটি দ্বারা তাহার মান-মর্যাদার উন্নতি লাভ হয়।"

৯৫৪ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِىْ مُصَلَّاهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়িয়া স্বীয় নামায স্থানে (দোয়া-কালামে) বসিয়া থাকিতেন– সুন্দররূপে সূর্য উদিত হইয়া যাওয়া পর্যন্ত।"

৯৫৫ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ۔

"যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করে এবং উজ্জলরূপে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহর যিকির করে, তারপর (ইশরাকের) দুই রাকাত নামায পড়ে তাহার জন্য একটি হজ্জ ও একটি ওমরার সওয়াব লিখিত থাকিবে।"

www.BANGLAKITAB.com

৯৫৬ (আঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِى بِالْجَمَاعَةِ الصَّلٰوةَ فِىْ جَمَاعَةٍ

'যে কোন বস্তি বা গ্রামে তিনজন পুরুষ থাকিবে এবং তাহাদের মধ্যে নামাযের অনুষ্ঠান হইবে না, তবে অবশ্যই তাহাদের উপর শয়তানের প্রাবল্য আসিয়া যাইবে। অতএব তোমরা জামাতকে আঁকড়িয়া থাকিবে। বিচ্ছিন্ন ছাগলকেই বাঘে খাইয়া ফেলে। এই হাদীসের বর্ণনাকার সায়েব (রহ.) বলিয়াছেন, জামাতকে আঁকড়িয়া থাকার উদ্দেশ্য জামাতে নামায আদায় করা।'

৯৫৭ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى

"যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনিতে পায় এবং উহার অনুসরণ করায় কোন বাধার সম্মুখীন না থাকে– এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হইবে না যেই নামায সে (একা একা) পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাধা কি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (যে কোন কারণে বা আশঙ্কায়) জানের ভয় অথবা রোগ!"

❖ আযানের অনুসরণ অর্থ নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া। কারণ আযানের বাক্যে নামাযের প্রতি আহ্বান রহিয়াছে।

৯৫৮ (আঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লইয়া ফজরের নামায আদায় করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক ব্যক্তি উপস্থিত আছে কি? লোকেরা বলিল– না, অমুক উপস্থিত আছে কি? লোকেরা বলিল, না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ফজর ও ইশা) এই

www.BANGLAKITAB.com

দুইটি নামায মুনাফেকদের পক্ষে সর্বাধিক কঠিন। অথচ লোকেরা যদি এই নামাযদ্বয়ের মাহাত্ম্য অবগত থাকিত তবে হাটুর উপর হামাগুড়ি দিয়া হইলেও উক্ত নামাযদ্বয়ের জামাতে উপস্থিত হইত। আর (জামাতের) প্রথম সারি বা কাতার ফেরেশতাগণের কাতার স্বরূপ। অর্থাৎ উহার লোকগণ ফেরেশতার ন্যায় নিষ্পাপ পরিগণিত। উহার ফযীলত তোমরা অবগত থাকিলে অবশ্যই তোমরা উহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন–

وَاِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ وَحْدَهٗ وَصَلَاتُهٗ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهٖ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

"শুধু এক ব্যক্তির সহিত (জামাতের) নামাযও একা পড়া নামায অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং দুই ব্যক্তির সহিত (জামাতের) নামায এক ব্যক্তির সহিত নামায অপেক্ষা অনেক উত্তম। (জামাতের সাথী) যতই বেশি হইবে মহামহিম মহান আল্লাহর নিকট ততই অধিক পছন্দনীয় হইবে।"

৯৫৯ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا

"মসজিদ হইতে যে যত বেশি দূরে অবস্থানকারী (মসজিদে আসায়) সে তত বেশি সওয়াবের অধিকারী।"

৯৬০ (আঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يَنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اِثْرِ صَلٰوةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ

"যে ব্যক্তি নিজ গৃহ হইতে পাক-পবিত্র হইয়া (মসজিদে) ফরজ নামাযের প্রতি বাহির হয় তাহার জন্য ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জে যাওয়ার সওয়াব হইবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের জন্য উঠিয়া যায়– চাশতের নামায পড়া

www.BANGLAKITAB.com

ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তাহাকে দাঁড় করায় নাই ঐ ব্যক্তির জন্য ওমরা আদায়ে যাওয়ার সওয়াব হইবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, কোন রকম এক নামাযের পর দ্বীনী উদ্দেশ্যহীন কাজে-কথায় লিপ্ততা ব্যতিরেকে অপর নামায পড়া হইলে (উক্ত উভয় নামায আল্লাহর দরবারে এত দ্রুত কবুল হয় যে,) ঐ নামাযদ্বয় তৎক্ষণাৎ 'ইল্লিয়্যীনে'– সাত আসমানের উপর সমস্ত নেক আমল সুরক্ষিত হওয়ার নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধরূপে রক্ষিত হইয়া যায়।"'

৯৬১ (আঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

'যাহারা অন্ধকারেও (নামায আদায়ের জন্য) মসজিদে যায় তাহাদেরে সুসংবাদ দান কর– কিয়ামতের দিন তাহারা পূর্ণ নুর বা আলো লাভ করিবে।'

❖ সাধারণ কথায় হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান হইতে কিয়ামতের দিন ধরা হয়। বস্তুত মৃত্যুর পরবর্তী সময়ই কিয়ামতের অন্তর্গত; অতএব কবর তথা বরযখী জগতও কিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। সেমতে আলোচ্য হাদীসের নুর বা আলো কবর তথা বরযখী জগতের জীবনে লাভ হইবে। হাশরের মাঠেও এই ব্যক্তি নুর লাভ করিবে স্বয়ং নুরানী বা জ্যোতিষ্মান হইবে। এতদ্ভিন্ন পুলসিরাত পার হওয়াকালে নুর ও আলো লাভ হইবে, যাহার আলোচনা পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে– 'ঐ সময় ঈমানদার পুরুষ এবং মহিলা সকলকে দেখিবে, তাহাদের সম্মুখে এবং ডানে-বামে তাহাদের নুর বা আলোকরশ্মি তাহাদেরে পথ দেখাইবার জন্য চমকিতে থাকিবে।'

(২৭ পারা, সূরা হাদীদ, ১২ আয়াত)

৯৬২ (আঃ)। হাদীস– একজন আনসারী সাহাবীর মৃত্যু মুহূর্ত উপস্থিত হইল; তখন তিনি বলিলেন, আমি সওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে তোমাদেরে একটি হাদীস শুনাইতেছি। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلٰوةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ

www.BANGLAKITAB.com

الْيُسْرٰى اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ اَحَدُكُمْ اَوْ لِيُبْعِدْ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِىْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهٗ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوْا بَعْضًا وَبَقِىَ بَعْضٌ صَلّٰى مَا اَدْرَكَ وَاَتَمَّ مَا بَقِىَ كَانَ كَذٰلِكَ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوْا فَاَتَمَّ الصَّلٰوةَ كَانَ كَذٰلِكَ

"তোমাদের কেহ যদি উত্তমরূপে অযু করে তারপর নামাযের জন্য (মসজিদের প্রতি) বাহির হয়, তবে সে যখন যখন ডান পা উঠাইবে উহার দ্বারা মহামহিম মহান আল্লাহ্ তাআলা তাহার জন্য এক একটি নেক আমল লিখিবেন এবং যখন যখন বাম পা রাখিবে তাহার এক একটি গোনাহ্ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। ইহা জানিবার পর যাহার ইচ্ছা মসজিদের নিকট বসবাসের ব্যবস্থা কর, যাহার ইচ্ছা দূরের বসবাসে থাক। ঐ ব্যক্তি মসজিদে আসিয়া যদি জামাতের সহিত নামায পড়ে তবে তাহার সব গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। মসজিদে আসিয়া যদি দেখে লোকেরা জামাতে কিছু অংশ নামায পড়িয়া নিয়াছে এবং কিছু অংশ বাকি রহিয়াছে– সেক্ষেত্রে যতটুকু পাইয়াছে তাহা জামাতের সাথে আদায় করিয়া অবশিষ্ট নিজে পূর্ণ করিয়া নেয়– এমতাবস্থায়ও ঐরূপই (তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া) হইবে। আর যদি মসজিদে আসে এবং লোকেরা জামাতে নামায শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর সে নিজেই নামায সম্পন্ন করিয়াছে– এমতাবস্থায়ও ঐরূপই (তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া) হইবে।"

❖ জামাত পাওয়ার চেষ্টায় মসজিদে আসিয়া জামাত ধরিতে না পারিলেও সওয়াব হইতে বঞ্চিত হয় না।

৯৬৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَجْرِهِمْ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করিয়াছে, অতঃপর (মসজিদে) গিয়াছে; তথায় লোকদিগকে নামায সমাপ্ত করায় পাইয়াছে– মহামহিম মহান আল্লাহ্

www.BANGLAKITAB.com

তাআলা তাহাকে ঐ লোকের সমান সওয়াব দান করিবেন যে জামাতে উপস্থিত থাকিয়া নামায আদায় করিয়াছে। অবশ্য এই ব্যক্তিকে ঐরূপ সওয়াব দেওয়ার কারণে জামাতের লোকদের সওয়াব কম হইবে না।"

৯৬৪ (নাঃ)। হাদীস– উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ذُنُوْبَهٗ

"যেই ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণরূপে অযু করিয়াছে, তারপর ফরজ নামায (জামাতে) পড়ার জন্য গমন করিয়াছে এবং ঐ নামাযকে জামাতের সাথে মসজিদে পড়িয়াছে আল্লাহ তাআলা তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।"

৯৬৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْمَشَّاؤُنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ فِى الظُّلَمِ اُولٰئِكَ الْخَوَّاضُوْنَ فِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ

"যাহারা অন্ধকারেও মসজিদে যায় বস্তুত তাহারা আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ায় অবতরণ করে।"

৯৬৬ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتِ الْاَنْصَارُ بَعِيْدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادُوْا اَنْ يَّقْتَرِبُوْا فَنَزَلَتْ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ قَالَ فَثَبَتُوْا

"কোন কোন মদীনাবাসী সাহাবীর বাড়ি মসজিদ হইতে দূরে ছিল; তাঁহারা মসজিদের নিকটবর্তী (বাড়ি তৈরি করিয়া তথায়) চলিয়া আসার ইচ্ছা করিল। তখন পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযেল হইল। যাহার অর্থ– "পরকালের সম্মুখ জীবনের জন্য মানুষ যেসব নেক আমল করে তাহা এবং (নেক কাজের প্রতি) তাহাদের পদচিহ্নগুলি আমি লিখিয়া রাখিব।"

(সূরা ইয়াসীন)

www.BANGLAKITAB.com

ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন– এই আয়াত লক্ষ্যে ঐ সাহাবীগণ মসজিদ হইতে দূরবর্তী স্ব স্ব গৃহেই থাকিয়া গেলেন।

❖ বাড়ি হইতে দূরবর্তী মসজিদে আসায় পদচিহ্ন বেশি হইবে, যাহা আল্লাহ তাআলা নামাযের আমলে লিখিয়া রাখিবেন এবং আখেরাতে উহার দরুণ অধিক সওয়াব হইবে।

৯৬৭ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁহারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

"লোকগণ জামাত ত্যাগ করা হইতে অবশ্যই বিরত থাকিবে, অন্যথায় নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের দিলে মোহর মারিয়া দিবেন, যাহার ফলে অনিবার্যত তাহারা (নেক কাজ, নেক পথ হইতে) উদাসীন হইয়া পড়িবে।"

❖ জামাতে নামায না পড়ার একটি অভিশাপ ইহাও যে, উহার দরুন নেক কাজের প্রতি আগ্রহ কম হইয়া যাইবে।

জামাতে নামায পড়ায় অভ্যস্ত হওয়ার ফযীলত

৯৬৮ (ইঃ)। হাদীস– ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া থাকিতেন–

مَنْ صَلّٰى فِىْ مَسْجِدٍ جَمَاعَةً اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لَا تَفُوْتُهُ الرَّكْعَةُ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِّنَ النَّارِ

"যেই ব্যক্তি জামাতের ব্যবস্থাপনা বিশিষ্ট মসজিদে চল্লিশ দিন নামায পড়িবে; বিশেষভাবে ইশার নামাযের প্রথম রাকাত যেন (জামাতের সঙ্গে) না ছুটিয়া থাকে– উক্ত নামাযের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য দোযখ হইতে মুক্তি লিখিয়া দিবেন।"

৯৬৯ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلٰوةِ وَالذِّكْرِ اِلاَّ تَبَشْبَشَ اللّٰهُ لَهٗ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْغَائِبِ اِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ

"যে কোন মুসলমান মসজিদকে নিজের জন্য আপন স্থান রূপে গ্রহণ করিয়া লয়– নামাযের জন্য এবং যিকিরের জন্য; আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি এইরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে মানুষ তাহাদের বিদেশে অবস্থান রত আপনজন তাহাদের বাড়িতে আসার দরুন।"

৯৭০ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهٗ بِالْاِيْمَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ... ...

"কোন ব্যক্তিকে যদি দেখ, মসজিদে যাতায়াতে অভ্যস্ত হয় তবে সেই ব্যক্তি মুমিন হওয়ার সাক্ষী দাও। কারণ আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন, মসজিদ আবাদ (তথা সদা যাতায়াতের অভ্যাস) করে একমাত্র ঈমানদার মানুষ...।"

৯৭১ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করিলাম। নামাযান্তে কিছু লোক বাড়ি প্রত্যাবর্তন করিল, আর কিছু লোক পেছনে থাকিয়া গেল (ইশার নামাযের অপেক্ষায় মসজিদেই অবস্থান করিল)।

ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন, এমনকি (দ্রুত চলার কারণে) তাঁহার হাটুর কাপড় বিচ্যুত হওয়ার উপক্রম হইতেছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

اَبْشِرُوْا هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ. يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلٰئِكَةَ يَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى

"তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর এই যে তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার আসমানের একটি দরওয়াজা এইমাত্র খুলিয়াছেন। তিনি ফেরেশতাগণের

www.BANGLAKITAB.com

সম্মুখে গর্ব করিয়া বলিতেছেন, দেখ আমার বান্দাদেরকে! তাহারা এক ফরয (তথা মাগরিবের নামায) আদায় করিয়া দ্বিতীয় ফরজের (তথা ইশার নামাযের) অপেক্ষা করিতেছে।"

৯৭২ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ

"(হে আমার উম্মত!) তোমাদের উপর জিহাদ শরীয়তের অপরিহার্য আদেশ সব রকম শাসনকর্তার সহযোগেই– চাই নেককার শাসক হউক বা বদকার, এমনকি যদিও সে কবীরা গোনাহ করে। তোমাদের উপর নামাযও (জামাতের সহিত) সব রকম মুসলমানের পেছনেই পড়া জরুরি আদেশ– চাই সে নেককার হউক বা বদকার, এমনকি যদিও সে কবীরা গোনাহ করে। আর নামায শরীয়তের অপরিহার্য আদেশ প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি– চাই সে নেককার হউক বা বদকার, যদিও সে কবীরা গোনাহ করে।" (আবু দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ মুসলমান শাসনকর্তা বদকার ফাসেক-ফাজের হইয়াও যদি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের সহযোগিতা প্রদান করে তবে সেই ক্ষেত্রে নেককার শাসনকর্তা নিয়োগের চেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত রাখিতে হইবে কিন্তু তাহা না হওয়া পর্যন্ত ফাসেক-ফাজের শাসনকর্তার সহযোগিতায়ই জিহাদে শরীক হওয়া মুসলমানদের উপর ফরজ হইবে। শাসনকর্তা ফাসেক-ফাজের হওয়ার অজুহাতে জিহাদ বর্জন করা যাইবে না।

❖ ইমাম ফাসেক-ফাজের নিয়োগ করা মস্তবড় গোনাহ, ঐরূপ ইমামকে বাতিল করার ক্ষমতা থাকিলে তাহা না করাও বড় গোনাহ। কিন্তু ফাসেক-ফাজের ইমাম নিয়োজিত রহিয়াছে– তাহাকে অপসারণের ক্ষমতা যাহার বা যাহাদের নাই তাহারা জামাত ত্যাগ করিতে পারিবে না। ভাল ইমাম পাওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে ফাসেক-ফাজের ইমামের পেছনেই নামায পড়িবে,

www.BANGLAKITAB.com

তবুও জামাত ছাড়িবে না। হাঁ যদি তাহার কিরাত এরূপ অশুদ্ধ হয় যে, উহা দ্বারা নামাযই হয় না অথবা নামাযের মধ্যে নামায বিনষ্টকারী কাজ করে, তবে ঐ ইমামের জামাত ত্যাগ করিবে; অন্যত্র জামাতের ব্যবস্থা না পাইলে একা একাই নামায পড়িবে।

❖ যে ব্যক্তির ঈমান আছে সে যত বড় ও বেশি গোনাহগারই হউক না কেন তাহার উপর নামায ফরয থাকিবেই। গোনাহের কাজের গোনাহ তাহার হইবে কিন্তু নামায তাহার উপর ফরয থাকিবে। নামায না পড়িলে নামায না পড়ার নির্ধারিত কঠোর আযাবও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে।

ফজর নামাযের জামাত বিশেষ জরুরি

৯৭৩ (মেঃ)। হাদীস– খলীফা ওমর (রাযি.) একদা সুলায়মান ইবনে আবু হাছমা (রাযি.)কে ফজরের নামাযের জামাতে উপস্থিত পাইলেন না। অতঃপর সকাল বেলায়ই ওমর (রাযি.) বাজারে যাইতে ছিলেন– সুলায়মানের বাড়ি পথিমধ্যেই ছিল। ওমর (রাযি.) পথ চলার মাঝেই সুলায়মানের মাতাকে বলিলেন, সুলায়মানকে আজ ফজর নামাযের জামাতে দেখিলাম না। তিনি বলিলেন, সে সারা রাত্রি নামায পড়িয়াছিল, উহাতে তাহার চক্ষুদ্বয় তাহাকে ঘুমে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছিল (চোখ খুলিতেই পারে নাই)। ওমর (রাযি.) বলিলেন–

لَاَنْ اَشْهَدَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فِىْ جَمَاعَةٍ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَقُوْمَ لَيْلَةً

"ফজর নামাযের জামাতে উপস্থিত থাকা আমার মতে সারা রাত্রি নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।"

❖ মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া, জামাতে নামায পড়া নিষিদ্ধ। এই সম্পর্কে মসজিদ সম্বন্ধীয় বয়ানে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বর্ণিত হইয়াছে।

জামাত সম্পর্কে বিভিন্ন মাসআলা

মাসআলা ঃ ইমামের সঙ্গে একজন মুক্তাদী হইলে তাহাও নিম্ন শ্রেণীর জামাত গণ্য হইবে।

৯৭৪ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

"দুইজন এবং উহার অধিক সংখ্যা হইলে জামাত গণ্য হইবে।"

মাসআলা ঃ জামাতে কোন মহিলা শামিল হইলে একজন হইলেও পুরুষের পেছনে একাই দাঁড়াইবে। এমনকি অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালক অথবা স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি হইলেও মহিলা তাহার সঙ্গে বা সংলগ্নে দাঁড়াইবে না।

৯৭৫ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّىْ مَعَنَا وَاَنَا اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُصَلِّىْ مَعَهُ

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলাম। আয়েশা (রাযি.) আমাদের সাথে নামায পড়িলেন আমাদের পেছনে দাঁড়াইয়া। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলাম।"

৯৭৬ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَئَةٍ مِّنْ اَهْلِهِ وَبِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক স্ত্রী এবং আমাকে সাথে করিয়া নামায পড়িলেন। আমাকে নবীজীর ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন, আর মহিলা আমাদের পেছনে দাঁড়াইয়া নামায আদায় করিলেন।"

❖ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং আনাস (রাযি.) উভয়ই বালক বয়সের ছিলেন, প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন না।

❖ নফল নামায জামাতে পড়া হাদীসে উল্লেখ আছে। বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ ডাকাডাকি ব্যতিরেকে শুধু নিকটবর্তী লোকদেরে নফল নামাযের জামাতের জন্য আহ্বান করাও হাদীসে উল্লেখ আছে এবং ঐরূপ জামাতে মহিলাও শামিল হইতে পারে।

৯৭৭ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ اِلَّا اَنَا وَاُمِّىْ وَاُمُّ حَرَامٍ خَالَتِىْ فَقَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّىَ بِكُمْ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ صَلٰوةٍ فَصَلّٰى بِنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتٍ اَيْنَ جَعَلَ اَنَسًا مِنْهُ قَالَ جَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ دَعَا لَنَا اَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَالَتْ اُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُوَيْدِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهٗ قَالَ فَدَعَا لِىْ بِكُلِّ خَيْرٍ وَكَانَ فِىْ اٰخِرِ مَا دَعَا لِىْ اَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَا لَهٗ وَوَلَدَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْهِ

'একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে তাশরীফ আনিবেন। তথায় একমাত্র আমি এবং আমার মাতা ও আমার খালা উম্মে হারাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে বলিলেন, তোমরা দাঁড়াও; তোমাদেরে লইয়া আমি জামাতে নামায পড়ি। তখন কোন ফরয নামাযের নির্ধারিত সময় ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস (রাযি.)কে তাঁহার ডান পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া ছিলেন। নামায শেষ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পরিবারবর্গের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিলেন। তখন আমার মাতা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার স্নেহভাজন খাদেমের জন্য দোয়া করুন। সেমতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য বিশেষভাবে সকল রকম কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করিলেন। আমার জন্য দোয়ার সবশেষ কথা এই ছিল– আয় আল্লাহ! তাহাকে ধন-জন বেশি দান করুন এবং উহাতে তাহাকে বরকত দান করুন।'

❖ ধনের বরকত হইল উহার দ্বারা শান্তি লাভ হওয়া এবং অধিক নেক কাজ করার তাওফীক হওয়া। জনের বরকত হইল, সন্তান-সন্ততিগণ সুখ-শান্তির সহায়ক হওয়া এবং আখেরাতের উপকারী সম্বল হওয়া।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি একা ফরয নামায পড়িবে, অপর ব্যক্তি নফল নামায পড়ায় তাহার সাথে শামিল হইলে সেই ক্ষেত্রেও অপেক্ষাকৃত জামাতের সওয়াব হইবে।

৯৭৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ

"এক ব্যক্তি (নবীজীর মসজিদে) আসিল– তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়াছেন। (এই ব্যক্তি একা নামায পড়িবে; সেই লক্ষ্যে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে এই ব্যক্তির পক্ষে ব্যবসা করিয়া দেয়? সেমতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইল এবং ঐ ব্যক্তির সঙ্গে নামায পড়িল।"

❖ ব্যবসা করিয়া দেওয়ার অর্থ তাহার সওয়াব বেশি হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। যেরূপে ব্যবসার দ্বারা মালে অতিরিক্ত লাভ হাসিল হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি একা নামায পড়িতে বাধ্য হইতে ছিল; তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্বান জানাইলেন, তাহাকে জামাতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করায় তথা তাহার সাথে নামাযে শামিল হওয়ার জন্য যেন কেহ আগাইয়া আসে। সেমতে আবু বকর (রাযি.) অগ্রসর হইলেন– তিনি হযরতের সাথে ফরয নামায পড়িয়াছিলেন, তাই তিনি নিশ্চয় নফলের নিয়তে ঐ ব্যক্তির সাথে নামাযে শামিল হইলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তির জন্য জামাতের সওয়াব লাভের ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু এইরূপে ফরয নামায পড়ার পর নফলের নিয়ত কাহারও সাথে শামিল হওয়া একমাত্র জোহর ও ইশার নামাযেই হইতে পারে, অন্য কোন নামাযে নয়।

৯৭৯ (আঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ اَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّيْ مَعَهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, (মসজিদে জামাত শেষ হওয়ার পরে ফরয) নামায একা একা পড়িতেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন ব্যক্তি নাই কি যে তাহাকে দান করে তথা তাহার সঙ্গে নামাযে শরীক হয়?"

অর্থাৎ কেহ নফলের নিয়তেও তাহার সহিত শরীক হইলে তাহার একাকীর নামায জামাতে পরিণত হইবে; যাহার দরুন তাহার নামায জামাতে

www.BANGLAKITAB.com

পরিণত হইবে; সেমতে উহার পক্ষ হইতে জামাতের অতিরিক্ত সওয়াব তাহার প্রতি দান স্বরূপ হইবে। সে তাহার সহিত শরীক না হইলে তাহার নামায জামাত গণ্য হইত না এবং জামাতের অতিরিক্ত সওয়াব তাহার লাভ হইত না।

মাসআলা ঃ তাকবীরে উলার সাথে জামাতে শামিল হওয়ায় সওয়াব অনেক বেশি। তাকবীরে উলার তিন শ্রেণী– প্রথম শ্রেণী হইল, ইমামের তাকবীরে তাহরীমা তথা নামায আরম্ভের তাকবীরের সংলগ্নে তাকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করা। এই ক্ষেত্রে 'ছানা' পড়ার সুযোগ থাকে– যাহা বেশি সওয়াবের অতি বড় সুন্নাত। দ্বিতীয় শ্রেণী হইল, ইমামের সূরা ফাতেহা শেষ হওয়ার পূর্বে নামায আরম্ভ করা। এই ক্ষেত্রে ছানা পড়ার সুযোগ থাকে না; কারণ ইমাম কিরাত পড়া আরম্ভ করিয়া দেওয়ার পর ছাড়া পড়া মাকরূহ হইয়া যায়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে 'আমীন' পড়ার সুযোগ থাকে যাহার অনেক ফযীলত রহিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণী হইল, ইমামের সাথে প্রথম রাকাত পাওয়া। কোন কোন ফকীহ ইহাকেও তাকবীরে উলার শেষ পর্যায় গণ্য করিয়া থাকেন। অবশ্য তাকবীরে উলার পূর্ণ ফযীলত পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীকেই উদ্দেশ্য করা হয়।

৯৮০ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلّٰى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلٰى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন জামাতের সাথে তাকবীরে উলা পাইয়া নামায পড়িবে, আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাহার জন্য দুই প্রকারের মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে। দোযখ হইতে মুক্তি এবং মোনাফেকী হইতে মুক্তি।"

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির মৃত্যু খাঁটি ঈমানের সহিত হইবে, তাহার পক্ষে মোনাফেক হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে না।

মাসআলা ঃ কোন মহিলা ইমাম হইলে তাহার পেছনে পুরুষের নামায শুদ্ধ হইবে না। শুধু মহিলা মুক্তাদীগণের ইমাম মহিলা হইলে তাহাদের

www.BANGLAKITAB.com

নামায শুদ্ধ হইবে। কিন্তু মহিলা ইমামের পেছনে মহিলাদের জামাত অনুষ্ঠানকে ফেকার কিতাবে মাকরূহে তাহরিমী বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহা মহিলাদের ব্যাপারে সতর্কতামূলক বিশেষ মাসআলা– যেরূপে জামাতে নামায পড়ার জন্য মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে যাওয়াকেও ফেকার কিতাবে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে।

৯৮১ (আঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ (রহ.) উম্মে ওয়ারাকা (রাযি.) হইতে (তাঁহারই নিজের ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর জিহাদে যাওয়াকালে উম্মে ওয়ারাকা (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার সঙ্গে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দান করুন। আমি অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করিব; আমার আকাঙ্ক্ষা– আল্লাহ তাআলা আমাকে শহীদ হওয়ার সুযোগ দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিজ গৃহেই থাক; মহান আল্লাহ তোমাকে শহীদ হওয়ার সুযোগ দান করিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'শহীদ মহিলা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি কুরআন শরীফ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন নিজ ঘরে মুয়াজ্জিন রাখার (এবং ঘরে মহিলাদের জন্য জামাতে নামাযের ব্যবস্থা করার)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বাড়িতে তাঁহার খোঁজ-খবর লওয়ার জন্য আসিয়া থাকিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য (এক বৃদ্ধ লোককে) মুয়াজ্জিন নির্ধারিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অনুমতি দিলেন, নিজ বাড়ির মহিলাদের ইমাম হওয়ার। (তিনি ওমর [রাযি.]-এর শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।)

তাঁহার একটি ক্রীতদাস ও একটি ক্রীতদাসী ছিল। তিনি তাহাদের উভয়কে 'মুদাব্বার' করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা আযাদ ও মুক্ত হইয়া যাইবে ইহা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ দাস-দাসীদ্বয় (তাঁহার মৃত্যুর দ্বারা দ্রুত আযাদ ও মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করিল–) রাত্রি বেলায় উভয়ে মিলিয়া তাঁহার নাকে-মুখে চাদর জড়াইয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করত তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। (তাঁহার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হইল– তিনি নিজ গৃহে থাকিয়া শহীদ হইলেন; মজলুম রূপে নিহত হইলে শহীদের দরজা লাভ হইয়া থাকে।)

শাসনকর্তা খলীফা ওমর (রাযি.) ঐ দাস-দাসীদ্বয়কে পাকড়াও করার ঘোষণা জারি করিয়া দিলেন। তাহারা ধৃত হইলে এবং উভয়কে শূলে বসাইয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। মদীনা শহরে ইহাই শূলদণ্ড দানের প্রথম ঘটনা ছিল।

মাসআলা ঃ ইমাম নামায আরম্ভ করিয়া দেওয়ার পর কোন ব্যক্তি উক্ত জামাতে শামিল হওয়ার জন্য উপস্থিত হইলে ইমামকে রুকু, সিজদা, বসা ইত্যাদি যেই অবস্থায় পাইবে সেই অবস্থায়ই ঐ ব্যক্তি ইমামের সাথে শামিল হইয়া নামায আরম্ভ করিয়া নিবে। ইমামের সাথে রুকু না পাইলে সেই রাকাত পাওয়া গণ্য হইবে না, তবুও ইমাম সিজদায় থাকিলে এবং উহা দ্বিতীয় সিজদা হইলেও ইমামের সাথে শামিল হইয়া ঐ এক সিজদাই করিবে। সিজদা হইতে ইমাম দাঁড়াইবার বা বসিবার অপেক্ষা করিবে না। তদ্রূপ ইমামকে বসা অবস্থায় অল্প সময়ের জন্য পাইলেও ঐ বসা অবস্থায়ই ইমামের সাথে শামিল হইবে, দাঁড়াইবার অপেক্ষা করিবে না।

৯৮২ (তিঃ)। হাদীস– মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ وَالْإِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ

"তোমাদের কেহ জামাতে নামাযে শামিল হওয়ার জন্য যখন আসিবে এবং ইমামকে কোন অবস্থায় পাইবে তখন ইমাম যাহা করিতেছে সেও তাহা করিবে।"

মাসআলা ঃ ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি নামায আরম্ভ করিয়া রুকুতে গিয়াছে এবং মুহূর্তকাল হইলেও রুকুতে ইমামের সাথে নিশ্চিতভাবে থাকিয়াছে সেই ব্যক্তি উক্ত রাকাত পাইয়াছে গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐরূপ অল্প মুহূর্তও ইমামের সাথে নিশ্চিতরূপে রুকুতে থাকার সময় পায় নাই– ঐ ব্যক্তি রুকুতে যাওয়ার মুহূর্তেই ইমাম রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া ফেলিয়াছেন; এইরূপ ব্যক্তি সেই রাকাত পায় নাই গণ্য হইবে। অনেকে

www.BANGLAKITAB.com

ইমামের সাথে নিশ্চিতরূপে রুকু পায় নাই নিজে রুকু করিয়া ইমামের সাথে পূর্ণ সিজদাদ্বয়ে শামিল রহিয়াছে ঐ ব্যক্তি উক্ত রাকাত ইমামের সাথে পাইয়াছে গণ্য করিলে তাহার নামায বাতিল হইয়া যাইবে।

৯৮৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهُ شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"তোমরা যখন আমাদের জামাতের নামাযে উপস্থিত হও এবং আমরা সিজদায় থাকি তখন তোমরাও সিজদা করিবে কিন্তু উক্ত সিজদাকে (রাকাত পাওয়া) গণ্য করিও না। আর যে এক রাকাত জামাতে পাইয়াছে সে জামাতের নামায পাইয়াছে।"

৯৮৪ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিয়া থাকিতেন–

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ

"যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) রুকু পাইয়াছে সে পূর্ণ রাকাতই পাইয়াছে। অবশ্য (ইমামের) সূরা ফাতেহার কিরাত যাহার ছুটিয়া গিয়াছে তাহার অনেক কল্যাণ ছুটিয়া গিয়াছে।"

ইমামের জন্য বিভিন্ন মাসআলা

৯৮৫ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মাসউদ আনসারী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

www.BANGLAKITAB.com

"লোকদের মধ্য হইতে তাহাদের ইমাম হইবে ঐ ব্যক্তি যে কুরআন অধিক উত্তম পড়ে। যদি তাহারা কুরআন পড়ায় সমান হয় তবে যে হাদীসের জ্ঞান অধিক রাখে। যদি হাদীসের জ্ঞানে সমান হয় তবে যে হিজরত আগে করিয়াছিল। যদি হিজরত করায় সমান হয় তবে যে বয়সে অগ্রগামী হয়।

আর কোন ব্যক্তির অধিকার স্থানে বা তাহার বাড়িতে অন্য ব্যক্তি তাহার ইমাম হইবে না। (অর্থাৎ ক্ষমতাধিকারী হওয়া বা গৃহস্বামী হওয়া ইহাও ইমাম হওয়ায় অগ্রগণ্যতার একটি সূত্র।) এতদ্ভিন্ন ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত আরাম-কেদারায়ও বসিবে না। হাঁ, তাহার অনুরোধ-অনুমতি হইলে (ইমামও হইতে পারে এবং বসিতেও পারে)।"

❖ ইমাম হওয়ার জন্য অযু-গোসল, পাক-নাপাক ইত্যাদি সহ বহুবিধ মাসআলা-মাসায়েলের জ্ঞান থাকা সর্বপ্রথম প্রয়োজন– ইহা অতি সুস্পষ্ট সত্য। অতএব ইমাম নিযুক্তির অগ্রগণ্যতায় সর্বাগ্রে আলেম হওয়া লক্ষ্যণীয় হইবে– এই সত্য সম্পর্কে দ্বিধার অবকাশ নাই। ইহার পরে অর্থাৎ একাধিক আলেম উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে ইমাম নিযুক্তির অগ্রগণ্যতার মাপকাঠি কি হইবে তাহাই উল্লেখিত হাদীসের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য। সেমতে একজন আলেম যাহার কুরআন পড়া শুদ্ধ বটে কিন্তু কিরাত বিদ্যায় উচ্চমানের তথা পারিভাষিক কারী নহেন। অপর একজন পারিভাষিক কারী এবং মোটামুটি মাসআলা-মাসায়েল জানেন বটে কিন্তু আলেম নহেন– এইরূপ ক্ষেত্রে আলেম ব্যক্তি অগ্রগণ্য হইবেন কারী ব্যক্তির উপর। অবশ্য যেই আলেমের কুরআন পড়া শুদ্ধ নয় সে কখনও ইমাম হইতে পারিবে না; বস্তুত সে আলেমই নহে। তদ্রূপ যে কারী বা হাফেয পাকী-নাপাকী ও নামাযের মাসআলা-মাসায়েল বিস্তারিত ও ভালরূপে জানেই না সেও ইমাম হওয়ার যোগ্য নহে।

৯৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

"ইমাম জামিন (অর্থাৎ যত সংখ্যক মুক্তাদী হইবেব সকলের নামাযের জন্য ইমাম আল্লাহ তাআলার নিকট দায়ী থাকিবেন। ইমামের নামাযে ক্রটি

www.BANGLAKITAB.com

হইলে সকল মুক্তাদীর নামাযেই সেই ক্রটির ক্রিয়া হইবে এবং উহার ক্ষতির বোঝা সকল মুক্তাদীদের তরফ হইতে ইমামের উপর পতিত হইবে।)

আর মুয়াজ্জিন আমানতদার অর্থাৎ জনসাধারণ নামায-রোযার সময় নির্ধারণে মুয়াজ্জিনের আযানের উপর নির্ভর করিবে। সেমতে তাহাদের নামায-রোযা যেন মুয়াজ্জিনের নিকট গচ্ছিত এবং রক্ষিত আমানত। এই আমানত যদি তাহার অবহেলায় খোয়ানি যায় অর্থাৎ নামায রোযা বিনষ্ট হয় তবে সে উহার জন্য দায়ী হইবে। (অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন–) আয় আল্লাহ! ইমামগণকে সঠিক পন্থায় রাখুন (যেন নামাযে ক্রটি না হয়)। আর মুয়াজ্জিনদেরে ক্ষমা করুন। (সময়ের নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার; অবহেলা ব্যতিরেকেও ক্রটি হইয়া গেলে তাহাদেরে ক্ষমা করিয়া দিবেন।)"

যে ব্যক্তির ইমামতে মুক্তাদীগণ অসন্তুষ্ট ইমামতে তাহার বহাল থাকার ভয়াবহ পরিণতি

৮৯৭ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةً رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন প্রকার মানুষের প্রতি লানত-অভিশাপ করিয়াছেন। ১. যে ব্যক্তি কোন স্থানে লোকদের ইমাম হইয়া বসে অথচ তাহারা তাহাকে (ইমামরূপে) পছন্দ করে না। ২. যে মহিলা স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া রাত্রি যাপন করে। ৩. যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি আহ্বান (তথা আযান) শুনিয়াছে তারপরেও আহ্বানে সাড়া দেয় নাই তথা জামাতে উপস্থিত হয় নাই।"

৯৮৮ (তিঃ)। হাদীস– আমর ইবনুল হারেছ (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَانَ يُقَالُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اِثْنَانِ اِمْرَاَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

www.BANGLAKITAB.com

"(নবীজীর আমলে) এই কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, দুই প্রকার মানুষের সর্বাধিক আযাব হইবে। ১. যেই মহিলা স্বামীর অবাধ্য থাকিয়াছে। ২. কোন লোকদের ইমাম– তাহারা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও সে তাহাদের ইমাম হইয়া রহিয়াছে।"

৯৮৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ثَلٰثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلٰوتُهُمْ اٰذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ

"তিন শ্রেণীর মানুষ তাহাদের নামায (আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য উর্ধ্ব পাণে) তাহাদের কানের উপরেও যাইবে না। ১. পলাতক ক্রীতদাস– যাবৎ না মালিকের নিকট ফিরিয়া আসে। ২. যে মহিলা স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া রাত্রি যাপন করে। ৩. যে ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয় অথচ লোকেরা তাহার প্রতি ঘৃণাকারী।"

৯৯০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ صَلٰوةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَّاْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهٗ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَهٗ

"তিন শ্রেণীর লোকের নামায আল্লাহ্ তাআলা কবুল করিবেন না। ১. যে ব্যক্তি কোন লোকদের ইমাম হয় অথচ তাহারা তাহাকে পছন্দ করে না। ২. যে ব্যক্তি ওয়াক্ত খোয়াইয়া নামায পড়ে। ৩. যে ব্যক্তি তাহার মুক্ত করা ক্রীতদাসকে আবদ্ধ রাখে।"

৯৯১ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

ثَلَاثَةٌ لَا تَرْفَعُ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُؤُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهٗ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ

www.BANGLAKITAB.com

"তিন প্রকার মানুষের নামায (আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌছিবার ও কবুল হওয়ার জন্য উর্ধ্বপাণে) তাহাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠানো হইবে না। ১. যে ব্যক্তি কোন লোকদের ইমাম হয় অথচ তাহার প্রতি তাহারা (তাহাকে ইমাম বানাইতে) অসন্তুষ্ট। ২. যে নারী স্বীয় স্বামীকে অসন্তুষ্ট রাখিয়া রাত্রি যাপন করে। ৩. যে দুই (মুসলমান) ভাই পরস্পর সম্পর্ক ছেদন করিয়াছে।"

❖ শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি ইমামের মধ্যে কোন দোষ না থাকে এবং তাঁহার যোগ্যতায়ও ত্রুটি না থাকে তবে উল্লেখিত হাদীসসমূহের মর্ম উক্ত ইমামের প্রতি বাধ্যতামূলকরূপে প্রযোজ্য হইবে না। তদ্রূপই স্ত্রীও শরীয়তের জরুরি হুকুম পালনের দরুন স্বামী অসন্তুষ্ট হইলে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবর্তে স্বামী আল্লাহ তাআলার ক্রোধানলে পতিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে শরীয়তের বাধ্যতাই স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। হাদীস শরীফে আছে– আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারও কথা মানিবে না। অবশ্য স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজন হইলে নফল ইবাদত ত্যাগ করিবে।

মাসআলা ঃ নামাযের পরে দোয়া করায় ইমামের কর্তব্য মুক্তাদীগণকে জড়াইয়া সকলের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের বিভিন্ন কল্যাণ ও মঙ্গলের দোয়া করা। মুনাজাতের সম্পূর্ণ দোয়া শুধু নিজের ব্যাপারে করা ইমামের জন্য অনুচিত। হাঁ, মুক্তাদীগণ সহ সকলের জন্য দোয়ার সাথে নিজের জন্যও দোয়া করিতে পারে।

৯৯২ (তিঃ)। হাদীস– সাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلٰوةِ وَهُوَ حَقِنٌ

"কোন লোকের জন্য জায়েয নয় যে, সে অন্য লোকের ঘরের ভিতরে (কোন ফাঁক বা ছিদ্রপথে) দৃষ্টিপাত করে– যাবৎ না তাঁহার অনুমতি লয়। যদি সে (অনুমতি ব্যতিরেকে) দৃষ্টিপাত করে, তবে সে ঘরে প্রবেশ (করার

www.BANGLAKITAB.com

গোনাহ) করিল। লোকদের ইমাম হইয়া মুক্তাদীগণকে বাদ দিয়া শুধু নিজের জন্য দোয়া করিবে না; যদি ঐরূপ করে তবে তাহাদের প্রতি খেয়ানত করা হইবে। আর পায়খানা-প্রসাবের বেগের সাথে নামাযে দাঁড়াইবে না।"

❖ অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের গৃহে প্রবেশ পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। প্রবেশ না করিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে বাহির হইতে ভিতরে দৃষ্টিপাত করায়ও হাদীস মতে প্রবেশ করার সমান গোনাহ।

সফর বা ভ্রমণ অবস্থায় নামাযের বিভিন্ন বর্ণনা

মাসআলা ঃ বৃষ্টি বর্ষণ সময়ে বা সর্বত্র কাদা হইয়া যাওয়ায় অথবা যে কোন কারণে নামায আদায়ের যোগ্য স্থান পাওয়া সম্ভব না হইলেও নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে। যেসব আরকান-আহকাম আদায় সম্ভব হয় উহা যথারীতি আদায় করিবে, আর যাহা আদায়ের স্থান পাওয়া না যায় উহা সম্ভাব্য আকারে আদায় করিবে।

৯৯৩ (তিঃ)। হাদীস– ইয়ালা ইবনে মুররা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلِهِمْ فَأَذَّنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

"কোন এক সফরে সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা এক অপ্রশস্ত ও অসুবিধাজনক স্থানে পৌছিলেন, ঐ সময় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল এবং তখন বৃষ্টিও হইতে লাগিল– উপর হইতে বৃষ্টি, আর নিচে কাদা-পানি (কোথাও নিয়মিত নামায পড়ার, এমনকি দাঁড়াইবারও সুযোগ নাই)। ঐ অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাহনের উপর থাকিয়াই আযান দিলেন এবং ইকামতও বলিলেন। আর নিজ বাহনের উপর তিনি অগ্রভাগেই থাকিলেন এবং সাহাবীগণেরও নামায আদায়ের সাথে তিনি নামায আদায় করিলেন। নবী

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারার সহিত নামায পড়িতেছিলেন (নিয়মিত রুকু-সিজদা, উঠাবসা করিয়া নামায আদায়ের ব্যবস্থা যানবাহনের উপর করা যায় না)। তিনি সিজদার ইশারা রুকুর ইশারা অপেক্ষা অধিক ঝুকিয়া আদায় করিতেছিলেন।"

❖ ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনের উপর থাকিয়া যানবাহন সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাই নিলেও জামাতে নামায আদায় করা যাইবে না। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ বাহনের উপর ভিন্ন ভিন্ন ইকামত বলিয়া নামায আদায় করিবে– শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানে ইহাই প্রমাণিত। আলোচ্য হাদীসের ঘটনায় নামায জামাতে আদায় করার সুস্পষ্ট বর্ণনা নাই।

ছোট ছোট নৌকায় নামায পড়া হইলে যদি নৌকাগুলি পরস্পর বাঁধিয়া নেয় তবে সমষ্টির উপর জামাত আদায় করিতে পারিবে।

মাসআলা ঃ যে কোন কারণে সঠিক কেবলার দিক অবগত হইতে না পারিলে এবং অবগতির কোন ব্যবস্থা না পাইলে নিজ বিবেক-বিবেচনায় এবং অনুমানে হইলেও কেবলার দিকের ধারণা জন্মাইয়া সেই দিকে নামায আদায় করিবে। সেই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা না করিয়া যথেচ্ছরূপে একদিকে নামায পড়িয়া নিলে সেই নামায হইবে না, এমনকি ঐ দিক বস্তুত কেবলার দিক হইয়া থাকিলেও ঐরূপ নামায শুদ্ধ হইবে না– যদি না অকাট্য প্রমাণে প্রত্যয় হাসিল হয় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে কেবলা ঠিক হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিবেক-বিবেচনা ও অনুমানে কেবলার দিক ধারণা জন্মাইয়া সেই দিকে নামায শেষ করার পর যদি অকাট্যভাবে জানিতে পারে যে, ঐ ধারণা ভুল ছিল, তবুও নামায শুদ্ধ হইয়াছে– নামায পুনঃ পড়িতে হইবে না।

৯৯৪ (তিঃ)। হাদীস– আমের ইবনে রবীয়া (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ اَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلّٰى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلٰى حِيَالِهِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

"আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম– ভীষণ অন্ধকারময় রাত্রে। (নামায পড়ায়) আমরা কেবলা ঠাহর করিতে

www.BANGLAKITAB.com

পারিতেছিলাম না। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুমান ও সাব্যস্তের (কেবলা) দিকে নামায পড়িলাম। ভোর বেলা আমাদের ঐ অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ব্যক্ত করিলাম। তখন (এই মর্মে) আয়াত অবতীর্ণ হইল– (সঠিক কেবলা নির্ধারণ সম্ভব না হওয়ার ক্ষেত্রেও নিজ নিজ সাব্যস্তে) তোমরা যেই দিকেই মুখ করিবে (এবং কেবলা সাব্যস্ত করিয়া নামায পড়িবে) সেই দিকেই আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকিবে।"

মাসআলা ঃ শরীয়তের নির্ধারিত পরিমাণ সফর বা ভ্রমণ অবস্থায় জোহর, আসর, ইশা এই তিন ওয়াক্তের ফরয নামায চার রাকাত স্থলে দুই রাকাত পড়িতে হয়– ইহাকে পরিভাষায় 'কসর' নামায বলা হয়।

৯৯৫ (মোসঃ)। হাদীস– ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ওমর (রাযি.)কে বলিলাম, পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রহিয়াছে– "তোমাদের ভ্রমণ অবস্থায় দোষণীয় হইবে না নামাযে কসর করা যদি তোমরা ভয় কর– কাফেররা তোমাদেরে বিপদে ফেলিবে।"

(৫ পারা ১২ রুকু)

এখন তো মানুষ নিরাপদ; (কাফেরদের তরফ হইতে বিপদের আশঙ্কা মুসলমানদের জন্য নাই, সুতরাং ভ্রমণ অবস্থায় নামায কসর করার বিধান রহিত হওয়া চাই। কারণ উল্লেখিত আয়াতে ভ্রমণ অবস্থায় নামাযে কসরের বিধান কাফেরদের তরফ হইতে বিপদের আশঙ্কার দরুন বলা হইয়াছে)। ওমর (রাযি.) বলিয়াছেন, আপনার ন্যায় আমিও আশ্চর্যবোধ করিয়াছিলাম (যখন অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দ্বারা সমগ্র আরবে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া কাফেরদের তরফ হইতে বিপদের আশঙ্কা বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল)। সেমতে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন–

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"(চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত তথা কসরের সুযোগ–) ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ দান; অতএব তোমরা আল্লাহর দানকে অবশ্যই গ্রহণ কর।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ আদেশবোধক শব্দ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করিয়াছেন– যাহার মর্ম হয় কর্তব্য। সেমতে কসরের স্থলে নামায পুরা না পড়িয়া কসর করাকে হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ সফর অবস্থায় ফরয নামাযেই শুধু কসর হইবে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসমূহে কসর নাই। অবশ্য ফরযের আগে বা পরে যেসব সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আছে– সফর অবস্থায় উহা মুয়াক্কাদা থাকে না; সুন্নাতে যায়েদা তথা ইচ্ছাধীনের সুন্নাতরূপী হইয়া যায়। ফরয আদায়ে সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হইবে অথবা সঙ্গী-সাথীদের অপেক্ষা ও বিরক্তির কারণ হইবে অথবা অন্যের বসার জায়গায় নামায পড়া হইতেছে, দীর্ঘ নামাযে তাহার কষ্ট হইবে– এইসব শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঐ সুন্নাত পড়ায় লিপ্ত হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি এইরূপ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য উল্লেখিত শ্রেণীর ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা হইলে সেই ক্ষেত্রে ঐ সুন্নাত পড়ায় দোষ হইবে না।

৯৯৬ (মোসঃ)। হাদীস– আছেম (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কার পথে আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সঙ্গী ছিলাম। তিনি জোহরের নামায (কসর) দুই রাকাত পড়িলেন। নামায শেষে তিনি অবস্থান স্থলে আসিয়া বলিলেন এবং লক্ষ্য করিলেন, নামায আদায়ের জায়গায় কিছু লোক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকগুলি কি করিতেছে? আমি বলিলাম, তাহারা সুন্নাত নামায পড়িতেছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিলেন–

لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلٰوتِي يَا ابْنَ اَخِيْ اِنِّيْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"যদি আমার (এরূপ গুরুত্বের সহিত) সুন্নাত নামায পড়িতে হইত তবে আমি ফরয নামায পুরাই পড়িতাম। শুন ভাই! আমি সফরে রসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকিয়াছি, তিনি ফরয দুই রাকাতের অধিক কিছু পড়েন নাই। এই নিয়মই তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত চলিয়াছে। আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে থাকিয়াছি তিনিও দুই রাকাত ফরজের অতিরিক্ত পড়েন নাই। ওমর (রাযি.)-এর সাথে থাকিয়াছি তিনিও দুই রাকাতের অতিরিক্ত পড়েন নাই। তারপর উসমান (রাযি.)-এর সাথে থাকিয়াছি তিনিও দুই রাকাতের অতিরিক্ত পড়েন নাই। আর আল্লাহ তাআলা তো বলিয়া দিয়াছেন– আল্লাহর রাসূলের মধ্যে নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম নমুনা বিদ্যমান রহিয়াছে।"

৯৯৭ (তিঃ)। হাদীস– বরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আঠারটি সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকিয়াছি। তাঁহাকে দুই রাকাত নামায ছাড়িতে দেখি নাই– (যাহা পড়িতেন) সূর্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর– জোহরের (ফরজের) পূর্বে।

❖ উল্লেখিত দুই রাকাত নামায 'সালাতুয যাওয়াল' নামে পরিচিত– ইহা নফল নামায।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভ্রমণ অবস্থায় তাহাজ্জুদ নামাযও পড়িতেন। এই শ্রেণীর নফল নামায ভ্রমণ অবস্থায় কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটায় না, উহার আশঙ্কাও হয় না। কারণ এই শ্রেণীর নফল নামায চলিতে থাকিয়া বাহনের পিঠে শুধু ইশারার দ্বারা চলার যে কোন দিকে আদায় করা যায়– এই নিয়মে সুন্নাত-নফল বিধেয়।

৯৯৮ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, বাড়ি থাকা অবস্থায় এবং ভ্রমণ অবস্থায় উভয় অবস্থায় আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িয়াছি। বাড়ি থাকা অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে জোহরের চার রাকাত এবং উহার পরে দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি, আর ভ্রমণ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে জোহরের নামায (ফরয কসর) দুই রাকাত পড়িয়াছি এবং উহার পরে (সুন্নাত) দুই রাকাত পড়িয়াছি। আসরের নামাযও (ভ্রমণ অবস্থায়) দুই রাকাত পড়িয়াছি, উহার পরে আর কিছু পড়ি নাই। আর মাগরিবের নামায উভয় অবস্থায় তিন রাকাত পড়িয়াছি– ভ্রমণ অবস্থায় উহাতে কম করা হয় নাই। উহা দিনের বেজোড়র নামায, উহার পরে (সুন্নাত) দুই রাকাত।

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ ভ্রমণ অবস্থায় অধিক উঠানামায় বিলম্ব ঘটে, অথচ নিতান্ত কোন প্রয়োজন দেখা দিয়াছে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করার অথবা কোন রোগী নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ায় তাহার অতিশয় কষ্ট হয়, সেমতে অধিক বার প্রস্তুতি নিতে অধিক কষ্ট হইবে। কিংবা কাহারও জন্য অযু করা কঠিন অথচ বেশি সময় অযু রক্ষায় সে সক্ষম নহে। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য মাগরিব-ইশা এবং জোহর-আসর দুই দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে তথা একবার উঠানামায়, একবারের প্রস্তুতিতে, এক অযুতে– প্রথম নামায উহার ওয়াক্তের শেষ ভাগে দ্বিতীয় নামায উহার ওয়াক্তের প্রথম ভাগে আদায় করা নির্দোষরূপে জায়েয। স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ নিয়ম দোষনীয় মাকরূহ।

তবে লক্ষ্য অবশ্যই রাখিতে হইবে যেন ওয়াক্ত অতিক্রম করিয়া অথবা ওয়াক্ত আসিবার পূর্বে কোন নামায পড়া না হয়। প্রত্যেক নামায নিজ নিজ ওয়াক্তের সীমাভুক্তরূপে আদায় হয়। এইজন্যই আলোচ্য মাসআলা শুধুমাত্র লাগালাগি ওয়াক্তদ্বয়ের নামাযে রাখা হইয়াছে– জোহর-আসর ও মাগরিব-ইশা। যেই নামাযদ্বয়ের মধ্যভাগে নামাযহীন বা নামায নিষিদ্ধ সময়ের অবস্থান আছে সেইরূপ নামাযদ্বয়ে আলোচ্য মাসআলার সুযোগ রাখা হয় নাই। যথা ফজর-জোহর ও আসর-মাগরিব।

৯৯৯ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصَّلٰوةُ قَالَ سِرْ سِرْ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجَّلَ بِهٖ اَمْرٌ صَنَعَ مَا صَنَعْتُ فَسَارَ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيْرَةَ ثَلَاثٍ

"(আবদুল্লাহ ইবনে ওমর [রাযি.] দূর দেশে ছিলেন; 'ছফিয়্যা' নাম্নী তাঁহার স্ত্রীর অন্তিম শয্যার সংবাদ প্রাপ্তে তিনি দ্রুত মদীনায় উপস্থিতির জন্য যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা বেলা) ইবনে ওমর (রাযি.)-এর মুয়াজ্জিন বলিলেন, নামায! তিনি বলিলেন, চল চল। এমনকি 'শফক' বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিলেন এবং মাগরিবের নামায

www.BANGLAKITAB.com

পড়িলেন। তারপর অপেক্ষা করিলেন– 'শফক' বিলুপ্ত হইলে পর ইশার নামায পড়িলেন।

অতঃপর বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত ভ্রমণের কারণ থাকার ক্ষেত্রে এইরূপই করিতেন যেরূপ আমি করিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ঐ ভ্রমণে এক দিন এক রাত্রে তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন।"

১০০০ (নাঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছিলেন–

اَقْبَلْنَا مَعَ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَارَ بِنَا حَتّٰى اَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ نَسِيَ الصَّلٰوةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلٰوةَ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتّٰى كَادَ الشَّفَقُ اَنْ يَغِيْبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلّٰى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هٰكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ

"আমরা ইবনে ওমর (রাযি.)-এর সঙ্গে মক্কা হইতে (দিনের বেলা) যাত্রা করিলাম। যখন রাত্রের সম্মুখীন হইলাম তখন তিনি ভ্রমণরতই থাকিলেন, এমনকি সন্ধ্যাপূর্ণ হইয়া গেল। আমরা ভাবিলাম, তিনি (মাগরিবের) নামায ভুলিয়া গিয়াছেন। তাই আমরা বলিলাম, নামায! তিনি চুপ থাকিলেন ও চলিতেই থাকিলেন, এমনকি শফক-বিলুপ্তি নিকটবর্তী হইয়া গেল। তখন তিনি অবতরণ করিলেন এবং (মাগরিবের) নামায পড়িলেন। আর ইতিমধ্যেই শফক বিলুপ্ত হইয়া গেল– উহার বিলুপ্তির পর ইশার নামায পড়িলেন। তারপর আমাদের মুখী হইয়া বলিলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকাবস্থায় এইরূপই করিয়াছি– যখন দ্রুত ভ্রমণের প্রয়োজন দেখা দিত।"

❖ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আকাশে পশ্চিম প্রান্তে লাল রং শেষ হইয়া অল্প সময়ের জন্য সাদা বা শুভ্র রেখা পরিদৃষ্ট হয়– উহাকেই 'শফক' বলা হয়। উহার বিলুপ্ত পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। উহা বিলুপ্ত হওয়ার পর মুহূর্ত হইতে ইশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়।

www.BANGLAKITAB.com

লক্ষ্য করুন! আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) দ্রুত ভ্রমণের প্রয়োজন ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি নামায উহার সময়ের নির্ধারিত সীমার ভিতর পড়ায় সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। শফক বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে মাগরিব পড়িয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় মাগরিবের নামায এত বিলম্বে পড়া কঠিন মাকরূহ, ইশার নামাযও সময়ের এইরূপ অগ্রভাগে পড়া সুন্নাতের খেলাফ। কিন্তু ভ্রমণ বা রোগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার জন্য ঐরূপ করা মাকরূহ বা খেলাফে সুন্নাত নহে।

বিভিন্ন সুন্নাত ও নির্ধারিত নফলের বয়ান ও উহার মাসআলা

মাসআলা ঃ মসজিদে জামাত হইতেছে বা জামাত আরম্ভ হওয়ার নিকটবর্তী এমতাবস্থায় ঐ মসজিদে কোন সুন্নাত-নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। এমনকি জোহরের ফরজের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা রহিয়াছে– ঐ অবস্থায় উহা পড়াও নিষেধ। এমনকি যদি কোন প্রকার ভুল বশে উহা আরম্ভ করার পর জামাত আরম্ভ হইয়া যায় তবে চার রাকাত পুরা না করিয়া শুধু দুই রাকাতের বসায় আত্তাহিয়্যাতু পুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে এবং জামাতে শরীক হইবে এবং ফরজের পর এই চার রাকাত পুনঃ পড়িবে। অবশ্য জোহরের সময়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়ায় যদি বিলম্ব হয় এবং দেখে যে, জামাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে চার রাকাত নামায তো পড়া সম্ভব হইবে না, তবে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত পড়া সম্ভব– সেই ক্ষেত্রে দুই রাকাত পড়িয়া নেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ফরজের পরে চার রাকাত পড়িয়া নিবে। জামাত আরম্ভের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত পড়াও সম্ভব মনে না করিলে জামাতের পূর্বে সুন্নাত-নফলের নিয়ত মোটেই করিবে না। অবশ্য ফজরের সুন্নাতের মাসআলা ভিন্ন– উহার বয়ান সম্মুখে আসিতেছে।

১০০১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ

"মসজিদে যখন জামাতে নামায আরম্ভ হইয়া যায় তখন তথায় (ঐ জামাতের) ফরয ভিন্ন কোন (সুন্নাত-নফল) নামায পড়িবে না।"

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ যদি জানা যায় বা আশঙ্কা করা হয় যে, মসজিদে ফজরের জামাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তবে গৃহে বা মসজিদের বাহিরে যে কোন স্থানে সুন্নাত পড়িয়া মসজিদের জামাতে শামিল হইবে। যদি মসজিদে যাইয়া দেখে জামাত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে অথবা আরম্ভ হইতেছে এই ক্ষেত্রেও মসজিদের বাহিরেই সুন্নাত পড়িবে। বাহিরে নামায পড়ার স্থান না থাকিলে মসজিদের বারান্দায় পড়িতে পারে, বারান্দা না থাকিলে জামাতের কাতার বা সারি হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া ঐ সুন্নাত পড়িবে।

জামাত হওয়া অবস্থায় কাতার বা সারিতে দাঁড়াইয়া সুন্নাত নামায পড়া মাকরূহে তাহরিমী। এমনকি যদি জামাতের কাতার ভিন্ন নামায পড়ার কোন স্থান না থাকে তবে সুন্নাত না পড়িয়া জামাতে শরীক হইয়া যাইবে।

অবশ্য জামাত হওয়াকালীন ফজরের সুন্নাত পড়ার অবকাশ থাকে যদি সুন্নাত পড়িয়া এক রাকাত জামাতে পাওয়ার পূর্ণ ভরসা থাকে। কাহারও মতে শুধু বৈঠকে জামাত পাওয়ার ভরসা থাকিলেও সুন্নাত পড়িয়া লইবে। পক্ষান্তরে যদি সুন্নাত পড়িলে জামাতের কোন অংশই পাওয়ার ভরসা না থাকে তবে সুন্নাত না পড়িয়া জামাতে শরীক হইয়া যাইবে।

জামাতের জন্য যদি ফজরের সুন্নাত ছুটিয়া যায় তবে উহা পরে পড়ার সুযোগ থাকে না। কারণ ফজরের ফরয আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সকল প্রকার সুন্নাত-নফল নামায নিষিদ্ধ। কাহারও মতে সূর্যোদয়ের পর দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত উহা পড়িয়া নেওয়া ভাল।

১০০২ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّيْ وَقَدْ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا اَحَطْنَا بِهٖ نَقُوْلُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِيْ يُوْشِكُ اَنْ يُصَلِّيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ اَرْبَعًا

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মসজিদের মধ্যে) এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলেন– সে নামায পড়িতেছিল অথচ তখন ফজর

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের ইকামত হইতে ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে (চলার পথে) কিছু বলিলেন– আমরা উহা বুঝিতে পারিলাম না। নামায সমাপ্তে আমরা ঐ ব্যক্তিকে ঘিরিয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে কি বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, অচিরেই তোমাদের কেহ ফজর নামায (ফরয) চার রাকাত পড়িবে।"

অর্থাৎ মসজিদের ভিতরে– তাহাও অতি সংযতভাবে জামাতের সারিস্থল হইতে আড়ালে ও ব্যবধানে নয়– এইরূপে সুন্নাত দুই রাকাত ও ফরজ দুই রাকাত লাগালাগি পড়ায় ফজরের ফরয চার রাকাত মনে করার আকৃতি সৃষ্টি হয়; এইরূপে সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ; যাহা উপরে মাসআলার মধ্যে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

১০০৩ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছারজেছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فُلَانُ بِاَىِّ الصَّلٰتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ اَبِصَلٰوتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بِصَلٰوتِكَ مَعَنَا

এক ব্যক্তি মসজিদে আসিল, ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায (জামাতে) পড়িতেছিলেন– এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি মসজিদের এক পার্শ্বেই দুই রাকাত সুন্নাত নামায পড়িল, অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জামাতে শামিল হইল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরিয়া ঐ ব্যক্তিকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, তুমি ফজরের (ফরয) নামায কোনটিকে গণ্য করিয়াছ– একা পড়াটা না আমার সঙ্গে পড়াটা?"

❖ ঐ ব্যক্তি জামাত হইতেছে অবস্থায় সুন্নাত পড়িয়াছেন জামাত সংলগ্ন স্থানে– যথা জামাতের সারি বরাবর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া; নতুবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকিয়া স্বাভাবিকভাবে তাহাকে

www.BANGLAKITAB.com

কিরূপে দেখিতে পারেন? আর জামাত সংলগ্নে সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ– তাহাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগের সাথে প্রকাশ করিয়াছেন।

১০০৪ (তিঃ)। হাদীস– কায়স (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِىْ اُصَلِّىْ فَقَالَ مَهْلًا يَا قَيْسُ اَصَلَاتَانِ مَعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قَالَ فَلَا اِذًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া (মসজিদে) আসিলেন; নামাযের ইকামত বলা হইল। আমি হযরতের সাথে ফজর নামায পড়িলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামায সমাপ্তে নিজ স্থান হইতে) ফিরিলেন– তখন দেখিতে পাইলেন, আমি নামায আরম্ভ করিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে কায়স! থাম; এক সঙ্গে দুই বার নামায পড়িতেছ? আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়িয়াছিলাম না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবুও নয়। অর্থাৎ ফজরের সুন্নাত না পড়িয়া থাকিলে তাহাও এই সময়ে পড়িবে না।"

❖ এই হাদীসের শেষ বাক্যটির অর্থ এইরূপও করা হয়– 'তাহা হইলে দোষ নাই'। অপর অর্থও অতি সুস্পষ্ট যাহা লেখা হইয়াছে– 'তবুও নয়'। পরবর্তী হাদীসের সামঞ্জস্যে এই দ্বিতীয় অর্থকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা যায়।

১০০৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত দুই রাকাত পড়ে নাই, সে ঐ দুই রাকাত সূর্যোদয়ের পরে পড়িবে।"

১০০৬ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

"ফজরের (সুন্নাত) দুই রাকাতের মূল্য সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব ধন-সম্পদ অপেক্ষা বেশি।"

১০০৭ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى شَاْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَهُمَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার সময়ের (তথা ফজরের সুন্নাত) দুই রাকাত নামায সম্পর্কে বলিয়াছেন, নিশ্চয় এই দুই রাকাত নামায আমার নিকট সমস্ত দুনিয়ার সম্পদ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।"

১০০৮ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُوْهُمَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, (ফজরের) দুই রাকাত সুন্নাতকে ছাড়িও না– যদিও (তোমরা যুদ্ধের ময়দানে থাক এবং শত্রু দলের) ঘোড়া তোমাদের পিষ্ট করিবে– আশঙ্কা হয়।"

মাসআলা ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রত্যেক ওয়াক্তেরই আগে-পরে সুন্নাতে যায়েদা বা বিশেষ নফল আছে। কিন্তু সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আসর ভিন্ন অন্য ওয়াক্তসমূহে আছে– যাহা সর্বমোট বার রাকাত; হাদীসে উহার নির্ধারণও রহিয়াছে। উহা আদায়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

১০০৯ (মোসঃ)। হাদীস– নবীপত্নী উম্মে হাবিবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন–

مَا مِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يُصَلِّىْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ اِلَّا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতি দিন বার রাকাত নামায পড়িবে অতিরিক্ত– ফরজ ভিন্ন, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করিবেন।"

www.BANGLAKITAB.com

১০১০ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে শকীক (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাযি.)কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরযের অতিরিক্ত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–

كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ... ... وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"আমার গৃহে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন, অতঃপর গৃহ হইতে বাহির হইতেন– (মসজিদে যাইয়া) লোকদের সমেত (জোহর) নামায পড়িতেন। তারপর গৃহে আসিতেন এবং দুই রাকাত পড়িতেন। আর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সমেত মাগরিবের নামায পড়িতেন তারপর আমার গৃহে প্রবেশ করিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন। লোকদের সমেত ইশার নামায পড়িয়াও আমার গৃহে আসিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন।... ... আর সুবহে সাদিক উদিত হইলে পর (আমার গৃহে ফজরের সুন্নাত) দুই রাকাত পড়িতেন।"

১০১১ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

"যেই ব্যক্তি বার রাকাত বিশেষ সুন্নাত নামায সর্বদা পড়ায় অভ্যস্ত হইবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতে একটি বিশেষ গৃহ তৈরি করিবেন। জোহরের পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। ইশার পরে দুই রাকাত। ফজরের পূর্বে দুই রাকাত।"

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ জোহরের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আছে, উহা এক সালামে পড়িতে হইবে এবং উহা জোহরের ফরযের পূর্বেই পড়িতে হইবে। জামাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে উহা পড়িতে না পারিলে জামাতের পরে পড়িতে হইবে কিন্তু উহার সেই সওয়াব ও ফযীলত হাসিল হইবে না, যাহা হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। উপরে উল্লেখিত হাদীসে এই চার রাকাত সহ বার রাকাত সর্বদা পড়ার যে ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে এবং বিশেষভাবে এই চার রাকাতের যে ফযীলত সম্মুখের বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ আছে– সেই সব ফযীলত ও সওয়াব এই চার রাকাত জোহরের ফরযের পূর্বে পড়ার শর্তে; অন্যথায় উহা সাধারণ সুন্নাত-নফল পরিগণিত হইবে। অতএব এই চার রাকাত জোহরের ফরযের পূর্বে পড়িতে হইবে– সেই লক্ষ্য রাখায় সর্বদা বিশেষ যত্নবান থাকা চাই।

১০১২ (তিঃ)। হাদীস– উম্মে হাবিবা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلّٰى قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى النَّارِ

'যে ব্যক্তি জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত নামায পড়িবে আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে দোযখের জন্য হারাম করিয়া দিবেন।'

❖ পরের চার রাকাত দুই দুই রাকাত দুই সালামে উত্তম।

১৩১৩ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) নামায না পড়িয়া থাকিলে উহা ফরযের পরে পড়িতেন।"

১০১৪ (আঃ)। হাদীস– আবু আইউব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ

www.BANGLAKITAB.com

"জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত (সুন্নাত) নামায আছে; উহার মধ্য ভাগে সালাম নাই– উক্ত চার রাকাত নামাযের জন্য আসমানের সকল দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়।"

❖ অর্থাৎ উক্ত নামায আল্লাহ্ তাআলার নিকট অতিশয় পছন্দনীয়, তাই উহা আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার যথাস্থানে দ্রুত পৌছিবার পথ সুগম করণার্থে আসমানের সব দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

১০১৫ (ইঃ)। হাদীস– হযরত কাবস (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আমাকে আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট পাঠাইলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য যে–

أَيُّ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ اَنْ يُّوَاظِبَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন নামাযকে সদা আদায় করিয়া যাওয়া সর্বাধিক ভালবাসিতেন? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকাত নামায পড়িতেন। উহাতে দীর্ঘ সময় (কিরাত পড়ায়) দাঁড়াইতেন এবং সুন্দররূপে রুকু-সিজদা করিতেন।"

১০১৬ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَاتَتْهُ الْاَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় জোহরের আগের চার রাকাত (সুন্নাত নামায) ছুটিয়া গেলে উহা জোহরের পরের দুই রাকাতের পরে পড়িতেন।"

মাসআলা ঃ পূর্ব বর্ণিত বার রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা ছাড়া কতিপয় সুন্নাতে যায়েদা নামায আছে। উহার মধ্যে কিছু আছে নির্ধারিত সময়ের

www.BANGLAKITAB.com

জন্য, কিছু আছে নির্ধারিত অবস্থার জন্য, আর একটি আছে নির্ধারিত বিশেষ ফযীলতের জন্য।

প্রথম শ্রেণী, যথা– ১. সালাতুল ইশরাক। ২. সালাতুজ জোহা। ৩. সালাতুল যাওয়াল। ৪. আসরের পূর্বে। ৫. সালাতুল আওয়াবিন। ৬. ইশার পরে। ৭. শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায।

দ্বিতীয় শ্রেণী, যথা ১. সালাতুত তাওবা। ২. সালাতুল হাজত। ৩. সালাতুশ শুকর। ৪. সালাতুল কাযা। ৫. সালাতুল কুদুম। ৬. তাহিয়্যাতুল অযু। ৭. তাহিয়্যাতুল মসজিদ। ৮. সালাতুল ইস্তিখারা। আর বিশেষ ফযীলতের জন্য হইল– সালাতুত তাসবীহ। এই সকল নামায কোন প্রকার নির্ধারণ ব্যতিরেকে শুধু নফলের নিয়তে পড়াই যথেষ্ট।

❖ 'সালাতুল ইশরাক' ও 'সালাতুজ জোহা'। 'জোহা' শব্দের আভিধানিক অর্থ ইশরাকও শামিল হয়– এই সূত্রেই হাদীসে শুধু 'জোহা' নামই দেখা যায়। কিন্তু বস্তুত 'জোহা' শব্দের অর্থ যে দীর্ঘ সময়টুকু বুঝায় উহার প্রথম অংশে এবং শেষ অংশে দুইটি নামায হাদীসে প্রমাণিত আছে, তাই সাধারণ লোকের সহজ বোধের জন্য প্রথমটির নাম 'ইশরাক' রাখা হইয়াছে। ইশরাকের নামায দুই অথবা চার রাকাত। আর জোহর নামায দুই, চার, আট অথবা বার রাকাত পড়া যায়।

উদিত সূর্যের লাল বর্ণ পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়ার পর হইতে মোটামুটি হিসাব মতে ছোট-বড় দিন দৃষ্টে ৮টা ৩০ মিনিট অথবা ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত 'ইশরাক' পড়া হইবে। উহার পর হইতে ঐরূপ হিসাবেই ১১টা ৩০ মিনিট অথবা ১১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত 'জোহা' পড়া উত্তম। এইরূপ ব্যবধানে দুইটি নামায হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত আছে।

১০১৭ (ইঃ)। হাদীস– আছেম ইবনে জমরা (রহ.)-এর বর্ণনা–

سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَا تُطِيْقُوْنَهُ فَقُلْنَا اَخْبِرْنَا بِهِ فَاَخُذُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلٰوةِ

www.BANGLAKITAB.com

الْعَصْرِ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِى مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هٰهُنَا يَعْنِىْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُنَا قَامَ فَصَلّٰى أَرْبَعًا ... ...

"আমরা আলী (রাযি.)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার বিশেষ নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা উহার অনুসরণে সাধ্যবান হইবে না। আমরা বলিলাম, আপনি আমাদেরকে উহা জ্ঞাত করুন; আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী উহা হইতে গ্রহণ করিব। আলী (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর অপেক্ষা করিতেন– সূর্য যখন পূর্ব দিকে ঐ পরিমাণ উপরে উঠিত যেই পরিমাণ উপরে থাকে আসর নামায পড়ার সময় পশ্চিম দিকে তখন দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন। আবার অপেক্ষা করিতেন– সূর্য যখন পূর্ব দিকে ঐ পরিমাণ উপরে উঠিত যেই পরিমাণ উপরে থাকে জোহর নামায পড়ার সময় পশ্চিম দিকে তখন আবার দাঁড়াইতেন এবং চার রাকাত নামায পড়িতেন। আর জোহরের পূর্বে সূর্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার সাথে সাথে চার রাকাত নামায পড়িতেন, জোহরের (ফরজের) পরেও দুই রাকাত পড়িতেন এবং আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। এই চার রাকাতের মধ্য ভাগে (তথা দুই রাকাতের মাথায় নামায সমাপ্তির সালাম তো ফিরিতেন না, কিন্তু) ফেরেশতাগণ, নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারী মুমিন মুসলমানগণের প্রতি সালাম (যাহা আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে আছে উহা) পড়িতেন অর্থাৎ মধ্য ভাগে বৈঠক করা পূর্বক চার রাকাত এক সঙ্গে পড়িতেন। আলী (রাযি.) বলিলেন, দিনের বেলায় এই ষোল রাকাত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল ছিল। কম লোকেই সর্বদা ইহা পালন করিয়া যাইতে পারে।"

হাদীস বর্ণনাকারী আছেম (রহ.)-এর শাগরিদ আবু ইসহাক হইতে শ্রবণকারী হাবীব ইবনে আবু ছাবেত (রহ.) এই হাদীস শ্রবণে বলিলেন, হে আবু ইসহাক! আপনার এই মসজিদ ভরা স্বর্ণও যদি আমাকে দিতেন তবুও

www.BANGLAKITAB.com

আমি ঐ পরিমাণ সন্তুষ্ট হইতাম না যে পরিমাণ সন্তুষ্ট হইলাম এই হাদীসখানা পাইয়া। (তিরমিযী শরীফ ৭৭ পৃষ্ঠায়ও এই হাদীস বর্ণিত আছে।)

১০১৮ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহর নামায ৪ রাকাত পড়িতেন। অনেক সময় আরও বেশি পড়িতেন– যে পরিমাণ আল্লাহর মঞ্জুর হইত।'

১০১৯ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّىْ لَاُسَبِّحُهَا وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জোহার নফল নামায পড়িতে দেখার সুযোগ আমার কখনও হয় নাই। কিন্তু আমি অবশ্যই উহা পড়িয়া থাকি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি এইরূপ ছিল যে, কোন একটি বিশেষ আমল করাকে তিনি ভালবাসেন– এতদসত্ত্বেও তিনি ঐ আমলটি (সদা না করিয়া সময়ে উহা) করা হইতে বিরত থাকেন; এই ভয়ে যে, (তিনি সদা উহা করিতে থাকিলে) লোকেরাও করিতে থাকিবে; ফলে উহা তাহাদের উপর ফরয করিয়া দেওয়া হইতে পারে।"

❖ আয়েশা (রাযি.) অবগত ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহার নামায পড়েন এবং তিনি উহাকে ভালবাসেন। তাই আয়েশা (রাযি.) অবশ্যই উহা পড়িতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাযকে ভালবাসা সত্ত্বেও সব সময় পড়িতেন না, ইচ্ছাপূর্বক বিরতও থাকিতেন। তাই আয়েশা (রাযি.)-এর সুযোগ হয় নাই তাঁহাকে ঐ নামায পড়িতে দেখার। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রাযি.)-এর গৃহে থাকার পালা আসিত ৭/৮ দিন পর পর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা (রাযি.) জোহার নামায পড়িতে

www.BANGLAKITAB.com

দেখেন নাই, হয়ত এক কালে তিনি উহা অবগতও ছিলেন না; তাই কোন কোন হাদীসে দেখা যায় আয়েশা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতে জোহা পড়াকে অস্বীকার করিয়াছেন। পরে অবশ্যই তিনি অবগত হইয়াছে– তাহাই ১০১৮ নং হাদীসে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তিনি ইহাও অবগত হইয়াছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাযকে ভালবাসেন, তাই সদা উহা না পড়ার কারণ আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে ব্যক্ত করিয়াছেন।

১০২০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى

"তোমাদের প্রত্যেকের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের) প্রতিটি জোড়ের উপর সকাল বেলায় এক একটি সদকা জরুরি হয় (যেহেতু রাত্রের দীর্ঘ সময় ঐসব জোড়সমূহ চালনাহীন থাকার পর ভোর বেলায় চলমান হইয়াছে– যাহা না হইলে দুঃখ-যাতনার সীমা থাকিত না, তাই উহার শুকরিয়া আদায়ে সদকার প্রয়োজন)। অবশ্য প্রতিটি 'সুবহানাল্লাহ' একটি সদকা, প্রতিটি 'আলহামদুলিল্লাহ' একটি সদকা, প্রতিটি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একটি সদকা, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' একটি সদকা এবং প্রতিটি ভাল কাজের আহ্বান একটি সদকা ও প্রতিটি খারাপ কাজে বাধা দান একটি সদকা গণ্য হইয়া থাকে। আর এই সবের স্থলে যথেষ্ট হইয়া যায় শুধু দুই রাকাত নামায যাহা পড়িবে জোহার সময়।"

❖ মোসলেম শরীফেই যাকাত অধ্যায়ের হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেক মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সর্বমোট ৩৬০টি জোড় আছে। সেমতে প্রত্যেকের উপর প্রতি ভোর বেলা ৩৬০টি সদকা প্রবর্তিত হইবে, সুতরাং

www.BANGLAKITAB.com

সুবহানাল্লাহ ইত্যাদি পড়িলেও ৩৬০ বার পড়িতে হইবে। জোহার দুই রাকাত নামায ৩৬০টি সদকার সম-পরিমাণ গণ্য হইয়া থাকে।

❖ আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় এই হাদীসে সদকারূপে আরও দুইটি আমলের উল্লেখ আছে–

إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ

"চলাচলের পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করা একটি সদকা এবং স্ত্রী সহবাস একটি সদকা পরিগণিত হয়।"

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে একটি প্রশ্নোত্তরও উল্লেখ রহিয়াছে–

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَحَدُنَا يَقْضِىْ شَهْوَتَهُ وَتَكُوْنُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِىْ غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ

"সাহাবীগণ আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কেহ নিজ কামরিপু চরিতার্থ করিবে– উহা তাহার জন্য সদকা গণ্য হইবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বলত– এই কাজ যদি সে অবৈধ স্থলে করিত তবে তাহার গোনাহ হইত না কি? অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী হইতে বাঁচিবার নিয়তে সে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করে এবং তাহাকে ব্যবহার করে; অতএব এই স্ত্রী ব্যবহারও তাহার পক্ষে সদকা পরিগণিত হইবে।

১০২১ (মোসঃ)। হাদীস– কাসেম শায়বানী (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযি.) কিছু লোককে দেখিতে পাইলেন– তাহারা জোহার নামায (অপেক্ষাকৃত সময়ের অগ্রভাগে) পড়িতে ছিল। তখন তিনি বলিলেন, এই লোকগণ নিশ্চয় জানেন যে, এই নামায এই সময়ে নয়; ভিন্ন সময়ে উত্তম। কারণ–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– খোদাভক্ত লোকগণের (এই জোহা বা চাশতের) নামায ঐ সময় হয় যখন রৌদ্রের

www.BANGLAKITAB.com

তাপে মাঠের বালু এরূপ গরম হয় যে, বাচ্চা উটের পা পুড়িয়া উঠে।" (সালাতুল লাইলের বয়ান অধ্যায়)

❖ গরম বালুর উপর চলায় বয়স্ক উটের কষ্ট হয় না; উটকে আল্লাহ তাআলা মরুভূমির বাহনরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্য কচি বয়সের বাচ্চা উট দুর্বল থাকে বিধায় উহার পা পূর্ণ শক্ত ও সক্ষম হয় না।

আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সূর্যে প্রচুর তাপ সৃষ্টির পরই সালাতুজ জোহার ওয়াক্ত হয়।

১০২২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ

"যেই ব্যক্তি বার রাকাত জোহার– চাশতের নামায পড়িবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে স্বর্ণে নির্মিত বিশেষ একটি প্রাসাদ তৈরি করিবেন।"

১০২৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) এবং আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার এই বাণী বয়ান করিয়াছেন–

اِبْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوَّلَ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهٗ

"হে আদম তনয়! তুমি দিনের প্রথম ভাগে আমার উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামায পড়িয়া নাও; আমি তোমার জন্য দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত যথেষ্ট হইয়া থাকিব।"

১০২৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَ لَهٗ ذُنُوْبُهٗ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যেই ব্যক্তি জোহা বা চাশতের দুই রাকাত নামায সদা আদায়কারী হইবে তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে– যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণের হয়।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ ঔষধের জন্য অনুপান হয়– যাহা ব্যতিরেকে ঔষধের ক্রিয়া হয় না; অনুপানের অভাবে ঔষধের ক্রিয়া না হওয়া ইহা ঔষধের ত্রুটি গণ্য হয় না। তদ্রূপ চাশতের নামায দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তাওবা শর্ত; কবীরা গোনাহের ক্ষেত্রে তাওবা অনুপান স্বরূপ। অবশ্য সগীরা গোনাহ তাওবা ব্যতিরেকেও চাশতের নামায দ্বারা মাফ হইবে– যেমন কোন কোন ঔষধে কঠিন রোগের জন্য বিশেষ অনুপানের প্রয়োজন হয়, মামুলী রোগের জন্য উহার প্রয়োজন হয় না।

১০২৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُصَلِّىْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে অনবরত চাশতের নামায পড়িয়া থাকিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম– হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আর ত্যাগ করিবেন না। আবার সময়ে উক্ত নামায হইতে বিরতিও দিতে থাকিতেন, এমনকি আমরা ভাবিতাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায আর পড়িবেন না।

১০২৬ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতে পড়িবে অতঃপর বসিয়া আল্লাহর যিকির করিবে সূর্য পূর্ণ উদিত হওয়া পর্যন্ত, তারপর দুই রাকাত নামায পড়িবে তাহার সওয়াব সমপরিমাণের হইবে একটি হজ্জের ও একটি ওমরার– পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ হজ্জের ও ওমরার সওয়াব লাভ হইবে।"

১০২৭ (আঃ)। হাদীস– মুআয ইবনে আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى لَا يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যেই ব্যক্তি ফজরের নামায সমাপ্তে নিজ নামায স্থানেই বসিয়া থাকিবে জোহার দুই রাকাত নামায পড়া পর্যন্ত এবং মধ্যভাগে উত্ত বাক্য-বচন ব্যতীত কোন কথা না বলিবে; তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা অপেক্ষা অধিক পরিমাণের হয়।"

❖ এই হাদীসে দুইটি শর্ত উল্লেখ হইয়াছে– ১. ফজর নামায পড়ার স্থানে বসিয়া থাকিবে জোহার নামায পড়া পর্যন্ত। ২. ফজর নামাযের পর হইতে জোহার নামায পড়া পর্যন্ত মধ্যভাগে সওয়াবের বাক্য-বচন বা অতি জরুরি সাংসারিক কথা ব্যতীত কোন কথা না বলিবে। এই শর্তদ্বয় পালিত হইলে সেই জোহার নামাযে ফযীলত ও সওয়াব অনেক বেশি হইবে– তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই শর্তদ্বয় ছাড়াও জোহার নামাযের পূর্ণ সওয়াব নিশ্চয় লাভ হইবে। কারণ জোহার নামাযের ফযীলত ও সওয়াব বর্ণনায় বেশির ভাগ হাদীসে শর্তের উল্লেখ নাই।

এতদ্ভিন্ন 'জোহা' শব্দের পরবর্তী প্রচলিত অর্থে যদিও চাশতের নামাযকে বুঝায়– যাহার সময় কম-বেশ নয় ঘটিকা হইতে আরম্ভ হয় কিন্তু এই শব্দের আভিধানিক প্রয়োগ পরবর্তী প্রচলিত নাম 'ইশরাক'কেও শামিল করে– যাহার সময় উদিত সূর্যের লালবর্ণ পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পর হইতেই আরম্ভ হয়। অতএব উল্লেখিত শর্তদ্বয়ের সহিত ইশরাকের নামায আদায় করিলে এই হাদীসে বর্ণিত ফযীলত লাভ হইবে।

১০২৮ (মেঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.)-এর আমল–

أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُوْلُ لَوْ نُشِرَ لِيْ أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهَا

"আয়েশা (রাযি.) আট রাকাত চাশতের নামায পড়িতেন এবং তিনি বলিতেন, যদি আমার জন্য আমার মৃত মাতা-পিতা জীবিত হইয়া আসেন, তবুও আমি (তাঁহাদের সাক্ষাতের জন্য) এই নামায ছাড়িব না।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ 'সালাতুজ জাওয়াল' জোহর নামাযের ফরযের পূর্বে যে চার রাকাত সুন্নাত আছে উহা ভিন্ন বরং জোহর নামায পড়ার প্রস্তুতিরও পূর্বে– সূর্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার সাথে সাথে চার রাকাত নামায ইহাই 'সালাতুজ জাওয়াল'।

১০২৯ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছায়েব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَّصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলিয়া যাওয়ার পরই জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়িতেন। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, ইহা এমন একটি সময় যখন আসমানের দরওয়াজাসমূহ খোলা হইয়া থাকে। (আল্লাহর রহমত অবতরণ করার এবং মানুষের নেক আমল কবুল হওয়ার স্থান বিশেষে পৌঁছিবার জন্য।) তাই আমি পছন্দ করি যে, এই সময়ে আমার একটি নেক আমল উপরে উঠুক।" (৬৩ পৃষ্ঠা)

১০৩০ (তিঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ صَلَاةِ السَّحَرِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةَ

"চার রাকাত নামায জোহরের পূর্বে সূর্য ঢলিবার সাথে সাথে উহা শেষ রাত্রের তথা তাহাজ্জুদের নামায হইতে ঐ পরিমাণের সমতুল্য পরিগণিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকে।" (২–১৪১ পৃষ্ঠা)

❖ অনেকের মতে উভয় হাদীসে বর্ণিত নামায জোহরের সুন্নাত ভিন্ন একটি নফল নামায– যাহাকে 'সালাতুজ জাওয়াল' বলা হইয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

❖ 'আসরের পূর্বে চার রাকাত' এই নামাযটি সুন্নাতে যায়েদা বা বিশেষ নফল।

১০৩১ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়িতেন, (দুই রাকাতের) মধ্যভাগে (নামায শেষ করার সালাম করিতেন না। হাঁ আল্লাহ্ তাআলার) নৈকট্যধারী ফেরেশতা এবং তাঁহাদের শ্রেণীর (নেককার) মুমিন-মুসলমানগণের প্রতি সালাম পড়িতেন।"

❖ উক্ত চার রাকাত নামায এক তাহরিমা ও এক সালামের সাথে পড়িতে হইবে। দুই রাকাতের উপর নিয়মিত প্রথম বৈঠক হইবে– উহাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়া হয়; যাহার মধ্যে আছে– 'আস-সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন"। ইহার অর্থ– সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি। এ স্থানে 'আল্লাহর নেক বান্দা' বলার উদ্দেশ্য ফেরেশতাগণ ও নেককার মুসলমানগণ; এক হাদীসে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে। সেমতে উল্লেখিত বাক্যের মর্ম হইল– 'সালাম আমাদের প্রতি এবং ফেরেশতাগণ ও নেককার মুসলমানগণের প্রতি'। আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে এই সালামের বাক্য সম্পর্কেই বলা হইয়াছে। ইহা আত্তাহিয়্যাতের একটি বাক্য যাহা প্রথম বৈঠকেও পড়া হইয়া থাকে।

১০৩২ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন– আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি যে আসরের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়ে।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ার সময় না হইলে দুই রাকাত পড়িবে।

১০৩৩ (আঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে আসরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।"

❖ 'সালাতুল আওয়াবিন' ইহার অর্থ আল্লাহভক্তগণের নামায। এই নামে যেই নামায উদ্দেশ্য করা হয় উহার জন্য এই নাম কোন হাদীসে দেখা যায় না। নেক লোকদের মুখ চর্চায় এই নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য মাগরিবের পরে ছয় বা বিশ রাকাত বিশেষ নফল নামায।

১০৩৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

"যেই ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়িবে– উহার মধ্যভাগে কোন মন্দ কথা না বলিবে, তাহার জন্য এই নামায বার বৎসর ইবাদতের সমপরিমাণ গণ্য করা হইবে।"

১০৩৫ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"যেই ব্যক্তি মাগরিবের পরে বিশ রাকাত নামায পড়িবে আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ প্রাসাদ তৈরি করিবেন।"

❖ 'ইশার পর বিশেষ নফল'– ইশার পর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা দুই রাকাত নির্ধারিত আছে। এতদ্ভিন্ন ইশার নামায হইতে গৃহে আসিয়াও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার বা ছয় রাকাত বিশেষ নফল পড়িয়া থাকিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

১০৩৬ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ اِلَّا صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطْعًا فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى ثُقْبٍ فِيْهِ يَنْبَعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَاَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْاَرْضَ بِشَيْءٍ مِّنْ ثِيَابِهِ قَطُّ

“যতবারই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায পড়িয়া আমার গৃহে আসিয়াছেন প্রত্যেক বারই চার বা ছয় রাকাত নামায পড়িয়াছেন। (এই প্রসঙ্গে আয়েশা [রাযি.] ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন–) একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল (ইশার পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে আসিলেন; তিনি ঐ নামায পড়িবেন। আমার গৃহে খেজুর পাতার চালা, বৃষ্টি পানি ঘরে জমিয়াছে, তাই তাঁহার নামায পড়ার জন্য) আমি একটি চামড়া বিছাইয়া দিলাম। আমি দেখিতেছিলাম, ঐ চামড়ার একটি ছিদ্র পথে পানি উপরের দিকে উঠিতেছে। (এইরূপ অবস্থায়ও নামাযের মধ্যে) আমি কখনও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি নাই, তাঁহার কাপড়ের কোন অংশ বাঁচাইয়া রাখিতে।”

❖ শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযের বয়ান সুদীর্ঘ– উহা পরে বর্ণিত হইবে।

❖ সালাতুত তাওবা ইহাকে সালাতুল ইস্তিগফারও বলা হয়।

১০৩৭ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, আবু বকর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ الاٰية

“যে কোন ব্যক্তি কোন গোনাহ করিয়া ফেলে অতঃপর সে (তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য) প্রস্তুত হয় এবং (উত্তমরূপে অযু করিয়া) পবিত্রতা হাসিল পূর্বক (দুই রাকাত) নামায পড়ে, তারপর সে আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমা

www.BANGLAKITAB.com

প্রার্থনা করে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেন। এই বলিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - اُولٰۤئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

"(মাগফেরাত ও জান্নাত বা বেহেশত লাভকারী শ্রেণীর বর্ণনা দানে আল্লাহ তাআলা বলেন—) যাহাদের মধ্যে এই গুণ আছে যে, যখন তাহারা কোন গোনাহের কাজ করিয়া বসে বা নিজের (পরকালীন) কোন ক্ষতি করিয়া বসে তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণে আনিয়া স্বীয় গোনাহের মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রার্থনা করে; (আল্লাহর নিকট তাহাদের এই প্রার্থনা নিতান্তই যথাযথ। কারণ) আল্লাহ ভিন্ন গোনাহ ক্ষমাকারী আর কে আছে? এবং তাহারা জানিয়া বুঝিয়া স্বীয় কৃত গোনাহের উপর বসিয়া থাকে না। এই শ্রেণীর লোকদের প্রতিদান নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদের পরওয়ারদেগারের নিকট মাগফেরাত-ক্ষমা এবং বেহেশতের বাগ-বাগিচা— যাহার বৃক্ষরাজির তলদেশ দিয়া বহু নদ-নদী প্রবাহমান থাকিবে। তাঁহারা তথায় চিরনিবাসী হইয়া থাকিবেন, সৎকর্মীদের প্রতিদান কতইনা সুন্দর হয়! (৪ পারা, ৫ রুকু)

❖ আল্লাহ-স্মরণের প্রধানতম পন্থা হইল, নামায; নামাযের পর ক্ষমা প্রার্থনা হইল সেই ক্ষেত্রে মাগফেরাত বা ক্ষমার অঙ্গীকার দিয়াছেন প্রভু-পরওয়ারদেগার এই আয়াতে, তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বক্তব্যের প্রমাণরূপে ইহা তেলাওয়াত ফরমাইয়াছেন।

১০৩৮ (ইঃ)। হাদীস— আছেম ইবনে সুফিয়ান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তাঁহারা 'ছালাছেল' নামক একটি (জিহাদ যাহা মুআবিয়া [রাযি.]-এর শাসনামলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল— সেই) জিহাদে যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু (তাঁহাদের শিথিলতায়) তাঁহারা জিহাদ ধরিতে পারেন নাই; (তাঁহাদের উপস্থিতির পূর্বেই জিহাদের অবসান ঘটিয়াছে। তাঁহারা কিছুদিন সীমান্ত পাহারায় রত থাকিয়া অতঃপর খলীফা মুআবিয়া (রাযি.)-এর নিকট ফিরিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আসিয়াছেন। ঐ সময় তাঁহার নিকট সাহাবী আবু আইউব (রাযি.) এবং উকবা ইবনে আমের (রাযি.) উপস্থিত ছিলেন। আছেম (রহ.) (জিহাদ ফেল করার গোনাহের আতঙ্কগ্রস্ত থাকায়) আবু আইউব (রাযি.)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই বৎসর তো আমরা জিহাদ ফেল করিয়াছি। আমরা শুনিয়াছি– যে ব্যক্তি (মক্কা শরীফের মসজিদুল হারাম, মদীনা শরীফের মসজিদে নববী, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ এবং মদীনার কোবা নগরীর মসজিদ– এই) চারটি মসজিদে নামায পড়িবে তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

আবু আইউব (রাযি.) আছেম (রাযি.)কে বলিলেন, (গোনাহ মাফের জন্য) আমি তোমাকে আরও অধিক সহজ ব্যবস্থা শুনাইব। আমি শুনিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ

"যেই ব্যক্তি (কোন গোনাহ করার পর) আল্লাহর দেওয়া বিধান মতে অযু করিবে এবং বিধান মতে নামায পড়িবে তাহার পূর্ব কৃতকর্মের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

❖ **সালাতুল হাজত–** আপদে-বিপদে, অভাব-অভিযোগে বা যে কোন কারণে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সেই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করণে বিশেষ নামায পড়ার নিয়ম হাদীসে বর্ণিত আছে– উহাই 'সালাতুল হাজত'।

১০৩৯ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (اَللّٰهُمَّ إِنِّي) أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ

www.BANGLAKITAB.com

كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ (أَسْأَلُكَ أَنْ) لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ
وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا (لِيْ) يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ" (ثُمَّ يَسْأَلُ اللّٰهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ)

"যে ব্যক্তির কোন প্রয়োজন দেখা দেয় আল্লাহ তাআলার (নিকট কোন কিছু চাওয়ার) প্রতি অথবা প্রয়োজন উপস্থিত হয় কোন আদম সন্তানের প্রতি– সে উত্তমরূপে অযু করিবে, দুই রাকাত নামায পড়িবে। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করিবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে। তারপর হাদীসের বর্ণিত দোয়াটি পড়িবে যাহার অর্থ– আল্লাহ ভিন্ন মাবুদ নাই, তিনি অতি ধৈর্যশীল, দয়ালু-দাতা। আমি পবিত্রতা বয়ান করিতেছি আল্লাহ তাআলার যিনি মহান আরশের মালিক। (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাই (এমন আমলের তাওফীক এবং উসিলা) যাহা আপনার রহমতকে আমার জন্য অবধারিত করিয়া দেয় এবং আপনার মাগফেরাত-ক্ষমা আমার জন্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া যায়। আরও আমি ভিক্ষা চাই সকল শ্রেণীর নেক কাজ করার সহজ ও অধিক পরিমাণের সুযোগ এবং সকল প্রকার গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা। (আমি আপনার নিকট আরও ভিক্ষা চাই যে,) আপনি আমার একটি গোনাহও রাখিবেন না মাফ করা ব্যতীত, একটি ভাবনা-চিন্তাও রাখিবেন না দূর করা ব্যতীত এবং আপনার অনুমোদিত শ্রেণীর কোন একটি প্রয়োজনও আমার ছাড়িবেন না পূর্ণ করা ব্যতীত– হে সকল দয়ালের শ্রেষ্ঠ দয়াল!"

(এই দোয়া পাঠ করার পর যত ইচ্ছা মন ভরিয়া আল্লাহর নিকট ভিক্ষা চাহিবে দুনিয়া-আখেরাতের চিজ-বস্তু হইতে, তাহার জন্য উহার মঞ্জুরী দেওয়া হইবে।)

❖ আরবী এবং তরজমার বন্ধনীর মধ্যস্থ বাক্যাবলী ইবনে মাজা শরীফের বর্ণনায় রহিয়াছে।

১০৪০ (ইঃ)। হাদীস– হযরত উসমান ইবনে হানফী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

اَنَّ رَجُلاً ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ يُّعَافِيَنِىْ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخَّرْتَ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَاِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ فَقَالَ ادْعُهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّتَوَضَّاَ فَيُحْسِنَ وُضُوْئَهُ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِىِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِتُقْضٰى اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ

"এক ব্যক্তি যাহার চোখে দোষ পড়িয়াছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং আবেদন জানাইল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি সম্মত হও তবে দোয়া করায় বিলম্ব করিব– উহা (সওয়াব দানে তোমার পরকালের জন্য) উত্তম হইবে। আর যদি চাও তবে এখনই দোয়া করিব। ঐ ব্যক্তি বলিল, এখনই দোয়া করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন, উত্তমরূপে অযু কর, দুই রাকাত নামায পড় এবং এই দোয়া কর। (বন্ধনীর মধ্যবর্তী দোয়া) যাহার অর্থ– আয় আল্লাহ! তোমার নিকট আমি আবেদন করিতেছি এবং তোমারই প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি– উসিলা ধরিয়াছি রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে উসিলা করিয়া আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছি আমার এই প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে যেন উহা আল্লাহর তরফ হইতে পূরণ করা হয়। আয় আল্লাহ! আমার ব্যাপারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ গ্রহণ কর।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির-নাজির আছেন বা স্বাধীনভাবে গায়েবের খবর রাখেন– এই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা অতি বড় গোনাহ। তবে তিনি ইহজীবনের মৃত্যুর আড়ালে থাকিয়াও আল্লাহ তাআলার কুদরতে বরযখী জগতের বিশেষ শক্তিশালী জীবনে জীবিত আছেন।

www.BANGLAKITAB.com

ফেরেশতাগণ উম্মতের প্রেরিত দরূদ-সালাম তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া থাকেন এবং নিকট হইতে পঠিত দরূদ-সালাম তিনি স্বয়ং শ্রবণ করেন– এই তথ্য হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। সুপারিশের আবদার সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা মোটেই বিচিত্র নহে। সেই লক্ষ্যেই উল্লেখিত দোয়ায় বর্তমানেও তাঁহার জন্য সম্বোধন সূচক শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। যেরূপে দূরবর্তী কোন ব্যক্তিকে পত্র লিখিতে তাহার জন্য সম্বোধনসূচক বাক্য সচরাচর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অথচ ঐ ব্যক্তি হাজির-নাজির বা শ্রবণকারী মোটেই নহে। বরযখী জগতে সকল মানুষই এক শ্রেণীর জীবনে জীবিত থাকে, শহীদগণ বিশেষ জীবনে জীবিত থাকেন, রসূলগণ আরও অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনে জীবিত থাকেন। বরযখী জগত তো আল্লাহ তাআলার কুদরতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জগত আছেই।

❖ **সালাতুশ শোকর**– কোন বিশেষ নেয়ামত লাভ হইল অথবা কোন বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইল, সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় উদ্দেশ্যে বিশেষ নফল পড়া উত্তম।

১০৪১ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ اَبِىْ جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন ঐ সময় যখন তাঁহাকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে (বদর জিহাদে) আবু জাহলের মাথা কাটা যাওয়ার।"

❖ নেয়ামত লাভ ক্ষেত্রে সিজদা করারও উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসে রহিয়াছে। অনেকের মতে উহার উদ্দেশ্য শুধু সিজদা নহে, বরং পূর্ণাঙ্গ নামায। আর কাহারও মতে শুধু সিজদাই উদ্দেশ্য; সংক্ষেপে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করণার্থে সিজদা করা হইয়াছে– যাহাকে 'সিজদায়ে শোকর' বলা হয়।

১০৪২ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُشِّرَ بِحَاجَةٍ فَخَرَّ سَاجِدًا

www.BANGLAKITAB.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার সুসংবাদ জ্ঞাপন করা হইল; তৎক্ষণাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় পতিত হইলেন।"

১০৪৩ (ইঃ)। হাদীস– আবু বকর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَتَاهُ اَمْرٌ يُسَرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– যখনই তাঁহার নিকট বিশেষ আনন্দদায়ক কোন সংবাদ পৌছিত তখনই তিনি মহান ও মহামহিম আল্লাহর শোকর আদায় করণার্থে সিজদাবনত হইয়া পড়িতেন।"

❖ **সালাতুল ফাযা–** 'ফাযা' শব্দের অর্থ– আতঙ্ক বা আশঙ্কা ঐরূপ ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেন।

১০৪৪ (আঃ)। হাদীস– হুযায়ফা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلَّى

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– কোন বস্তু বা বিষয় তাঁহাকে চিন্তিত ও আতঙ্কগ্রস্ত করিলে তখন তিনি নামায পড়িতেন।"

(১৮৭ পৃষ্ঠা)

❖ **সালাতুল কুদুম–** 'কুদুম' অর্থ বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন।

১০৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত কাআব ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِى الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– (সেই যুগের স্বেচ্ছাধীন ভ্রমণে তিনি) দিনের বেলায়– চাশতের সময়ে বাড়ি পৌছিতেন এবং প্রথমে তিনি মসজিদে আসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন, অতঃপর কিছু সময় মসজিদে বসিতেন (সাক্ষাতকারীদের সাক্ষাত দান ও খোঁজ-খবর জিজ্ঞাসা করার জন্য)।"

www.BANGLAKITAB.com

১০৪৬ (আঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهٖ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ فَاَنَاخَ عَلٰى بَابِ مَسْجِدِهٖ ثُمَّ دَخَلَهٗ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلٰى بَيْتِهٖ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ يَصْنَعُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনায় পৌছিয়া তাঁহার মসজিদের দরওয়াজায় বাহন হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং মসজিদে প্রবেশ পূর্বক দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন। তারপর নিজ গৃহে গিয়াছেন। ইবনে ওমর (রাযি.)ও এইরূপই করিতেন।"

(জিহাদের বয়ান ২–২৮)

❖ তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং সালাতুল ইস্তিখারা এই তিন প্রকার নামাযের হাদীস ও বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত আছে।

❖ **সালাতুত তাসবীহ–** ইহা অতি ফযীলতের নামায। ফযীলত ও নিয়ম সুস্পষ্টরূপে হাদীসেই বর্ণিত রহিয়াছে।

১০৪৭ (ইঃ)। হাদীস– আবু রাফে (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রাযি.)কে বলিলেন–

يَا عَمِّ اَلَا اُخْبِرُكَ اَلَا اَنْفَعُكَ اَلَا اَصِلُكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَاُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ فَاِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ اَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَاْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ ثَلٰثُمِائَةٍ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ

www.BANGLAKITAB.com

قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْمٍ قَالَ قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً)

"হে চাচাজান! আমি আপনাকে একটি অমূল্য সম্পদ দিব না-কি? আপনাকে বিশেষভাবে উপকৃত করিব না-কি? আপনার ঘনিষ্টতার প্রাপ্য আদায় করিব না-কি? আব্বাস (রাযি.) বলিলেন– নিশ্চয় দিবেন, নিশ্চয় করিবেন। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আপনি চার রাকাত (নফল) নামায পড়িবেন; উহার প্রত্যেক রাকাতে নিয়মিত সূরা ফাতেহা ও অন্য এক সূরা পড়িবেন। কিরাত শেষ করিয়া ১৫ বার পড়িবেন– 'সুবহানাল্লাহ' ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার'– রুকুতে যাওয়ার পূর্বেই ইহা পড়িবেন। তারপর রুকুতে যাইবেন এবং রুকুর মধ্যে উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর রুকু হইতে উঠিবেন এবং দাঁড়াইয়া উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর সিজদায় যাইবেন এবং সিজদার মধ্যে উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর সিজদা হইতে উঠিবেন এবং বসিয়া উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করিবেন এবং উহা ১০ বার পড়িবেন। তারপর সিজদা হইতে উঠিবেন এবং দাঁড়াইবার পূর্বে বসিয়া উহা ১০ বার পড়িবেন, তারপর দাঁড়াইবেন। এইভাবে প্রতি রাকাতে উহা ৭৫ বার পড়া হইবে এবং চার রাকাতে সর্বমোট ৩০০ বার হইবে। আপনার গোনাহ যদি 'আলাজ' নামক বিশাল মরুভূমির বালুকণার সংখ্যা পরিমাণও হয় তবুও আল্লাহ্ তাআলা উহার বদৌলতে সব গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।

আব্বাস (রাযি.) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কেহ যদি এইরূপ চার রাকাত প্রতি দিন পড়ায় সক্ষম না হয়? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, প্রতি সপ্তাহে পড়ুন, তাহাও সম্ভব না হইলে প্রতি মাসে পড়ুন, এমনকি বলিলেন– বৎসরে একবার পড়ুন। (এক বর্ণনায় আছে–) যদি প্রতি বৎসরে না পারেন তবে অন্তত জীবনে একবার পড়ুন।"

❖ এক বর্ণনায় আছে–

www.BANGLAKITAB.com

إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَاهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ

"আপনি ঐরূপের চার রাকাত নামায পড়িলে আল্লাহ তাআলা মাফ করিয়া দিবেন আপনার সব রকম গোনাহ– আগের ও পরের, পুরাতন ও নতুন, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য।"

❖ রুকু-সিজদায় উল্লেখিত কালাম পাঠ করিবে রুকু-সিজদার নিয়মিত তাসবীহ পড়ার পর, তদ্রূপ রুকু হইতে উঠিবার সময় নিয়মিত যাহা বলিতে হয় উহার পর।

মাসআলা ঃ ফজর নামায আদায়ের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়টি অতি মূল্যবান সময়। এই সময়ে কুরআন তেলাওয়াত, যিকির অথবা আল্লাহর ধ্যানন ইত্যাদি নেক আমলে লিপ্ত থাকা চাই। দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বা কাজে এই সময়টি ব্যয় করিবে না। এমনকি হাটিয়া বেড়াইলেও মুখের, ধ্যানের লিপ্ততায় উল্লেখিত বিষয়টি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। আসর নামায আদায় করার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টিও বিশেষ মূল্যবান।

১০৪৮ (তিঃ)। হাদীস– জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল– তিনি ফজরের নামায পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত নিজ মুছাল্লায় তথা নামায আদায়ের স্থানেই বসা থাকিতেন।"

১০৪৯ (মেঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وَأَفْضَلَ رَجْعَةً قَوْمٌ

www.BANGLAKITAB.com

شَهِدُوا صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاُولٰئِكَ اَسْرَعُ رَجْعَةً وَاَفْضَلُ غَنِيْمَةً (ترمذى)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নজদ এলাকার দিকে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিলেন। উক্ত বাহিনী যুদ্ধলব্ধ অনেক সম্পদ লইয়া অল্প সময়ে ফিরিয়া আসিল। আমাদের মধ্য হইতে একজন লোক যে উক্ত বাহিনীতে যোগ দিয়া ছিল না- সে বলিল, এই বাহিনী অপেক্ষা দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ও অধিক সম্পদ লাভকারী আর দেখি নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদেরে এমন একদল লোকের খোঁজ দিব যাহারা এই বাহিনী অপেক্ষা অধিক সম্পদ লাভকারী এবং দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী। তাহারা ঐসব লোক যাহারা ফজর নামাযের জামাতে শামিল হইয়াছে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহকে স্মরণ করিয়াছে- ইহারাই হইল প্রত্যাবর্তনে অধিক দ্রুত এবং সম্পদ লাভে শ্রেষ্ঠ।"

১০৫০ (মেঃ)। হাদীস- আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتِقَ اَرْبَعَةً مِّنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَلَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتِقَ اَرْبَعَةً (ابو داؤد)

"যাহারা ফজর নামাযের পরে, সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করায় মনোনিবেশ করে তাহাদের সঙ্গে আমি বসি- ইহা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় চারজন হযরত ইসমাঈল (আ.) বংশীয় ক্রীতদাস আযাদ বা মুক্ত করা অপেক্ষা এবং যাহারা আসর নামাযের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করায় মনোনিবেশ করে তাহাদের সঙ্গে আমি বসি- ইহাও আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় ঐরূপ চারজন ক্রীতদাস আযাদ বা মুক্ত করা অপেক্ষা।"

❖ ফজরের পর হইতে আল্লাহর স্মরণে তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকার সওয়াব ও মাহাত্ম্য হইল এই যাহা উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে

www.BANGLAKITAB.com

বর্ণিত হইয়াছে; অতঃপর ইশরাক নামাযের সময়ে ইশরাক নামায পড়িলে উহার সওয়াব তো ভিন্ন আছেই।

মাসআলা : দাঁড়াইবার শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায় ফরয নামায বসিয়া পড়িলে সেই ফরয আদায় হইবে না। দাঁড়াইবার শক্তি-সামর্থ্য থাকাবস্থায়ও নফল, সুন্নাত নামায বসিয়া পড়িলে তাহা শুদ্ধ হয় কিন্তু ঐ নামাযের সওয়াব দাঁড়াইয়া পড়ার তুলনায় অর্ধেক হইবে।

১০৫১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلٰوةِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى رَاْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلٰوةِ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ

"লোকমুখে এই হাদীস আমি শুনিয়াছিলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বসা ব্যক্তির নামায অর্ধেক হয় পূর্ণ নামাযের। ইহা শুনার পর একদা আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে পাইলাম– তিনি বসিয়া নামায পড়িতেছেন। (তাঁহার নামায সমাপ্তে– সেই কালের রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে আমার প্রতি তাকানোর জন্য পেছন হইতে) আমি তাঁহার মাথায় হাত রাখিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ (আমার প্রতি তাকাইয়া) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! তোমার কি বিষয়ের প্রয়োজন? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি হাদীস শুনিয়াছি– আপনি বলিয়াছেন, বসা ব্যক্তির নামায পূর্ণ নামাযের অর্ধেক পরিগণিত। অথচ আপনি বসিয়া নামায পড়িলেন!

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ঠিকই শুনিয়াছ– কিন্তু আমার সঙ্গে তোমাদের কাহারও তুলনা হয় না।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য ইহাও ছিল যে, তিনি নফল নামায বসিয়া পড়িলেও দাঁড়াইয়া পড়ার ন্যায় পূর্ণ সওয়াবই লাভ করিতেন।

১০৫২ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَاٰى نَاسًا يُصَلُّوْنَ قُعُوْدًا فَقَالَ صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلٰوةِ الْقَائِمِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গৃহ হইতে) বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন, কিছু লোক বসিয়া (নফল) নামায পড়িতেছে। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বসা ব্যক্তির নামায দাঁড়ানো ব্যক্তির নামাযের অর্ধেক পরিগণিত।"

মাসআলা ঃ ফরয নামাযসমূহের কিরাতে সুন্নাতী পরিমাণ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে; সেই অনুযায়ী আমল করিবে। কেহ নিজ ইচ্ছা পরিমাণ সময়ে নফল নামায পড়ার উদ্যোগ নিয়া নামাযে দীর্ঘ কিরাত পড়িলে রাকাতের সংখ্যা কম হইবে, ফলে রুকু-সিজদাও কম হইবে। আর কিরাত ছোট পড়িলে রাকাত বেশি হইবে, ফলে রুকু-সিজদার সংখ্যাও বেশি হইবে। উভয় নিয়মের কোনটি উত্তম সে সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত এই যে, নামাযী ব্যক্তি যেই নিয়ম পালনে স্বীয় মনের তৃপ্তি লাভ করিবে তাহার পক্ষে সেইটিই উত্তম পরিগণিত হইবে। হাদীসে উভয় নিয়মেরই ফযীলত বর্ণিত আছে; সুতরাং এই ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা রাখা হয় নাই। নিজ অভিলাষ ও মনের তৃপ্তির উপর চলাই বাঞ্ছনীয়।

১০৫৩ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الصَّلٰوةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন রকমের নামায বেশি উত্তম? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যেই নামাযে দাঁড়ানো দীর্ঘায়িত হয়।" (তাহাজ্জুদের বয়ান)

❖ দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাত পড়া হয়, সুতরাং দাঁড়ানো দীর্ঘায়িত হইলে কিরাত সুদীর্ঘ হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

'কুনুত' শব্দের বিভিন্ন অর্থ আছে, তন্মধ্যে এ স্থলে দাঁড়ানো অর্থই নির্দিষ্ট। কারণ এই হাদীসেই আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায় 'কুনুত' শব্দের স্থলে 'কিয়াম' শব্দ রহিয়াছে– যাহার একমাত্র অর্থ দাঁড়ানো।

❖ আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য ইহাই যে, রুকু-সিজদা বেশি তথা রাকাতের সংখ্যা অধিক অপেক্ষা দীর্ঘ কিরাতে নফল নামায পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে সিজদার ফযীলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কেও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। 'রুকু-সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন বয়ান' পরিচ্ছেদে অনূদিত হইয়াছে। উহার তাৎপর্য এই যে, নফল নামাযে অধিক সিজদা করার সুযোগের জন্য রাকাতের সংখ্যা বেশি করা উত্তম।

❖ বেশি বেশি সিজদার মাহাত্ম্য সম্পর্কে মুসলিম শরীফের দুইখানা হাদীস 'রুকু-সিজদার বয়ান' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

তাহাজ্জুদ নামাযের বয়ান

১০৫৪ (মোসঃ)। হাদীস– যুরারা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, সাআদ ইবনে হিশাম (রহ.) (তিনি মদীনাবাসী ছিলেন; মদীনায় তাঁহার জায়গা-জমি ছিল। তিনি) আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়া জীবন কাটাইবেন– মনস্থ করিলেন। সেমতে তিনি (স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন এবং) মদীনায় আসিয়া ইচ্ছা করিলেন, তথাকার জায়গা-জমি বিক্রি করিয়া জিহাদের জন্য অস্ত্র ও ঘোড়া ক্রয় করিবেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত রোমান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া যাইবেন। মদীনায় আসিয়া তিনি মদীনাবাসী কতিপয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করিলে তাঁহারা তাঁহাকে ঐ কাজে বাধা দিলেন এবং বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে ছয়জন সাহাবী এইরূপ (দুনিয়ার সর্বস্ব ত্যাগ পূর্বক জিহাদে আত্মনিয়োগ) করিতে চাহিয়াছিলেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদেরকে নিষেধ করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, (আল্লাহর পছন্দনীয় আমলের) নমুনা তোমাদের জন্য আমার মধ্যে যথেষ্ট নয় কি? (আমি তো দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়াই জিহাদে অংশগ্রহণ করি।)

মদীনাবাসী সাহাবীগণ সাআদ (রহ.)কে এই বিবরণ শুনাইলে পর সাআদ (রহ.) স্বীয় এক তালাক দেওয়া স্ত্রীকে সাক্ষীর সম্মুখে পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিলেন (এবং জায়গা-জমি বিক্রি করা হইতে বিরত থাকিলেন)।

www.BANGLAKITAB.com

উল্লেখিত সাআদ (রহ.) আয়েশা (রাযি.)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া তাঁহার তাহাজ্জুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আয়েশা (রাযি.) বলিলেন–

أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِى أَوَّلِ هٰذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً وَأَمْسَكَ اللّٰهُ فِى أٰخِرِ هٰذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيْفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْبِئِيْنِى عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيْهَا إِلَّا فِى الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعَةِ الْأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلّٰى صَلٰوةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ وَلَا صَلّٰى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ

"তুমি সূরা মুযযাম্মিল পড়িয়াছ কি? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, মহামহিম আল্লাহ এই সূরার প্রথম অংশের বর্ণনায় তাহাজ্জুদ নামাযকে ফরয

www.BANGLAKITAB.com

করিয়া দিয়াছিলেন। সেমতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবীগণ ফরযরূপে তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়াছেন– এক বৎসরকাল। এই সূরার শেষ অংশের অবতরণ আল্লাহ বার মাস মুলতবী রাখিয়াছেন; অতঃপর উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন– উহার মধ্যে তাহাজ্জুদের আদেশকে শিথিল করা হইয়াছে। সেমতে তাহাজ্জুদ নামায এক বৎসরকাল ফরয থাকার পর নফলে পরিণত হইয়াছে।

সাআদ (রহ.) বলেন, আমি পুনরায় বলিলাম, হে মুসলিম জননী! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ রাত্রে নামায সম্পর্কে পূর্ণ বৃত্তান্ত আমাকে জ্ঞাত করুন। আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, আমরা হযরতের জন্য মিসওয়াক ও অযুর পানি তৈয়ার করিয়া রাখিতাম। রাত্রে আল্লাহ তাআলা নিজ ইচ্ছা মতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগ্রত করিতেন। জাগ্রত হইয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করিতেন, অযু করিতেন এবং নয় রাকাত নামায পড়িতেন। (প্রতি দুই রাকাতে বসিতেন এবং নামায সমাপ্তির সালাম ফিরিতেন– এই সালাম ফিরাবিহীন) বৈঠক শুধু অষ্টম রাকাতে হইত; এই বৈঠকে তিনি আল্লাহর যিকির, ছানা-সিফাত ও তাওহীদের ঘোষণা (তথা আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করিতেন, অতঃপর (নামায সমাপ্তির) সালাম ফিরা ব্যতিরেকেই দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং নবম রাকাত পড়িয়া বসিতেন– এই বৈঠকেও আল্লাহর যিকির, প্রশংসা ও তাওহীদের ঘোষণা (তথা আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করিতেন, তারপর (নামায সমাপ্তির) সালাম ফিরিতেন যাহা আমাদেরকে শুনাইতেন। (এইরূপে তাহাজ্জুদ নামায দুই, দুই, দুই– ছয় রাকাত হইত, আর বেতের দুই রাকাতে বৈঠকের সহিত তিন রাকাত হইত– মোট নয় রাকাত।) উক্ত সালাম ফেরার পর বসা অবস্থায় দুই রাকাত পড়িতেন। হে বৎস! এই ছিল মোট এগার রাকাত (হযরতের শেষ রাত্রের নামায)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন বেশি হইল এবং তাঁহার শরীর ভারি হইয়া গেল তখন তিনি শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদ চার ও বেতের তিন) সাত রাকাত পড়িতেন এবং শেষে দুই রাকাত পূর্বের ন্যায়ই (বসিয়া) পড়িতেন; (সর্বমোট) ইহা হইত নয় রাকাত।

www.BANGLAKITAB.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নামায পড়িলে উহা সদা আদায় করিতেন, তাই শেষ রাত্রের নামাযে নিদ্রা অথবা অসুস্থতা বাধা সৃষ্টি করিলে তিনি দিনের বেলায় বার রাকাত (নফল) নামায পড়িয়া নিতেন।

এইরূপ আমার মোটেই জানা নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ কুরআন শরীফ এক রাত্রেই (তাহাজ্জুদ নামাযে) শেষ করিয়াছেন। ইহাও জানা নাই যে, তিনি ভোর পর্যন্ত সারা রাত্র নামায পড়িয়াছেন। ইহাও জানা নাই যে, রমযান ব্যতীত কোন পূর্ণ মাস তিনি রোযা রাখিয়াছেন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বেতেরের পর বসিয়া দুই রাকাত নফল- ইহা ব্যতিরেকেই এগার রাকাত অর্থাৎ বেতের তিন রাকাত, আর মূল তাহাজ্জুদ আট রাকাত- ইহা ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ রাত্রে নামাযের স্বাভাবিক নিয়ম। আয়েশা (রাযি.) হইতে এইরূপ এগার রাকাতের বর্ণনাই বুখারী-মুসলিম সহ সব হাদীসের কিতাবে বর্ণিত রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার্ধক্যের আরম্ভে তাহাজ্জুদের দুই রাকাত কম করিয়া দেন, ফলে বেতেরের পর বসিয়া দুই রাকাত সহ এগারো সংখ্যা পূর্ণ হয়; ইহারই বয়ান আলোচ্য হাদীসের শুরুতে রহিয়াছে। পূর্ণ বার্ধক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ আরও দুই রাকাত কম করিয়া ছিলেন- যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে রহিয়াছে।

১০৫৫ (মোসঃ)। হাদীস- জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি-

إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

"রাত্রির মধ্যে এমন একটি সময় নিশ্চয় আছে যেই সময়টিতে কোন মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া বা আখেরাতের কোন কল্যাণ-মঙ্গল চাহিলে তাহা অবশ্যই তিনি দিয়া থাকেন। এই শুভ সময়টি প্রত্যেক রাত্রিতে থাকে।"

১০৫৬ (মোসঃ)। হাদীস- আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন-

www.BANGLAKITAB.com

يَنْزِلُ اللّٰهُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِىْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهٗ فَلَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُضِىْءَ الْفَجْرُ

"প্রত্যেক রাত্রে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ যাওয়ার পর হইতেই আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত (স্বম্বলিত ঘোষণা ভূমণ্ডলের) নিকটতম আকাশে পৌঁছিয়া থাকে এবং (আল্লাহ তাআলার নিজের ভাষায়ই) ঘোষণা জারি হইতে থাকে– একমাত্র আমিই সব কিছুর মালিক-মুখতার বাদশাহ! একমাত্র আমিই সব কিছুর মালিক-মুখতার বাদশাহ! কে আছে যে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে যে আমার নিকট চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? প্রভাত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার এইরূপ ঘোষণা হইতে থাকে।"

১০৫৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ اَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ اَوْ يَسْأَلُنِىْ فَاُعْطِيَهٗ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

"রাত্রের শেষ অর্ধাংশের বা শেষ তৃতীয়াংশের আরম্ভ হইতেই ভূমণ্ডলের নিকটতম আকাশে আল্লাহ তাআলার (বিশেষ রহমত সম্বলিত ঘোষণার) অবতরণ হয় এবং আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে বিঘোষিত হয়– কে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার নিকট চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? তারপর (যেভাবে উদাত্ত আহ্বানকারী) উভয় হাত দারাজ করিয়া (আহ্বান করে সেইরূপে উদারতার সাথে) আল্লাহ তাআলা

www.BANGLAKITAB.com

বলেন– কে ঋণ দিবে এমন মহানকে যিনি অভাবী নন, যিনি বিনিময় প্রদানে কম দিবেন না মোটেই। এইরূপ আহ্বান প্রভাত পর্যন্ত হইতে থাকে।"

❖ আল্লাহ তাআলার আদেশাবলী ও ঘোষণা জারি সাধারণত আরশ হইতে হইয়া থাকে– যাহা সপ্ত আকাশেরও উপরে। পক্ষান্তরে রাত্রি বেলার উল্লেখিত বিশেষ ঘোষণাবলী বান্দাগণের নিকটতম আকাশ হইতে বিঘোষিত হইয়া থাকে। ইহাতে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত দৃষ্টির বিকাশ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

❖ উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের সমষ্টি দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, রাত্রি বেলা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতের ঘোষণাবলী নিকটতম আকাশ হইতে রাত্রের তৃতীয়াংশের পর হইতেই আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে শেষার্ধে এবং শেষ তৃতীয়াংশে ঘোষণায় অধিক তৎপরতার বিকাশ হয়। মঙ্গল ও কল্যাণের ঘোষণার সময়ই মঙ্গলকামীদের তৎপর হওয়া কর্তব্য।

❖ যেই মহানকে ঋণ দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে সেই মহান স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেওয়ার অর্থ আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টি স্থলে দান-খয়রাত করা। ইহাকে ঋণ বলা হইয়াছে। এই অর্থে যে, এই দান-খয়রাতের বিনিময় প্রদানকে আল্লাহ তাআলা নিজের উপর ঋণের ন্যায় অবশ্য পরিশোধনীয় রূপে ধার্য করিয়া রাখিয়াছেন। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এই ভাষাই ব্যবহার করা হইয়াছে– এইরূপ দান-খয়রাতকে 'ঋণ' শব্দে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১০৫৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلٰوتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

"তোমাদের কেহ রাত্রে (নামাযে) দাঁড়াইলে সে নামায আরম্ভ করিবে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাত দ্বারা।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল ও নিয়ম এইরূপই ছিল বলিয়া আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন। (মোসলেম শরীফ)

১০৫৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمِ وَأَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ

"রমযান শরীফের রোযার পরে সর্বাধিক ফযীলতের রোযা মহররম মাসের (তথা আশুরার) রোযা। আর ফরয নামাযের পরে সর্বাধিক ফযীলতের নামায রাত্রের নামায।"

১০৬০ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বলিয়াছেন–

لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

"রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়া ছাড়িও না; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায ছাড়িতেন না। তিনি অসুস্থ বা ক্লান্ত হইলে ঐ নামায বসিয়া পড়িতেন (তবুও ছাড়িতেন না)।"

১০৬১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন–

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ

"আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন, ঐ ব্যক্তির প্রতি যে রাত্রি বেলা নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হইয়াছে এবং স্বীয় স্ত্রীকেও জাগ্রত করিয়াছে, স্ত্রী জাগ্রত না হইলে তাহার চেহারায় পানির ছিটা দিয়াছে। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন ঐ মহিলার প্রতি যে রাত্রি বেলা নামায পড়ার জন্য জাগ্রত হইয়াছে এবং স্বামীকেও জাগ্রত করিয়াছে– স্বামী জাগ্রত না হইলে তাহার মুখে পানি ছিটা দিয়াছে।"

১০৬২ (আঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَاَهُ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ

"যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযে তাহার নির্ধারিত কুরআন তেলাওয়াত হইতে ঘুমের দরুন সম্পূর্ণ বা আংশিক বঞ্চিত থাকিয়া যায়, অতঃপর সেই তেলাওয়াত (নফল নামাযে) পূর্ণ করিয়া নেয়– ফজর ও জোহর নামাযের মধ্যভাগে তাহার এই তেলাওয়াতে রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াত সমতুল্য সওয়াব (তাহার আমলনামায়) লিখিয়া দেওয়া হইবে।"

১০৬৩ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) ও আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ

"কোন ব্যক্তি রাত্রি বেলা স্বীয় স্ত্রীকে জাগ্রত করিয়া যদি উভয়ে শুধু দুই রাকাত নামাযও পড়ে তবে (আল্লাহর দরবারে) তাঁহারা আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারিণী মহিলাদের অন্তর্গত গণ্য হইবেন।"

❖ পবিত্র কুরআন ২২ পারা ২ রুকুতে ঐ বিশেষ বিশেষ গুণীন শ্রেণীদের বর্ণনা দিয়াছেন যাঁহাদের জন্য ক্ষমা এবং বৃহৎ প্রতিদান ও বিনিময়ের ঘোষণা রহিয়াছে। সেই আয়াতের শেষ ভাগে আছে–

وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيْمًا

"আর যেসব পুরুষ আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং যেসব মহিলা– তাহাদের জন্য আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও বৃহৎ প্রতিদান বা বিনিময় তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন।"

আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত স্বামী-স্ত্রীকে উক্ত সুসংবাদের পাত্র বলা হইয়াছে।

১০৬৪ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ اَجْرُ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً

"যে কোন ব্যক্তির তাহাজ্জুদ নামায অভ্যাসগত থাকিলে এবং কোন রাত্রের নিদ্রা তাহাকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখিলে তাহার জন্য ঐ রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাযের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং তাহার ঐ নিদ্রা (আল্লাহর তরফ হইতে) তাহার প্রতি বিশেষ দান পরিগণিত হইবে।"

১০৬৫ (নাঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ اَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ اَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى اَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ

"যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় (শুইবার জন্য) আসে এবং তখন তাহার ইচ্ছা থাকে, সে জাগ্রত হইবে এবং রাত্রে নামায পড়িবে। কিন্তু (নিদ্রার দরুন) তাহার চক্ষুদ্বয় তাহাকে পরাজিত করিল– এমনকি প্রভাত হইয়া গেল। তাহার জন্য তাহার ইচ্ছাকৃত বস্তুর তথা তাহাজ্জুদ নামাযের সওয়াব (আমলনামায়) লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার ঐ নিদ্রা মহামহিম আল্লাহর তরফ হইতে তাহার জন্য বিশেষ দান পরিগণিত হইবে।"

১০৬৬ (নাঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

ثَلٰثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ اَتٰى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللّٰهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِاَعْقَابِهِمْ فَاَعْطَاهُ سِرًّا – لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهٖ اِلاَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِىْ اَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهٖ فَنَزَلُوْا فَوَضَعُوْا رُؤُسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِىْ وَيَتْلُوْ اٰيَاتِىْ وَرَجُلٌ كَانَ فِىْ سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوْا فَاَقْبَلَ بِصَدْرِهٖ حَتّٰى يُقْتَلَ اَوْ يُفْتَحَ لَهُ

www.BANGLAKITAB.com

"তিন শ্রেণীর মানুষ মহামহিম আল্লাহ তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। একদল লোকের নিকট সাহায্যপ্রার্থী আসিয়া কোন আত্মীয়তার সূত্রে নয়– একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাহিয়াছে; লোকেরা সকলেই তাহাকে সাহায্য দানে বিরত রহিয়াছে। এক ব্যক্তি ঐ লোকদের হইতে ভিন্ন হইয়া সাহায্যপ্রার্থীকে অতি গোপনে দান করিয়াছে; তাহার ঐ দান সম্পর্কে একমাত্র মহামহিম আল্লাহ ও সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারে নাই। (আল্লাহর বিশেষ প্রিয় তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এক হইল এই শ্রেণীর দাতা।)

একদল লোক রাত্রে ভ্রমণ করিতেছে, যখন তাহারা নিদ্রার প্রতি সর্বাধিক লালায়িত হইয়াছে এবং বিশ্রামে অবতরণ পূর্বক সকলে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, (আল্লাহ তাআলা বলেন) ঐ অবস্থায় তাহাদের একজন লোক (নিদ্রামগ্ন হওয়ার পরিবর্তে নামাযে) দাঁড়াইয়া আমার নিকট কাকুতি-মিনতি করে এবং আমার (কালামে পাকের) আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিতে থাকে। (আল্লাহর প্রিয় তিন শ্রেণীর এক শ্রেণী এইরূপ ব্যক্তি।)

এক ব্যক্তি সৈন্য দলের সহিত জিহাদে গিয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, সৈন্য দল পশ্চাদপদ হইয়াছে– এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি বুক পাতিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে; শহীদ হওয়া বা বিজয় লাভ পর্যন্ত অগ্রমুখীই থাকে। (আল্লাহর প্রিয় তিন শ্রেণীর এক শ্রেণী এইরূপ ব্যক্তিও।)

১০৬৭ (নাঃ)। হাদীস– হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, একজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ وَاَنَا فِىْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ لَاَرْقُبَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةٍ حَتّٰى اَرٰى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلّٰى صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَهِىَ الْعَتَمَةُ اِضْطَجَعَ هَوِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِى الْاُفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا حَتّٰى بَلَغَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ثُمَّ اَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ اَفْرَغَ فِىْ قَدَحٍ مِنْ اِدَاوَةٍ عِنْدَهٗ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى حَتّٰى قُلْتُ قَدْ صَلّٰى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ

www.BANGLAKITAB.com

قَدْرَمَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে আমি ছিলাম। আমি মনে মনে পণ করিলাম, আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিব নামাযের সময়ে; যেন আমি তাঁহার কার্যকলাপ ভালরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তিনি ইশার নামায পড়ার পর নিদ্রা গেলেন– রাত্রের কিছু অংশ। তারপর জাগ্রত হইলেন এবং আকাশ প্রান্তে তাকাইয়া 'রাব্বানা মা খালাকতা হাজা বাতেলা ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ' পর্যন্ত কতিপয় আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিছানায় হাত দিলেন এবং উহা হইতে মিসওয়াক বাহির করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট রক্ষিত একটি ছোট মশক হইতে পাত্রে পানি নিলেন এবং মিসওয়াক করিলেন (অযু করার হয়ত প্রয়োজন হয় নাই; নবীগণের নিদ্রায় অযু বিনষ্ট হয় না)। অতঃপর নামাযে দাঁড়াইলেন– আমার ধারণায় যত সময় নিদ্রায় ছিলেন ঐ পরিমাণ সময় নামায পড়িলেন। তারপর আবার নিদ্রা গেলেন– আমার ধারণায় যত সময় নামায পড়িয়াছেন ঐ পরিমাণ সময় শয়ন করিয়াছেন। অতঃপর পুনরায় জাগ্রত হইয়াছেন এবং প্রথম বারের ন্যায়ই কাজ করিয়াছেন আয়াতও পড়িয়াছেন। এইভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বে তিনবার শুইলেন ও জাগ্রত হইলেন।"

১০৬৮ (নাঃ)। হাদীস– ইয়ালা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী পত্নী উম্মে সালামা (রাযি.)কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায এবং সেই নামাযে তাঁহার কুরআন পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন–

فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ كَانَ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّيْ قَدْرَمَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلَّى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا

www.BANGLAKITAB.com

"উম্মে সালামা (রাযি.) দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিলেন, তোমরা হযরতের নামায সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া কি করিতে পারিবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইশার পর নফল) নামায পড়িতে থাকিতেন, তারপর ঘুমাইতেন– যেই পরিমাণ সময় নামায পড়িয়াছেন। তারপর আবার নামায পড়িতেন– যেই পরিমাণ সময় ঘুমাইতেন। তারপর আবার ঘুমাইতেন প্রভাত হওয়া পর্যন্ত– যেই পরিমাণ সময় নামায পড়িয়াছেন। অতঃপর উম্মে সালামা (রাযি.) হযরতের কুরআন পড়ার আকার ও রূপ ব্যক্ত করিলেন– প্রতিটি অক্ষর পরিষ্কার পরিষ্কার পড়া ব্যক্ত করিতে ছিলেন।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ পড়ার সাধারণ নিয়ম তো ইহাই ছিল যে, একবার শেষ রাত্রে জাগ্রত হইতেন এবং প্রভাত উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটানা নামায পড়িতেন, নামায শেষে কিছু সময় নিদ্রায় বা নিদ্রাহীন আরাম করিতেন অথবা বিবির সহিত কথাবার্তা বলিতেন। মুয়াজ্জিন আসিয়া জামাতের সংবাদ দিলে মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

কোন কোন সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইয়াও তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন– যাহা উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত হইল। এতদ্ভিন্ন অতি বিরল হইলেও সময়ে বিশেষ কোন আবেগের আকর্ষণে সারা রাত্রও নামায পড়িয়াছেন, যথা নিম্নের হাদীস।

১০৬৯ (নাঃ)। হাদীস– খাব্বাব (রাযি.) যিনি বদর জিহাদে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّهُ رَاقَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ لَيْلَةٍ صَلَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا حَتّٰى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلٰوةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ إِنَّهَا صَلٰوةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ سَأَلْتُ رَبِّيْ فِيْهَا ثَلٰثَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِيْ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِيْ وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَا

www.BANGLAKITAB.com

فِيْهَا وَسَأَلْتُ رَبِّيْ اَنْ لَّا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِنَا فَاَعْطَانِيْهَا وَسَأَلْتُ رَبِّيْ اَنْ لَّا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيْهَا

"তিনি (সফর অবস্থায়) এক রাত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিলেন। ঐ রাত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রভাত উদিত হওয়া পর্যন্ত সারা রাত্র নামায পড়িয়াছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায ক্ষ্যান্ত করার সালাম ফিরিলে পর (ঘটনা বর্ণনাকারী সাহাবী) খাব্বাব (রাযি.) তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ— আপনি অদ্য রাত্রে যে নামায পড়িয়াছেন ঐরূপ নামায পড়িতে আপনাকে আর কখনও দেখি নাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিকই বলিয়াছ। আমার এই নামায ছিল, আল্লাহর দরবারে বাসনা ও ভীতি নিবেদনের আবেগপূর্ণ। এই নামাযে আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট তিনটি বস্তুর আবদার করিয়াছি। দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন, একটি গ্রহণ করেন নাই। আমি আমার মহামহিম পরওয়ার-দেগারের নিকট আবদার করিয়াছি যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণকে (সর্বগ্রাসী খোদায়ী আযাব ও গযব দ্বারা) যেরূপে (সকলকে) ধ্বংস করিয়াছেন ঐরূপ আমার উম্মতকে যেন (এক সঙ্গে) ধ্বংস না করেন। আল্লাহ তাআলা আমার এই আবদার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট এই আবদারও করিয়াছি যে, (আমাদের (মুসলমান সমাজের) উপর বিজাতিকে প্রবল (করিয়া আমাদের জাতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়ার সুযোগ প্রদান) না করেন। আল্লাহ তাআলা আমার এই আবদারও গ্রহণ করিয়াছেন। আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট এই আবদারও করিয়াছিলাম যে, আমাদের (জাতি)কে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না করেন। আল্লাহ তাআলা আমার এই আবদার গ্রহণ করেন নাই।"

❖ নফল নামাযের মধ্যে রুকু-সিজদা, দাঁড়ানো এবং বসা— সর্বাবস্থায়ই দোয়া করা যায়।

১০৭০ (ইঃ)। হাদীস— জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ كَثُرَتْ صَلٰوتُهٗ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهٗ بِالنَّهَارِ

"রাত্রি বেলায় যেই ব্যক্তির নামায বেশি হইবে দিনের বেলায় সেই ব্যক্তির চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে।"

১০৭১ (ইঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اِنْجَفَلَ النَّاسُ اِلَيْهِ وَقِيْلَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهٗ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ اَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهٖ اَنْ قَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলেন, লোকজন তাঁহার প্রতি ছুটিয়া চলিল এবং বলা হইতেছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন। তখন আমিও লোকদের সাথে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিবার জন্য আসিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক লক্ষ্য করার সাথে সাথে আমার বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, নিশ্চয় এই চেহারা মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। ঐ সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই– হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর সালামের খুব চর্চা করিও, খাদ্য দান করিও, রাত্রি বেলায় লোকদের ঘুমাইয়া থাকার সময় নামায পড়িও। বিনা ক্লেশে বেহেশতে পৌঁছিতে পারিবে।"

১০৭২ (মেঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ (رواه الترمذى)

"তোমরা অবশ্যই রাত্রে নামাযের জন্য উঠিবে। নিশ্চয় ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী সকল নেক লোকদের নীতি ও অভ্যাস ছিল এবং ইহা দ্বারা তোমাদের পরওয়ারদেগারের নৈকট্য তোমাদের লাভ হইবে। আর ইহা সব রকম গোনাহ মাফের উপায় এবং পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখার বস্তু।"

১০৭৩ (মেঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللّٰهُ إِلَيْهِمُ الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِى الصَّلٰوةِ وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِىْ قِتَالِ الْعَدُوِّ (شرح السنة)

"তিন শ্রেণীর মানুষ যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন– ১. কোন ব্যক্তি যখন রাত্রে নামাযে দাঁড়ায়। ২. যেসব লোক নামাযে সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়। ৩. যেসব লোক ইসলামের শত্রুর মোকাবেলায় জিহাদে সারিবদ্ধ হয়।"

১০৭৪ (মেঃ)। হাদীস– আমর ইবনে আবাছা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ (ترمذى)

"প্রভু-পরওয়ারদেগার বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হইয়া থাকেন রাত্রের শেষ ভাগের মধ্যে। ঐ সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করায় লিপ্ত লোকদের দলভুক্ত হওয়ার কোনরূপ সামর্থ্য তোমার থাকিলে অবশ্যই হইও।"

১০৭৫ (মেঃ)। হাদীস– আবু মালেক আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ (بيهقى ترمذى)

"বেহেশতের মধ্যে এমন শিশমহল (আয়নার তৈরি বালাখানা) রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে বাহির এবং বাহির হইতে ভিতর পরিদৃষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা ঐ শ্রেণীর মহল তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন এমন লোকদের জন্য যে নরম ও মোলায়েমভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত, খাদ্য দানে অভ্যস্ত, ঘন ঘন রোযা রাখায় অভ্যস্ত এবং রাত্রি বেলা লোকদের ঘুমাইয়া থাকার সময় নামায পড়ায় অভ্যস্ত।"

১০৭৬ (মেঃ)। হাদীস– হযরত উসমান ইবনে আবুল আছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ يَقُولُ يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا إِنَّ هٰذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ (احمد)

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ পরিবারের লোকজনকে রাত্রের বিশেষ অংশে জাগ্রত করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে দাউদ পরিবার! উঠ এবং নামায পড়; ইহা এমন একটি সময় যে সময়ে মহামহিম আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করিয়া থাকেন– দুই শ্রেণী লোকের দোয়া ব্যতীত। ১. যাদুকর। ২. ট্যাক্স আদায়কারী (যাহারা জনসাধারণের উপর অন্যায় করিয়া থাকে)।"

১০৭৭ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

أَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ (احمد)

www.BANGLAKITAB.com

"ফরয নামাযের (মান-মর্যাদা, ফযীলত ও সওয়াবের) পরেই সর্বোত্তম নামায গভীর রাত্রের (তথা তাহাজ্জুদ) নামায।"

১০৭৮ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ اِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ (احمد - بيهقى)

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং বলিল, অমুক ব্যক্তি রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে, অতঃপর ভোর হইলে চুরি করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় তাহার তাহাজ্জুদ নামায পড়ার অভ্যাস অচিরেই তাহাকে তোমার বর্ণিত দোষ হইতে বাধা প্রদান করিবে।"

১০৭৯ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَشْرَافُ اُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّيْلِ (بيهقى)

"আমার উম্মতের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান ঐ লোকগণ যাহারা কুরআন বহনকারী ও রাত্রে জাগরণকারী।"

◆ কুরআন বহনের সর্বোচ্চ ধাপ হইল নিজ আমলে ও চরিত্রের কুরআনের বাস্তবায়ন, পরবর্তী ধাপ হইল– কুরআনের শিক্ষা ও প্রচার, তার পরবর্তী ধাপ হইল– উহা কণ্ঠস্থ করা।

১০৮০ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلَى صَلَاتِهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلَى عَبْدِيْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِيْ وَرَجُلٌ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ مَعَ اَصْحَابِهِ

www.BANGLAKITAB.com

فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِى الْاِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِى الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى هُرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِى رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِى وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِى حَتّٰى هُرِيْقَ دَمُهُ (شرح السنة)

"আমাদের পরওয়ারদেগার দুই শ্রেণী মানুষের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ১. যেই ব্যক্তি নিজ প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রের বন্ধু-বান্ধবের মধ্য হইতে নরম বিছানা ও রাজাই ছাড়িয়া তাহার নামাযে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তাআলা আপন ফেরেশতাগণকে বলেন, আমার বান্দাকে দেখ! সে নিজের নরম বিছানা ও শয্যা ছাড়িয়া প্রিয়তম স্ত্রী-পুত্রের ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্য হইতে লাফাইয়া উঠিয়াছে তাহার নামাযের প্রতি; আমার নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহার বাসনায় এবং যে আযাব রহিয়াছে উহার ভয়ে। ২. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে গিয়াছে এবং নিজ সঙ্গীদের সাথে পরাজয় বরণে পশ্চাদপদ হইয়াছে, তারপর সে লক্ষ্য করিয়াছে– পশ্চাদপদ হওয়ায় কি গোনাহ এবং পুনঃ অগ্রসর হওয়ায় কি সওয়াব। সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ অগ্রসর হইয়াছে– স্বীয় রক্ত বহাইয়া দেওয়া পর্যন্ত অগ্রগামী রহিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা আপন ফেরেশতাগণকে বলেন, আমার বান্দাকে দেখ! আমার নিকট যে পুরস্কার রহিয়াছে উহার বাসনায় এবং যে আযাব রহিয়াছে উহার ভয়ে সে পুনঃ অগ্রসর হইয়াছে– নিজের রক্ত বহাইয়া দেওয়া পর্যন্ত অগ্রগামী রহিয়াছে!"

মাসআলা ঃ তাহাজ্জুদ নামায কিরাতের পরিমাণ অন্যান্য নামাযের ন্যায় নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী হইবে– ইহা যথেষ্ট। যাহাদের লম্বা কিরাত পড়ার সঙ্গতি আছে তাহাদের পক্ষে দুই পন্থায় উভয়টিরই অবকাশ আছে, নিজ নিজ মনের তৃপ্তি ও রুচি অনুযায়ী যে কোনটি অবলম্বন করিতে পারিবে– রাকাতের সংখ্যা কম করিয়া কিরাত লম্বা করিতে পারে এবং ছোট ছোট কিরাত পড়িয়া রাকাতের সংখ্যা বেশি করিতে পারে, যাহাতে সিজদা অধিক সংখ্যায় হয়। উভয় পন্থাই নিজ নিজ ফযীলতে উত্তম বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে– যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম পরিমাণের কিরাত সাধারণত পড়িতেন, সময়ে দীর্ঘাপেক্ষা অতি দীর্ঘ কিরাতও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

১০৮১ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ

"যে ব্যক্তি সর্বমোট দশটি আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সুযোগ নিয়াছে তাহাকে আল্লাহভোলাদের দলভুক্ত করা হইবে না। যে ব্যক্তি একশত আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদ পড়িয়াছে তাহাকে আল্লাহ-নুরভক্তদের দলভুক্ত গণ্য করা হইবে। আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়াছে তাহাকে (আখেরাতের) ধনাঢ্য সাব্যস্ত করা হইবে।"

১০৮২ (আঃ)। হাদীস– আবু মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামাযে) সূরা বাকারার শেষ অংশ হইতে দুইটি আয়াত পাঠ করিবে উহাও তাহার জন্য (তাহাজ্জুদ আদায়ের কর্তব্য সম্পাদনে) যথেষ্ট পরিগণিত হইবে।"

১০৮৩ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ حُزِرَتْ قِيَامُهُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

"আমি আমার খালা (নবী-পত্নী) মায়মুনা (রাযি.)-এর গৃহে রাত্রি যাপন করিয়াছি। (দেখিয়াছি) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে নামায পড়িতে উঠিয়াছেন এবং মোট তের রাকাত নামায পড়িয়াছেন– যাহার মধ্যে (প্রভাত উদয়ের পর) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতও শামিল। (রাত্রের তাহাজ্জুদ

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের) প্রতি রাকাতের (কিরাত পড়ায়) হযরতের দাঁড়াইয়া থাকার অনুমান আমি করিয়াছি, উহা সূরা মুযযাম্মিল পাঠ করার পরিমাণ ছিল।"

১০৮৪ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَارْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ (قَالَ فَتَوَسَّدْتُ فُسْطَاطَهُ) فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طُوِيْلَتَيْنِ طُوِيْلَتَيْنِ طُوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

"(একদা সফর অবস্থায় পণ করিলাম–) অবশ্যই আমি অদ্য রাত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাহাজ্জুদ) নামায ভালভাবে লক্ষ্য করিব। এই পণ নিয়া আমি হযরতের তাবুর নিকট বিছানা পাতিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শেষ রাত্রে) প্রথমে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়িলেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন দীর্ঘ অতি দীর্ঘ অতি দীর্ঘ। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন পূর্ববর্তী দুই রাকাত অপেক্ষা খাট, তারপর দুই রাকাত পূর্বের দুই রাকাত অপেক্ষা খাট, তারপর দুই রাকাত পূর্বের অপেক্ষা খাট, তারপর দুই রাকাত পড়িলেন পূর্বের অপেক্ষাও খাট, তারপর (এই দুই রাকাতের সঙ্গেই এক রাকাত মিলাইয়া) বেতের পড়িলেন– এই হইল মোট তের রাকাত।"

১০৮৫ (নাঃ)। হাদীস– হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ يُصَلِّىْ بِهَا فِىْ رَكْعَةٍ فَمَضٰى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ

www.BANGLAKITAB.com

عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَوِيْلًا قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ

"(কোন এক সুযোগে) এক রাত্রে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (মুক্তাদী হইয়া) নামায আরম্ভ করিলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বাকারা পড়া শুরু করিলেন। আমি ভাবিলাম, একশত আয়াতের উপর রুকু করিবেন কিন্তু তিনি একশত আয়াত পার হইয়া গেলেন; (ভাবিলাম, দুইশত আয়াতের উপর রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি দুইশত আয়াতও পার হইয়া গেলেন; সূরাটি ২৮৬ আয়াতের) ভাবিলাম, পূর্ণ সূরায় এক রাকাত পূর্ণ করিবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইলেন– (সূরা শেষ হওয়া মুহূর্তে ভাবিলাম, রুকু করিবেন, তিনি ঐ সূরা পার হইয়া সূরা নিসা আরম্ভ করিলেন এবং উহা পূর্ণ পাঠ করিলেন। তারপর সূরা আলে-ইমরান আরম্ভ করিলেন এবং উহা পূর্ণ পাঠ করিলেন– (মোট সাড়ে পাঁচ ছিপারা হইল)। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে ধীরেই পাঠ করিতেছিলেন। তাসবীহ পড়া বিষয়ের আয়াত পাঠ সময়ে তাসবীহ পাঠ করিতেন, দোয়া বিষয়ের আয়াত পাঠকালে দোয়া করিতেন, আশ্রয় চাওয়া বিষয়ের আয়াত পাঠকালে আশ্রয় চাহিতেন। তারপর রুকু করিলেন এবং 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' পড়িতে লাগিলেন– তাঁহার রুকু তাঁহার (কিরাত পড়ায়) দাঁড়াইয়া থাকার পরিমাণ-প্রায় ছিল। তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইলেন এবং সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলিলেন– (রুকু হইতে উঠিয়া যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন) তাঁহার এই দাঁড়ানো অতি দীর্ঘ ছিল– তাঁহার রুকুর পরিমাণ-প্রায় ছিল। তারপর সিজদায় গেলেন, সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলিতে থাকিলেন– তাঁহার সিজদা তাঁহার (রুকুর পর) দাঁড়াইয়া থাকার পরিমাণ-প্রায় ছিল।"

www.BANGLAKITAB.com

১০৮৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু লায়লা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا فَمَرَّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্শ্বে নামায পড়িলাম– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে নফল নামায (তথা তাহাজ্জুদ) পড়িতে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযাবের বর্ণনার একটি আয়াত পাঠ করিলেন; ঐ সময় তিনি বলিলেন– 'আউজু বিল্লাহি মিনান নার ওয়া ওয়ালুন লি আহলিন নার'। অর্থ– আমি দোযখ হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাই, দোযখীদের ভীষণ দুর্দশা ও দূরাবস্থা হইবে।"

মাসআলা ঃ তাহাজ্জুদ নামাযে কিরাত নিঃশব্দেও পড়া যায়, সশব্দেও পড়া যায়। তবে যেসব লোক নিশ্চিতই তাহাজ্জুদের জন্য উঠিবে না– এই লোকদের কষ্ট-যাতনা হইতে পারে এইরূপ শব্দে পড়িবে না। যাহারা জাগ্রত হইলে তাহাজ্জুদ পড়িবে তাহাদেরে জাগ্রত করা পরিমাণ শব্দে পড়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন সশব্দে পড়ায় স্বাস্থ্যগত বিষয়াবলীর প্রতিও অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১০৮৭ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়স (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كُلَّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ بِالْقِرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَهَرَ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً

"আমি আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলার (তাহাজ্জুদ নামাযে) কিরাত কিরূপে পড়িতেন? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, উভয় প্রকারই করিতেন– কোন সময় নিঃশব্দে পড়িতেন, কোন সময় সশব্দে পড়িতেন। আমি বলিলাম, আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি এই ব্যাপারে অবকাশ দিয়াছেন।"

১০৮৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

www.BANGLAKITAB.com

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ فَقَالَ إِنِّي أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ قَالَ ارْفَعْ قَلِيلًا وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ فَقَالَ إِنِّي أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ قَالَ اخْفِضْ قَلِيلًا

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাত্রি বেলা বাহির হইলেন এবং দেখিলেন, আবু বকর (রাযি.) খুব নিচ স্বরে নামায পড়িতেছেন, আর ওমরের নিকট দিয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিলেন, খুব উচ্চু স্বরে নামায পড়িতেছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁহারা উভয়ে হযরতের নিকট একত্রিত হইলে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.)কে বলিলেন, আমি আপনার নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম, আপনি খুব নিচ স্বরে (নামায পড়িতেছেন? তিনি বলিলেন, যাঁহার দরবারে আমি পড়িতে ছিলাম তাঁহাকে আমি ঐ স্বরেই শুনাইতে পারিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একটু উঁচু করিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর (রাযি.)কে বলিলেন, আপনার নিকট দিয়া যাইতে দেখিলাম, আপনি খুব উঁচু স্বরে (নামায) পড়িতেছেন? তিনি বলিলেন, নিদ্রামগ্নদেরকে জাগাইতে ছিলাম এবং শয়তানকে তাঁড়াইতে ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, একটু নিচু করিবেন।"

❖ রাত্রি বেলায় নীরব নিরালা পরিবেশের নামাযে কিছু শব্দের সহিত কিরাত পড়ায় হৃদয়ে উত্তম রেখাপাত হয় এবং ঘুম দূরে থাকে। বেশি উঁচু স্বরে পড়ায় যাহারা তাহাজ্জুদের জন্য উঠিবে না তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে এবং নিজেরও ক্লান্তি আসিবে।

হাদীসটির তরজমায় বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিবরণ আবু দাউদ শরীফে আছে।

১০৮৯ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ

www.BANGLAKITAB.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (তাহাজ্জুদ নামাযে) কিরাত পড়ার শব্দ এই পরিমাণের হইত যে, তিনি গৃহের ভিতরে নামায পড়িলে আঙ্গিনাস্থ লোক উহা শুনিতে পাইত।"

১০৯০ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَتْ قِرَاْءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا

"রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামাযে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাত সময়ে উঁচু স্বরে হইত, সময়ে নিচু স্বরেও হইত।"

১০৯১ (আঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ اَلَا كُلُّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الصَّلٰوةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। তিনি লোকদের উঁচু কিরাত শুনিতে পাইয়া (নিজ ঘেরাও-এর) পর্দা উঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকেই তো স্বীয় পরওয়ারদেগারের দরবারে পড়িতেছ (তাঁহাকে শুনাইবার জন্য এত উঁচু স্বরের প্রয়োজন হয় না)। অতএব (বেশি উঁচু স্বরে পড়িয়া) একে অন্যকে কষ্ট দিও না এবং নামাযে একে অন্যের উপর স্বর উঁচু করিও না।"

১০৯২ (আঃ)। হাদীস– উকবা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রকাশ্য শব্দে কুরআন পড়া প্রকাশ্যে দান করার ন্যায় এবং লুকায়িত স্বরে কুরআন পড়া লুকায়িতভাবে দান করার ন্যায়।"

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে উভয়টিই উত্তম। পবিত্র কুরআন ৩ পারা ৫ রুকুতে উভয় প্রকার দানকেই উত্তম বলা হইয়াছে।

মাসআলা ঃ তাহাজ্জুদ নামাযের পরিমাণ অথবা তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ নিয়ত ও আকাঙ্ক্ষায় নির্ধারিত করিয়া নিলে উহা পূরণে আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ হয়।

১০৯৩ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوْقِظُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَا يَجِيْءُ السَّحَرُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এইরূপ (সুযোগ লাভ করিতে) ছিলেন যে, মহামহিম আল্লাহ তাঁহাকে রাত্রের এমন অংশে জাগ্রত করিয়া দিতেন– যেন তিনি তাহার (তাহাজ্জুদ নামায বা উহাকে কুরআন তেলাওয়াতের) নির্ধারিত পরিমাণ আদায়ে প্রভাত উদয়ের পূর্বেই অবসর হইতে পারেন।"

মাসআলা ঃ সাধারণ নফল বা তাহাজ্জুদ নামায পড়ায় অবশ্যই দায়-দায়িত্ব পালনের কর্তব্যের সহিত চলিতে হইবে।

১০৯৪ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِيْ قَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ قَالَ فَاِنِّيْ اَنَامُ وَاُصَلِّيْ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللّٰهَ يَا عُثْمَانُ فَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাজউন (রাযি.)-এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; তিনি হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উসমান! তুমি আমার সুন্নাত-আদর্শ হইতে বিরাগী হইয়াছ কি? তিনি বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কসম

www.BANGLAKITAB.com

খোদার! কখনও নয়, বরং আমি তো আপনার সুন্নাত-আদর্শকেই তালাশ করিয়া থাকি, কামনা করিয়া থাকি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি নিদ্রাও যাই (তাহাজ্জুদ) নামাযও পড়ি এবং রোযাও থাকি, রোযাবিহীনও থাকি, মহিলাও বিবাহ করিয়াছি। হে উসমান! আল্লাহর ভয় নিজ সম্মুখে উপস্থিত রাখিও। নিশ্চয় তোমার উপর নিজ পরিবারের হক ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার অতিথির পর্যন্ত হক ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার জানের হক ও দায়িত্ব রহিয়াছে। সুতরাং তুমি (নফল) রোযা থাকিবা রোযাবিহীনও থাকিবা, (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িবা নিদ্রাও যাইবা।"

❖ আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবরণ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.)-এর ঘটনায়ও আছে– যাহা বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

মাসআলা ঃ বসবাসের বাড়ি-ঘরে, বসত গৃহে নামাযের ধারা চলমান থাকা আবশ্যক। নামাযের দ্বারা গৃহে আল্লাহর রহমত এবং খায়র-বরকত– কল্যাণ ও মঙ্গল আসিবে। এতদ্ভিন্ন গৃহে বড়দের নামায চর্চায় শিশুরা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইবে। মহিলাগণ গৃহে নামায পড়িবে তদুপরি পুরুষগণেরও গৃহে নামায পড়া চাই। পুরুষগণ ফজর নামায মসজিদে জামাতের সহিত পড়িবে, গৃহে নফল নামায পড়িবে।

গৃহে নামায পড়ার প্রতি এতই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে যে, মদীনা শরীফের বাসিন্দা– যাহাদের বসতবাড়ি মদীনায় তাহাদিগকে নফল নামায মসজিদে নববীতে না পড়িয়া নিজ নিজ গৃহে পড়ার আদেশ করা হইয়াছে। অথচ মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাযের সওয়াব পঞ্চাশ হাজার রাকাতের সমতুল্য।

১০৭৫ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا
مِنْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلٰوتِهٖ خَيْرًا

"তোমাদের কেহ মসজিদে (ফরয) নামায আদায় করিয়া সারিলে সে নিজ গৃহের জন্য (নফল) নামাযের কিছু অংশ অবশ্যই রাখিয়া দিবে। কারণ

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তাআলা তাহার নামাযের দ্বারা তাহার গৃহে কল্যাণ ও মঙ্গল দান করিবেন।"

১০৯৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِى يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ الَّذِى لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"যেই ঘরে আল্লাহর যিকির হইয়া থাকে এবং যেই ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না– উভয়টির পার্থক্যের দৃষ্টান্ত জীবিত এবং মৃতের পার্থক্য।"

১০৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

"তোমাদের গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করিও না। (অর্থাৎ আল্লাহর যিকির শূন্য রাখিও না; যেসব মানুষের মধ্যে আল্লাহর যিকির নাই তাহারা মরা লাশ তুল্য এবং কতিপয় মৃতদেহ যেই জায়গায় অবস্থিত করা হইবে উহাই কবরস্থান হয়)।

আর জানিয়া রাখ– শয়তান ঐ ঘর হইতে পালাইয়া বেড়ায় যেই ঘরে (পবিত্র কুরআনের) সূরা বাকারা পাঠ করা হয়।"

১০৯৮ (তিঃ)। হাদীস– হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের উত্তম নামায যাহা তোমাদের গৃহে পড়া হয়– অবশ্য ফরয নামায ব্যতিরেকে। (ফরয নামায মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত পড়িবে।)"

www.BANGLAKITAB.com

১০৯৯ (আঃ)। হাদীস– যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهٖ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ

"কোন ব্যক্তির আপন ঘরে নামায পড়া আমার এই মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষাও উত্তম– অবশ্য ফরয নামায ব্যতীত।"

১১০০ (নাঃ)। হাদীস– হযরত কাআব ইবনে ওজরা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَلَمَّا صَلّٰى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রীয় মসজিদে মাগরিবের নামায পড়িলেন। নামায শেষে কিছু লোক নফল নামায পড়া আরম্ভ করিল। এতদ্দৃষ্টে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কর্তব্য এই নামায গৃহে পড়া।"

১১০১ (ইঃ)। হাদীস– কতিপয় লোক ওমর (রাযি.)কে গৃহে নামায পড়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন–

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَّا صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهٖ فَنُوْرٌ فَنَوِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ

"এই বিষয়টি আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, নিজ গৃহে মানুষের নামায নুর (হেদায়েতের আলো ও বরকত) সৃষ্টিকারী; অতএব তোমরা নিজ নিজ ঘরকে নুরময় করায় সচেষ্ট থাকিও।"

১১০২ (ইঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا اَفْضَلُ الصَّلٰوةُ فِىْ بَيْتِىْ اَوِ الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ اَلَا تَرٰى اِلٰى بَيْتِىْ مَا اَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَاَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন নামায অধিক উত্তম– আমার গৃহের নামায অথবা মসজিদের নামায? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ঘর দেখ না যে মসজিদের কত নিকটবর্তী? এমতাবস্থায়ও আমার ঘরে নামায পড়া অধিক অধিক ভালবাসি মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা– অবশ্য যদি ফরয নামায হয়।"

মাসআলা ঃ নামাযে একাগ্রতা লাভের ভাবাবেগে নিরিবিলি স্থানের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

১১০৩ (তিঃ)। হাদীস– হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ الصَّلٰوةَ فِى الْحِيْطَانِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ে পছন্দ করিয়া থাকিতেন বাগানের ভিতরে নামায পড়া।"

বেতের নামাযের বয়ান

১১০৪ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন তোমরা অবশ্যই বেতের নামায প্রভাত উদয়ের পূর্বে পড়িবে।"

১১০৫ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলিয়া থাকিতেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ صَلّٰى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ اٰخِرَ صَلٰوتِهٖ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذٰلِكَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُهُمْ

"যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে তাহার উচিত বেতের নামাযকে ঐ নামাযের পরে পড়া– অবশ্য বেতের নামায প্রভাত উদয়ের পূর্বে হইতে হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ আদেশই লোকদিগকে করিতেন।"

১১০৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا

"তোমরা অবশ্যই বেতের পড়িয়া নিবা প্রভাত উদয়ের পূর্বে।"

১১০৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهٗ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهٖ فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ

"তোমাদের যে আশঙ্কা রাখিবে শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য) না উঠিবার সে রাত্রের প্রথম অংশেই (ইশার নামাযের পর) বেতের নামায পড়িয়া নিবে, তারপর শয়ন করিবে। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ ভরসা রাখিবে শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিবার সে বেতের নামায শেষ রাত্রে পড়িবে। নিশ্চয় শেষ রাত্রে কুরআন পাঠে রহমতের ফেরেশতা বিশেষভাবে উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং শেষ রাত্রে নামায পড়া অতি উত্তম।"

১১০৮ (তিঃ)। হাদীস– হযরত খারেজা ইবনে হুযায়ফা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন–

اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ اَلْوِتْرُ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

www.BANGLAKITAB.com

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বর্ধিত করিয়াছেন তোমাদের উপর একটি নামায যাহা তোমাদের জন্য (তোমাদের সর্বোত্তম সম্পদ যথা) লাল উট অপেক্ষাও উত্তম। (সেই নামাযটি হইল) বেতের নামায– উহাকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, ইশার নামায হইতে প্রভাত উদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে।”

১১০৯ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বলিয়াছেন–

الوتر ليس بحتم كصلوتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران

“তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ন্যায় (ভিন্ন এক ওয়াক্ত ষষ্ঠ ওয়াক্তরূপে) বেতের নামায নহে। (বেতের নামায ইশার নামাযের সঙ্গেই অবশ্য করণীয়রূপে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবৎ করিয়াছেন এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন– নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জোড়াহীন– বেজোড়; তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন, (বেতের নামাযও বেজোড় নামায;) অতএব হে কুরআনধারী সমাজ! তোমরা অবশ্যই বেতের নামায পড়িবে।”

১১১০ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل يقرأ فى كل ركعة بثلاث سور اخرهن قل هو الله احد

“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বেতের নামায পড়িতেন। (সময়ে) উহাতে সর্বমোট নয়টি সূরা পড়িতেন– প্রতি রাকাতে তিনটি সূরা পড়িতেন; নয় সূরার শেষ সূরা হইত কুলহু আল্লাহু আহাদ।”

১১১১ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فى ركعة ركعة

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযে 'সাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা', 'কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' সূরাসমূহ পড়িতেন– এক এক সূরা এক এক রাকাতে।"

১১১২ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল আজীজ ইবনে জুরাইজ (রহ.) আয়েশা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সূরা দ্বারা বেতের নামায পড়িতেন?

قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

"আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযের প্রথম রাকাতে 'ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা' দ্বিতীয় রাকাতে 'কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' অথবা কুল আউযু– দুই সূরার কোন একটি পড়িতেন।"

❖ বেতের নামাযের তিন রাকাতের কিরাত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হইল। বস্তুত প্রত্যেকটি হাদীসের বর্ণনাই সাময়িক ছিল।

১১১৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান–

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ

"যেই ব্যক্তির বেতের নামায ছুটিয়া যায় ঘুমের কারণে অথবা ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তাহার ঐ নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে যখন স্মরণে আসে এবং জাগ্রত হয়।"

১১১৪ (তিঃ)। হাদীস– তালক ইবনে আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا وِتْرَانِ فِى لَيْلَةٍ

"আমি শুনিয়াছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– এক রাত্রে দুইবার বেতের নামায পড়িবে না।"

❖ কোন ব্যক্তি ঘুমের পূর্বে ইশার নামাযের সাথেই বেতের নামায পড়িয়াছে, অতঃপর শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়ার সুযোগ তাহার

www.BANGLAKITAB.com

রহিয়াছে– সেই ব্যক্তি তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়িবে। বেতের তাহাজ্জুদের পরে পড়া উত্তম বটে কিন্তু সেই জন্য বেতের পূর্বে পড়িয়া নেওয়ায় এখন তাহাজ্জুদ হইতে বিরত থাকিবে না এবং তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় তাহার বেতের পড়িতে হইবে না– আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য ইহাই। এই ব্যক্তি পুনরায় বেতের পড়িলে তাহার পক্ষে এক রাত্রে দুইবার বেতের পড়া হইবে– ইহা নিষিদ্ধ।

১১১৫ (আঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

"বেতের নামায অবশ্য করণীয় কাজ– যে ব্যক্তি বেতের না পড়িবে সে আমাদের জামাতভুক্ত নহে। বেতের অবশ্য করণীয় কাজ– যে ব্যক্তি বেতের না পড়িবে সে আমাদের জামাতভুক্ত নহে। বেতের অবশ্য করণীয় কাজ– যে ব্যক্তি বেতের না পড়িবে সে আমাদের জামাতভুক্ত নহে।"

১১১৬ (আঃ)। হাদীস– আবু কাতাদা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ مَتٰى تُوتِرُ قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتٰى تُوتِرُ قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخَذَ هٰذَا بِالْحَذَرِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذَ هٰذَا بِالْقُوَّةِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বেতের নামায কোন সময় পড়েন? তিনি বলিলেন, রাত্রের প্রথম অংশে (ইশার সাথে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর (রাযি.)কেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বেতের কোন সময় পড়েন? তিনি বলিলেন, শেষ রাত্রে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর (রাযি.) সম্পর্কে বলিলেন, তিনি সতর্কতার পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ওমর (রাযি.) সম্পর্কে বলিলেন, তিনি শক্তি ও সাহসের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।"

১১১৭ (নাঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ
فِي الْأُولٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ
عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বেতের নামায পড়িতেন। প্রথম রাকাতে ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা, দ্বিতীয় রাকাতে কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন, তৃতীয় রাকাতে কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা পড়িতেন। রুকুর পূর্বে দোয়া কুনুত পড়িতেন, অতঃপর (বেতের নামায) শেষ করিয়া– (সালাম ফেরার পর) 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ' তিনবার বলিতেন। তৃতীয় বারে শেষ শব্দ (কুদ্দুছ) দীর্ঘায়িত করিতেন।"

১১১৮ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ
ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلٰثٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলা ঘুম হইতে উঠলেন এবং মিসওয়াক (করিয়া অযু) করিলেন, তারপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া শুইয়া পড়িলেন। আবার ঘুম হইতে উঠিলেন এবং মিসওয়াক করিলেন, অযু করিলেন ও দুই রাকাত নামায পড়িলেন। এইভাবে (তিন দফায়) ছয় রাকাত নামায পড়িলেন, তারপর তিন রাকাত বেতের নামায পড়িলেন এবং (উহার পরে) দুই রাকাত (নফল) নামায পড়িলেন।"

১১১৯ (নাঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ
رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلٰثٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

www.BANGLAKITAB.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদ) নামায আট রাকাত পড়িতেন এবং বেতের তিন রাকাত পড়িতেন, আর ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকাত পড়িতেন।"

১১২০ (নাঃ)। হাদীস– হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا يَمُدُّ صَوْتَهُ فِى الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের পড়িতেন– ছাব্বিহিছমা রাব্বিকাল আলা, কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন, কুলহু আল্লাহু আহাদ দ্বারা। যখন (বেতের পড়িয়া) স্থান ত্যাগের ইচ্ছা করিতেন তথা বেতের হইতে অবসর হইতেন তখন 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুছ' তিনবার বলিতেন– তৃতীয় বার (কুদ্দুছ শব্দ উচ্চারণে) আওয়াজ দীর্ঘ ও উঁচু করিতেন।"

১১২১ (ইঃ)। হাদীস– উম্মে সালামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামাযের পর দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায বসিয়া পড়িতেন।"

১১২২ (মেঃ)। হাদীস– ছাওবান (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ هٰذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ فَاِذَا اَوْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاِلَّا كَانَتَا لَهٗ (ترمذى)

"নিদ্রা ভঙ্গ ও রাত্রি জাগরণ কষ্টসাধ্য ও কঠিন কাজ। অতএব তোমাদের কেহ বেতের পড়িলে সে দুই রাকাত (নফল) নামায পড়িয়া নিবে। অতঃপর

www.BANGLAKITAB.com

যদি রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠে তবে ভাল কথা; অন্যথায় এই দুই রাকাত তাহার জন্য (তাহাজ্জুদের স্থলে) গণ্য হইবে।"

১১২৩ (মেঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (احمد)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত (নফল নামায) বেতেরের পর বসিয়া পড়িতেন। উক্ত রাকাতদ্বয়ে ইযা যুলযিলাতিল আরদু এবং কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন সূরাদ্বয় পড়িতেন।"

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেতের নামায সব সময় তাহাজ্জুদের পরেই পড়িতেন এবং তাঁহার তাহাজ্জুদ অতি দীর্ঘ হইত, তাই উক্ত রাকাতদ্বয় বসিয়া পড়িতেন। যাহারা বেতের ইশার সঙ্গে পড়েন তাহাদের উক্ত রাকাতদ্বয় তাহাজ্জুদের স্থলে গণ্য হওয়া আলোচ্য হাদীসের পূর্বেই হাদীসে উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং ইশার নামাযের পর বেতের পড়িয়া উক্ত রাকাতদ্বয় পড়া হইলে তাহার অবস্থা ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রমযান শরীফের তারাবীহ

১১২৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِيْ خِلَافَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের বিশেষ নামায (তারাবীহ) সম্পর্কে শুধু আকৃষ্ট করিতেন– উৎসাহ প্রদান করিতেন, উহা সম্পর্কে লোকদিগকে জোর দিয়া আদেশ করিতেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলিতেন– যে ব্যক্তি রমযানের বিশেষ নামায আদায় করে (উহার সওয়াবের) বিশ্বাস ও সওয়াবের উদ্দেশ্য করিয়া তাহার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন– এই পর্যন্ত বিষয়টি এইরূপই থাকিল (যে, রমযানের নামাযের প্রতি শুধু আকৃষ্ট ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন)। আবু বকর (রাযি.)-এর খেলাফত আমলেও বিষয়টি এইরূপই থাকিয়া গেল এবং ওমর (রাযি.)-এর খেলাফত আমলের প্রথম অংশেও বিষয়টি এইরূপই থাকিয়া গেল।"

❖ ওমর (রাযি.) তাঁহার খেলাফত আমলের মধ্যভাগে রমযানের বিশেষ নামায তারাবীর জন্য তৎপরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইমাম নির্ধারিত করিয়াছিলেন, জামাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ২০ রাকাত সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া উহা বাস্তবায়ন পরিদর্শন করিয়াছিলেন ইত্যাদি। তৎকালীন লক্ষাধিক সাহাবীগণের কেহই খলীফার এই ব্যবস্থা গ্রহণে আপত্তি করেন নাই, বরং সকলেই নিয়মিত তারাবীহ পড়িয়াছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারাবীর নামায ভালবাসা সত্ত্বেও নিয়মিত ব্যবস্থা কেন প্রবর্তন করিয়াছিলেন না তাহার কারণ স্বয়ং তিনি বর্ণনা করিয়া দিয়াছিলেন– যাহা সুস্পষ্টরূপে হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ভাষায় কারণটি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আমি ভয় করি– তারাবীর নিয়মিত ব্যবস্থা করা হইলে উহা ফরয হইয়া যাইতে পারে এবং এই কারণটি এমন বস্তু ছিল যাহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই সম্পৃক্ত, তাঁহার পরে উহার অস্তিত্ব নাই। কারণ আল্লাহর রসূল দুনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পর শরীয়তে নতুন ফরয সংযোজনের অবকাশই নাই। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তারাবীকে নিয়মিতরূপে রূপান্তরিত করায় কোন বাধা ছিল না, তাই খলীফা ওমর (রাযি.) তাহা করিয়াছিলেন এবং সকল সাহাবীগণ উহা সমর্থন করিয়াছিলেন।

❖ নিয়মিত রূপ ছাড়া কতিপয় দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের বিশেষ নামায ২০ রাকাত পড়িয়াছিলেন বলিয়া হাদীসে

www.BANGLAKITAB.com

প্রমাণিত আছে। 'মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা' ও 'তাবরানী' এবং 'বায়হাকী' কিতাবত্রয়ে ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে বেতের ভিন্ন ২০ রাকাত নামায পড়িয়াছেন।" (ফাতহুল মুলহিম ২–৩২০)

মুসনাদে বায়হাকী কিতাবে সহীহ সনদের সহিত ইহাও বর্ণিত আছে যে–

كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِىٍّ

"মুসলমানগণ খলীফা ওমরের আমলে (তারাবীহ) ২০ রাকাত পড়িয়া থাকিত, খলীফা উসমান এবং খলীফা আলীর আমলেও তদ্রূপই।" (ঐ)

❖ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের কোন কোন দিন যে, তারাবীহ পড়িয়াছিলেন তাহা জামাতের সহিতই পড়িয়াছিলেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) 'রমযানের বিশেষ নামায' পরিচ্ছেদে নিম্নে বর্ণিত হাদীসখানা বয়ান করিয়াছেন।

১১২৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ مِّنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِى السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِى الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ فَقَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ ثُلُثٌ مِّنَ الشَّهْرِ وَصَلّٰى بِنَا فِى الثَّالِثَةِ وَدَعَا اَهْلَهُ وَنِسَائَهُ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ (ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ)

www.BANGLAKITAB.com

"আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযানের রোযা রাখিতেছিলাম; তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়া (জামাতের সহিত রমযান উপলক্ষ্যের) নামায পড়িলেন না– এমনকি রমযান মাসের (২৯ হিসাবে) শুধু সাত দিন বাকি থাকিল। অর্থাৎ ২৩ রোযার দিন সম্মুখে আসিল; ঐ দিনের পূর্ব রাত্রে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সঙ্গে নিয়া (রমযান উপলক্ষ্যের বিশেষ) নামায পড়িলেন– রাত্রের প্রথম তৃতীয়াংশ শেষ হওয়া পর্যন্ত। পর দিন তথা ২৪ তারিখের রাত্রে ঐরূপে আমাদেরে সঙ্গে লইয়া ঐ নামায পড়িলেন না। আমাদেরকে সঙ্গে লইয়া ঐ নামায পড়িলেন ২৫ তারিখের রাত্রে– রাত্রের অর্ধাংশ শেষ হওয়া পর্যন্ত। আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! রাত্রের অবশিষ্টাংশও আমাদেরকে লইয়া অধিক নামায পড়িলে ভাল হইত! (রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা করিলেন না, বরং) তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত এই নামায পড়ে তাহার জন্য পূর্ণ রাত্র নামায পড়ার সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয়। তারপর আবার ঐ নামায হইতে বিরত থাকিলেন– এমনকি মাসের শুধু তিন রাত্র বাকি থাকিলে– (২৯ হিসাবে উহা ২৭ তারিখের রাত্র হয়)। ২৭ তারিখের রাত্রে আমাদেরকে লইয়া নামায পড়িলেন, নিজের পরিবারবর্গ এবং বিবিগণকেও ডাকিয়া নিলেন। আমাদের সকলকে লইয়া নামায পড়িতে থাকিলেন– এমনকি সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আশঙ্কা আমাদের হইতেছিল। (অবশিষ্ট মাস আর ঐ নামায পড়েন নাই।)"

১১২৬ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ رَمَضَانَ اَوْزَاعًا فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيْرًا فَصَلّٰى عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهٖ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِىْ هٰذِهٖ

www.BANGLAKITAB.com

بِحَمْدِ اللّٰهِ غَافِلًا وَلَا خَفِىَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِى صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِى مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلَّا اَنِّى خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

"রমযান মাসে লোকগণ মসজিদে একা একা নামায পড়িত। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিলেন; সেমতে আমি তাঁহার জন্য একটি চাটাই বিছাইয়া দিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উহার উপর নামায পড়িলেন, তাঁহার নামাযের সাথে লোকগণও নামায পড়িল। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী রাত্রেও ঐ নামায পড়িলেন; এই দিন অনেক লোকের সমাবেশ হইল। তারপর লোকগণ তৃতীয় রাত্রিও একত্রিত হইল কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসিলেন না (লোকগণ কাশির শব্দ ইত্যাদি করিয়া নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করিল)। ভোর বেলা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে লোক সকল! আল্লাহর শোকর– এই রাত্র আমি উদাসীন অবস্থায় কাটাই নাই এবং তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত ছিল না। তোমাদের কর্মকাণ্ড আমি উপলব্ধি করিয়াছি; তোমাদের নিকট বাহির হইয়া আসায় আমার জন্য একমাত্র বাধা ইহাই ছিল যে, আমি আশঙ্কা করিয়াছি এই নামায তোমাদের উপর ফরয করিয়া দেওয়ার।"

১১২৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا نَاسٌ فِىْ رَمَضَانَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هٰؤُلَاءِ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْاٰنٌ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّى وَهُمْ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابُوْا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوْا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দেখিতে পাইলেন, কিছু লোক মসজিদের এক প্রান্তে নামায পড়িতেছে– রমযান মাসে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ লোকদের কি অবস্থা? বলা হইল, এই লোকদের নিকট কুরআন (কণ্ঠস্থ) নাই;

www.BANGLAKITAB.com

উবাই ইবনে কাআব (কুরআন কণ্ঠস্থওয়ালা) নামায পড়িতেছেন, এই লোকগণ তাঁহার সাথে নামায পড়িতেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের কাজ যথার্থ হইয়াছে এবং খুবই উত্তম যাহা তাহারা করিয়াছে।"

১১২৮ (নাঃ)। হাদীস– নোমান ইবনে বশীর (রাযি.) মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া (সর্বসমক্ষে) এই সত্য বর্ণনা করিয়াছেন–

قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَعِشْرِيْنَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসে বিশেষ নামায পড়িয়াছি– ২৩ তারিখের রাত্রে রাত্রির তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। তারপর ২৫ তারিখের রাত্রে তাঁহার সাথে নামায পড়িয়াছি অর্ধ রাত্র পর্যন্ত। তারপর ২৭ তারিখ রাত্রে তাঁহার সাথে নামায পড়িয়াছি– এই পর্যন্ত যে, আমরা ভাবিয়াছি, সেহরী খাওয়ার সময় পাইব না।"

১১২৯ (নাঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ

"নিশ্চয় মহানের মহান আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযা তোমাদের উপর ফরয করিয়াছেন। আর আমি রমযানের বিশেষ নামাযকে তোমাদের জন্য সুন্নাত সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছি। যে ব্যক্তি ঈমানের দ্বারা ও সওয়াবের আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই মাসের রোযা করিবে এবং বিশেষ নামায আদায় করিবে সেই ব্যক্তি তাহার গোনাহ হইতে এইরূপ পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে যেরূপ ছিল সে মায়ের পেট হইতে জন্ম লাভের দিন।"

১১৩০ (ইঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান (রাযি.) বর্ণনা করেন–

www.BANGLAKITAB.com

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ شَهْرٌ
كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ
إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের আলোচনায় বলিয়াছেন, আল্লাহ তাআলা ফরয করিয়া দিয়াছেন তোমাদের উপর এই মাসের রোযা এবং আমি সুন্নাত সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছি তোমাদের জন্য এই মাসের বিশেষ নামায। সেমতে এই ব্যক্তি যেই মাসের রোযা রাখিবে এবং এই মাসের বিশেষ নামায আদায় করিবে ঈমান এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে তাহার গোনাহসমূহ হইতে এইরূপ মুক্ত হইয়া যাইবে যেরূপ ছিল মায়ের পেট হইতে জন্ম লাভের দিন।"

❖ বুখারী শরীফে তাহাজ্জুদ নামাযের অনুচ্ছেদ ভিন্ন রাখা আছে– যাহা নামায অধ্যায়ে বর্ণিত। আর রমযানের বিশেষ নামায তথা 'তারাবীহ'-এর অনুচ্ছেদ ভিন্ন রাখা আছে– রমযান অধ্যায়ে। অতএব উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন নামায– এক নহে।

লাইলাতুল কদরের বয়ান

১১৩১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي
وَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا لَا شُعَاعَ لَهَا

"যেই আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় লাইলাতুল কদর রমযানের মধ্যেই হইয়া থাকে– কসমের মধ্যে কোন কিছু বাদ রাখেন নাই।

www.BANGLAKITAB.com

উবাই (রাযি.) ইহাও বলিয়াছেন, খোদার কসম! আমি জানি উহা কোন তারিখের রাত্র। উক্ত রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ নামায ও ইবাদত-বন্দেগীর আদেশ আমাদেরে করিয়াছেন। সেই রাত্রটি হইল, যাহার ভোর হয় রমযানের ২৭ তারিখ। সেই রাত্রের নিদর্শন হইবে এই যে, ঐ রাত্রের দিনের সকাল বেলায় সূর্যের প্রখর কিরণমালা থাকিবে না।"

১১৩২ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ রাতসমূহে নিজ পরিবারবর্গকে (ইবাদত-বন্দেগীর জন্য) জাগ্রত করিয়া দিতেন।"

১১৩৩ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়িলাম...। আমি আরজ করিলাম–

أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِّنْ بَنِي سَلِمَةَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ كَمِ اللَّيْلَةُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ قَالَ هِيَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ أَوِ الْقَابِلَةُ يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِينَ

"নবী সালেমা গোত্রীয় কতিপয় লোক আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কত তারিখের রাত্র? আমি বলিলাম, ২২ তারিখের। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লাইলাতুল কদর এই রাত্রই। অতঃপর উহা হইতে ফিরিয়া গেলেন এবং বলিলেন, বরং আগামী রাত্র– ২৩ তারিখের রাত্র বুঝাইতে ছিলেন।"

১১৩৪ (আঃ)। হাদীস– মুআবিয়া (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِينَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লাইলাতুল কদর ২৭ তারিখের রাত্র।"

❖ লাইলাতুল কদর সম্পর্কে ২৩ ও ২৭ তারিখের উল্লেখ হইল, বুখারী শরীফ সহ সব কিতাবেই ২১ তারিখ সম্পর্কেও হাদীস বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন সব হাদীসের কিতাবেই রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। বিশিষ্ট আলেমগণের মতে লাইলাতুল কদর সর্বদার জন্য এক তারিখে নির্ধারিত নহে। শুধু শেষ দশকের বেজোড় রাত্রসমূহ নির্ধারিত– উহা হইতে এক এক বৎসর তারিখ পরিবর্তিত হইতে পারে।

শবে বরাত তথা শাবান চাঁদের ১৫ তারিখ রাত্রের বৈশিষ্ট্য

১১৩৫ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, (শাবান চাঁদের ১৫ তারিখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে অবস্থানকারী ছিলেন। গভীর রাত্রে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বিছানায় পাইলাম না। আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম; (অনতিদূরে মদীনার কবরস্থানে) 'বাকী' এলাকায় তিনি ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া) বলিলেন, তুমি কি আশঙ্কা করিয়াছ– আল্লাহ (সম্মতি দিবেন) এবং আল্লাহর রসূল তোমার প্রতি অন্যায় করিবেন? আমি বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! (ঠিকই) আমি ধারণা করিয়াছিলাম, আপনি (আমার জন্য নির্ধারিত দিনে) অপর কোন বিবির নিকট পৌঁছিয়াছেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া বিগলিত অন্তরে দোয়া-ইস্তিগফার করায় মনোনিবেশের হেতুরূপে ঐ রাত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিলেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ

"নিশ্চয় মহামহিম মহান আল্লাহ শাবানের মধ্য রাত্রে (ভূমণ্ডলের) নিকটতম আকাশে (সর্বাধিক রহমত ও মাগফিরাত) অবতরণ (করার বিশেষ ব্যবস্থা) করেন। ঐ ব্যবস্থায় আল্লাহ তাআলা মাগফিরাত ও ক্ষমা করেন ও এত অধিক লোমের যাহাদের সংখ্যা বনু কালব গোত্রের ছাগল পালের সমষ্টির গায়ের লোমের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হইবে।"

www.BANGLAKITAB.com

১১৩৬ (ইঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيَغْفِرُ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقُهُ أَلَا مُبْتَلِي فَأُعَافِيهِ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"শাবান মাসের মধ্য (তথা ১৫ তারিখের) রাত্রি আসিলে তোমরা ঐ রাত্রিটি উজাগর করিও এবং উহার দিনে রোযা রাখিও। কারণ এই রাত্রে সূর্যাস্তের সময় হইতেই আল্লাহ তাআলার (বিশেষ রহমত দৃষ্টির) অবতরণ হয় ভূমণ্ডলের (উপরস্থ– নিকটতম, সর্বনিম্নের) আকাশে; (বান্দাদেরে নিকটতম স্থান হইতে দ্রুত ও অধিক রহমত দানের জন্য) এবং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিতে থাকেন– কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। রিযিক প্রার্থী আছে? আমি তাহাকে রিযিক দান করিব। রোগ বা বিপদগ্রস্ত আছে? আমি তাহাকে স্বাস্থ্য বা শান্তি দান করিব। এরূপ আছে? এরূপ আছে? বিভিন্ন আহ্বান ও ঘোষণা হইতে থাকে প্রভাত হওয়া পর্যন্ত।"

১১৩৭ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

فَقَدْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ وَمَا بِي ذٰلِكَ وَلٰكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

"এক রাত্রে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (বিছানা হইতে) উধাও পাইলাম। (রাত্রটি আয়েশার গৃহে থাকার পালা ছিল।) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করার জন্য বাহির হইলাম।

www.BANGLAKITAB.com

অকস্মাৎ তিনি বাকী কবরস্থানে আছেন, উর্ধপানে মাথা উঁচু করিয়া (হয়ত দোয়ারত) আছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার প্রতি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল কর্তৃক জুলুম করার আশঙ্কা তুমি করিয়াছ? আমি বলিলাম, অত বড় অভিযোগ তো আমার অন্তরে নাই, হাঁ– আমি ভাবিয়াছি, আপনার কোন স্ত্রীর নিকট গিয়াছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয় শাবানের ১৫তম রাত্রে নিকটবর্তী আসমানে আল্লাহ তাআলার (বিশেষ রহমতের) অবতরণ হয়। আল্লাহ তাআলা (স্বীয় রহমতকে বান্দাদের নিকটতম করিয়া সেই রহমতের বদৌলতে) ক্ষমা করিয়া থাকেন বনু কালব গোত্রের অসংখ্য ছাগলসমূহের গায়ের লোম অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মানুষকে।"

❖ একাধিক স্ত্রী থাকিলে প্রত্যেকের গৃহে রাত্র যাপনের পালা সমানরূপে নির্ধারিত করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক স্ত্রীর পালা তাহার হক ও প্রাপ্য স্বত্ত্ব; একজনের পালার রাত্র অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য স্ত্রীকে প্রদান করা অন্যায়, জুলুম ও তাহার হক নষ্ট করা। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, তুমি আশঙ্কা করিয়াছ তোমার পালার রাত্র আমি অন্যকে দিয়াছি– যাহা অন্যায় ও জুলুম। আর আমি আল্লাহর রসূল; যাহা করিব তাহার প্রতি আল্লাহরও সমর্থন থাকিবে। অতএব যদি তুমি আশঙ্কা করিয়া থাক যে, আমি তোমার পালার রাত্র অন্য স্ত্রীকে দিয়াছি তবে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের তরফ হইতে অন্যায় ও জুলুম আশঙ্কা করার শামিল হইবে।

উত্তরে আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, আমার পালার রাত্র অন্যকে দিয়া দিয়াছেন– এত বড় অন্যায়ের আশঙ্কা তো করি নাই, তবে আমি ভাবিয়াছি, হয়ত অল্প সময়ের জন্য হইলেও আপনি কোন স্ত্রীর গৃহে গিয়াছেন– আমার জন্য ইহাও, অসহনীয়, তাই আপনার খোঁজে বাহির হইয়াছি।

❖ 'বনু কালব' একটি প্রসিদ্ধ গোত্র, ছাগল পোষার বৈশিষ্ট্য তাহাদের মধ্যে ব্যাপক ছিল। যেরূপ মৎস্যজীবী জেলে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হয় মাছ ধরা, তাই ঐ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের ঘরেই ২/৪ টা জাল ইত্যাদি মৎস্য শিকারের অস্ত্র থাকেই। তদ্রূপ 'বনু কালব' গোত্রের লোকগণ শত শত ছাগল পোষিয়া থাকিত; তাহাদের প্রত্যেকের ঘরে ২/৪টা ছাগল তো অবশ্যই

www.BANGLAKITAB.com

থাকিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সমগ্র বনু কালব গোত্রের লোকদের সমুদয় ছাগলগুলি একত্র করিলে ঐ অসংখ্য ছাগল পালের সমষ্টির গায়ে যত সংখ্যার লোম হইবে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করিয়া থাকেন শাবানের ১৫তম রাত্রে।

❖ আলোচ্য ঘটনার রাত্রটি সেই শাবানের ১৫ তম রাত্রই ছিল, সেই রাত্রে কবরস্থানে যাইয়া কবরকে চোখের সামনে রাখিয়া বিগলিত প্রাণে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত ও ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার আদর্শই শিক্ষা দিয়াছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১১৩৮ (ইঃ)। হাদীস– আবু মুসা আশআরী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَيَطَّلِعُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا مُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ

"আল্লাহ তাআলা শাবানের মধ্য রাত্রে (বিশেষ রহমতের) দৃষ্টি করেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষকেই ক্ষমা করেন– শিরককারী এবং (অপর মুসলমানের প্রতি) বিদ্বেষ পোষণকারী ব্যতীত।"

❖ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর 'খুতবাতুল আহকাম' নামক জুমার খুতবাহ সঙ্কলনের তরজমায় শাবান চাঁদের খুতবার মধ্যে উল্লেখিত হাদীসের আলোচনায় 'আইনো মা ছাবাতা বিচ্ছুন্নাহ' নামক কিতাব হইতে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব 'মুসনাদে বায়হাকী' বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস হইতে গৃহীত আরও কতিপয় শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে– যাহাদের গোনাহ এই রাত্রেও মাফ করা হয় না; যাবৎ না তাহাদের শরীয়তের বিধান মতে তাওবা করে। ৩. অন্যায়রূপে মানুষ হত্যাকারী। ৪. সদা মদ্য পানকারী। ৫. মাতা-পিতার অবাধ্য। ৬. রক্তের সম্পর্কধারী আত্মীয় হইতে (জাগতিক কারণে) সম্পর্ক ছিন্নকারী। ৭. পরিধেয় বস্ত্র এত লম্বাকারী যে, পায়ের গিঁঠ ঢাকিয়া যায়।

তথায় আরও বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ রাত্রে এই দোয়া পড়িতে থাকিতেন–

www.BANGLAKITAB.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

"আয় আল্লাহ! তোমার আযাব হইতে তোমার ক্ষমতার আশ্রয় চাই। তোমার অসন্তুষ্টি হইতে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার আযাব হইতে তোমারই আশ্রয় চাই। তুমি শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চে; তোমার প্রশংসা আমার অসাধ্যে। তোমার মহিমার বিকাশ একমাত্র তোমার নিজের প্রশংসার দ্বারাই হইতে পারে।"

১১৩৯ (মেঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِيْهَا اَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا اَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تُرْفَعُ اَعْمَالُهُمْ وَفِيْهَا تُنْزَلُ اَرْزَاقُهُمْ (بيهقى)

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি জান শাবানের মধ্য রাত্রিতে কি কি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে? আয়েশা (রাযি.) বলিলেন, উহাতে কি কি বৈশিষ্ট্য আছে– ইয়া রসূলাল্লাহ? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাতে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, অত্র বৎসরে যেসব আদম সন্তান জন্মিবে তাহাদের নির্ধারিত করা হয় এবং উহাতে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, অত্র বৎসরে যেসব আদম সন্তান মরিবে তাহাদেরে নির্ধারিত করা হয়। এই রাত্রেই আদম সন্তানদের আমলনামা স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই রাত্রেই তাহাদের (আগামী বৎসরের) রিযিকসমূহ অবতীর্ণ করা হয়।"

❖ লোকদের আমলনামা অস্থায়ী কেন্দ্র হইতে স্থায়ী কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয় এই রাত্রে। প্রত্যেকের আগামী বৎসরের রিযিক নির্ধারিত করা হয় এবং উহার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয় এই রাত্রে।

www.BANGLAKITAB.com

পবিত্র কুরআনের ফযীলত এবং উহা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য

১১৪০ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ

"কুরআন কণ্ঠস্থকারীর অবস্থা দড়িতে বাঁধা উটের মালিকের ন্যায়। ঐ উটকে যদি রক্ষিত অবস্থায় (তথা বাঁধা) রাখে তবে উহাকে নিজ আয়ত্তে রাখিতে সক্ষম হইবে, আর যদি উহাকে ছাড়িয়া দেয় তবে চলিয়া যাইবে। কুরআন কণ্ঠস্থকারী যদি কুরআনকে রাত্রে এবং দিনে পড়ায় অভ্যস্ত তাকে তবে কুরআন তাহার স্মরণে থাকিবে। আর যদি সে কুরআন লইয়া লিপ্ত না থাকে তবে সে উহা ভুলিয়া যাইবে।"

১১৪১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুসা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

"কুরআনে লিপ্ত থাকা বজায় রাখিও; ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জান! নিশ্চয় কুরআন বেশি ছুটিয়া যায় উট অপেক্ষা যে উটকে দড়িতে বাঁধিয়া রাখিতে হয়।"

❖ দড়ির বাঁধ খসিয়া গেলে ঐ উট ছুটিয়া যাইবে– দূর প্রান্তে চলিয়া যাইবে। তদ্রূপ কুরআনে লিপ্ত থাকা বজায় না রাখিলে উহা তোমার স্মরণ হইতে ছুটিয়া যাইবে– তোমার হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে।

১১৪২ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

www.BANGLAKITAB.com

"কুরআন শরীফ পড়ায় সুদক্ষ ব্যক্তি আল্লাহর বার্তা বাহক, সম্মানিত ও আল্লাহর অনুগত ফেরেশতাগণ দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে আটকিয়া আটকিয়া, কুরআন শরীফ পড়া তাহার জন্য কঠিন– তবুও পড়ে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব নির্ধারিত রহিয়াছে।"

১১৪৩ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ قَالَ وَسَمَّانِىْ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكٰى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)কে বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন, তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য 'সূরা লাম ইয়াকুন' উবাই (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট আল্লাহ তাআলা আমার নাম বলিয়াছেন? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। উবাই (রাযি.) ইহা শুনিয়া কাঁদিলেন।"

❖ মহান আল্লাহর সম্মুখে নিজের অতি অতি নগণ্যতা ও তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতা অনুভবে কাতরতা এবং আল্লাহর মহান দরবারে আলোচিত হওয়ার আনন্দ উভয়ের আবেগে ক্রন্দন আসা নিতান্তই স্বাভাবিক।

উবাই (রাযি.) কুরআন শরীফ পড়ায় বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন; স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার প্রশংসায় বলিয়াছেন, اقرأهم ابى –সাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম কুরআন পাঠকারী ছিলেন উবাই (রাযি.)। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে বলা হইয়াছে, কুরআনের সুদক্ষ ব্যক্তি বিশিষ্ট ফেরেশতা তুল্য; ঐ সত্যেরই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উবাই (রাযি.)। তিনি কুরআনের সুদক্ষ হওয়ায় মহামহিম আল্লাহর মহান দরবারে তিনি আলোচিত হইয়াছেন এবং আল্লাহর নবী আদিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকে পড়া শুনাইবার জন্য।

১১৪৪ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ

"তোমাদের প্রত্যেকে কি পছন্দ করে না যে, আপন বাড়িতে আসিয়া দেখিতে পায় বড় বড় মোটা-তাজা তিনটি গাভীন উট তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে? আমরা সকলেই বলিলাম, হাঁ– ইহা আমরা প্রত্যেকেই পছন্দ করি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে শুন! তিনটি কুরআনের আয়াত যদি তোমাদের কেহ নামাযে পড়ে তবে উহা তাহার জন্য তিনটি বড় বড় মোটা-তাজা গাভীন উট অপেক্ষা উত্তম (সম্পদ) হইবে– (পরকালে তো নির্ধারিতরূপে উহা পাইবেই, ইহকালেও উহার বরকত এবং কল্যাণ-মঙ্গল ভোগের সুযোগ পাইতে পারে)।"

১১৪৫ (মোসঃ)। হাদীস– ওকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবীজীর মসজিদের বারান্দায় থাকিতাম। একদা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন–

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ

"তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রতিদিন সকাল বেলায় (মদীনার অদূরে) বুতহান বা আকীক যাইয়া অবৈধ উপায় বা আত্মীয়তা ছেদন ব্যতিরেকে তিনটি অতি উত্তম উট লাভ করিয়া উহা বাড়িতে নিয়া আসে? আমরা বলিলাম, আমরা সকলেই ইহা পছন্দ করি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে

www.BANGLAKITAB.com

যাইবে এবং আল্লাহর কুরআনের দুইটি আয়াত শিক্ষা করিবে অথবা পাঠ করিবে– ইহা তাহার জন্য দুইটি উট লাভ করা অপেক্ষা উত্তম হইবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম হইবে, চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা উত্তম হইবে এবং আয়াতের যে কোন সংখ্যা ঐ সংখ্যার উট অপেক্ষা উত্তম হইবে।"

১১৪৬ (মোসঃ)। হাদীস– আবু উমামা বাহেলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهٗ يَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهٖ اِقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ فَاِنَّهُمَا يَاْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ تَحَاجَّانِ عَنْ اَصْحَابِهِمَا اِقْرَءُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فَاِنَّ اَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ لَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ

"তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর; কুরআন শরীফ সুপারিশকারী হইয়া উপস্থিত হইবে উহার ধারকদের জন্য কিয়ামত দিবসে। দুইটি নুরানী সূরা বিশেষভাবে তেলাওয়াত কর– সূরা বাকারা এবং সূরা আলে-ইমরান। এই সূরাদ্বয় কিয়ামত দিবসে (ছায়া দানকারী) মেঘমালারূপী হইয়া উপস্থিত হইবে উহাদের ধারকগণের পক্ষে সুপারিশ এবং ওকালতি করিবে। বিশেষভাবে সূরা বাকারা তেলাওয়াত কর; উহাকে ধরিয়া রাখা বরকত-কল্যাণ ও মঙ্গলের সূত্র হয় এবং উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া অনুতাপ ও দুঃখ-বেদনার কারণ হইবে, যাদুকরগণ ইহাকে ডিঙ্গাইতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ ইহা তেলাওয়াতকারীর উপর যাদু তাছীর করিতে পারে না।"

১১৪৭ (মোসঃ)। হাদীস– নাওয়াছ ইবনে ছাময়ান (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

يُؤْتٰى بِالْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهٖ تَقْدَمُهٗ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلُ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَاَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ اَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ اَوْ كَاَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا

www.BANGLAKITAB.com

"কিয়ামতের দিন কুরআন শরীফকে উপস্থিত করা হইবে এবং উহার ধারকগণকে যাহারা উহা অনুযায়ী আমল করিয়া থাকিত। কুরআনের আগে থাকিবে সূরা বাকারা ও সূরা আলে-ইমরান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সূরাদ্বয়ের তিনটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন– এখনও পর্যন্ত আমি উহা ভুলি নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– ঐ সূরাদ্বয় আসিবে দুইটি মেঘ খণ্ডের আকারে (ছায়া দানের জন্য) অথবা দুইটি অতি ঘন কাল ছায়া আকারে; উহাদের মধ্যে আলো হইবে অথবা ডানা বিস্তারকারী পাখীদের দুইটি ঝাঁকের ন্যায়। এইরূপে আসিয়া ঐ সূরাদ্বয় উহার ধারকদের পক্ষে সুপারিশ এবং ওকালতি করিবে।"

১১৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

بَيْنَا جِبْرِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا اِلَّا اُعْطِيْتَهُ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বর্ণনা মতে তাঁহার) নিকট জিবরাঈল (আ.) বসা ছিলেন– এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের দিকে দরওয়াজা খোলার ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তিনি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, আসমানের এই একটি দরওয়াজা অদ্য খোলা হইল– যাহা অদ্যকার পূর্বে আর কখনও খোলা হয় নাই। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করিয়াছেন) অতঃপর ঐ দরওয়াজা পথে একজন ফেরেশতা অবতরণ করিলেন। জিবরাঈল (আ.) বলিলেন, এই ফেরেশতা এখনই ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন, অদ্যকার পূর্বে আর কখনও তিনি অবতরণ করেন নাই। ঐ ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিলেন এবং বলিলেন, আপনি বিশেষ সুসংবাদে ধন্য হউন দুইটি নুর বা আলো লাভে,

www.BANGLAKITAB.com

যাহা একমাত্র আপনিই লাভ করিয়াছেন, আপনার পূর্বে কোন নবীও উহা লাভ করিতে পারেন নাই। একটি হইল, পবিত্র কুরআনের আরম্ভ– সূরা ফাতেহা, অপরটি হইল সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ। উভয়ের প্রতিটি অক্ষর পাঠের সাথে সাথে উহাতে আবেদনের প্রতিটি বস্তু আপনাকে (আপনার উম্মতকে) প্রদান করা হইবে।"

❖ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সৎ ও সরল পথ–সীরাতে মুস্তাকীম প্রাপ্তির আবেদন ও আরাধনা রহিয়াছে সূরা ফাতেহার মধ্যে। আর কোন প্রকার গোনাহের দরুন অভিযুক্ত না করা, বালা-মুসিবত ও আপদ-বিপদে আক্রান্ত না করা এবং সকল প্রকার গোনাহের মাগফিরাত তথা গোনাহসমূহকে আমলনামা হইতে মুছিয়া ফেলার এবং রহমত দানের ও জাহেরী-বাহেনী– পার্থিব ও আত্মিক সকল শত্রুর উপর জয়লাভের জন্য মদদ ও সাহায্যের প্রার্থনা ও আবেদনরূপে ৭টি দোয়ার উল্লেখ রহিয়াছে সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহে।

এইভাবে দুনিয়া-আখেরাতের সর্বময় কল্যাণ ও মঙ্গলের আবেদন-আরাধনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উক্ত সূরা ও আয়াতসমূহে। সাথে সাথে এই আশা-অঙ্গীকারও দেওয়া হইয়াছে যে, উহার পাঠক কায়মনোবাক্যে উহার মর্মকে আবেদনরূপে পেশ করিলে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি দোয়া উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহা কবুল করিবেন– প্রার্থিত মনোবাঞ্ছাবলী প্রদান করিলেন। ইহা কতই না বড় সৌভাগ্য, কতই না বড় সুসংবাদ এবং আনন্দদায়ক ও আশাব্যঞ্জক।

এই আশার আলো বহন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষ আয়াতমালা। এই সূরা ও আয়াতমালাকে নুর– আলো বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহজগতে উহা আশার আলো বহনকারী এবং পরজগতে– কবর, হাশরে ও পুলসিরাতে আলো দানকারী।

১১৪৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার সাক্ষাত হইল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সঙ্গে বাইতুল্লাহ শরীফের নিকটে। আমি বলিলাম, সূরা বাকারার দুইটি আয়াত সম্পর্কে আপনি হাদীস বয়ান করেন বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি। তিনি বলিলেন, হাঁ।

www.BANGLAKITAB.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সূরা বাকারার শেষের দুইটি আয়াত যে ব্যক্তি রাত্রে উহা পাঠ করিবে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট পরিগণিত হইবে।"

❖ রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায এবং উহাতে সাধ্যানুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত এক সময়ে ফরয ছিল, পরে উহা ফরয হওয়া রহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সুন্নাত রূপের কর্তব্য আকারে এখনও উহা বলবৎ আছে। সেই কর্তব্য আদায়ে এই দুইটি আয়াত যথেষ্ট গণ্য হয়। আর এই আয়াতদ্বয়ের বিষয়বস্তু এবং উহার দোয়ারূপী মর্ম আল্লাহর দরবারে কবুল ও গৃহীত হওয়ার আশা-ভরসা দৃষ্টে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ-মঙ্গলের জন্যও উহা যথেষ্ট পরিগণিত।

১১৫০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

"যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত কণ্ঠস্থ রাখিবে সে দাজ্জালের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ার বিপদ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে।"

১১৫১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবুল মুনাজির [রাযি.] সাহাবীকে) বলিলেন, হে আবুল মুনাজির! কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ যে, তোমার নিকটে আছে– তুমি কি জান উহার মধ্যে কোনটি অধিক

www.BANGLAKITAB.com

মর্যাদাবান? আবু মুনাজির (রাযি.) বলেন, আমি বললাম– আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল তাহা বেশি জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনঃ বলিলেন, হে আবুল মুনাজির! কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ যে, তোমার নিকট আছে– তুমি কি জান উহার মধ্যে কোনটি অধিক মর্যাদাবান? আমি বলিলাম, 'আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইউম'। ইহা শুনামাত্র হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে সাবাশি প্রদানার্থে) আমার বুকের উপর হাত মারিয়া বলিলেন, তোমার প্রজ্ঞা তোমাকে ধন্য করুক।"

১১৫২ (মোসঃ)। হাদীস– আবু দারদা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ جَزَّأَ الْقُرْاٰنَ ثَلَاثَةَ اَجْزَاءٍ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ جُزْءًا مِنْ اَجْزَاءِ الْقُرْاٰنِ

"আল্লাহ তাআলা পূর্ণ কুরআনকে (সওয়াব ও মর্যাদা দান ক্ষেত্রে) তিন ভাগ করিয়াছেন। শুধু কুলহু আল্লাহু আহাদকে ঐ তিন ভাগের এক ভাগ বানাইয়াছেন।"

১১৫৩ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْشُدُوْا فَاِنِّىْ سَاَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ اِنِّىْ اَرٰى هٰذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِىْ اَدْخَلَهُ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ قُلْتُ لَكُمْ سَاَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ اَلَا اِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরে) বলিলেন, তোমরা একত্রিত হও; আমি তোমাদেরে তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইব। সেমতে যাহারা পারিয়াছে একত্রিত হইয়াছে; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ গৃহ হইতে) বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং কুলহু

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহু আহাদ (সূরা) তেলাওয়াত করিয়াছেন, তারপর (গৃহে) চলিয়া গিয়াছেন। আমরা পরস্পর বলিলাম, মনে হয়– আসমান হইতে কোন সংবাদ (ওহী) আসিয়াছে, সেই সংবাদই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গৃহে যাওয়ায় বাধ্য করিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সংবাদের কারণেই তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ না করিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, আমি বলিয়াছিলাম– তৃতীয়াংশ কুরআন তোমাদিগকে পড়িয়া শুনাইব। স্মরণ রাখিও, 'সূরা কুলহু আল্লাহু আহাদ' তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান।"

১১৫৪ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرُوْهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সেনাপতি বানাইয়া পাঠাইলেন একটি সৈন্য বাহিনীর উপর। ঐ ব্যক্তি সৈন্য বাহিনীর নামায পড়াইয়া থাকিত এবং সে (কিরাত পড়ার) প্রত্যেক রাকাতই কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা দ্বারা শেষ করিত। সৈন্য বাহিনী প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা ঐ ব্যাপার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর কেন সে ঐরূপ করিয়া থাকে? তাহারা তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, ঐরূপ করার কারণ এই যে, এই সূরাটি অসীম দয়ালের গুণগানপূর্ণ, তাই আমি উহাকে পড়া ভালবাসি। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহাকে বলিয়া দাও, আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন।"

১১৫৫ (মোসঃ)। হাদীস– নাফে ইবনে আবদু হারেছ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি খলীফা ওমরের সঙ্গে সাক্ষাত করিলেন। ওমর (রাযি.)

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহাকে মক্কা নগরীতে সরকারী দায়িত্বে নিয়োগ করিতে ছিলেন। তিনি ওমর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মক্কা এলাকার শাসনকর্তা কাহাকে বানাইয়াছেন? ওমর (রাযি.) বলিলেন, আবু যর পুত্রকে। তিনি বলিলেন, কে আবু যর পুত্র? ওমর (রাযি.) বলিলেন, আমাদেরই একজন ক্রীতদাস যাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মক্কার এলাকাবাসীদের উপর আপনি একজন ক্রীতদাসকে শাসনকর্তা বানাইয়াছেন? ওমর (রাযি.) বলিলেন, সে মহামহিম আল্লাহর কিতাব কুরআনের বিশেষজ্ঞ এবং ইসলামের নির্দেশাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞ। ওমর (রাযি.) আরও বলিলেন–

اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ

“জানিয়া রাখ! তোমাদের আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এই কিতাব কুরআন দ্বারা অনেক লোককে উঁচু করিবেন এবং অনেক লোককে নিচু করিবেন।”

❖ ইহার মর্ম ঐরূপই যেরূপ পবিত্র কুরআনেই আছে, ‘এই কুরআন দ্বারা আল্লাহ অনেককে হেদায়েত দান করেন, অনেককে এই কুরআন দ্বারাই গোমরাহ-পথভ্রষ্ট করেন।” অর্থাৎ এক শ্রেণী কুরআনকে মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া হেদায়েত প্রাপ্ত হয় এবং দুনিয়া-আখেরাতে উচ্চাসনের যোগ্য হয়। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণী এই কুরআনকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করিয়া ভ্রষ্ট হয় এবং দুনিয়াতে হেয় ও আখেরাতে জাহান্নামী হয়।

১১৫৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)কে বলিলেন–

اَتُحِبُّ اَنْ اُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِى التَّوْرٰةِ وَلَا فِى الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْقُرْاٰنِ مِثْلُهَا قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْرَاُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ فَقَرَاَ اُمَّ الْقُرْاٰنِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا اُنْزِلَتْ

www.BANGLAKITAB.com

فِى التَّوْرٰةِ وَلَا فِى الْاِنْجِيْلِ وَلَا فِى الزَّبُوْرِ وَلَا فِى الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَاِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُعْطِيْتُهٗ

"তুমি কি বাসনা রাখ যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দেই যাহার তুল্য দ্বিতীয় কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ করা হয় নাই। উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) বলিলেন, হাঁ– ইয়া রসূলাল্লাহ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, নামাযের মধ্যে কুরআন কিভাবে পাঠ কর? উবাই (রাযি.) কুরআন-জননী তথা সূরা ফাতেহা পাঠ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! এই সূরাটির তুল্য দ্বিতীয় কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এমনকি কুরআনেও অবতীর্ণ হয় নাই। ইহাকেই দেওয়া হইয়াছে একমাত্র আমাকে– ইহাই 'ছাবহে মাছানী' এবং 'কুরআনে আজীম'।"

❖ এই শেষ বাক্যে পবিত্র কুরআনেরই একটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। উক্ত আয়াতে সূরা ফাতেহার উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদার এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

"আমি আপনাকে এমন একটি সূরা দিয়াছি যাহা সাত আয়াত সম্বলিত– সর্বাধিক বেশি পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হইবে এবং শুধু ঐ একটি সূরাই 'মহান কুরআন' আখ্যা পাওয়ার যোগ্য।"

১১৫৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ وَاِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيْهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ

"তোমরা নিজ গৃহকে কবরস্থান বানাইও না (কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা গৃহকে আবাদ রাখ)। যেই ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হইবে উহাতে শয়তান প্রবেশ করিবে না।"

www.BANGLAKITAB.com

১১৫৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيْهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ

"প্রত্যেক জিনিসেরই একটি সর্বোচ্চ অংশ থাকে। পবিত্র কুরআনের সর্বোচ্চ অংশ হইল, সূরা বাকারা। উহার মধ্যে একটি (সুদীর্ঘ) আয়াত আছে যাহা কুরআনের সমস্ত আয়াতসমূহের প্রধান– উহা হইল আয়াতুল কুরসি।"

১১৫৯ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ حم الْمُؤْمِنَ إِلَى إِلَيْهِ الْمَصِيْرِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِيْنَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِيْنَ يُمْسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ

"যেই ব্যক্তি (২৪ পারা) হা-মীম আল-মুমিন (সূরার প্রথম দুই আয়াত 'ইলাইহিল মাছির' পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসি সকাল বেলা পড়িবে সে বিকাল পর্যন্ত (শয়তান হইতে ও বিপদাপদ হইতে) সুরক্ষিত থাকিবে। যে বিকালে পড়িবে সে সকাল পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকিবে।"

পবিত্র কুরআনের ফযীলত এবং উহা সম্পর্কে আরও বিভিন্ন তথ্য

১১৬০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوْهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ فِيْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِيَ عَلَى مِسْكٍ

www.BANGLAKITAB.com

"তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং উহা তেলাওয়াত কর। যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও তেলাওয়াত করে এবং উহা দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তাহার অবস্থার দৃষ্টান্ত এইরূপ যেরূপ মেশক বা কস্তুরি ভরা থলিয়া, উহার (মুখ খোলা– বাঁধা নয়) সুগন্ধি সর্বস্থানে ছড়াইতেছে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিয়া উহা নিজ বক্ষে ধারণ পূর্বক ঘুমাইয়া থাকে, (রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে তেলাওয়াত করে না) তাহার অবস্থার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, থলিয়ার ভিতর মেশক ভরিয়া উহার মুখ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। (অর্থাৎ থলিয়ার ভিতরে সুগন্ধি আছে কিন্তু উহা ছড়ায় নাই; আবদ্ধ রাখিয়াছে।)"

১১৬১ (তিঃ)। হাদীস– নোমান ইবনে বশীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِاَلْفَىْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَاٰنِ فِىْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ

"আল্লাহ তাআলা সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দুই হাজার বৎসর পূর্বে নিজ বিশেষ কালাম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা হইতে দুইটি আয়াত (পবিত্র কুরআনে) নাযিল করিয়াছেন– যাহা দ্বারা সূরা বাকারা সমাপ্ত করিয়াছেন। যেই ঘরে উক্ত আয়াতদ্বয় তিন দিন পড়া হইবে শয়তান সেই ঘরের নিকটেও যাইবে না।"

১১৬২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰس وَمَنْ قَرَاَ يٰس كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ

"প্রত্যেক জীবের হৃদয় আছে (যাহা তাহার দেহের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ)। কুরআনের হৃদয় হইল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে তাহার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফ দশবার পড়িবার সওয়াব লিখিয়া দিবেন।"

www.BANGLAKITAB.com

১১৬৩ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِيْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ

"যে ব্যক্তি 'হা-মীম দুখান' সূরা রাত্রে তেলাওয়াত করিবে, ভোর পর্যন্ত তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফিরাতের দোয়া করিবেন।"

১১৬৪ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهُ

"যে ব্যক্তি জুমার দিনের রাত্রে সূরা 'হা-মীম দুখান' পাঠ করিবে তাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

১১৬৫ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন– একজন সাহাবী এক জায়গায় তাবু বাঁধিলেন, ঐ স্থানে কবর ছিল, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন না যে, উহা কবর। হঠাৎ তিনি টের পাইলেন যে, উহা কবর; উহার ভিতরে একজন মানুষ আছে– সে 'সূরা মুলক' শেষ পর্যন্ত পাঠ করিল। ঐ সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাবু বাঁধিয়াছিলাম কবরের উপর; আমি ধারণা করি নাই যে, উহা কবর। হঠাৎ টের পাইলাম উহার ভিতরে মানুষ আছে– সে 'সূরা মুলক' পাঠ করিয়া শেষ করিয়াছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"এই সূরাটি প্রতিরোধকারী, এই সূরাটি রক্ষাকারী; ঐ ব্যক্তিকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করে।"

১১৬৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْاٰنِ ثَلَاثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ

www.BANGLAKITAB.com

"কুরআনের ৩০ আয়াত সম্বলিত একটি সূরা সুপারিশ করিবে (উহা পাঠকারী) মানুষের জন্য; ফলে তাহার মাগফিরাত হইয়া যাইবে। সূরাটি হইতেছে, 'তাবারাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুলক'।"

১১৬৭ (তিঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ الم تَنْزِيْلَ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইতেন না সূরা 'আলিফ-লাম-মীম তানযীল' ও সূরা 'তাবারাকাল্লাজী বিইয়াদিহিল মুলক' না পড়া পর্যন্ত।"

১১৬৮ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ কি? সে বলিল, না; ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নিকট এমন কিছু নাই যাহার নির্ভরে আমি বিবাহ করিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন–

اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قَالَ بَلٰى قَالَ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ قَالَ بَلٰى قَالَ رُبُعُ الْقُرْاٰنِ قَالَ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ

"তোমার নিকট কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা তো কুরআনের তৃতীয়াংশ তুল্য। তোমার নিকট ইজা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা কুরআনের চতুর্থাংশ তুল্য। তোমার নিকট কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাও কুরআনের চতুর্থাংশ তুল্য; তোমার নিকট ইজা যুলযিলাত সূরা আছে কি? সে বলিল, হাঁ। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.BANGLAKITAB.com

বলিলেন, ইহাও কুরআনের চতুর্থাংশ তুল্য। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বিবাহ করিয়া নেও– বিবাহ করিয়া নেও।"

১১৬৯ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْاٰنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبْعِ الْقُرْاٰنِ وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْاٰنِ

'যে ব্যক্তি ইজা যুলযিলাত পড়িবে উহা তাহার জন্য অর্ধ কুরআনের সমান গণ্য করা হইবে। যে ব্যক্তি কুলইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন পড়িবে উহা তাহার জন্য চতুর্থাংশ কুরআনের সমান গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়িবে উহা তাহার জন্য তৃতীয়াংশ কুরআনের সমান গণ্য করা হইবে।'

❖ সূরা ইজা যুলযিলাতের মান আল্লাহ তাআলা পরে বাড়াইয়া দিয়াছেন।

১১৭০ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ قُلْتُ مَا وَجَبَتْ قَالَ الْجَنَّةُ

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলিতেছিলাম; তিনি শুনিতে পাইলেন– এক ব্যক্তি কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা পড়িতেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে) বলিলেন, (তাহার জন্য) অবধারিত হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অবধারিত হইয়াছে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বেহেশত।'

১১৭১ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا عَبْدِيْ أُدْخُلْ عَلَى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ

www.BANGLAKITAB.com

"যে ব্যক্তি বিছানায় শুইবার ইচ্ছা করিয়া ডান পার্শ্বের উপর শুইবে, অতঃপর কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা একশত বার পড়িবে কিয়ামত দিবসে মহান পরওয়ারদেগার তাহাকে বলিবেন, হে আমার বান্দা! (অধিক মর্যাদা সম্পন্ন) তোমার ডাইন সাইডের বেহেশতে প্রবেশ কর।"

১১৭২ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَىْ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مُحِىَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِيْنَ سَنَةً اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ

"যে ব্যক্তি প্রতিদিন ২০০ বার কুলহু আল্লাহু আহাদ সূরা পড়িবে, তাহার পঞ্চাশ বৎসরের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য যদি তাহার উপর কোন ঋণ থাকে (সেই ঋণ মাফ হইবে না)।"

১১৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهُ فَاَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِىْ عَشَرَةٍ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়াছে এবং উহাকে কণ্ঠস্থ করিয়া নিয়াছে এবং উহার (বর্ণিত) হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মানিয়া চলিয়াছে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে ঐ কুরআনের বদৌলতে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। আর তাহার সুপারিশ গ্রহণ করিবেন (সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া বেহেশত দান করায়) তাহার পরিবারবর্গ হইতে এমন দশজন লোক সম্পর্কে যাহাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত হইয়া রহিয়াছিল।"

১১৭৪ (তিঃ)। হাদীস– হারেছে আওয়ার (রহ.) বর্ণনা করেন, একদা আমি (আমাদের) মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। লোকদিগকে দেখিলাম, তাহারা নানা রকম কথাবার্তার চর্চা করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমি আলী (রাযি.) খলীফার নিকট গেলাম এবং বলিলাম, হে আমিরুল মুমিনীন! লোকদের অবস্থা দেখুন– (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ঘটনাবলীর) নানা কথাবার্তায়ই

www.BANGLAKITAB.com

মানুষ লিপ্ত থাকিতেছে। আলী (রাযি.) বলিলেন, লোকেরা এইরূপ করিতেছে? আমি বলিলাম, হাঁ। আলী (রাযি.) বলিলেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ
فِتْنَةٌ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ نَبَاُ
مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ
بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِىْ غَيْرِه
اَضَلَّهُ اللّٰهُ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ
الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الَّذِىْ لاَ يَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلاَ
تَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلاَ تَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ هُوَ
الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا
يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِه مَنْ قَالَ بِه صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِه اُجِرَ وَمَنْ
حَكَمَ بِه عَدَلَ وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"একদা আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– অচিরেই নানান রকম ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তখন আমি আরজ করিলাম, ফেতনা (ঝড়-তুফানের ন্যায়, উহার সব রকম ঝাপটা) হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা কি? ইয়া রসূলাল্লাহ!

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ফেতনার ঝাপটা হইতে বাঁচিবার উপায় হইতেছে) আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফ (উহাতে লিপ্ত ও নিমগ্ন থাকা।) ১. উহাতে রহিয়াছে অতীতের অনেক ইতিহাস, ভবিষ্যতের বহু জিনিসের সংবাদ এবং তোমাদের বর্তমান জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান। ২. এই কুরআন ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় মাপকাঠি বটে, ঠাট্টা-তামাশা শ্রেণীর (অবাস্তব) কথা ইহা নহে। ৩. যে কোন উপগ্রপন্থী ইহাকে অস্বীকার করিবে আল্লাহ তাহাকে পরাজিত করিবেন (সেই ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উহার মধ্যেই রাখিয়া দিয়াছেন)। ৪. অন্য কিছু হইতে কেহ সৎপথ লাভের চেষ্টা করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে

www.BANGLAKITAB.com

ভ্রষ্টতায় পতিত করিবেন। ৫. আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছিবার মজবুত সূত্র বা রজ্জু ইহাই। ৬. দর্শনপূর্ণ নিপুণ নসীহতনামা বা উপদেশ পত্র ইহাই। ৭. সঠিক পথ একমাত্র ইহাই। ৮. একমাত্র ইহাকেই এমন রূপ ও আকৃতি দেওয়া হইয়াছে যে, মানবীয় রুচি ও প্রবৃত্তি ইহার মধ্যে বক্রতা সৃষ্টি করায় সক্ষম হইবে না। ৯. অসংখ্য মুখে আবৃত্ত হইয়াও উহাতে ভেজাল মিশাল সৃষ্টি হইবে না। ১০. জ্ঞানী সমাজ ইহা হইতে পরিতৃপ্ত হইবে না (সদা উহা হইতে মাধুরী লাভের অবকাশ থাকিয়াই যাইবে)। ১১. আজীবন ইহার পুনঃ পুনরাবৃত্তি ইহাকে পুরাতন করে না। ১২. ইহার বিস্ময়কর গুণাবলীর অন্ত ও শেষ নাই। ১৩. ইহা এতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, (আতশী জাতি) জীন পর্যন্ত ইহাকে শুনিয়া ইহার প্রতি স্বীকৃতি দানে বিরত থাকিতে পারে নাই– বাধ্য হইয়া বলিয়াছে, আমরা এক বিস্ময়কর পঠনীয় বস্তু শুনিয়াছি– যাহা সত্যের দিশারী, তাই আমরা উহার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। ১৪. যে উহার বক্তব্যানুযায়ী কথা বলিবে সে সত্যবাদী সাব্যস্ত হইবে। যে উহার নির্দেশ মতে কাজ করিবে সে সওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হইবে। যে উহার অনুসরণে বিচার করিবে সে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হইবে। যে উহার প্রতি আহ্বান করিবে সে সঠিক পথের প্রদর্শক গণ্য হইবে।"

❖ পবিত্র কুরআনের যেসব বৈশিষ্ট্য এই হাদীসে বর্ণিত হইল তাহা তিলে তিলে বাস্তব। ৩ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে বস্তুত উহা পবিত্র কুরআনেই বিঘোষিত রহিয়াছে। কুরআন আল্লাহ্র কালাম, মানুষের রচনা নহে– এই সত্যের প্রতি দ্বিধা পোষণকারীকে সারা বিশ্বের পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ পূর্বক মাত্র এক লাইনের একটি ক্ষুদ্রতম সূরার তুলনায় কোন রচনা পেশ করার আহ্বান করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হইয়াছে যে, কেহ তাহা পারিবে না। আজ পর্যন্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে, কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণই থাকিবে। ৪ ও ৭ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঈমানের জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় আকীদা বা মতবাদ বহন করে। পবিত্র কুরআন জগতে আসার পর অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর অন্য কোন ধর্মমতই আল্লাহ্ তাআলার নিকট গ্রহণীয় নহে। সৎপথ ও আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় সঠিক পথ একমাত্র কুরআনের পথ তথা বর্তমান ইসলাম– ইহা ভিন্ন আর কোন ধর্মমতই নহে। সুতরাং পরকালের

www.BANGLAKITAB.com

মুক্তি একমাত্র ইসলামেই লাভ হইবে, অন্য কোন ধর্মমতে নহে। কুরআন এবং কুরআনের বাহক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রহণ করা ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, এমনকি একত্ববাদ এবং শত রকম পুণ্যের কাজও আল্লাহর নিকট গৃহীত হইবে না– উহার দ্বারা পরকালে মুক্তি লাভভ হইবে না। এই যুগে সৎপথ এবং আল্লাহকে পাওয়ার সঠিক পথ একমাত্র কুরআনেই সীমাবদ্ধ। এই সত্যের প্রামাণিক আলোচনা ও বিস্তারিত বর্ণনা বাংলা বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

সুন্নাহ বা হাদীস পবিত্র কুরআনেরই ব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনেরই আমলী রূপ বা কার্যগত আকার-আকৃতির বিস্তারিত বিবরণ। উহা ভিন্ন কোন ধর্মমত বা ভিন্ন কোন পথ নহে।

৫ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহা কুরআনেরই একটি বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন–

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি বা রজ্জুকে শক্তভাবে ধরিয়া থাকিবে।"

(৪ পারা ২ রুকু)

এই আয়াতে 'আল্লাহর রশি বা রজ্জু' যাহাকে বলা হইয়াছে তাহা হইতেছে কুরআন।

৮ ও ৯ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে পবিত্র কুরআনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্য সব আসমানী কিতাবেই মানবীয় রুচি ও প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য সাধনে উহাতে বক্রতা তথা পরিবর্তন, কর্তন ও বর্ধন সৃষ্টি করা হইয়াছে, এমনকি ঐসব কিতাবের আসল রূপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে সুবৃহৎ গ্রন্থ কুরআনে একটি আকার ই-কারের পরিবর্তনও সম্ভব হয় নাই, হইবে না। ইহার মূলে রহিয়াছে পবিত্র কুরআনেরই একটি ঘোষণা–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

"এই উপদেশ-পত্র বা স্মারকলিপি– কুরআন আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই ইহাকে রক্ষা করিব।"

www.BANGLAKITAB.com

খোদায়ী রক্ষণের ফলেই কুরআনের আসল রূপ অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং থাকিবে। কুরআনের জন্য এই ব্যবস্থা অপরিহার্যও ছিল। কারণ বিশ্বের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন খোদায়ী বাণী বা কিতাবের আগমন হইবে না, একমাত্র কুরআনই চলমান থাকিবে। সুতরাং ইহার মধ্যে বিকৃতি আসিলে আল্লাহর সঠিক দ্বীন কোথা হইতে লাভ হইবে? পক্ষান্তরে অন্যান্য আসমানী কিতাব এই পর্যায়ের ছিল না– এক কিতাবের বিলুপ্তির পর অপর কিতাবের আগমন বিধিবদ্ধ ছিল। ১০ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহা একটি চিরন্তন সত্য; এই কারণেই কুরআনের উপর গবেষণা শেষ হয় নাই, শেষ হইবে না। এমনকি অমুসলিমরা পর্যন্ত উহার গবেষণায় ক্ষ্যান্ত হইতে পারে নাই। ১১ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহার বাস্তবতা সর্ববিদিত। আজীবন পড়িয়া বা শুনিয়াও উহার প্রতি মনে কোনরূপ বিতৃষ্ণা বা অনীহা সৃষ্টি হয় না। ১২ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহার বাস্তবতা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল। পবিত্র কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় নিত্য-নতুন রহস্য উদঘাটিত হইয়া আসিতেছে। ১৩ নম্বরে যাহা বলা হইয়াছে উহা তো পবিত্র কুরআনের ২৯ পারার সূরা 'জীন'-এরই প্রথম অংশের উদ্ধৃতি।

১১৭৫ (তিঃ)। হাদীস– উসমান (রাযি.) এবং আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ وَافْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম ও অধিক মর্যাদাবান যে কুরআন শরীফ শিক্ষা করে এবং কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়।"

১১৭৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পড়িবে উহার দরুন তাহার একটি নেকী হইবে। আর (সওয়াবের ক্ষেত্রে) একটি নেকী উহার দশগুণ

www.BANGLAKITAB.com

পরিগণিত হয়। এই স্থলে আমি আলিফ লা...ম মী...ম'কে একটি অক্ষর বলিতেছি না, বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর, 'মীম' একটি অক্ষর।"

১১৭৭ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يَجِيْءُ صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ حَلِّهٖ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ اِرْضَ عَنْهُ فَيَرْضٰى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهٗ اِقْرَأْ وَارْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ اٰيَةٍ حَسَنَةً

"কিয়ামত দিবসে কুরআনের ধারক-বাহক ব্যক্তি (হাশর মাঠে) উপস্থিত হইবে। কুরআন (তাহার জন্য সুপারিশ করায়) বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! এই ব্যক্তিকে পোশাক দান করুন। তখন তাহাকে অতি সম্মানের মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইবে। কুরআন আবার বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! পোশাকের বস্তু আরও দান করুন। তখন তাহাকে অতি সম্মানের পরিধেয় বস্তু জোড়া পরাইয়া দেওয়া হইবে। কুরআন আবার বলিবে, হে পরওয়ারদেগার! এই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া দিন। আল্লাহ তাআলা তাহার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন। সেমতে তাহাকে বলা হইবে, কুরআন পড়িতে থাক আর (বেহেশতের উর্ধ্ব তলাসমূহে) চড়িতে থাক! তদুপরি প্রতিটি আয়াতের জন্য তাহাকে এক একটি নেকী দেওয়া হইবে। (প্রতি নেকীর সওয়াব দশ গুণ।)

১১৭৮ (তিঃ)। হাদীস– আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِىْ شَىْءٍ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَاِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلٰى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِىْ صَلَاتِهٖ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ

"বান্দা শুধু দুই রাকাত নামায পড়িলেও আল্লাহ তাআলা উহার প্রতি সবকিছু অপেক্ষা উত্তম ও অধিক লক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকেন। বান্দা যত সময়

www.BANGLAKITAB.com

নামাযে থাকে তাহার মাথার উপর সওয়াবের ঝরণা বর্ষণ করা হইতে থাকে। মহামহিম আল্লাহর তরফ হইতে আগত বস্তু তথা কুরআন দ্বারা বান্দাগণ তাঁহার যেরূপ নৈকট্য লাভ করিতে পারে ঐরূপ নৈকট্য আর কিছুর দ্বারা লাভ হয় না।

১১৭৯ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

"যেই ব্যক্তির অভ্যন্তরে কুরআনের কোন অংশ নাই, সেই ব্যক্তি পতিত ঘর তুল্য।"

১১৮০ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يُقَالُ يَعْنِىْ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا

"(পরকালে বেহেশতে স্থান গ্রহণকালে) কুরআনের ধারক বাহককে বলা হইবে, তুমি কুরআন পড়িতে থাক এবং (বেহেশতের উর্ধ্ব তলাসমূহে) চড়িতে থাক। তুমি ধীরে ধীরেই পড় যেরূপ ধীরে ধীরে দুনিয়ার জীবনে পড়িয়া থাকিতে। তোমার কুরআন পড়ার শেষ আয়াত স্থলেই তোমার জন্য (বেহেশতী মহলের) তলা নির্ধারিত হইবে।"

১১৮১ (তিঃ)। হাদীস– ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) একদা এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন– ঐ ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িতেছিল, তারপর সে ভিক্ষা চাহিতেছে। ইহা দেখিয়া ইমরান (রাযি.) 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়িলেন– (যাহা মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অথবা ভয়ঙ্কর বিপদ দেখিয়া পড়া হয়)। অতঃপর ইমরান (রাযি.) বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَسْأَلِ اللّٰهَ بِهٖ فَاِنَّهٗ سَيَجِىْءُ اَقْوَامٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ

www.BANGLAKITAB.com

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়িয়া মাগিতে চায় তাহার কর্তব্য একমাত্র আল্লাহর নিকট মাগা। (তোমাদেরে এই জন্য সতর্ক করা হইল যে,) অচিরেই এক শ্রেণীর লোক হইবে তাহারা কুরআন শরীফ পড়িবে এবং লোকদের নিকট ভিক্ষা চাহিবে।"

১১৮২ (তিঃ)। হাদীস– সোহায়ব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهٗ

"যে ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত অবৈধকে বৈধ মনে করিবে সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী পরিগণিত হইবে না।"

❖ শরীয়তের যে কোন অকাট্য হারামকে হালাল মনে করিলে ঈমান থাকিবে না, বেঈমান কাফের সাব্যস্ত হইবে।

১১৮৩ (তিঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইতেন না যাবৎ না সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা যুমার পড়িয়া নিতেন।

১১৮৪ (তিঃ)। হাদীস– ইবরাজ ইবনে ছারিয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইবার পূর্বে 'মুছাব্বিহাত' সূরাসমূহ পড়িতেন এবং বলিতেন, এই সূরাসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে যে আয়াতটি এক হাজার আয়াত অপেক্ষা উত্তম।"

১১৮৫ (তিঃ)। হাদীস– মাকেল ইবনে ইয়াসার (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَرَأَ ثَلَاثَ اٰيَةٍ مِّنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلَكٍ يُّصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنْ مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

"যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার 'আউজু বিল্লাহিস সামিইল আলীমে মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়িয়া সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়িবে,

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়া দিবেন– তাঁহারা ঐ ব্যক্তির জন্য বিকাল পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকিবেন এবং ঐ ব্যক্তির ঐ দিন মৃত্যু হইলে সে শহীদ গণ্য হইবে। বিকাল বেলা যে ব্যক্তি ঐরূপে পড়িবে (সকাল পর্যন্ত) তাহার জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে।"

১১৮৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِى وَمَسْأَلَتِى أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهٖ

"আলীশান মহান পরওয়ারদেগার বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকায় অবসর পায় নাই আমার যিকির করার এবং আমার নিকট মাগার ও চাওয়ার, আমি তাহাকে সকল যাঞ্চাকারী অপেক্ষা উত্তম ও অধিক দান করিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, সকল বাক্য-বচনের উপর আল্লাহর কালাম কুরআনের মর্যাদা ঐরূপ বেশি যেরূপ সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহর মর্যাদা বেশি।"

১১৮৭ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয়? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাত্রা শেষ করিয়াই আবার যাত্রা আরম্ভ করে– এই আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক পছন্দনীয়।"

❖ 'যাত্রা শেষ করিয়াই আরম্ভ করা' ইহার উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে যে, কুরআন শরীফ প্রথম হইতে তেলাওয়াত আরম্ভ করিয়া খতম করার সাথে সাথে পুনঃ আরম্ভ করা। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কুরআন শরীফ খতম করিতে থাকা।

এই হাদীসের শাব্দিক বক্তব্যের উপরও আমল করার উদ্দেশ্যে এই নিয়ম উত্তম বলা হয় যে, কুরআন শরীফ খতমকারী ব্যক্তি যেন খতম করার

www.BANGLAKITAB.com

বৈঠকেই পুনঃ আরম্ভ করিয়া রাখে। সূরা ফাতেহা তেলাওয়াত করিয়া 'আলিফ লা...ম, মী...ম' হইতে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত পড়িয়া নেয়।

১১৮৮ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّى اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"আমার নামে কোন কথা বলা তথা 'হাদীস' নামে কোন কিছু বয়ান করাকে ভয় করিও। হাঁ– যেই কথা বা বিষয় সম্পর্কে তুমি জান (অর্থাৎ যাহা সম্পর্কে তোমার নিকট প্রমাণ আছে যে, উহা আমার কথা তথা হাদীস; একমাত্র উহাকেই আমার কথা বা হাদীস নামে বর্ণনা করিতে পারিবে)। যে ব্যক্তি মিথ্যারূপে আমার প্রতি সম্পৃক্ত করিবে কোন বিষয় ইচ্ছা পূর্বক, অবশ্যই তাহার বাসস্থান হইবে দোযখ। যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর তথা ব্যাখ্যায় নিজের রায় দ্বারা কথা বলিবে, তাহারও বাসস্থান দোযখ হইবে।"

❖ আলোচ্য হাদীসের শেষ বাক্যে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে যে বিষয়টির উপর কঠিন পরিণাম ব্যক্ত হইয়াছে উহাকে পরিভাষায় 'তাফসীর বির রায়' বলা হয়। উহার একটি রূপ হইল, নিজ রায় তথা সিদ্ধান্ত বা মতবাদের নিয়ন্ত্রণে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ শরীয়তের দলিল-প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মতবাদ সাব্যস্ত করিয়া নেওয়ার পর ঐ অবৈধ সিদ্ধান্ত বা মতবাদের নিয়ন্ত্রণে কোন আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা। তাফসীর বির রায়ের এই রূপটি অধুনা খুব বেশি দেখা যায়।

তাফসীর বির রায়ের আরও একটি রূপ আছে– পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার সঠিক-শুদ্ধ নিয়ম হইল, দুইটি নিয়ন্ত্রণের কোন একটি অধীনে থাকিয়া পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা। ১. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন সাহাবী হইতে প্রমাণ তথা নির্ভরযোগ্য সনদের সহিত যেই আয়াতের যেই ব্যাখ্যা বা তাফসীর বর্ণিত

www.BANGLAKITAB.com

আছে উহার নিয়ন্ত্রণে তাফসীর করা। যেসব আয়াতের ঐরূপ বর্ণিত তাফসীর বিদ্যমান আছে সেই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই নিয়ন্ত্রণকেই বাধ্যতামূলকভাবে পালন করিতে হইবে। কোন আয়াতের ঐরূপ বর্ণিত তাফসীর বিদ্যমান না থাকিলে উহার জন্য– ২. কুরআন-সুন্নাহ, ইলমে কালাম বা ইসলামের মতবাদ-শাস্ত্র, ইলমে ফিকাহ্ বা শরীয়তী মাসআলা-মাসায়েল-শাস্ত্র, ইলমে উসূলে ফিকাহ্ বা ফিকাহ্ সম্বন্ধীয় মৌলিক বিধানশাস্ত্র– এই চারটি মূল বস্তু এবং আরবী ভাষার আভিধানিক অর্থ ও প্রয়োগ-প্রণালী (ইলমে লুগাত) বিভাগ, শব্দের আকৃতি বা গঠনপ্রণালী (ইলমে সরফ) বিভাগ, ব্যাকরণ (ইলমে নাহ্) বিভাগ, ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রীয় (ইলমে বালাগাত) বিভাগ এই চারটি বিভাগ– মোট আটটি বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

উল্লিখিত দুইটি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে থাকিয়া অথবা ঐ নিয়ন্ত্রণদ্বয়ের বিষয়াবলীর কোন জ্ঞান ব্যুৎপত্তি না রাখিয়া পবিত্র কুরআনের তাফসীর করিলে তাফসীর বির রায় বা কুরআনের ব্যাখ্যায় রায় দ্বারা কথা বলা সাব্যস্ত হইবে। ঐরূপ ব্যাখ্যাকারী আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ভয়াবহ পরিণামের ভাগী হইবে।

অবশ্য যে আলেম পূর্ণ আস্থার স্থল ও নির্ভরযোগ্য হইবেন যে, তিনি উক্ত নিয়ন্ত্রণদ্বয়ের অধীনে থাকিয়াই কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা করেন ঐরূপ আলেমের লিখিত তাফসীর দেখিয়া বর্ণনা করা দোষনীয় নহে। কারণ ইহা ব্যাখ্যা বা তাফসীর করা নহে, বরং তাফসীর শুনানো বা উদ্ধৃতি দান মাত্র। ইহার জন্য ঐ আট বিষয়ের জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি থাকার প্রয়োজন নাই; তবে আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করায় ভুল করিলে অবৈধ তাফসীরকারীর ন্যায় বর্ণনাকারীও কবীরা গোনাহের ভাগী হইবে। অতএব আস্থা স্থাপন ও নির্ভর করায় সতর্ক হইতে হইবে।

১১৮৯ (তিঃ)। হাদীস– জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَاْيِهٖ فَاَصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ

"যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর তথা ব্যাখ্যায় নিজের রায়ে কথা বলিবে তাহা যদি ঠিকও হয়, তবুও সে অন্যায়কারী পরিগণিত।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ তাফসীর বির রায়ের প্রথম রূপটি যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহার ক্ষেত্রে তো ঠিক হওয়ার সুযোগ নাই। দ্বিতীয় রূপটির ক্ষেত্রে ঘটনা ক্রমে ঠিক হইয়া যাইতে পারে; যেরূপে হাতুড়ে ডাক্তারের অস্ত্রোপচার বা অপারেশন ঘটনাক্রমে ঠিক হইয়া যায় কিন্তু সে তবুও আইনত অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

১১৯০ (আঃ)। হাদীস– মুয়াজ জুহানী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ بِكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهٰذَا

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং উহার বিধান মতে আমল করে, কিয়ামত দিবসে তাহার মাতা-পিতাকে মুকুট পরানো হইবে– যাহার আঁলো সূর্যের আলো অপেক্ষা অধিক উজ্জল হইবে, যেই সূর্য উদিত হয় দুনিয়ার কোন গৃহে যদি সূর্য তোমাদের আধিপত্যে হইত। যে ব্যক্তি স্বয়ং কুরআন পড়িয়া আমল করিয়াছে তাহার নিজের সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা– যখন তাহার মাতা-পিতার মর্যাদা এইরূপ হইবে?"

১১৯১ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"আল্লাহর যে কোন ঘরে তথা মসজিদে যে কোন শ্রেণীর লোক একত্রিত হইয়া আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করিলে এবং উহার চর্চা করিলে তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়, তাহাদিগকে আল্লাহর রহমত আপাদমস্তক ডুবাইয়া ফেলে, ফেরেশতাগণ তাহাদেরে বেষ্টিত করিয়া নেন এবং আল্লাহ তাআলা (আরশ বহনকারী ফেরেশতা দলের ন্যায়) বিশেষ নৈকট্যধারীগণের সমাবেশে তাহাদের আলোচনা করিয়া থাকেন।"

www.BANGLAKITAB.com

১১৯২ (আঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কুরআন পড়া শুনিতে পাইল– সে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' সূরা পড়িতেছিল; (সারা রাত্র) উহাকেই পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছিল। শ্রবণকারী ব্যক্তি সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা ব্যক্ত করিল। সে যেন ঐ কার্যক্রমকে ছোট গণ্য করিতেছিল (কারণ ঐ সূরাটি অতি ছোট সূরা) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ

"ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার জান– নিশ্চয় এই সূরাটি কুরআনের তৃতীয়াংশের সমান।"

১১৯৩ (আঃ)। হাদীস– উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'জোহফা' ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় ভ্রমণরত ছিলাম, হঠাৎ ঝড়োয়া বাতাস ও ভীষণ অন্ধকার আমাদেরে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় চাহিতে লাগিলেন, আউজু বি-রাব্বিল ফালাক ও আউজু বি-রাব্বিন্নাস সূরাদ্বয় পড়িয়া এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا وَسَمِعْتُهٗ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ

"হে উকবা! (আপদ-বিপদে) এই সূরাদ্বয় পড়িয়া আল্লাহর আশ্রয় চাহিও। কোন আশ্রয়প্রার্থীর জন্য এই দুই সূরাদ্বয়ের ন্যায় আশ্রয় চাওয়ার বস্তু আর নাই। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাদ্বয় দ্বারাই আমাদের ইমামতি করিলেন (ফজরের) নামাযে।"

১১৯৪ (আঃ)। হাদীস– বরা ইবনে আযেব (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনের সৌন্দর্য প্রকাশ করিও!"

www.BANGLAKITAB.com

১১৯৫ (আঃ)। হাদীস– হযরত সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি কুরআন পাইয়াও পরমুখাপেক্ষীতা হইতে বিরত থাকে নাই, সে আমার দলভুক্ত নহে।'

❖ অনেক মুহাদ্দিস এই হাদীসের অর্থ করেন– 'যে ব্যক্তি সুন্দর কণ্ঠে কুরআন পড়ে না অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত খারাপ কণ্ঠস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে।' সাধ্যানুযায়ী সুন্দর কণ্ঠে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা উত্তম।

১১৯৬ (আঃ)। হাদীস– হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَا مِنْ اِمْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ اِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَجْذَمَ

"যে কোন ব্যক্তি কুরআন পড়িয়া ভুলিয়া যায়, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে কুষ্ঠরোগী হইয়া।"

❖ যেই যুগে কুরআন শরীফ লিখিত আকারে তেলাওয়াতের নিয়ম ছিল না, কণ্ঠস্বররূপেই তেলাওয়াত করা হইত সেই যুগে ভুলিয়া যাওয়ার অর্থ ইহাই ছিল যে, সে কুরআন যতটুকু শিক্ষা করিয়াছিল উহা ভুলিয়া গিয়াছে, পুনঃ উহা স্মরণে আনিবে ও তেলাওয়াত করিবে সেই চেষ্টাও করে নাই, ফলে সে কুরআন তেলাওয়াত হইতে বঞ্চিতই থাকিয়া গিয়াছে– সৌভাগ্য ফিরিয়া পাওয়ার চেষ্টাও করে নাই; কিয়ামতে তাহার দূরাবস্থা হওয়া নিতান্তই যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে যখন কুরআন শরীফ দেখিয়া তেলাওয়াত করার সুযোগ হইয়াছে তখন হইতে 'ভুলিয়া যাওয়া' অর্থ লিখিত কুরআন দেখিয়াও তেলাওয়াতে সক্ষম না হওয়া এবং ঐ সুযোগ গ্রহণেও সচেষ্ট না হওয়া।

১১৯৭ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اَلْمِرَاءُ فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ

"কুরআনে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পোষণ করা কুফরী।"

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে অথবা উহার কোন বিষয়ে বা বক্তব্যে যে ব্যক্তি কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পোষণ করিবে, সে কাফের হইয়া যাইবে।

১১৯৮ (ইঃ)। হাদীস– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে ইশার নামাযের পর নিজ কক্ষে আসিতে আমি বিলম্ব করিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, আপনার এক সাহাবীর কুরআন পড়া শুনিতেছিলাম– এইরূপ পড়া, এইরূপ কণ্ঠস্বর কাহারও আর শুনিনি নাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজে উহা শুনিবার জন্য) উঠিয়া গেলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে পুনঃ শুনিবার জন্য গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন–

هٰذَا سَالِمٌ مَوْلٰى حُذَيْفَةَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِىْ اُمَّتِىْ مِثْلَ هٰذَا

“এই ব্যক্তি সালেম– হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি যিনি আমার উম্মতে এইরূপ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন।”

১১৯৯ (ইঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْاٰنِ الَّذِىْ اِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَاُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللّٰهَ

“মানুষদের মধ্যে কুরআন পড়ায় তাহার কণ্ঠস্বরকে অধিক সুন্দর গণ্য করা হইবে যাহার পড়া শুনিলে তোমাদের মন সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার অন্তরে আল্লাহর ভয় সঞ্চারিত হইয়াছে।”

❖ কুরআন তেলাওয়াত করায় অন্তরে আল্লাহর ভয় সঞ্চারিত হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়ের ন্যায়। কারণ অর্থ বুঝিলে তো পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তুই অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট হয়। অর্থ না বুঝিলেও মহামহিম মহান আল্লাহর কালাম পাঠ করিতেছে– এই ধ্যান ও লক্ষ্যও মানুষের মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করায় যথেষ্ট।

১২০০ (ইঃ)। হাদীস– হযরত ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

لَلّٰهُ اَشَدُّ اُذُنًا اِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلٰى قَيْنَتِهِ

"সুন্দর কণ্ঠে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াতকারী ব্যক্তির প্রতি অবশ্য অবশ্য আল্লাহ তাআলা অতি আনন্দের সহিত লক্ষ্য দিয়া থাকেন। এই লক্ষ্য অধিক গভীর ও আকর্ষণীয় হয় ঐ লোকের লক্ষ্য ও আকর্ষণ অপেক্ষা যে (আনন্দ উপভোগের জন্য) গায়িকা আনিয়াছে, সে ঐ গায়িকার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হইবে ও লক্ষ্য দিবে।"

১২০১ (ইঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْاٰنُ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য উত্তম ঔষধ কুরআন।" (২৬ পারা)

১২০২ (মেঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব তাঁহার পিতার মাধ্যমে দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَوْنَ فِى الْقُرْاٰنِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهٰذَا ضَرَبُوْا كِتَابَ اللّٰهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَاِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوْا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلٰى عَالِمِهِ (ابن ماجه)

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন। তাহারা একে অন্যের দাবি খণ্ডনে কুরআনের বৈপরীত্য দেখাইতেছিল অর্থাৎ একজন স্বীয় দাবির সপক্ষে কোন আয়াত পেশ করিল। অপরজন দেখাইল, অমুক আয়াত এই আয়াতের বিপরীত। (এইভাবে তাহারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বৈপরীত্য দেখাইতেছিল।)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের লক্ষ্যে বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত এই কাজ করিয়া ধ্বংস হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর কিতাবের এক অংশ দ্বারা অপর অংশের কাট করিয়া থাকিত, এক অংশ দ্বারা অপর

www.BANGLAKITAB.com

অংশকে বাতিল সাব্যস্ত করিত। (আল্লাহর কিতাবের আদেশ-নিষেধ পালনের দায়িত্ব বা বোঝা এড়াইবার জন্য উহার বিভিন্ন অংশে পরস্পর বিরোধ দেখাইত– ইহা নিতান্তই গর্হিত কাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন) বস্তুত আল্লাহর কিতাব এই আকৃতিতে নাযিল হইয়াছে যে, উহার এক অংশ অপর অংশের সমর্থন করে। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে কোথাও গড়মিল থাকে না; প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এক মিলের বক্তব্য হয়। অতএব তোমরা কখনও উহার এক অংশ দ্বারা অপর অংশকে কাটিতে ও বাতিল করিতে চাহিও না। আল্লাহর কিতাবের যেটুকু বুঝিতে সক্ষম হও ঐটুকু বল, আর যাহা বুঝিতে সক্ষম না হও উহা আলেমদের হাওলা কর।"

❖ কুরআন-হাদীস বরং পূর্ণ শরীয়তের ব্যাপারে এই ব্যাধি বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এক শ্রেণী তো কুরআন-হাদীসে এবং শরীয়তে খুঁত দেখাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ বলিয়া থাকে যে, কুরআনে এইরূপও আছে ঐরূপও আছে– কুরআনেও গড়মিল, হাদীসেও গড়মিল, শরীয়তেও গড়মিল ইত্যাদি দোষারোপের ও খুঁত দেখাইবার উক্তি করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের তো ঈমানই বিনষ্ট হইয়া যায়। আলোচ্য হাদীসের ঘটনা যদি এই শ্রেণীর লোকদের হইয়া থাকে, তবে তাহারা ছিল মোনাফেক দল– যাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের সর্বাধিক গভীরস্থ তলা (কুরআন ৫ পারা শেষ অংশ দ্রষ্টব্য)। আর এক শ্রেণী আছে– আলেম-ওলামাদের কথা কাটিবার জন্য অথবা কুরআন-হাদীসে বা শরীয়ত পালনের দায়িত্ব এড়াইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ উক্তি করে, তাহারাও ফাসেক কবীরা গোনাহের অপরাধী।

❖ আলোচ্য হাদীসের শেষ বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত ও সুরাহা দেওয়া হইয়াছে। কুরআন-হাদীস বা শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েলেও কোন প্রকার গড়মিল মনে হইলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে ইহা অজ্ঞতা প্রসূত। কুরআন-হাদীসের ব্যাপক জ্ঞান না থাকায় এবং বিভিন্ন তথ্যের অবগতির অভাবে এইরূপ গড়মিল মনে হইতেছে। অতএব বস্তুত দোষ নিজেরই, কুরআন-হাদীস বা শরীয়তের নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে জন্য কর্তব্য নির্দেশিত হইয়াছে যে, কুরআন-হাদীসে যতটুকের জ্ঞান-ব্যুৎপত্তি তোমার আছে ততটুকু বল এবং আমল কর, যেইটুকুর নাই ঐটুকু বিজ্ঞ আলেমের হাওলা কর।

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা : ফজর নামায পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসর নামায পড়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত— এই দুইটি সময়ে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ। হাঁ, কাযা ফরয নামায ও জানাযার নামায পড়ায় দোষ নাই, সিজদায়ে তেলাওয়াতও করা যায়। পক্ষান্তরে অপর তিনটি সময় আছে, যাহার মধ্যে কাযা ফরয নামায জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তেলাওয়াতও নিষিদ্ধ— ১. সূর্য উদয় হওয়াকালে— বাহ্যিক দৃষ্টিতে সূর্য প্রায় সাত হাত উঁচু হওয়া পর্যন্ত। এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেম মাওলানা মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) এই সময়টির পরিমাণ ২৩ মিনিট লিখিয়াছেন। ২. সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়— স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্য লাল বর্ণ হওয়া হইতে পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। মুফতী সাহেব (রহ.) এই সময়টির পরিমাণও ২৩ মিনিট লিখিয়াছেন। ৩. ঠিক দুপুরের সময়— ইহার পরিমাণ সম্পর্কে ফিকাহশাস্ত্রে দুইটি অভিমত বর্ণিত আছে। একটি হইল, সূর্য মধ্যাকাশে পৌছিলে ঢলিবার পূর্ব পর্যন্ত— উহার পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য ১/২ মিনিট মাত্র। এই হিসাবে এই সময় নামায পড়ার অর্থ— যেই নামাযের কোন অংশ এই সময়ে পড়িবে সেই নামায নিষিদ্ধ সময়ের পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় অভিমত হইল— 'জাহওয়াতুল কুবরা' আরম্ভ হইতে সূর্য ঢলা পর্যন্ত। এই অভিমতে আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে নিষিদ্ধ সময়ের পরিমাণ হয় ৩৭ হইতে ৪৪ মিনিট।

❖ ১নং সময়ে ঐ দিনের ফজর নামাযও হানাফী মাযহাবে নিষেধ করা হয়, বিলম্ব করিয়া নিষিদ্ধ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর কাযারূপে পড়িতে বলা হয়। কিন্তু হানাফী মাযহাবেই এমন অভিমতও আছে যে, ঐ দিনের ফজর নামায ঐ নিষিদ্ধ সময়ে পড়িবে, এই ক্ষেত্রে এই পরামর্শও দেওয়া হয় যে, নিষিদ্ধ সময়ে ঐ দিনের ফজর নামায আদায় করিয়া নিষিদ্ধ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় ঐ নামায কাযারূপে পড়িবে। জানাযার নামায অবশ্যই বিলম্ব করিয়া নিষিদ্ধ সময়ের পরে পড়িবে।

❖ ২নং সময়টিতে ঐ দিনের আসর নামায পড়ার অনুমতিই নয় শুধু, বরং অবশ্যই পড়িয়া নিতে হইবে। নামায মাকরূহ হইবে; বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে এইরূপ বিলম্বে আসর নামায পড়ায় গোনাহ হইবে। কিন্তু পড়িয়া নিতে হইবে; কারণ নামায কাযা করা অপেক্ষা মাকরূহরূপে পড়া অগ্রগণ্য।

www.BANGLAKITAB.com

তদ্রূপ এই সময়ে যদি জানাযা উপস্থিত হয় তবে ঐ জানাযার নামাযও পড়া জায়েয, তবে বিলম্ব করাও জায়েয।

১২০৩ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ اَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

"তিনটি সময় আছে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে নিষেধ করিয়াছেন, ঐ সময়সমূহে নামায পড়া হইতে এবং জানাযার নামায পড়া হইতে ঃ ১. যখন সূর্য উদিত হয় আত্মপ্রকাশ রূপে– উর্ধ্বে না উঠা পর্যন্ত। ২. দুপুর বেলায় যখন বস্তুর ছায়া বস্তুর উপর স্থিত হইয়া যায় (পূর্ব বা পশ্চিম দিকে বর্ধিত না হয়), সূর্য ঢলা পর্যন্ত। ৩. যখন সূর্য অস্ত যাইতে থাকে– পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

১২০৪ (মোসঃ)। হাদীস– আমর ইবনে আবাছা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– আমি অন্ধকার যুগেই এই ধারণা পোষণ করিতাম যে, লোকগণ ভ্রষ্টতার উপর রহিয়াছে, তাহারা (সঠিক) কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; তাহারা দেব-দেবীর উপাসনা করে। ইতিমধ্যেই শুনিতে পাইলাম, মক্কা নগরীতে এক ব্যক্তি (পরকালীন) অনেক খবর বয়ান করিয়া থাকেন। এই সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আমি আমার বাহনে আরোহন করিলাম এবং ঐ ব্যক্তির দেশে পৌঁছিলাম। বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাইলাম, (ঐ ব্যক্তি তথা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুকায়িত অবস্থায় আছেন, তাঁহার দেশের লোক তাঁহার উপর দারুণ ও উগ্র ও ক্ষেপা। আমি কৌশল করিয়া মক্কায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার বিশেষ পরিচয় কি? তিনি বলিলেন, আমি নবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, নবীর ব্যাখ্যা কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাআলা পাঠাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, আত্মীয়তা

www.BANGLAKITAB.com

বজায় রাখার শিক্ষা দান, দেব-দেবী ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা, তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার সাথে কে আছে? তিনি বলিলেন, মুক্ত ও ক্রীতদাস উভয় শ্রেণীই আছে। ঐ সময় আবু বকর (রাযি.) ও (ক্রীতদাস) বেলাল (রাযি.) মুমিনদের মধ্যে ছিলেন। আমি বলিলাম, আমি আপনার সাথে থাকিতে চাই। তিনি বলিলেন, (মক্কাবাসীদের অত্যাচারে) বর্তমান অবস্থায় তুমি তাহা পারিবে না। আমার ও লোকদের অবস্থা দেখ না? বরং তুমি এখন আপনজনের নিকট চলিয়া যাও। যখন সংবাদ পাইবে যে, আমি প্রবল হইয়া উঠিয়াছি তখন তুমি আমার সান্নিধ্যে আসিও। সেমতে আমি আমার পরিজনের নিকট চলিয়া গেলাম, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলেন। আমি আমার পরিজনে থাকিয়াই সংবাদের খোঁজ নিতেছিলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলে পর তাঁহার সম্পর্কে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে মদীনাবাসী কতিপয় লোক আমার নিকট আসিল। আমি তাহাদেরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ লোকটির কি অবস্থা যেই লোকটি (মক্কা হইতে) মদীনায় আসিয়াছেন? তাহারা বলিল, মানুষ তাঁহার প্রতি দ্রুত গতিতে আসিতেছে, তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু সক্ষম হয় নাই। এই সংবাদ শুনিয়া আমি মদীনায় পৌঁছিলাম এবং হযরতের নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে চিনেন? তিনি বলিলেন, হাঁ– তুমি আমার সাথে মক্কায় সাক্ষাত করিয়াছিলে! আমি বলিলাম, হাঁ। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে শিক্ষা দিন যাহা আমাকে আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন– আমি উহা জানি না। বিশেষত নামায সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত করুন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

صَلِّ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِيْنَئِذٍ
يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى
يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ

www.BANGLAKITAB.com

فاذا اقبل الفيء فصل فان الصلوة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوئه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذى هو له اهل وفرغ قلبه لله الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه

"ফজরের নামায পড়, তারপর নামায হইতে বিরত থাকিবে সূর্য উদিত হইয়া উর্ধ্বে উঠা পর্যন্ত। কারণ উদয়কালে সূর্য উদিত হয় শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী (ললাট বরাবর) এবং ঐ সময় (সূর্য পূজারী) কাফেরগণ সূর্যকে সিজদা তথা পূজা করিয়া থাকে। তারপর নামায পড়িতে পার; (নামায অতি মহৎ কাজ;) নামাযে রহমতের ফেরেশতাগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নামাযের সাক্ষী হইয়া থাকেন। বর্শা দাঁড় করাইলে উহার ছায়া উহার উপর স্থির হইয়া যায় (পূর্বে পশ্চিমে বর্ধিত না হয়) ইহার পূর্ব পর্যন্ত (নামায পড়িতে পার)। তারপর নামায হইতে বিরত থাকিবে; কারণ ঐ সময় জাহান্নামের তেজ ও তাপ বৃদ্ধি পায়। অতঃপর যখন ছায়া পূর্ব দিকে বর্ধিত হইবে (যাহা সূর্য ঢলিবার নিদর্শন) তখন হইতে নামায পড়; নামাযে রহমতের ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা নামাযের সাক্ষী হইয়া থাকেন। আসর নামায পড়ার সময় যে পর্যন্ত থাকে (ঐ সময় পর্যন্ত

www.BANGLAKITAB.com

নামায পড়িতে পার) তারপর নামায হইতে বিরত থাকিবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কারণ সূর্য অস্তমিত হইয়া থাকে শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী (তাহার ললাট বরাবরে) এবং ঐ সময় সূর্য পূজারী কাফেররা সূর্যকে সিজদা তথা পূজা করিয়া থাকে।

আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি বলিলাম- হে আল্লাহর নবী! অযু সম্পর্কেও বর্ণনা আমাকে শুনান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকে অযুর পানি সংগ্রহ করিয়া কুলি করিবে, নাকে পানি দিবে এবং নাক ঝাড়িবে- তাহাতে চেহারার অংশ মুখের ও নাসিকা ছিদ্রের সমুদয় গোনাহ (পানির সাথে) পড়িয়া যাইবে। তারপর যখন চেহারা ধুইবেব তখন চেহারার (সমুদয় অংশের) গোনাহ দাড়ির পার্শ্ব বহিয়া (যে পানি ঝরিবে সেই) পানির সহিত পড়িয়া যাইবে। তারপর হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধুইবে, তাহাকে উভয় হাতের গোনাহসমূহ আঙ্গুলের মাথা বহিয়া পানির সাথে পড়িয়া যাইবে। ইহার পর যদি সে নামাযে দাঁড়াইয়া আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা, গুণগান ও মহিমা বর্ণনা করে (যাহা সূরা ফাতেহার মর্ম) এবং নিজ মনকে সম্পূর্ণ খালি করিয়া আল্লাহর ধ্যানে পরিপূর্ণ করে তবে তাহার সমস্ত গোনাহ হইতে সে এইরূপ মুক্ত হইয়া আসিবে, যেরূপ সে ছিল তাহার মা তাহাকে জন্ম দেওয়ার দিন।"

এই হাদীস বর্ণনাকারী আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর সাহাবী আবু উমামা (রাযি.)কে এই হাদীস শুনাইলে তিনি বলিলেন, হে আমার ইবনে আবাসা! যাহা বর্ণনা করিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন- মাত্র এক স্থানেই (থাকিয়া যে আমলটুকু করিল তাহাতে) ঐ ব্যক্তিকে এত বড় প্রতিদান দিয়া দেওয়া হইবে! এই কথার উপর আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) বলিলেন, হে আবু উমামা! আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌছিয়া গিয়াছি, আমার দেহের হাড় পর্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা বলার কোন প্রয়োজন আমার নাই। আমি এই হাদীসখানা সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এক, দুই, তিন- এমনকি সাত বার না শুনিলে কখনও ইহা বর্ণনা করার সাহস

www.BANGLAKITAB.com

(হয়ত আমিও) পাইতাম না। কিন্তু এই হাদীস আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সাত বারেরও অধিক শুনিয়াছি।

❖ শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী তাহার ললাট বরাবরে সূর্য উদিত হয়– ইহার তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা ঃ

উদয়-অস্তের সময় কাফেররা নানা রকম পূজা-পাঠ করে বিশেষত সূর্য পূজারীরা সূর্যকে সিজদা করে, বিভিন্নরূপে উহার উপাসনাও করে। শয়তান এই সময় তাহার স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ নেয়। ভূপৃষ্ঠের যেই যেই এলাকায় জনপদ বা লোক বসতি আছে বিশেষত পূজা পাঠকারী আছে, সেই সেই এলাকায় সূর্য উদিত ও অস্তমিত হওয়ার সময় প্রত্যেক এলাকার প্রধান শয়তান ঐ সূর্যের বরাবরে দাঁড়ায়; বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখাইবে, যেন সূর্য তাহার মাথার উপর দিয়া উদিত বা অস্তমিত হইতেছে। যেরূপ দৃশ্য হয় উদীয়মান বা অস্তায়মান সূর্যের বরাবরে তাল গাছ বা সুপারি গাছ থাকিলে মনে হয়, যেন সূর্যটা ঐ গাছের মাথার উপর দিয়া উদিত বা অস্তমিত হইতেছে।

শয়তান এইভাবে দাঁড়ায় এবং কাফেররা বিশেষত সূর্য পূজারীরা ঐ সময় যত পূজা পাঠ করে শয়তান ঐ সবকে দেখাইয়া তাহার চেলাগণকে বলে, দেখ! আমার কত পূজারী উপাসক ও ভক্ত রহিয়াছে। এই সময় যদি মুসলমানগণ নামায পড়ে, সিজদা করে যাহা দৃষ্টিগোচর বস্তু, তবে তাহাদের এই ইবাদতকেও নিজের জন্য দেখাইবার প্রয়াস পাইবে। তাই এই সময় নামায পড়া ও সিজদা করা নিষেধ করা হইয়াছে।

❖ দুপুর বেলা জাহান্নামের তেজ ও তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার তাৎপর্য দুপুর বেলা সূর্যের তাপ অধিক হওয়া সর্ববিদিত বাস্তব। আর সূর্য হইতে নিঃসৃত তাপের মূল কেন্দ্র হইল জাহান্নাম– এই তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ বাংলা বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডে ৩২৭ নং হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে। সেমতে দুপুর বেলা সূর্যের তাপ বৃদ্ধিকেই জাহান্নামের তাপ বৃদ্ধি বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১২০৫ (নাঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَلشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا

اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا

www.BANGLAKITAB.com

غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ

"সূর্য উদিত হওয়া অবস্থায় শয়তানের মাথা উহার সাথে থাকে, যখন সূর্য উপরে উঠিয়া যায় তখন শয়তান উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়। যখন সূর্য মধ্যাকাশে আসে তখন শয়তান পুনরায় উহার সংশ্লিষ্টে আসে, সূর্য ঢলিয়া গেলে শয়তান উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়। সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার নিকটবর্তী হয় তখন আবার শয়তান উহার সংশ্লিষ্টে আসে, সূর্য অস্তমিত হইলে শয়তান উহা হইতে পৃথক হইয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূর্যের সহিত শয়তানের সংশ্লিষ্টতার) এই সময়সমূহে নামায পড়ায় নিষেধ করিয়াছেন।"

❖ দুপুরে বেলা নামায নিষিদ্ধ হওয়ার দুইটি তথ্য জানা গেল। একটি হইল– ঐ সময় দোযখের তাপ বৃদ্ধি, অপরটি হইল– ঐ সময়েও সূর্যের সংশ্লিষ্টে শয়তানের আসা। এই দ্বিতীয় তথ্যটিও সামঞ্জস্যময়ই বটে, আমাদের দেশেও হিন্দুরা স্নানের সময় সূর্যের প্রতি নমস্কার দিয়া থাকে। উদয় অস্তের ন্যায় দুপুর বেলাও সূর্য পূজারীরা সূর্যের পূজা করে।

১২০৬ (নাঃ)। হাদীস– হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغٰى ذِكْرُهَا قَالَ نَعَمْ اِنَّ اَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْدَةٌ اِلٰى طُلُوْعِ الشَّمْسِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ سَاعَةُ صَلٰوةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اِعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ جَهَنَّمَ

www.BANGLAKITAB.com

وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ بِفَيْءِ الْفَيْءِ ثُمَّ الصَّلٰوةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغِيْبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَهِىَ صَلٰوةُ الْكُفَّارِ

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! এমন কোন সময় আছে কি, যে সময়ে আল্লাহর স্মরণের (তথা ইবাদতের) প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া যায়? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ- মহামহিম পরওয়ারদেগার (তথা তাঁহার রহমত) যে সময়ে বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন সেই সময়টি হইল, গভীর রাত্রের শেষ অংশ। ঐ সময় মহামহিম আল্লাহর স্মরণকারীদের দলভুক্ত যদি তুমি হইতে পার তবে হও (এবং ঐ সময় নামায পড়)। নিশ্চয় নামায উপস্থিত হওয়ার এবং উত্তমরূপে উপস্থিত হওয়ার বস্তু- সূর্যের উদয় পর্যন্ত (উদয়ের সময়ে নয়)। কারণ শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বে মধ্য বরাবর সূর্য উদিত হইয়া থাকে। ঐ সময়টি কাফেরদের উপাসনার সময়; অতএব ঐ সময় নামায হইতে বিরত থাক, সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠা এবং উহার কিরণমালা ছড়াইয়া পড়া পর্যন্ত। (সূর্য ঐ অবস্থায় আসিয়া গেলে নামায পড়া যাইবে না।) কারণ ঐ সময় দোযখের দরওয়াজা খোলা হয় এবং উহাকে অধিক উত্তপ্ত করা হয়; অতএব ঐ সময় নামায হইতে বিরত থাক- ছায়া (পূর্ব দিকে) বর্ধিত হওয়া পর্যন্ত। আবার নামায উপস্থিত হওয়ার, উত্তমরূপে উপস্থিত হওয়ার বস্তু সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত (অস্তের সময় নামায পড়িবে না); কারণ সূর্য অস্ত যায় শয়তানের মাথার উভয় পার্শ্বের মধ্য বরাবরে এবং ঐ সময়টি কাফেরদের উপাসনার সময়।"

❖ দুপুর বেলা দোযখের দরওয়াজা খোলা এবং উহাকে অধিক উত্তপ্ত করার তাৎপর্য উহাই যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। দোযখ হইতে নিঃসৃত তাপ সূর্য পথে ভূপৃষ্ঠে ছড়ায় এবং সেই তাপ দুপুর বেলা অধিক হয়- এই তথ্যকেই উল্লিখিত বাক্যে প্রকাশ করা হইয়াছে। অগ্নি স্পর্শিত বস্তু খাইয়া নামায পড়িতে নতুন অযু করার পরামর্শ অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে; যেহেতু অগ্নি দোযখের বস্তু। তদ্রূপ দুপুরের অধিক তাপও দোযখের বস্তু, তাই উহা ছড়াইবার সময়কে এড়াইয়া নামায পড়ার বিধান রাখা হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ কাফের শত্রুদের ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের ক্ষেত্রে যদি মুসলমান পক্ষের লোকদেরে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ পাহারা দিবে অপর ভাগ নামায আদায় করিবে– এইরূপ প্রয়োজন হয়, তবে তাহা করিবে। যদি প্রত্যেক ভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জামাত করায় সকলে সম্মত হয় এবং কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয় তবে দুই ইমামে দুই জামাত হইবে ইহাই উত্তম। আর পরিস্থিতি দৃষ্টে যদি সকলে এক ইমামের পেছনে এক জামাতে নামায আদায় করা শ্রেয় মনে করে তবে নামায আদায় এবং পাহারাদারী এক সঙ্গে উভয় কাজের ব্যবস্থা রাখার সহিত এক ইমামের পেছনে এক জামাতে সকলের নামায পড়ার বিশেষ নিয়ম শরীয়তে রহিয়াছে। এমনটি ঐ নিয়মের বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে, অনেক হাদীসেও রহিয়াছে। উহাকে পরিভাষায় 'সালাতুল খওফ' বা ভয় ও আতঙ্ক ক্ষেত্রের নামাযের নিয়ম বলা হয়। শত্রুর অবস্থান দৃষ্টে এবং রণাঙ্গনের পরিস্থিতি দৃষ্টে রণাঙ্গনের প্রধান বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করিতে পারেন। এই সূত্রেই বিভিন্ন হাদীসে ঐ নামাযের বিভিন্ন আকৃতি বর্ণিত আছে।

১২০৭ (মোসঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে জুহায়না গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদে যাত্রা করিলাম। তাহারা আমাদের উপর আক্রমণে ভীষণ যুদ্ধ চালাইল। আমরা জোহরের নামায আদায় করিয়া সারিলে পৌত্তলিক দল স্থির করিল– আমরা যদি সুযোগ মতে মুসলমান দলের উপর সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়া দিতে পারি তবে তাহাদেরকে শেষ করিয়া দিতে পারিব। পৌত্তলিকদের এই পরিকল্পনার সংবাদ জিবরাঈল (আ.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জ্ঞাত করিয়া দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট উহার আলোচনা করিলেন। পৌত্তলিক দল ইহাও বলিয়াছিল যে, সম্মুখেই আসিতেছে মুসলমানদের একটি নামায যে নামাযটি তাহাদের নিকট আপন সন্তানদের অপেক্ষা অধিক প্রিয় (উহা ছিল আসর নামায)। যখন আসর নামাযের সময় উপস্থিত হইল (শত্রুদল কেবলার দিকে সম্মুখে ছিল)।

صِفْنَا صَفَّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ

www.BANGLAKITAB.com

مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأَوَّلِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِي فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاءُكُمْ هٰؤُلَاءِ.

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে দুই কাতার করিয়া দিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলিলেন (নামায আরম্ভ করিলেন), আমরাও তাকবীর বলিলাম এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করিলেন আমরাও (উভয় কাতার) রুকু করিলাম। তারপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করিলেন এবং তাঁহার সাথে শুধু সম্মুখের কাতার সিজদায় গেল। (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং) তাহারা যখন সিজদা হইতে দাঁড়াইল তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকগণ সিজদা করিল। ইহারা সিজদা আদায় করার পরে সম্মুখের কাতার পেছনে আসিয়া গেল এবং পেছনের কাতার সম্মুখে তাহাদের স্থানে চলিয়া গেল। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর জন্য) তাকবীর বলিলেন, আমরাও তাকবীর বলিলাম এবং রুকু করিলেন, আমরাও (উভয় কাতার রুকু করিলাম। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করিলেন এবং তাঁহার সাথে (বর্তমান) সম্মুখের কাতার সিজদা করিল, পেছনের কাতার দাঁড়াইয়া থাকিল। এই পেছনের কাতার সিজদা আদায় করার পর উভয় কাতার সকলেই বসিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়া একত্রে সালাম ফিরিলেন। (একত্রে নামায পড়িয়াও এক দল অপর দলকে পাহারাদারী করিয়াছে।)

সাহাবী জাবের (রাযি.) হযরতের পরে এই হাদীস বর্ণনান্তে উপস্থিত লোকদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যেভাবে তোমাদের বর্তমান শাসনকর্তাগণ (আশঙ্কার ক্ষেত্রে) নামায আদায় করিয়া থাকেন।

www.BANGLAKITAB.com

❖ প্রথম রাকাত পড়ার পর উভয় কাতারের স্থান বদল এইজন্য ছিল, যেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সিজদা করায় উভয় কাতার সম পরিমাণে অংশীদার হয় এবং ইমামের সঙ্গে মুক্তাদীদের সিজদা করাকালে উভয়ের মধ্যে পাহারাদারের আড়াল সৃষ্টি না হয়।

❖ জাবের (রাযি.) সাহাবীর শেষ উক্তির তাৎপর্য এই যে, সেই যুগে শাসনকর্তা খলীফা বা খলীফার প্রতিনিধিগণ জামাতের ইমাম হইতেন। ক্ষেত্র বিশেষে যদি তাঁহাদের প্রাণনাশের চেষ্টা হইত– তাঁহাদের উপর আক্রমণ হইতে পারে আশঙ্কা করা হইত, ঐরূপ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের ইমাম হওয়ার দায়িত্ব ত্যাগ করিতেন না, বরং 'সালাতুল খওফ' এর নিয়মে নামাযে থাকিয়া পাহারাদারীর ব্যবস্থায় নামায পড়াইতেন। জাবের (রাযি.) সাহাবীর এই উক্তিতে প্রমাণিত হইল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও ভয় ও আশঙ্কা ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মে নামায পড়ার রীতি সাহাবীগণের সময়ে প্রচলিত ছিল– এই রীতি হযরতের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

❖ পবিত্র কুরআনে উক্ত নামাযের যে পদ্ধতি উল্লেখ আছে উহা আলোচ্য পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শত্রু দলের অবস্থান এবং রণাঙ্গনের পরিস্থিতি দৃষ্টে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

❖ মানুষ শত্রু ভিন্ন অন্য শ্রেণী যথা বাঘের বা বিরাট অজগরের সম্মুখে অথবা আগুনের সম্মুখে কিংবা জলযান ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াও এই নিয়মে জামাতের সহিত নামায পড়া যায়। অবশ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে– বিশেষত কাফের শত্রুদের আক্রমণ আশঙ্কার ক্ষেত্র ছাড়া অন্য রকম আশঙ্কার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দুই জামাত করাই বাঞ্ছনীয়।

১২০৮ (আঃ)। হাদীস– সালেহ ইবনে খাওয়াত (রহ.) একজন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– যিনি 'জাতুর রিকা' রণাঙ্গনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সালাতুল খওফ' আদায়কারী ছিলেন–

أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ

www.BANGLAKITAB.com

"লোকদের এক ভাগ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সারিবদ্ধ নামাযে দাঁড়াইল, অপর ভাগ শত্রুর সম্মুখে (পাহারাদার হইয়া) থাকিল। রসূলুল্লাহ তাঁহার সঙ্গের ভাগকে লইয়া এক রাকাত আদায় করিলেন। তারপর (দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ কিরাতে) দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন– এই অবকাশে পেছনের মুক্তাদীগণ একা একা অপর এক রাকাত পড়িয়া নিজেদের নামায সমাপ্ত করিয়া নিলেন (তাহারা সালামও ফিরিয়া নিলেন)। অতঃপর তাহারা শত্রুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অপর ভাগ (যাহারা এত সময় শত্রুর সম্মুখে ছিল তাহারা) হযরতের পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তাঁহার দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানো)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দ্বিতীয় দলকে লইয়া তাঁহার অবশিষ্ট দ্বিবতীয় রাকাত আদায় করিলেন। (এই রাকাত সমাপ্তে আত্তাহিয়্যাতের জন্য বসায়) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় বসিলেন– এই অবকাশে পেছনের লোকগণ এক রাকাত পড়িয়া নিজ নিজ নামায পূর্ণ করিয়া নিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে লইয়া সালাম ফিরাইলেন।"

১২০৯ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَصَلَّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلِى الْعَدُوِّ وَرَجَعَ اُولٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সহ 'সালাতুল খওফ' আদায় করিলেন। লোকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল; এক ভাগ

www.BANGLAKITAB.com

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে (নামাযে) দাঁড়াইল, অপর ভাগ শত্রুর সম্মুখে থাকিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী ভাগকে লইয়া এক রাকাত পড়িলেন। তারপর অপর ভাগ আসিয়া তাহাদের স্থানে (হযরতের পেছনে নামাযে) দাঁড়াইল– তাহারা তো (প্রথম রাকাত পড়িয়া চলিয়া গিয়াছে এবং) শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গেও এক রাকাত পড়িলেন (যাহা তাঁহার নামাযের দ্বিতীয় তথা শেষ রাকাত ছিল)। উহার পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিলেন, তখন তাঁহার পেছনের মুক্তাদীগণ (মাসবুকরূপে) দাঁড়াইয়া নিজেদের এক রাকাত আদায় করিল এবং সালাম ফিরিল। তাহাদের নামায পূর্ণ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল এবং অপর দলের স্থানে শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ঐ দল জামাতের নামায স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের অবশিষ্ট এক রাকাত আদায় করিল এবং সালাম ফিরিল।"

❖ প্রথম দল তাহাদের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করার জন্য পূর্বের নামায স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে– ইহা শুধু এক নামায এক স্থানে পূর্ণ করার নিয়ম পালন উদ্দেশ্যে, নতুবা শত্রুর সম্মুখে নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াও এক রাকাত পূর্ণ করিয়া তথায়ই সালাম ফিরিতে পারে।

১২১০ (নাঃ)। হাদীস– মারওয়ান ইবনে হাকাম আবু হুরায়রা (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'সালাতুল খওফ' পড়িয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ; জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন সময়? আবু হুরায়রা (রাযি.) বলিলেন, 'নজদ' এলাকার প্রতি অভিযানের বৎসর। (শত্রু দল কেবলার বিপরীত দিকে পেছনে নিকটবর্তী ছিল।)

قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا اَلَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ يُقَابِلُوْنَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ تَلِيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِىْ

www.BANGLAKITAB.com

تَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ
الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ
الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ فَسَلَّمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামাযে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে এক কাতার দাঁড়াইল, অপর এক কাতার শত্রু দলমুখী দাঁড়াইল– তাহাদের পিঠ কেবলার দিকে ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামায আরম্ভের) তাকবীর বলিলেন, সকল সাথীগণও ঐ তাকবীর বলিল– যে কাতার হযরতের সঙ্গে আছে এবং যে কাতার (কেবলা দিকের বিপরীত) শত্রুমুখী আছে (উভয় কাতার এক সঙ্গে নামায আরম্ভের তাকবীর বলিল)। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম রাকাতের) রুকু করিলেন তাঁহার সঙ্গের কাতারও রুকু করিল, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করিলেন, তাহারাও সিজদা করিল। (এই সময় পর্যন্ত) অপর কাতার শত্রুমুখী দাঁড়াইয়াই থাকিল। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সিজদা হইতে দ্বিতীয় রাকাতে) দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার সঙ্গী কাতারও দাঁড়াইল। (প্রথম রাকাতের রুকু-সিজদা হইতে দাঁড়াইয়া) এই কাতার (অপর কাতারের স্থানে) শত্রুমুখী যাইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে শত্রুমুখী থাকা দল হযরতের পেছনে আসিয়া (প্রথম রাকাতের) রুকু ও সিজদা নিজ নিজ মতে আদায় করিল– যে অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (প্রথম রাকাত শেষ করিয়া দ্বিতীয়

www.BANGLAKITAB.com

রাকাতে) দাঁড়াইয়া আছেন। তারপর এই কাতারের লোকেরা (সিজদা হইতে দাঁড়াইল, হযরত তখনও দাঁড়াইয়াই আছেন)। উহারা দাঁড়াইবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকাতের রুকু করিলেন, এই কাতারের লোকেরাও হযরতের সাথে (দ্বিতীয় রাকাতের) রুকু করিল এবং তিনি সিজদা করিলেন, তাহারাও সিজদা করিল। (এই সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত পূর্ণ করিয়া আত্তাহিয়্যাতে বসিয়াছেন এবং বর্তমান তাঁহার সঙ্গের কাতারও দুই রাকাত পূর্ণ করা পূর্বক বসিয়াছে– সালাম এখনও ফেরানো হয় নাই। এই সময় অত্র কাতার উঠিয়া নামায অবস্থায়ই শত্রুমুখী যাইয়া দাঁড়াইল।) তারপর যাহারা শত্রুমুখী ছিল তাহারা (হযরতের পেছনে) আসিল– তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আত্তাহিয়্যাতে) বসিয়া আছেন, হযরতের বসা অবস্থায়ই ঐ লোকগণ (তাহাদের দ্বিতীয় রাকাতের) রুকু করিল এবং সিজদা করিল। এখন সকলেরই দুই রাকাত পূর্ণ হইয়া গেল। তারপর সালাম ফেরার সময় আসিল। সেমতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিলেন এবং তাঁহার সাথে (উভয় কাতারের) সকলেই সালাম ফিরিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (আসরের কসর নামায) দুই রাকাত হইল, আর উভয় কাতারের প্রত্যেকেরই দুই দুই রাকাত নামায হইল।"

মাসআলা ঃ শত্রুর ধাওয়ায় ধাবমান ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ার সম্মুখীন হইলে যদি যানবাহনের উপর হয় তবে উহার উপর নামায আদায় করিবে– নিজ সামর্থ্যের দিকেই মুখ করিয়া এবং রুকু-সিজদায় অক্ষম হইলে মাথার ইশারায় রুকু-সিজদার দ্বারা নামায আদায় করিবে। আর যদি পায়ে দৌড়ন্ত হয় তবে দৌড়ের অবস্থায়ও মাথার ইশারায় রুকু-সিজদা করিয়া সামর্থ্যের দিকেই নামায আদায় করিবে– ইহা বিভিন্ন ইমামগণের মত। ইমাম আবু হানিফার মতে এই অবস্থায় পায়ে দৌড়ন্ত অবস্থায় নামায হইবে না– নামায কাযা পড়িবে। আর যদি সাতার কাটায় ধাবমান হয় তবে অল্প সময়ও যদি হাত-পা চালনা না করিয়া ভাসমান থাকিতে সক্ষম হয় তবে ঐরূপে মাথার ইশারায়–নামায আদায় করিবে, ঐরূপ থাকায় সক্ষম না হইলে বিভিন্ন ইমামগণের মতে সাতারে থাকিয়াও

www.BANGLAKITAB.com

ইশারায় নামায আদায় করিবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফার মতে এই অবস্থায় নামায কাযা পড়িবে।

আর শত্রুকে ধাওয়া করায় ধাবমান ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফার মতে শত্রু ছুটিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলেও নামায নিয়মিত রূপেই আদায় করিবে। অন্য ইমামদের এই মতামতও আছে যে, ইসলামের শত্রুকে ধাওয়া করা অবস্থায় মাসআলাও উপরে বর্ণিত মাসআলার মতই।

১২১১ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওনাইছ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِىْ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ اِذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَاَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اِنِّىْ لَاَخَافُ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ مَا اَنْ اُؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ فَانْطَلَقْتُ اَمْشِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ اُوْمِىْ اِيْمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِىْ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِّنَ الْعَرَبِ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِىْ ذَاكَ قَالَ اِنِّىْ لَفِىْ ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَنِىْ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِىْ حَتّٰى بَرَدَ

"আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠাইলেন– বনু হুযায়েল গোত্রীয় খালেদ ইবনে সুফিয়ান নামক ব্যক্তির প্রতি। তাঁহার নিবাস ছিল 'ওরনা' ও 'আরাফাত' নামক এলাকার দিকে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি যাও এবং তাহাকে হত্যা কর। আমি (দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গেলাম এবং) তাহাকে দেখিতে পাইলাম– তখন আসর নামাযের সময় উপস্থিত। মনে মনে ভাবিলাম, আশঙ্কা হয়– (কোন প্রকার বিলম্ব করিলে) আমার ও তাহার মধ্যে দূরত্ব আসিয়া যাইবে (এই অবস্থায় নামাযে বিলম্ব করিলে দোষ হইবে না)। আমি সম্মুখ দিকে চলিতে লাগিলাম এবং ইশারা দ্বারা নামায আদায় করিতেছিলাম। তাহার নিকটবর্তী হইলে সে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, আমি আরবেরই একজন লোক; আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি ঐ (নবীরূপে

www.BANGLAKITAB.com

আবির্ভূত) ব্যক্তির বিরুদ্ধে লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি সেই ব্যাপারেই আপনার নিকট আসিয়াছি। সে বলিল, আমি সেই কাজে লিপ্ত আছি। অতঃপর আমি কিছু সময় তাহার সাথে চলিলাম; তাহাকে কাবু করার যখন সুযোগ পাইলাম তখনই তাহার উপর তরবারীর আঘাত করায় ঝাপাইয়া পড়িলাম, এমনকি তাহার দম বাহির হইয়া গেল।"

জুমার দিন ও উহার নামাযের বয়ান

জুমার দিনের একটি মূল্যবান সময়

রমযানের শেষ দশ দিনের যেরূপ অতি বড় বৈশিষ্ট্য যে, উহার মধ্যে অনির্ধারিতরূপে লাইলাতুর কদর রহিয়াছে– যাহার কারণে ঐ দশ দিনের রাত্রসমূহ অতিশয় ফযীলত রাখে, ঐ দশ দিনের ইতিকাফ এবং যথাসাধ্য অতিরিক্ত ইবাদত-বন্দেগী করা সুন্নাত। তদ্রূপ জুমার দিনেরও একটি অতি বড় বৈশিষ্ট্য যে, ঐ দিনটির মধ্যে অনির্ধারিতরূপে অল্প পরিমাণের হইলেও একটু সময় আছে– ঐ সময়ের দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা ঘোষণা করিয়াছেন আল্লাহ তাআলার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বুখারী শরীফে সেই ঘোষণার হাদীস অনূদিত হইয়াছে।

অতঃপর যেরূপে লাইলাতুল কদর ঐ দশ দিনের মধ্যে নিশ্চিত নির্ধারণহীন হওয়া সত্ত্বেও ২১ বা ২৭ তারিখের রাত্রে হওয়া সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। তদ্রূপ জুমার দিনের এই বিশেষ সময়টি নিশ্চিত নির্ধারণহীন হওয়া সত্ত্বেও দুইটি সময়ের মধ্যে ঐ সময়টুকু লাভ হওয়া সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। একটি সময়ের বর্ণনা মুসলিম শরীফের হাদীসে রহিয়াছে, অপরটির বর্ণনা তিরমিযী-আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবের হাদীসে রহিয়াছে। আমরা উভয় হাদীসের আলোচনা করিতেছি।

১২১২ (মোসঃ)। হাদীস– আবু মুছা আশআরী (রাযি.) সাহাবীর পুত্র আবু বুরদা (রহ.)কে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, জুমার দিনের বিশেষ সময়টি সম্পর্কে তোমার পিতাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কোন হাদীস বর্ণনা করিতে শুনিয়াছ কি? আবু বুরদা (রহ.) বলিলেন, হাঁ তিনি বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِيَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি– জুমার দিনের বিশেষ সময়টুকু (খুতবার আযানকালে মিম্বারে) ইমামের বসা হইতে জুমার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সীমার মধ্যে হইবে।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আলোচ্য হাদীসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাধারণ দৃষ্টিতে জটিলতা প্রকাশ পাইবে। কারণ উক্ত সময়ে দোয়া করার একটি শর্ত আছে– বুখারী শরীফ সহ সব হাদীসের কিতাবেই আবু হুরায়রা (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে, 'সেই সময়টুকুর মধ্যে নামাযরত অবস্থায় যে কোন দোয়া করা হউক, আল্লাহ তাআলা তাহা কবুল করিয়া থাকেন।' সেমতে জটিলতা অতি সুস্পষ্ট যে, ইমাম মিম্বারে বসার পরে তো নামায পড়া নিষিদ্ধ, অতএব ঐ শর্তের সহিত দোয়া এই সময়ে কিরূপে হইবে? আরও অধিক জটিলতা এই যে, খুতবার সময়ে দোয়া-দরূদ ইত্যাদি সবই নিষিদ্ধ, সুতরাং এই সময় দোয়া কিরূপে করিবে?

প্রথম জটিলতার উত্তর সম্মুখে একজন বিশিষ্ট সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইবে যে, কেহ নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে সে সুস্পষ্ট হাদীস মোতাবেক নামায রত পরিগণিত হয়। সেমতে জুমার খুতবার সময় যাহারা বসিয়া আছে সকলই নামাযে রত পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন জুমার খুতবা নামাযেরই অংশ বিশেষ পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় জটিলতা তথা খুতবার সময় দোয়া-দরূদ নিষিদ্ধ হওয়ার উত্তর এই যে, ঐ সময় মুখে দোয়া-দরূদ বলা নিষিদ্ধ বটে কিন্তু মনে মনে একাগ্রতার সহিত দোয়া করা নিষিদ্ধ নহে এবং এইরূপ দোয়া ক্রিয়াশীলও বটে; আল্লাহ তাআলা তো অন্তর্যামী। এতদ্ভিন্ন ইমাম মিম্বারে বসিবার পরে খুতবা আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত এবং দুই খুতবার মধ্যবর্তী বসাকালে এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর নামায আরম্ভ হওয়ার পূর্বে– এই মুহূর্তগুলিতে মৌখিক দোয়া করার অবকাশ আছে।

অতঃপর নামায আরম্ভ হইলে নামাযের মধ্যেও মনে মনে সব ভাষায়ই দোয়া করা যায়। এতদ্ভিন্ন আত্তাহিয়্যাতের বৈঠকে মৌখিক দোয়াও করা যায়

www.BANGLAKITAB.com

দুই শর্তের সহিত– এক শর্ত আরবী ভাষায় হইতে হইবে। নামাযের মধ্যে অন্য ভাষায় দোয়া করা মাকরূহ তাহরিমী। অপর শর্ত হইতেছে পার্থিব বিষয়ের দোয়া নহে, পার্থিব বিষয়ের দোয়া মনে মনে করিতে হইবে। পার্থিব বিষয়ের দোয়া নামাযের মধ্যে মৌখিক করা হইলে নামায বাতিল হইয়া যাইবে।

১২১৩ (তিঃ)। হাদীস– আমর ইবনে আউফ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِنَّ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِىَ قَالَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِّنْهَا

"নিশ্চয় জুমার দিনের মধ্যে এমন একটি সময় রহিয়াছে যে, ঐ সময়ে বান্দা আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাহিলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাহাকে উহা দিয়া থাকেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন সময়টি ইয়া রসূলাল্লাহ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (জুমার) নামায আরম্ভের সময় হইতে উহা শেষ করিয়া ফিরা পর্যন্ত।"

❖ 'ইনছিরাফিম মিনহা' বাক্য নামায শেষ করা অর্থে প্রয়োগ করা হয় কিন্তু উহার সাধারণ অর্থ নামায শেষ করিয়া নামায স্থান হইতে ফেরা তথা ঐ স্থান ত্যাগ করা। এই অর্থে নামাযের সালাম শেষে নামায স্থানে বসা থাকা পর্যন্ত সময়টুকুও ঐ মূল্যবান সময়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১২১৪ (তিঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِلْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ

"জুমার দিনে যেই সময়টিতে দোয়া কবুল হওয়ার আশা উহা আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।"

www.BANGLAKITAB.com

১২১৫ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُهْبِطَ مِنْهَا وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّىْ فَيَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْأً اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ فَذَكَرْتُ لَهٗ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ وَلَا تَضْنَنْ بِهَا عَلَىَّ قَالَ هِىَ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قُلْتُ فَكَيْفَ تَكُوْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلّٰى فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ ذَاكَ

সূর্য উদিত হওয়ার সর্বাধিক উত্তম দিন জুমার দিন। এই দিনেই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশতে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তিনি বেহেশত হইতে বাহিরও এই দিনেই হইয়াছিলেন। এই দিনে এমন একটু সময় আছে যেই সময়ে কোন মুসলমান বান্দা নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট যাহা কিছু চাহিবেন আল্লাহ তাহাকে উহা অবশ্যই দান করিবেন।

আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) সাহাবীর সাক্ষাতে আমি তাঁহার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, ঐ সময়টিকে আমি ভালরূপে জানি। আমি বলিলাম, তাহা আমাকে অবশ্যই জ্ঞাত করিবেন– আমার প্রতি কার্পণ্য করিবেন না। তিনি বলিলেন, ঐ সময়টি হইল আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আমি বলিলাম, আসরের পর ঐ সময়টি কিরূপে হইতে পারে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো

www.BANGLAKITAB.com

বলিয়াছেন- মুসলমান বান্দা ঐ সময়ে নামাযরত অবস্থায় দোয়া করিলে। আসরের পরে তো নামায পড়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বলিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন নাই, 'যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে সে নামায রত গণ্য হয়'? আমি বলিলাম, হাঁ (এরূপ বলিয়াছেন)। তিনি বলিলেন, এই ক্ষেত্রে ঐ অর্থেই নামাযরত হওয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আসর নামাযের পর মাগরিব নামাযের অপেক্ষায় বসিবে; সেমতে নামাযরত পরিগণিত হইবে এবং ঐ বসায় দোয়া করিবে।

১২১৬ (আঃ)। হাদীস- জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন-

يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيْدُ سَاعَةً لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْأً اِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

"জুমার দিনটি বার ঘণ্টার, এই দিনে কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে মহামহিম আল্লাহ তাহাকে উহা দিয়া থাকেন। (তবে এই সুযোগ পূর্ণ দিনটির মধ্যে ক্ষণকাল মাত্র) সেই মুহূর্তটি তালাশ কর দিনের শেষ অংশে- আসরের পরে।

১২১৭ (ইঃ)। হাদীস- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন-

قُلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ اِنَّا لَنَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّىْ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْأً اِلَّا قَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَشَارَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقْتَ اَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ قُلْتُ اَىُّ سَاعَةٍ هِىَ قَالَ هِىَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قُلْتُ اِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلٰوةٍ قَالَ بَلٰى اِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ اِذَا صَلّٰى ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ اِلَّا الصَّلٰوةُ فَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ

www.BANGLAKITAB.com

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া আছেন এমতাবস্থায় আমি বলিলাম, আমরা আল্লাহর কিতাব (তাওরাতে) পাই যে, জুমার দিনে একটি সময় আছে ঐ সময়ে কোন মুমিন বান্দা নামায অবস্থায় আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে আল্লাহ তাআলা তাহার মকছুদ পুরা করেন।

আবদুল্লাহ (রাযি.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইশারায় দেখাইয়া বুঝাইলেন যে, উহা অল্প সময়। আমি বলিলাম, হুযুর ঠিকই বলিয়াছেন– (তাওরাতে 'সময়' বলা হয় নাই) বরং অল্প সময় (বলা হইয়াছে)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সময়টুকু কখন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা দিনের শেষ সময়টুকু। আমি আরজ করিলাম, উহা তো নামায পড়ার সময় নহে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহাও নামায পড়ার সময়, (এই অর্থে যে) মুমিন বান্দা নামায পড়িয়া যদি আবদ্ধ থাকে– একমাত্র পরবর্তী নামাযের অপেক্ষাই তাহাকে আবদ্ধ রাখে, তবে ঐরূপ আবদ্ধ থাকা অবস্থায় সে নামাযরত গণ্য হয়।"

❖ ফাতেমা (রাযি.) এই মুহূর্তে দোয়া করিতেন, এমনকি তিনি লোক নিয়োগ রাখিতেন, সূর্য অস্তমিত হইতেছে– এই সংবাদ জ্ঞাত করার জন্য এবং তিনি ঐ মুহূর্তে দোয়া করিতেন।

জুমার দিন ও জুমার নামাযের ফযীলত

১২১৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"সূর্য উদিত হওয়ার দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এই দিনেই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশতে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশত হইতে বাহির করা (পূর্বক ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করা) হইয়াছে। কিয়ামত বা মহাপ্রলয় জুমার দিনেই অনুষ্ঠিত হইবে।"

www.BANGLAKITAB.com

১২১৯ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ

"যে ব্যক্তি গোসল করিয়া জুমার নামাযের জন্য আসে, অতঃপর সাধ্য পরিমাণ (সুন্নাত-নফল) নামায পড়ে, তারপর ইমামের খুতবা শেষ করা পর্যন্ত চুপ থাকে, তারপর ইমামের সাথে (জুমার ফরয) নামায পড়ে– ঐ ব্যক্তির জন্য এই জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

১২২০ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا

"যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করিয়া জুমার নামাযে আসে, তারপর মনোযোগের সহিত খুতবা শুনে এবং চুপ থাকে তাহার জন্য ঐ জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরও বেশি তিন দিনের গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য যে ব্যক্তি অযথা একটি কাঁকরেও হাত লাগায় সে বেহুদা কাজে লিপ্ত হইয়াছে সাব্যস্ত হইবে (যাহা মনোযোগের সহিত খুতবা শুনার পরিপন্থী, অতএব তাহার জন্য ঐরূপে গোনাহ মাফ হওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকিবে না)।"

১২২১ (তিঃ)। হাদীস– আউস ইবনে আউস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন–

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ (وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ) وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

www.BANGLAKITAB.com

"যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে– ভালরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া গোসল করে, সকাল হইতে জুমার প্রস্তুতি নেয় এবং সত্বরই জুমায় উপস্থিত হয় (পায়ে হাটিয়া যায়, যানবাহনে নহে –নাসায়ী শরীফ) এবং যথাসাধ্য ইমামের নিকটবর্তী হয়, মনোযোগের সহিত খুতবা শুনে ও চুপ থাকে, তাহার জন্য জুমায় আসার প্রতি পদক্ষেপে এক বৎসর রোযা থাকা ও নফল নামায পড়ার সওয়াব হইবে।"

১২২২ (তিঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ

"যে ব্যক্তি জুমার দিন (জুমার জন্য শুধু) অযু করিয়াছে তাহার কার্যক্রম মন্দ নয়। আর যে গোসল করিয়াছে তাহার গোসল করা অতি উত্তম পরিগণিত।"

১২২৩ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا وَهِىَ مُصِيْغَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ اِلَّا الْجِنُّ وَالْاِنْسُ

"সূর্য উদিত হওয়ার দিনসমূহে সর্বোত্তম দিন জুমার দিন। জুমার দিনেই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহার তাওবা কবুল করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই দিনেই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হইবে। এই জুমার দিন প্রত্যুষ হইতে সূর্য উদীয়মান হওয়া পর্যন্ত জীন ও মানুষ ব্যতীত প্রতিটি জীবন ইসরাফিল (আ.) ফেরেশতার শিঙ্গার ফুঁকের আওয়াজ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া থাকে– মহাপ্রলয়ের ভয়ে।"

www.BANGLAKITAB.com

❖ কিয়ামত বা মহাপ্রলয় শুক্রবার দিনের ভোর হইতে আরম্ভ হইয়া ব্যাপক আকারে ও অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হইবে এবং আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্র-তারা সব কিছু ধ্বংস হইয়া যাইবে।

১২২৪ (আঃ)। হাদীস– একদা আলী (রাযি.) মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই বর্ণনা দান করিলেন–

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ فَيَرْمُوْنَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيْثِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلٰئِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتّٰى يَخْرُجَ الْإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانِ مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِيْ جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَيْءٌ ثُمَّ يَقُوْلُ فِيْ اٰخِرِ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ

"জুমার দিন আসিলে শয়তানগুলি পতাকা লইয়া বাজারের দিকে বাহির হয় এবং লোকদের সম্মুখে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করিয়া তাহাদেরে জুমার নামায হইতে বিলম্বে ফেলিয়া দেয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণ (জুমার নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে) যথাশীঘ্র মসজিদের দরওয়াজায় আসিয়া বসেন এবং লিখিতে থাকেন– কোন ব্যক্তি এক ঘড়ির মধ্যে আসিল, কোন ব্যক্তি দুই ঘড়ির মধ্যে আসিল– এইভাবে ইমাম (নিজ কক্ষ হইতে) বাহির হইয়া (মসজিদে) আসা পর্যন্ত (লোকদের আগমন) ফেরেশতাগণ পরম্পরা লিখিতে থাকেন। কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় বসিল যথা হইতে (ইমামের কথা) শুনা যায় এবং ইমামকে দেখা যায় এবং সে চুপ থাকিল, কোন বেহুদা কাজ করিল

www.BANGLAKITAB.com

না তবে তাহার দুই বোঝা অতিরিক্ত সওয়াব হইবে। আর যদি (ইমাম হইতে) দূরে বসিল– যথা হইতে শুনা যায় না কিন্তু চুপ থাকিল এবং বেহুদা কাজ করিল না, তবে তাহার এক বোঝা (অতিরিক্ত) সওয়াব হইবে। আর যদি এমন জায়গায় বসিল যথা হইতে শুনা যায় ও দেখা যায় অথচ বেহুদা কাজ করিল এবং চুপ থাকিল না, তবে তাহার দুই বোঝা গোনাহ হইবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন (নামাযে আসিয়া) নিকটবর্তী লোককেও বলিবে চুপ থাক– সেও বেহুদা কাজ করিল। আর যে ব্যক্তি জুমার দিন বেহুদা কাজ করিবে, তাহার জন্য ঐ জুমায় (অতিরিক্ত সওয়াব) কিছুই লাভ হইবে না। আলী (রাযি.) এই বর্ণনা দান করিয়া বলিলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিবরণ প্রদান করিতে শুনিয়াছি।"

১২২৫ (ইঃ)। হাদীস– লুবাবাতুবনুল মুনজির (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهِ الْعَبْدُ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَّلَكٍ مُّقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ اِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"জুমার দিনটি সমস্ত দিনের সর্দার, সমস্ত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ তাআলার নিকট। উহা আল্লাহ তাআলার নিকট কুরবানীর ও রোযার ঈদের দিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহার মধ্যে পাঁচটি (বড় বড় বিষয়ের) বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই দিনেই আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই দিনেই তাঁহাকে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ করিয়াছেন, এই দিনেই তাঁহাকে ওফাত দান করিয়াছেন। এই দিনটির মধ্যে একটি মুহূর্ত আছে যাহাতে কোন বান্দা আল্লাহর নিকট কিছু চাহিলে তাহাকে অবশ্যই উহা দিয়া থাকেন– যাবৎ কোন অবৈধ জিনিস না চায়। এই দিনেই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

উচ্চ পর্যায়ের ফেরেশতা আসমান, ভূমণ্ডল এবং সর্বত্রের বাতাস, পাহাড় ও সমুদ্র জুমার দিনের ভয়ে ভীত থাকে। (কারণ মহাপ্রলয় জুমার দিন হইবে, তাই সকলেই ঐ দিনের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থাকে।)"

১২২৬ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَلْجُمْعَةُ اِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

"এক জুমার নামায অপর জুমা পর্যন্ত সময়ের সমস্ত গোনাহের কাফফারা– প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়, যাবৎ কবীরা গোনাহ করা না হয়।"

জুমার নামাযের জন্য কঠোরতা

১২২৭ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছেন–

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْلَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

'এক শ্রেণীর লোক তাহাদের অবশ্যই জুমা না পড়া ত্যাগ করিতে হইবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাহাদের অন্তরে সীলমোহর করিয়া দিবেন, ফলে তাহারা (সকল প্রকার নেক কাজ হইতে) উদাসীনতায় পতিত হইয়া যাইবে।'

১২২৮ (আঃ)। হাদীস– আবুল জাআদ (রাযি.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهٖ

"যে ব্যক্তি উপেক্ষা প্রদর্শনরূপে তিনটি জুমা ছাড়িয়া দিবে (জুমার নামায না পড়িবে) আল্লাহ তাহার দিলের উপর সীলমোহর লাগাইয়া দিবেন। অর্থাৎ সুবুদ্ধির উদয় হওয়া, ভাল ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদির সুযোগ হইতে ঐ দিল বা অন্তরকে বন্ধ করিয়া দিবেন।"

১২২৯ (আঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.)-হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ

"যে ব্যক্তি অপারগতা ব্যতিরেকে জুমার নামায ছাড়িবে তাহার কর্তব্য হইবে এমন গিনি স্বর্ণ সদকা করা, এক গিনির সামর্থ্য না হইলে অর্ধ গিনি সদকা করিবে।"

❖ জুমার নামায ছুটিয়া গেলে জোহরের নামায পড়িতে হয়– তাহা পালন করার সাথে সাথে এই সদকা করিতে হইবে।

১২৩০ (আঃ)। হাদীস– তারেক ইবনে শিহাব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ اَوْ اِمْرَاَةٍ اَوْ صَبِىٍّ اَوْ مَرِيْضٍ

'জামাতের সাথে জুমা পড়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য ফরয– চার শ্রেণী ব্যতীত। ১. ক্রীতদাস গোলাম। ২. মহিলা। ৩. নাবালক। ৪. রোগী।'

১২৩১ (ইঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ভাষণ দানে বলিলেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا وَبَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ اَنْ تَشْغَلُوْا وَصِلُوْا الَّذِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهٗ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوْا وَتُنْصَرُوْا وَتُجْبَرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا فِىْ يَوْمِىْ هٰذَا فِىْ شَهْرِىْ هٰذَا مِنْ عَامِىْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِىْ حَيَاتِىْ اَوْ بَعْدِىْ وَلَهٗ اِمَامٌ عَادِلٌ اَوْ جَائِرٌ اِسْتِخْفَافًا بِهَا اَوْ جُحُوْدًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهٗ وَلَا بَارَكَ لَهٗ فِىْ اَمْرِهٖ اَلَا وَلَا

www.BANGLAKITAB.com

صَلٰوةَ لَهٗ وَلَا زَكٰوةَ لَهٗ وَلَا حَجَّ لَهٗ وَلَا صَوْمَ لَهٗ وَلَا بِرَّ لَهٗ حَتّٰى يَتُوْبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَلَا لَا تَؤُمَّنَّ اِمْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ اَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا اِلَّا اَنْ يَّقْهَرَهٗ بِسُلْطَانٍ يَّخَافُ سَيْفَهٗ وَسَوْطَهٗ

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহর নিকট অবশ্যই তাওবা কর মৃত্যু আসিয়া যাওয়ার পূর্বে এবং দ্রুত নেক কাজসমূহ করিয়া যাও অবসরহারা হইবার পূর্বে। আর তোমাদের ও তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের মধ্যকার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রাখায় সচেষ্ট থাক তাঁহার যিকির ও স্মরণ বেশি বেশি করিয়া এবং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে দান-খয়রাত বেশি বেশি করিয়া; ইহাতে তোমরা (আল্লাহর তরফ হইতে) রিযিক ও নেয়ামত পাইবে, সাহায্য পাইবে, ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে।

আর জানিয়া রাখ– নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর জুমার দিনকে তথা উহার নামাযকে ফরয করিয়া দিয়াছেন আমার এই স্থানেই, এই দিনেই, এই মাসেই, এই বৎসরেই– কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য।

আমার জীবদ্দশায় বা আমার পরে যে কোন ব্যক্তি জুমার নামায ছাড়িয়া দিবে– উহার প্রতি অবহেলা করিয়া অথবা উহাকে অমান্য করিয়া, সে ন্যায়পরায়ণ শাসকের অধীনস্থ হউক বা অত্যাচারী শাসকের অধীনস্থ হউক; আল্লাহ তাআলা যেন তাহার ঘর-সংসারে বিশৃঙ্খলা রাখেন, শৃঙ্খলা আনয়ন না করেন এবং তাহার কোন কাজে বরকত দান না করেন।

আরও শুনিয়া রাখ– ঐরূপ ব্যক্তির কোন নামায, কোন যাকাত, কোন হজ্জ, কোন রোযা, কোন নেক কাজ (কবুল) হইবে না– যাবৎ না সে (জুমা না পড়ার গোনাহ হইতে) তাওবা করে। অবশ্য যে তাওবা করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার তাওবা কবুল করিবেন।

আরও একটি বিষয় জানিয়া রাখ– কোন পুরুষের ইমাম কোন মহিলা হইতে পারিবেব না। (দ্বীনের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গকারী এবং দ্বীনের শিক্ষায় অগ্রগামী) মুহাজির ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার উপর (অশিক্ষিত) গ্রাম্য ব্যক্তি ইমাম হইবে না। ঈমানদারীতে উত্তম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিলে তাহার উপর ফাসেক-ফাজের ব্যক্তিকে ইমাম হইতে দেওয়া নিষিদ্ধ; তবে যদি সে

www.BANGLAKITAB.com

শাসন ক্ষমতাধারীর সাহায্যে প্রবল হইয়া আসে, যাহার তরবারী ও চাবুকের ভয় থাকে– সেক্ষেত্রে নামায শুদ্ধ হইবে।

১২৩২ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন– ঐ লোকদের সম্পর্কে যাহারা জুমার নামায হইতে সরিয়া থাকে–

لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُّصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ

"আমার ইচ্ছা হয়, কোন ব্যক্তিকে লোকদের নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দেই, আর আমি ঐ লোকদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেই যাহারা জুমারনামায হইতে সরিয়া রহিয়াছে।"

১২৩৩ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِّنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ

"যে ব্যক্তি কোন কঠিন বাধা ব্যতিরেকে তিনটি জুমা ছাড়িবে সে (আল্লাহ তাআলার নিকট) এমন খাতায় 'মুনাফেক' লিখিত হইয়া যাইবে যেই খাতার লেখা মুছিয়া ফেলা বা পরিবর্তন করা সম্ভব নহে।"

❖ সেই খাতা হইল আমলনামা।

জুমার খুতবা সম্পর্কে

১২৩৪ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুমার জন্য) দুইটি খুতবা প্রদান করিতেন, উভয় খুতবার মধ্যে বসিতেন। (খুতবার মধ্যে) কুরআনের

www.BANGLAKITAB.com

আয়াত পড়িতেন এবং লোকদেরে উপদেশ দান করিতেন ও আখেরাত স্মরণ করাইতেন।"

১২৩৫ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَى صَلٰوةٍ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জুমার) খুতবা দাঁড়াইয়া পড়িতেন। (প্রথম খুতবা শেষ করিয়া) তারপর বসিতেন, তারপর পুনঃ দাঁড়াইয়া (দ্বিতীয়) খুতবা পড়িতেন। অতএব যে তোমাকে বলিবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া খুতবা পড়িতেন সে মিথ্যাবাদী। কসম খোদার! আমি হযরতের সাথে বিভিন্ন নামায দুই হাজারের অধিক পড়িয়াছি (যাহাতে জুমার নামাযের সংখ্যা সেই অনুপাতেই ছিল। অতএব জুমার নামাযে হযরতের নিয়ম-পদ্ধতি আমার অপেক্ষা বেশি কে জানিবে?)"

১২৩৬ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (জুমার দিনও) নামায পড়িয়া থাকিতাম। তাঁহার নামাযও মধ্যম শ্রেণীর হইত, খুতবাও মধ্যম শ্রেণীর হইত।"

১২৩৭ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ

www.BANGLAKITAB.com

يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ
غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ
أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ
يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ
دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খুতবা বা ভাষণ দান করিতেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর প্রকৃত গুণগান করিতেন। তারপর বলিতেন, যাহাকে আল্লাহ্ সৎ পথ দান করেন তাহাকে কেহ্ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর যাহাকে ভ্রষ্টতায় রাখেন তাহাকে কেহ্ সৎপথ দিতে পারে না। (তাই প্রত্যেকের কর্তব্য আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ব্যয় করিয়া সৎপথমুখী হওয়া এবং সংযমী হওয়া। ইহা ব্যতিরেকে সৎপথ দান ও ভ্রষ্টতা হইতে উদ্ধার করা আল্লাহ্ তাআলার সাধারণ নীতি নহে।)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দানে (আল্লাহ্র আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ক্ষেত্রে) তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, কণ্ঠস্বরে গর্জন সৃষ্টি হইত, উত্তেজনার ভাব প্রবল হইয়া উঠিত। মনে হইত যেন তিনি জনমণ্ডলীকে শত্রুসেনার সম্মুখস্থ প্রভাতী বা সান্ধ্য অভিযানের আশু বিপদ হইতে সতর্ক করিতেছেন।

(আল্লাহ্র আযাবের বিকাশকাল কিয়ামত নিকটবর্তী বুঝাইতে) আরও বলিতেন, আমি এমন সময়ে প্রেরিত হইয়াছি যে, আমি ও কিয়ামত এই আঙ্গুলদ্বয়ের ন্যায়– তর্জনী ও মধ্যমা এক সঙ্গে মিলাইয়া দেখাইতেন। অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে মধ্যমা হইতে তর্জনী যতটুকু পেছনে আছে, কিয়ামত আমার হইতে মাত্র ততটুকুই পেছনে রহিয়াছে।

আর (খুতবার আরম্ভে– আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগানের পরে) বলিতেন, অতঃপর! ইহা সত্য যে, সকল রকম বাণী-বক্তব্যের উর্ধ্বে আল্লাহ্র কিতাব

www.BANGLAKITAB.com

কুরআনই উত্তম এবং সব আদর্শের উত্তম ও উর্ধ্বে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। তাঁহার আদর্শ ছাড়া সব কার্যকলাপ, ধ্যান-ধারণা ও বাদ-মতবাদ মন্দই বটে এবং ঐরূপ গর্হিত সবকিছুই ভ্রষ্টতা বটে।

তারপর বলিতেন– আমি মুমিনের জন্য তাহার নিজ অপেক্ষা অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী, কল্যাণকামী। (উহার নমুনা এই ঘোষণা–) যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রাখিয়া মারা যাইবে, উহার মালিক তাহার আপনজন উত্তরাধিকারীগণই হইবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া যাইবে, আমার নিকট তাহাদের আশ্রয় এবং আমার উপর তাহাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পড়িবে।

❖ এই ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক ঘোষণাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের নীতি নির্ধারণরূপেও ব্যক্ত করিতেন এবং সর্বসমক্ষে প্রচারের জন্য জুমার খুতবায় উল্লেখ করিতেন। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত নীতিরূপে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইহা ছিল রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ইসলামের শাসনব্যবস্থার একটি নীতি নির্ধারণী ঘোষণা।

১২৩৮ (মোসঃ)। হাদীস– আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

إِنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ يَرْقِيْ مِنْ هٰذَا الرِّيْحِ فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُوْنٌ فَقَالَ لَوْ أَنِّيْ رَأَيْتُ هٰذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَشْفِيْهِ عَلٰى يَدَيَّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَرْقِيْ مِنْ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَإِنَّ اللّٰهَ يَشْفِيْ عَلٰى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هٰؤُلَاءِ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ

www.BANGLAKITAB.com

هٰؤُلَاءِ وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعَاسَ الْبَحْرِ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلٰى قَوْمِىْ قَالَ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوْا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِّنْ هٰؤُلَاءِ شَيْئًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً فَقَالَ رُدُّوْهَا فَإِنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ

"জিমাদ নামীয় (প্রসিদ্ধ গুণীন) ব্যক্তি মক্কায় আসিল– সে ছিল 'আযদে শানুয়া' গোত্রীয়। সে জীনের আছর ছাড়াইবার ঝাড়-ফুঁক করিত। মক্কার বোকাদের মুখে সে শুনিতে পাইল, মুহাম্মদের উপর জীনের আছর আছে (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। ইহা শুনিয়া জিমাদ বলিল, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে ভাল হইত– হয়ত আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে আমার হস্তে আরোগ্য দান করিতেন। অতঃপর জিমাদ হযরতের সাক্ষাতে উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি জীনের আছরের ঝাড়-ফুঁক করিয়া থাকি; আল্লাহ তাআলা আমার হাতে অনেককে আরোগ্য দান করেন। আপনার কি ইচ্ছা হয়?

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন বিশেষ বক্তব্য রাখার আরম্ভে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং আরও কিছু কথা প্রথমে বলিয়া নিতেন। জুমার খুতবার প্রথমেও তিনি তাহা করিতেন। জিমাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখিতেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ করিলেন– তিনি) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্য, আমি তাঁহার প্রশংসা করি এবং তাঁহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাহাকে সৎপথগামী করিবেন তাহাকে কেহ ভ্রষ্ট বানাইতে পারে না, আল্লাহ যাহাকে ভ্রষ্টতায় থাকিতে দেন তাহাকে কেহ সৎপথে আনিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি– এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ও রসূল। অতঃপর এই পর্যন্ত বলার পর (হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁহার বক্তব্য রাখার পূর্বেই) জিমাদ

www.BANGLAKITAB.com

বলিল, আপনার এই কথাগুলি পুনরায় বলুন তো! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার পুনরাবৃত্তি করিলেন– তিনবার (ঐরূপে তাঁহার পুনরাবৃত্তি করিতে হইল)। জিমাদ বলিল, আমি গণক-ঠাকুরদের কথা শুনিয়াছি, যাদুকরদের কথা শুনিয়াছি, কবিদের কথাও শুনিয়াছি– আপনার এই কথাগুলির ন্যায় কোথাও শুনি নাই। এই কথাগুলি (এতই ক্রিয়াশীল যে, মানুষের হৃদয় কি?) সমুদ্রের তলা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়!

এইরূপ বলিয়াই জিমাদ বলিল, আপনার হাত বাড়াইয়া দিন– আমি আপনার নিকট (আপনার ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার উপর) দীক্ষা নিব। জিমাদ হযরতের নিকট দীক্ষা নিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই দীক্ষা আপনার সম্প্রদায়ের উপরও বর্তিবে? জিমাদ বলিলেন, আমার সম্প্রদায়ের উপরও বর্তিবে।

ইবনে আব্বাস (রাযি.) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, ইতিমধ্যেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুজাহিদ কোন এলাকায় পাঠাইলেন। তাঁহারা জিমাদের গোত্র বা সম্প্রদায়ের বসতির মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিলেন। মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ এই সম্প্রদায়ের কোন কিছু (শত্রু সম্পত্তিরূপে) হস্তগত করিয়াছ কি? এক ব্যক্তি বলিল, আমি একটি ঘটি নিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহা ফেরত দিয়া দেও; ইহা জিমাদের গোত্র (যাহারা হযরতের অনুগত)।

১২৩৮ (মোসঃ)। হাদীস– আদী ইবনে হাতেম (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ الْخَطِيْبُ اَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ غَوٰى

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে ভাষণ দিল। ভাষণের আরম্ভে (একটি নিয়মিত কথা এই ভাষায়) বলিল, যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত হইবে এবং আল্লাহর রসূলের অনুগত হইবে সে সৎ পথের পথিক সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে যে তাঁহাদের নাফরমানী করিবে সে

www.BANGLAKITAB.com

ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। এই উক্তি শ্রবণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি ভাল বক্তা নও (তোমার উক্তি ঠিক হয় নাই)। এইরূপ বল– وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى 'যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে এবং আল্লাহর রাসূলের নাফরমানী করিবে সে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে।'

❖ "ঐ ব্যক্তির ভাষা ছিল– وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى যে তাঁহাদের নাফরমানী করিবে সে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। এই ভাষা দুইটি ভুল জন্ম দেওয়ার অবকাশ রাখে।"

১. 'তাঁহাদের' বলায় এক সঙ্গে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল বুঝায়; অতএব ধারণা হইতে পারে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল– এক সঙ্গে উভয়ের নাফরমানী করা হইলে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে, শুধু আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করিলে তাঁহার কোন কথা বা আদেশ অমান্য থাকিলে ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে না। অথচ ইহা ইসলাম বিরোধী নিছক ভুল ধারণা; ইসলামের সঠিক মতবাদ এই যে, শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রাপ্ত কোন কথা বা আদেশের নাফরমানী করাও অবশ্যই ভ্রষ্টতা– ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ভাষার মধ্যে ঐ ভুল ধারণার অবকাশ বন্ধ করিয়া এইরূপ বল, وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ غَوٰى –যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে এবং আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করিবে (উভয় শ্রেণীই সমানভাবে) ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে।

২. আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল– উভয়কে এক সঙ্গে জড়াইয়া এক শব্দে 'তাঁহাদের' বলায় ধারণা করা যাইতে পারে যে, রসূলকে আল্লাহর পর্যায়ে গণ্য করা হইয়াছে। নাসারা-খ্রিস্টানদের ধ্যান-ধারণা এইরূপই ছিল– তাহারা ঈসা (আ.)কে আল্লাহর পর্যায়ে গণ্য করিত। ইসলামের মূল কলেমার মধ্যেই ঐ শেরেকী ভাবধারার খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে– وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ 'আমি সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রসূল।'

❖ একাধিক বুঝাইবার সর্বনাম– 'তাঁহাদের' শব্দ দ্বারা আল্লাহ ও রসূলকে এক সাথে জড়াইয়া ব্যক্ত করায় উল্লেখিত দুইটি ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ নিতান্তই মামুলী ও অতি সূক্ষ্ম অবকাশ। বস্তুত ঐরূপ ভুল ধারণার লক্ষ্য

www.BANGLAKITAB.com

মোটেও না রাখিয়া সঠিক মতবাদ বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করায় 'তাঁহাদের' শব্দটি সংক্ষেপের জন্য সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেমতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে– যখন ইসলামের সঠিক আকীদা ও মতবাদ প্রচারিত ও প্রসারিত ছিল না তখন ভুল ধারণা সৃষ্টির মামুলী ও সূক্ষ্ম অবকাশময় শব্দ ব্যবহারেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর যখন ইসলামের আকীদা ও মতবাদ পূর্ণরূপে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, মুসলমানগণ নিজ আকীদা ও মতবাদে উজ্জ্বলরূপে চিহ্নিত ও পরিচিত হইয়া গিয়াছে তখন হইতে এইরূপ মামুলী ও সূক্ষ্ম অবকাশের শব্দ এড়াইবার কঠোরতা ও কড়াকড়ি বাদ দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ও রসূলকে ব্যক্ত করায় 'তাঁহাদের' শব্দ সর্বনামরূপে সচরাচর ব্যবহার করিয়াছেন।

১২৩৯ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুতবা পড়িতেন। মিম্বারে আরোহন করিয়া বসিয়া থাকিতেন– মুয়াজ্জিনের আযান শেষ করা পর্যন্ত। তারপর দাঁড়াইতেন এবং খুতবা পড়িতেন, তারপর বসিতেন– এই সময় কোন কথা বলিতেন না, তারপর দাঁড়াইতেন এবং (দ্বিতীয়) খুতবা পড়িতেন।'

১২৪০ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুতবা আরম্ভে কলেমা) শাহাদত পড়া উপলক্ষ্যে এইরূপে আরম্ভ করিতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا

www.BANGLAKITAB.com

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁহার সাহায্য কামনা করি, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাই। আর আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করি আমাদের নফস বা প্রবৃত্তির সকল প্রকার খারাবী-দুষ্টামী হইতে। যাহাকে আল্লাহ সৎপথে নিবেন তাহাকে কেহ ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, আর যাহাকে আল্লাহ ভ্রষ্টতায় ছাড়িয়া রাখিবেন তাহাকে কেহ সৎপথে আনিতে পারিবে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, আরও সাক্ষ্য দিতেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রসূল। তিনি তাঁহাকে সত্য দ্বীন প্রদান করিয়া পাঠাইয়াছেন- সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারীরূপে কিয়ামতের পূর্বলগ্নে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁহার রসূলের ফরমাবরদারী করিবে সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নাফরমানী করিবে সে নিজেরই ক্ষতি সাধনকারী হইবে, আল্লাহর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।"

মাসআলা ঃ খুতবার মধ্যে ভাষণের বিষয়বস্তু রূপে কুরআন শরীফের সূরা বা আয়াত পাঠ করা যায়।

১২৪১ (মোসঃ)। হাদীস– হিশামের মাতা সাহাবী মহিলা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مَا أَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ

"সূরা কাফ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ হইতেই কণ্ঠস্থ করিয়াছি। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাটি প্রতি জুমার দিন মিম্বারের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় পাঠ করিতেন- যখন লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করিতেন।"

১২৪২ (তিঃ)। হাদীস– হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরের উপর (খুতবার মধ্যে) পাঠ করিতে শুনিয়াছি (এই আয়াত যাহার অর্থ–) দোযখীগণ (দোযখের ব্যবস্থাপক ফেরেশতা) 'মালেক'কে (অনুরোধ পূর্বক) ডাকিয়া বলিবে, হে মালেক! তোমার পরওয়ারদেগার আমাদেরকে শেষ করিয়া ফেলুক। (অর্থাৎ আমাদেরকে মারিয়া ফেলুক, যাহাতে আমরা দোযখের যাতনা হইতে রেহাই পাইয়া যাই। মালেক ফেরেশতা উত্তরে বলিবেন, দোযখের দুঃখ-যাতনার মধ্যেই চিরকাল) তোমাদের অবস্থান করিতে হইবে।'

মাসআলা ঃ জুমার নামায ও খুতবা– উভয়ের মধ্যে খুতবা অপেক্ষা নামায দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১২৪৩ (মোসঃ)। হাদীস– আম্মার (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهٖ مَئِنَّةٌ مِّنْ فِقْهِهٖ فَاَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, নামায দীর্ঘ করা, আর খুতবা খাট করা মানুষের জ্ঞানের পরিচয়। অতএব তোমরা নামায দীর্ঘ করিও এবং খুতবা খাট করিও। (খাট খুতবায়ও ভাল ফল ফলিতে পারে। কারণ) কোন কোন বক্তব্য যাদুর ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়।"

১২৪৪ (আঃ)। হাদীস– হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِقْصَارِ الْخُطَبِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরে আদেশ করিয়াছেন, খুতবা সংক্ষিপ্ত করার জন্য।"

১২৪৫ (আঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيْرَةٌ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ওয়াজ-উপদেশ দান দীর্ঘায়িত করিতেন না। তাঁহার উপদেশ বাণী অল্প পরিমাণে হইত।"

মাসআলা ঃ খুতবার সময় কাহারও কোন কথা বলা, এমনকি একটি মাত্র শব্দ প্রয়োজন ক্ষেত্রে বলাও কবীরা গোনাহ। বুখারী, মুসলিম এবং সব কিতাবের হাদীসেই বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি কথা বলিলে তাহাকে বারণ করায় মুখে 'চুপ' বলা– ইহাও নিষিদ্ধ; ইহা দ্বারাও বিধান লঙ্ঘনের গোনাহ হইবে।

১২৪৬ (ইঃ)। হাদীস– হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِاَيَّامِ اللّٰهِ وَاَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْمِزُنِىْ فَقَالَ مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ اِنِّىْ لَمْ اَسْمَعْهَا اِلَّا الْاٰنَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنِ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قَالَ سَاَلْتُكَ مَتٰى اُنْزِلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِىْ فَقَالَ اُبَىٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلٰوتِكَ الْيَوْمَ اِلَّا مَا لَغَوْتَ فَذَهَبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ وَاَخْبَرَهٗ بِالَّذِىْ قَالَ اُبَىٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اُبَىٌّ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন (মিম্বারে খুতবা পাঠে) দাঁড়াইয়া সূরা তাবারাকা পাঠ করিলেন, আল্লাহর (নির্ধারিত) দিনের (তথা কিয়ামতের দিনের দোযখ ও বেহেশতের) আলোচনা শুনাইলেন। আবু দারদা (রাযি.) আমার গায়ে হাতের চাপ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সূরাটি কবে নাযিল হইয়াছে? আমি পূর্বে ইহা আর শুনি নাই– এই মাত্রই শুনিলাম। উবাই (রাযি.) হাতের ইশারায় বুঝাইলেন, চুপ থাকুন।

www.BANGLAKITAB.com

নামায শেষে আবু দারদা (রাযি.) উবাই (রাযি.)কে বলিলেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সূরাটি কবে নাযিল হইয়াছে? আপনি আমাকে তাহা জানাইলেন না! উবাই (রাযি.) উত্তরে বলিলেন, আজ আপনি অবশ্যই জুমার নামাযে অবৈধ কথা বলার ক্ষতির ভাগী হইবেন। আবু দারদা (রাযি.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া ঘটনা শুনাইলেন, উবাই (রাযি.) যাহা বলিয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উবাই ঠিকই বলিয়াছে।

১২৪৭ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ (احمد)

"যে ব্যক্তি জুমার দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বলে সে গাধাতুল্য– যাহার উপর কিতাবের বোঝা রাখা হয়। আর যে ব্যক্তি তাহাকে মুখে বলিবে চুপ থাক, তাহার জুমা (অক্ষত ও পূর্ণাঙ্গ) হইবে না।"

মাসআলা ঃ খুতবা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় দ্বীনের কোন কাজ অগ্রগণ্যরূপে সম্মুখে আসিলে উহার জন্য ইমাম খুতবা স্থগিত রাখিতে পারেন। এমতাবস্থায় উক্ত দ্বীনের কাজ সমাধা করা পূর্বক খুতবা পূর্ণ করিবেন।

১২৪৮ (মোসঃ)। হাদীস– আবু রেফায়া (রাযি.) বর্ণনা করেন–

اِنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْئَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَادِينُهُ فَاقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ وَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَاتَمَّ اٰخِرَهُ

www.BANGLAKITAB.com

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম– তখন তিনি খুতবা দানে রত ছিলেন। আমি নিবেদন জানাইলাম, এই অধম দূর দেশের মানুষ, নিজের দ্বীন আপনার নিকট শিখিতে আসিয়াছে; তাহার দ্বীন কি জিনিস তাহা সে জানে না।

ইহা শুনামাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার খুতবা স্থগিত রাখিলেন এবং আমার প্রতি অগ্রসর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া গেলেন। হযরতের জন্য একটি চেয়ার উপস্থিত করা হইল– আমার ধারণা হয় উহার পায়াগুলি লোহার ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার উপর বসিলেন এবং আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, যাহা আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে শিখাইয়াছেন। তারপর তিনি খুতবার স্থানে আসিয়া অবশিষ্ট খুতবা পূর্ণ করিলেন।"

❖ লোকটি দূর দেশ হইতে মুসলমান হওয়ার জন্য আসিয়াছিলেন। চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত পরিবেশ। এই পরিবেশে যথাসত্ত্বর তাহাকে ইসলামের আলো দান করা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন এবং তাহাই ঠিক ছিল।

মাসআলা ঃ ইমাম খুতবার মাঝে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত কথা কোন ব্যক্তি বিশেষকেও বলিতে পারেন এবং ইমাম তাঁহার মনের একাগ্রতা রক্ষার জন্য কোন সংক্ষিপ্ত কার্যের সমাধানে মুহূর্তের জন্য মিম্বার হইতে অবতরণ করিতে পারেন।

১২৪৯ (আঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اِجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالٰى يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন (খুতবা দানে) দাঁড়াইলেন এবং (কোন বিষয়ের উপলক্ষ্যে) বলিলেন, সকলে বসিয়া পড়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) (ঐ সময় মসজিদে আসিতেছিলেন, তিনি ঐ আদেশ শুনার সাথে সাথে মসজিদের দরওয়াজার বাহিরেই বসিয়া

www.BANGLAKITAB.com

পড়িলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! নিকটে আস।"

১২৫০ (আঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ فَاَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ رَاَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِى الْخُطْبَةِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেছিলেন, ঐ সময় (বালক) হাসান ও হুসাইন (রাযি.) লাল রঙ্গের জামা গায়ে– তাঁহারা হযরতের দিকে আসিতেছিলেন; আছাড় খাইতেছিলেন পুনঃ পুনঃ এবং দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে অবতরণ পূর্বক উভয়কে তুলিয়া লইয়া মিম্বারে পুনঃ আরোহন করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তাআলা (পবিত্র কুরআনে) ঠিকই বলিয়াছেন– "তোমাদের ধন-জন তোমাদের জন্য কণ্টকের বস্তু।" আমি নাতিদ্বয়কে দেখিয়া অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছি। তারপর পুনঃ খুতবা দানে রত হইলেন।"

❖ নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়াছেন–

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا خَيْرًا لِّكُمْ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও পুত্র-পরিজন নিতান্তই কণ্টককের বস্তু– (উহা অনেক ক্ষেত্রে ভাল কাজে অন্তরায় হয়, ভাল কাজ করার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটায় এবং অবৈধ ও অশোভনীয় কার্যকলাপে লিপ্ত হইতে বাধ্য করে)। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট আছে মহা প্রতিদান; অতএব (ধন-সম্পদ ও পুত্র-পরিজনের মোহে পতিত না হইয়া) যথাশক্তি ও সর্বস্ব ব্যয়ে আল্লাহর ভয়-ভক্তি অর্জনে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর কথা মান ও তাঁহার ফরমাবরদারী কর– ইহাই

www.BANGLAKITAB.com

তোমাদের জন্য উত্তম। (ধন-জনের মোহ ও আকর্ষণ বস্তুত আল্লাহ ভিন্ন বস্তুর লালসা বটে– এই) লালসার স্বভাব মুক্ত যাঁহারা তাঁহারাই সাফল্য লাভকারী।'

❖ 'ফেতনা' শব্দের অর্থ কন্টকের বস্তু; যথা ধন-সম্পদ ও পুত্র-পরিজন– উহা নেক কাজের অন্তরায় হয়, ব্যাঘাত ঘটায় বিনষ্টকারী হয় এবং খারাপ কাজে বাধ্য করে। এইরূপ কন্টকের বস্তু আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দান করেন পরীক্ষা স্বরূপ– দেখিতে চাহেন, কে ঐ কন্টকে জড়াইয়া উহার সাথেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, আল্লাহ্র নাফরমানী করিতেও দ্বিধাবোধ করে না? আর কে কন্টককে এড়াইয়া সদা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ায় যত্নবান থাকে?

এই সূত্রে অনেকে আলোচ্য আয়াতে 'ফেতনা' শব্দের তরজমা 'পরীক্ষার বস্তু' বলিয়া থাকেন। 'কন্টকের বস্তু' ও 'পরীক্ষার বস্তু' উভয় তরজমার মর্ম একই। কারণ কন্টকের বস্তু আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দান করেন পরীক্ষার জন্যই। সুতরাং ধন-জন প্রকৃত প্রস্তাবে কন্টকের বস্তু এবং উহাই মানুষের জন্য পরীক্ষারও বস্তু।

❖ যে মানুষ ধন-জনের মোহে ও আকর্ষণে এবং মায়ায় অবশ্য করণীয় নেক কাজ ছাড়িয়া দেয় বা নেকী বিনষ্টকারী পদক্ষেপ নেয় অথবা আল্লাহ্র নাফরমানী কাজে পতিত হয়– শরীয়তী বিধানের সীমা বহির্ভূত হইয়া যায় তাহাকেই বলা হইবে– সে এই পরীক্ষায় ফেল হইয়াছে। পক্ষান্তরে নেক কাজে বিরত না থাকিয়া, শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া সঞ্চয় ও উহার হেফাযতে তৎপর হইলে অথবা পুত্র-পরিজনের প্রতি স্নেহ-মমতায় আকৃষ্ট হইলে তাহা পরীক্ষায় ফেল করা সাব্যস্ত হইবে না, বরং উহা সুন্নতের অনুসরণ গণ্য হইবে। আলোচ্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুন্নতই প্রমাণিত হইয়াছে। পুত্র-পরিজনের প্রতি এই পরিমাণ আকর্ষণ যে, সুন্নত তাহা আরও সুস্পষ্টরূপে হাদীসে প্রমাণিত আছে। হযরতের শিশু পুত্রের মৃত্যু হইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিয়াছেন; এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, চোখে অশ্রু আছে, হৃদয়ে ব্যথা আছে কিন্তু মুখে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কোন উক্তি নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক পুত্রকে আদর-স্নেহ করিয়াছেন; এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,

www.BANGLAKITAB.com

যাহার অন্তরে মমতা নাই সে আল্লাহ্ তাআলার মমতা তথা রহমত হইতে বঞ্চিত থাকে।

মাসআলা ঃ জুমার খুতবাকালে গোল হইয়া বসিবে না। অবশ্য কেবলামুখী বসিয়াই লক্ষ্য ও দৃষ্টি ইমামের প্রতি রাখিবে।

১২৫১ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব (রহ.) স্বীয় পিতা হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ وَنَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং (বাহিরে) হারানো জিনিসের খোঁজ (করার বিজ্ঞপ্তি প্রচার) মসজিদে করা হইতেও নিষেধ করিয়াছেন, মসজিদে (দ্বীনের বিষয়ে নয়– এমন) কবিতা পাঠও নিষেধ করিয়াছেন। আর জুমার দিন মসজিদে নামাযের পূর্বে গোল হইয়া বসাও নিষেধ করিয়াছেন।"

১২৫২ (তিঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপর বসিলে পর হইতেই আমরা স্বীয় চেহারা তাঁহার মুখী রাখিতাম।"

১২৫৩ (ইঃ)। হাদীস– ছাবেত (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ اَصْحَابُهُ بِوُجُوْهِهِمْ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (খুতবা দানে) মিম্বারের উপর দাঁড়াইতেন তখন সাহাবীগণ তাঁহাদের চেহারা হযরতের প্রতি রাখিতেন।"

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ জুমার দিন যথাসাধ্য ইমামের নিকটতম স্থানেন বসায় সচেষ্ট হইবে। বসার মধ্যেও সংযতভাব ও গাম্ভীর্য বজায় রাখিবে।

১২৫৪ (আঃ)। হাদীস– ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

أُحْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا

"উপদেশ শোনায় উপস্থিত হইও এবং ইমামের নিকটবর্তী বসিও। যে মানুষ (এইরূপ ক্ষেত্রে) পেছনে থাকার চেষ্টা করিবে পরিণামে সে বেহেশতে যাইতে পারিলেও পেছনে থাকিবে।"

১২৫৫ (আঃ)। হাদীস– হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

"জুমার দিন ইমামের খুতবা দানকালে উভয় হাঁটু হস্তদ্বয়ের বেষ্টনীতে খাড়া করিয়া বসা হইতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।" (এইরূপ বসায় অলসতা আসে।)

মাসআলা ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার ছিল– উপরে পৌছিতে দুই সিঁড়ি বিশিষ্ট।

১২৫৬ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

لَمَّا بَدُنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهٗ تَمِيْمُ الدَّارِىُّ اَلَا اَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَحْمِلُ عِظَامَكَ قَالَ بَلٰى فَاتَّخَذَ لَهٗ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর ভারি হইয়া গেলে তামীম দারী (রাযি.) আরজ করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার জন্য একটি

www.BANGLAKITAB.com

মিম্বার তৈরি করি– যাহা আপনাকে তুলিয়া ধরিবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। সেমতে তিনি হযরতের জন্য একটি মিম্বার তৈরির ব্যবস্থা করিলেন– যাহার উপরে চড়িতে দুই ধাপ সিঁড়ি ছিল।"

❖ পরবর্তী আমলে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাযি.) হযরতের বসার স্থানের সম্মানার্থে উহার উপর বসা এড়াইয়া উহাকে উর্ধ্বে রাখার উদ্দেশ্যে নিচের দিকে আর একক ধাপ বর্ধিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাযি.) আবু বকর (রাযি.)-এর বসার স্থানের প্রতিও ঐরূপ সম্মান প্রদর্শনার্থে নিচের দিকে আরও এক ধাপ বর্ধিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় খলীফা উসমান (রাযি.) পরিবর্ধন করেন নাই। কারণ এই পরিবর্ধন না থামাইলে জটিলতা দেখা দিবে।

মাসআলা ঃ খুতবা দানকালে লাঠি ইত্যাদির উপর ভর করা যায়।

১২৫৭ (ইঃ)। হাদীস– সাদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَطَبَ فِى الْحَرْبِ خَطَبَ عَلٰى قَوْسٍ وَاِذَا خَطَبَ فِى الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلٰى عَصًى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন ভাষণ দিলে ভাষণ দানকালে ধনুর উপর হাতের ভর করিতেন। আর জুমার খুতবা দানকালে লাঠির উপর ভর করিতেন।"

মাসআলা ঃ ইমাম খুতবা সমাপ্তে মিম্বার হইতে অবতরণের পর প্রয়োজনীয় কথা বলিতে পারেন।

১২৫৮ (ইঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَلِّمُ فِى الْحَاجَةِ اِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন মিম্বার হইতে অবতরণের পরে প্রয়োজনে কথা বলিতেন।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন পরবর্তী আগন্তুকেরা অন্যের কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া সম্মুখে যাওয়ার চেষ্টা করিবে– ইহা কবীরা গোনাহ। বস্তুত সব

www.BANGLAKITAB.com

সমাবেশেই এইরূপ করা নিষিদ্ধ। সম্মুখে জায়গা খালি থাকিলে নিজ সম্মুখের ব্যক্তিকে অগ্রগামী হওয়ার অনুরোধ করিবে; হয় সে অগ্রসর হইবেব, না হয় অগ্রসর হওয়ার পথ দিবে– তাহার কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

১২৫৯ (তিঃ)। হাদীস– মুআয ইবনে আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি জুমার দিন লোকদের কাঁধের উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া যাইবে সে জাহান্নামে পৌঁছিবার সেতু তৈয়ার করিয়া নিল।"

১২৬০ (ইঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ وَاٰنَيْتَ

"এক ব্যক্তি জুমার দিন মসজিদে আসিল– তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি লোকদেরকে ডিঙ্গাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, বসিয়া পড়; বিলম্বে আসিয়াছ এবং লোকদেরে কষ্ট দিতেছ।"

মাসআলা ঃ জুমার নামাযের জন্য ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে যথাসম্ভব মসজিদে আসিতে যত্নবান হইবে।

১২৬১ (ইঃ)। হাদীস– আলকামা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সাহাবীর সাথে জুমার জন্য আসিলাম। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার আগে তিনজন লোক মসজিদে আসিয়া গিয়াছে। তিনি (আক্ষেপ করিয়া) বলিলেন, অদ্য আমি চারজনের চতুর্থ হইলাম! অবশ্য চতুর্থও অতি দূরে নয়। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ ثُمَّ قَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيْدٍ

"(বেহেশতী) লোকগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যে বসিবেন জুমাসমূহের প্রতি অগ্রের আসার পরিমাণ অনুপাতে– প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় (ইত্যাদি)। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) পুনঃ বলিলেন, (অদ্য আমি) চার জনের চতুর্থ হইলাম! চতুর্থ অতি দূরে নহে।"

মাসআলা ঃ জুমার নামাযের জন্য বিশেষ পোশাক উত্তম।

১২৬২ (ইঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুমার দিন মিম্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছেন–

مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرٰى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهٖ

"সদা কাজে-কর্মে ব্যবহৃত পরিধানের কাপড়দ্বয় ব্যতীত জুমার জন্য বিশেষ এক জোড়া কাপড় ক্রয় করিলে তাহা কাহারও জন্য অতিরিক্ত বা দোষনীয় গণ্য হইবে না।"

১২৬৩ (ইঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন খুতবা দানে দাঁড়াইয়া লোকদের গায়ে চামড়ার পোশাক দেখিতে পাইলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

مَا عَلٰى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهٖ سِوٰى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهٖ

"তোমাদের কাহারও জন্য দোষনীয় হইবে না যদি সামর্থ্য থাকে– সেমতে জুমার জন্য বিশেষরূপে দুইটি কাপড় রাখে, সদা কাজে-কর্মে পরিধেয় কাপড়দ্বয় ব্যতীত।"

১২৬৪ (ইঃ)। হাদীস– আবু যর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَاَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهٖ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهٖ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى

"যে ব্যক্তি জুমার দিন উত্তমরূপে গোসল করিবে, উত্তমরূপে পবিত্রতা হাসিল করিবে এবং তাহার উত্তম পোশাক পরিবে ও আল্লাহর দেওয়া সাধ্য পরিমাণ নিজ গৃহের সুগন্ধি ব্যবহারে আনিবে, অতঃপর জুমার নামাযের জন্য মসজিদে উপস্থিত হইবে এবং জুমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কথা না বলিবে এবং (একত্রিত) দুইজনের মধ্যে (তাহাদেরে কষ্ট দিয়া) না বসিবে তাহার জন্য ক্ষমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে– তাহার এই জুমা হইতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত।"

১২৬৫ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

اِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَمَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَاِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

"জুমার দিনটিকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য ঈদের রূপী করিয়া দিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি জুমায় উপস্থিত হইতে চাহিবে সে গোসল করিবে এবং সুগন্ধি থাকিলে তাহা ব্যবহার করিবে। আর মেসওয়াক তো তোমরা অবশ্যই করিবে।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন মসজিদে ঘুমের চাপ হইলে উহা প্রতিরোধে সচেষ্ট হইবে। যথা স্থান পরিবর্তন করিয়া বসিবে।

১২৬৬ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ

www.BANGLAKITAB.com

"জুমার দিন (মসজিদে) তোমাদের কাহারও তন্দ্রা আসিলে সে অবশ্যই স্থান পরিবর্তন করিয়া নিবে।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন মসজিদে কোন বসা ব্যক্তিকে তাহার স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া নিজে তথায় বসিবে না।

১২৬৭ (মেঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا (مسلم)

"তোমাদের কেহ কস্মিনকালেও এইরূপ করিবে না যে, জুমার দিন স্বীয় মুসলমান ভাইকে তাহার বসার জায়গা হইতে তাহাকে উঠাইয়া দেয় এবং নিজে ঐ স্থানে বসে। হাঁ– এই অনুরোধ করিতে পারে যে, একটু জায়গা করিয়া দিন!"

মাসআলা ঃ জুমার নামাযের জন্য বিধানগতরূপে কোন সূরা নির্ধারিত নহে। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সূরা জুমার নামাযে পড়িয়াছেন উহার অনুসরণ উত্তম বটে।

১২৬৮ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামাযে ও জুমার নামাযে 'ছাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' এবং 'হাল আতাকা হাদিছুল গাশিয়া' সূরাদ্বয় পড়িতেন। এমনকি ঈদ ও জুমা এক দিনে একত্রিত হইলেও উভয় নামাযেই উক্ত সূরাদ্বয় পড়িতেন।"

১২৬৯ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيْنَ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন ফজরের নামাযে সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও সূরা দাহর পড়িতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযে সূরা জুমুয়া ও সূরা মুনাফিকুন পড়িতেন।'

১২৭০ (আঃ)। হাদীস– যাহহাক ইবনে কায়স (রহ.) নোমান ইবনে বশীর (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন–

مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ

'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন সূরা জুমুয়া পড়ার পরে (দ্বিতীয় রাকাতে) কি পড়িতেন? তিনি বলিলেন, সূরা গাশিয়া পড়িতেন।'

মাসআলা ঃ জুমার ফরযের পূর্বে জুমার সুন্নতে মুয়াক্কাদা চার রাকাত এক তাহরীমার সহিত। প্রথমে যদি দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া হয় তবে তাহা মুস্তাহাব হইবে। জুমার ফরযের পরে চার রাকাত এক সালামের সহিত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কাহারও মতে চার রাকাতের পরে আরও দুই রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। সেমতে জুমার পর সুন্নতে মুয়াক্কাদারূপে ছয় রাকাত পড়াই উত্তম বলা হয়।

১২৭১ (মোসঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

إِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا

"তোমাদের যে কেহ জুমার নামায আদায় করিবে সে অবশ্যই উহার পরে চার রাকাত নামায পড়িবে।"

www.BANGLAKITAB.com

১২৭২ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

"নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামায আদায় করার পর দুই রাকাত নামায পড়িতেন।"

❖ উল্লিখিত উভয় হাদীসের সমষ্টি দৃষ্টেই জুমার পর সুন্নত ছয় রাকাত বলা হইয়া থাকে।

১২৭৩ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) সাহাবী হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে–

أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) জুমার নামাযের আগে চার রাকাত নামায পড়িতেন এবং পরেও চার রাকাত পড়িতেন।"

১২৭৪ (আঃ)। হাদীস– নাফে (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلٰوةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

"আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) জুমার পূর্বে দীর্ঘ নামায পড়িতেন এবং জুমার পরে গৃহে যাইয়া শুধু দুই রাকাত পড়িতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ করিয়া থাকিতেন।"

১২৭৫ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِى شَيْءٍ مِنْهُنَّ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাযের আগে চার রাকাত নামায পড়িতেন– যাহার কোন অংশেই (সালাম ফিরিয়া) ছিন্নতা সৃষ্টি করিতেন না।"

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ জুমার নামায আদায় করিয়া বাড়ি ফিরিতে রাত্র হইয়া যাইবে– জুমার নামাযের ব্যবস্থা এত দূরে হইলেও তথায় যাইয়া জুমার নামায আদায় করিবে।

১২৭৬ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

اَلْجُمْعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهٖ

"জুমার নামায ঐরূপ ব্যক্তির উপর বর্তিবে যে, উহা আদায় করিয়া নিজ পরিবারে রাত্রি যাপন করিতে সক্ষম হয়।"

মাসআলা ঃ জুমার দিন ও উহার রাত্রি উভয়টিরই ফযীলত বা মাহাত্ম্য রহিয়াছে। যেই রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর জুমার দিন আসে ঐ রাত্রিই হইতেছে জুমার রাত্রি।

১২৭৭ (মেঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَجَبٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا فِىْ رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ لَيْلَةُ الْجُمْعَةِ لَيْلَةٌ اَغَرُّ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمٌ اَزْهَرُ (بيهقى)

"রজব চাঁদের মাস আসিলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিতেন– আয় আল্লাহ্! রজব ও শাবান মাসে আমাদের জীবনে বরকত দান করিও; আমাদেরে রমযান মাসে বাঁচাইয়া রাখিও (যেন রমযানের সকল সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পাই)।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিতেন– জুমার রাত্রি সর্বাধিক নুরের রাত্রি, জুমার দিন সর্বাধিক উজ্জ্বল দিন।"

❖ অর্থাৎ সাধারণ রাত্রিতে চন্দ্র ও নক্ষত্রের নুর বা আলো থাকে, যাহা দ্বারা বাহ্যদিক আলোকিত হয়। পক্ষান্তরে জুমার রাত্রে এমন মাহাত্ম্য থাকে যাহা দ্বারা অন্তরদেশ আলোকিত করা যায়। তদ্রূপ সাধারণ দিনসমূহে সূর্যের জ্যোতি থাকে, যাহার দ্বারা বাহ্যদিক জ্যোতির্ময় হয়। পক্ষান্তরে জুমার দিনে এমন মাহাত্ম্য থাকে যাহার দ্বারা অন্তরদেশ জ্যোতির্ময় হইতে পারে। যথা

www.BANGLAKITAB.com

নিশ্চিতরূপ দোয়া কবুল হওয়ার ব্যবস্থা এই দিনে রহিয়াছে। দশ দিনের গোনাহ মাফ করাইয়া নেওয়ার ব্যবস্থা এই দিনে রহিয়াছে। সামান্য মেহনতে বড় বড় কুরবানীর সওয়াব হাসিলের ব্যবস্থা এই দিনে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক মাহাত্ম্যই এই দিনে ও রাত্রিতে রহিয়াছে। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীসের মর্ম কতই না সৌভাগ্যের সুসংবাদ!

১২৭৮ (মেঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (ترمذى)

“যে কোন মুসলমান জুমার দিন বা জুমার রাত্রে মারা গেলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে কবরের আযাব হইতে রেহাই দিবেন।”

❖ কোন একটি ঔষধ সম্পর্কে বলা হয়, ইহা জ্বরের মহৌষধ– ইহা সেবনে জ্বর হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। হয়তো অগণিত ক্ষেত্রে এই ফলাফল বাস্তবরূপে দেখাও যায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অন্য কোন রোগের চাপে অথবা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে উক্ত ঔষধের ক্রিয়া বাস্তবায়িত হইতে পারে না, ফলে এই ঔষধ সেবন করিয়াও জ্বর হইতে অব্যাহতি লাভ হয় না। এইরূপ ঘটনায় উক্ত ঔষধের সাধারণ ক্রিয়া ও ফলাফল অস্বীকার করা সমর্থনীয় নয়, ঐ ঔষধ বাজারে অচল হয় না। আলোচ্য হাদীসের মর্মকে এই দৃষ্টান্তেই বুঝিতে হইবে।

ঈদের নামাযের বয়ান

১২৭৯ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَهِدْتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَا اِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّاً عَلٰى بِلَالٍ فَاَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَحَثَّ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ

www.BANGLAKITAB.com

مَضٰى حَتّٰى اَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَاِنَّ اَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لِاَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِيْنَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ اَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِيْمِهِنَّ

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি ঈদের নামাযে শরীক হইয়াছি। প্রথমে নামায পড়িয়াছেন– খুতবার পূর্বে; আযান ও ইকামত ব্যতিরেকে। তারপর (খুতবা দানে) বেলাল (রাযি.)-এর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র ভয়-ভক্তি সঞ্চয়ের আদেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র ফরমাবরদারীর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন, লোকদেরে নসীহত করিয়াছেন, তাহাদেরে (পরকাল) স্মরণ করাইয়াছেন। তারপর অগ্রসর হইয়া মহিলাদের স্থানে পৌঁছিয়াছেন, তাহাদেরে নসীহত করিয়াছেন (পরকাল) স্মরণ করাইয়াছেন। অতঃপর তাহাদেরে বলিয়াছেন, তোমরা দান-খয়রাত কর; তোমাদের বেশির ভাগ জাহান্নামের জ্বালানী হইবে। কালো দাগবিশিষ্ট গণ্ডযুগলধারীণী অর্থাৎ অতি সাধারণ এক মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐরূপ কেন হইবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইজন্য যে– তোমরা পরের দোষ বেশি গাহিয়া থাক, স্বামীর কৃতঘ্ন হইয়া থাক। সেমতে মহিলাগণ নিজেদের অলঙ্কার দান করা আরম্ভ করিল, কানের গহনা ও আংটি বেলালের কাপড়ে ফেলিতে লাগিল।"

১২৮০ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلَا اِقَامَةٍ

"আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামায পড়িয়াছি আযান ইকামত ব্যতিরেকে– এক দুই বার নয়, (বহুবার)।"

মাসআলা ঃ ঈদের নামাযের জন্য পায়ে হাটিয়া যাওয়া-আসা সুন্নত এবং যাওয়ার পথ ভিন্ন অপর পথে ফেরা সুন্নত।

www.BANGLAKITAB.com

১২৮১ (তিঃ)। হাদীস– আলী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَخْرُجَ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَاَنْ تَاْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ

"সুন্নত এই যে, ঈদের জন্য পায়ে হাটিয়া যাইবে এবং (ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে) যাওয়ার পূর্বে কিছু খাইবে।"

১২৮২ (তিঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ رَجَعَ فِىْ غَيْرِهٖ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (নামাযের জন্য) এক পথে যাইতেন অপর পথে ফিরিতেন।"

১২৮৩ (আঃ)। হাদীস– ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِىْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন (নামাযে) এক পথে গিয়াছেন, অপর পথে ফিরিয়াছেন।"

১২৮৪ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে ওমর (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا

"রসূলুল্লা ,সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে যাইতেনও পায়ে হাটিয়া, ফিরিতেনও পায়ে হাটিয়া।"

মাসআলা ঃ ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কোন রকম নফল, এমনকি ইশরাকের নফল নামাযও নিষিদ্ধ। ঈদের নামাযের পরে ঈদের নামায স্থানে নফল পড়িবে না।

১২৮৫ (ইঃ)। হাদীস– আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেন,

www.BANGLAKITAB.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّىْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নামায পড়িতেন না। নামাযান্তে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িতেন।'

মাসআলা ঃ ঈদের নামাযে দীর্ঘ কিরাতও পড়া যায়, অবশ্য তাহা মুসল্লীদের অবস্থার সামঞ্জস্যে হইতে হইবে।

১৩৮৬ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবু ওয়াকেদ লায়ছী (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

سَأَلَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمِ الْعِيْدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَقٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ

"আমাকে ওমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে কিরাত কি পড়িতেন? আমি বলিলাম, সূরা কামার (দ্বিতীয় রাকাতে) এবং সূরা কাফ (প্রথম রাকাতে) পড়িতেন।"

❖ এই সূরাদ্বয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সূরা। সাধারণত সূরা আলা এবং সূরা গাশিয়া পড়াও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

১২৮৭ (আঃ)। হাদীস– আবু মুছা আশআরী (রাযি.) ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযি.)কে সাঈদ ইবনুল আস (রাযি.) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে তাকবীর কিরূপ বলিতেন? আবু মুছা আশআরী (রাযি.) বলিলেন–

كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি করিয়া তাকবীর বলিতেন– যেরূপ হয় জানাযার নামাযে।" অর্থাৎ প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা সহ পর পর চারটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতেও পর পর চারটি তাকবীর– শেষ তাকবীরটি রুকুতে যাওয়ার।

www.BANGLAKITAB.com

এই বর্ণনা শ্রবণকারী অপর সাহাবী হুযায়ফা (রাযি.) বলিলেন, আবু মুছা আশআরী (রাযি.) ঠিক বলিয়াছেন। অতঃপর আবু মুছা আশআরী (রাযি.) বলিলেন, বসরাবাসীদের শাসনকর্তা গভর্নর থাকাকালে আমি বসরায় এইভাবে তাকবীর বলিয়াই ঈদের নামায পড়াইয়াছি। (তথায় উপস্থিত শত শত সাহাবীগণ ইহা সমর্থন করিয়াছেন।)

মাসআলা ঃ ঈদুল ফিতরে কিছু খাইয়া নামায পড়িতে যাইবে। আর ঈদুল আযহায় নামায পড়িয়া পরে খাইবে।

১২৮৮ (তিঃ)। হাদীস– বুরায়দা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّىَ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন না খাইয়া (নামাযের জন্য) বাহির হইতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন নামায না পড়িয়া খাইতেন না।"

মাসআলা ঃ ঈদের নামায ময়দানে পড়া উত্তম। কিন্তু বৃষ্টি থাকিলে অথবা কোন ওজরের উদ্ভব হইলে মসজিদে ঈদের নামায পড়িবে।

اِنَّهُ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ

১২৮৯ (আঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে– "মদীনাবাসীগণ ঈদের দিন বৃষ্টির সম্মুখীন হইল; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে লইয়া ঈদের নামায মসজিদে পড়িলেন।"

মাসআলা ঃ ঈদের দিন গোসল করা সুন্নত।

১২৯০ (ইঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করিয়া থাকিতেন।"

www.BANGLAKITAB.com

১২৯১ (ইঃ)। হাদীস– ফাকেহ ইবনে সাদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِىْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করিয়া থাকিতেন– ঈদুল ফিতরের দিন, কুরবানীর দিন ও আরাফাতের দিন। ফাকেহ (রাযি.) আপন পরিজনকে এই দিনসমূহে গোসল করার আদেশ করিতেন।"

❖ আরাফাতের দিন গোসল করা– ইহা তাঁহাদের জন্য যাঁহারা হজ্জ উপলক্ষ্যে আরাফার ময়দানে থাকেন।

১৩৯২ (আঃ)। হাদীস– বরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوِّلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ

"ঈদের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি ধনু দেওয়া হইয়াছিল– উহাতে ভর করিয়া তিনি ঘোষণা দিয়াছিলেন।"

১২৯৩ (মেঃ)। হাদীস– আতা (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلٰى عَنَزَتِهِ إِعْتِمَادًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দানকালে আপন (বল্লম আকৃতির) লাঠির উপর ভর করিতেন।"

মাসআলা ঃ ঈদের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় সূর্য স্বাভাবিক অবস্থায় লাল বর্ণ মুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইলে– যাহা সাধারণত সূর্য ছয় হাত উপরে উঠিতে হয় বলিয়া ফেকাহ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ওয়াক্ত থাকে সূর্য মধ্যাকাশে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত। অবশ্য ওয়াক্তের প্রথম দিকেই নামায পড়া উত্তম এবং ঈদুল আযহা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র পড়া উত্তম।

১২৯৪ (আঃ)। হাদীস– হযরত ইয়াজীদ ইবনে খোমায়ের (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحٰى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ

www.BANGLAKITAB.com

"কোন এক ঈদের দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে বুছর (রাযি.) লোকদের সাথে নামাযের জন্য বাড়ি হইতে আসিলেন। ইমামের বিলম্ব করাকে তিনি নাপছন্দ করিলেন ও বলিলেন, (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে) আমরা এই সময় নামায হইতে অবসর হইয়া যাইতাম। ঐ সময়টি ছিল, সকাল বেলার নফল তথা ইশরাক নামাযের সময়।"

১২৯৫ (মেঃ)। হাদীস– আমর ইবনে হাযম (রাযি.) যিনি নাজরান এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন– তাঁহাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিয়াছিলেন–

أَنْ عَجِّلِ الْأَضْحٰى وَأَخِّرِ الْفِطْرِ وَذَكِّرِ النَّاسَ

"ঈদুল আযহার নামায বেশি শীঘ্র পড়িবে এবং ঈদুল ফিতরের নামায উহা অপেক্ষা বিলম্বে পড়িবে। আর (নামায উপলক্ষ্যে) লোকদেরে উপদেশ দান করিবে।"

মাসআলা ঃ ঈদুল ফিতরের চাঁদের প্রমাণ এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন সূর্য মধ্যাকাশে পৌছার পূর্বে ঈদের নামায পড়া সম্ভব নয় অথবা ঈদের দিন এমন কোন কারণের উদ্ভব হইয়াছে যদ্দরুন ঈদের দিন ঈদের নামায আদায় করা সম্ভব হয় নাই– এইরূপ ক্ষেত্রে ঈদের পর দিন ঈদের নামায আদায় করিবে। এক দিনের অধিক বিলম্বের ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের সুযোগ থাকিবে না। ঈদুল আযহার নামাযে ঈদের দিন পরে আরও দুই দিন সুযোগ থাকে।

১২৯৬ (আঃ)। হাদীস– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّ رَكْبًا جَاؤُا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُّفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَّغْدُوْا إِلٰى مُصَلَّاهُمْ

"(মদীনার বর্হিদেশ হইতে) একটি কাফেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল– তাহারা সাক্ষ্য দিতেছিল যে, তাহারা গতকল্য (ঈদুল ফিতরের) চাঁদ দেখিয়াছে। (মদীনায় চাঁদ না দেখায়

www.BANGLAKITAB.com

মদীনাবাসীরা রোযাদার।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীদের আদেশ করিলেন রোযা ভঙ্গ করার এবং রাত পোহাইলে ভোর বেলা ঈদগাহে যাওয়ার।"

❖ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য যখন পৌছিয়াছে তখন ঈদের নামাযের সময় ছিল না বিধায় পরের দিন ঈদের নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

'ইস্তিসকা'–বৃষ্টির জন্য দোয়ার নামায

খরা বা অনাবৃষ্টির দরুণ ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-কষ্ট দেখা দিলে তখন এই নামায পড়ার বিধান রহিয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ এই নামায পড়িয়াছেন।

এই নামাযের প্রস্তুতিরূপে প্রথমে তিন দিন রোযা রাখা উত্তম এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করা চাই এবং দান-খয়রাত করা চাই। অতঃপর নিম্নমানের পরিধেয়ে নিবেদিত প্রাণে বিনম্র ও বিনয়ীরূপে আল্লাহর ভয়ে কাতর হইয়া নতশিরে পায়ে হাটিয়া ঈদগাহ বা ময়দানে সমবেত হইবে। ময়দানে ইমামের জন্য মিম্বারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রথমে ইমাম লোকদের মুখী মিম্বারে বসিয়া খরা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখিবেন। এই বক্তব্যে আল্লাহ তাআলার ছানা-ছিফাত গুণগানের বর্ণনাও থাকিবে। এই বক্তব্যের মধ্যেই আল্লাহর দরবারে বৃষ্টি ভিক্ষা চাহিয়া দোয়া আরম্ভ করিবেন। দোয়া করা অবস্থায়ই শুধু ইমাম দাঁড়াইয়া কেবলামুখী হইবেন এবং মুনাজাতের হস্তদ্বয় দীর্ঘায়িতরূপে সাধারণ মুনাজাত অপেক্ষা অধিক– মাথা পর্যন্ত উত্তোলন পূর্বক হৃদয় কাঁদাইয়া অশ্রু বহাইয়া দোয়া করিতে থাকিবেন এবং মুনাজাতে হস্তদ্বয় উল্টাইবার ও দোয়ার মাঝে ইমাম কর্তৃক গায়ের চাদর উল্টাইবার প্রসঙ্গও আছে– যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিবে। ইমামের এই মুনাজাতের সাথে লোকগণও শেষ পর্যন্ত বসা অবস্থায় সাধারণ নিয়মে মুনাজাত করিবে। অতঃপর সমবেতভাবে জামাতের সাথে ইমাম জুমার ও ঈদের নামাযের ন্যায় সশব্দে কিরাত পড়িয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবেন– ইহা ইস্তিসকার নফল নামায। ঈদের খুতবা যেরূপে নামাযের পরে হয় তদ্রূপ এই নামাযের পরে ইমাম খুতবা পাঠ করিবেন। এই খুতবার মধ্যেও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও দরূদ শরীফের সাথে ইমাম বৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রকমে দোয়া

www.BANGLAKITAB.com

করিবেন। ইমাম আবু ইউসুফের মতে উল্লিখিত বিষয় সম্বলিত শুধু একটি খুতবাই হইবে। ইমাম মুহাম্মদের মতে ঈদের নামাযের ন্যায় দুইটি খুতবা হইবে। দ্বিতীয় খুতবা জুমার এবং ঈদে যাহা পড়া হয় তাহাই পড়িবে।

১২৯৭ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَجَعَلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهٗ يَدْعُوا اللّٰهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَائَهٗ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহির হইয়া (ঈদগাহে) গেলেন। বৃষ্টির দোয়া করার জন্য সমবেত লোকদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদানপূর্বক কেবলামুখী (দাঁড়াইয়া) আল্লাহকে ডাকিতে থাকিয়া দোয়া করিলেন এবং আপন গায়ের চাদরের দিক ফিরাইলেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন।"

১২৯৮ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَسْقٰى فَاَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন; তখন শুভ ইঙ্গিত প্রকাশার্থে (মুনাজাতের মধ্যে) হস্তদ্বয়ের পিঠ আকাশের দিকে রাখিলেন (এইভাবে হস্তদ্বয় উপুড় করিয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে আবদার দেখাইলেন যে, পানির পাত্র উপুড় করার ন্যায় মেঘমালার মুখ যমীনের দিকে উপুড় করিয়া বৃষ্টি বহাইয়া দাও।)"

১২৯৯ (আঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

شَكَا النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهٗ فِي الْمُصَلّٰى فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهٖ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ

www.BANGLAKITAB.com

يَوْمِ الدِّيْنِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَأٰى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ

"একদা লোকগণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের ময়দানে মিম্বারের ব্যবস্থার আদেশ করিলেন এবং লোকদিগকে একটি দিনের কথা দিলেন– ঐ দিন লোকগণও যাইবে। সেমতে হযরতের জন্য ঈদগাহে মিম্বার স্থাপন করা হইল। আয়েশা (রাযি.) বলেন– নির্ধারিত দিনে সূর্যের কিনারা উদিত হইলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে বাহির হইলেন এবং মিম্বারে বসিয়া আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা করিলেন, তাঁহার প্রশংসা করিলেন। তৎপর বলিলেন, তোমরা তোমাদের দেশ খরা কবলিত হওয়ার অভিযোগ করিয়াছ এবং বৃষ্টির মওছুমে বৃষ্টি বিলম্বিত হওয়ার অভিযোগ করিয়াছ। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরে আদেশ করিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহাকে ডাক– তাঁহার নিকট দোয়া কর এবং তিনি ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। অতঃপর বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, তিনি অসীম দয়ালু ও অতিশয় দয়াবান। তিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই মাবুদ, তুমি মুখাপেক্ষীহীন আমরা তোমার মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, আর যাহা বর্ষণ করিবে তাহা আমাদের বল-শক্তির বস্তু বানাইয়া দিও এবং আমাদের জীবনের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌছিবার জন্য উহাকে অবলম্বন

www.BANGLAKITAB.com

বানাইয়া দিও। তারপর মুনাজাতের হস্তদ্বয় উপর দিকে উঠাইতে থাকিয়াছেন, এমনকি (গায়ে শুধু চাদর তাহাও অপেক্ষাকৃত খাট থাকায়) হযরতের বগলের ভিতরের নূরানী অংশ দেখা গিয়াছে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের প্রতি পিঠ প্রদানে (কেবলামুখী) ফিরিয়াছেন এবং গায়ের চাদরের দিক পরিবর্তন করিয়াছেন। এ সময়ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তদ্বয় উত্তোলন (পূর্বক দোয়ায় মনোনিবেশ) করিয়া আছেন। তারপর লোকদের প্রতি ফিরিয়াছেন এবং মিম্বার হইতে অবতরণ পূর্বক দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা এক খণ্ড মেঘ সৃষ্টি করিয়া দিলেন, মেঘ গর্জন করিল এবং বিদ্যুৎ চমকাইল। তারপর আল্লাহ তাআলার হুকুমে ঐ মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মসজিদে না পৌঁছিতেই পানির ঢল নামিয়া গেল। ঐ সময় বৃষ্টি হইতে আশ্রয়ের দিকে লোকদেরে দৌড়িতে দেখিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ হাসি হাসিলেন, এমনকি তাঁহার দাঁতসমূহ দেখা গেল। তখন তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি– আল্লাহ্ তাআলা সর্ব বিষয়ের ক্ষমতা রাখেন; (দেখ! এমন খরার মধ্যে কত দ্রুত বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া দিলেন!) এবং এই সাক্ষ্যও দিতেছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা (তাই সাধারণ বস্তু বৃষ্টির জন্যও আমি আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী) এবং আল্লাহর রসূল (যাহার বিকাশে আল্লাহ্ তাআলা আমার ডাকে এত দ্রুত সাড়া দিলেন।)'

১৩০০ (আঃ)। হাদীস– ওমায়ের (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُوْ يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ

"তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহজারুজ জাইত নামক স্থানে বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতে দেখিয়াছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া দোয়া করিতেছিলেন– বৃষ্টি চাহিতেছিলেন, হস্তদ্বয় স্বীয় চেহারামুখী উত্তোলনপূর্বক কিন্তু হস্তদ্বয় মাথার উপরে উঠে নাই।"

১৩০১ (ইঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন–

www.BANGLAKITAB.com

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَائَهُ فَجَعَلَ الْاَيْمَنَ عَلَى الْاَيْسَرِ وَالْاَيْسَرَ عَلَى الْاَيْمَنِ

"একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন এবং আমাদের সহ দুই রাকাত নামায পড়িলেন– ঐ নামাযে আযান-ইকামত ছিল না। তারপর আমাদের সম্মুখে খুতবা পড়িলেন এবং দোয়া করিলেন– (এবং দোয়ারত অবস্থায়) কেবলামুখী হইলেন, তখন তাঁহার হস্তদ্বয় (মুনাজাতে) উত্তোলিত ছিল। তারপর গায়ের চাদরের দিক পরিবর্তন করিলেন– ডান কাঁধের দিক বাম কাঁধে নিলেন এবং বাম কাঁধের দিক ডান কাঁধে নিলেন।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উল্লিখিত মোসলেম শরীফের প্রথম হাদীস এবং আবু দাউদ শরীফের প্রথম হাদীস দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য রাখায় এবং দোয়া করার পর নামায পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে ইবনে মাজা শরীফের হাদীস দৃষ্টে ইহা সুস্পষ্ট যে, নামায পড়ার পরে খুতবা পড়িয়াছেন এবং দোয়া করিয়াছেন, বুখারী শরীফের হাদীসেও ইহা দেখা যায়। ব্যাখ্যাকারগণ উভয় শ্রেণীর হাদীসের সমন্বয় সাধনপূর্বক বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পূর্বে বক্তব্য রাখিয়াছেন এবং দোয়া করিয়াছেন, নামাযের পরেও খুতবা পড়িয়াছেন এবং দোয়া করিয়াছেন– এক এক শ্রেণীর হাদীসে শুধু এক একটি উল্লেখ হইয়াছে, বস্তুত দোনটিই হইয়াছে (ফাতহুল মুলহিম ২–৪৪২) সেমতে বৃষ্টির জন্য দোয়া দুইবার হইয়াছে– নামাযের আগেও এবং পরেও। উভয় বারেই দোয়া কেবলামুখী করিয়াছেন এবং দাঁড়াইয়া করিয়াছেন।

❖ চাদরের দিক পরিবর্তন প্রথম বারের দোয়ার সময়ও করা যায়– যেরূপ মুসলিম ও আবু দাউদের উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় বারের দোয়ার সময়ও করা যায়- যেরূপ ইবনে মাজার ও বুখারীর হাদীসে বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উভয় আমলই করিয়াছেন। চাদরের দিক পরিবর্তন দ্বারা আল্লাহর দরবারে আবদার দেখানো উদ্দেশ্য যে, আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ভিক্ষা চাই।

www.BANGLAKITAB.com

❖ উভয় দোয়ার সময়েই মুনাজাত সাধারণ নিয়মে অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের তালু স্বীয় মুখের দিকে রাখিয়া করা হইয়াছে। হাঁ, শুভ ইঙ্গিত প্রকাশার্থে কিছু সময়ের জন্য হস্তদ্বয় মুনাজাতের মধ্যে উল্টাইয়া ধরা হইয়াছে– যেরূপ উল্লিখিত মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত আছে এবং সম্মুখে আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসেও আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত হইতেছে।

মাসআলা ঃ চাদরের দিক পরিবর্তনে– কাঁধদ্বয়ের দুই দিক, আর উপরের তথা কাঁদের দিক ও নিচের তথা ঝুলের দিক এবং শরীর স্পর্শকারী ও উহার বিপরীত দিক– এইসব দিকের যতটা সম্ভব হয় পরিবর্তন করিবে।

১৩০২ (আঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করেন,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهٗ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْسَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللّٰهَ

"একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন। (দোয়ার জন্য) যখন কেবলামুখী হইলেন তখন স্বীয় চাদরের ডান দিকস্থ প্রান্তরকে বাম কাঁধের উপর দিলেন এবং বাম দিকস্থ প্রান্তরকে ডান কাঁধের উপর দিলেন।"

১৩০৩ (আঃ)। হাদীস– হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

اِسْتَسْقٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهٗ سَوْدَاءُ فَاَرَادَ اَنْ يَّاْخُذَ اَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهٗ اَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَ قَلَبَهَا عَلٰى عَاتِقَيْهِ

"একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন। তাঁহার গায়ে ছিল একখানা কালো চাদর; তিনি ইচ্ছা করিলেন– উহার ঝুলের নিচ দিক ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিবেন। তাহা কঠিন হওয়ায় স্বীয় কাঁধদ্বয়ের উপরস্থ দুই দিক পরিবর্তন করিয়া দিলেন।

মাসআলা ঃ বৃষ্টির দোয়ার জন্য নামাযে যাইতে ঈদ ও জুমার বিপরীত নগণ্য পোশাকে যাইবে। আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে ভীত ও নত অবস্থায় যাইবে।

www.BANGLAKITAB.com

১৩০৪ (আঃ)। হাদীস– ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনার শাসনকর্তা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট পাঠাইলেন– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বৃষ্টির জন্য দোয়া করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার জন্য। ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিলেন–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى أَتَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهٖ وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِى الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ فِى الْعِيْدِ

"(বৃষ্টির দোয়ার নামাযের জন্য) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়াছেন নিম্নমানের পরিধেয়ে, বিনম্র ও কাঁদো কাঁদোরূপে– এইভাবে তিনি ঈদগাহ ময়দানে পৌছিয়াছেন। অতঃপর (জুমার নামাযে বা জনসমাবেশে যেরূপ খুতবা বা ভাষণ দেওয়া হইয়া থাকে) তোমাদের ঐরূপ খুতবা বা ভাষণ দেন নাই। হাঁ, দীর্ঘ সময় (বৃষ্টির জন্য) দোয়া করিয়াছেন, কাঁদাকাটি করিয়াছেন এবং আল্লাহর মাহাত্ম্যের বর্ণনা করিয়াছেন ও দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন– যাহা ঈদের নামাযের অনুরূপ ছিল (সময়ের দিক দিয়া, কিরাত সশব্দে পড়ার এবং নামাযের পর খুতবা দানের দিক দিয়া)।"

মাসআলা ঃ বৃষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দোয়ায় হাত গুটাইয়া মুনাজাত করিবে না, বরং হস্তদ্বয় লম্বা করিয়া দিবে।

১৩০৫ (আঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِىْ هٰكَذَا يَعْنِىْ وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُوْنَهُمَا مِمَّا يَلِى الْأَرْضَ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهٖ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বৃষ্টির জন্য দোয়া এইরূপে করিতেন– হস্তদ্বয়কে দারাজ ও লম্বা করিয়া দিয়াছেন এবং হস্তদ্বয়ের তালু যমীনের দিকে করিয়াছেন। (হস্তদ্বয় লম্বা করা এবং উপরে উঠানো) এমনভাবে হইয়াছে যে, আমি হযরতের বগলের নুরানী অংশ দেখিয়াছি। (হযরতের গায়ে চাদর কাঁধদ্বয়ের নিচে বগলের ভিতর দিয়া কাঁধের উপর ছিল।)"

www.BANGLAKITAB.com

১৩০৬ (আঃ)। হাদীস– মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম বলেন–

أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ

"প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন যে, 'আহজারে যায়ত' নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করাকালে স্বীয় হস্তদ্বয়কে দারাজ ও লম্বা করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

বৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকারের দোয়া

১৩০৭ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন– জুমার দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল, ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পড়িতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি দাঁড়াইল; (তিনি তাহাকে কথা বলার সুযোগ দিলে) সে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! (অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা, পশুপাল ইত্যাদি) ধন-সম্পদ ধ্বংসের সম্মুখীন এবং (ঘাসের অভাবে যানবাহন বিলুপ্ত প্রায়, তাই যাতায়াতের) পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহর নিকট বৃষ্টি দানের জন্য দোয়া করুন। তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুনাজাতের জন্য) হস্তদ্বয় উঠাইয়া বলিলেন–

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

"আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন! আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন!! আয় আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন!!!"

আনাস (রাযি.) বলেন– ইতিপূর্বে আকাশে কোন মেঘ বা উহার অংশ বিশেষও ছিল না। কিন্তু দোয়ার সাথে সাথে 'সালা' পর্বতের পেছন হইতে ঢাল পরিমাণ ছোট কে খণ্ড মেঘ আসিল। মদীনা শহরের মধ্যবর্তী আকাশে উহা পৌছিয়া ছড়াইয়া পড়িল, তারপর বর্ষিতে আরম্ভ করিল। কসম খোদার! এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা সূর্য দেখিলাম না।"

১৩০৮ (আঃ)। হাদীস– জাবের (রাযি.)-এর বর্ণনা–

www.BANGLAKITAB.com

اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي فَقَالَ اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مُرِيْئًا مُرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কতিপয় মহিলা (বৃষ্টির অভাবে) ক্রন্দনরত অবস্থায় উপস্থিত হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ দোয়া করিলেন– 'হে আল্লাহ! আমাদেরে এমন বৃষ্টি দান কর যাহা আমাদের সাহায্যকারী হয়, মনোপুত হয়, যমীনের উর্বরাশক্তি আনয়নকারী হয়, উপকারী হয়, ক্ষতিকারক না হয়, শীঘ্র আসে, বিলম্বিত না হয়। এই দোয়ার সংঙ্গে সঙ্গে লোকদের জন্য আকাশ মেঘমালায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।'

১৩০৯ (আঃ)। হাদীস– আমর ইবনে শোয়ায়েব নিজ পিতা হইতে, তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া এরূপে করিতেন–

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

"আয় আল্লাহ! বৃষ্টি দান কর তোমার বান্দাদেরে ও তোমার (সৃষ্ট) পশুপালকে। আর তোমার রহমত ছড়াইয়া দাও এবং তোমার (সৃষ্ট) মরা বস্তুসমূহকে জীবনীশক্তি দান কর।"

মাসআলা ঃ ইস্তিসকা বা বৃষ্টির জন্য দোয়ার নামাযে সবলগণ দুর্বলের আকৃতি ও বেশভূষায় উপস্থিত হইবে এবং প্রকৃত দুর্বলদেরেও বিশেষভাবে উপস্থিত করিবে। যথা বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধা ও মা হইতে বিচ্ছিন্ন চিৎকাররত শিশু, এমনকি ঘাসের অভাবী গরু, ছাগল পশুপালও উপস্থিত করা উত্তম (শামী ৭৯২) নিরূপায় দুর্বলদের প্রতি আল্লাহর রহমত বেশি ও শীঘ্র আসে।

১৩১০ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি–

خَرَجَ نَبِيٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَاِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوْا فَقَدِ اسْتُجِيْبَ لَكُمْ مِنْ اَجْلِ هٰذِهِ النَّمْلَةِ (دار قطنى)

www.BANGLAKITAB.com

"নবীগণের মধ্য হইতে কোন এক নবী লোকদেরে লইয়া বৃষ্টির দোয়ার জন্য (ময়দানের দিকে) বাহির হইলেন; পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটি পিপড়া তাহার (সম্মুখের) পা দুইটি আকাশ পাণে উঠাইয়া রাখিয়াছে। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট বৃষ্টি মাগিতেছে।) এতদদৃষ্টে ঐ নবী (আ.) লোকদেরে বলিলেন, তোমরা বাড়ি ফিরিয়া যাও; এই পিপড়াটির কারণে তোমাদের (মনোগত) আবেদন মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।"

❖ হাদীসে আছে– পানির মাছ আলেমদের জন্য দোয়া করিয়া থাকে। পশু-পক্ষী জীব-জন্তু ইতর প্রাণীর দোয়ায় মানুষেরও উপকার হইয়া যায়। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে– পিপাসাতুর কুকুরকে পানি পান করাইয়া এক বেশ্যা আল্লাহর দরবারে ক্ষমা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে বোবা ইতর প্রাণীকে অযথা বা নির্মম কষ্ট দেওয়ায় ভীষণ ক্ষতি হইয়া যায়। হাদীসে আছে– একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া অনাহারে মারায় এক মহিলা দোযখী হইয়াছে।

মাসআলা ঃ প্রতীক্ষিত মৌসুমের প্রথম বৃষ্টি অথবা খরার দেশ বা কালের বৃষ্টি ইচ্ছাকৃত আপন দেহে বরণ করা উত্তম।

১৩১১ (মোসঃ)। হাদীস– আনাস (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ

"আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম– ঐ সময় আমাদের উপর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ গায়ের কাপড় হটাইয়া দিলেন; তাঁহার গায়ে বৃষ্টি পড়িল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ কেন করিলেন? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই পানি সদ্য উহার প্রভুর তরফ হইতে (তাঁহার কুদরতের ছোঁয়ায় ধন্য হইয়া) আসিয়াছে।"

ঝড়-তুফান ও মেঘাচ্ছন্নতায় কি করিবে?

১৩১২ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

www.BANGLAKITAB.com

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيْحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرَّبِهٖ وَذَهَبَ عَنْهُ ذٰلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَاَلْتُهٗ فَقَالَ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ عَذَابًا سُلِّطَ عَلٰى اُمَّتِىْ وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ رَحْمَةٌ

'প্রবল বাতাসের দিন এবং মেঘ-বাদলের দিন হইলে উহার দরুন ভাবনা-চিন্তার লক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় দেখা যাইত এবং (বিচলিত ও অস্থির হইয়া পড়িতেন– বাহিরের দিকে) অগ্রসর হইতে, আবার (ঘরের দিকে) পেছনে হটিতেন। তারপর বৃষ্টি বর্ষিলে আনন্দিত হইতেন, অস্থিরতা দূর হইত। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি ভয় করি, আমার উম্মতের উপর কোন আযাব চাপাইয়া দেওয়া হয় না-কি। বৃষ্টি বর্ষণ দেখার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর রহমত আসিয়াছে।"

১৩১৩ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রবল বেগের বাতাস বহিলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

"আয় আল্লাহ! আমি এই বাতাসের উত্তম ক্রিয়া কামনা করি, ইহার মধ্যে যে উপকার আছে তাহা কামনা করি এবং যে উদ্দেশ্যে ইহাকে পাঠানো হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যের ভাল পরিণাম আমি কামনা করি। আমি আশ্রয় চাই এই বাতাসের খারাপ ক্রিয়া হইতে, ইহার মধ্যে যে অপকার আছে উহা হইতে এবং যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রেরিত উহার খারাপ পরিণাম হইতে।"

আয়েশা (রাযি.) আরও বর্ণনা করিয়াছেন–

وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهٗ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ فَسَاَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهٗ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

www.BANGLAKITAB.com

"যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত তখন হযরতের চেহারার রং পরিবর্তিত (চিন্তাযুক্ত মলিন) হইয়া যাইত এবং তিনি (অস্থির হইয়া পড়িতেন– তিনি ঘরের) বাহিরে যাইতেন, ঘরে আসিতেন– অগ্রসর হইতেন, পেছনে হটিতেন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তাঁহার সেই অবস্থা দূরীভূত হইত। আয়েশা (রাযি.) হযরতের এই অবস্থা অনুভব করিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা! হইতে পারে এই মেঘমালা ঐরূপই হয় যাহা সম্পর্কে 'আদ' জাতির উক্তি পবিত্র কুরআনে সূরা আহকাফ ২৪ আয়াতে রহিয়াছে, অর্থ)–

"(আদ জাতি দীর্ঘ দিন অনাবৃষ্টির পর) এক মেঘখণ্ডকে তাহাদের বস্তির দিকে আসিতে দেখিয়া আনন্দে বলিতে লাগিল, এই তো মেঘ আসিয়াছে– আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।"

❖ তাহাদের আনন্দ খণ্ডনে তখনই আল্লাহ তাআলার ঘোষণা কার্যত বিঘোষিত হইয়াছিল, যাহার বিবরণ কুরআনে এই–

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ
بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِيْنَ وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا
وَّاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ
اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

"(হে স্বৈরাচারীর দল! ইহা বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ নহে) বরং ইহা ঐ বস্তু যাহা তোমরা (বিদ্রূপ করিয়া) শীঘ্র চাহিয়াছ অর্থাৎ আল্লাহর আযাব। ইহা প্রলয়ঙ্করী ঝড়, যাহার মধ্যে রহিয়াছে বিধ্বংসী আযাব। এই ঝড় বিধ্বস্ত করিয়া দিবে সবকিছুকে, উহার প্রভুর আদেশ মতে। (ঝড় আসিল) ফলে আদ জাতির একমাত্র বসত ভূমি ব্যতীত তাহাদের আর কোন চিহ্নও দৃষ্টিগোচরে থাকিল না। অপরাধপরায়ণদেরকে আমি এইরূপ প্রতিফলই ভোগাইয়া থাকি। (অতঃপর আল্লাহ তাআলা কুরআনী যুগের অপরাধীদের বলেন–)

www.BANGLAKITAB.com

আদ জাতিকে আমি তোমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি বল-শক্তি দিয়াছিলাম এবং তাহাদেরে শুনিবার, দেখিবার ক্ষমতা (ও কলা-কৌশল) প্রচুর দিয়াছিলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানেও প্রচুর দিয়াছিরাম। (আমার আযাব যখন তাহাদেরে আঘাত করার প্রস্তুতি নিল তখন) তাহাদের শুনার ও দেখার ক্ষমতা (ও কৌশল– রাডার ও ওয়্যারলেস ইত্যাদি) কোন উপকারই তাহাদের করিল না; যেহেতু তাহারা আল্লাহর আয়াত তথা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও উহার প্রমাণাদি অস্বীকার করিয়া থাকিত। (তাহাদের সব কলা-কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল) এবং যেই আযাবের সংবাদ লইয়া তাহারা উপহাস করিত, সেই আযাব তাহাদেরে পরিবেষ্টি করিয়া নিল।" (২৬ পারা ৩ রুকূ)

❖ উক্ত মেঘখণ্ডের আগমনে আদ জাতির উপর যে ভয়াবহ আযাব প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের আকারে আসিয়াছিল উহার বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কালাম পবিত্র কুরআনে এই–

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ

"অনন্তর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হইয়াছে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের দ্বারা যাহার গতিবেগ (ব্যবস্থাপক ফেরেশতাগণের) আয়ত্তের উর্ধ্বে (সরাসরি সৃষ্টিকর্তার আদেশে পরিচালিত) ছিল। ঐ ঝড় আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন সাত রাত্র আট দিন– বিরতিহীনরূপে। ফলে ঝড় কবলিত আদ জাতির মরা দেহগুলি দর্শকের দৃষ্টিতে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষ কাণ্ডের ন্যায় ছিল। দর্শকের সম্মুখে তাহাদের কোন একটি প্রাণীও কি অবশিষ্ট ছিল?" (২৯ পারা ৫ রুকূ)

১৩১৪ (তিঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন–

لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا

"(ঝড় আসিলে) তোমরা বাতাসকে মন্দ বলিও না। ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দেখিলে তখন এই দোয়াটি পড়িও–"

www.BANGLAKITAB.com

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهٖ

"আয় আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এই বাতাসের ভাল প্রতিক্রিয়া চাই, ইহার মধ্যে যে উপকার আছে তাহা চাই, যেই ক্রিয়ার আদিষ্ট সে হইয়াছে উহার ভাল পরিণাম চাই। আর তোমার আশ্রয় চাই এই বাতাসের মন্দ প্রতিক্রিয়া হইতে, ইহার মধ্যে যে অপকার আছে উহা হইতে এবং যেই ক্রিয়ায় আদেশ ইহাকে করা হইয়াছে উহার খারাপ পরিণাম হইতে।"

১৩১৫ (তিঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কোন ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ করিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন–

لَا تَلْعَنِ الرِّيْحَ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

"বাতাসকে অভিশাপ দিও না; সে তো আল্লাহর আদেশে চলে। আর ইহা অবধারিত– যে ব্যক্তি এমন বস্তুকে অভিশাপ দেয় যেই বস্তু অভিশাপের পাত্র হয় না সেই অভিশাপ অভিশাপদাতার উপর পতিত হইবে।" (২–৯৯)

১৩১৬ (তিঃ)। হাদীস– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনিলে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

"আয় আল্লাহ! তোমার গযব দ্বারা আমাদেরে মারিয়া ফেলিও না এবং তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরে ধ্বংস করিও না। ঐরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই আমাদেরে নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিও।" (২–১৮৩)

১৩১৭ (মেঃ)। হাদীস– আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি–

www.BANGLAKITAB.com

اَلرِّيْحُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوْهَا وَاَسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوْذُوْا بِهٖ مِنْ شَرِّهَا

"বাতাস আল্লাহর তরফ হইতে বাহকরূপে আসে– কোন সময় রহমত বহন করিয়া আনে, কোন সময় আযাব বহন করিয়া আনে। অতএব বাতাসকে মন্দ বলিও না। উহার উপকার কামনা কর, অমঙ্গল হইতে (আল্লাহর) আশ্রয় চাও।"

১৩১৮ (মেঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন–

مَا هَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ اِلَّا جَثَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ

"যখনই ঝড় তথা বাতাস বেশি বেগে চলিত তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতজানু হইয়া এই দোয়া পড়িতেন–"

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

"আয় আল্লাহ! এই বাতাসকে তুমি রহমত বানাইয়া দাও, আযাব বানাইও না। আয় আল্লাহ! এই বাতাসকে উপকারী বানাও, ধ্বংসকারী বানাইও না।"

❖ 'রীহ' একবচন, উহারই বহুবচন 'রিয়াহ'; অতএব উভয়ের অর্থ একই তথা বাতাস। কিন্তু পবিত্র কুরআনের ভাষায় উক্ত দুইটি শব্দ দুই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রাযি.) উল্লিখিত হাদীস বর্ণনার সাথে বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইয়াছেন– 'রীহ' শব্দ ঐরূপ ঘটনায় ব্যবহৃত হইয়াছে যেই ক্ষেত্রে বাতাস আযাব বহনকারী অশুভ ছিল। পক্ষান্তরে 'রিয়াহ' শব্দ উপকারী বাতাস ও রহমতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩১৯ (মেঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَبْصَرَ نَاشِئًا مِّنَ السَّمَاءِ تَعْنِيْ السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهٗ وَاسْتَقْبَلَهٗ وَقَالَ

www.BANGLAKITAB.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশে পুঞ্জিভূত মেঘ দেখিলে হাতের কাজ ছাড়িয়া উহার প্রতি নিবিষ্ট হইতেন এবং এই দোয়া পড়িতেন–"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

"আয় আল্লাহ! এই মেঘপুঞ্জের সংশ্লিষ্টে যত রকম অপকার আছে সব হইতে তোমার আশ্রয় চাই।"

অতঃপর যদি আল্লাহ তাআলা ঐ মেঘপুঞ্জকে দূরীভূত করিয়া দিতেন তবে আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করিতেন। আর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে এই দোয়া পড়িতেন–

اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَّافِعًا

"আয় আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি দান কর।"

১৩২০ (মেঃ)। হাদীস– (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাযি.) বজ্রের গর্জন শুনিলে অন্য কথাবার্তা ছাড়িয়া এইরূপ বলিতেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ

"পাক-পবিত্র মহান ঐ খোদা যাঁহার ভয়ে মেঘের বজ্র এবং ফেরেশতাগণও তাঁহার প্রশংসাময় তাসবীহ পড়িয়া থাকে।"

সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামায

এই বিষয়ে অনেক হাদীস বুখারী শরীফে অনূদিত হইয়াছে– যাহা মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য কিতাবেও রহিয়াছে। কতিপয় হাদীস যাহা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয় নাই, উহা এস্থলে অনূদিত হইবে।

১৩২১ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবু বকর তনয়া আছমা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَزِعَ فَاَخْطَاَ بِدِرْعٍ حَتّٰى اُدْرِكَ بِرِدَائِهٖ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَضَيْتُ حَاجَتِىْ ثُمَّ

www.BANGLAKITAB.com

جِئْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيْدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضَّعِيْفَةِ فَأَقُولُ هٰذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي فَأَقُومُ فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে একবার সূর্য গ্রহণ হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে অত্যন্ত বিচলিত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, এমনকি তিনি (নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া কালে) গায়ে দেওয়ার চাদরের স্থলে ভুল করিয়া স্ত্রীর জামা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পরে আমি তাঁহাকে তাঁহার চাদর পৌছাইলাম। তারপর আমি আমার কাজ সারিয়া মসজিদে আসিলাম, দেখিলাম- রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার জামাতে আমিও শামিল হইলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ অপেক্ষা দীর্ঘ সময় (কিরাত পড়ায়) দাঁড়ানো থাকিলেন। এমনকি আমি (অপারগ হইয়া) বসিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলাম কিন্তু অতি দুর্বল এক মহিলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাবিলাম, সে তো আমার অপেক্ষা অধিক দুর্বল, তাই আমি (বসিলাম না-) দাঁড়াইয়া থাকিলাম। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু করিলেন; অতি দীর্ঘ রুকু করিলেন। তারপর রুকু হইতে মাথা উঠাইয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন- এমনকি নবাগত লোক ভাবিবে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও রুকু করেন নাই।"

সূর্য গ্রহণের নামাযের রুকুর সংখ্যা

১৩২২ (মোসঃ)। হাদীস- আয়েশা (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে-

إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূর্য গ্রহণ) নামাযে দুই রাকাতে ছয় রুকু এবং চার সিজদা করিয়াছিলেন।"

❖ আয়েশা (রাযি.) কর্তৃক এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণও আয়েশা (রাযি.) হইতেই মুসলিম শরীফের অপর রেওয়ায়েতে রহিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

মুসলিম শরীফেই জাবের (রাযি.) হইতেও দুই রাকাতে ছয় রুকুর বর্ণনা হাদীসে রহিয়াছে।

১৩২৩ (মোসঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা–

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى فِىْ كُسُوْفٍ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ وَالْاُخْرٰى مِثْلُهَا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণে নামায পড়িয়াছেন– (দাঁড়াইয়া) কিরাত পড়িয়াছেন, তারপর রুকুতে গিয়াছেন। (রুকু হইতে উঠিয়া) তারপরও কিরাত পড়িয়াছেন, অতঃপরও রুকুতে গিয়াছেন। (ঐ রুকু হইতে উঠিয়া) আবার কিরাত পড়িয়াছেন, অতঃপর রুকুতে গিয়াছেন। (ঐ রুকু হইতে উঠিয়াও) আবার কিরাত পড়িয়াছেন, অতঃপর রুকুতে গিয়াছেন। (এই রুকু হইতে উঠিয়া) তারপর সিজদায় গিয়াছেন। দ্বিতীয় রাকাতও এই নিয়মেই পড়িয়াছেন।"

১৩২৪ (আঃ)। হাদীস– উবাই ইবনে কাআব (রাযি.)-এর বর্ণনা–

اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَرَاَ سُوْرَةً مِّنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَاَ سُوْرَةً مِنَ الطُّوْلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ حَتَّى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সূর্য গ্রহণ হইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন লোকদেরকে লইয়া নামায পড়িয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ সূরাসমূহ হইতে সূরা পড়িয়াছেন, অতঃপর পাঁচটি রুকু করিয়াছেন এবং দুইটি সিজদা করিয়াছেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়াইয়াছেন এবং সুদীর্ঘ সূরাসমূহের সূরা পড়িয়াছেন, পাঁচটি রুকু করিয়াছেন ও দুইটি সিজদা করিয়াছেন। তারপর নিজ অবস্থায়ই কেবলামুখী বসিয়া দোয়া করিয়াছেন– গ্রহণ অপসারিত হওয়া পর্যন্ত।"

www.BANGLAKITAB.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বুখারী শরীফে সূর্যগ্রহণ পরিচ্ছেদে অনূদিত হাদীসসমূহ পাঠ করিলে এই সত্য প্রমাণিত পাইবেন যে, এই নামাযে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার মহা কুদরতের অসংখ্য দৃশ্য চাক্ষুস অবলোকন করিয়াছিলেন। বিশেষত বেহেশত দোযখ সহ আখেরাতের অসাধারণ ও অদেখা অনেক জিনিসের দৃশ্য তিনি দেখিয়াছিলেন, যাহা পূর্বে এইরূপ গভীর ক্রিয়া সৃষ্টিকারীরূপে দেখেন নাই। একাধিক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সত্যকে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। এইসব অসাধারণ ও অদেশা দৃশ্যাবলীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় এই নামাযের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনিয়মিত বিভিন্ন কার্যাবলী প্রকাশ পাইয়াছে, যাহার কোন কোনটার বিবরণ বুখারী শরীফে অনূদিত আছে। এক রাকাত নামাযে একাধিক রুকু করা উক্ত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার অধীনেই ছিল। ২, ৩, ৪, ৫ রুকু পর্যন্ত এক এক রাকাতের জন্য হাদীসেস উল্লেখ আছে। সূর্য গ্রহণের বিভিন্ন ঘটনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন রকম করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন মুহাদ্দিস মন্তব্য করিয়াছেন। অনেকে এই ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নও উত্থাপন করিয়াছেন যে, সূর্য গ্রহণ নামাযের ঘটনা মদীনা শরীফের। মদীনা শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বৎসর ছিলেন, দশ বৎসরে চার বার সূর্যগ্রহণ অস্বাভাবিক মনে হয়।

তবে সূর্যগ্রহণ নামাযের যেরূপ বিভিন্ন বর্ণনা অন্তত বুখারী-মুসলিমে পাওয়া যায় উহা দৃষ্টেও ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, ঘটনা একাধিক বার ঘটিয়াছিল।

তৎসঙ্গে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর একটি সম্ভাবনীয় কথাও বোধগম্যই বটে যে– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ নামাযে রুকু করিয়াছিলেন সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে অতি অতি দীর্ঘ। এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ রুকুর মধ্যে পেছনের কোন কোন লোক সূত্র বিশেষে ভ্রমে পড়িয়াছিল। যথা হয়তো মধ্যবর্তী কোন মুক্তাদী হযরতের ক্রিয়া-কর্ম দেখার জন্য মাথা উঠাইয়া যখন দেখিয়াছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনও রুকুতেই আছেন তখন সে পুনঃ রুকুতে গিয়াছে এবং এই অবস্থায় তাহার পেছনের কেহ কেহ তাহার পুনঃ রুকুতে যাওয়া অবলোকন পূর্বক উহাকে নতুন রুকু গণ্য করিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

সারকথা কিছু তো ঘটনার বিভিন্নতা, আর কিছু ভ্রমের কারণে হযরতের কার্যবিধির বর্ণনায় বিভিন্নতা আসিয়াছে কিন্তু আমাদের আমলের জন্য হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট কথা রাখিয়া গিয়াছেন।

একাধিক রুকুসহ নামাযের সাধারণ নিয়মের উর্ধ্বে যেসব কার্যাবলী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাযে করিয়াছিলেন উহা যেসব দৃশ্যাবলী দর্শনের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় ছিল সেই সব দৃশ্যাবলী অকাট্যরূপে দেখা একমাত্র রসূলের জন্যই সম্ভব। সাধারণ লোকেরা ঐসব দৃশ্যাবলী দেখিবেও না, সুতরাং তাহাদের জন্য ঐসব নিয়ম বহির্ভূত কার্য প্রযোজ্যও হইবে না। বরং তাহারা নামাযের সাধারণ নিয়মেই ফজরের নামাযের ন্যায় দুই রাকাত নামায সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে পড়িবে। এই সত্যকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামাযান্তে নিজ ভাষণে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন– নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্রষ্টব্য। ইহাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত ও মাযহাব।

১৩২৫ (আঃ)। হাদীস– কবিছাতুল হেলালী (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتِ النُّجُوْمُ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একদা সূর্যগ্রহণ হইল। (গ্রহণের দরুন সূর্যের আলো ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল) এমনকি তখন নক্ষত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত ও শঙ্কিত অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; তাঁহার গায়ের চাদরখানা (অগোছালোরূপে মাটির উপর) টানিয়া নিতেছিলেন। ঐ দিন আমি মদীনায় হযরতের সঙ্গে ছিলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়িলেন– যাহাতে (কিরাত পড়ায়) অতি দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন। যখন নামায সমাপ্ত করিলেন– তখন সূর্য গ্রহণমুক্ত হইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইসব কুদরতের নিদর্শন দ্বারা মহান আল্লাহ বান্দাদেরে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক সতর্ক করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর নিদর্শন দেখিলে অদ্যকার সদ্য আদায়কৃত ফরয নামাযের আকারে নামায পড়িবে।"

১৩২৬ (নাঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.) হইতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূর্যগ্রহণের নামাযান্তে) বলিয়াছেন–

إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوْا كَأَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا

"সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হইলে তোমরা নামায পড়িও সদ্য আদায়কৃত নামাযের আকারে।"

❖ আবু দাউদ শরীফের এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূর্যগ্রহণে নামাযের সময় এইরূপ বর্ণিত আছে–

اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثة فى عين الناظر من الافق اسودت

"সূর্য যখন দুই বা তিন নেযা পরিমাণ (তথা ৬ বা ৯ হাত) আকাশের কিনারা হইতে উপরে উঠিল তখন সূর্য কাল হইয়া গেল।"

নাসায়ীর হাদীসে আছে, "ضحوة –চাশতের নামাযের সময়।" সেমতে ঐ সূর্যগ্রহণ সকাল বেলায় হইয়াছিল, তখন সদ্য আদায়কৃত ফরয নামায ফজরই ছিল। অতএব সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের নামায ফজর নামাযের আকারেই হইবে, অবশ্য অধিক দীর্ঘ হইবে।

মাসআলা ঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকালে গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত সময়টা নামায ও দোয়ায় কাটিতে হইবে। দুই রাকাত নামাযকেই দীর্ঘায়িত করিয়া পূর্ণ সময়টি কাটানো যায়। দুই দুই রাকাতরূপে অথবা এক সালামে চার রাকাতরূপে গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত অধিক নামাযও পড়া যায়। (শামী ১–৭৮৮)

১৩২৭ (আঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.)-এর বর্ণনা–

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتْ

www.BANGLAKITAB.com

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একবার সূর্য গ্রহণ হইল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুই রাকাতরূপে নামায পড়িয়াছিলে এবং সূর্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এইভাবে সূর্য গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়িলেন।"

১৩২৮ (নাঃ)। হাদীস– নুমান ইবনে বশীর (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণকালে নামায পড়িয়াছেন– আমাদের নামাযের সাধারণ নিয়ম আকারেই রুকু-সিজদা করিয়াছেন।"

১৩২৯ (নাঃ)। হাদীস– কাবিছাতুল হেলালী (রাযি.)-এর বর্ণনা–

إِنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِىْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا تَجَلّٰى لِشَيْءٍ يَخْشَعُ لَهُ فَاَيُّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِيَ اَوْ يُحْدِثَ اللّٰهُ اَمْرًا

"একবার সূর্য গ্রহণ হইল; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দুই রাকাতরূপে নামায পড়িলেন– সূর্য গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সূর্য ও চন্দ্র কাহারও মৃত্যুর কারণে গ্রহণযুক্ত হয় না। হাঁ, ঐ দুইটি আল্লাহর সৃষ্টি-নিচয়ের দুইটি সৃষ্টি। আর মহান আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যখন যেরূপ ইচ্ছা পরিবর্তন আনয়ন করেন। মহামহিম আল্লাহর কুদরতের প্রতাপ যে কোন বস্তুর উপর পড়িলে উহা আল্লাহর প্রভাবের সম্মুখে অবনত হইয়া যায়। সেমতে চন্দ্র-সূর্যের যে কোনটির গ্রহণ সংঘটিত হইলে তোমরা নামায পড়িবে– যাবৎ না উহা গ্রহণমুক্ত হয় বা আল্লাহ তাআলা (মহা প্রলয়ের ন্যায়) নতুন কোন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেন।"

www.BANGLAKITAB.com

মাসআলা ঃ সূর্য গ্রহণের নামায মসজিদে জামাতের সহিত অনুষ্ঠিত করার জন্য লোকদিগকে ডাকিবার ব্যবস্থা করা সুন্নত।

১৩৩০ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلٰوةِ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوْا وَتَقَدَّمَ وَكَبَّرَ وَصَلّٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একদা সূর্য গ্রহণ হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিলেন– সে সর্বত্র আহ্বান জানাইবে, 'নামাযের জামাতে আসুন!' সেমতে লোকজন একত্রিত হইল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হইলেন এবং তাকবীরে তাহরীমা বলিয়া দুই রাকাত নামায চার রুকু ও চার সিজদায় পড়িলেন।"

মাসআলা ঃ সূর্যগ্রহণ নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাত পড়িবে।

১৩৩১ (মোসঃ)। হাদীস– আয়েশা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِيْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণ নামাযে কিরাত সশব্দে পড়িয়াছেন।"

মাসআলা ঃ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামাযে কিয়াম– দাঁড়ানো, রুকু, কওমা– রুকু হইতে দাঁড়ানো, সিজদা, জলসা– উভয় সিজদার মধ্যের বৈঠক এবং কাদাহ– সালামের বৈঠক এইসব অঙ্গকে দীর্ঘায়িত করা উত্তম। রুকু-সিজদায় উহার তাসবীহ অনেক অনেক বেশি পড়িবে, উহা ছাড়া আল্লাহ তাআলার অন্যান্য যিকির করিবে, মন ভরিয়া দোয়া করিবে, দুনিয়া-আখেরাতের ও কবরের দুঃখ-যাতনা হইতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাহিবে। কওমা ও জলসায়ও তদ্রূপই নানা রকম তাসবীহ, যিকির এবং দোয়া করিবে। দাঁড়ানো ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সূরা বা আয়াত পড়িবে না। হাঁ, যেসব আয়াতে দোয়ার বিষয়বস্তু আছে উহা দোয়ারূপে পড়া যাইবে। কিয়াম তথা

www.BANGLAKITAB.com

দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন শরীফের দীর্ঘ সূরা বা অনেক সূরা তেলাওয়াত করিয়া নামায দীর্ঘায়িত করিবে অথবা সাধারণ পরিমাণ কিরাত পড়িয়া আগে-পরে বিভিন্ন রকম তাসবীহ, তাকবীর, যিকির বা দোয়া করিয়াও নামায দীর্ঘায়িত করিতে পারে। এমনকি মুনাজাতরূপে হাত উঠাইয়াও দোয়া করিতে পারে। ইহা যেহেতু নফল নামায, সুতরাং এই নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানো অবস্থায়ও দীর্ঘ দোয়া করায় দোষ নাই। অবশ্য দোয়া আরবী ভাষায় হওয়া উত্তম। (ফতওয়ায়ে শামী ১-৪৮৬)

১৩৩২ (মোসঃ)। হাদীস– হযরত আবদুর রহমান ইবনে ছামুরা (রাযি.) বর্ণনা করিয়াছেন–

كُنْتُ أَرْمِيْ بِأَسْهُمٍ لِيْ بِالْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلٰوةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে একদা আমি মদীনা এলাকায় (শিকারের জন্য) তীর ছুঁড়িয়া বেড়াইতে ছিলাম হঠাৎ সূর্যগ্রহণ হইল। আমি তীরগুলি এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলাম এবং পণ করিলাম– খোদার কসম! আমি দেখিব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সূর্য গ্রহণের কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে। আমি হযরতের নিকট আসিলাম, তখন তিনি নামাযে দাঁড়ান আছেন এবং নিজ হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্বক তাসবীহ পড়িতেছেন, 'আলহামদু লিল্লাহ' জপিতেছেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িতেছেন, 'আল্লাহু আকবার' বলিতেছেন এবং দোয়া করিতেছেন– (দীর্ঘ সময় এই সবের মধ্যে মগ্ন রহিয়াছেন) সূর্যের গ্রহণ ছাড়ার পূর্ব পর্যন্ত। যখন সূর্যের গ্রহণ ছুটা আরম্ভ হইয়াছে তখন দুই ছুরায় দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন।"

জরুরি বিষয় ঃ কয়েকটি হাদীসেই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে যে, সূর্য গ্রহণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কিত, বিচলিত ও অস্থির

www.BANGLAKITAB.com

ছিলেন। যথা 'সূর্যগ্রহণ হইল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত হইয়া পড়িলেন– তিনি যেন আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এখনই কিয়ামত বা মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া যাইবে।' (বুখারী শরীফ)

'সূর্যগ্রহণ হইল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, এমনকি তিনি নামাযের জন্য মসজিদে যাইতে নিজের চাদর স্থলে স্ত্রীর জামা লইয়া ছুটিলেন।' (মুসলিম শরীফ)

'সূর্যগ্রহণ হইল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শঙ্কিত ও বিচলিত অবস্থায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদের দিকে ছুটিলেন; তিনি এতই ব্যতিব্যস্ত ও অস্থির ছিলেন যে, গায়ের চাদরখানা (অন্যে আনিয়া দিয়াছিলেন– উহাকে) গোছাইয়া গায়ে দেওয়ার মত স্থিরতা তাঁহার ছিল না; তিনি চাদরকে মাটিতে হেঁচড়াইয়া যাইতেছিলেন।' (আবু দাউদ শরীফ)

এইসব হাদীস দৃষ্টে ইহা নিতান্তই স্পষ্ট যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয়-ভীতির এবং কিয়ামতের ভয়-ভীতির রেখাপাত হওয়া চাই, আনন্দ-উল্লাসের ভূমিকা মোটেই থাকা চাই না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ আবিষ্কৃত ছিল না বিধায় তিনি নানা রকম কাল্পনিক ভাবনা-চিন্তায় শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান উহার কারণ উদঘাটিত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং সেই কারণ নিতান্তই স্বাভাবিক– উহাতে ভাবনা-চিন্তার বা আশঙ্কা বোধের কোনই হেতু নাই এবং এই কারণ যে নিতান্তই বাস্তব তাহারও প্রমাণণ অতি উজ্জ্বল যে, উহার উপর ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের দিন-তারিখ ও সময় বহু পূর্ব হইতে, এমনকি এক বৎসর পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং তাহা সত্যও হয়। সুতরাং বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে; ইহাতে মানুষের মধ্যে শঙ্কা বা বিচলতা কেন সৃষ্টি হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে জন্য তিনটি সত্যকে সত্যরূপে গ্রহণ করাই যথেষ্ট– যাহা প্রায়শঃ সম্মুখে আসে।

১. অনেক কার্যকারণ এইরূপ হয় যে, উহার প্রতিক্রিয়া ক্ষুদ্র ও সামান্য হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু উহার দ্বারা বিরাট অঘটন ঘটিয়া বসে। যথা পায়ে

www.BANGLAKITAB.com

ছোট কোন লোহা বিঁধিল; উহা দ্বারা স্বভাবত সামান্য ব্যথা হইতে পারে কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উহার দ্বারা সেপটিক হইয়া সম্পূর্ণ অঙ্গ বিনষ্ট হয়, মানুষ মারাও যায়। তদ্রূপ কোন অঙ্গে সামান্য কাটিয়া গেল বা আঘাত লাগিল; উহার দ্বারা স্বভাবত সামান্য ব্যথা হইবে, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে উহার দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মানুষ মারা যায়। এইসব ক্ষেত্রে জ্ঞানী মানুষ দৌড়াইয়া ডাক্তারখানায় যায়; ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, এন্টিসেপটিক ঔষধ ব্যবহার করে, ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক এ, টি, সি ইনজেকশন লয়। জাগতিক জ্ঞানীরা আপন জীবনে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় ভীত হইয়া ঐরূপ করে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য গ্রহণের দ্বারা সারা বিশ্বের বিপর্যয় আশঙ্কা করিয়া মসজিদ পানে দৌড়িয়াছেন, মহান আল্লাহর শরণাপন্ন হইয়াছেন। চন্দ্র-সূর্যের সঙ্গে সারা বিশ্বের সম্পর্ক; উহার মধ্যে সামান্য কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার বা সামান্য আঘাত লাগার দ্বারা সারা বিশ্বে সেপটিক বা ধনুষ্টঙ্কার সৃষ্টি হইতে পারে। বিশ্বের বিপর্যয় আশঙ্কায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচলিত হইয়া প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উম্মতের জন্যও সেই আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বিশ্বের বিপর্যয় ঠেকাইতে কোন ঔষধ নাই, কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নাই; একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তাই সরাসরি উহা ঠেকাইতে পারেন, তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার অবলম্বনই দোয়া-কালাম ও নামায।

২. অনেক সময় স্বাভাবিক কার্যকারণের দ্বারা কোন সাধারণ অবস্থার উদ্ভব হয় কিন্তু ঐ সাধারণ অবস্থাটিই ক্ষেত্রবিশেষে অতি বড় ভয়ঙ্কর মহাবিপর্যয়ের সূচনাও হয়। সুতরাং অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব ক্ষেত্রে উহাকে সাধারণ ও উহার কার্যকারণকে স্বাভাবিক ভাবিয়া অচেতন অসতর্ক বসিয়া থাকা মোটেই জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। বরং ঐ ভয়ঙ্কর মহাবিপর্যয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হইলেও উহার লক্ষ্যে ব্যস্ততার সহিত উহা হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করাই জ্ঞানের পরিচয়। যথা অজীর্ণের কারণে দাস্ত-বমি হয়; যদিও দাস্ত-বমি একটি সাধারণ ব্যাধি যাহা অজীর্ণের ন্যায় নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে হয় কিন্তু যেহেতু দাস্ত-বমি কলেরার সূচনাও হয়, তাই দাস্ত-বমির ক্ষেত্রে অজীর্ণের কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকা জ্ঞানের পরিচয় নহে। বরং কলেরার কথা স্মরণ পূর্বক ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া এবং ঔষধ সেবন করাই জ্ঞানের পরিচয়।

www.BANGLAKITAB.com

তদ্রূপ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ যদিও স্বাভাবিক সাধারণ কারণে সংঘটিত হয় কিন্তু সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ ক্ষীণ হইয়া যাওয়া ইহা কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের সূচনাও বটে– যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে। সুতরাং সাধারণ মানুষ দাস্ত-বমি দেখিয়া কলেরার ভয়ে যেভাবে ডাক্তারের দিকে ছুটে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদপেক্ষা লক্ষ গুণ বেশি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছুটিয়াছেন আল্লাহ পাণে– সূর্যগ্রহণ দেখিয়া কিয়ামতের ভয়ে। কারণ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ই আখেরাতের তথা হিসাব-নিকাশ, হাশর ময়দান, পুলসিরাত এবং বেহেশত-দোযখ ইত্যাদির প্রথম ধাপ।

৩. অনেক সময় নিতান্ত সাধারণ আতঙ্কের ও ভয়-ভীতির বস্তুর আকার-আকৃতিতে ভয়ঙ্কর ও বিপদসঙ্কুল বস্তুর আগমন হইয়া পড়ে; জ্ঞানী মানুষ সেইরূপ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে শঙ্কামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই বিচলিত থাকে এবং নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা নজরে রাখে। যথা মুসাফিরের আকৃতিতে অনেক সময় ডাকাত আসিয়া পড়ে, তাই রাত্রি বেলায় অপরিচিত মুসাফিরের আগমন হইলে সচেতন গৃহস্বামী অবশ্যই বিচলিত হইবে, বিশেষত যেই গৃহস্বামী নিজ পড়শীর বাড়িতে মুসাফিরের আকৃতিতে ডাকাতের আগমন অবগত আছে সে তো তাহার বাড়ির প্রতি মুসাফির দল দেখিলেই আতঙ্কিত হইয়া চিৎকার আরম্ভ করিবে।

পূর্ববর্তী উম্মত আদ জাতির উপর বিধ্বংসী আযাব সমাগত মেঘমালার আকৃতিতে আসিয়াছিল– যাহার বিবরণ পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে; যেই কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঘপুঞ্জ দেখিলে আতঙ্কগ্রস্ত বিচলিত হইয়া পড়িতেন (১৩১২ ও ১৩১৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ সাধারণ কার্যকারণ সূত্রে হইলেও মেঘমালা অপেক্ষা বেশি সাধারণ তো নহে। উহা যে কোন আযাব বহন করিয়া আনে তাহা কে বলিতে পারে? কুরআনের বর্ণনা– আদ জাতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্যকারী ব্যক্তি তো সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় অস্বাভাবিক ঘটনা দেখিলে অপেক্ষাকৃত অধিক আতঙ্কগ্রস্ত হইবে এবং অধিক চিৎকার করিবে।

এইসব আলোচনার উর্ধ্বে আরও একটি সত্য আছে যাহা মূল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বটে।

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়া কার্যকারণের ক্ষেত্র– এখানে সবকিছুই বস্তুত আল্লাহ তাআলার কুদরতে এবং তাঁহারই সৃষ্টি করায় হইয়া থাকে কিন্তু ইহাও আল্লাহ তাআলারই নিয়ম যে, আল্লাহর কুদরত বেশির ভাগই কার্যকারণের আবরণে বিকশিত হয়। এই নিয়মটার একটি উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে বান্দাদেরে পরীক্ষা করা যে, বান্দা তাহার দৃষ্টি কার্যকারণের প্রতি রাখে, না মূল নিয়ন্তা আল্লাহর কুদরতের প্রতি রাখে? যাহাদের দৃষ্টি কার্যকারণের উপর নিবদ্ধ থাকিবে তাহাদের উপর কার্যকারণের পরিমাপেই উহা হইতে জনিত ঘটনার বা বস্তুর প্রতিক্রিয়া বর্তিবে; তাহারা কার্যকারণকে স্বাভাবিক ও সাধারণ দেখিয়া উহার উৎপন্ন বস্তু বা ঘটনা হইতে উদাসীন বসিয়া থাকে; ভয়-ভীতির উদ্রেক তাহাদের মধ্যে হয় না, উহার প্রয়োজনও তাহারা মনে করে না। পক্ষান্তরে যাহাদের দৃষ্টি কার্যকারণের উপর সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মূল নিয়ন্তা আল্লাহর কুদরতের প্রতি হইবে তাহাদের উপর ঘটনা বা বস্তুর প্রতিক্রিয়া সেই অনুপাতেই হইবে। তাহারা বিচলিত ও অস্থির হইবে এই ভাবিয়া যে, কার্যকারণটা ক্ষুদ্র ও সাধারণ হইতে পারে, উহার শক্তি ও ক্রিয়া সীমিত হইতে পারে কিন্তু ঘটনার মূল নিয়ন্তা আল্লাহর কুদরত ক্ষুদ্র ও সীমিত নহে, অতএব এই কার্যকারণের শক্তি ও ক্রিয়ার সীমা অতিক্রান্ত হইয়া আরও বড় অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে। সূর্য গ্রহণের নামায শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সত্যকেই স্বীয় ভাষণে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন– যাহা অনেক হাদীসে উল্লেখ আছে এবং বুখারী শরীফে অনূদিত হইয়াছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'ইউখাব্বিফুল্লাহু বিহা ইবাদাহু– চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ বস্তুত আল্লাহ তাআলার তরফ হইতে তাঁহার মহা কুদরতের নিদর্শন ও নমুনা মাত্র; ইহা দ্বারা আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদেরে ভয় দেখাইয়া থাকেন"।

সূর্য ভূমণ্ডল অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়, সেই সূর্যে সাধারণ কার্যকারণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই ব্যতিক্রম আনিয়া দিলেন! তাঁহার অসীম কুদরতের দ্বারা আরও বড় অঘটন ঘটাইতে পারেন।

যেরূপে একজন শক্তিশালী বিজ্ঞানী ডাক্তার ব্যক্তির দেহে ক্ষুদ্র কার্যকারণ– ঠাণ্ডা লাগায় অতি সাধারণ ব্যতিক্রম ঘটে, তাহার জ্বর আসে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উহাতে সে মারাও যায়। তদ্রূপ সূর্যের এই ব্যতিক্রম দ্বারা আল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

তাআলা সূর্যকে ধ্বংসও করিয়া দিতে পারেন বা সূর্যের এই অবস্থার প্রতিক্রিয়ায় জগতের উপর ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় দুর্যোগ-দুর্ভোগ নামিয়া আসিতে পারে।

পাঠকবৃন্দ! সূর্যগ্রহণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয়-ভীতির উল্লিখিত কারণের একটি ছোট্ট নমুনা প্রত্যক্ষ ঘটনা হইতে চয়ন করুন। ১৯৮৪ ইং সালের ঘটনা– ঐ বৎসর বেলা ১১/১২ টায় সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণ হইলে সাধারণত লোকেরা কৌতূহলী হইয়া বিভিন্ন কায়দায় ইহা অবলোকন করে। কিন্তু ঐ বৎসরের সূর্যগ্রহণ ঘটিবার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই সংবাদপত্রে, এমনকি রেডিও মারফতও প্রচার করা হইতে থাকিল যে, এই বারের সূর্যগ্রহণের প্রতি যেন কেহ না তাকায়। গ্রহণকালে যদি কেহ সূর্যের দিকেক তাকায় তবে আশঙ্কা আছে অন্ধ হইয়া যাওয়ার এবং চোখে ব্যাধি সৃষ্টি হওয়ার। তারিখ মতে সূর্যগ্রহণ হইল এবং পরবর্তী সংবাদপত্র সমূহে সংবাদ আসিল যে, কোন কোন লোক না জানিয়া বা সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া গ্রহণকালে সূর্যের প্রতি তাকাইয়া ছিল, তাহার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে এবং চোখে ভীষণ যাতনার সৃষ্টি হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন! বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে সূর্যগ্রহণের কারণ হইল– সূর্যের উপর চন্দ্রের ছায়া পতিত হওয়া। ছায়া পতিত হওয়ায় সূর্য কাল রং দেখা যাইবেব, যাহা সচরাচর সূর্য গ্রহণকালে হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বৎসর চোখ অন্ধ হওয়া চোখে যাতনা সৃষ্টির ক্রিয়াও উহার সাথে হইল। এইরূপ অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তো আরও ভয়ঙ্কর ও ভীষণ হইতে পারে– সেই ভয়ই আল্লাহ তাআলা দেখাইয়া থাকেন। সেই ভয়ে ভীত হইয়া আল্লাহ পাণে ধাবমান হওয়ার আদর্শই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

মুরব্বী ভয় দেখান, ছেলেরা ভীত হয় না– আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকে, ইহা কতই না দুঃখজনক সীন! আল্লাহ ভয় দেখাইবেন, বান্দারা ভীত হইবে না, ইহা তো লক্ষ গুণ বেশি দুঃখজনক।

ঝড় বাতানসও সূর্যগ্রহণের ন্যায় বাহ্যিক কার্যকারণ, বায়ুর নিম্নচাপ হইতে উৎপন্ন কিন্তু উহা যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে তাহা উপকূলবর্তী এলাকার লোকগণ ভালরূপেই জানেন। ইহা অপেক্ষা হাজার গুণ বেশি ঐ

www.BANGLAKITAB.com

ঝড় যাহা আদ জাতির উপর সাত রাত আট দিন অনবরত প্রবাহমান ছিল। যাহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় রহিয়াছে যে, ঐ বাতাস ব্যবস্থাপক ফেরেশতাগণেরও আয়ত্ত্বের বাহিরে সরাসরি আল্লাহ তাআলার আদেশে প্রবাহিত ছিল– ইতিপূর্বে উহার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। এইরূপ ভয়াবহতার ভয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝড়-বাতাস দেখিলেও আল্লাহর প্রতি ধাবমান হইতেন-নামায পড়িতেন।

১৩৩৩ (আঃ)। হাদীস– নজর (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, আনাস (রাযি.) সাহাবীর বর্তমানে একবার ভীষণ অন্ধকার ছাইয়া গেল। আমি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–

هَلْ كَانَ يُصِيْبُكُمْ مِثْلُ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে কি কোন দিন এইরূপ অন্ধকারের অবতরণ হইয়াছে? আনাস (রাযি.) বলিলেন, (এইরূপের অন্ধকার হইতে) আল্লাহ পানাহ দিয়াছিলেন, তবে সময়ে প্রবল বাতাস বহিত, তখন আমরা মসজিদ পানে ছুটিতাম; কিয়ামত বা মহাপ্রলয় আসিয়া যাওয়ার ভয়ে।"

১৩৩৪ (আঃ)। হাদীস– ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলিয়াছেন–

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদর্শন দিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর কুদরতের কোন অসাধারণ নমুনা দেখিলে তখন (আল্লাহর প্রতি ধাবমানে) সিজদা রত হইও।

সমাপ্ত